

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ বঙ্গাব্দ  
দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭২/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৭০০০০২

মুদ্রক :

অনাদিনাথ কুমার

উমাশঙ্কর প্রেস

১২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

## প্রকাশকের নিবেদন

‘মহাভারতম্’ মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্তালক অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি ছিলেন ‘মহাভারতম্’-এর তপস্তায় মগ্ন—এবং সে একক ও দুষ্চর তপস্তায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্তু রেখে গেছেন তাঁর ‘মহাভারতম্’—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। ‘মহাভারতম্’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। স্বধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।





## ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং সন্তাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দনম্ ।  
লোমশঃ স্তমহাতেজা ঋষিস্তত্রাজগাম হ ॥১॥  
তং পাণ্ডবাগ্রজো রাজা সগণে ব্রাহ্মণাশ্চ তে ।  
উপাতিষ্ঠান্মহাভাগং দিবি শক্রমিবামরাঃ ॥২॥  
তমভ্যর্চ্য যথাত্মায়াং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
পপ্রচ্ছাগর্মণে হেতুমটনে চ প্রয়োজনম্ ॥৩॥  
স পৃষ্ঠঃ পাণ্ডুপুত্রেন প্রীয়মাণো মহামনাঃ ।  
উবাচ শ্লক্ষয়া বাচা হর্বয়াম্বব পাণ্ডবান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । কৌরবনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্, এবং সন্তাষমাণে ক্রবতি সতি ॥১॥  
তমিতি । সগণো ভীমাভিরহুচরৈঃ সহ । উপাতিষ্ঠং পাণ্ডাদিভিরপূজয়ং ॥২॥  
তমিতি । তং লোমশমেব হেতুং পপ্রচ্ছ । প্রচ্ছিদ্ধিকর্মকঃ । অটনে বিচরণে ॥৩॥  
স ইতি । স লোমশঃ । শ্লক্ষয়া কোমলয়া ॥৪॥

মিলিত হইয়া এই তীর্থসমূহে বিচরণ করিতে থাকিয়া অর্জুনের উৎকণ্ঠা ত্যাগ করিতে পারিবে” ॥৩৪॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৌম্যপুরোহিত যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছিলেন,  
এমন সময়ে অতিমহাতেজা লোমশমুনি সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তখন স্বর্গে দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন, সেইরূপ অমুচরবর্গের সহিত  
যুধিষ্ঠির এবং সেই ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা লোমশের পূজা করিলেন ॥২॥

যথানিয়মে পূজা করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির লোমশের নিকটে তাঁহার আগমনের  
কারণ এবং বিচরণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামনা লোমশ আনন্দিত হইয়া পাণ্ডব-  
গণকেও আনন্দিত করিবার জন্ত কোমল বাক্যে বলিতে লাগিলেন— ॥৪॥

(১) এবং সন্তাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দন ।—বা ব. কা । (২)...উদতিষ্ঠান্মহা-  
ভাগব—নি ।

সঞ্চরমস্মি কোন্তেয় ! সৰ্বান্ লোকান্ যদৃচ্ছয়া ।  
 গতঃ শক্রস্ত ভবনং তত্রাপশ্যং হুৰেশ্বরম্ ॥৫॥  
 তব চ ভ্রাতরং বীরমপশ্যং সব্যসাচিনম্ ।  
 শক্রস্তাৰ্দ্ধাসনগতং তত্র মে বিশ্বয়ো মহান্ ॥৬॥  
 আসীৎ পুরুষশাদূল ! দৃষ্ট্বা পার্থং তথা গতম্ ।  
 আহ মাং তত্র দেবেশো গচ্ছ পাণ্ডুস্তান্ প্রতি ॥৭॥ (যুগ্মকম্)  
 সোহহমভ্যাগতঃ ক্ষিপ্ৰং দিদৃক্ষুস্তাং সহানুজম্ ।  
 বচনাৎ পুরুহুতস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ॥৮॥  
 আখ্যাস্তে তে প্রিয়ং তাত ! স্মহৎ, পাণ্ডুনন্দন ! ।  
 ঋষিভিঃ সহিতো রাজন্ ! কৃষ্ণয়া চৈব তচ্ছৰ্ণু ॥৯॥  
 যদ্বয়োক্তো মহাবাহুরদ্রার্থং ভরতর্ষভ ! ।  
 তদদ্রমাপুং পার্থেন রুদ্রাদপ্রতিমং বিভো ! ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

কিম্বাচেত্যাহ—সঞ্চরমিতি । যদৃচ্ছয়া উদ্দেশ্যবিহীনেচ্ছয়া ॥৫॥

তবেতি । সব্যসাচিনমর্জুনম্ । তথা গতং শক্রস্তাৰ্দ্ধাসনগতং পার্থমর্জুনং দৃষ্ট্বা মে মহান্  
 বিশ্বয় আসীৎ, মাহুযস্ত দেবরাজাৰ্দ্ধাসনে স্থিত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৬—৭॥

স ইতি । বচনাদহুরোধবাক্যাৎ, পুরুহুতস্ত ইন্দ্রস্ত, পার্থস্ত অর্জুনস্ত ॥৮॥

আখ্যাস্ত ইতি । প্রিয়ং প্রীতিকরং বচনম্ । কৃষ্ণয়া দ্রৌপত্যা ॥৯॥

“কুন্তীনন্দন ! আমি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে করিতে  
 ইন্দ্রের ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সেখানে ইন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম ॥৫॥

এবং তোমার ভ্রাতা মহাবীর অর্জুনকে ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম ।  
 পুরুষশ্রেষ্ঠ ! অর্জুনকে সেইস্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার গুরুতর বিশ্বয়  
 জন্মিয়াছিল । তখন দেবরাজ আমাকে বলিলেন—“ঋষি ! আপনি পাণ্ডবগণের  
 নিকট গমন করুন” ॥৬—৭॥

তা’র পর দেবরাজের ও মহাত্মা অর্জুনের অমুরোধে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহিত  
 তোমাকে দেখিবার জন্ত সত্বর আমি এখানে আসিয়াছি ॥৮॥

বৎস পাণ্ডুনন্দন ! আমি তোমার নিকট গুরুতর প্রিয় সংবাদ বলিব । রাজা !  
 ঋষিগণ ও দ্রৌপদীর সহিত তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! তুমি যে অঙ্গলাভের জন্ত অর্জুনকে বলিয়াছিলে, অর্জুন  
 মহাদেবের নিকট হইতে সেই অতুলনীয় অস্ত্র লাভ করিয়াছেন ॥১০॥

যত্নদ্বৈক্যশিরো নাম তপসা রুদ্রমাগতম্ ।  
 অমৃতাত্ত্বিতং রৌদ্রং তল্লকং সব্যসাম্চিনা ॥১১॥  
 তৎ সমস্তং সংহারং সপ্রায়শ্চিত্তমঙ্গলম্ ।  
 বজ্রমস্ত্রাণি চান্য়ানি দণ্ডাদৌনি যুধিষ্ঠির ! ॥১২॥  
 যমাৎ কুবেরাধ্বরুণাদিত্রাচ্চ কুরুনন্দন ! ।  
 অস্ত্রাণ্যধীতবান্ পার্থো দিব্যান্মমিতবিক্রমঃ ॥১৩॥  
 বিশ্বাবসোস্তু তনয়াদ্গীতং নৃত্যঞ্চ সাম চ ।  
 বাদিত্রঞ্চ যথান্যায়ং প্রত্যবিন্দ্যথাবিধি ॥১৪॥  
 এবং কৃতান্ত্রঃ কোন্তেয়ো গান্ধৰ্বং বেদমাপ্তবান্ ।  
 হুখং বসতি শ্রীভৎস্বরনুজ্ঞানুজস্তব ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

যদিতি । মহাবাহুরজ্জুনঃ । আপ্তং লক্ষ্য, পার্থেন অৰ্জ্জুনেন ॥১০॥  
 কিং নাম তদস্তমিত্যাহ—যদিতি । অমৃতাত্ত্বিতং অমৃতাত্ত্বিত্যং সমুদ্রাৎ ॥১১॥  
 তদিতি । সংহারেণ নিবৰ্ত্তনেন সহেতি সংহারম্, প্রায়শ্চিত্তং পরপ্রযুক্তস্ত নিবারণং তদেব  
 মঙ্গলং তেন সহেতি তৎ । লকং লক্ষানি চেত্যহুবৰ্ত্ততে ॥১২॥  
 অথ কাম্বল্লকং লক্ষানি বেত্যাহ—যমাদিতি । যথাসম্ভবমধীতবান্ ॥১৩॥  
 বিশ্বেতি । বিশ্বাবসোস্তুতনয়ং চিত্রসেনাং । সাম সাম্বাদং সামগানং বা ॥১৪॥  
 এবমিতি । কৃতান্ত্রঃ শিক্ষিতান্ত্রঃ, আপ্তবান্ চিত্রসেনাল্লকবাংশ্চ সন্ ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১১॥ সমস্তং প্রয়োগাদৌ মজ্জসহিতম্ । সংহারন্ত্যক্তস্তাকর্ষণম্ ।  
 প্রায়শ্চিত্তম্ অস্ত্রাঘ্নিনা নিরপরাধানাং দাহে যো দৌষস্তস্ত শোধনম্ । মঙ্গলং দক্ষনামেবারা-  
 মাদীনাং পুনর্বিবসনম্ । বজ্রং বজ্রবদপ্রতীকার্থং রৌদ্রমেব ॥১২—১৩॥ গীতং লৌকিকং

সেই যে ‘ব্রহ্মশির’-নামক অস্ত্র সমুদ্রমস্থনের সময়ে তাহা হইতে উঠিয়াছিল এবং  
 মহাদেবের তপস্তায় তাঁহার নিকট আসিয়াছিল ; সেই পাশুপত অস্ত্র অৰ্জ্জুন লাভ  
 করিয়াছেন ॥১১॥

আর, যুধিষ্ঠির ! মজ্জ, উপসংহার ও নিবারণের উপায়ের সহিত সেই বজ্র এবং  
 দণ্ডপ্রভৃতি অস্ত্রাণ্ড অস্ত্রও অৰ্জ্জুন লাভ করিয়াছেন ॥১২॥

কুরুনন্দন ! অসাধারণ-বিক্রমশালী অৰ্জ্জুন যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের নিকট  
 হইতে স্বর্গীয় অস্ত্র সকল শিক্ষা করিয়াছেন ॥১৩॥

তাহার পর তিনি—বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনগন্ধর্বেবর নিকট নৃত্য, গীত, বাণ্ড ও  
 সামগান যথানিয়মে ও যথাবিধিমন শিক্ষা করিয়াছেন ॥১৪॥

যদর্থং মাং সুরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ।  
 তচ্চ তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির ! নিবোধ মে ॥১৬॥  
 ভবান্ মনুষ্যালোকেহপি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
 ক্রয়াদ্যুধিষ্ঠিরং তত্র বচনাস্মে দ্বিজোত্তম ! ॥১৭॥  
 আগমিষ্যতি তে ভ্রাতা কৃতান্তঃ ক্ষিপ্রমৰ্জ্জুনঃ ।  
 সুরকার্য্যং মহৎ কৃত্বা যদশক্যং দিবৌকসৈঃ ॥১৮॥  
 তপসাপি ত্বমাত্মনং যোজয় ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
 তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৯॥  
 অহং কৰ্ণং জ্ঞানামি যথাবদন্তরতর্ষভ ! ।  
 সত্যসঙ্কং মহোৎসাহং মহাবীৰ্য্যং মহাবলম্ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

যদिति । সুরশ্রেষ্ঠো দেবরাজঃ । নিবোধ শৃণু ॥১৬॥

কিং ত্বচনমিত্যাহ—ভবানিতি । তত্র মনুষ্যালোকে, বচনাদম্বরোধবাধ্যং ॥১৭॥

আগমিষ্যতীতি । সুরকার্য্যং নিবাতকবচাদীনাং বধরূপম্ । দিবৌকসৈর্দেবৈঃ, “সমাসান্তগতানাং বা রাজাদীনামদন্ততা” ইত্যদন্ততয়া ভিস্ ঐস্ ॥১৮॥

তপসেতি । ত্বমপীত্যম্বয়ঃ । পরমুত্তমম্ । বিন্দতে লভতে, মহৎ ফলম্ ॥১৯॥

অহমিতি । সত্যসঙ্কং সত্যপ্রতিজ্ঞম্ । বীৰ্য্যং কায়িকী শক্তিঃ, বলঞ্চ মানসিকী শক্তিঃ

### ভারতভাবদীপঃ

গানম্, সাম ঋতুগানম্ ॥১৫॥ অহুজস্ত ভীমস্তাহুজঃ ॥১৫—১৭॥ সুরকার্য্যং নিবাতকবচা-  
 দীনাং বধঃ । দিবৌকসৈরিতি বহুলং ছন্দসীত্যস্ ॥১৮—১৯॥ সত্যসঙ্কং সত্যপ্রতিজ্ঞম্

যুধিষ্ঠির ! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার (ভীমের) কনিষ্ঠভ্রাতা অর্জুন এইভাবে অস্ত্র  
 ও গান্ধর্ববেদ শিক্ষা করিয়া স্বর্গলোকে সুখে বাস করিতেছেন ॥১৫॥

দেবরাজ যেজ্ঞস্ত আমাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আমি তোমার  
 নিকট বলিব ; তুমি শ্রবণ কর ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি নিশ্চয়ই মনুষ্যালোকেও যাইবেন ; সুতরাং আমার  
 অনুরোধে সেখানে যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন (যে)— ॥১৭॥

‘তোমার ভ্রাতা অর্জুন অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, এখন দেবগণের যাহা  
 অসাধ্য, এমন একটা গুরুতর দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শীঘ্রই আসিবেন ॥১৮॥

তুমিও অপর ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া তপস্তা কর । কারণ, তপস্তা  
 হইতে উত্তম কিছুই নাই ; সুতরাং তপস্তা দ্বারা গুরুতর ফল পাওয়া যায় ॥১৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমিও যথাযথভাবেই কর্ণকে জ্ঞানি ; কর্ণ—সত্যপ্রতিজ্ঞ,

মহাহবেষপ্রতিমং মহায়ুদ্ধবিশারদম্ ।

মহাধনুর্ধরং বীরং মহাস্ত্রং বরবর্ষিণম্ ॥২১॥

মহেশ্বরহৃতপ্রখ্যাদিত্যতনয়ং প্রভুম্ ।

তথাহর্জুনমতিস্বক্কং সহজোদ্ধগপৌরুষম্ ।

ন স পার্থস্য সংগ্রামে কলামহতি ষোড়শীম্ ॥২২॥ (বিশেষকম্)

যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণাশ্মনসিস্থমরিন্দম্ ! ।

তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি সব্যসাচিন্ত্যতো গতে ॥২৩॥

যচ্চ তে মানসং বীর ! তীর্থযাত্রামিমাং প্রতি ।

স মহর্ষিলৌমশস্তে কথয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী .

সাহসাত্ম্য। মহাহবেষু মহায়ুদ্ধে। বরবর্ষিণং সহজাভেদবর্ষশালিনম্। মহেশ্বরহৃতপ্রখ্যং  
কার্ত্তিকৈয়তুল্যম্, আদিত্যতনয়ং সূর্য্যপুত্রম্, প্রভুম্ অস্ত্রপ্রভাবশালিনম্। অতিস্বক্কং মহাধ্যবসায়ম্,  
“স্বক্কঃ প্রকাণ্ডে সৈন্তাংশে বাহুমূলসমূহয়োঃ। সমীহানুপয়োচ্চাপি” ইতি বিশ্বঃ। সহজং  
স্বাভাবিকম্ উদ্ধগম্ উদ্ধতঞ্চ পৌরুষং পুরুষকারো যন্ত তম্। স তাদৃশোহপি কর্ণঃ, সংগ্রামে,  
পার্বত্য অর্জুনস্ত, ষোড়শীং কলাম্ ভাগমপি নাইতি, অর্জুনশ্রেষ্ঠানীং দেবাস্ত্রলাভাদিতি ভাবঃ।  
যট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০—২২॥

যদিতি। হে অরিন্দম্ ! কর্ণং, ভয়ং ভয়হেতুভূতম্, যচ্চাপি অভেদ্যং কবচম্, মনসিস্থম্,  
তচ্চাপি সব্যসাচিনি অর্জুনে, অতঃ স্বর্গলোকাৎ, গতে সতি, অহমপহরিষ্যামি ॥২৩॥

যদিতি। মানসং কর্ণং স্বক্কঃ। স প্রসিদ্ধঃ। তৎ কথয়িষ্যতি ॥২৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

॥২০॥ বরবর্ণনমতিস্বন্দরম্ ॥২১॥ মহেশ্বরহৃতপ্রখ্যং স্বন্দতুল্যম্, অতিস্বক্কমুদাতাসম্,  
জ্ঞানগতিস্বক্কমিতি পার্শ্বে যোগিশ্রেষ্ঠম্ ॥২২—২৩॥ অপহরিষ্যামি কবচকুণ্ডলাপহরণে  
ইন্দ্রেণ কৃতে সতি তদপীক্সান্তঃ প্রবিষ্টা সম্পাদয়িষ্যামি আবেণাভেদদর্শনেনাহং মনুরভব-  
মহোৎসাহী, গুরুতর দৈহিক বল ও মানসিক বলসম্পন্ন, মহায়ুদ্ধে অতুলনীয়  
বিশারদ, মহাধনুর্ধর, মহাবীর, মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, উত্তম বর্ষধারী, কার্ত্তিকের তুল্য,  
সূর্য্যের পুত্র এবং অস্ত্রপ্রভাবসম্পন্ন। আবার অর্জুনকেও জানি ; অর্জুনও গুরুতর  
অধ্যবসায়ী এবং স্বভাবতই মহাপুরুষকারসম্পন্ন ; সুতরাং সে কর্ণ এখন অর্জুনের  
বোল ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে ॥২০—২২॥

অরিন্দম যুধিষ্ঠির ! কর্ণের যে অভেদ্য কবচ তোমার ভয়ের কারণ, তাহাও  
আমি — অর্জুন এ স্থান হইতে গেলে পরই হরণ করিব ॥২৩॥

(২২)---তথা জ্ঞাতগতিং জ্ঞেয়ং সহশ্রনয়নোপমম্—পি। (২৩) যচ্চাপি তে ভয়ং তন্মায়ন-  
সিদ্ধং হি ধর্ম্মজ !। তদপ্যপহরিষ্যেহয়ং সব্যসাচিন্ত্যাপাগতে—পি।

যচ্চ কিস্তিতপোযুক্তং ফলং তীর্থেষু ভারত ! ।

ব্রহ্মর্ষিবেষ ক্রয়াতে তচ্ছ ক্লেয়মনন্তথা ॥২৫॥

লোমশ উবাচ ।

ধনঞ্জয়েন চাপ্যুক্তং যতচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির ! ।

যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরং মে যোজয়েধ্ৰ্ম্ময়া গিরা ॥২৬॥

ত্বং হি ধর্ম্মান্ পরান্ বেথ তপাংসি চ তপোধন ! ।

শ্রীমতাঞ্চাপি জানাসি ধর্ম্মং রাজ্ঞাং সনাতনম্ ॥২৭॥

স ভবান্ পরমং বেদ পাবনং পুরুষান্ প্রতি ।

তেন সংযোজয়েথাস্ত্বং তীর্থপুণ্যেন পাণ্ডবান্ ॥২৮॥

যথা তীর্থানি গচ্ছেত গাশ্চ দদ্যাত্ স পৃথিবীঃ ।

তথা সর্বাদ্ব্যনা কার্য্যমিতি মামর্জ্জুনোহব্রবীৎ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

যদिति । অনন্তথা সংশয়াদিরাহিত্যেন, তৎ, শ্রদ্ধেয়ং বিশ্বাস্তম্ ॥২৫॥

ধনেতি । ধর্ম্ময়া ধর্ম্মাদনপেতয়া গিরা যোজয়েঃ তাং শ্রাবয়েরিত্যর্থঃ ॥২৬॥

ত্বমিতি । পরান্ শ্রেষ্ঠান্ । শ্রীমতাং ধনাদিসম্পত্তিশালিনাম্ ॥২৭॥

স ইতি । পাবনং তীর্থপুণ্যম্, পুরুষান্ প্রতি পুরুষণামিত্যর্থঃ ॥২৮॥

বীর ! তীর্থযাত্রা বিষয়ে তোমার যে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে প্রসিদ্ধ মহর্ষি লোমশ নিশ্চয়ই নিয়মাদি বলিবেন ॥২৪॥

ভরতনন্দন ! তীর্থে তপস্শ্রাপ্রযুক্ত যে কিছু ফল হয়, তাহা তোমার নিকট এই ব্রহ্মর্ষি লোমশই বলিবেন ; তুমি নিঃসন্দেহে তাহা বিশ্বাস করিও” ॥২৫॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! অর্জুনও যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাও শোন—  
“আপনি আমার ভ্রাতৃগণকে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনাইবেন ॥২৬॥

কারণ, আপনি উত্তম ধর্ম্ম ও তপস্শ্রা বিষয় জানেন এবং সম্পত্তিশালী রাজাদের সনাতন ধর্ম্মও অবগত আছেন ॥২৭॥

আর, আপনি মানুষের পরম তীর্থধর্ম্মের বিষয়ও জানেন ; সুতরাং আপনি পাণ্ডবগণকে সেই তীর্থধর্ম্মযুক্ত করিবেন ॥২৮॥

যাহাতে সেই রাজা তীর্থে গমন ও গোদান করেন, তাহা আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে করিবেন,” এই কথা অর্জুন আমাকে বলিয়াছেন ॥২৯॥

(২৫)....ন তচ্ছ্রদ্ধেয়মন্তথা—বা ব কা নি । ইতঃ পরম্—‘...একনবতিতমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...একোননবতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি । (২৬)....ধর্ম্ময়া শ্রিয়া—বা ব কা, ধর্ম্ময়া ধিয়া—নি । (২৮)....পুরুষং প্রতি—বা ব কা নি ।

ভবতা চানুগুপ্তোহসৌ চরেতীর্থানি সৰ্বশঃ ।  
 রক্ষোভ্যো রক্ষিতব্যশ্চ দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥৩০॥  
 দধীচ ইব দেবেন্দ্রং যথা চাপ্যঙ্গিরা রবিম্ ।  
 তথা রক্ষস্ব কৌন্তেয়ান্ রাক্ষসেভ্যো দ্বিজোত্তম ! ॥৩১॥  
 যাতুধানা হি বহবো রাক্ষসাঃ পৰ্বতোপমাঃ ।  
 ত্বয়াভিগুপ্তান্ কৌন্তেয়ান্ নাভিবর্তেয়ুরস্তিকাৎ ॥৩২॥  
 সোহহমিন্দ্রস্য বচনান্নিয়োগাদৰ্জ্জুনস্য চ ।  
 রক্ষমাণো ভয়েত্যস্তাং চরিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৩৩॥  
 দ্বিস্তৌর্থানি ময়া পূৰ্ব্বং দৃষ্টানি কুরুনন্দন ! ।  
 ইদং তৃতীয়ং দ্রক্ষ্যামি তাত্তেব ভবতা সহ ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

যথেতি । স পার্থিবো যুধিষ্ঠিরঃ । সৰ্বাশ্বনা সৰ্বপ্রযত্নেন, কার্য্যং কর্তব্যম্ ॥২৯॥  
 ভবতেতি । অনুগুপ্তো রক্ষিতঃ । দুর্গেষু দুর্গমেষু, বিষমেষু উচ্চাবচেষ্ণু স্থানেষু ॥৩০॥  
 দধীচ ইতি । দধীচো নাম মুনিঃ । রক্ষস্ব রক্ষোন্নম্রপাঠাদিনা ॥৩১॥  
 যাত্বিতি । যাতুং সময় এব দধতীতি যাতুধানাঃ । অতি লক্ষ্যীকৃত্য ॥৩২॥  
 স ইতি । চরিষ্যামি তীর্থেষ্বিতি শেষঃ ॥৩৩॥  
 দ্বিরিতি । দ্বিবারম্ । তৃতীয়ং বারম্, তাত্তেব তীর্থানি ॥৩৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

মিত্যাদিবদহমেবেন্দ্ররূপী করিষ্যামীতি ॥২৪॥ তৎ শ্রদ্ধয়ং ন ত্বয়ায়গৃহীতব্যমিত্যর্থঃ ॥২৫॥  
 যোজয়েঃ যোজয়, ধর্ম্মায়া ধর্ম্মাদনপেতয়া ॥২৬—২৭॥ দ্বিঃ দ্বিবারম্, তৃতীয়ং তৃতীয়বারম্

আপনি তাঁহাকে দুর্গমস্থানে এবং বিষমস্থানে রক্ষা করিবেন ; আপনি রক্ষা করিলেই তিনি সকল তীর্থে বিচরণ করিতে পারিবেন ॥৩০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! দধীচমুনি যেমন দেবরাজকে এবং অঙ্গিরা যেমন সূর্য্যকে রক্ষা করেন, আপনিও তেমনই রাক্ষসগণ হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবেন ॥৩১॥

আপনি রক্ষা করিতে থাকিলে, হঠকারী পৰ্ব্বতপ্রমাণ বহুতর রাক্ষসও নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সম্মুখে আসিতে পারিবে না” ॥৩২॥

ইন্দ্রের কথায় ও অৰ্জ্জুনের অনুরোধে আমি সৰ্ব্বপ্রকার ভয় হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে থাকিয়া তোমার সহিত তীর্থে বিচরণ করিব ॥৩৩॥

কুরুনন্দন ! আমি পূর্বে দুইবার তীর্থগুলি দেখিয়াছি ; এখন তৃতীয় বার তোমার সহিত সেইগুলিই দেখিব ॥৩৪॥



ইয়ং রাজর্ষিভিষাতা পুণ্যকৃষ্টিযুধিষ্ঠির ! ।

মদ্রাদিভির্মহারাজ ! তীর্থযাত্রা ভয়াপহা ॥৩৫॥

নানুজুর্নাকৃতাত্মা চ নাবিগো ন চ পাপকৃৎ ।

স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ! ন চ বক্রমতিনরঃ ॥৩৬॥

ত্বস্তু ধর্মমতিনিত্যং ধর্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ ।

বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো ভূয় এব ভবিষ্যসি ॥৩৭॥

যথা ভগীরথো রাজা রাজানশ্চ গয়াদয়ঃ ।

যথা যযাতিঃ কৌন্তেয় ! তথা ত্বমপি পাণ্ডব ! ॥৩৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন হর্ষাৎ সম্প্রপশ্যামি বাক্যশ্রোত্বোত্তরং কৃচিৎ ।

স্মরেক্ষি দেবরাজো যং কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

ইয়মিতি । যাতা প্রাপ্তা কৃত্তেতার্থঃ । ভয়াপহা পাপভয়নাশিকা ॥৩৫॥

নেতি । অনুজুঃ অসরলঃ শঠঃ তীর্থেষু ন স্নাতি, পরপ্রতারণাব্যাপ্তত্বাৎ ; অকৃতাত্মা ভূপ্রদেশদর্শনভাবেনাশিক্ষিতচিত্তঃ তীর্থেষু ন স্নাতি, কুপমগুরুত্বত্বাৎ ; অবিগোঃ তীর্থেষু ন স্নাতি শাস্ত্রাজ্ঞানেন তীর্থফলাজ্ঞানাৎ ; পাপকৃৎ তীর্থেষু ন স্নাতি চৌধ্যাদিনিরতত্বাৎ ; বক্রমতিনরশ্চ, তীর্থেষু ন স্নাতি হেতুবাচেন তীর্থফলানঙ্গীকারাৎ ॥৩৬॥

ত্বমিতি । সত্যসঙ্গরঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । বিমুক্তঃ, তীর্থস্নানাদিনা সর্বপাপক্ষয়ঃ ॥৩৭॥

যথেনিতি । অতন্তীর্থপর্যটনেনাধিকধর্মলাভে তব বুদ্ধির্ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥৩৮॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! মনুপ্রভৃতি পুণ্যকারী রাজর্ষিরা পাপভয়নাশক এই তীর্থপর্যটন করিয়া গিয়াছেন ॥৩৫॥

কুরুনন্দন ! শঠ, কুপমগুরুস্বভাব, মূর্থ, পাপকারী এবং কুটিলবুদ্ধি লোক তীর্থে স্নান করে না ॥৩৬॥

কিন্তু তোমার সর্বদাই ধর্মে মতি রহিয়াছে এবং তুমি ধর্মজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ; অতএব তুমি ( তীর্থপর্যটন করিয়া ) সম্পূর্ণরূপেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥৩৭॥

পাণ্ডুনন্দন ! ভগীরথরাজা যেমন ছিলেন, গয়প্রভৃতি রাজারা যেমন গিয়াছেন এবং যযাতিরাজা যেমন ছিলেন, তুমিও তেমনই হইয়াছ" ॥৩৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আমি আনন্দবশতঃ এই বাক্যের উত্তর কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না এবং দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহা হইতে কোন ব্যক্তি রক্ষা ? ॥৩৯॥

ভবতা সঙ্গমো যশ্চ ভ্রাতা চৈব ধনঞ্জয়ঃ ।

বাসবঃ স্মরতে যশ্চ কো নামাভ্যধিকন্ততঃ ॥৪০॥

যচ্চ মাং ভগবানাহ তীর্থানাং দর্শনং প্রতি ।

ধোম্যশ্চ বচনাদেবা বুদ্ধিঃ পূর্বং কৃতৈব মে ॥৪১॥

তদ্যদা মন্যসে ব্রহ্মন্ ! গমনং তীর্থদর্শনে ।

তদৈব গন্তাস্মি তীর্থাত্মৈষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গমনে কৃতবুদ্ধিস্তু পাণ্ডবং লোমশোহব্রবীৎ ।

লঘুর্ভব মহারাজ ! লঘুঃ শ্বৈরং গমিষ্যসি ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ । \*

ভিক্ষাভূজো নিবর্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চ যে ।

ক্ষুভৃষণধ্বশ্রমায়াসশীতার্ভিমসহিষ্যবঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । হর্ষাৎ অর্জুনশ্চ সর্বদেবাস্ত্রলাভস্বাস্থ্যসংবাদপ্রাপ্তিজনিতাদানন্দাৎ ॥৩৯॥

ভবতেতি । বাসব ইন্দ্রঃ । যশ্চেতি “নৃত্যার্থকর্মণি” ইতি কর্মণি ষষ্ঠী ॥৪০॥

যদিতি । ভগবান্ ভবান্ । দর্শনং প্রতি দর্শনবিষয়ে । মে ময়া ॥৪১॥

তদিতি । গন্তাস্মি গমিষ্যামি । বনবাসপ্রতিজ্ঞায়া অগৃহবাসতাৎপর্যকত্বাৎ তীর্থভ্রমণেনাপি ন তৎপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ । কিঞ্চ অবসরে মহাধর্মার্জুনং মহালাভ এবোতি ভাবঃ ॥৪২॥

‘গমন ইতি । লঘুর্ভারশৃংগঃ স্বল্পপরিজন ইত্যর্থঃ । কথমিত্যাহ—লঘুরিতি । লঘুঃ সন, শ্বৈরং স্বচ্ছন্দং যথেষ্টমিতি যাবৎ, গমিষ্যসি । বহুপরিজনসঙ্গে তু ব্যাপারবাহুল্যাদিনা যথেষ্টগমনব্যাবাহতে ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । “মন্দস্বচ্ছন্দয়োঃ শ্বৈরম্” ইত্যমরঃ ॥৪৩॥

ভিক্ষেতি । ভিক্ষাভূজো নিবর্তন্তাম্, তীর্থে ভিক্ষালাভাসম্ভবাৎ “তীর্থে ন প্রতিগৃহীয়াৎ

আপনার সহিত যাহার সম্মেলন হইল, অর্জুন যাহার ভ্রাতা এবং ইন্দ্র যাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি প্রধান ? ॥৪০॥

তা’র পর, আপনি যে আমাকে তীর্থদর্শনের বিষয়ে বলিতেছেন, এ বুদ্ধি আমি ধোম্যপুরোহিতের বাক্যে পূর্ব্বেই করিয়াছি ॥৪১॥

অতএব যখনই আপনি তীর্থদর্শনে গমন করা সঙ্গত মনে করিবেন, তখনই আমি তীর্থে গমন করিব ; ইহাই আমার একান্ত নিশ্চয়” ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির তীর্থগমনে মত করিলে, লোমশ তাঁহাকে কহিলেন—“যুধিষ্ঠির ! লঘু হও (অল্প পরিজন সঙ্গে লও), লঘু হইলে ইচ্ছানুসারে গমন করিতে পারিবে” ॥৪৩॥

তে সৰ্বে বিনিবৰ্ত্তন্তাং যে চ মিক্তভূজো দ্বিজাঃ ।

পকান্নলেহপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥৪৫॥

তেহপি সৰ্বে নিবৰ্ত্তন্তাং যেহপি সূদানুযায়িনঃ ।

ময়া যথোচিতাজীৰ্ণৈঃ সংবিত্তাশ্চ বৃত্তিভিঃ ॥৪৬॥

যে চাপ্যনুগতাঃ পৌরা রাজভক্তিপূরঙ্কতাঃ ।

ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজমভিগচ্ছন্ত তে চ বৈ ।

স দাস্ততি যথাকালমুচिता যশ্ব বা ভূতিঃ ॥৪৭॥

### ভারতকৌমুদী

প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি” ইতি শ্রুত্যা নিষেধাচ্ছেতি ভাবঃ । যে যতয়ো জিতেন্দ্রিয়া ব্রাহ্মণাশ্চ, তেহপি নিবৰ্ত্তন্তাম্, তেষামিন্দ্রিয়জয়িতয়া দর্শনাগ্ৰথং তত্র তত্র গমনাসম্ভবেন সৰ্বেষামেব তদসম্ভবাৎ । ক্ষুধান্তসহিষ্ণুনাঞ্চ সৰ্বত্র গমনশ্চৈবাসম্ভবাৎ ॥৪৪॥

ত ইতি । মিক্তভূজো মধুরভোজিনঃ, সৰ্বত্র মধুরবস্তুলাভাসম্ভবাৎ । বিকল্পকা আহারে উক্ত-বিবিধকল্পগ্রাহিণঃ, তীর্থে তাদৃশবিবিধকল্পসম্পাদনাসম্ভবাৎ ॥৪৫॥

ত ইতি । সূদানুযায়িনঃ স্বয়ং স্বয়ং পাকাসামর্থ্যেন পাচকাপেক্ষিতারঃ, সৰ্বত্র পাচকপ্রাপ্ত্য-সম্ভবাৎ । যথোচিতাজীৰ্ণৈঃ যথোচিতনির্দিষ্টখাদ্যাদিদানৈঃ, বৃত্তিভিনির্দিষ্টবেতনৈশ্চ, সংবিত্তা বিভজ্য রক্ষিতাঃ, তেহপি নিবৰ্ত্তন্তাম্, সৰ্বত্র তদানাসম্ভবাৎ ॥৪৬॥

য ইতি । অভিগচ্ছন্ত, তত্রাপি রাজভক্তিসম্ভবাৎ তত্শিব প্রকৃতরাজত্বাৎ । ভূতির্বেতনং খাদ্যাদিকঞ্চ । যত্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

৥২৮—৩৬॥ সত্যসঙ্গরঃ সত্যযজ্ঞঃ, “যাত্রেব সংগ্রামনামানি তানি যজ্ঞনামানী”তি যাস্ববচনাৎ

৥৩৭—৪২॥ লঘুরঙ্গপরিবারঃ ॥৪৩—৪৪॥ বিকল্পকাঃ যুগ্মযুগ্মবিভাজকাঃ ॥৪৫॥ আজীৰ্য্যৈ-

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যে সকল ব্রাহ্মণ ভিক্ষাতোজী ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহারা ক্ষুধা, পিপাসা, পথের পরিশ্রম, গ্রীষ্মের কষ্ট ও শীতের কষ্ট সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা সকলেই নিবৃত্ত হউন ॥৪৪॥

যে সকল ব্রাহ্মণ কেবল সুস্বাদু বস্তু ভোজন করেন এবং যাঁহারা পকান্ন লেহু, পেয় ও মাংস ইত্যাদি বিবিধ বস্তু ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেও নিবৃত্ত হউন ॥৪৫॥

যাঁহারা পাচকের অপেক্ষা রাখেন, কিংবা আমি যাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট উপযুক্ত খাদ্য এবং নির্দিষ্ট বেতন দিয়া রাখিয়াছি, তাঁহারা সকলেও নিবৃত্ত হউন ॥৪৬॥

আর, যে সকল পুরবাসীরা রাজভক্তিবশতঃ আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করুন ; তিনিই—যাঁহার যাহা যোগ্য বৃত্তি আছে, তাহা তাঁহাকে যথাসময়ে দিবেন” ॥৪৭॥

(৪৬)...ময়া যথোচিতাজীৰ্য্যৈঃ—বা ব কা নি ।

স চেদ্যথোচিতাং বৃত্তিং ন দদ্যাম্মসুজ্ঞেখরঃ ।  
অস্মৎপ্রিয়হিতার্থায় পাঞ্চাল্যো বঃ প্রদাস্ততি ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো ভূয়িষ্ঠশঃ পৌরা গুরুভারপ্রপীড়িতাঃ ।  
বিপ্রাশ্চ যতয়ো মুখ্যা জগ্মূর্নাগপুরং প্রতি ॥৪৯॥  
তান্ সর্বান্ ধর্মরাজস্য প্রেম্ণা রাজাহম্বিকাস্থতঃ ।  
প্রতিজ্ঞগ্রাহ বিধিবদ্ধনৈশ্চ সমতপর্যৎ ॥৫০॥  
ততঃ কুন্তীস্বতো রাজা লঘুভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।  
লোমশেন চ স্প্রীতস্তিরাত্রং কাম্যকেহবসৎ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং বনপর্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থযাত্রামন্ত্রণে ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ #

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । পাঞ্চাল্যো দ্রুপদো রাজা, বো যুযুভ্যম্ । অতন্ত্রৈব গচ্ছেতেতি ভাবঃ ॥৪৮॥

তত ইতি । গুরুভারেণ দুঃখাতিরেকেণ প্রপীড়িতাঃ । নাগপুরং হস্তিনাম্ ॥৪৯॥

তানিতি । ধর্মরাজস্য যুধিষ্ঠিরস্য, প্রেম্ণা বাৎসল্যেন ॥৫০॥

তত ইতি । লঘুভিরল্পসংখ্যাকৈঃ । লোমশাগমনাবধিষ্টিরাত্রবাসাতাবে যুধিষ্ঠিরাদীনাম্  
যাত্রাসিদ্ধাবপি লোমশস্য যাত্রা ন স্ম্যৎ “ত্রিরাত্রং যত্র নো বাসন্ততো যাত্রা ন সিধ্যতি” ইতি  
জ্যোতিষাং লোকব্যবহারোচ । তথাহে লোমশস্য তীর্থযাত্রাকর্ধ্যমপি ন স্ম্যৎ । অতস্তিরাত্রং  
কাম্যকেহবসদিত্যুক্তম্ ॥৫১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভূত্যাদিভিবৃদ্ধিভিজীবনহেতুভিরঙ্গাদিভিঃ ॥৪৬—৪৭॥ পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ, বো যুযুভ্যম্ ॥৪৮—৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

তিনি যদি যথোচিত বৃত্তি না দেন, তবে দ্রুপদরাজা আমাদের শ্রীতি ও হিতের  
জন্ত তাহা আপনাদিগকে দিবেন” ॥৪৮॥

তাহার পর বহুসংখ্যক পুরবাসী এবং জিতেল্লিয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত দুঃখিত  
হইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন ॥৪৯॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের প্রণয়বশতঃ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ধনদ্বারা  
যথাবিধানে সন্তুষ্ট করিলেন ॥৫০॥

## সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াস্তং কৌন্তেয়ং ব্রাহ্মণা বনবাসিনঃ ।  
অভিগম্য তদা রাজন্নিদং বচনমব্রবন্ ॥১॥  
রাজংস্তীর্থানি গন্তাসি পুণ্যানি ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
ঋষিণা চৈব সহিতৌ লোমশেন মহাত্মনা ॥২॥  
অস্মানপি মহারাজ ! নেতুমর্হসি পাণ্ডব ! ।  
অস্মাভির্হি ন শক্যানি ত্বদৃতে তানি কৌরব ! ॥৩॥  
শ্রাপদৈরুপশৃষ্টানি দুর্গানি বিষমানি চ ।  
অগম্যানি নরৈররৈস্তীর্থানি মনুজেশ্বর ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বনবাসিনঃ যুধিষ্ঠিরাত্মাগমনাং পূর্বাধিকাম্যকবনস্থিতাঃ ॥১॥  
রাজন্নিতি । গন্তাসি গমিষ্যসি ॥২॥  
অস্মানিতি । নেতুং সহচরীকর্তৃম্ । ত্বদৃতে ত্বাং বিনা, তানি তীর্থানি ॥৩॥  
শ্বেতি । শ্রাপদৈরিংস্রজস্তভিঃ, দুর্গানি দুর্গমানি, বিষমানি বিপৎসঙ্কুলানি ॥৪॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং লোমশমুনির সহিত  
আরও তিন রাত্রি কাম্যকবনে বাস করিলেন ॥৫১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! তাহার পর যুধিষ্ঠির যখন তীর্থযাত্রার  
আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ব হইতে কাম্যকবনবাসী ব্রাহ্মণেরা যাইয়া  
তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—৥১॥

“রাজা ! আপনি—ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা লোমশমুনির সহিত তীর্থসমূহে ভ্রমণ  
করিবেন ॥২॥

অতএব মহারাজ ! আপনি আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন । কারণ, আমরা  
আপনাকে ভিন্ন সে তীর্থভ্রমণে সমর্থ হইব না ॥৩॥

কারণ, নরনাথ ! তীর্থ সকল হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল ;  
সুতরাং সেগুলি অল্প লোকের অগম্য ॥৪॥

ভবন্তো ভ্রাতরঃ শূরা ধনুর্ধরবরাঃ সদা ।

ভবন্তিঃ পালিতাঃ শূরৈর্গচ্ছেম বয়মপ্যুত ॥৫॥

ভবৎপ্রসাদাক্তি বয়ং প্রাপ্নুয়ামঃ স্তব্ধং ফলম্ ।

তীর্থানাং পৃথিবীপাল ! বনানাঞ্চ বিশাংপতে ! ॥৬॥

তব বীৰ্য্যপরিভ্রাতাঃ শুদ্ধাস্তীর্থপরিপ্লুতাঃ ।

ভবেম ধূতপাপুমানস্তীর্থসন্দর্শনাম্ প ! ॥৭॥

ভবানপি নরেন্দ্রস্য কার্তবীৰ্য্যস্য ভারত ! ।

অষ্টকস্য চ রাজর্ষেলোমপাদস্য চৈব হ ॥৮॥

ভরতস্ত চ বীরস্য সার্কবভৌমস্য পার্থিব ! ।

ধ্রুবং শ্রোশ্যসি দুস্ত্রাপান্ লোকাংস্তীর্থপরিপ্লুতঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)

প্রভাসাদীনি তীর্থানি মহেন্দ্রাদীংশ্চ পর্বতান্ ।

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চৈব প্লক্ষাদীংশ্চ বনস্পতীন্ ।

হুয়া সহ মহীপাল ! দ্বেষুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

ভবন্তিরিতি । পালিতা বিপন্ত্যো রক্ষিতাঃ । উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৫॥

ভবদ্বিতি । স্তব্ধমনায়াং যথা স্তাব্ধতা । তীর্থানাং বনানাঞ্চ ভ্রমণাং ফলম্ ॥৬॥

তবেতি । শুদ্ধাঃ স্বভাবত এব নির্মলচিত্তাঃ, তীর্থেষু পরিপ্লুতাঃ স্নাতাঃ ॥৭॥

ভবানিতি । অষ্টকস্য আদিপর্বণি প্রাপ্তস্য । লোকান্ স্বর্গান্ ॥৮—৯॥

আপনারা ভ্রাতারা সকলেই প্রধান ধনুর্ধর ও বীর ; অতএব আপনারা সর্বদা রক্ষা করিতে থাকিলে, আমরাও তীর্থভ্রমণ করিতে পারিব ॥৫॥

রাজা ! নরনাথ ! আপনার অমুগ্রহে আমরা তীর্থ ও বনভ্রমণের ফল অনায়াসে লাভ করিতে পারিব ॥৬॥

রাজা ! আমরা স্বভাবতই নির্মল চিত্ত ; সুতরাং আপনার বলে রক্ষিত হইয়া, তীর্থস্নান ও তীর্থদর্শন করিয়া আমরা পাপশূন্য হইতে পারিব ॥৭॥

ভরতনন্দন রাজা ! আপনিও তীর্থে স্নান করিয়া—রাজা কার্তবীৰ্য্যার্জুন, রাজর্ষি অষ্টক ও লোমপাদ এবং মহাবীর ও সার্কবভৌম ভরতের দুর্লভ স্বর্গগুলি নিশ্চয়ই লাভ করিবেন ॥৮—৯॥

রাজা ! আমরা আপনার সহিত মিলিত হইয়া—প্রভাসপ্রভৃতি তীর্থ, মহেন্দ্র-প্রভৃতি পর্বত, গঙ্গাপ্রভৃতি নদী এবং প্লক্ষপ্রভৃতি বৃক্ষ সকল দেখিতে ইচ্ছা করি ॥১০॥

যদি তে ব্রাহ্মণেষুস্তি কাচিৎ শ্রীতির্জনাধিপ ! ।  
 কুরু ক্ষিপ্ৰং বচোহস্মাকং ততঃ শ্রেয়োহভিপৎসুসে ॥১১॥  
 তীর্থানি হি মহাবাহো ! তপোবিন্ধকরৈঃ সদা ।  
 অমুকীর্ণানি রক্ষোভিস্তেভ্যো নস্ত্রাতুমর্হসি ॥১২॥  
 তীর্থান্যুক্তানি ধোম্যেন নারদেন চ ধীমতা ।  
 যানু্যবাচ চ দেবর্ষিলোমশঃ স্তুমহাতপাঃ ॥১৩॥  
 বিধিবতানি সর্বানি পর্য্যটন্য নরাধিপ ! ।  
 ধৃতপাপা সহাস্মাভিলোমশেনাভিপালিতঃ ॥১৪॥  
 বৈশম্পায়ন উবাচ । \*  
 স রাজা পূজ্যমানস্তৈর্হর্ষাদশ্রুপরিপ্লুতঃ ।  
 ভীমসেনাদিভির্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৫॥  
 বাচমিত্যব্রবৌ সর্বাঃস্তানুযীন্ পাণ্ডবর্ষভঃ ।  
 লোমশং সমনুজ্ঞাপ্য ধোম্যক্লেব পুরোহিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি । প্রক্ষাদীন্ প্রক্ষাপ্রবনাদিতীর্থগতান্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥  
 যদীতি । বচো বাক্যাহরুপং কার্যম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্, অভিপৎসুসে লপ্যসে ॥১১॥  
 তীর্থানিতি । অমুকীর্ণানি ব্যাণ্টানি । নঃ অস্মান্ ॥১২॥  
 তীর্থনীতি । উবাচ গন্ত্যাদিদেশ, লোমশেন প্রাক্ তীর্থানামবর্ণনাৎ ॥১৩॥  
 বিধিবদिति । ধৃতপাপা তীর্থস্নানাদিনা ক্ষপিতপাপো ভবিষ্যসীতি শেষঃ ॥১৪॥

নরনাথ ! আপনার যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি কোনরূপ ভালবাসা থাকে, তবে  
 সম্বর আমাদের প্রার্থনার অমুরূপ কার্য করুন ; তাহা হইলে মঙ্গলই লাভ  
 করিবেন ॥১১॥

মহাবাহু ! তীর্থগুলি তপোবিন্ধকারি-রাক্ষসগণকর্তৃক সর্বদাই ব্যাপ্ত  
 রহিয়াছে ; সুতরাং আপনি সেই রাক্ষসগণ হইতে আমাদের রক্ষা  
 করিবেন ॥১২॥

জ্ঞানী নারদ ও ধোম্য তীর্থসমূহের বিষয় বলিয়াছেন ; যে সকল তীর্থে গমন  
 করিবার জন্ত পরে মহাতপা দেবর্ষি লোমশ আদেশ করিয়াছেন ॥১৩॥

নরনাথ ! আপনি লোমশকর্তৃক রক্ষিত হইয়া যথাবিধানে সেই সকল  
 তীর্থে পর্য্যটন করুন ; তাহা হইলে আপনি আমাদের সহিত নিষ্পাপ হইতে  
 পারিবেন ॥১৪॥

ততঃ স পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠো ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বশী ।  
 দ্রৌপদ্যা চানবজ্ঞাস্যা গমনায় মনো দধে ॥১৭॥  
 অথ ব্যাসো মহাভাগস্তথা পৰ্ব্বতনারদৌ ।  
 কাম্যকে পাণ্ডবং দ্রষ্টুং সমাজ্ঞামুৰ্মনীষিণঃ ॥১৮॥  
 তেবাং যুধিষ্ঠিরো রাজা পূজ্যাক্ষক্রে যথাবিধি ।  
 সংকৃতাশ্চ মহাভাগা যুধিষ্ঠিরমথাক্রবন্ ॥১৯॥  
 যুধিষ্ঠির ! যমো ! ভীম ! মনসা কুরুতাজ্জবন্ ।  
 মনসা কৃতশোচা বৈ শুদ্ধাস্তীর্থানি যাস্তথ ॥২০॥  
 শরীরনিয়মং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা মানুষং ব্রতম্ ।  
 মনোবিগ্ধাঃ বুদ্ধিঞ্চ দৈবমাহুর্ব্রতং দ্বিজাঃ ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । অশ্রপরিপ্লুতো নয়নজলসিক্তগণ্ডঃ । বাঢ় যুগ্মবজ্রমেবাস্মাভিঃ সহচরীকর্তব্য ইতি  
 বাচম্ । সমহুজ্ঞাপ্য সমাগহুজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥১৫—১৬॥

তত ইতি । বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ । অনবজ্ঞাস্যা অনিন্দ্যবয়বয়া ॥১৭॥

অথেতি । পৰ্ব্বতো নাম মূনিবিশেষঃ । মনীষিণো জ্ঞানিনস্তে ত্রয়ঃ ॥১৮॥

তেষামিতি । সংকৃতাঃ পূজয়া সম্মানিতাঃ, তে ব্যাসাদয়স্ত্রয়ঃ ॥১৯॥

যুধাতি । হে যমো নকুলসহদেবো ! । আৰ্জ্জবং সারল্যং হিংস্চিন্তাদিত্যাগম্ ॥২০॥

শরীরেতি । শরীরস্ত নিয়মম্ অগম্যদেশাগমনাদিকম্, মাহুং ব্রতং প্রাহুঃ । মনসা বিগ্ধাং  
 হিংস্চিন্তাদিত্যাগেন নির্মলাং বুদ্ধিঞ্চ, দৈবং ব্রতমাহুঃ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ গৌরব করিলে, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ  
 যুধিষ্ঠির ভীমপ্রভৃতি বীর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, লোমশ ও ধৌম্যপুরোহিতের  
 অমুমতি লইয়া, সেই সকল ঋষিকে বলিলেন—“অবশ্যই আপনাদিগকে সঙ্গে  
 লইয়া যাইব” ॥১৫—১৬॥

তদনন্তর জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীর সহিত মিলিত  
 হইয়া তীর্থে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর মহাত্মা বেদব্যাস, পৰ্ব্বত ও নারদ—এই জ্ঞানী তিনজন মহর্ষি  
 যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কাম্যকবনে আসিলেন ॥১৮॥

তখন রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিলেন । তৎপরে সেই  
 মহাত্মারা পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিকে বলিলেন—॥১৯॥

“যুধিষ্ঠির ! ভীম ! নকুল ! সহদেব ! তোমরা আপন আপন মনকে নির্মল  
 কর ; মন পবিত্র করিয়া শুদ্ধ হইয়া পরে তীর্থে যাইবে ॥২০॥



মনো হৃদৃষ্ঠং শৌচায় পর্য্যাপ্তং বৈ নরাধিপ ! ।  
 মৈত্রীং বুদ্ধিং সমাস্থায় শুদ্ধাস্তীর্থানি দ্রক্ষ্যথ ॥২২॥  
 তে যুয়ং মানসৈঃ শুদ্ধাঃ শরীরনিয়মব্রতৈঃ ।  
 দৈবং ব্রতং সমাস্থায় যথোক্তং ফলমাপ্যস্ব ॥২৩॥  
 তে তথৈতি প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।  
 কৃতশ্চন্ত্যয়নাঃ সর্বৈ মুনিভির্দিব্যমানুষৈঃ ॥২৪॥  
 লোমশশ্রোণসংগৃহ্য পাদৌ দ্বৈপায়নশ্চ চ ।  
 নারদশ্চ চ রাজেন্দ্র ! দেবর্ষেঃ পর্বতশ্চ চ ॥২৫॥  
 ধৌম্যেন সহিতা বীরাস্তথা তৈর্বনবাসিভিঃ ।  
 মার্গশীর্ষ্যামতীতয়াং পুষ্পেণ প্রযযুস্ততঃ ॥২৬॥ (বিশেষকম)

#### ভারতকৌমুদী

মন ইতি । হিংস্চিহ্নাদিভিরহৃষ্টং মন এব শৌচায় পর্য্যাপ্তং যথেষ্টং শক্তম্ ॥২২॥

ত ইতি । তে যুয়ম্, দৈবং ব্রতং পরানিষ্টচিন্তাত্যাগাদিরূপম্, সমাস্থায় অবলম্ব্য, মানসৈ-  
 দ্যাদিভির্ভাবৈঃ, শরীরনিয়মব্রতৈর্নিরামিষৈকভক্তাদিরূপৈশ্চ, শুদ্ধাঃ সন্তঃ, যথোক্তং তীর্থকৃত্যানাং  
 ফলম্, আপ্যাস্থ লপ্যধে । এতেনাশ্রয়ামপ্যমেব নিয়ম উক্তঃ ॥২৩॥

ত ইতি । দিব্যো স্বর্গায়ো নারদপর্বতো মাছুষাশ্চ ব্যাসাদয়স্তৈর্মুনিভিঃ, কৃতশ্চন্ত্যয়নাঃ  
 কৃতঘাতাকালীনমাজলিকোপাসনাঃ সন্তঃ । উপসংগৃহ্য প্রণম্যোত্যর্থঃ । মার্গশীর্ষ্যাম্ অগ্রহায়ণ-  
 পূর্ণিমায়ামতীতয়াং সত্যাম্, পুষ্পেণ নক্ষত্রেণ । অর্থাৎ তৎপরবর্তিকৃষ্ণপক্ষতৃতীয়ায়াম্,  
 পূর্ণিময়াং মৃগশিরসি তৎপরতৃতীয়ায়ামেব পুষ্পনক্ষত্রসম্ভবাৎ, বৃধবারে তয়োর্যোগে তু ত্র্যমৃত-  
 যোগলাভাৎ । যাত্রায়ান্ত পুষ্পনক্ষত্রশ্চ প্রশস্ত্যম্, “অশ্বিনীমৈত্রেরেবত্যো মৃগমূলে পুনর্বহুঃ ।

#### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১০-৩॥ দুর্গাণি কণ্টকাঙ্কাক্রান্তত্বাৎ, বিষমাণি হিংস্রব্যাক্রান্তাবৃতত্বাৎ ॥৪-১২॥  
 অমুকীর্ণাণি ব্যাপ্তানি, নোহস্মান্ ॥১৩-১২॥ আর্জ্জবমুজুবুদ্ধিঃ প্রজ্ঞামিত্যর্থঃ ॥২০-২৬॥

কারণ, ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, শরীরসংযম মাছুষব্রত ; আর মনঃসংযম  
 দৈবব্রত ॥২১॥

কেন না, নির্দোষ মনই পবিত্রতা জন্মাইতে সমর্থ ; অতএব সর্বভূতে মৈত্রীবুদ্ধি  
 অবলম্বন করিয়া পবিত্র হইয়া পরে তীর্থদর্শন করিবে ॥২২॥

তোমরা পরের অনিষ্টচিন্তাপ্রভৃতি দৈবব্রত অবলম্বন করিয়া, দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি  
 মানসিকভাবে এবং নিরামিষ একাহারাদি শারীরিক নিয়মে বিশুদ্ধ হইয়া, তীর্থে  
 গমন করিলেই তীর্থের যথোক্ত ফল লাভ করিতে পারিবে” ॥২৩॥

“তাহাই হইবে” এইরূপ পাণ্ডবেরা স্বীকার করিলে, তখন স্বর্গীয়মুনি নারদ-  
 প্রভৃতি এবং পৃথিবীর মুনি বেদব্যাসপ্রভৃতি তাঁহাদের জগ্ন শ্চন্ত্যয়ন করিলেন ।

কঠিনানি সমাদায় চীরাঙ্গিনজটাধরাঃ ।

অভেগৈঃ কবচৈর্যুক্তান্তীর্ণান্ধচরংস্ততঃ ॥২৭॥

ইন্দ্রসেনাদিভির্ভূতৈঃ রথৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ ।

মহানসব্যাপ্তৈশ্চ তথানৈঃ পরিচারকৈঃ ॥২৮॥

সায়ুধা বন্ধনিস্ত্রিংশাস্তৃণবন্তঃ সমার্গণাঃ ।

প্রাঙ্ঘুখাঃ প্রযয়ুর্বারাঃ পাণ্ডবা জনমেজয় ! ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বনি

তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থগমনে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

পুত্রা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা যাত্রায়াকৌতুমাঃ স্মৃতাঃ ॥” ইতি জ্যোতির্বিচনাৎ । অত্রেদমবধেয়ম্—দ্বাদশ বর্ষাণি বনবাসঃ, একং বর্ষঞ্চাজ্ঞাতবাসঃ প্রতিজ্ঞাতঃ ; তত্র চ বনবাসবর্ষাণাং পঞ্চবর্ষাতিক্রমঃ প্রাপ্তকঃ, স্থিতানি সপ্ত বর্ষাণি অজ্ঞাতবাসস্ত চৈকং বর্ষম্ ; ততশ্চ কতিপয়মাসাং পরং যুদ্ধম্, ততোহপি চ যুদ্ধজয়াং পরং যুধিষ্ঠিরাক্ষরস্তঃ কল্যাণাক্ষরস্তশ্চ । এবঞ্চ যুধিষ্ঠিরাক্ষরস্তাং কল্যাণাক্ষরস্তাচ্চ পূর্ববর্তিনী নবমে অক্ষে তীর্থযাত্রা আরম্ভেতি ॥২৪—২৬॥

কঠিনানীতি । কঠিনানি সূর্য্যদন্তস্থাল্যাদিস্থালীঃ, “কঠিনং নিষ্ঠুরে স্থাল্যাং শর্করায়াং গুড়স্ত চ” ইতি বিশ্বঃ । এতেন “কঠিনানি যষ্টাঃ” ইতি নীলকণ্ঠোক্তং হেয়ম্, প্রমাণাতাবাং বহুবচনং স্থাল্যস্তরগ্রহণার্থম্ । সমাদায় পাকসৌকর্য্যার্থং গৃহীত্বা । ততঃ কাম্যকবনাং, অশ্বচরন্ লোমশাদিভিঃ সহ প্রস্থিতবন্তঃ ॥২৭॥

ইজ্জৈতি । চতুর্দশভ্যঃ পরি অধিকা ইতি পরিচতুর্দশাষ্টৈঃ । “সমাসান্তগতানাং বা”

### ভারতভাবদীপঃ

কঠিনানি যষ্টাঃ, কঠীতি মহারাষ্ট্রপ্রসিদ্ধেঃ । অস্ত্রে তু শিক্যানি করণানি, বেতি ব্যাচখ্যঃ ॥২৭॥ পরিচতুর্দশৈঃ পঞ্চদশভিঃ চতুর্দশভ্যঃ পরি উপরীতি ব্যুৎপত্তেঃ । সংখ্যায়াবায়াসম্মেতি সমাসঃ, বহুব্রীহৌ সংখ্যে ডজিতি ডচ্ ॥২৮—২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

তৎপরে পাণ্ডবগণ জ্যোপদীর সহিত মিলিত হইয়া লোমশ, বেদব্যাস, নারদ ও পর্বতমুনিকে নমস্কার করিয়া, ধোম্যপুরোহিত ও সেই সকল বনবাসী ব্রাহ্মণের সহিত অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমা অতীত হইলে পুণ্যানক্ষত্রে কাম্যকবন হইতে যাত্রা করিলেন ॥২৪—২৬॥

তাহারা কৌপীন, কৃষ্ণাঙ্গিন ও জটা ধারণ করিয়া, সূর্য্যদন্ত স্থালীপ্রভৃতি লইয়া, অভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া, কাম্যকবন হইতে তীর্থে রওনা হইয়াছিলেন ॥২৭॥

মহারাজ জনমেজয় ! ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভূত্যগণ, চতুর্দশাধিক রথ, রন্ধন-

## অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন বৈ নিগুণমাত্মনং মন্ত্রে দেবর্ষিসত্তম ! ।

তথাস্মি দুঃখসন্তপ্তো যথা নাত্মো মহীপতিঃ ॥১॥

পরাংশ্চ নিগুণান্ মন্ত্রে ন চ ধর্ম্মরতানপি ।

তে চ লোমশ ! লোকেহস্মিন্মৃধ্যন্তে কেন হেতুনা ॥২॥

লোমশ উবাচ ।

নাত্র দুঃখং ত্বয়া রাজন্ ! কার্য্যং পার্থ ! কর্ত্ত্বঞ্চন ।

যদধর্ম্মেণ বর্দ্ধেয়ুরধর্ম্মরূচয়ো জনাঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ইত্যাदिना अदस्तवम् । महानसव्यापृतः पाकस्थानाधिकृतैः पुरुषैः, अत्रैः परिचारकैश्च सह ।  
वदन्निस्त्रिंशः कटिवक्त्ररूपाणाः । समार्गणाः सवानाः ॥२१—२२॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

নেতি । নিগুণং ধর্ম্মশৌধ্যাদিগুণহীনম্ । তথাপি তথা দুঃখসন্তপ্তঃ অস্মি, যথা অত্মো  
মহীপতির্ন । অত্র গুণসত্ত্ব তৎফলস্থখাসবম্, দোষাসত্ত্ব চ তৎফলদুঃখসত্ত্বমিত্যয়ব্যতিরিকোভয়-  
ব্যভিচার এব প্রস্রবিষয় ইত্যশয়ঃ । এবং পরত্রাপি ॥১॥

পরানিতি । পরান্ শত্রূন দুৰ্য্যোধনাদীন্ । স্বধ্যন্তে বর্দ্ধন্তে ॥২॥

শালায় নিযুক্ত লোকসমূহ এবং অত্মাত্ম পরিচারকদের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর  
পাণ্ডবেরা কটীদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া, অত্মাত্ম নানাবিধ অস্ত্র লইয়া, বাণপূর্ণ তুণ  
ধারণ করিয়া, পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন” ॥২৮—২৯॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ লোমশ ! আমি নিজেকে নিগুণ মনে করি  
না ; তথাপি অত্র রাজা যেরূপ দুঃখভোগ করেন না, আমি সেইরূপ দুঃখভোগ  
করিতেছি ! ॥১॥

আবার শত্রুগণকে নিগুণ বলিয়াই মনে করি এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মে নিরত  
বলিয়াও ধারণা করিতে পারি না ; তথাপি তাহারা কি কারণে এই জগতে উন্নতি  
লাভ করিতেছে !” ॥২॥

বর্দ্ধত্যধর্মেণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্চতি ॥৪॥

ময়া হি দৃষ্টো দৈতেয়া দানবাশ্চ মহীপতে ! ।

বর্দ্ধমানা হৃদধর্মেণ ক্ষয়ঞ্চোপগতাঃ পুনঃ ॥৫॥

পুরা দেবযুগে চৈব দৃষ্টং সর্বং ময়া বিভো ! ।

অরোচয়ন্ সুরা ধর্ম্যং ধর্ম্যং ততাজিরেহসুরাঃ ॥৬॥

তীর্থানি দেবা বিবশুর্নাবিশন্ ভারতাসুরাঃ ।

তানধর্ম্যকৃতো দর্পঃ পূর্বমেব সমাবিশৎ ॥৭॥

দর্পাম্মুনঃ সমভবন্মানাঃ ক্রোধো ব্যজায়ত ।

\*ক্রোধাদহ্নীস্ততোহলজ্জা বৃন্তং তেষাং ততোহনশৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অধর্ম্যরূচয়ঃ পাপপ্রবৃত্তয়ঃ ॥৩॥

বর্দ্ধতিতি । সপত্নান্ শক্রন্ । মূলং বংশস্থিতিহেতুঃ পুত্রাদিস্তৎসহিতঃ সমূলঃ । অত্র প্রাক্তন-  
কর্মবশাদবুদ্ধিঃ, ঐহিককর্মবশাচ্চ পরং সমূলধ্বংস ইতি ভাবঃ ॥৪॥

উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ—ময়েতি । হিশবোহবধারণে, ময়েবেতার্থঃ ॥৫॥

পুরেতি । দেবযুগে সত্যযুগে । অরোচয়ন্ প্রবৃত্ত্যা গ্রহীতুমিচ্ছন্ ॥৬॥

তীর্থানীতি । অধর্ম্যকৃতঃ পাপসম্পাদিতঃ, অন্যান্তীর্থক্রয়কৃত্যস্ত নিত্যত্বাৎ তদকরণে  
প্রত্যবায়োদয়শ্চাবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ । দর্পঃ বয়ং শ্রেষ্ঠা ইতি গর্বঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ন বা ইতি । নিগুণমুত্তমগুণহীনম্ ॥১॥ পরান্ শক্রন্ ॥২—৩॥ সমূলঃ পুত্রপৌত্রাদিবংশ-  
বুদ্ধিমূলং তৎসহিতঃ ॥৪—৬॥ বিবিধঃ স্মানার্থমিতি শেষঃ । অধর্ম্যস্তীর্থযাত্রা-  
হপ্রবেশজন্তংকর্তৃন্থ অধর্ম্যকৃতঃ । অধর্মেণ কৃত উৎপাদিতো বা দর্পো গর্বঃ, ততো মানঃ

লোমশ বলিলেন—“পৃথানন্দন রাজা ! পাপপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরা যে পাপেই  
বুদ্ধি পায়, এ বিষয়ে তুমি কোনপ্রকার দুঃখ করিও না ॥৩॥

কারণ, মানুষ প্রথমে পাপে বুদ্ধি পায়, তাহার পর নানাবিধ মঙ্গল দেখিতে  
থাকে, তৎপরে শত্রু জয় করে, তদনন্তর সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪॥

রাজা ! আমিই দেখিয়াছি—দৈত্যেরা ও দানবেরা পাপে বুদ্ধি পাইয়া, আবার  
ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে ॥৫॥

রাজা ! আমি সত্যযুগে সমস্তই দেখিয়াছিলাম—দেবতারার ইচ্ছাপূর্বক ধর্ম  
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর অশুরেরা সেইভাবে সে ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিল ॥৬॥

ভরতনন্দন ! দেবতারার সমস্ত তীর্থে বিচরণ করিয়াছিলেন ; আর অশুরেরা  
কোন তীর্থেই গিয়াছিল না ; সেই পাপে প্রথমেই তাহাদের দর্প জন্মিয়াছিল ॥৭॥

তানলজ্জান্ গতহ্রীকান্ হীনবৃত্তান্ বৃথাব্রতান্ ।  
 ক্ষমা লক্ষ্মীশ্চ ধর্মশ্চ নচিরাং প্রজহন্ততঃ ॥৯॥  
 লক্ষ্মীস্ত দেবানগমদলক্ষ্মীরহরান্ নৃপ ! ।  
 তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দর্পোপহতচেতসঃ ॥১০॥  
 দৈতেয়ান্ দানবাংশৈব কলিরপ্যাবিশন্ততঃ ।  
 তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দানবান্ কলিনা হতান্ ॥১১॥  
 দর্পাভিভূতান্ কোন্তেয় ! ক্রিয়াহীনানচেতসঃ ।  
 মানাভিভূতানচিরাবিনাশঃ সমপণ্ডত ॥১২॥ (বিশেষকম)  
 নির্ঘস্কাস্তথা দৈত্যাঃ কুৎসশো বিলয়ং গৃতাঃ ।  
 অধর্মরূচয়ো রাজমলক্ষ্ম্যা সমধিষ্ঠিতাঃ ॥১৩॥  
 দেবাস্ত সাগরাংশৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ ।  
 অভ্যগচ্ছন্ ধর্মশীলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

দর্পাদিতি । মান আত্মনি পূজ্যত্ববুদ্ধিঃ । মানাং মানব্যাবাতাং । অস্তুঃ অকোমলতা ।  
 অলজ্জা নিন্দ্যেহপি কর্তব্যত্ববুদ্ধিঃ । বৃত্তং চরিত্রম্ ॥৮॥  
 তানিতি । গতহ্রীকান্ বিনষ্টকোমলভাবান্, হীনবৃত্তান্ ত্যক্তচরিত্রান্ ॥৯॥  
 লক্ষ্মীরিতি । দর্পোপহতচেতসঃ গর্বেণ নাশিতকর্তব্যবৃত্তীন্ । আবিশং অধিষ্ঠিতবান্ । হতান্  
 হতসদবৃত্তীন্ । সমপণ্ডত সমাশ্রয়ং ॥১০—১২॥  
 নিরিতি । তথা তাদৃশৈরপকর্মভিঃ, নির্ঘস্কা লোকে নিন্দিতাঃ সন্তঃ ॥১৩॥

দর্প হইতে তাহাদের মান আসিয়াছিল, মান হইতে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, ক্রোধ  
 হইতে উগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে নির্লজ্জতা দেখা দিয়াছিল এবং তাহা  
 হইতেই চরিত্র নষ্ট হইয়াছিল ॥৮॥

তাহারা নির্লজ্জ, উগ্রস্বভাব, হীনচরিত্র ও নিষ্ফলনিয়ম হইয়া পড়িলে, তৎপরে  
 অচিরকাল মধ্যে তাহাদিগকে ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন ॥৯॥

লক্ষ্মী দেবগণের পক্ষে গেলেন ; আর অলক্ষ্মী অসুরদিগের পক্ষ লইলেন । এই-  
 ভাবে অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট এবং দর্পনষ্টবুদ্ধি সেই দৈত্যগণ ও দানবগণের ঘাড়ে আসিয়া  
 কলি (শয়তান) অধিষ্ঠিত হইল । কুন্তীনন্দন ! তাহার পর অচিরকাল মধ্যেই সেই  
 অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট, কলিকর্তৃক হতচরিত্র, দর্পাভিভূত, সংকার্য্যশূন্য, মানাক্রান্ত এবং  
 অচেতনপ্রায় অসুরগণের বিনাশ উপস্থিত হইল ॥১০—১২॥

ক্রমে পাপপ্রবৃত্তি ও অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট অসুরেরা সেইভাবে জগতে নিন্দিত হইয়া  
 সকলেই লয় পাইয়া গেল ॥১৩॥

তপোভিঃ ক্রতুভির্দানৈরাশীর্বাদৈশ্চ পাণ্ডব ! ।  
 প্রজহুঃ সৰ্বপাপানি শ্রেয়শ্চ প্রতিপেদিরে ॥১৫॥  
 এবমাদানবস্তশ্চ নিরাদানাশ্চ সৰ্বশঃ ।  
 তীৰ্থাশ্চগচ্ছন্ বিবুধাস্তেনাপুভূতিমুত্তমাম্ ॥১৬॥  
 তথা হুমপি রাজেন্দ্র ! স্নাত্বা তীৰ্থেষু সানুজঃ ।  
 পুনৰ্বেৎশ্চসি তাং লক্ষ্মীমেষ পত্ন্যাঃ সনাতনঃ ॥১৭॥  
 যথৈব হি নৃগো রাজা শিবিরৌশীনরো যথা ।  
 ভগীরথো বসুমনা গয়ঃ পুরুঃ পুরুববাঃ ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

দেবা ইতি । অত্র পুণ্যানীতি যথাসম্ভবলিঙ্গবিপরিণামেন সৰ্বত্র যোজ্যম্ ॥১৪॥  
 তপোভিরিতি । তপোভিঃ কৃচ্ছ্রাশ্রায়াগাদিভিঃ । প্রতিপেদিরে লেভিরে ॥১৫॥  
 এবমিতি । আদানবস্তো বৈধকর্ষগ্রহণবস্তঃ, নিরাদানা নিষিদ্ধকর্ষগ্রহণকারিণঃ, সৰ্বশঃ  
 সৰ্বথা । বিবুধা দেবাঃ, আপুলেভিরে, ভূতিমৈশ্বর্যম্ ॥১৬॥  
 তথেতি । বেৎশ্চসি লম্পাসে । লাতার্থশ্চ বিদেঃ প্রয়োগোহয়ম্ ॥১৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

পূজ্যোহস্মীতি বুদ্ধিঃ ॥১৭॥ ততঃ পূজয়া অলাভে প্রতিঘাতে বা ক্রোধঃ, ততঃ অহ্নীঃ অকার্য্যে  
 প্রবৃতিঃ, ততঃ অলজ্জা লজ্জা নিন্দ্যতাদোষাঙ্কয়ং তস্ত নাশঃ ॥৮॥ নচিরাং শীঘ্রমেব ॥২—১৪॥  
 আদানবস্ত আৰ্জ্জ্বাদিনিয়মগ্রহণবস্তঃ, নিরাদানা অপ্ৰতিবন্ধাঃ, সৰ্বশঃ দেবাদিভিরপি ॥১৫—১৬॥  
 বেৎশ্চসি লম্পাসে ॥১৭—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৮॥

কিন্তু ধর্ম্মশীল দেবতারা সমুদ্র, নদী, সরোবর ও পুণ্যক্ষেত্রসমূহে গমন  
 করিলেন ॥১৪॥

এবং তপশ্চা, যজ্ঞ, দান ও আশীর্বাদলাভ দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন  
 এবং উত্তম পুণ্য লাভ করিলেন ॥১৫॥

এইভাবে সৰ্ব্বপ্রকারে বৈধকর্ম্মের গ্রহণ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিত্যাগকারী  
 দেবতারা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহাতেই উত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া-  
 ছিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সেইরূপ তুমিও ভ্রাতাদের সহিত তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় সেই  
 সম্পদ লাভ করিবে । কারণ, ইহাই সনাতন পদ্ধতি ॥১৭॥

নরনাথ রাজশ্রেষ্ঠ ! নৃগ, উশীনরপুত্র শিবি, ভগীরথ, বসুমনা, গয়, পুরু,

চরমাণাস্তপো নিত্যং স্পর্শনাদম্ভসশ্চ তে ।  
 তীর্থাভিগমনাং পুত্রা দর্শনাচ্চ মহাত্মনাম্ ॥১৯॥  
 অলভন্ত যশঃ পুণ্যং ধনানি চ বিশাংপতে ! ।  
 তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র ! লব্ধ হবিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥২০॥ (বিশেষকম্)  
 যথা চেক্ষাকুরতবৎ সপুত্রধনবান্ধবঃ ।  
 মুচুকুন্দোহথ মাক্ষাতা মরুত্তশ্চ মহীপতিঃ ॥২১॥  
 কীর্ত্তিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথা দেবাস্তপোবলাৎ ।  
 দেবর্ষয়শ্চ কাংস্ন্যেন তথা ত্বমপি বেৎশ্রুসি ॥২২॥  
 ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্বধর্ম্মেণ মোহেন চ বশীকৃতাঃ ।  
 নচিরাত্রৈ বিনঙ্ক্যন্তি দৈত্যা ইব ন শংসুয়ঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
 তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থগমনে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

যথেতি । ঔশীনর উশীনরপুত্রঃ শিবিঃ । অম্ভসস্তীর্থজনশ্চ । পুণ্যং যশঃ পুণ্যজ্ঞানং সুখ্যাতিম্ ।  
 লব্ধা ভবিষ্যসি, ত্বৎপ্রত্যয়ান্ত্বাং কৰ্ম্মণি দ্বিতীয়ৈব ॥১৮—২০॥  
 যথেতি । তথা ত্বমপি সপুত্রধনবান্ধবো ভবিষ্যসীতি শেষঃ ॥২১॥  
 কীর্ত্তিমিতি । অবিন্দন্ত অলভন্ত । কাংস্ন্যেন সাকল্যেন । বেৎশ্রুসি লপ্যসে ॥২২॥  
 ধার্ত্তেতি । মোহেন অকর্ত্তব্যো কর্ত্তব্যবুদ্ধ্যা, বশীকৃতাঃ সমাবিষ্টাঃ ॥২৩॥  
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিক্কাহাবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়ামষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

এবং পুরুষবা—এই সকল রাজা যেমন সর্বদা তপস্যা করিতে থাকিয়া এবং তীর্থগমন,  
 তীর্থজলস্পর্শ ও মহাত্মাদিগের দর্শন করিয়া, পবিত্র হইয়া, পুণ্যযশ ও ধনলাভ  
 করিয়াছিলেন, তেমন তুমিও অতিবিপুল সম্পদ লাভ করিবে ॥১৮—২০॥

এবং ইক্ষ্বাকু, মুচুকুন্দ, মাক্ষাতা ও মরুত্তরাজা যেমন পুত্র, ধন ও বন্ধুসম্পন্ন  
 হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনই হইবে ॥২১॥

আর, দেবতার ও ঋষির যেমন তপস্যার বলে পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন,  
 তুমিও তেমনই সমস্ত পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিবে ॥২২॥

কিন্তু পাপ ও মোহের বশীভূত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অচিরকালমধ্যেই অশ্রুগণের  
 ন্যায় বিনষ্ট হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৩॥

(২০)...‘লব্ধা’...ইতি ক্রান্তঃ পাঠঃ—বা কা পি নি । (২১)...সপুত্রধনবান্ধবঃ—বা ব কা  
 পি । \* ‘...চতুর্নবতিতমঃ...’—বা ব কা পি, ‘...ধিনবতিতমঃ...’—নি ।

## উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:::—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে তথা সহিতা বীরা বসন্তস্তত্র তত্র হ ।

ক্রমেণ পৃথিবীপাল ! নৈমিষারণ্যমাগতাঃ ॥১॥

ততস্তীর্থেষু পুণ্যেষু গোমত্যাঃ পাণ্ডবা নৃপ ! ।

কৃতাভিষেকাঃ প্রদহুর্গাশ্চ বিত্তঞ্চ ভারত ! ॥২॥

তত্র দেবান্ পিতৃন্ বিপ্রাংস্তর্পয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।

কন্যাভীর্থেহশ্বতীর্থে চ গবাং তীর্থে চ ভারত ! ॥৩॥

\* কালকোটিয়াং বিষপ্রস্থে গিরাবুধ্য চ পাণ্ডবাঃ ।

বাহুদায়াং মহীপাল ! চক্রুঃ সর্বৈহভিষেচনম্ ॥৪॥ (যুদ্ধকম্)

প্রয়াগে দেবযজনে দেবানাং পৃথিবীপতে ! ।

ঊষুরাপ্নুত্য গাত্রাণি তপশ্চাতপ্তুরুত্তমম্ ॥৫॥

### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ, বসন্তো বিশ্রামায় অবতিষ্ঠমানাঃ সন্তঃ ॥১॥

তত ইতি । তীর্থেষু ঘটেষু, গোমত্যা নদ্যাঃ । কৃতাভিষেকাঃ কৃতস্নানাঃ ॥২॥

তত্রৈতি । বিপ্রতর্পণং ধনদানেন । উগ্র্য বাসং কৃত্বা । বাহুদায়াং নদ্যাম্ ॥৩—৪॥

প্রয়াগ ইতি । দেবা ইজ্যাস্তে অশ্বিন্রিতি দেবযজনম্ । আপ্নুত্য মজ্জয়িত্বা ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! বীর পাণ্ডবগণ সেইভাবে সম্মিলিত থাকিয়া সেই সেই স্থানে বাস করিতে করিতে ক্রমশঃ নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

ভরতনন্দন রাজা ! তাহার পর পাণ্ডবেরা গোমতীনদীর পবিত্র তীর্থগুলিতে স্নান করিয়া বহুতর গরু ও ধন দান করিলেন ॥২॥

ভরতনন্দন রাজা ! পাণ্ডবেরা সেখানে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া এবং বার বার ধনদানে ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাভীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটিতীর্থ ও বিষপ্রস্থপর্বতে বাস করিয়া বাহুদানদীতে সকলেই স্নান করিলেন ॥৩—৪॥

রাজা ! তৎপরে তাঁহারা দেবগণের যজ্ঞস্থান প্রয়াগে স্নান করিয়া বাস করিলেন এবং উত্তম তপশ্চা করিলেন ॥৫॥

(১)...পৃথিবীপালাঃ—পি । (৪)...গিরাবুধ্য চ কৌরবাঃ—বা ব কা নি ।



গঙ্গায়মুনয়োশ্চাপি সঙ্গমে সত্যসঙ্গরাঃ ।  
 বিপাপু্যানো মহাত্মানো বিপ্রভ্যঃ প্রদুর্ভবুঃ ॥৬॥  
 তপস্বিজনজুষ্ठां ততো বেদীং প্রজাপতেঃ ।  
 জগ্মুঃ পাণ্ডুহতা রাজন্ ! ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত ! ॥৭॥  
 তত্র তে ন্যবসন্ বীরাস্তপশ্চাতস্থুরুত্তমম্ ।  
 সন্তপয়ন্তুঃ সততং বনেন হবিষা দ্বিজান্ ॥৮॥  
 ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্ !  
 রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্র্যতে ! ॥৯॥  
 নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী ।  
 বানীরমালিনী রম্যা নদী পুলিনশোভিতা ॥১০॥  
 পরিতশ্চিত্তকূটঞ্চ পবিত্রং ধরণীধরম্ ।  
 ঋষিজুষ্ঠং স্পৃগ্যঞ্চ তীর্থং পুণ্যসরোত্তমম্ ॥১১॥

#### ভারতকৌমুদী

গঙ্গেন্দি । সত্যসঙ্গরাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞাঃ, বিপাপু্যানঃ স্নানেন নিষ্পাপাঃ । বহু ধনম্ ॥৬॥  
 তপস্বীতি । তপস্বিজনৈর্জুষ্ठाং সেবিতাম্, বেদীং নাম তীর্থম্ ॥৭॥  
 তত্রৈতি । হবিষা ফলমূলাদিনা দ্বিজানামগ্নিরূপত্বেন তদুৎকৃষ্টতাপি হবীরূপত্বম্ ॥৮॥  
 তত ইতি । অভিসংস্কৃতং যজ্ঞাহুষ্ঠানেন পবিত্রাকৃতম্ । গয়েন তন্নাম্না ॥৯॥  
 নগ ইতি । নগঃ পর্বতঃ, গয়শিরো নাম । মহানদী নাম । বানীরো বেতসঃ ॥১০॥  
 পরিত ইতি । পরিতঃ সর্বতঃ চিত্রা নানাবিধাঃ কূটা গৃহাণি যস্ত তৎ, “কূটঃ কোটে ঘটে  
 গেহে” ইত্যাদি বিশ্বে । ধরণীধরং নাম । পুণ্যসরোত্তমমিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥১১॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা পাণ্ডবেরা গঙ্গায়মুনাসঙ্গমে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া  
 ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিলেন ॥৬॥

ভরতনন্দন রাজা ! তাহার পর পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া  
 তপস্বিসেবিত ব্রহ্মবেদীতে গমন করিলেন ॥৭॥

সেখানে সেই বীর পাণ্ডবগণ বহু ফল-মূলপ্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতে  
 থাকিয়া বাস ও উত্তম তপস্বী করিলেন ॥৮॥

অসাধারণপ্রতাপসম্পন্ন রাজা ! তাহার পর ধর্মজ্ঞ ও ধর্মচারী রাজর্ষি গয়  
 যজ্ঞ করিয়া যাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই পর্বতে পাণ্ডবেরা গমন  
 করিলেন ॥৯॥

যেখানে ‘গয়শির’-নামে পর্বত এবং বেতসযুক্তা, পুলিনশোভিতা ও  
 স্বভাবমনোহরা ‘মহানদী’-নামে নদী আছে ॥১০॥

অগস্ত্যো ভগবান্ যত্র গতো বৈবস্বতং প্রতি ।  
 উবাস চ স্বয়ং যত্র ধৰ্ম্মরাজঃ সনাতনঃ ॥১২॥  
 সৰ্ব্বাসাং সরিতাঐব সমুদ্ভেদো বিশাংপতে ! ।  
 তত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধ্বক্ ॥১৩॥  
 তত্র তে পাণ্ডবা বীরাশ্চাতুৰ্মাস্ত্রৈশ্চন্দ্রেজিৱৈঃ ।  
 ঋষিযজ্ঞেন মহতা যত্রাক্ষয়বটো মহান্ ॥১৪॥  
 অক্ষয়ে দেবযজ্ঞেন অক্ষয়ং যত্র বৈ ফলম্ ।  
 তে তু তত্রোপবাসাংস্তু চত্বৰ্ণিশ্চিতমানসঃ ॥১৫॥  
 ব্রাহ্মণাস্তত্র শতশঃ সমাজগ্ন্যুস্তপোধনাঃ ।  
 চাতুৰ্মাস্ত্রেনাযজন্তু আৰ্বেণ বিধিনা তদা ॥১৬॥  
 তত্র বিজ্ঞাতপোবৃদ্ধা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।  
 কথ্যং প্রচক্রিৱে পুণ্যং সদসিস্থা মহাত্মনাম্ ॥১৭॥

#### ভারতকৌমুদী

অগস্ত্য ইতি । বৈবস্বতং যমম্ । ধৰ্ম্মরাজো যমঃ ॥১২॥  
 সৰ্ব্বাসামিতি । সমুদ্ভেদঃ প্রভাবেণাবিৰ্ভাবঃ স্বস্বস্বানফলজনকতেত্যর্থঃ ॥১৩॥  
 তত্রৈতি । চাতুৰ্মাস্ত্রৈঃ তৈঃ, মহতা ঋষিযজ্ঞেন চ ঈজিৱৈ দেবান্ পূজিতবন্তঃ ॥১৪॥  
 অক্ষয় ইতি । দেবা ইজ্যাস্তে যস্মিন্ তত্র, অক্ষয়ে অক্ষয়বটসন্নিধানে ॥১৫॥  
 ব্রাহ্মণা ইতি । চাতুৰ্মাস্ত্রেন চতুৰ্মাসব্যাপিনা, আৰ্বেণ ঋষিবিহিতেন ॥১৬॥

এং অতিশয় পুণ্যজনক, ঋষিসেবিত ও পবিত্র 'ধরণীধর'-নামে একটি উত্তম সরোবর আছে ; তাহার সকল দিকে নানাবিধ গৃহ রহিয়াছে ॥১১॥

যেখানে সনাতন স্বয়ং ধৰ্ম্মরাজ বাস করিয়াছিলেন ; স্মৃতরাং তাঁহার নিকটে ভগবান্ অগস্ত্যমুনি গিয়াছিলেন ॥১২॥

নরনাথ ! সেখানে সমস্ত নদীরই (প্রভাব প্রকাশদ্বারা) অধিষ্ঠান আছে এবং পিনাকধারী মহাদেব সৰ্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন ॥১৩॥

সেই তীর্থে যেখানে অক্ষয়বট রহিয়াছে, তাহার নিকটে বীর পাণ্ডবগণ চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত ও বৃহৎ ঋষিযজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিলেন ॥১৪॥

এং দেবগণের যজ্ঞস্থান যে অক্ষয়বটের নিকটে কৰ্ম্মমাত্রেই অক্ষয় ফল হয়, সেইখানে তাঁহারা স্থিরচিত্ত হইয়া উপবাস করিলেন ॥১৫॥

তখন সেখানে শত শত তপস্বী ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন এবং তাঁহারা ঋষিবিহিত বিধানে চতুৰ্মাসব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥১৬॥

এং তখন বিজ্ঞাবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা আসিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদের সভায় থাকিয়া পুণ্য উপাখ্যান সকল বলিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তত্র বিদ্বাত্রতস্মাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ ।

শমঠোহকথয়দ্রাজন্মামূর্ত্তরয়সং গয়ম্ ॥১৮॥

শমঠ উবাচ ।

অমূর্ত্তরয়সং পুত্রো গয়ো রাজর্ষিসত্তমঃ ।

পুণ্যানি তস্মৈ কৰ্ম্মাণি তানি মে শৃণু ভারত ! ॥১৯॥

যস্মৈ যজ্ঞো বভূবেহ বহুম্নো বহুদক্ষিণঃ ।

যত্রানপৰ্ব্বতা রাজন্ ! শতশোহথ সহস্রশঃ ॥২০॥

যতকূল্যাশ্চ দধশ্চ নগো বহুশতাস্থতা ।

ব্যঞ্জনানাং প্রবাহাশ্চ মহার্হাণাং সহস্রশঃ ॥২১॥

অহন্যহনি চাপ্যেতদ্ যাচতাং সম্প্রদীয়তে ।

অন্যে চ ব্রাহ্মণা রাজন্ ! ভুঞ্জতেহন্নং স্তসংস্কৃতম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । কথামাখ্যানম্ । সদসিস্থা ইতি “বা তু বনেচরাদৌ” ইতি সপ্তম্যা অলুক ॥১৭॥

তত্রৈতি । বিদ্বাত্রতাভ্যাং স্নাতঃ শোধিতচিত্তদেহঃ । আমূর্ত্তরয়সম্ অমূর্ত্তরয়সঃ পুত্রম্ ॥১৮॥

অমূর্ত্তৈতি । অমূর্ত্তরয়া নাম কশ্চিদ্রাজা তস্মৈ । গয়ো নাম ॥১৯॥

যশ্চেতি । বহুনি অগ্নানি যত্র সঃ, বহবো দক্ষিণা যত্র স চ ॥২০॥

যুতেতি । যুতস্ম কূল্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ কৃত্রিমাঃ সরিতঃ । মহার্হাণাং মহামূল্যানাম্ ॥২১॥

অহনীতি । এতদ্ব্যতাদিকম্ । সম্প্রদীয়তে ভুঞ্জতে ইভ্যভয়ত্রাপি স্বশব্দাধ্যাহারঃ ॥২২॥

রাজা ! তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বা ও অনুশীলনে পরম পবিত্র এবং কৌমার-ব্রতাবলম্বী ‘শমঠ’-নামে এক ব্রাহ্মণ অমূর্ত্তরয়ান পুত্র গয়ের উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন ॥১৮॥

শমঠ বলিলেন—“অপূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় রাজর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; ভরতনন্দন ! আপনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুণ্যকৰ্ম্মগুলি আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥১৯॥

রাজা ! এইখানেই যাঁহার যজ্ঞ হইয়াছিল এবং সেই যজ্ঞে প্রচুর অন্ন ও দক্ষিণা বিতরণ করা হইয়াছিল ; আর সেই যজ্ঞে শত শত ও সহস্র সহস্র অন্নপৰ্ব্বত হইয়াছিল ॥২০॥

এবং বহু শত যুতের হৃদ, দধির নদী ও সহস্র সহস্র মহামূল্য ব্যঞ্জনের প্রবাহ হইয়াছিল ॥২১॥

রাজা ! যে কেহ আসিয়া প্রার্থনা করিলেই তাহাকে এই সকল বস্তু দেওয়া হইত ; তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ও অগ্ন্যাগ্ন লোকেরা প্রত্যহই সুপক অন্ন ভোজন করিতেন ॥২২॥

তত্রৈব দক্ষিণাকালে ব্রহ্মঘোষো দিবং গতঃ ।  
 ন চ প্রজ্জায়তে কিঞ্চিদব্রহ্মশব্দেন ভারত ! ॥২৩॥  
 পুণ্যেন চরতা রাজন্ ! ভূর্দিশঃ খং নভস্তথা ।  
 আপূর্ণমাসীচ্ছব্দেন তদপ্যাসীন্মহাদ্রুতম্ ॥২৪॥  
 তত্র স্ম গাথা গায়ন্তি মনুষ্যা ভরতর্ষভ ! ।  
 অন্নপানৈঃ শুভৈস্তৃপ্তা দেশে দেশে স্ববর্চসঃ ॥২৫॥  
 গয়ন্ত যজ্ঞে কে নৃগ প্রাণিনো ভোক্তৃমীপ্সবঃ ।  
 তত্র ভোজনশিষ্ঠস্য পার্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥২৬॥  
 ন তৎ-পূর্ব্বৈ জনাশ্চত্বর্ন করিষ্যন্তি চাপরে ।  
 গয়ৌ যদকরোদ্যজ্ঞে রাজর্ষিরমিতহ্যুতিঃ ॥২৭॥  
 কথং নৃ দেবা হবিষা গয়েন পরিতোষিতাঃ ।  
 পুনঃ শক্ষ্যন্ত্যপাদাতুমৈর্দত্তানি কানিচিৎ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । ব্রহ্মঘোষো বেদধ্বনিঃ, “বেদস্তব্ধং তপো ব্রহ্ম” ইত্যমরঃ ॥২৩॥  
 পুণ্যেনেতি । খং স্বর্গঃ, নভ আকাশম্ । শব্দেন জয়ধ্বনিয়া ॥২৪॥  
 তত্রৈতি । স্ববর্চসঃ অতিতেজসো গয়ন্ত শুভৈরন্নপানৈস্তৃপ্তা মহত্বাঃ ॥২৫॥  
 গয়ন্ত্যতি । ঈপ্সব ইচ্ছবঃ সন্তি, তে আগচ্ছস্বিত্তি শেষঃ ॥২৬॥  
 নেতি । পূর্ব্বৈ পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ, অপরে পরবর্ত্তিনঃ । অমিতহ্যুতিরতুলপ্রতাপঃ ॥২৭॥  
 কথমিতি । হবিষা ঘৃতাদিনা । দত্তানি হবীংষি ॥২৮॥

ভরতনন্দন ! সেই যজ্ঞেই দক্ষিণাদানের সময়ে বেদধ্বনি উঠিয়া আকাশে গিয়াছিল ; সুতরাং সেই বেদধ্বনিতে অণু কিছুই শুনা যায় নাই ॥২৩॥

রাজা ! পবিত্র জয়ধ্বনি উঠিয়া ভূলোক, স্বর্গলোক, আকাশ ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ করিয়াছিল ; তাহাও অত্যন্ত অদ্ভুতই হইয়াছিল ॥২৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাতেজা গয়রাজার সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট অন্ন-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া মানুষেরা দেশে দেশে এই সকল গাথা গাহিয়াছিল— ॥২৫॥

‘গয়রাজার যজ্ঞে কোন্ কোন্ প্রাণী ভোজন করিতে ইচ্ছা কর, (তাহারা আইসু) ; এখনও সেখানে ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের পঁচিশটি পাহাড় রহিয়াছে ॥২৬॥

পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা তাহা করিতে পারেন নাই, পরবর্ত্তী লোকেরাও করিতে পারিবেন না, যাহা অমিতপ্রতাপ রাজর্ষি গয় করিলেন ॥২৭॥

হবিদ্বারা গয়কর্ত্ত্বক পরিতর্পিত দেবতার অল্পপ্রদত্ত কিঞ্চিন্মাত্র হবিও কি করিয়া আবার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন ॥২৮॥

সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ ।

যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ ।

তথা গণয়িতুং শক্যা গয়যজ্ঞে ন দক্ষিণাঃ ॥২৯॥

এবংবিধাঃ স্তব্ধবস্তস্ত যজ্ঞা মহীপতেঃ ।

বভূবুরস্ত সরসঃ সমীপে কুরুনন্দন ! ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি

তীর্থযাত্রায়াং গয়যজ্ঞকথনে উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

সিকতা ইতি । সিকতা বালুকাঃ । কেনচিদপি গণয়িতুং ন শক্যাঃ । ষট্‌পাদোহয়ং  
শ্লোকঃ ॥২৯॥

এবমিতি । তস্ত গয়স্ত । অস্ত প্রাগ্‌বর্ণিতস্ত ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্কণি তীর্থযাত্রায়াং উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

তে তথেষি ॥১—২॥ বানীরমালিনী বেত্রপঙ্কিয়ুক্তা ॥১০—২২॥ ব্রহ্মশব্দেন বেদধ্বনিয়া  
॥২৩—২৮॥ সিকতাদিবদ্যজ্ঞে দক্ষিণা ন গণয়িতুং শক্যা ইত্যম্বয়ঃ ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:~:—

ভূতলের বালি, আকাশের নক্ষত্র এবং মেঘের বৃষ্টিধারা যেমন সংখ্যা করিতে  
পারা যায় না, তেমন গয়রাজ্যের যজ্ঞের দক্ষিণাও কেহ সংখ্যা করিতে পারে  
নাই ॥২৯॥

কুরুনন্দন ! এই সরোবরের নিকটে গয়রাজ্যের এইরূপ বহুতর যজ্ঞ  
হইয়াছিল ॥৩০॥

—:~:—

## অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংপ্রস্থিতো রাজা কৌন্তেয়ো ভূরিদক্ষিণঃ ।

অগস্ত্যাশ্রমমাসাং দুৰ্জ্জয়ায়ামুবাস হ ॥১॥

তত্রৈব লোমশং রাজা পপ্রচ্ছ বদতাং বরঃ ।

অগস্ত্যেনেহ বাতাপিঃ কিমর্থমুপশামিতঃ ॥২॥

•আসীৎ। কিংপ্রভাবশ্চ স দৈত্যো মানবাস্তকঃ ।

কিমর্থকোদিতো মন্যুরগস্ত্যশ্চ মহাত্মনঃ ॥৩॥

লোমশ উবাচ ।

ইল্ললো নাম দৈতেয় আসীৎ কৌরবনন্দন ! ।

মণিমত্যাং পুরি পুরা বাতাপিস্তস্মা চানুজঃ ॥৪॥

স ব্রাহ্মণং তপোযুক্তমুবাচ দিতিনন্দনঃ ।

পুত্রং মে ভগবানেকমিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দুৰ্জ্জয়াং পরিখাপ্রাচীরাদিমহাদিতি ভাবঃ । নাম তু তস্মা মণিমতীতি ॥১॥

তত্রৈতি । উপশামিতো বিনাশিতঃ । অমন্তস্বেহপি দীর্ঘত্বমর্থম্ ॥২॥

আসীদিতি । কঃ কীদৃশঃ প্রভাবো যস্ম স কিংপ্রভাবঃ । মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৩॥

ইল্লল ইতি । মণিমত্যাং তদাখ্যায়াম্ । বাতাপিনাম ॥৪॥

স ইতি । স ইল্ললঃ । প্রযচ্ছতু, আত্মনস্তপোবলাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়া, সে স্থান ইহাতে প্রস্থান করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে যাইয়া, দুৰ্জয় মণিমতী-পুরীতে অবস্থান করিলেন ॥১॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সে স্থানে থাকিয়াই লোমশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—

“মহর্কি অগস্ত্য কি কারণে এখানে বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন ? ॥২॥

মানুষহস্তা সেই দৈত্যের প্রভাবই বা কি প্রকার ছিল ? মহাত্মা অগস্ত্যেরই বা কি জন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছিল ?” ॥৩॥

লোমশ বলিলেন—“কৌরবনন্দন ! পূর্বকালে এই মণিমতীপুরীতে ‘ইল্লল’-নামে এক দৈত্য ছিল ; বাতাপি ছিল—তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥৪॥

তস্মৈ স ব্রাহ্মণো নাদাৎ পুত্রং বাসবসম্মিতম্ ।  
 চুক্রোধ সৌহৃদ্রস্তস্ত ব্রাহ্মণস্ত ততো ভূশম্ ॥৬॥  
 ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র ! ইত্নলো ব্রহ্মহাংস্বরঃ ।  
 মন্যুমান্ ভ্রাতরং ছাগং মায়াবী হকরোত্তমঃ ॥৭॥  
 মেঘরূপী চ বাতাপিঃ কামরূপ্যভবৎ ক্ষণাৎ ।  
 সংস্কৃত্য চ ভোজয়তি ততো বিপ্রং জিঘাংসতি ॥৮॥  
 স চাহ্বয়তি যং বাচা গতং বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।  
 স পুনর্দেহমাস্বায় জীবন্ সংপ্রত্যদৃশ্যত ॥৯॥  
 ততো বাতাপিমস্বরং ছাগং কৃত্বা হুসংস্কৃতম্ ।  
 তং ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা পুনরেব সমাহ্বয়ৎ ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি । বাসবসম্মিতমিদ্ভুতাম্ । তস্ত ব্রাহ্মণস্ত উপরি ॥৬॥

তত ইতি । ব্রহ্মহা ব্রহ্মঃ সন্, তদব্রাহ্মণং প্রতি ক্রোধেন ব্রাহ্মণজাত্যামেব ক্রোধাৎ ॥৭॥

মেঘেতি । কামরূপী বাতাপিচ, ক্ষণাদেব, মেঘরূপী চকারাচ্ছাগরূপী চাভবৎ । ভোক্তুরিচ্ছয়া  
 তাদৃশো রূপবিকল্প ইতি ভাবঃ । ততশ্চেষলঃ সংস্কৃত্য ছাগরূপিণং বাতাপিং ছিত্বা পক্ত্বা চ বিপ্রং  
 ভোজয়তি স্ম, ততোহপি চ তং জিঘাংসতি হস্তমিচ্ছতি স্ম ॥৮॥

কেন ভাবেন জিঘাংসতীত্যাকাজ্জনিরাসমুখেন ইত্নলপ্রভাবমাহ স ইতি । স ইত্নলচ,  
 বৈবস্বত ক্ষয়ং যমালয়ং গতং যং জনং বাচা আহ্বয়তি স্ম, স জনঃ পুনর্দেহম্, আস্বায় ধৃত্বা জীবন্  
 উপস্থিতঃ সংপ্রত্যদৃশ্যত লোকৈঃ । অনির্বচনীয়ঃ খলয়ং মায়াপ্রভাবঃ ॥৯॥

তত ইতি । ছাগং ছাগীভূতম্ । হুসংস্কৃতং কৃত্বা ছিন্নং পকঞ্চ বিধায় ॥১০॥

একদা সেই ইত্নল এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলিল—“ভগবন্ ! আপনি আমাকে  
 ইন্দ্রতুল্য একটা পুত্র দান করুন” ॥৫॥

কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ইত্নলকে ইন্দ্রতুল্য পুত্র দান করিলেন না ; তাহাতেই ইত্নল  
 সেই ব্রাহ্মণের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥৬॥

এবং তদবধিই মায়াবী ইত্নল ব্রাহ্মণদের উপর ক্রুদ্ধ ও ব্রাহ্মণহন্তা হইয়া  
 (মায়াপ্রভাবে) ভ্রাতা বাতাপিকে ছাগল করিতে লাগিল ॥৭॥

কামরূপী বাতাপিও তৎক্ষণাৎ ভোক্তার ইচ্ছানুসারে কখনও ছাগরূপী এবং  
 কখনও মেঘরূপী হইত ; তাহার পর ইত্নল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া  
 ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইত । এইভাবে সে, ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা  
 করিত ॥৮॥

ইত্নল যে কোন মৃত ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা আহ্বান করিত ; সেই ব্যক্তিই আবার  
 দেহধারণপূর্বক জীবিত হইয়া আসিত ; ইহা দেখা যাইত ॥৯॥

তামিহ্নলেন মহতা স্বরেণ বাচমীরিতাম্ ।

শ্রুত্বাতিমায়ে বলবান্ ক্ষিপ্ৰং ব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥১১॥

তস্য পার্শ্বং বিনির্ভিগ্ন ব্রাহ্মণস্ত মহাস্বরঃ ।

বাতাপিঃ প্রহসন্ রাজন্ ! নিশ্চক্রাম বিশাংপতে ! ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

এবং স ব্রাহ্মণান্ রাজন্ ! ভোজয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।

হিংসয়ামাস দৈতেয় ইহ্নলো দুষ্টিচেতনঃ ॥১৩॥

অগস্ত্যশ্চাপি ভগবানেতস্মিন্ কাল এব তু ।

পিতৃন্ দদর্শ গৰ্ভে বৈ লম্বমানানধোমুখান্ ॥১৪॥

সোহপৃচ্ছলম্বমানাংস্তান্ ভবন্ত ইহ কিংপরাঃ ।

সন্তানহেতোরিতি তে প্রত्यूচুর্ব্রাহ্মবাদিনঃ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

তামিতি । বাচম্ 'আগচ্ছ' ইত্যাহ্বানবাক্যম্ । ব্রাহ্মণস্ত কণ্টকঃ শত্রুর্বাতিপিঃ ॥১১—১২॥

এবমিতি । দুষ্টিচেতনো দুর্বৃদ্ধিঃ, অসকৃদ্বিরপরাধজনহতাকরণাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

অগস্ত্য ইতি । পিতৃন্ আত্মন এবোর্ধ্বপুরুষান্ । জরংকাক্ষবৃদ্ধান্তসমানোহয়ম্ ॥১৪॥

স ইতি । কিংপরাঃ লম্বমানাঃ সন্তঃ কিংকার্যব্যাপৃতাঃ । সন্তানহেতোঃ সন্তানবিচ্ছেদসম্ভবাৎ লম্বামহ ইতি শেষঃ, তে অগস্ত্যপিতরঃ ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । দুর্জয়ায়াং বাতাপিপূর্ধাং মণিমতীসংজ্ঞায়াম্ ॥১—৫॥ নাদাৎ ন দন্তবান্ ॥৬—৭॥ কামরূপী যথাকামং রূপানি কৰ্ত্তুং সমর্থঃ, সংস্কৃতা পত্নী ॥৮॥ স চ ইহ্ললশ্চ ॥৯—১৪॥ সোহপৃচ্ছদ্বিতি । তান্ ভবং লম্বমানেন রূপেণ তেষামুদ্ভবম্ অপৃচ্ছৎ । পৃচ্ছতিবিকৰ্ণা, কৰ্মর্থং যুগ্মং লম্বধমিতাপৃচ্ছদিত্যর্থঃ । তে ঋষয়ঃ কম্পিতা ইব সন্তস্তে তব সন্তানহেতোরয়-

সুতরাং বাতাপি ছাগল হইলে, ইহ্লল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া, ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পুনরায় আহ্বান করিত ॥১০॥

এবং অত্যন্ত মায়াবী, বলবান্ ও ব্রাহ্মণকণ্টক মহাসুর বাতাপিও ইহ্ললের সেই উচ্চস্বরের আহ্বান শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করিয়া, হাসিতে হাসিতে নির্গত হইয়া আসিত ॥১১—১২॥

রাজা ! এইভাবে সেই দুষ্টবুদ্ধি ইহ্লল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিতে থাকিল ॥১৩॥

এই সময়েই ভগবান্ অগস্ত্যমুনি একটা গৰ্ভের ভিতরে আপন পিতৃপুরুষগণকে অধোমুখে ঝুলিতে দেখিলেন ॥১৪॥

তখন অগস্ত্য তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা কিজন্ত এই বন-১০২ (৮)



তে তস্মৈ কথয়ামাহুর্বয়ং তে পিতরঃ স্বকাঃ ।  
 গৰ্ভমেতমনুপ্রাপ্তা লম্বামঃ প্রসবার্থিনঃ ॥১৬॥  
 যদি নো জনয়েথাশ্বমগস্ত্যাপত্যমুত্তমম্ ।  
 শ্যাম্নোহশ্বান্নিরয়ান্মোক্ষস্ত্বঞ্চ পুত্রোপুয়া গতিম্ ॥১৭॥  
 স তানুবাচ তেজস্বী সত্যধর্মপরায়ণঃ ।  
 করিষ্যে পিতরঃ ! কামং ব্যোতু বো মানসো জ্বরঃ ॥১৮॥  
 ততঃ প্রসবসন্তানং চিন্তয়ন্ ভগবানৃষিঃ ।  
 আত্মনঃ প্রসবস্থার্থে নাপশ্যৎ সদৃশীং স্ত্রিয়ম্ ॥১৯॥  
 স তস্মৈ তস্মৈ সত্ত্বস্মৈ তত্তদঙ্গমনুত্তমম্ ।  
 সংগৃহ্য তৎসমৈরঙ্গৈর্নির্ম্মমে স্ত্রিয়মুত্তমাম্ ॥২০॥

#### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । স্বকাঃ স্বকীয়াঃ । প্রসবার্থিনঃ সন্তানার্থিনঃ ॥১৬॥  
 যদীতি । হে পুত্র অগস্ত্য ! যদি ঐ নঃ অশ্বাকম্, উত্তমমপত্যং পুংসন্তানং জনয়েথাঃ, তদা  
 নঃ অশ্বাকম্, অশ্বান্নিরয়ান্নরকাং মোক্ষঃ শ্যাম্, ত্বঞ্চ গতিমুপুয়াঃ ॥১৭॥  
 স ইতি । হে পিতরঃ ! কামং যুশ্বাকমভিলাষম্, ব্যোতু যাতু, জ্বরঃ সন্তাপঃ ॥১৮॥  
 তত ইতি । প্রসবসন্তানম্ অপত্যধারাম্ । প্রসবস্ত পুত্রস্ত ॥১৯॥  
 স ইতি । সোহগস্ত্যঃ, তস্মৈ তস্মৈ সত্ত্বস্মৈ লক্ষ্মীহরিণাদিপ্রাণিনঃ, অমুত্তমং সর্বোত্তমম্,

#### ভারতভাবদীপঃ

মশ্বাকং ভব ইতি প্রত্যাচুরিতি সঙ্কঃ ॥১৫॥ এতশ্চৈব বিবরণং তে তস্মা ইতি ॥১৬—১৭॥  
 বো যুশ্বাকম্, কামম্ কৈপিং করিষ্যে ॥১৮॥ প্রসবসন্তানং সন্ততেরবিচ্ছেদম্ ॥১৯॥ তস্মৈ তস্মৈ  
 গর্ভের ভিতরে ঝুলিতেছেন ?” তাহাতে সেই বেদবাদী পিতৃগণ প্রত্যুত্তর করিলেন—  
 “বংশলোপের সম্ভব হওয়ায় আমরা ঝুলিতেছি” ॥১৫॥

তা’র পর আবার তাঁহারা অগস্ত্যকে বলিলেন—“আমরা তোমার নিজের  
 পিতৃপুরুষ ; আমরা পুত্রার্থী হইয়া এই গর্ভে পড়িয়া ঝুলিতেছি ॥১৬॥

অতএব পুত্র অগস্ত্য ! যদি তুমি আমাদের উত্তম বংশধর উৎপাদন করিতে  
 পার, তবে আমাদেরও এই নরক হইতে মুক্তি হয়, তুমিও উত্তম গতি লাভ করিতে  
 পার” ॥১৭॥

তখন তেজস্বী ও সত্যধর্মপরায়ণ অগস্ত্য তাঁহাদিগকে বলিলেন—“পিতৃগণ !  
 আমি আপনাদের অভিলাষ পূরণ করিব, আপনাদের মনের হৃৎ দূর হউক” ॥১৮॥

তাহার পর অগস্ত্য ধারাবাহিক বংশরক্ষার বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের পুত্রের  
 নিমিত্ত যোগ্য স্ত্রী দেখিতে পাইলেন না ॥১৯॥

স তাং বিদৰ্ভরাজশ্চ পুত্রার্থং তপ্যতস্তপঃ ।  
 নিৰ্ম্মিতামান্ননোহৰ্থায় মুনিঃ প্রাদান্মহাতপাঃ ॥২১॥  
 সা তত্র যজ্ঞে স্তভগা বিদ্ব্যৎসৌদামিনী যথা ।  
 বিভ্রাজমানা বপুষা ব্যবৰ্দ্ধত শুভাননা ॥২২॥  
 জাতমাত্রাক্ষ তাং দৃষ্ট্বা বৈদৰ্ভঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 প্রহর্ষেণ বিজাতিভ্যো ন্যবেদয়ত ভারত ! ॥২৩॥  
 অভ্যনন্দন্ত তাং সৰ্ব্বৈ ব্রাহ্মণা বহুধাধিপ ! ।  
 লোপামুদ্রেতি তস্তাশ্চ চক্ৰিবে নাম তে বিজাঃ ॥২৪॥

### ভারতকোমুদী

তত্তদক্ষং মুখনয়নাশ্চবয়বম্, সংগৃহ্য মনসা আনীয় বিভাব্যোত্যর্থঃ, তৎসমৈরকৈঃ উক্তমাং স্ত্রিয়ং নিৰ্ম্মমে  
 সঙ্কল্যাত্রেণৈব স্ফটবান্ সত্যসঙ্কল্যাত্ ॥২০॥

স ইতি । স মহাতপা মুনিঃ, আশ্রনোহৰ্থায় নিৰ্ম্মিতাং সঙ্কলিতাম্, তাং স্ত্রিয়ম্, পুত্রার্থং  
 সন্তানার্থং তপস্তপ্যতো বিদৰ্ভরাজশ্চ প্রাদাৎ সঙ্কল্লেনৈব দত্তবান্ ॥২১॥

সেতি । বিদ্ব্যতি সঙ্কায়্যং সৌদামিনী তড়িৎ বিদ্ব্যৎসৌদামিনী । সঙ্কাকালে তড়িতো  
 বিশেষদ্ব্যতিতোতনার্থং বিদ্ব্যৎপদম্ । “বিদ্ব্যন্তড়িতি সঙ্কায়্যাম্” ইতি বিধিঃ ॥২২॥

জাতেতি । বৈদৰ্ভো বিদৰ্ভদেশেশ্চ শাস্তা । বিজাতিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ ॥২৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

সিংহমৃগাদেঃ অক্ষং কটিদৃষ্টাদি, সৰ্ব্বগুণবতীমিত্যর্থঃ ॥২০—২১॥ জজ্ঞে জাত, সৌদামিনীতি  
 বিশেষণম্, বিদ্ব্যদ্বিতি বিশেষণং—দ্ব্যতিবিশেষোপপাদনার্থম্, “কুৰ্ধ্যাং হরস্তাপি পিনাকপাণেৰ্ধৈৰ্ঘ্য-  
 চ্যুতিং কে মম ধ্বিনোহস্তে” ইত্যাদৌ পিনাকপানিপদম্ উজ্জিতচাপবদ্ব্যতোতনার্থমুপক্ষীণং  
 সন্নবিশেষসমর্পণায়ালমিতি হরস্তেতি পৃথক্ প্রত্যুক্তং তদ্বিহাপি ধ্যেয়ম্ ॥২২—২৩॥ মূত্রাণাং

তখন অগস্ত্য সেই সেই প্রাণীর সেই সেই সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ মনে মনে চিন্তা  
 করিয়া তাহার তুল্য তুল্য অঙ্গদ্বারা (মনে মনে) একটা উৎকৃষ্ট স্ত্রী নিৰ্ম্মাণ  
 করিলেন ॥২০॥

সেই সময়ে বিদৰ্ভদেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্থা করিতেছিলেন ; তাই  
 মহাতপা অগস্ত্যমুনি নিজের জন্য সঙ্কলিত সেই স্ত্রীটী তাঁহাকে দান করিলেন ॥২১॥

সঙ্কাকালে বিদ্ব্যতের স্ত্রায় সেই সুন্দরী ও সুলক্ষণমুখী আসিয়া বিদৰ্ভরাজ-  
 মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল এবং শরীরদ্বারা দীপ্তি পাইতে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে  
 লাগিল ॥২২॥

জন্মিবামাত্র সেই কণ্ঠাটীকে দেখিয়া বিদৰ্ভরাজ অত্যন্ত আনন্দবশতঃ সে সংবাদ  
 ব্রাহ্মণপ্রভৃতির নিকট জানাইলেন ॥২৩॥

ববুধে সা মহারাজ ! বিভ্রতী রূপমুক্তমম্ ।  
 অঙ্গিবোৎপলিনী শীত্ৰমগ্নেব শিখা শুভা ॥২৫॥  
 তাং যৌবনস্থং রাজেন্দ্র ! শতং কন্যাঃ স্বলঙ্কতাঃ ।  
 দাস্যঃ শতঞ্চ কল্যাণীমুপতস্খুবশানুগাঃ ॥২৬॥  
 সা স্ম দাসীশতবৃত্তা মধ্যে কন্যাশতশ্চ চ ।  
 আস্তে তেজস্বিনী কন্যা রোহিণীব দিবপ্রভা ॥২৭॥  
 যৌবনস্থামপি চ ত্ৰাং শীলাচারসমগ্নিতাম্ ।  
 ন বস্ত্রে পুরুষঃ কশ্চিদ্ভয়াভিশ্চ মহাত্মনঃ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

অভীতি । অভানন্দস্ত প্রাশংসস্ত । লোপো নিবৃত্তিঃ আমুদ্রাণাং চন্দ্রাদিগতাহ্লাদকত্বাদি-  
 চিহ্নানাং যন্তাঃ সকাশাং সা । নামত্বাধ্যক্ষিকরণবহুব্রীহিঃ ॥২৪॥

ববুধ ইতি । শুভা সা শীত্ৰং ববুধ ইতি সম্বন্ধঃ । অপ্সু জলে ॥২৫॥

তামিতি । বশানুগাঃ সত্যঃ, উপতস্তুঃ সিব্যেবিরে ॥২৬॥

সেতি । দিব প্রভাতীতি দিবপ্রভা, “প্রায়েণ সমুদ্যাঃ ক্লতি” ইত্যলুক ॥২৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত্ত্বমুগাদিজাতিগতানামসাধারণানাং চিহ্নানাং কমনীয়চক্ষুঃসাদীনং লোপ ইব লোপস্তিরস্কারো যয়া  
 সা লোপামুদ্রা । আহিতাঘ্নাদিবং পূর্বনিপাতঃ, অগ্নেষপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ, প্রকারান্তরেন যোগে  
 তু বেদে পদপাঠলোপ আমুদ্রেত্যবগ্রহঃ স্ত্রাং, স চ ন দৃশ্যতেহত উক্তবিধৈব ব্যুৎপত্তিযুক্তো  
 ॥২৪—২৫॥ বশানুগাঃ ইচ্ছামুরূপাঃ ॥২৬—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮০॥

রাজা ! ব্রাহ্মণেরা সকলেই তাহার প্রশংসা করিলেন এবং সেই দ্বিজাতির সাই  
 কন্যাটির নাম করিলেন—‘লোপামুদ্রা’ ॥২৪॥

মহারাজ ! সুলক্ষণা কন্যাটি উত্তম রূপ ধারণ করিয়া জলে পদ্মিনীর ন্যায় এবং  
 (কাষ্ঠে) অগ্নিশিখার ন্যায় সত্তর সত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সেই কন্যাটি যৌবনে পদার্পণ করিলে, (রাজনিযুক্ত) নানা অলঙ্কারে  
 অলঙ্কৃত একশত কন্যা এবং একশত দাসী বশে থাকিয়া তাহার সেবা করিতে  
 লাগিল ॥২৬॥

বহুতর দাসী ও বহুতর কন্যার মধ্যবর্তিনী সেই তেজস্বিনী কন্যাটি, আকাশে বহু  
 নক্ষত্রের মধ্যবর্তী রোহিণীনক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২৭॥

লোপামুদ্রা যৌবনে পদার্পণ করিলে এবং সুশীলা ও সদাচারসম্পন্ন হইলেও  
 রাজার ভয়ে কোন পুরুষই তাহাকে প্রার্থনা করিল না ॥২৮॥

সা তু সত্যবতী কন্যা রূপেণাপ্সরসোহপ্যতি ।

তোষয়ামাস পিতরং শীলেন স্বজনং তথা ॥২৯॥

বৈদৰ্ভীস্তু তথা যুক্তাং যুবতৌ প্রেক্ষ্য বৈ পিতা ।

মনসা চিস্তয়ামাস কস্মৈ দণ্ড্যামিমাং স্তুতাম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানেন অনীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## একানীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

যদা ত্রুমুণ্ডতাগস্ত্যো গার্হস্থ্যে তাং ক্ষমামিতি ।

তদাভিগম্য প্রোবাচ বৈদৰ্ভং পৃথিবীপতিম্ ॥১॥

রাজন্ ! নিবেশে বুদ্ধির্মে বর্ততে পুত্রকারণাৎ ।

বরয়ে ত্বাং মহীপাল ! লোপামুদ্রাং প্রয়চ্ছ মে ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

যোবনেতি । ন বত্রে ন প্রার্থয়ামাস । তস্ত বিদৰ্ভরাজস্ত ॥২৮॥

সেতি । সত্যবতী বাচা ব্যবহারেণ চেতি ভাবঃ । অতি অতিক্রান্ত ॥২৯॥

বৈদৰ্ভীমিতি । বৈদৰ্ভীং লোপামুদ্রাম্, তথা গুণৈযুক্তাম্ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

ভারতকৌমুদীসম্বাখ্যায়াং বনপৰ্বণি তীর্থযাত্রায়ামনীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

যদেতি । তাং লোপামুদ্রাম্, গার্হস্থ্যে গৃহস্থধৰ্ম্মাচরণে, ক্ষমাং যোগ্যাম্ ॥১॥

অপ্সরা অপেক্ষাও অধিক রূপবতী এবং সত্যপরায়ণা সেই কন্যাটি আপন স্বভাবদ্বারা পিতাকে ও আত্মীয়গণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল ॥২৯॥

বিদৰ্ভরাজ লোপামুদ্রাকে সেইরূপ গুণবতী ও যুবতী দেখিয়া, কাহার হস্তে তাহাকে দান করিবেন—এই চিন্তা করিতে লাগিলেন” ॥৩০॥

—:~:—

লোমশ কহিলেন—“অগস্ত্য যখন লোপামুদ্রাকে গৃহস্থধৰ্ম্মাচরণে যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন, তখন যাইয়া বিদৰ্ভরাজকে বলিলেন—৥১॥

এবমুক্তঃ স মুনিনা মহীপালো বিচেননঃ ।  
 প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুর্ধৈব নৈচ্ছত ॥৩॥  
 ততঃ স ভার্য্যামভ্যেত্য প্রোবাচ পৃথিবীপতিঃ ।  
 মহর্ষির্বীৰ্য্যবানেষ ক্রুদ্ধঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ ॥৪॥  
 তৎ কিমিচ্ছসি কল্যাণি ! তত্ত্বং ক্রহি শুভাননে ! ।  
 তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞী নোবাচ কিঞ্চন ॥৫॥  
 তং তথা হুঃখিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পৃথিবীপতিম্ ।  
 লোপামুদ্রাভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥৬॥  
 ন মৎকৃতে মহীপাল ! পীড়ামভ্যেতুমর্হসি ।  
 প্রয়চ্ছ মামগস্ত্যায় ত্রাহ্মাত্মানং ময়া প্লিতঃ ! ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

রাজস্রুতি । নিবেশে বিবাহে, “নিবেশঃ পুংসি বিতাসে শিবিরোদ্ধাহয়োরপি” ইতি মেদিনী ।  
 পুত্রকারণাৎ ন তু ভোগমাত্রেচ্ছাত ইতি ভাবঃ । বরয়ে প্রার্থয়ে ॥২॥  
 এবমিতি । প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ শাপভয়াৎ, প্রদাতুর্ধৈব নৈচ্ছত বৃদ্ধবদর্শনাৎ ॥৩॥  
 তত ইতি । বীৰ্য্যবান্ তপঃপ্রভাববান্ । অতএব দহেৎ দম্বং শক্রুয়াৎ ॥৪॥  
 তদ্বিতি । কিঞ্চন নোবাচ, বক্তব্যনির্ণয়ানর্হত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৫॥  
 তমিতি । কালে তাদৃশে যোগ্যসময় এব ॥৬॥  
 নেতি । মৎকৃতে মম্মিতম্ । অভ্যেতুং প্রাপ্তুম্ । ময়া করণেন ॥৭॥

“রাজা ! পুত্রের জন্ম বর্তমান সময়ে আমার বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে ; অতএব ভূপাল ! আমি আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি—আপনি লোপামুদ্রাকে আমার হস্তে প্রদান করুন” ॥২॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে, রাজা হতবুদ্ধি হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতেও পারিলেন না এবং দান করিতেও ইচ্ছা করিলেন না ॥৩॥

তৎপরে রাজা মহিষীর নিকট যাইয়া বলিলেন—“এই মহর্ষি অত্যন্ত তপঃ-প্রভাবসম্পন্ন ; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নি দ্বারা দম্ব করিতেও পারেন ॥৪॥

অতএব কল্যাণি ! তুমি কি ইচ্ছা কর ? শুভাননে ! তাহা তুমি বল ।” কিন্তু রাণী রাজার সেই কথা শুনিয়া কোন কথাই বলিলেন না ॥৫॥

তখন মহিষীর সহিত রাজাকে সেইরূপ হুঃখিত দেখিয়া লোপামুদ্রা আসিয়া উপযুক্ত সময়েই এই কথা বলিল—॥৬॥

“রাজা ! আপনি আমার জন্ম হুঃখ করিবেন না, আমাকে অগস্ত্যের হস্তে সমর্পণ করুন ; পিতা ! আমাদ্বারা নিজেকে রক্ষা করুন” ॥৭॥

(৫) শ্লোকঃ বা ব পি নি নাস্তি ।

ছুহিতুৰ্বচনাদ্রাজা সোহগন্ত্যায় মহাত্মনে ।  
 লোপামুদ্রাং ততঃ প্রাদাৰিষিপূৰ্বং বিশাংপতে ! ॥৮॥  
 প্রাপ্য ভাৰ্য্যামগন্ত্যস্ত লোপামুদ্রামভাষত ।  
 মহাহীণ্যুৎসৃজৈতানি বাসাংস্তাভরণানি চ ॥৯॥  
 ততঃ সা দৰ্শনীয়ানি মহাহীণি তনূনি চ ।  
 সমুৎসসৰ্জ্জ রন্তোৰুৰ্বসনান্যায়তেক্ষণা ॥১০॥  
 ততশ্চীরাণি জগ্রাহ বঙ্কলানুজিনানি চ ।  
 সমানব্রতচৰ্য্যা চ বভূবায়তলোচনা ॥১১॥  
 গঙ্গাদ্বারমথাগম্য ভগবানৃষিসত্তমঃ ।  
 উগ্রমার্তিষ্ঠিত তপঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া ॥১২॥  
 সা প্রীতা বহুমানাচ্চ পতিং পর্য্যচরত্তদা ।  
 অগন্ত্যশ্চ পরাং প্রীতিং ভাৰ্য্যায়ামাচরৎ প্রভুঃ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

ছুহিতুরিতি । প্রাদাৎ, বয়স্থায় লোপামুদ্রায়। এব সম্মতিদৰ্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥  
 প্রাপ্যেতি । উৎসৃজ ত্যজ, তপস্বিভাৰ্য্যায়। ঈদৃশপরিচ্ছদস্তাযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥৯॥  
 তত ইতি । দৰ্শনীয়ানি সূন্দরাণি, মহাহীণি মহামূল্যানি, তনুনি সূক্ষ্মাণি ॥১০॥  
 তত ইতি । চীরাণি কোপীনানি । সমানব্রতচৰ্য্যা ভৰ্তৃশূল্যনিয়মচারিণী ॥১১॥  
 গংগেতি । উগ্রং ভয়ঙ্করম্, আতিষ্ঠিত অবলম্বত ॥১২॥

নরনাথ ! তাহার পর রাজা বয়স্থা কন্যার বচন অনুসারে মহাত্মা অগস্ত্যের হস্তে  
 তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিলেন ॥৮॥

তদনন্তর অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভাৰ্য্যা লাভ করিয়া বলিলেন—“তুমি এই সকল  
 মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিত্যাগ কর” ॥৯॥

তৎপরে রন্তোরু ও আয়তনয়না লোপামুদ্রা সূদৃশ, মহামূল্য ও সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল  
 পরিত্যাগ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর তিনি কোপীন, বঙ্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিলেন এবং ভৰ্ত্তার সমান-  
 ব্রতচারিণী হইলেন ॥১১॥

তদনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে আসিয়া অমুকুলা পত্নীর সহিত মিলিত  
 হইয়া ভয়ঙ্কর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১২॥

তখন লোপামুদ্রা সম্ভষ্ট থাকিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত পতির পরিচর্যা করিতে  
 লাগিলেন ; প্রভাবশালী অগস্ত্যও ভাৰ্য্যার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা জানাইতে  
 থাকিলেন ॥১৩॥

ততো বহুতিথে কালে লোপামুদ্রাং বিশাংপতে ! ।  
 তপসা ত্রোতিতাং স্নাতাং দদর্শ ভগবানুষিঃ ॥১৪॥  
 স তস্তাঃ পরিচায়েণ শৌচেন চ দমেন চ ।  
 শ্রিয়া রূপেণ চ প্রীতো মৈথুনাযাজুহাব তাম্ ॥১৫॥  
 ততঃ সা প্রাঞ্জলিভূত্বা লজ্জমানেন ভাবিনৈ ।  
 তদা সপ্রণয়ং বাক্যং ভগবন্তুমথাত্ৰবীৎ ॥১৬॥  
 অসংশয়ং প্রজাহেতোর্ভার্য্যাং পতিরবিন্দত ।  
 যা তু ত্বয়ি মম প্রীতিস্তামুষে ! কর্তুর্মহিসি ॥১৭॥  
 যথা পিতৃগৃহে বিপ্র ! প্রাসাদে শয়নং মম ।  
 তথাবিধে ত্বং শয়নে মামুপৈতুমিহাহিসি ॥১৮॥ ।  
 ইচ্ছামি ত্বাং অগ্নিনঞ্চ ভূমণৈশ্চ বিভূষিতম্ ।  
 উপসর্তুং যথাকামং দিব্যাভরণভূষিতা ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

সেতি । বহুমানাদিত্যাদরাৎ । পরাং পরমাম্, প্রীতিং প্রণয়ম্ ॥১৩॥  
 তত ইতি । স্নাতাং প্রথমরজোদর্শনানন্তরং কৃতস্নানাম্ ॥১৪॥  
 স ইতি । দমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ । শ্রিয়া লাবণ্যেন, রূপেণ সৌন্দর্য্যেণ ॥১৫॥  
 তত ইতি । ভাবিনী অমুরাগবতী । ভগবন্তম্ অগস্ত্যম্ ॥১৬॥  
 অসংশয়মিতি । প্রজাহেতোঃ পুত্রার্থম্ । ভার্য্যাং মাম্, পতিভবান্ । যা যৎকারণা ॥১৭॥  
 যথেনিতি । শয়নং মহার্হা শয্যা । উপৈতুম্ অগস্ত্যম্ ॥১৮॥  
 ইচ্ছামিতি । অগ্নিনং মাল্যবস্তম্ । ইচ্ছামি, ক্রীণাং পরিচ্ছদস্ত লোভনীয়ত্বাৎ ॥১৯॥

নরনাথ ! তাহার পর অনেক দিন অতীত হইলে একদা ভগবান্ অগস্ত্য  
 তপস্প্রাপ্তভাবে উজ্জলঙ্গী লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দর্শন করিলেন ॥১৪॥

লোপামুদ্রার পরিচর্যা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়দমন, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের গুণে প্রীত  
 হইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে মৈথুনের জন্ত আহ্বান করিলেন ॥১৫॥

তখন অমুরাগিণী লোপামুদ্রা কৃতাজলি হইয়া, যেন লজ্জার ভাব দেখাইয়া,  
 প্রণয়ের সহিত অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

“ঋষি ! নিশ্চয়ই আপনি আমাকে পুত্রের জন্তই ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ;  
 অতএব যাহাতে আপনার বিষয়ে আমার প্রীতি জন্মে, আপনি তাহা করুন ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ ! আমার পিতৃগৃহে অট্টালিকার ভিতরে আমার যেমন শয্যা ছিল,  
 তেমন শয্যাতেই আপনি আমার সহিত সঙ্গম করুন ॥১৮॥

অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীরকাষায়বাসিনী ।

নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্ষে ! ভূষণোহয়ং কথঞ্চন ॥২০॥

অগস্ত্য উবাচ ।

ন তে ধনানি বিগৃহ্যন্তে লোপামুদ্রে ! তথা মম ।

যথাবিধানি কল্যাণি ! পিতৃস্তুত্ব স্তুমধ্যমে ! ॥২১॥

লোপামুদ্রোবাচ ।

ঈশোহসি তপসা সৰ্বং সমাহৰ্ত্তুং তপোধন ! ।

ক্ষণেন জীবলোকে যদ্বস্তু কিঞ্চন বিগৃহ্যতে ॥২২॥

অগস্ত্য উবাচ ।

• এবমেতদ্যথাখ তং তপোব্যয়করন্তু তং ।

যথা তু মে ন নশ্যেত তপস্তন্মাং প্রচোদয় ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অন্যথেতি । অয়ং চীরাতিভূষণঃ পরিচ্ছদঃ, কথঞ্চনাপি অপবিত্রো নৈব কার্যঃ ॥২০॥

নেতি । উত্তমপরিচ্ছদসংগ্রহে ধনাবশ্যকতয়া তদভাবে কথং তৎসংগ্রহ ইত্যশয়ঃ ॥২১॥

ঈশ ইতি । ঈশঃ সমর্থঃ । সমাহৰ্ত্তুং সমানেতুং । বস্তু ধনম্ ॥২২॥

এবমিতি । আখ ত্রবীষি । তপসো ব্যয়করং ক্ষয়জনকম্ । তত্ত্বস্মিন বিষয়ে ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

যদেতি ॥১॥ নিবেশে বিবাহে ॥২—১৩॥ স্নাতাং ঋতাবিতি শেষঃ ॥১৪॥ পরিচায়েণ সেবয়া ॥১৫—১২॥ ভূষণোহয়ং চীরকাষায়াদিস্তপস্বিনাম, স্নাঘোহয়ং সামগ্রীকলাপো ভোগ-

আর, আপনি মালাধারণপূর্বক নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হউন, আমিও দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হই, তাহার পরই আমি অভিলাষ অনুসারে আপনার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি ॥১২॥

না হইলে, আমি গৈরিক কোপীন ধারণ করিয়া আপনার নিকট যাইব না । কারণ, ব্রহ্মর্ষি ! এই পরিচ্ছদকে কোন প্রকারেই অপবিত্র করা উচিত নহে” ॥২০॥

অগস্ত্য বলিলেন—“কল্যাণি ! স্তুমধ্যমে ! লোপামুদ্রে ! তোমার পিতার যেমন ধন আছে, তেমন ধন ত তোমারও নাই, আমারও নাই” ॥২১॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“তপোধন ! এই জীবলোকে যে কিছু ধন আছে, আপনি তপোবলে ক্ষণকালমধ্যে সে সমস্তই ত আনয়ন করিতে সমর্থ হন” ॥২২॥

অগস্ত্য বলিলেন—“তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য ; কিন্তু তাহা তপস্তার ক্ষয় জন্মায় ; অতএব যাহাতে তপস্তার ক্ষয় না হয়, সেই বিষয়ে আমাকে প্রণোদিত কর” ॥২৩॥



লোপামুদ্রোবাচ ।

অল্লাবশিষ্টঃ কালোহয়মূতোর্মম তপোধন ! ।

ন চানুতাহমিচ্ছামি ত্বায়ুপৈতুং কথঞ্চন ॥২৪॥

ন চাপি ধর্মমিচ্ছামি বিলোপ্তুং তে কথঞ্চন ।

এবন্তু মে যথাকামং সম্পাদয়িতুমর্হসি ॥২৫॥

অগস্ত্য উবাচ ।

যদেষ কামঃ স্তভগে ! তব বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিতঃ ।

হর্তুং গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ! চর কামমিহ স্থিতা ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি

তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানেন একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২০॥ \*

ভারতকৌমুদী

অগ্নেতি । ঋতোঃ ষোড়শদিনাত্মকস্ত ঋতুকালস্ত, ষোড়শর্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাস্থ যুগ্মাস্থ সংবিশেৎ” ইতি মহুবচনাৎ । অন্তথা পূর্বোক্তাদন্তরূপেণ ॥২৪॥

নেতি । ধর্মং বিলোপ্তুং ধনজননেন তপঃক্ষয়ং কর্তুম্ । কামোহভিলাষঃ ॥২৫॥

যদীতি । হর্তুং ধনমাহর্তুম্ । প্রার্থনয়া ধনাহরণে ন তপঃক্ষয় ইতি ভাবঃ । কামম্ অভীষ্টং গৃহস্থকার্যম্, চর কুরু, ইহ আশ্রম এব ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্কণি তীর্থযাত্রায়াম্ একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্পর্কেণাপবিত্রো নৈব ভবত্বিতি শেষঃ ॥২০—২৩॥ ঋতোঃ কালঃ ষোড়শদিনানি তেষল্লো-  
হবশিষ্টঃ ॥২৪—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“তপোধন ! আমার এই ঋতুকাল অল্পমাত্র অবশিষ্ট  
রহিয়াছে ; অথচ আমি অন্য কোন প্রকারেই আপনার সহিত সম্মিলিত  
হইতে ইচ্ছা করি না ॥২৪॥

আবার কোন প্রকারে আপনার ধর্মলোপও করিতে ইচ্ছা করি না ; অথচ  
আমার অভীষ্ট সম্পাদনও আপনার করিতে হইবে” ॥২৫॥

অগস্ত্য বলিলেন—“সুন্দরি ! তোমার বুদ্ধি যদি এই কামনাই স্থির করিয়া  
থাকে, তবে আমি ধন আহরণ করিবার জন্ত চলিলাম ; তুমি এইখানে  
থাকিয়াই অভীষ্ট গৃহকার্য্য করিতে থাক” ॥২৬॥

## দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

লোমশ উবাচ ।

ততো জগাম কোরব্য ! সোহগস্ত্যো ভিক্ষিতুং বহু ।

শ্রুতর্কীগং মহীপালং যং বেদাভ্যধিকং নৃপৈঃ ॥১॥

স বিদিত্বা তু নৃপতিঃ কুন্তুধোনিমুপাগতম্ ।

বিষয়াস্তে সহামাত্যঃ প্রত্যগৃহ্নাৎ হৃসংকৃতম্ ॥২॥

• অস্মৈ চার্ঘ্যং যথান্যায়মানীয় পৃথিবীপতিঃ ।

প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতো ভূত্বা পপ্রচ্ছাগমনেহর্থিতাম্ ॥৩॥

অগস্ত্য উবাচ ।

বিত্তার্থিনমনুপ্রাপ্তং বাক্তি মাং পৃথিবীপতে ! ।

যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্মান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ মে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হে কোরব্য ! ততঃ সোহগস্ত্যঃ, বহু ধনম্, ভিক্ষিতুং যাচিষ্যতুম্, শ্রুতর্কীগং নাম মহীপালং জগাম, যং শ্রুতর্কীগম্, নৃপৈঃ রাজাস্তরেভ্যঃ, অভ্যধিকম্ অধিকধনম্, বেদ বেত্তি স্ম । শ্রুতা বিখ্যাতা অর্বন্তঃ অথা যন্ত স শ্রুতর্কী, পুণ্যোদরাদিহাদকারলোপঃ ॥১॥

স ইতি । কুন্তুধোনিমগস্ত্যম্ । বিষয়াস্তে স্বরাজ্যপ্রাপ্তে, হৃসংকৃতমত্যাদৃতম্ ॥২॥

অস্মা ইতি । আগমনে অর্থিতাং প্রয়োজনবৎ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ, পপ্রচ্ছ ॥৩॥

বিত্তেতি । বিত্তার্থিনং ধনার্থিনম্ । অন্মান্ অবিহিংস্ অগীড়য়িত্বা অগ্রেবাং পীড়া যথান শ্রুতধেত্যর্থঃ, সংবিভজ্যত ইতি সংবিভাগো যাচকেভ্যো বিভক্তোহর্থস্তম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“কুরুনন্দন ! তাহার পর অগস্ত্য ধন প্রার্থনা করিবার জন্ত শ্রুতর্কীরাজ্যের নিকট গেলেন ; যাহাকে তিনি অগ্ৰাণ্য রাজা হইতে অধিক ধনী বলিয়া জানিতেন ॥১॥

অগস্ত্যমুনি আপন রাজ্যসীমান্তে আসিয়াছেন জানিয়া শ্রুতর্কীরাজ্য মন্ত্রীদেব সহিত যাইয়া বিশেষ আদর করিয়া অগস্ত্যকে আনয়ন করিলেন ॥২॥

এবং তিনি অগস্ত্যকে যথানিয়মে অর্ঘ্যদান করিয়া, কৃতাজ্ঞলি ও অবনত হইয়া, তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—“রাজা ! আপনি অবগত হউন যে, আমি ধনার্থী হইয়া

(৩)...প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতো ভূত্বা—বা ব ক নি ।

লোমশ উবাচ ।

তত আয়ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তস্মৈ রাজা নৃবেদয়ৎ ।

অতো বিদ্বন্মুপাদৎস্ব যদত্র বহু মন্যসে ॥৫॥

তত আয়ব্যয়ৌ দৃষ্টৌ সমৌ সমমতির্বিজঃ ।

সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥৬॥

স শ্রুতর্কবাণমাদায় ব্রহ্মশ্বমগমন্ততঃ ।

স চ তৌ বিষয়স্থাস্তে প্রত্যগৃহ্নাদযথাবিধি ॥৭॥

তয়োর্থ্যঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ ব্রহ্মশ্বং প্রত্যবেদয়ৎ ।

অনুজ্ঞাপ্য চ পপ্রচ্ছ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পূর্ণৌ পর্য্যাপ্তৌ । উপাদৎস্ব গৃহাণ, বহু উদ্বৃত্তং ধনম্ ॥৫॥

তত ইতি । সমমতিঃ সর্বপ্রাণিষু সমানবুদ্ধিঃ । উপাদানাদান্না ধনগ্রহণাৎ ॥৬॥

স ইতি । শ্রুতর্কণ আদানন্ত প্রার্থনাগৌরবজ্ঞাপনেন ধনগ্রহণাবশ্তাবার্থম্ । পরত্রাপ্যেবম ।  
ব্রহ্ম জয়মূলমশৌ যন্ত তং ব্রহ্মশ্বং নাম নৃপম্ । পূর্ববদকারলোপঃ ॥৭॥

তয়োরিতি । অনুজ্ঞাপ্য স্বভবনগমনানুমতিং কারয়িত্বা, উপক্রমে আগমনে ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । যং বেদ বেত্তি ॥১॥ বিষয়াস্তে দেশসীমা ॥২॥ আগমনে নিমিত্তভূতা-  
মর্থিতাং কিমিচ্ছন্নাগতোহসীতি পপ্রচ্ছৈত্যর্থঃ ॥৩-৫॥ উপাদানাং ধনগ্রহণাৎ ॥৬-৭॥ উপ-  
আসিয়াছি ; সুতরাং অন্তের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অনুসারে  
আমাকে ধন দান করুন” ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“তৎপরে রাজা তাঁহাকে বলিলেন যে, আমার আয় ও ব্যয়  
সমান ; অতএব এখানে ধন উদ্ধৃত্ত হয় বলিয়া যদি মনে করেন, তবে গ্রহণ করিতে  
পারেন” ॥৫॥

তাহার পর সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য শ্রুতর্কীরাজার আয় ও ব্যয় সমান দেখিয়া  
তাহা হইতে গ্রহণ করিলে অন্য প্রাণীদের সর্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে বলিয়া মনে  
করিলেন ॥৬॥

তদনন্তর অগস্ত্য শ্রুতর্কীরাজাকে লইয়া ব্রহ্মশ্বরাজার নিকট গেলেন ; তখন  
ব্রহ্মশ্বরাজাও আপন রাজ্যসীমাতে যাইয়া যথাবিধানে তাঁহাদিগকে গ্রহণ  
করিলেন ॥৭॥

এবং তিনি অগস্ত্যমুনি ও শ্রুতর্কীরাজাকে অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন, পরে  
আপন ভবনে যাইবার অনুমতি করাইয়া তাঁহাদের আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা  
করিলেন ॥৮॥

অগস্ত্য উবাচ ।

বিত্তকামাবিহ প্রাপ্তৌ বিদ্যাবাং পৃথিবীপতে ! ।  
 যথাশক্ত্যবিহিংস্রান্ সন্নিবিভাগং প্রয়চ্ছ নৌ ॥৯॥  
 লোমশ উবাচ ।  
 ততঃ আয়ব্যয়ৌ পূৰ্ণৌ তাভ্যাং রাজা ন্যবেদয়ৎ ।  
 অতো জ্ঞাত্বা তু গৃহীতং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১০॥  
 ততঃ আয়ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সৰ্মো সমমতিৰ্বিজঃ ।  
 সৰ্ব্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১১॥  
 পৌরুষকুংসং ততো জগ্মুঃ সন্দহ্যং মহাধনম্ ।  
 অগস্ত্যশ্চ শ্রুতব্বা চ ব্রহ্মশ্চ মহীপতিঃ ॥১২॥  
 ত্রসদহ্যশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা প্রত্যগৃহ্নাদ্যথাবিধি ।  
 অভিগম্য মহারাজ ! বিষয়াস্তে মহামনাঃ ॥১৩॥  
 অর্চয়িত্বা যথান্যায়মিক্ষুকুরাজসত্তমঃ ।  
 সমস্তাংশ্চ ততোহপৃচ্ছৎ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বিস্তেতি । বিত্তকামৌ ধনার্থিনৌ, প্রাপ্তৌ আগতো । নৌ আবাভ্যাম্ ॥৯॥  
 তত ইতি । রাজা ব্রহ্মশ্চ । গৃহীতং যুগ্ম । ব্যতিরিচ্যতে উদ্ধৃতং ভবতি ॥১০॥  
 তত ইতি । প্রাগ্ ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১১॥  
 পৌরুষিকম্ । পৌরুষকুংসং পুরুষকুংসাপত্যম্ । ত্রসা ভীতা দস্তবো যস্মাক্ত নাম ॥১২॥  
 ত্রসেতি । বিষয়াস্তে স্বরাজ্যসীমান্তে ॥১৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—“রাজা ! আপনি অবগত হউন যে, আমরা ধনার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি ; অতএব যাহাতে অশ্রের কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি অনুসারে আমরাদিগকে ধন দান করুন” ॥৯॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর ব্রহ্মরাজা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, আমার আয় ও ব্যয় সমান ; সুতরাং আপনারা জানিয়া—যাহা উদ্ধৃত থাকে, তাহা গ্রহণ করুন” ॥১০॥

তদনন্তর সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য তাঁহারও আয়-ব্যয় সমান দেখিয়া, তাহা হইতে গ্রহণ করিলে, প্রাণিগণের সর্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে মনে করিলেন ॥১১॥

তখন অগস্ত্যমুনি এবং শ্রুতব্বা ও ব্রহ্মরাজা সে স্থান হইতে পুরুষকুংসবংশীয় মহাধনৌ ত্রসদহ্যরাজার নিকট গমন করিলেন ॥১২॥

মহারাজ ! মহামনা ত্রসদহ্যরাজাও আপন রাজ্যসীমান্তে বাইয়া, তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথাবিধানে গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥

অগস্ত্য উবাচ ।

বিত্তকামানিহ প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ পৃথিবীপতে ! ।  
যথাশক্ত্যবিহিংস্থান্যান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নঃ ॥১৫॥

লোমশ উবাচ ।

তত আয়ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তেষাং রাজা যবেদয়ং ।  
এতজ্জ্ঞাস্তা হ্যুপাদক্কং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১৬॥  
তত আয়ব্যয়ৌ দৃষ্টৌ সর্মো সমমতির্বিজঃ ।  
সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১৭॥  
ততঃ সর্বে সমেত্যাথ তে নৃপাস্তং মহামুনিম্ ।  
ইদমুচুমহারাজ ! সমবেক্ষ্য পরস্পরম্ ॥১৮॥  
অয়ং বে দানবো ব্রহ্মম্নিল্লো বহুমান্ ভুবি ।  
তমভিক্রম্য সর্বেহহ বয়ংকথামহে বহু ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অর্চয়িষ্যেতি । ইক্ষাকুরাজেষু ইক্ষাকুবংশীয়নৃপতিষু সত্তমঃ শ্রেষ্ঠতমঃ ॥১৪॥  
বিত্তেতি । প্রাপ্তান্ আগতান্, বিদ্ধি জানৌহি, নঃ অস্মান্ । নঃ অস্মভ্যম্ ॥১৫॥  
তত ইতি । রাজা ত্রসদশ্যঃ । উপাদক্কং গৃহীত । ব্যতিরিচ্যতে উদ্বর্ত্ততে ॥১৬॥  
তত ইতি । প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১৭॥  
তত ইতি । সমেত্য মিলিত্বা, তে নৃপাঃ শ্রুতর্ক-ব্রহ্ম-ত্রসদন্তবঃ ॥১৮॥  
অয়মিতি । বহুমান্ ধনী । অভিক্রম্য গতা । বহু ধনম্ ॥১৯॥

তৎপরে ইক্ষাকুবংশীয়রাজশ্রেষ্ঠ ত্রসদশ্য যথানিয়মে সকলের পূজা করিয়া  
তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৪॥

অগস্ত্য বলিলেন—“রাজা ! আপনি অবগত হউন যে, আমরা এখানে ধনপ্রার্থী  
হইয়া আসিয়াছি ; অতএব অস্ত্রের কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি অনুসারে  
আমাদিগকে ধন দান করুন” ॥১৫॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর ত্রসদশ্যরাজা তাঁহাদের নিকট জানাইলেন  
যে, আমার আয়-ব্যয় সমান ; ইহা জানিয়াও যাহা উদ্বৃত্ত দেখেন, তাহা গ্রহণ  
করুন” ॥১৬॥

তদনন্তর সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য তাহারও আয়-ব্যয় সমান দেখিয়া, ধন গ্রহণ  
করিলে অন্তান্ত প্রাণীর সর্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিলেন ॥১৭॥

মহারাজ ! তাহার পর সেই রাজারা সকলে মিলিত হইয়া, পরস্পর পর্যা-  
লোচনা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

লোমশ উবাচ । †

তেষাং তদাসীদ্রুচিতিম্বলশ্চৈব ভিক্ষণম্ ।

ততস্তে সহিতা রাজম্বিললং সমুপাদ্ৰবন্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

• তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাধ্যানে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

ইবলস্তান্ বিদিত্বা তু মহর্ষিসহিতান্ নৃপান্ ।

উপস্থিতান্ সহামাত্যো বিষয়াস্তেহভ্যপূজয়ৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । রুচিতং সম্মতম্, ধনিষ্ণেন জ্ঞাতবাদিতি ভাবঃ । সমুপাদ্ৰবন্ অগচ্ছন্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ইবল ইতি । অমাত্যৈঃ সহৈতি সহামাত্যঃ, বিষয়াস্তে স্বরাজ্যসীমান্তে ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রমে স্বাগমনে ॥৮॥ নৌ আবাত্যাম্ ॥২—১৮॥ বহুমান্ ধনবান্ ॥১৯॥ অধ্যায়তাৎপর্য্যম্—  
ব্রাহ্মণেনাপি হিংসাপূৰ্ণকং ভিক্ষাং কৰ্ত্তব্যোতি ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

“মহর্ষি ! এই ইবলদানব জগতের মধ্যেই ধনী ; অতএব আজ আমরা সকলে  
উহার নিকট যাইয়া ধন প্রার্থনা করি” ॥১৯॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! তখন তাঁহাদের ইবলের নিকট প্রার্থনা করাই  
সর্বসম্মত হইল ; তাই তাঁহারা মিলিত হইয়া ইবলের নিকটই গেলেন” ॥২০॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“রাজারা মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত আপন রাজ্যের সীমান্তে  
উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া ইবল মন্ত্ৰিবর্গের সহিত যাইয়া তাঁহাদের সম্মান  
করিল ॥১॥

† বৈশম্পায়ন উবাচ—পি । (২০) তেষাং তদাসীদ্রুচিতম্—বা ব কা নি । \* ‘...অষ্ট-  
নবজ্জিতমঃ...’—বা ব কা পি, ‘...বল্লবতিভমঃ...’—নি । (১) ...বিষয়াস্তে হ্যপূজয়ৎ—বা ব  
কা নি ।

তেষাং ততোহস্মরশ্রেষ্ঠস্বাতিথ্যমকরোত্তম।

স্বসংস্কৃতেন কোরব্য ! ভাত্ৰা বাতাপিনা তদা ॥২॥

ততো রাজর্ষয়ঃ সর্কেষ বিষ্ণা গতচেতসঃ ।

বাতাপিং সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেঘভূতং মহাস্মরম্ ॥৩॥

অথাত্ৰবীদগন্ত্যস্তান্ রাজর্ষীনৃষিসত্তমঃ ।

বিষাদো বো ন কর্তব্যো হহং ভোক্ষ্যে মহাস্মরম্ ॥৪॥

ধূর্য্যাসনমথাসাগ্ৰ নিষসাদ মহানৃষিঃ ।

তং পর্য্যবেশয়দৈত্য ইন্দ্ৰলঃ প্রহসন্নিব ॥৫॥

অগন্ত্য এব কৃৎসন্ত বাতাপিং বুভুজে ততঃ ।

ভুক্ত্যবত্যস্মরো হ্ৰানমকরোত্তম্য চেন্দ্রলঃ ॥৬॥

ততো বায়ুঃ প্রাচুরভূদধস্তস্য মহাত্মনঃ ।

শব্দেন মহতা তাত ! গর্জন্নিব মহাঘনঃ ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । অস্মরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্ৰলঃ । স্বসংস্কৃতেন ছিষা পকেন ॥২॥

তত ইতি । বিষ্ণা গতচেতসস্তিরোহিতকর্তব্যবুদ্ধয়শ্চাভবন্ । সংস্কৃতং পকম্ ॥৩॥

অথেতি । বো যুস্মাকম্ । অহং হি অহমেব । অতো যুস্মাকমনিষ্টাশঙ্কা নাস্তি ॥৪॥

ধূর্য্যেতি । ধূর্য্যাসনং প্রধানপীঠম্ । নিষসাদ ভোক্তুমপবিবেশ ॥৫॥

অগন্ত্য ইতি । কৃৎসং সর্বম্ । হ্ৰানমাহ্ৰানম্, তস্য বাতাপেঃ ॥৬॥

কুরুনন্দন ! তাহার পর তখনই ইন্দ্ৰল, ভাতা বাতাপিকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া তখনই তাঁহাদের অতিথিসংকার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥২॥

তদনন্তর মহাস্মর বাতাপি মেঘ হইল এবং তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিল, ইহা দেখিয়া রাজর্ষিরা সকলেই বিষণ্ণ ও কর্তব্যজ্ঞানহীন হইলেন ॥৩॥

তৎপরে মহর্ষি অগন্ত্য সেই রাজর্ষিগণকে বলিলেন—“আপনারা বিষণ্ণ হইবেন না ; আমিই মহাস্মরকে ভক্ষণ করিব” ॥৪॥

তাহার পর মহর্ষি যাইয়া প্রধান আসনে উপবেশন করিলেন ; তখন ইন্দ্ৰলদৈত্য হাসিতে হাসিতেই যেন তাঁহাকে পরিবেশন করিল ॥৫॥

তদনন্তর অগন্ত্যই বাতাপির সমস্ত মাংস ভোজন করিলেন ; তিনি ভোজন করিলে, ইন্দ্ৰল (পূর্বের শ্রায়ই) বাতাপিকে আহ্বান করিল ॥৬॥

বৎস ! তাহার পর মহামেঘগর্জনের শ্রায় একটা বায়ু মহাশব্দে মহাত্মা : অগন্ত্যর অধোদেশ দিয়া নির্গত হইয়া গেল ॥৭॥

(৭)...গর্জন্নিব যথা ঘনঃ—বা ব কা নি ।

বাতাপে ! নিষ্ক্রমস্বেতি পুনঃ পুনরুবাচ হ ।  
 তং প্রহস্মাত্রবৌদ্রাজমগন্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৮॥  
 কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তো ময়া জীর্ণস্ত সোহস্ররঃ ।  
 ইষলস্ত বিষলোহভূদ্দৃষ্টা জীর্ণং মহাস্ররম্ ॥৯॥  
 প্রাজ্জলিশ্চ সহামাত্যৈরিদং বচনমব্রবীৎ ।  
 কিমর্থমুপযাতাঃ স্থ ক্রত কিং করবাণি বঃ ॥১০॥  
 প্রত্যুবাচ ততোহগস্ত্যঃ প্রহসম্বিললং তদা ।  
 ঈশং হস্রর ! বিদ্যস্তাং বয়ং সর্বৈ ধনেশ্বরম্ ॥১১॥  
 এতে চ নাতিধনিনো ধনার্থশ্চ মহান্ মম ।  
 যথাশক্তুম্বিহিংস্রান্যান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নঃ ॥১২॥  
 ততোহভিবাগ তমৃষিমিবলো বাক্যমব্রবীৎ ।  
 দিৎসিতং যদি বেৎসি ত্বং ততো দাস্তামি তে বহু ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তস্ম অগস্ত্যস্ত । অত্র গর্জ্জনমেবোপমানম্, মহাধনো মহামেঘঃ ॥৭॥  
 বাতাপ ইতি । উবাচ, ইষল এবতি শেষঃ । তমিষলম্ ॥৮॥  
 কুত ইতি । মহাস্ররং বাতাপিং জীর্ণং দৃষ্টা অনাগমনাদবগম্য ॥৯॥  
 প্রেতি । অব্রবীৎ, ইষল ইতি শেষঃ । উপযাতা আগতাঃ স্থ ভূয়ম্ ॥১০॥  
 প্রতীতি । ঈশং দানে সমর্থম্ । ধনেশ্বরং মহাধনিনম্ ॥১১॥  
 এত ইতি । এতে চ রাজানঃ । ধনার্থঃ ধনস্ত প্রয়োজনম্ ॥১২॥  
 তত ইতি । দিৎসিতং ভূয়ভ্যং মম্মা দাতুমিষ্টম্ । বহু ধনম্ । মুনৈর্যোগবলপরীক্ষার্থ-

“বাতাপি ! নির্গত হও” এইভাবে ইষল বার বার ডাকিল । রাজা ! তখন মুনিজ্যেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্ত করিয়া তাহাকে বলিলেন—৥৮॥

“বাতাপি কি করিয়া নির্গত হইবে ; আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি ।”  
 বাতাপি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে জানিয়া ইষল বিষন্ন হইল ॥৯॥

এবং মস্ত্রিগণের সহিত কৃতাজ্জলি হইয়া এই কথা বলিল — “আপনারা কিজন্ম আসিয়াছেন—বলুন, আমি আপনাদের কি করিব” ॥১০॥

তাহার পর অগস্ত্য তখন হাস্ত করিয়া ইষলকে কহিলেন—“অস্রুর ! আমরা সকলেই জানি যে, তুমি মহাধনী এবং দান করিতে সমর্থ ॥১১॥

এ রাজারা অধিক ধনী নহেন, অথচ আমার গুরুতর ধনের প্রয়োজন ; অতএব অশ্রুর দ্বাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অনুসারে আমাদিগকে ধনদান কর” ॥১২॥



অগস্ত্য উবাচ ।

গবাং দশ সহস্রাণি রাজ্ঞামেকৈকশোহস্র ! ।  
 তাবদেব স্ববর্ণস্ত দিৎসিতং তে মহাস্র ! ॥১৪॥  
 মহ্যং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরণ্যম্ ।  
 মনোজ্যবো বাজিনো চ দিৎসিতং তে মহাস্র ! ॥১৫॥  
 জিজ্ঞাস্তাতাং রথঃ সত্তো ব্যক্ত এষ হিরণ্যম্ ।  
 জিজ্ঞাস্তামানঃ স রথঃ কোন্তেয়াসৌন্ধিরণ্যম্ ॥১৬॥  
 ততঃ প্রব্যথিতো দৈত্যো দদাবভ্যাধিকং বসু ।  
 বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ তস্মিন্ যুক্তৌ রথে হয়ৌ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

মিদমভিহিতম্, অল্পথা যত্নপাত্রে দানং শ্রাৎ । বাতাপেজর্জিতাকরণস্ত স্বভাবতোহপি শ্রাৎ, জঠরাগ্নেবৈচিত্র্যাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

গবামিতি । স্ববর্ণস্ত “পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষন্তে স্ববর্ণস্ত ষোড়শ” ইতি মহুপরিভাষিতস্ত স্বর্ণমুদ্রা-  
 বিশেষস্ত, তাবদেব দশসহস্রসংখ্যানমেব, দিৎসিতং দাতুমিষ্টম্ ॥১৪॥

মহমিতি । হিরণ্যম্ স্বর্ণময়ঃ । মনস ইব জবো বেগো যয়োন্তৌ বাজিনাবশৌ । তে ত্রয়া,  
 দিৎসিতম্ এতৎ সর্বং দাতুমিষ্টম্ ॥১৫॥

জিজ্ঞাস্তামিতি । জিজ্ঞাস্তাতাং জ্ঞাতুমিষ্টাতাং পরীক্ষ্যতামিত্যর্থঃ ॥১৬॥

তত ইতি । প্রব্যথিতঃ, অগস্ত্যস্ত পরীক্ষণাদিতি ভাবঃ । অভ্যধিকম্ উক্তদ্বিগুণাদপ্যতি-  
 রিক্তম্, বসু ধনম্ । বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ নাম, হয়াবশৌ ॥১৭॥

তাহার পর ইন্ডল অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া এই কথা বলিল—“আমি যাহা  
 দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা যদি আপনি জ্ঞানিয়া থাকেন, তবেই আমি আপনাকে  
 ধন দান করিব” ॥১৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—“অসুর ! তুমি এই রাজাদের এক এক জনকে দশ হাজার  
 করিয়া গরু এবং দশ হাজার করিয়া মোহর দিতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥১৪॥

এবং তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ গরু, দ্বিগুণ ধন, একখানি স্বর্ণময় রথ ও মনের জ্বায়  
 বেগবান দুইটী অশ্ব—এই সকল বস্তু আমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥১৫॥

তুমি সত্যই পরীক্ষা করিয়া দেখ—এই রথখানি স্পষ্টতই স্বর্ণময় । কুস্তীনন্দন ।  
 তখন ইন্ডল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র সে রথখানি ‘স্বর্ণময়’ হইয়া গেল ॥১৬॥

তাহার পর ইন্ডল অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া উক্ত অপেক্ষাও অধিক ধন দান করিল  
 এবং ‘বিরাব’ ও ‘সুরাব’-নামে দুইটী অশ্ব সেই রথে সংযুক্ত করিল ॥১৭॥

উহতুস্তৌ বসূন্যশ্চ তাবগস্ত্যাশ্রমং প্রতি ।

সৰ্বান্ রাজ্ঞঃ সহাগস্ত্যান্ নিমেষাদিব ভারত ! ॥১৮॥

অগস্ত্যেনাভ্যনুজ্ঞাতা জগ্মু রাজর্ষয়স্তদা ।

কৃতবাংশ্চ মুনিঃ সৰ্বং লোপামুদ্রোচিকৌৰ্ণিতম্ ॥১৯॥

লোপামুদ্রোবাচ ।

কৃতবানসি তৎ সৰ্বং ভগবন্ ! মম কাঙ্ক্ষিতম্ ।

উৎপাদয় সৰুণ্মহমপত্যং বৌধ্যবন্তরম্ ॥২০॥

অগস্ত্য উবাচ ।

তুষ্টোহহমস্মি কল্যাণি ! তব বৃত্তেন শোভনে ! ।

বিচারণামপত্যে তু তব বক্ষ্যামি তাং শৃণু ॥২১॥

সহস্রং তেহস্ত পুত্রাণাং শতং বা দশসম্মিতম্ ।

দশ বা শততুল্যাঃ স্যুরেকো বাপি সহস্রজিৎ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

উহতুরিতি । তৌ হয়ো, বসুনি ধনানি । অগস্ত্যেন সহতি সহাগস্ত্যান্তান্ ॥১৮॥

অগস্ত্যেনেতি । লোপামুদ্রয়া চিকৌৰ্ণিতং কৰ্ত্তুমিষ্টং শয্যাভূষণাদিকম্ ॥১৯॥

কৃতবানিতি । সৰুদেকবারমিতি বৌধ্যবন্তরস্ববিষয়ে, মহং মম ॥২০॥

তুষ্ট ইতি । বৃত্তেন চরিত্রেণ । বিচারণং বিচারম্, অপত্যে সন্তানবিষয়ে ॥২১॥

সহস্রমিতি । দশসম্মিতং দশোত্তমপুত্রতুল্যম্ । সহস্রজিৎ সৰ্ব্বথোৎকর্ষণে ॥২২॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই অশ্ব দুইটী অগস্ত্যের সহিত সমস্ত রাজ্যকে এবং সেই ধনগুলিকে সত্তর নিমেষের মধ্যেই যেন অগস্ত্যের আশ্রমে বহন করিয়া লইয়া গেল ॥১৮॥

তখন অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে রাজারা চলিয়া গেলেন ; অগস্ত্যও লোপামুদ্রার অভীষ্ট সমস্ত বস্তু সম্পাদন করিলেন ॥১৯॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনি আমার অভীষ্ট সমস্তই সম্পাদন করিয়াছেন, এখন আমার গর্ভে একবার বিশেষ শক্তিশালী সন্তান উৎপাদন করুন” ॥২০॥

অগস্ত্য বলিলেন—“কল্যাণি ! শোভনে ! তোমার চরিত্রে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; এখন তোমার সন্তানের বিষয়ে একটা বিবেচনার কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥২১॥

তোমার এক হাজার পুত্র হইবে, না—দশটী উৎকৃষ্ট পুত্রের তুল্য এক-

লোপামুদ্রোবাচ ।

সহস্রসম্মিতঃ পুত্র একোহপ্যস্ত তপোধন ! ।

একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান্ বিদ্বান্ সাধুরসাধুভিঃ ॥২৩॥

স তথ্যেতি প্রতিজ্ঞায় তয়া সমগমম্মুনিঃ ।

সময়ে সমশীলিত্যা শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধাধানয়া ॥২৪॥

তত আধায় গর্ভং তমগমদ্বনমেব সং ।

তস্মিন্ বনগতে গর্ভো বরুধে সপ্ত শারদান্ ॥২৫॥

সপ্তমেহন্দে গতে চাপি প্রাচ্যবৎ স মহাকবিঃ ।

জলম্বিব প্রভাবেন দৃঢ়স্থ্যর্নাম ভারত ! ॥২৬॥

সাপ্তোপনিষদান্ বেদান্ জপম্বিব মহাতপাঃ ।

তস্ত পুত্রোহভবদৃষেঃ স তেজস্বী মহাদ্বিজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

সহস্রেতি । হি যস্মাৎ, একঃ পুত্রঃ, বহুভিরসাধুভিঃ বহুভ্যঃ অসাধুভ্যঃ ॥২৩॥

স ইতি । সমগমং সঙ্গমং কৃতবান্ । শ্রদ্ধাবান্ সংপুত্রোৎপত্তৌ বিশ্বাসবান্ ॥২৪॥

তত ইতি । শরদো বৎসরা এব শারদাস্তান্, “শরদস্ত্রী বৎসরেহপ্যার্তো” ইতি মেদিনী ॥২৫॥

সপ্তম ইতি । প্রাচ্যবৎ নিরগচ্ছৎ, মহাকবির্ভাবিনি কালে ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্বল ইতি ॥১—১২॥ দ্বিৎসিতং ময়া যুযুভ্যং দাতুমিষ্টম্, এতেন পরচিত্তাভিজ্ঞম্গম্যস্ত্যস্ত  
পরীক্ষিতম্ ॥১৩—২১॥ দশসম্মিতং দশশতসম্মিতম্ ॥২২—২৩॥ সমভবৎ সঙ্গমং চকার ॥২৪॥

শত পুত্র হইবে, কিংবা শতপুত্রের তুল্য দশটি পুত্র হইবে, অথবা সহস্র পুত্রবিজয়ী  
একটি পুত্র হইবে ?” ॥২২॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“তপোধন ! সহস্র পুত্রের তুল্য একটিমাত্র পুত্রই আমার  
হউক । কারণ, বহু মূর্খ পুত্র অপেক্ষা একটিমাত্রও বিদ্বান্ পুত্র শ্রেষ্ঠ” ॥২৩॥

“তাহাই হইবে” এই কথা বলিয়া অগস্ত্যমুনি বিশ্বাসী হইয়া বিশ্বাসশীলা ও  
তুল্যস্বভাবা লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গম করিলেন ॥২৪॥

এইভাবে অগস্ত্য লোপামুদ্রার গর্ভাধান করিয়া বনেই চলিয়া গেলেন ; তিনি  
বনে চলিয়া গেলে সেই গর্ভটি সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল ॥২৫॥

ভরতনন্দন ! সাত বৎসর অতীত হইলে, সেই গর্ভটি নির্গত হইল এবং আপন  
তেজে যেন জ্বলিতে লাগিল ; পরে তাহার নাম হইয়াছিল—‘দৃঢ়স্থ্য’ এবং ভবিষ্যতে  
সে মহাকবি হইয়াছিল ॥২৬॥

(২৪)....সমভবম্মুনিঃ—বা ব কা পি ।

বাল এব স তেজস্বী পিতৃস্তুশ্চ নিবেশনে ।  
 ইধানাং ভারমাজহে ইধ্বাবাহস্ততোহভবৎ ॥২৮॥  
 তথা যুক্তস্তু তং দৃষ্ট্বা মুমুদে স মুনিস্তদা ।  
 এবং স জনয়ামাস ভারতাপত্যমুক্তমম্ ॥২৯॥  
 লেভিরে পিতরশ্চাস্ত্র লোকান্ রাজন্ ! যথেষ্পিতান্ ।  
 অত উৰ্দ্ধময়ং খ্যাতস্ত্বগস্ত্যস্ত্যশ্রমো ভুবি ॥৩০॥  
 প্রাহ্লাদিরেবং বাতাপিরগন্ত্যেনোপশামিতঃ ।  
 তস্তায়মাশ্রমো রাজন্ ! রমণীয়ৈর্গুণৈর্যুতঃ ॥৩১॥  
 এষা ভাগীরথী পুণ্যা দেবগন্ধর্বসেবিতা ।  
 বাতেষ্বিতা পতাকেব বিরাজতি নতস্তলে ॥৩২॥

## ভারতকৌমুদী

সাক্ষেতি । ইবশব্দস্ত সৰ্ব্বত্রাধ্যয়ঃ, মহাতপা ইব, তেজস্বীব, মহাবিজ ইব চেত্যর্থঃ ॥২৭॥  
 তস্ত নামাস্তরকারণমাহ—বাল ইতি । ইধানাং কাষ্ঠানাম্, ভারং রাশিম্ ॥২৮॥  
 তথেন্তি । তথা তাদৃশৈবিত্তাদিভির্গুণৈর্যুক্তম্ । হে ভারত ! ভরতবংশনন্দন ! ॥২৯॥  
 লেভির ইতি । অস্ত্র অগস্ত্যস্ত্র, লোকান্ স্বর্গান্ । খ্যাতস্তীর্থং ত্বেন ॥৩০॥  
 উপসংহরতি প্রাহ্লাদিরিতি । প্রাহ্লাদিঃ প্রহ্লাদবংশোৎপন্নঃ, উপশামিতো বিনাশিতঃ ॥৩১॥

## ভারতভাবদীপঃ

শারদান্ শরদা ঋতুনাম্ যুক্তান্ সংবৎসরানিত্যর্থঃ ॥২৫॥ প্রাচ্যবহুদরান্নির্গতোহভবদিত্যর্থঃ  
 ॥২৬—২৮॥ যুক্তমধ্যয়নেঘবাহনাদৌ ॥২৯—৩০॥ প্রাহ্লাদিঃ প্রহ্লাদগোত্রোদ্ভবঃ ॥৩১—৩২॥

অগস্ত্যের সেই পুত্রটী ব্যাকরণপ্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সহিত বেদ পাঠ  
 করিতে করিতেই যেন এবং মহাতপা, তেজস্বী ও প্রধান ব্রাহ্মণ হইয়াই যেন  
 জন্মিয়াছিল ॥২৭॥

সেই অগস্ত্যপুত্র বালক অবস্থাতেই বন হইতে পিতৃগৃহে কাষ্ঠরাশি আহরণ  
 করিত ; সেই জন্তই তাহার নাম হইয়াছিল—‘ইধ্বাবাহ’ ॥২৮॥

তখন অগস্ত্য পুত্রটীকে সেইরূপ গুণবান্ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ।  
 ভরতনন্দন ! এইভাবে অগস্ত্য উত্তম সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥২৯॥

রাজা ! উহার পিতৃলোকেরাও অভীষ্ট স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার পর  
 হইতেই এই অগস্ত্যশ্রম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥৩০॥

রাজা ! এইভাবে মহর্ষি অগস্ত্য, প্রহ্লাদবংশসমুত বাতাপি দানবকে বিনষ্ট  
 করিয়াছিলেন । তাঁহারই এই রমণীয়-গুণসম্পন্ন আশ্রম ॥৩১॥

প্রত্যাখ্যমাণা কূটেষু যথানিল্মেষু নিত্যশঃ ।

শিলাতলেষু সন্মস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব ॥৩৩॥

দক্ষিণাং বৈ দিশং সর্ব্বাং প্লাবয়ন্তীব মাতৃবৎ ।

পূর্ব্বং শম্ভোৰ্জ্জটাল্লক্টা সমুদ্ৰমহিবী প্রিয়া ।

অস্তাং নত্যাং স্পৃগুণ্যায়াম্ যথেক্টমবগাহতাম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বনি

তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

এষেতি । নভস্তলে পতাকেব, বাতেরিতা বায়ুসঞ্চালিতা সতী বিরাজতি ॥৩২॥

প্রোতি । কূটেষু শৃঙ্গেষু, প্রত্যাখ্যমাণা উন্নতশিলাভির্মধ্যে মধ্যে প্রতিবধ্যমানা, যথানিল্মেষু শিলাতলেষু, সন্মস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব, নিত্যশঃ পততি ॥৩৩॥

দক্ষিণামিতি । মাতৃবৎ স্নেহপরায়ণা । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপর্ব্বনি তীর্থযাত্রায়াং ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

শিলানাং তলেষধোভাগেষু সন্মস্তা লীনা, তেন পাতালগামিভ্যমুক্তং শেষেণ স্বর্গভূগতভ্রমিতি ত্রিপথগাত্তমুক্তং গঙ্গায়াঃ ॥৩৩ - ৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

—:~:—

পবিত্রা ও দেবগন্ধর্ব্বসেবিতা এই গঙ্গা, আকাশে পতাকার স্থায় বায়ুসঞ্চালিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥৩২॥

এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া, ক্রমিকনিম্ন শিলাতলে আসিতে থাকিয়া, সন্মস্ত সর্পীর স্থায় সর্ব্বদা পতিত হইতেছে ॥৩৩॥

সমুদ্রের প্রিয়মহিবী এই গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের জটা হইতে নির্গত হইয়া, মাতার স্থায় সমস্ত দক্ষিণদিক্‌ই যেন প্লাবিত করিতে থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে । অতএব যুধিষ্ঠির ! তোমরা সকলেই ইচ্ছামুসারে এই মহাপুণ্যা গঙ্গানদীতে অবগাহন কর ॥৩৪॥

—:~:—

## চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ\*ঃ—

লোমশ উবাচ ।

যুধিষ্ঠির ! নিবোধেদং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।  
ভৃগোস্তীর্থং মহারাজ ! মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥১॥  
যত্রোপস্পৃষ্টবান্ রামো হৃতং তেজস্তদাপ্তবান্ ।  
অত্র হুং ভ্রাতৃভিঃ সার্কং কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডব ! ॥২॥  
দুর্যোধনহৃতং তেজঃ পুনরাদাতুমর্হসি ।  
কৃতনৈরেণ রামেণ যথা চোপহৃতং পুনঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)।

- বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তত্র ভ্রাতৃভিঃশ্চৈব কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডবঃ ।  
স্নাত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়ামাস ভারত ! ॥৪॥  
তস্য তীর্থস্য রূপং বৈ দীপ্তাদীপ্ততরং বভৌ ।  
অপ্রধৃষ্যতরশ্চাসীচ্ছাত্রবাণাং নরর্ষভ ! ।  
অপৃচ্ছৈচ্চৈব রাজেন্দ্র ! লোমশং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি । নিবোধ পশু, ইদং সন্নিহিতম্ । বিশ্রুতং বিখ্যাতম্ ॥১॥  
যত্রোতি । উপস্পৃষ্টবান্ স্নাতবান্ সন, রামো জামদগ্ন্যঃ, হৃতং দশরথপুত্রেন রামেণ । আপ্তবান্  
লব্ধবান্ । রামেণ জামদগ্ন্যেন, উপহৃতম্ আহৃতম্ ॥২—৩॥  
স ইতি । স যুধিষ্ঠিরঃ, কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“মহারাজ যুধিষ্ঠির ! ত্রিভুবনবিখ্যাত এবং মহর্ষিগণসেবিত  
এই ভৃগুতীর্থ দর্শন কর ॥১॥

পাণ্ডুনন্দন ! “পূর্বকালে পরশুরাম যেখানে স্নান করিয়া রামকর্তৃক হৃত সেই  
নিজ তেজ পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন ; অতএব রামের সহিত শত্রুতাকারী  
পরশুরাম যেমন হৃত তেজ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমন ভ্রাতৃগণ ও  
দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া এইখানে স্নান করিয়া দুর্যোধনহৃত নিজ তেজ  
পুনরায় গ্রহণ কর” ॥২—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয় ! যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর  
সহিত মিলিত হইয়া সেই ভৃগুতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ  
করিলেন ॥৪॥

ভবন্ ! কিমর্থং রামস্ত হতমাসীদ্বপুঃ প্রভো ! ।

কথং প্রত্যাহতকৈব এতদাচক্ষু পৃচ্ছতঃ ॥৬॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণু রামস্ত রাজেন্দ্র ! ভার্গবস্ত চ ধীমতঃ ।

জাতো দশরথস্ত্যাসীৎ পুত্রো রামো মহাত্মনঃ ॥৭॥

বিষ্ণুঃ স্মেন শরীরেণ রাবণস্ত বধায় বৈ ।

পশ্যামস্তমযোধ্যায়াং জাতং দাশরথিং ততঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

ঋচীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাস্ততঃ ।

তস্ত দাশরথঃ শ্রুত্বা রামস্ত্যাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ॥৯॥

কৌতূহলাগ্নিতো রামস্ত্যযোধ্যামগমৎ ধুনঃ ।

ধনুরাদায় তদ্বিব্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিবর্হণম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তস্মৈতি । তীর্থস্ত ততীর্থস্নাতমাত্রস্ত, তস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত । অপ্রদৃষ্টতরঃ সৰ্ব্বথৈবাজেয়ঃ, আসীৎ  
পাণ্ডুনন্দন ইতি সঘৃদ্ধঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

ভবন্বিতি । বপুঃ প্রশস্তং রূপম্, “বপুঃ শস্তাকৃতৌ দেহে” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৬॥

শৃণ্বিতি । শৃণু উপাখ্যানমিতি শেষঃ । রামো নাম । পশ্যামঃ স্ম ॥৭—৮॥

ঋচীকৈতি । শ্রুত্বা হবধহুর্ভঙ্গাদিবৃত্তান্তমিতি শেষঃ । রামো জামদগ্ন্যাঃ । জিজ্ঞাসমানো  
জাতুমিচ্ছন্ । বিষয়াস্তং স্বরাজ্যপ্রাপ্তদেশম্ । রামস্ত জামদগ্ন্যস্ত সমীপে । রামো জামদগ্ন্যাঃ ।

নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র জনমেজয় ! সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের রূপ  
উজ্জ্বল হইতেও অধিক উজ্জ্বল হইল এবং তিনি শত্রুগণের অজেয় হইলেন । তৎপরে  
তিনি লোমশমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৫॥

“হে প্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি ! রামচন্দ্র কি জন্ত পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া-  
ছিলেন ? কি প্রকারেই বা পরশুরাম পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন ?  
ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন” ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ ! দশরথনন্দন রাম ও ভৃগুবংশীয় ধীমান  
পরশুরামের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত আপন শরীরে মহাত্মা  
দশরথের পুত্র রাম হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পর আমরা সেই  
দশরথনন্দন রামকে অযোধ্যায় দেখিয়াছিলাম ॥৭—৮॥

একদা রেণুকাগর্ভজাত ভৃগুবংশীয় ঋচীকনন্দন পরশুরাম, অনায়াসে কার্য্য-  
কারী দশরথনন্দন রামের বলবীর্য্যের সংবাদ শুনিয়া, তাহা জানিবার ইচ্ছা

(৬) ভগবন্ ! কিমর্থং রামস্ত—বা ব কা পি ।

জিজ্ঞাসমানো রামশ্চ বীর্য্যং দাশরথেষুদা ।

তং বৈ দশরথঃ শ্রুত্বা বিষয়ান্তমুপাগতম্ ॥১১॥

প্রেষয়ামাস রামশ্চ রামং পুত্রং পুরস্কৃতম্ ।

স তমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা উগ্ধতান্ত্রমবস্থিতম্ ॥১২॥

প্রহসন্নিব কোন্তেয় ! রামো বচনমব্রবীৎ ।

কৃতকালং হি রাজেন্দ্র ! ধনুরেতন্ময়া বিভো ! ॥১৩॥

সমারোপয় যত্নেন যদি শক্লোষি পার্থিব ! ।

ইত্যুক্তস্তাহ ভগবন্ ! ত্বং নাধিক্ষেপুর্মহিসি ॥১৪॥ (কুলকম্)

নাহমুপ্যধমো ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাতিবু ।

\* ইক্ষ্বাকুগাং বিশেষেণ বাহুবীর্য্যেণ কথনম্ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

কৃতঃ কালঃ ক্ষত্রিয়াণাং মৃত্যুর্ধেন তৎ, “কালো মৃত্যো মহাকালে সময়ে যমকৃষ্ণয়োঃ” ইতি বিশ্বঃ ।  
আহ ব্রবীতি শ্চ দাশরথী রাম ইতি শেষঃ । অধিক্ষেপুং নিদিতুং নাইসি, যদি শক্লোষি ইত্যুক্ত্য  
দুর্কলত্বসূচনাদিতি ভাবঃ ॥২—১৪॥

নেতি । দ্বিজাতিবু মধ্যে ক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্মে বলে । কথনং শ্লাঘাকরণম্ ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

যুধিষ্ঠির ইতি ॥১॥ রামো জামদগ্ন্যঃ, হৃতং দাশরথিরামেণ ॥২—৪॥ তস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত, তীর্থস্ত  
তীর্থে স্নাতস্ত ॥৫॥ বপুস্তুজঃ ॥৬—৮॥ দাশরথেঃ শ্রুত্বা ধনুর্ভঞ্জনাদিপরাক্রমমিতি শেষঃ । কর্ম্মণি  
বা যধী ॥৯—১২॥ কৃতকালং কৃতঃ হিংসিতাঃ কান্তুগ্যাঃ ক্ষত্রিয়া যেন তদ্ধনুঃ । কৃ হিংসায়  
স্বাদেদিদং রূপম্ ॥১৩—১৪॥ বাহুবীর্য্যে বিষয়ে ন কথনং শ্লাঘনং নাস্তি ॥১৫॥ ব্যপদেশেন

করিয়া, কোতূহলাঘ্রিত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধ্বংসকারী সেই অলৌকিক ধনু লইয়া,  
অযোধ্যায় গমন করিলেন । তিনি নিজ রাজ্যসীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া  
দশরথরাজা বীরাগ্রগণ্য নিজ পুত্র রামচন্দ্রকে সেই পরশুরামের নিকট পাঠাইয়া  
দিলেন । কুন্তীনন্দন ! তখন পরশুরাম রামচন্দ্রকে আগত এবং উগ্ধতান্ত্র হইয়া  
অবস্থিত দেখিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন এই কথা বলিলেন—“প্রভাবসম্পন্ন  
রাজ্যশ্রেষ্ঠ ! তুমি যদি সমর্থ হও, তবে আমার এই ক্ষত্রিয়নাশক ধনুতে যত্নপূর্ব্বক গুণ  
আরোপণ কর ।” পরশুরাম এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র বলিলেন—“ভগবন ! আপনি  
আমাকে নিন্দা করিতে পারেন না ॥২—১৪॥

কারণ, দ্বিজাতিগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে আমিও অধম নহি । বিশেষতঃ,  
ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের বাহুবলের শ্লাঘা চলিয়াই আসিতেছে” ॥১৫॥

(১৫)...বাহুবীর্য্যে ন কথনম্—বা ব কা নি ।

বন-১১২ (৮)



তমেবংবাদিনং তত্র রামো বচনমব্রবীৎ ।  
 অলং বৈ ব্যপদেশেন ধনুরায়চ্ছ রাঘব ! ॥১৬॥  
 ততো জগ্রাহ রোষণে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনম্ ।  
 রামো দাশরথির্দিব্যং হস্তাদ্রামশ্চ কান্মূৰ্কম্ ॥১৭॥  
 ধনুরারোপয়ামাস সলীলমিব ভারত ! ।  
 জ্যাশব্দমকরোচ্ছিব স্ময়মানঃ স বীর্যবান্ ।  
 তশ্চ শব্দেন ভূতানি বিব্রসন্ত্যশর্নোরিব ॥১৮॥  
 অথাব্রবীভদা রামো রামং দাশরথিস্তদা ।  
 ইদমারোপিতং ব্রহ্মণ ! কিমন্যং করবাণি তে ॥১৯॥  
 তশ্চ রামো দদৌ দিব্যং জামদগ্ন্যো মহাত্মনঃ ।  
 শরমাকর্ণদেশান্তময়মাকৃষ্যতামিতি ॥২০॥  
 এতচ্শ্রদ্ধাহব্রবীদ্রামঃ প্রদীপ্ত ইব মন্যুনা ।  
 শ্রয়তে ক্ষম্যতে চৈব দর্পপূর্ণোহসি ভার্গব ! ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । রামো জামদগ্ন্যঃ । ব্যপদেশেন বাক্ছলেন । আয়চ্ছ বিস্তৃতীকৃৎ ॥১৬॥  
 তত ইতি । ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠবিনাশকম্ । রামশ্চ জামদগ্ন্যশ্চ ॥১৭॥  
 ধনুরিতি । স্ময়মান ঈষৎসন্ । ভূতানি প্রাণিনঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥  
 অথেতি । রামং জামদগ্ন্যম্ । আরোপিতং গুণারোপবিষয়ীকৃতম্, ধনুঃ ॥১৯॥  
 তশ্চেতি । দিব্যং শরং দদাবিতি সম্বন্ধঃ । ইতি উক্তেতি শেষঃ ॥২০॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, তখন পরশুরাম এই কথা বলিলেন—“রঘুনন্দন ! ছল করিবার প্রয়োজন নাই, ধনুখানাকে বিস্তৃত কর (দেখি) ॥১৬॥

তাহার পর রামচন্দ্র ক্রোধভরে পরশুরামের হস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়নাশক অলৌকিক ধনু গ্রহণ করিলেন ॥১৭॥

এবং ভরতনন্দন ! বলবান্ রামচন্দ্র লীলার সহিতই যেন সেই ধনুতে গুণারোপণ করিলেন এবং মন্দহাস্ত করিয়া জ্যাশব্দ (টঙ্কারধ্বনি) করিলেন ; বজ্রের স্যায় সেই ধনুর শব্দে সমস্ত প্রাণীই ভীত হইল ॥১৮॥

তাহার পর তখনই রামচন্দ্র পরশুরামকে বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! ধনুতে এই গুণারোপণ করিলাম, আপনার আর কি করিব (বলুন)” ॥১৯॥

তখন “এই বাণটিকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ কর (দেখি)” এই কথা বলিয়া পরশুরাম মহাত্মা রামচন্দ্রকে একটা অলৌকিক বাণ দিলেন” ॥২০॥

ত্বয়া হৃদিগতং তেজঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ ।  
 পিতামহপ্রসাদেন তেন মাং ক্ষিপসি ধ্রুবম্ ॥২২॥  
 পশ্য মাং স্মেন রূপেণ চক্ষুস্তে বিতরাম্যাহম্ ।  
 ততো রামশরীরে বৈ রামঃ পশ্যতি ভার্গবঃ ॥২৩॥  
 আদিত্যান্ সবসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্রগণান্ ।  
 হতাশনশ্চ পিতরো নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥২৪॥  
 গন্ধৰ্বা রাক্ষসা যক্ষা নগ্নস্তীর্থানি যানি চ ।  
 ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ ব্রহ্মভূতাঃ সনাতনাঃ ॥২৫॥  
 দেবর্ষয়শ্চ কাৎ স্নেহেন সমুদ্রাঃ পৰ্ব্বতাস্তথা ।  
 বৈদাশ্চ ওষাপনিষদো বষট্কারৈঃ সহাধ্বরৈঃ ॥২৬॥  
 চেতোমন্তি চ সামানি ধনুর্বেদশ্চ ভারত ! ।  
 মেঘবৃন্দানি বর্ষাণি বিদ্যাতশ্চ যুধিষ্ঠির ! ॥২৭॥ (কুলকম)

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । মহ্যানা ক্রোধেন । ক্ষয়তে ক্ষম্যতে চ বহুস্তিরিতি শেষঃ ॥২১॥  
 ত্বয়েতি । অধিগতং লক্ষম্ । বিশেষত আধিক্যেন । ক্ষিপসি নিন্দসি ॥২২॥  
 পশ্যতি । চক্ষুদিব্যমিত্যাশয়ঃ । তথা এতানপি পশ্যতি স্মৃতি যোজ্যম্ । এতে কে  
 ইত্যাহ—হতাশন ইত্যাদি । ব্রহ্মভূতা যোগেন ব্রহ্মত্বং গতঃ, অতএব সনাতনা নিত্যঃ ।

### ভারতভাবদীপঃ

উক্ত্যা ॥১৫—২০॥ ক্ষয়তে চকারাদদৃশতে চ তব দর্পযুক্তত্বমিতি শেষঃ, অথাপি ক্ষম্যতে ॥২১॥  
 ক্ষত্রিয়েভ্যঃ ক্ষত্রিয়ান্ জিহ্বা ॥২২—২৩॥ চেতোমন্তি চেতনাবন্তি । আৰ্ঘ্যং পদত্বগ্রযুক্তং ব্রহ্মত্বং  
 চেতস্বস্তীত্যপেক্ষিতম্ ॥২৭—৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

লোমশ বলিলেন—“এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া  
 বলিলেন—“ভৃগুনন্দন ! আপনার উক্তি শুনিলাম, ক্ষমাও করিলাম । আপনি  
 বস্তুতই দর্পে পরিপূর্ণ হইয়াছেন ॥২১॥

আপনি ব্রহ্মার অনুরূপেই ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা অধিক তেজ লাভ করিয়াছেন  
 এবং নিশ্চয়ই সেই জন্ত আমাকে নিন্দা করিতেছেন ॥২২॥

আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আপনি আমার স্বরূপ দর্শন করুন ।”  
 যুধিষ্ঠির ! তাহার পর পরশুরাম রামচন্দ্রের শরীরে দেখিলেন—আদিত্যগণ,  
 বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদগণ, অগ্নি, পিতৃগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, গন্ধৰ্বগণ,

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুস্তং বৈ বাণং মুমোচ হ ।  
 শুক্কাশনিসমাকীর্ণং মহোঙ্কাভিশ্চ ভারত ! ॥২৮॥  
 পাংশুবর্ষণে মহতা মেঘবর্ষৈশ্চ ভূতলম্ ।  
 ভূমিকম্পৈশ্চ নির্ঘাতৈর্নাদৈশ্চ বিপুলৈরপি ॥২৯॥  
 স রামং বিহ্বলং কৃৎন্বা তেজসাক্ষিপ্য কেবলম্ ।  
 অগচ্ছজ্বলিতো বাণো রামবাহুপ্রচোদিতঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)  
 স তু বিহ্বলতাং গৃহ্না প্রতিলভ্য চ চেতনাম্ ।  
 রামঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রাণমদ্বিষ্ণুতেজসম্ ॥৩১॥

### ভারতকৌমুদী

কাংশ্বয়ান সাকল্যেন । অক্ষরৈর্ঘাগৈশ্চ সহ । চেতোমস্তি চৈতন্যশালীনি । মন্তপ্রত্যয়ঃ সকারস্ত  
 বিসর্গশ্চাধঃ । সামানি সামগানানি ॥২৩—২৭॥

তত ইতি । শুক্কাশনিসমো মেঘাধ্বশূন্যবজ্রতুল্যশাসো আকীর্ণো বেগাবিষ্টশ্চেতি তম্,  
 মহোঙ্কাভিশ্চ সদৃশমিতি শেষঃ । তেজোবাহুল্যস্বচনার্থং বহুবচনম্ ॥২৮॥

পাংশ্বিতি । ভূতলং ব্যাপোতি শেষঃ । নির্ঘাতৈঃ পরস্পরাহতবায়ুভিঃ । তদাহ তিথি-  
 তস্তু গর্গঃ—“যদাস্তরীক্ষে বলবান্ মারুতো মরুতাহতঃ । পতত্যধঃ স নির্ঘাতো জায়তে বায়ু-  
 সম্ভবঃ ॥” রামং জামদগ্ন্যম্, কেবলমেকম্, আক্ষিপ্য জামদগ্ন্যচৈতন্যমেবাকৃৎ । রামস্ত দাশরথ্যেহুনা  
 প্রচোদিতঃ ক্ষিপ্তঃ ॥২৯—৩০॥

স ইতি । রামো জামদগ্ন্যঃ । বিষ্ণোরিব তেজো যত্র তং রামচন্দ্রম্ ॥৩১॥

রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, নদীসমূহ, তীর্থসমূহ, জীবমুক্ত সনাতন বালখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ,  
 সকল সমুদ্র, সকল পর্বত, উপনিষদ, বশট্কার ও যাগের সহিত সকল বেদ,  
 চৈতন্যশালী সামগান, ধনুর্বেদ, মেঘসমূহ, বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ রহিয়াছে ॥২৩—২৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই রামরূপী ভগবান্ বিষ্ণু শুষ্ক বজ্রের তুল্য বেগবান্  
 এবং উৎকাসমূহের ন্যায় তেজস্বী সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২৮॥

তখন রামবাহুনিক্ষিপ্ত সেই উজ্জ্বল বাণটা গুরুতর ধূলিবর্ষণ ও মেঘবান্নিবর্ষণ  
 দ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত করিয়া এবং ভূমিকম্প, নির্ঘাত ও বিশাল গর্জ্জন দ্বারা পরশুরামকে  
 বিহ্বল করিয়া এবং তেজ দ্বারা কেবল তাঁহারই চৈতন্য আকর্ষণ করিয়া নিয়া চলিয়া  
 গেল ॥২৯—৩০॥

কিন্তু পরশুরাম কিছু কাল বিহ্বল থাকিয়া, আবার চৈতন্য লাভ করিয়া এবং  
 প্রত্যাগতপ্রাণ হইয়া বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন ॥৩১॥

বিষ্ণুনা সোহভ্যনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রমগমং পুনঃ ।  
 ভীতস্ত তত্র ন্যবসদব্রীড়িতস্ত মহাতপাঃ ॥৩২॥  
 ততঃ সংবৎসরেহতীতে হৃতৌজসমবস্থিতম্ ।  
 নিৰ্ম্মদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রুবন্ ॥৩৩॥  
 ন বৈ সম্যগিদং পুত্র ! বিষ্ণুমাশ্রয় বৈকৃতম্ ।  
 স হি পুজ্যশ্চ মান্যশ্চ ত্রিষু লোকেষু সৰ্ব্বদা ॥৩৪॥  
 গচ্ছ পুত্র ! নদীং পুণ্যাং বধূসরকৃতাঙ্কয়াম্ ।  
 তত্রোপস্পৃশ্য তীৰ্থেষু পুনর্বপূরবাংস্যসি ॥৩৫॥  
 দীপ্তোদং নাম ততীৰ্থং যত্র তে প্রপিতামহঃ ।  
 ভৃগুর্দেবযুগো রাম ! তপ্তবানুভবং তপঃ ॥৩৬॥  
 তত্থা কৃতবান্ রামঃ কৌন্তেয় ! বচনাং পিতুঃ ।  
 প্রাপ্তবাংশ্চ পুনন্তেজস্তীৰ্থেহস্মিন্ পাণ্ডুনন্দন ! ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

বিষ্ণুনেতি । মহেন্দ্রং নাম পৰ্ব্বতম্ । ব্রীড়িতঃ পরাজয়ান্বজ্জিতঃ ॥৩২॥  
 তত ইতি । হৃতৌজসং রামচন্দ্রেণ হৃততেজস্কম্ । নিৰ্ম্মদং গৰ্ব্বরহিতম্ ॥৩৩॥  
 নেতি । বৈকৃতং দৰ্পবিকারঃ, ন সম্যক্ ন সমীচীনং জাতম্ ॥৩৪॥  
 গচ্ছতি । বধূসর ইতি কৃত আঙ্কয়ো নাম যজ্ঞাস্তাম্ । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা ॥৩৫॥  
 দীপ্তোদমিতি । দীপ্তমুজ্জলম্ উদকং যত্র তৎ । দেবযুগে সত্যযুগে ॥৩৬॥  
 তদ্বিতি । তৎ জ্ঞানম্ । রামো জ্ঞানদয়াঃ । পিতুঃ পিতৃলোকশ্চ ॥৩৭॥

এক তিনি রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে পুনরায় মহেন্দ্রপৰ্ব্বতে চলিয়া গেলেন  
 এবং সেখানে ভীত, লজ্জিত ও মহাতপস্থায় প্রবৃত্ত হইয়া বাস করিতে লাগি-  
 লেন ॥৩২॥

তাহার পর এক বৎসর অতীত হইল, পিতৃলোকেরা আসিয়া পরশুরামকে  
 তেজোহীন, গৰ্ব্বশূণ্ড ও দুঃখিত দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৩৩॥

“পুত্র ! বিষ্ণুর নিকটে তোমার এই বিকার উচিত হয় নাই । কারণ, তিনি  
 ত্রিভুবনের মধ্যেই সৰ্ব্বদা পূজনীয় ও মাননীয় ॥৩৪॥

পুত্র ! তুমি পবিত্র বধূসরনামী নদীতে গমন কর, সেই তীৰ্থে স্নান করিয়া  
 পুনরায় তেজ লাভ করিতে পারিবে ॥৩৫॥

রাম ! সেই তীর্থটার নাম ‘দীপ্তোদ’ । সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু  
 যেখানে উত্তম তপস্থা করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

এতদীদৃশকং তাত ! রামেণাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

প্রাপ্তমাসীম্‌মহারাজ ! বিষ্ণুমাঙ্গাণ্ড বৈ পুরা ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যতেজোহানিকথনে চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥ \*

—:~:—

## পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।

কৰ্ম্মণাং বিস্তরং শ্রোতুমগস্ত্যস্ত দ্বিজোত্তম ! ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! কথাং দিব্যামদ্বুতামতিমানুষীম্ ।

অগস্ত্যস্ত মহারাজ ! প্রভাবমিতৌজসঃ ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । ইদৃশকম্‌ ইদৃশপ্রকারকং তেজ ইতি শেষঃ, রামেণ জামদগ্ন্যেন ॥৩৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

—:~:—

ভূয় ইতি । কিংবদন্তীরূপেণ বিদিতবুদ্ধাস্তস্য বিশেষাবধারণায়েয়ং জিজ্ঞাসা ॥১॥

শৃণুতি । কথামুপাখ্যানম্‌, দিব্যামুত্তমাম্‌, অতিমানুষীমলৌকিকীম্‌ ॥২॥

কুন্তীনন্দন ! পরশুরাম পিতৃলোকের বাক্যানুসারে সেইভাবে স্নান করিয়া-  
ছিলেন এবং পুনরায় এই তীর্থেই তেজ লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

বৎস মহারাজ ! অক্লিষ্টকৰ্ম্ম পরশুরাম পূর্বকালে বিষ্ণুকে পাইয়া আবার এই  
প্রকারে তেজ লাভ করিয়াছিলেন” ॥৩৮॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি সেই জ্ঞানী মহর্ষি অগস্ত্যের চরিত্র  
বিস্তরক্রমে আবার শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১॥

লোমশ কহিলেন—“মহারাজ ! তুমি সেই অমিততেজা মহর্ষি অগস্ত্যের  
অলৌকিক, অদ্বুত ও মনোহর কথা এবং প্রভাব শ্রবণ কর ॥২॥

আসন্ কৃতযুগে ঘোরা দানবা যুদ্ধতুর্গদাঃ ।  
 কালকেয়া ইতি খ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ ॥৩॥  
 তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য নানা প্রহরণোদ্যতাঃ ।  
 সমস্তাং পর্যাধাবন্ত মহেন্দ্রপ্রমুখান্ সুরান্ ॥৪॥  
 ততো বৃত্রবধে যত্নমকুর্ব্বৎত্রিদশাঃ পুরা ।  
 পুরন্দরং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥৫॥  
 কৃতাজ্জলৌস্ত তান্ সর্বান্ পরমেষ্ঠীতু্যবাচ হ ।  
 বিদিতং মে সুরাঃ ! সর্বং যদ্বৎ কার্য্যং চিকীর্ষিতম্ ॥৬॥  
 তমুপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথা বৃত্রং বধিস্থত ।  
 'দধীচ' ইতি বিখ্যাতো মহানৃষিরুদারধীঃ ॥৭॥  
 তং গত্বা সহিতাঃ সর্বৈ বরং বৈ সম্প্রযাচত ।  
 স বো দাস্ততি ধর্ম্মাত্মা স্ত্রীতেনাস্তরাঙ্গনা ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

আসন্নিতি । গণাঃ সম্বীভূতাঃ । কালকেয়োৎপত্তিরাদিপৰ্বণি ব্রষ্টব্য ॥৩॥  
 ত ইতি । উক্ততানি নানা প্রহরণানি যেষ্টে, অগ্ন্যাহিতাদিবৎ পরনিপাতঃ ॥৪॥  
 তত ইতি । ত্রিদশা দেবাঃ । উপতস্থিরে উপগতবন্তঃ ॥৫॥  
 কুতেতি । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা । চিকীর্ষিতং কৰ্ত্তুমিষ্টং বো যুয়াকং যৎ কার্য্যম্ ॥৬॥  
 তম্বিতি । ঋষিরস্তীতি শেষঃ । উদারধীত্বাদদেয়মপি দাস্ততীতি ভাবঃ ॥৭॥

সত্যযুগে অতি দারুণ যুদ্ধতুর্গদ 'কালকেয়'-নামে বিখ্যাত বহুসংখ্যক দানব ছিল ॥৩॥

তাহারা বৃত্রাসুরকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের দিকে সকল দিক্ হইতে ধাবিত হইয়াছিল ॥৪॥

তৎপরে দেবতারা পূর্ব্বে বৃত্রাসুরকেই বধ করিবার জন্ত যত্ন করিলেন ; তাই তাঁহারা ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

তাঁহারা সকলে যাইয়া কৃতাজ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন ; তখন ব্রহ্মা বলিলেন—  
 “দেবগণ ! তোমরা যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি ॥৬॥

তোমরা যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে পারিবে, সেই উপায় আমি বলিব ।  
 'দধীচ'-নামে উদারচেতা এক মহর্ষি আছেন ॥৭॥

তোমরা সকলে যাইয়া সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা কর । তিনি ধর্ম্মাত্মা ; স্তুতরাং তিনি সন্তুষ্ট চিত্তেই তোমাদিগকে বর দান করিবেন ॥৮॥

স বাচ্যঃ সহিতৈঃ সর্বৈর্ভবন্তির্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ।  
 স্বান্য়স্থানি প্রয়চ্ছেতি ত্রৈলোক্যস্থ হিতায় বৈ ॥৯॥  
 স শরীরং সমুৎসৃজ্য স্বান্য়স্থানি প্রদাস্থতি ।  
 তস্ত্যাস্থিভির্মহাঘোরং বজ্রং সংক্রিয়তাং দৃঢ়ম্ ॥১০॥  
 মহচ্ছত্রহণং ঘোরং ষড়শ্রং ভীমনিশ্বনম্ ।  
 তেন বজ্রেণ বৈ ব্রহ্মং বধিষ্যতি শতক্রতুঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)  
 এতন্মঃ সর্বমাখ্যাতং তস্মাচ্ছীত্বং বিধীয়তাম্ ।  
 এবমুক্তাস্ততো দেবা অনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ॥১২॥  
 নারায়ণং পুরস্কৃত্য দধীচস্ত্যাশ্রমং যযুঃ ।  
 সরস্বত্যাঃ পরে পারে নানাদ্রুমলতার্ভম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)  
 ষট্পদোদগীতনির্দৈর্বিঘূষ্টং সামগৈরিব ।  
 পুংস্কোকিলরবোন্মিশ্রং জীবজীষকনাদিতম্ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । সাহিত্যেন যাজ্ঞায়। গুরুভ্যতিরেক ইত্যশয়ঃ । দাস্থতি তং বরম্ ॥৮॥  
 স ইতি । ত্রৈলোক্যস্থ হিতায় একস্থ প্রাণত্যাগো যুক্ত এবত্যভিপ্রায়ঃ ॥৯॥  
 স ইতি । সংক্রিয়তাং নির্মায়তাম্ । দৃঢ়ং লৌহাদপি, অতিপ্রাচীনত্বাস্তদস্থ্যমিতি ভাবঃ ।  
 শত্রুঃ হস্তীতি শত্রুহণম্, পচাদিত্যদচ্ । ষড়শ্রং ষট্‌কোণম্ ॥১০—১১॥  
 এতদ্বিতি । অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা । পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥১২—১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভূয় ইতি ॥১—৭॥ স বো দাস্থতি ঈপ্সিতমিতি শেষঃ ॥৮—১০॥ ষড়শ্রি ষট্‌কোণম্  
 ॥১১—১৩॥ জীবজীষকবদ্যেতি নৃপ্তোপমা, যতো জীবকৈঃ ক্ষুদ্রজীবৈঃ পশাদিভিনাদিতমত-

তোমরা জয়াভিলাষীরা সকলেই সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, “ত্রিভুবনের  
 মঙ্গলের জন্ত আপনি আপনার অস্থিগুলি দান করুন” ॥৯॥

তিনি দেহত্যাগ করিয়া নিজের অস্থিগুলি দান করিবেন ; তাঁহার অস্থি দ্বারা  
 অতি ভয়ঙ্কর, দৃঢ়, বৃহৎ, শত্রুঘাতী, ষট্‌কোণ ও ভীমনাদী একটা বজ্র নির্মাণ করিবে ।  
 সেই বজ্রদ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন ॥১০—১১॥

দেবগণ ! এই তোমাদের নিকট সমস্ত বলিলাম ; তোমরা সহ্য এই কার্য  
 কর ।” ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, তাহার পর দেবতারা ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া  
 নারায়ণকে অগ্রবর্তী করিয়া সরস্বতী নদীর অপর পারে নানাবিধ বৃক্ষলতায় আবৃত  
 দধীচমুনির আশ্রমে গেলেন ॥১২—১৩॥

মহিমৈশ্চ বরাহৈশ্চ স্মরৈশ্চমরৈরপি ।

তত্র তত্রানুচরিতং শার্দূলভয়বর্জিতৈঃ ॥১৫॥

করেণুভিবার্ণৈশ্চ প্রতিম্বকরটামুখৈঃ ।

সরোহবগাটৈঃ ক্রৌড়ন্তিঃ সমস্তাদনুনাদিতম্ ॥১৬॥

সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্মহানাদান্ নদন্তিরনুনাদিতম্ ।

অপরৈশ্চাপি সংলীনৈশ্চ হাকন্দরশায়িভিঃ ॥১৭॥

তেষু তেষবকাশেষু শোভিতং স্মনোরমম্ ।

ত্রিপিষ্টপসমপ্রখ্যং দধীচাশ্রমাগমন্ ॥১৮॥ (কুলকম্)

তত্রাপশ্যন্ দধীচং তে দিবাকরসমদ্র্যাতম্ ।

জাজ্বল্যমানং বপুষা যথা লক্ষ্ম্যা পিতামহম্ ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

আশ্রমং বিশিনষ্টি পঞ্চাতিঃ । ষটপদেতি । সামগৈর্ব্রাহ্মণৈরিব, ষটপদানাং ভ্রমরণানাম্ উদ-  
গীতনির্দৈর্গানধ্বনিভিঃ, বিঘুঃ শব্দিতম্ । পুংস্কোকিলানং রবৈক্লমিশ্রং যুক্তম্, জীবজীবকৈঃ  
পক্ষিবিশেষৈর্নাদিতম্ । স্মরচমরৌ যুগবিশেষৌ । শার্দূলভয়বর্জিতৈরিত্যনেন মুনিপ্রভাবাৎ  
হিংসারাহিত্যং স্চিতম্ । সরোহবগাটৈর্জলাশয়প্রবিষ্টৈঃ, করেণুভির্হস্তিনীভিঃ সহ ক্রৌড়ন্তিঃ,  
প্রতিমানি মদস্ত্রাবীনি করটামুখানি গণ্ডব্রবদনানি যেষাং তৈঃ । করটেতি হৃৎশব্দ দীর্ঘতা ।  
বার্ণৈর্হস্তিভিঃ, সমস্তাং সর্বাশ্চ দিষ্ট, অনুনাদিতম্ । নদন্তিঃ কুর্কন্তিঃ । অপরৈশ্চাপি সিংহ-  
ব্য্র্যৈঃ, গুহাশ্চ কন্দরেষু বিবরেষু চ শেরতে তিষ্ঠন্তীতি তৈঃ । “কন্দরোহঙ্কুশে । বিবরে চ  
গুহায়াঞ্চ” ইতি হেমচন্দ্রঃ । অবকাশেষু বৃক্ষসত্যাদিশূন্যস্থানেষু, শোভিতং দূর্বাভিঃ । ত্রিপিষ্টপ-  
সমা স্বর্গতুল্যা প্রখ্যা শোভা যন্ত তম্ । আগমন্ দেবা ইত্যন্তবৃত্তিঃ ॥১৪—১৮॥

তত্রোতি । তে দেবাঃ । লক্ষ্ম্যা শরীরকাস্ত্য, পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥১৯॥

যে আশ্রমে সামগানকারী ব্রাহ্মণগণের আয় ভ্রমরণ গান করিতেছিল ;  
পুরুষজাতীয় কোকিলগণ ও চকোরপক্ষিগণ রব করিতেছিল ; ব্যাঘ্রভয়বিহীন  
মহিষগণ, শূকরগণ, স্মরহরিণগণ ও চমরহরিণগণ সেই সেই স্থানে বিচরণ  
করিতেছিল ; মদস্ত্রাবী হস্তিগণ হস্তিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, সরোবরে  
অবগাহনপূর্বক খেলা করিতে থাকিয়া সকল দিকে শব্দ করিতেছিল ; বিচরণকারী  
সিংহগণ ও ব্যাঘ্রগণ এবং গুহা ও গর্তশায়ী নিভৃত সিংহগণ ও ব্যাঘ্রগণ গুরুতর গর্জন  
করিতেছিল ; সেই সেই স্থানে নবতৃণে শোভা জন্মাইতেছিল এবং স্বর্গের তুল্য  
সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল ; দেবতার সেই দধীচমুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত  
হইলেন ॥১৪—১৮॥

তঁাহারা সেই আশ্রমে শরীরকাস্তিতে ব্রহ্মার আয় দেদীপ্যমান এবং সূর্য্যের তুল্য  
তেজস্বী দধীচমুনিকে দর্শন করিলেন ॥১৯॥



কালকেয়ৈর্মহাকায়েঃ সমস্তাদভিরক্ষিতম্ ।  
 সমুত্ততপ্রহরণৈঃ সশৃঙ্গৈরিব পৰ্ব্বতেঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)  
 ততো যুদ্ধং সমভবদেবানাং দানবৈঃ সহ ।  
 মুহূৰ্ত্তং ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! লোকত্রাসকরং মহৎ ॥৩॥  
 উত্ততপ্রতিপিষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ ।  
 আসীৎ স্তুমূলঃ শব্দঃ শরীরেষ্মভিপাত্যতাম্ ॥৪॥  
 শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিষ্যাপ্যন্তরীক্ষান্মহীতলম্ ।  
 তালৈরিব মহারাজ ! বৃন্তাদ্ভ্রষ্টৈরদৃশ্যত ॥৫॥  
 তে হেমকবচা ভূত্বা কালেয়াঃ পরিবায়ুধাঃ ।  
 ত্রিদশানভ্যবর্তন্ত দাবদন্ধা ইবান্দ্রয়ঃ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বজ্রী বজ্রধর ইন্দ্রঃ । রোদনী স্বৰ্গমর্ত্যো, “ভূত্বাবৌ রোদন্তৌ রোদনী চ তে” ইত্যমরঃ । ততঃ স্বদেশাৎ । কালকেয়ৈরহরৈঃ । প্রহরণানাং শৃঙ্গতুল্যত্বম্ ॥১—২॥

তত ইতি । মুহূৰ্ত্তং কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্য । মহদযুদ্ধমিতি সঘঙ্কঃ ॥৩॥

উত্ততেতি । বীরাণাং বাহুভিঃ, আদৌ উত্তত । উত্তোলিতাঃ অনন্তরং প্রতিপিষ্টা বিপক্ষৈঃ প্রত্যাঘাতেন ভগ্নাস্তেষাম্, বিপক্ষাণাং শরীরেষু অভিপাত্যতাম্ অভিপাত্যমানানাং খড়্গানাম্, স্তুমূলঃ শব্দ আসীৎ ॥৪॥

শিরোভিরিতি । তালৈঃ ফলৈরিব । মহীতলং ব্যাপ্তমিতি শেষঃ ॥৫॥

ত ইতি । কালেয়া অমরাঃ । অভ্যবর্তন্ত অভ্যধাবন্ । দাবো বনবহিঃ ॥৬॥

বৃত্রাসুর তখন (আপন সৈন্যগণ দ্বারা) স্বৰ্গ-মর্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতে-  
 ছিল ; আর শৃঙ্গযুক্ত পৰ্ব্বতসমূহের আয় উত্ততান্ত্র বিশাল দেহ কালকেয় অসুরগণ  
 সকল দিক্ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল ॥১—২॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! তাহার পর কিছুকাল দানবগণের সহিত দেবগণের লোকভয়জনক  
 মহাযুদ্ধ হইল ॥৩॥

বীরগণ হস্ত দ্বারা তরবারি সকল উত্তোলন করিয়া বিপক্ষগণের শরীরে আঘাত  
 করিবার উপক্রম করিলামাত্র বিপক্ষেরা প্রতিঘাত করিল ; তৎক্ষণাৎ সে তরবারিগুলি  
 ভগ্ন হইতে থাকায় অতিতুমূল শব্দ হইতে থাকিল ॥৪॥

মহারাজ ! তখন দেখা গেল যে, বৃন্তচ্যুত তালফলের আয় আকাশ হইতে  
 নিপতিত মস্তকদ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত হইতে লাগিল ॥৫॥

তখন কালকেয় অসুরগণ স্বৰ্ণময় কবচ ধারণপূর্বক পরিঘ উত্তোলন করিয়া  
 দাবাগ্নিদহমান পৰ্ব্বতসমূহের আয় দেবগণের দিকে ধাবিত হইল ॥৬॥

তেবাং বেগবতাং বেগং সাভিমানং প্রধাবতাম্ ।  
 ন শেকুস্ত্রিদশাঃ সোঢ়ুং তে ভগ্না প্রাদ্বেবন্ ভয়াৎ ॥৭॥  
 তান্ দৃষ্ট্ৱা দ্রবতো ভীতান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।  
 যত্রে বিবর্জ্যমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥৮॥  
 কালেয়ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ ।  
 জগাম শরণং শীঘ্রং তস্ত নারায়ণং প্রভূম্ ॥৯॥  
 তং শক্রে কশ্মলাবিষ্টং দৃষ্ট্ৱা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।  
 স্বতেজো ব্যদধচ্ছক্রে বলমস্ত্র বিবর্জয়ন্ ॥১০॥  
 বিষ্ণুন্ন গোপিতং শক্রে দৃষ্ট্ৱা দেবগণাস্ততঃ ।  
 সর্বে তেজঃ সমাদধ্যুস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োহমলাঃ ॥১১॥  
 স সমাপ্যায়িতঃ শক্রে বিষ্ণুনা দৈবতৈঃ সহ ।  
 ঋষিভিঃ চ মহাভাগৈর্বলবান্ সমপণ্যত ॥১২॥

## ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । সাভিমানং সগৰ্ব্বম্ । ভগ্নাঃ স্বসংঘবিশ্লিষ্টাঃ সন্তঃ ॥৭॥  
 তানিতি । কশ্মলং মোহম্, “মূচ্ছা তু কশ্মলং মোহঃ” ইত্যমরঃ ॥৮॥  
 কালেয়েতি । শরণং জগাম, আত্মনি বলাধানার্থমিতি ভাবঃ ॥৯॥  
 তমিতি । কশ্মলাবিষ্টং মোহাবিষ্টম্ । ব্যদধৎ অর্পিতবান্ ॥১০॥  
 বিষ্ণুনেতি । গোপিতং রক্ষিতম্ । সমাদধ্যুরপিতবন্তঃ । অমলা নিষ্পাপাঃ ॥১১॥  
 স ইতি । সমাপ্যায়িতঃ তেজোহর্পণেন বর্জিতঃ । সমপণ্যত অজ্ঞায়ত ॥১২॥

## ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । রোদনৌ চাবাপুধিব্যো ॥১-৩॥ বীরবাহুভিঃ সাক্ষ্যমাদাবুজতাঃ পশ্চাদ্ভ্রষ্টঃ  
 প্রতিপিষ্টান্তেষাম্ ॥৪॥ তালৈস্তালফলৈঃ ॥৫-২॥ ব্যদধৎ নিহিতবান্ ॥১০-১২॥ বলস্বং

গর্বেষর সহিত ধাবিত বেগবান্ সেই অসুরগণের বেগ দেবতার সছ করিতে  
 পারিলেন না ; তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

বৃত্রাসুরের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, দেবগণ ভীত হইয়া পলায়ন  
 করিতেছেন—ইহা দেখিয়া দেবরাজ অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইলেন ॥৮॥

এবং তিনি কালেয় অসুরগণের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া সত্ত্বরই যাইয়া প্রভু  
 নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥৯॥

তখন সনাতন নারায়ণ দেবরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া উহার বলবৃদ্ধি করিবার  
 জ্ঞান নিজের তেজ উহার শরীরে সমর্পণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর দেবতার ও নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই দেবরাজকে বিষ্ণুকর্তৃক  
 রক্ষিত দেখিয়া আপন আপন তেজ তাঁহার শরীরে সমর্পণ করিলেন ॥১১॥

জ্ঞাত্বা বলস্থং ত্রিদশাধিপন্ত ননাদ ব্রহ্মো মহতো নিনাদান্ ।  
 তস্য প্রণাদেন ধরা দিশশ্চ খং ত্ৰৌর্নগাশ্চাপি চচাল সর্বম্ ॥১৩॥  
 ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ শ্রুত্বা রবং ঘোররূপং মহাস্তম্ ।  
 ভয়ে নিমগ্নস্তুরিতো মুমোচ বজ্রং মহত্তম্য বধায় রাজন্ ! ॥১৪॥  
 স শক্রবজ্রাভিহতঃ পপাত মহাস্রবঃ কাঞ্চনমালাধারী ।  
 যথা মহাশৈলবরঃ পুরস্তাং স মন্দরো বিষ্ণুকরাধ্বিমুক্তঃ ॥১৫॥  
 তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে ভয়ার্ত্তঃ শক্রঃ প্রহুদ্রাব সরঃ প্রবেক্ষম্ ।  
 বজ্রং স মেনে ন করাধ্বিমুক্তং ব্রত্রে ভয়াচ্চাপি হতং ন মেনে ॥১৬॥  
 সর্বৈ চ দেবা মুদিতাঃ প্রহৃক্টা মহর্ষয়শ্চেন্দ্রমভিভূবন্তঃ ।  
 ব্রত্রে হতং সংদদৃশুঃ পৃথিব্যাং বজ্রাহতং শৈলমিবাধদৌর্নম্ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

জ্ঞাত্বেতি । বলস্থং বলবন্তম্ । নানদ চকার । নগাঃ পর্বতাশ্চ, এতৎ সর্বম্ ॥১৩॥  
 তত ইতি । পরমাভিতপ্তঃ অতীবসমস্তপ্তচিত্তঃ । তস্য ব্রত্ৰাস্রবস্ত ॥১৪॥  
 স ইতি । স ব্রত্রে । পুরস্তাং পূর্বে সমুদ্রমন্ধানন্তরমিতার্থঃ ॥১৫॥  
 তস্মিন্মিতি । ভয়াতিরেকাদিঙ্গ্রস্তায় মহানেব বিভ্রম আনীদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

তখন মহাভাগ ঋষিগণ ও দেবগণের সহিত বিষ্ণু তেজ দান করিয়া বদ্ধিত করিলে, দেবরাজ অত্যন্ত বলবান্ হইলেন ॥১২॥

দেবরাজ বলবান্ হইয়াছেন—ইহা জানিয়া ব্রত্ৰাস্রব বিশাল সিংহনাদ করিয়া উঠিল ; তাহার সেই সিংহনাদে পৃথিবী, দিক্ সকল, আকাশ, স্বর্গ ও পর্বত এই সমস্তই যেন কাঁপিতে লাগিল ॥১৩॥

রাজা ! তাহার পর দেবরাজ ব্রত্ৰাস্রবের বিশাল ও ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনিয়া, অত্যন্ত সমস্তপ্ত ও ভয়ে নিমগ্ন হইয়া, তাহার বধের জন্ত সত্বরই সেই বিশাল বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ॥১৪॥

স্বর্ণমালাধারী মহাস্রব ব্রত্রে ইন্দ্রের বজ্রে তাড়িত হইয়া—পূর্বকালে বিষ্ণুর হস্ত হইতে বিমুক্ত মহাপর্বত মন্দরের স্থায় ভূতলে পতিত হইল ॥১৫॥

সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ ব্রত্রে নিহত হইলে, ইন্দ্র ভয়বিহ্বল হইয়া সরোবরে প্রবেশ করিবার জন্ত ধাবিত হইলেন । কারণ, আপন হস্ত হইতে বজ্র যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভয়বশতঃ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন না; কিংবা ব্রত্ৰাস্রব যে নিহত হইয়াছিল, তাহাও তিনি ভয়বশতই মনে করিতে পারিয়াছিলেন না ॥১৬॥

সৰ্বাংশ্চ দৈত্যাংস্থৱিতাঃ সমেত্য জঘ্নুঃ হুৱা বৃহবধাভিতপ্তান্ ।  
 তৈস্ত্রাস্ত্ৰমানান্দিদৈশৈঃ সমেতৈঃ সমুদ্রমেবাবিবিশুৰ্ভয়ান্ ॥১৮॥  
 প্রবিশ্য চৈবোদধিমপ্রমেয়ং বাষাকুলং নক্রসমাকুলঞ্চ ।  
 তদা স্ম মন্ত্ৰং সহিতাঃ প্রচক্লুস্তৈলোক্যানাশার্থমভিস্ময়ন্তঃ ॥১৯॥  
 তত্র স্ম কেচিন্মতিনিশ্চয়জ্ঞাস্তাংস্তানুপায়ানুপবৰ্ণয়ন্তি ।  
 তেষামন্ত তত্র ক্রমকালযোগাদ্ধোৱা মতিশ্চিস্তয়তাং বভূব ॥২০॥  
 যে সন্তি বিদ্যাতপসোপপন্নাস্তেষাং বিনাশঃ প্রথমন্ত কার্য্যঃ ।  
 লোকা হি সৰ্ব্বৈ তপসা প্রিয়ন্তে তস্মাদ্ধৱধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায় ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

সৰ্ব ইতি । মৃদিতা আনন্দিতাঃ, অতএব প্রহৃষ্টা উৎফুল্লবদনা ইত্যপোনকৃত্যম্ ॥১৭॥  
 সৰ্বানিতি । ত্রিদৈশদৈবৈঃ, সমেতৈঃ সম্মিলিতৈঃ । আবাবিবিশুৰ্ভয়ান্ ইতি শেষঃ ॥১৮॥  
 প্রবিশ্যেতি । বাষনক্রো মৎস্তকুন্তীরো । অভিস্ময়ন্তো গৰ্ব্বিতা ভবন্তঃ ॥১৯॥

তত্রোতি । তত্র মন্ত্ৰণাসভায়াম্, মত্যা স্বববুদ্ধ্যাব নিশ্চয়ং কার্য্যসিদ্ধেবশস্তাং জানন্তীতি তে,  
 মতিনিশ্চয়জ্ঞাঃ, কেচিদৈত্যাঃ, জগদ্বিনাশায় তাংস্তান্ গুপ্তহত্যাদীহুপায়ান্, উপবৰ্ণয়ন্তি স্ম । তত্র  
 তদানীম্, চিস্তয়তাং জগদ্বিনাশোপায়ং ভাবয়তাম্, তেষাং দৈত্যানাম্, ক্রমকালযোগাৎ ক্রমশঃ, ইয়ং  
 ধোৱা মতিৰ্ভূব ॥২০॥

য ইতি । হি যস্মাৎ । প্রিয়ন্তে অবতিষ্ঠন্তে । ধৱধ্বং স্বৱয়া যতধ্বম্ ॥২১॥

এদিকে দেবতারা ও মহর্ষিরা সকলে আনন্দিত এবং উৎফুল্লমুখ হইয়া ইন্দ্রের  
 প্রশংসা করিতে থাকিয়া, বজ্রতাড়িত ভূতলপতিত পৰ্ব্বতের গ্রায় নিহত বৃত্রাসুরকে  
 দর্শন করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর দেবতারা সম্মিলিত ও স্থৱিত হইয়া বৃহবধসমুপ্ত দৈত্যগণকে বধ  
 করিতে লাগিলেন ; তখন সম্মিলিত দেবগণের আক্রমণে সমস্ত হইয়া দৈত্যেরা  
 যাইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করিল ॥১৮॥

মৎস্ত ও কুন্তীরে পরিপূর্ণ অপরিমেয় সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া দৈত্যেরা আবার  
 সম্মিলিত ও গৰ্ব্বিত হইয়া তখনই ত্রিভুবনবিনাশের জন্য মন্ত্ৰণা করিতে লাগিল ॥১৯॥

সেই সভায় বুদ্ধিমান বলিয়া অভিমানী কতকগুলি দৈত্য জগদ্বিনাশের জন্য নানা  
 উপায়ের বর্ণনা করিল ; তাহার পর চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশঃ এই  
 ভয়ঙ্কর বুদ্ধি হইল—॥২০॥

“বিদ্যা ও তপস্তাসম্পন্ন যে সকল লোক আছে, প্রথমে তাহাদিগকে বিনাশ  
 করাই উচিত । কারণ, তপস্তার বলেই সমস্ত লোক অবস্থান করিতেছে ; অতএব  
 তপস্তা নষ্ট করিবার জন্যই সত্বর চেষ্টা কর ॥২১॥

যে সন্তি কেচিচ্চ বহুশ্চরায়াং তপস্বিনো ধৰ্ম্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ ! ।

তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্ৰমেব তেষু প্রণফ্টেষু জগৎ প্রণফ্টম্ ॥২২॥

এবং হি সৰ্ব্বে গতবুদ্ধিভাবা জগদ্বিনাশে পরমপ্রহৃষ্টাঃ ।

দুৰ্গং সমাপ্তিত্য মহোশ্মিমন্তং রত্নাকরং বরুণস্ত্রালয়ং স্ম ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং বৃত্তবোধোপাখ্যানেন ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০৫॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

য ইতি । তান্ তপস্বিনো ধৰ্ম্মবিদশ্চ জানন্তীতি তে তথা, তৎসংস্থানম্ ॥২২॥

এবমিতি । জগদ্বিনাশে গতো বুদ্ধিভাবো মত্যাভিপ্রায়ো যেস্বং তে । ‘বরুণস্ত্র আলয়ং সমুদ্রং তদ্রূপং দুৰ্গং সমাপ্তিত্য পরমপ্রহৃষ্টা আসন্ । স্মৃতি পাদপূরণে ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০৫॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

বলবন্তম্ ॥১৩—১৪॥ মালাধারী মালাধারী ॥১৫॥ হতমপি বৃত্তং ভয়াং ন হতমিব মেনে ॥১৬—২০॥

প্রিয়স্তে জীবন্তি ॥২১—২২॥ গতবুদ্ধিভাবাঃ প্রাপ্তধীনিস্চয়াঃ । বরুণস্ত্রালয়ং সমুদ্রম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৬॥

—:~:—

হে অভিজ্ঞ দৈত্যগণ ! পৃথিবীতে যে কেহ তপস্বী বা ধৰ্ম্মজ্ঞ আছে, সত্ত্বরই তাহাদিগকে বধ কর । কারণ, তাহারা বিনষ্ট হইলেই জগৎ বিনষ্ট হইবে” ॥২২॥

এইভাবে জগদ্বিনাশের দিকে বুদ্ধি ও অভিপ্রায় স্থির হইলে, দৈত্যেরা সকলে মহাতরঙ্গশালী ও রত্নের আকর সমুদ্র-দুৰ্গ আশ্রয় করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল” ॥২৩॥

—:~:—

## সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

সমুদ্ভং তে সমাশ্রিত্য বারুণং নিধিমন্তসঃ ।  
কালেয়াঃ সম্প্রবর্তন্ত ত্রৈলোক্যস্থ বিনাশনে ॥১॥  
তে রাত্রৌ সমভিক্রুদ্ভা ভক্ষয়ন্তি সদা মুনীন্ ।  
আশ্রমেষু চ যে সন্তি পুণ্যেষায়তনেষু চ ॥২॥  
বশিষ্ঠশ্রাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈর্হু'রাঅভিঃ ।  
\*অশীতিঃ শতমর্ষৌ চ নব চান্দ্রে তপস্বিনঃ ॥৩॥  
চ্যবনশ্রাশ্রমং গত্বা পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্ ।  
ফলমূলাশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্ ॥৪॥  
এবং রাত্রৌ স্ম কুর্বন্তি বিবিশুশ্চার্ণবং দিবা ।  
কালেয়াস্তে ছুরাঅানো ভক্ষয়ন্তস্তপোধনান্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্ভমিতি । বারুণং বরুণদেবতাকম্ । সম্প্রবর্তন্তেতি অড়াগমাতাব আর্থঃ ॥১॥  
ত ইতি । ভক্ষয়ন্তি বিনাশয়ন্তি স্নেতর্থঃ । আয়তনেষু স্নেত্রেষু ॥২॥  
বশিষ্ঠস্তেতি । অত্রাপি ভক্ষিতা বিনাশিতা ইত্যর্থঃ ॥৩॥  
চ্যবনস্তেতি । ফলমূলাশনানাং ফলমূলভোজিনাম্ ॥৪॥

---

লোমশ বলিলেন—“সেই কালেয় অশুরেরা বরুণপালিত ও জলের আধার  
সমুদ্ভ-দুর্গ আশ্রয় করিয়া ত্রিভুবনবিনাশে প্রবৃত্ত হইল ॥১॥

আশ্রমে ও পুণ্যক্ষেত্রে যাহারা থাকিতেন, সেই সকল মুনিকে তাহারা প্রত্যহ  
রাত্রিতেই ক্রুদ্ভ হইয়া যাইয়া বিনাশ করিত ॥২॥

সেই ছুরাঅারা বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া একশত সাতান্নবই জন তপস্বী  
ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল ॥৩॥

ব্রাহ্মণসেবিত পবিত্র চ্যবনের আশ্রমে যাইয়া ফল-মূলভোজী একশত ব্রাহ্মণকে  
সংহার করিল ॥৪॥

তপস্বি-সংহারে প্রবৃত্ত সেই ছুরাঅা কালেয় দৈত্যগণ রাত্রিতে এইরূপ করিত  
এবং দিনের বেলায় সমুদ্রে প্রবেশ করিত ॥৫॥

---

(৫) পরাঙ্ক বা ব কা পি নাস্তি ।

বন-১১৪ (৮)

ভরদ্বাজাশ্রমে চৈব নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ ।  
 বায়ুহারাস্থভক্ষাশচ বিংশতিঃ সংনিমূদিতাঃ ॥৬॥  
 এবং ক্রমেণ সৰ্ব্বাংস্তানাত্ৰমান্ দানবাস্তদা ।  
 নিশায়াং পরিধাবন্তি মত্তা ভুজবলাশ্রয়াৎ ।  
 কালোপস্থতাঃ কালেয়া ঘ্নন্তো দ্বিজগণান্ বহুন্ ॥৭॥  
 ন চৈনানম্ববুধ্যন্ত মনুজা মনুজোত্তম ! ।  
 এবং প্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাংস্তাপসেযু তপস্বিনঃ ॥৮॥  
 প্রভাতে সমদৃশ্যন্ত নিয়মাহারকর্ষিতাঃ ।  
 মহীতলস্থা মুনয়ঃ শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । রাত্রৌ গুপ্তহত্যার্মোক্ষার্থাৎ দিবা চ দেবভয়াদিতি ভাবঃ ॥৬॥  
 ভরদ্বাজেতি । নিয়তা নিয়মবস্তো ব্রতিন ইতি যাবৎ । সংনিমূদিতা নাশিতাঃ ॥৭॥  
 এবমিতি । কালোপস্থতা আসন্নমৃত্যবঃ । ষট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥  
 নেতি । হে মনুজোত্তম ! তপস্বিনো মনুজা অপি, তাপসেযু এবং গুপ্তহত্যায়াং প্রবৃত্তান্  
 তান্ এনান্ দৈত্যান্ ন চ নৈব অম্ববুধ্যন্ত নাজানন্ত । যজ্ঞজ্ঞান, তদাবশ্যমেব তপোবলেন  
 গুণবান্নিগ্নম্নিতি ভাবঃ ॥৮॥  
 প্রভাত ইতি । নিয়মেন উপবাসাদিত্রতেন আহারেণ ফলমূলাদিমাত্রভোজনে চ কর্ষিতাঃ  
 কৃশীকৃতশরীরাঃ । গতজীবিতৈঃ শরীরৈর্বিশিষ্টাঃ সমদৃশ্যস্তাপসৈঃ ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

সমুজ্জমিতি । কালেয়াঃ কালায়াঃ কশ্চপভার্থ্যায়াঃ পুত্রাঃ ॥১—৬॥ কালোপস্থতাঃ মৃত্যুনা  
 গ্রস্তাঃ ॥৭॥ তাপসেযু প্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাপসা এব তাপসা কুতো ন বারয়ন্তি ইত্যশঙ্ক্যাহ—  
 তপস্বিণিতি । তপসৈব ধনবৎস্থ দেহনাশেহপি তপোনাশো মাভূদिति ভাবঃ ॥৮॥

এবং তাহারা ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া ব্রতী, ব্রহ্মচারী, বায়ুভোজী ও  
 জলমাত্রপায়ী কুড়ি জন তপস্বীকে সংহার করিল ॥৬॥

বাহুবলে মত্ত সেই আসন্নমৃত্যু কালেয়দানবেরা তখন এই প্রকারে বহুতর  
 ব্রাহ্মণকে বধ করিতে থাকিয়া রাত্রিতে সেই সকল আশ্রমে বিচরণ করিতে  
 লাগিল ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ ! সেই দৈত্যেরা তপস্বিগণের প্রতি এইভাবে গুপ্তহত্যায় প্রবৃত্ত  
 হইলেও তপস্বীরা তাহা বুঝিতে পারিতেন না ॥৮॥

প্রভাতকালে দেখা যাইত উপবাসে ও ফলমূলমাত্র ভোজনে কৃশ এবং প্রাণহীন  
 মুনিগণের শরীরগুলি ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে ॥৯॥

(৮)...তাপসেযু তপস্বিযু—বা ব কা নি । (৯)...নিয়মাহারকর্ষিতাঃ—বা ব কা পি ।

ক্ষীণমাংসৈर्विरुधिरैर्विमज्জाद্বৈर्वিসন্ধিभिः ।  
 आकौर्णैर्नावভৌ ভূমিঃ शब्दानामिव राशिभिः ॥১০॥  
 কলসৈর্বিপ্রবিদ্ধৈশ্চ ঋবৈর্ভগ্নৈস্তথৈব চ ।  
 বিকীর্ণৈরগ্নিহোত্রৈশ্চ ভূর্বভুব সমাবৃত্তা ॥১১॥  
 নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ম্ ।  
 জগদাসৌমিরুৎসাহং কালেয়ভয়পীড়িতম্ ॥১২॥  
 এবং সংক্ষীয়মাণাশ্চ মানবা মনুজেশ্বর ! ।  
 আত্মত্ৰাণপরা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্ত দিশো ভয়াৎ ॥১৩॥  
 কেচিদগ্ন্যহাঃ প্রবিবিশুর্নির্বরাংশ্চাপরে তথা ।  
 অপরে মরগোদ্রিয়া ভয়াৎ প্রাণানবাস্থজন ॥১৪॥  
 কেচিদব্রু মহেষ্যাসাঃ শূরাঃ পরমহর্ষিতাঃ ।  
 মার্গমাণাঃ পরং যত্নং দানবানাং প্রচক্রিরে ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

ক্ষীণেতি । বিমজ্জাদ্বৈঃ মজ্জাভ্রহিতৈঃ, বিসন্ধিভিঃ বিল্লিষ্টসংযোগস্থানৈঃ ॥১০॥  
 কলসৈরिति । বিপ্রবিদ্ধৈর্হাঃ জ্ঞানাদিনা বিপরীতীকৃতৈঃ, ঋবৈর্যজ্ঞপাত্রবিশেষৈঃ ॥১১॥  
 নিরिति । নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং বেদপাঠদেবহবির্দানগ্রহিতম্ ॥১২॥  
 এবমिति । আত্মত্ৰাণপরা আত্মরক্ষাব্যাপ্তাঃ সন্তঃ ॥১৩॥  
 কেচিদिति । নির্বরান্ পৰ্বতজলপ্রবাহান্ তদাবৃত্তদেশানিত্যর্থঃ ॥১৪॥

রক্ত, মাংস, মজ্জা ও অস্থ না থাকায় এবং সন্ধিসকল বিল্লিষ্ট হওয়ায় কেবল  
 অস্থিরাশিই অবশিষ্ট রহিত ; সুতরাং শব্দরাশির দ্বারা বিল্লিপ্ত সেই অস্থিরাশি দ্বারা  
 ভূতল ব্যাপ্ত থাকিত ॥১০॥

উল্টা-পাল্টা করা কলসী, ভয় ঋব এবং ইত্যন্ততঃ বিল্লিপ্ত অগ্নিহোত্রের পাত্রগুলি  
 দ্বারা ভূতল আবৃত থাকিত ॥১১॥

তখন জগৎটাই কালেয় অশুরগণের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িল বলিয়া বেদপাঠ,  
 বষট্কার, যজ্ঞ ও উৎসবকার্য্য তিরোহিত হইয়া গেল এবং কাহারও কোন উৎসাহ  
 থাকিল না ॥১২॥

রাজা ! মনুষ্যগণ এইভাবে ক্ষয় পাইতে থাকিয়া অশুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া  
 আত্মরক্ষার জন্ত নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৩॥

কতকগুলি লোক যাইয়া গুহায় প্রবেশ করিল, অল্প কতকগুলি পার্বত্য জল-  
 প্রপাতের অন্তরালে লুকাইল এবং মৃত্যুভয়ে অস্থির অপর কতকগুলি লোক ভয়ে  
 প্রাণত্যাগই করিল ॥১৪॥



ন চৈতানধিজগ্মুস্তে সমুদ্রং সমুপাশ্রিতান্ ।  
 শ্রমং জগ্মুশ্চ পরমমাজগ্মুঃ ক্ষয়মেব চ ॥১৬॥  
 জগত্পশমং যাতে নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ে ।  
 আজগ্মুঃ পরমামার্তিং ত্রিদশা মনুজেশ্বর ! ॥১৭॥  
 সমেত্য সমহেন্দ্রাশ্চ ভয়ান্মন্ত্রং প্রচক্রিরে ।  
 শরণ্যং শরণং দেবং নারায়ণমজং বিভূম্ ॥১৮॥  
 তেহভিগম্য নমস্কৃত্য বৈকুণ্ঠমপরাজিতম্ ।  
 ততো দেবা সমস্তাস্তে তদোচুর্মধুসূদনম্ ॥১৯॥  
 ত্বং নঃ শ্রুতা চ ভর্তা চ হর্তা চ জগতঃ প্রভো ! ।  
 ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং যচ্চৈঙ্গং যচ্চ নেদতি ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

অথ তেষাং বিনাশায় কোহপি কিং ন যততে স্নেতাহ দ্বাভ্যাং—কেচিদिति । মহেষাঙ্গা  
 মহাধনুর্দ্ধরাঃ । মার্গমাণাঃ তানসুরানাবাধিযুক্তঃ, দানবানাং বিনাশায়েতি শেষঃ ॥১৫॥  
 নেতি । অধিজগ্মুঃ প্রাপুঃ । ক্ষয়ং গৃহম্, “নিলয়াপচয়ো ক্ষয়ো” ইত্যমরঃ ॥১৬॥  
 জগতীতি । উপশমম্ উৎসাহনিবৃদ্ধিম্, নষ্টা যজ্ঞা উৎসবক্রিয়াশ্চ যস্মিন্ তত্র ॥১৭॥  
 সমেত্যেতি । সমেত্য প্রাপ্য । শরণ্যং শরণেষু রক্ষকেষু সাধুম্, শরণং রক্ষকম্ ॥১৮॥  
 ত ইতি । বৈকুণ্ঠং নারায়ণম্ । সর্বত্রাপরাজিতত্বাদেবাস্থাং ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

শরীরৈর্মাংসাদিরহিতত্বাদস্থিমাট্রৈরিত্যর্থঃ ॥২॥ অতএব শঙ্খরাশিতুল্যৈঃ ॥১০॥ 'কলশৈঃ  
 শিরোধটে: ॥১১—১৪॥ দানবানাং বধায়েতি শেষঃ ॥১৫॥ ক্ষয়ং গৃহং নাশং বা ॥১৬—১৯॥

এই সময়ে কতকগুলি মহাধনুর্দ্ধর বীর অত্যন্ত হুটুচিস্তে সেই দানবগণকে অশ্বেষণ  
 করিতে থাকিয়া তাহাদের বধের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ॥১৫॥

কিন্তু সেই দানবেরা সমুদ্রে ছিল বলিয়া তাহাদিগকে তাহারা পাইল না ; পরে  
 সেই বীরগণ পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহেই ফিরিয়া আসিয়াছিল ॥১৬॥

রাজা । যজ্ঞ ও উৎসবকার্য্য তিরোহিত হওয়ায় জগৎটাই অবসন্ন হইয়া পড়িলে  
 দেবতারাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥১৭॥

তাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ ভয়বশতঃ রক্ষকশ্রেষ্ঠ, অনাদি ও প্রভু নারায়ণের  
 শরণাপন্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

সেই দেবতারা সকলেই যাইয়া অপরাজিত নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাহার  
 'পর তখনই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন— ॥১৯॥

ত্বয়া ভূমিঃ পুরা নষ্টা সমুদ্রোৎ পুষ্করেক্ষণ ! ।  
 বারাহং বপুরাশ্রিত্য জগদর্থো সমুদ্ভূতা ॥২১॥  
 আদিদৈত্যো মহাবীর্যো হিরণ্যকশিপুস্ত্বয়া ।  
 নারসিংহং বপুঃ কৃৎস্না সূদিতঃ পুরুষোত্তম ! ॥২২॥  
 অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বলিশ্চাপি মহাসুরঃ ।  
 বামনং বপুরাশ্রিত্য ত্রৈলোক্যাদ্ভ্রংশিতস্ত্বয়া ॥২৩॥  
 অসুরশ্চ মহেষাসো জন্তু ইত্যভিবিশ্রুতঃ ।  
 যজ্ঞক্ষোভকরঃ ক্রুরস্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ॥২৪॥  
 এবমাদৌনি কৰ্ম্মাণি যেমাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ।  
 ঐশ্মাকং ভয়ভীতানাং ত্বং গতির্মধুসূদন ! ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি । ভৰ্ত্তা পালয়িতা । জগতো মধ্যে । ইক্ষতীতি ইক্ষং জঙ্গমম্, নেকতি ন চলতি  
 স্থাবরমিত্যর্থঃ । ইক্ষমিতি গত্যর্থশ্চ ইক্ষধাতোঃ পচাদিভ্যাদিচি সিদ্ধম্ ॥২০॥  
 ত্বয়েতি । নষ্টা জলমগ্নভাদৃশতাং গত । পুষ্করেক্ষণ ! পদ্মনয়ন ! ॥২১॥  
 আদীতি । নারসিংহং বপুঃ নরসিংহরূপাং মূর্ত্তিম্ । সূদিতো নাশিতঃ ॥২২॥  
 অবধ্য ইতি । ত্রৈলোক্যাৎ ত্রৈলোক্যরাজ্যাৎ, ভ্রংশিতঃ প্রচ্যাবিতঃ ॥২৩॥  
 অসুর ইতি । মহেষাসো মহাধাতুর্জঃ, যজ্ঞশ্চ ক্ষোভকরো বিঘ্নকারী ॥২৪॥  
 এবমিতি । কৰ্ম্মাণি তবেতি শেষঃ । গতিরূপায়ঃ ॥২৫॥

“প্রভু ! জগতের মধ্যে আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তা  
 এবং আপনিই এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়ক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥২০॥

পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনিই পূর্বকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে  
 জগতের জন্ত সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন ॥২১॥

পুরুষোত্তম ! আপনি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাবল আদিদৈত্য, হিরণ্য-  
 কশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥২২॥

এবং আপনিই বামনরূপ ধারণ করিয়া সর্বভূতের অবধ্য মহাসুর বলিকেও  
 ত্রিভুবনের রাজত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ॥২৩॥

যজ্ঞবিঘ্নকারী, হিংস্রস্বভাব ও মহাধাতুর্জর ‘জন্তু’-নামে বিখ্যাত অসুরকেও  
 আপনিই নিপাত করিয়াছিলেন ॥২৪॥

মধুসূদন ! ইত্যাদি কৰ্ম্ম আপনার অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহার সংখ্যা নাই ।  
 বর্ত্তমানে আমরা ভীত হইয়া পড়িয়াছি ; সুতরাং আপনিই আমাদের গতি ॥২৫॥

তস্মাস্ত্বাং দেবদেবেশ ! লোকার্থং ভ্রাপয়ামহে ।  
 রক্ষ লোকাংশ্চ দেবাংশ্চ শত্রুঞ্চ মহতো ভয়াৎ ॥২৬॥  
 তব প্রসাদাধ্বক্সন্তে প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্বিধাঃ ।  
 তা ভাবিতা ভাবয়ন্তি হব্যকবৈর্দ্যৌর্বৌকসঃ ॥২৭॥  
 লোকা হ্যেবং বিবর্দ্ধন্তে হ্যন্যোন্ম্যং সমুপাশ্রিতাঃ ।  
 ত্বৎপ্রসাদামিরুদ্বিগ্নাস্ত্বয়ৈব পরিরক্ষিতাঃ ॥২৮॥  
 ইদঞ্চ সমনুপ্রাপ্তং লোকানাং ভয়যুক্তমম্ ।  
 ন চ জানীম কেনেমে রাত্রৌ বধ্যান্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥২৯॥  
 ক্ষীণেষু চ ব্রাহ্মণেষু পৃথিবী ক্ষয়মেচ্ছতি ।  
 ততঃ পৃথিব্যাং ক্ষীণায়াং ত্রিদিবং ক্ষয়মেচ্ছতি ॥৩০॥

### ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । লোকার্থং লোকরক্ষার্থম্ । শত্রুঞ্চতি রাজত্বাং পৃথগুক্তিঃ ॥২৬॥  
 তবেতি । চতুর্বিধাঃ জরায়ুজাওজশ্বেদজোক্তিজ্জাঃ । ভাবিতা বর্দ্ধিতাঃ ॥২৭॥  
 লোকা ইতি । অন্যান্যং দেবা মানুযান্ মানুযাশ্চ দেবানিতার্থঃ ॥২৮॥  
 ইদমিতি । বধ্যন্তি বধ্যন্তে । জানীম ইতি বিসর্গাভাবঃ বধ্যন্তীতি পরস্মৈপদকার্ণম্ ॥২৯॥  
 ক্ষীণেষু ইতি । পৃথিবী ক্ষয়মেচ্ছতি উপদেষ্টুরভাবাৎ, ত্রিদিবং স্বর্গঃ ক্ষয়মেচ্ছতি পৃথিবীলোককর্তব্য-  
 যাগাশ্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

অতএব হে দেবদেব ! হে পরমেশ্বর ! লোকরক্ষার জন্তু আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি—আপনি লোকসমূহ, দেবগণ ও দেবরাজকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন ॥২৬॥

আপনার অনুগ্রহেই সমস্ত চতুর্বিধ প্রাণী বৃদ্ধি পাইতেছে ; তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া হব্য-কব্যা দ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতেছে ॥২৭॥

লোকসকল আপনাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া আপনার অনুগ্রহেই নিরুদ্ধেণে থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে ॥২৮॥

কিন্তু লোকদিগের এই একটা দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে । কে যে রাত্রিতে আসিয়া এই ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥২৯॥

ব্রাহ্মণ ক্ষয় পাইয়া গেলে পৃথিবীই ক্ষয় পাইবে, পৃথিবী ক্ষয় পাইলে স্বর্গও ক্ষয় পাইবে ॥৩০॥

(২৬). ক্লোকাং পরম্ ‘...ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব ক। পি, ‘...একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি, দেবা উচুঃ—বা ব ক। নি ।

ত্বং প্রসাদান্নহাবাহো ! লোকাঃ সর্ব্বং জগৎপতে ! ।

বিনাশং নাধিগচ্ছেয়ুস্ত্বয়া বৈ পরিরক্ষিতাঃ ॥৩১॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

বিদিতং মে সুরাঃ ! সর্ব্বং প্রজানাং ক্ষয়কারণম্ ।

ভবতীক্ষ্ণাপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥৩২॥

কালেয় ইতি বিখ্যাতো গণঃ পরমদারুণঃ ।

তৈশ্চ বৃত্রং সমাশ্রিত্য জগৎ সর্ব্বং প্রমাণিতম্ ॥৩৩॥

তে বৃত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ।

জীবিতুং পরিরক্ষন্তঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥৩৪॥

‘তে প্রমিশ্রোদধিং ঘোরং নক্রগ্রাহসমাকুলম্ ।

উৎসাদনার্থং লোকানাং রাত্রৌ স্তিস্তি মুনীনহি ॥৩৫॥

ন তু শক্যাঃ ক্ষয়ং নেতুং সমুদ্রাশ্রয়ণা হি তে ।

সমুদ্রস্ত ক্ষয়ে বুদ্ধির্ভবন্তিঃ সম্প্রধার্য্যতাম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

ঐদৃতি । নাধিগচ্ছেয়ুর্ন প্রাপ্নুযুঃ ॥৩১॥

বিদিতমিতি । প্রজানাং জনানাং । বিগতজ্বরাঃ তিরোহিতসস্তাপাঃ সন্তঃ ॥৩২॥

কালেয় ইতি । গণো দানবানাং সংঘঃ । প্রমাণিতম্ উৎপীড়িতম্ ॥৩৩॥

ত ইতি । সহস্রাক্ষেণ ইন্দ্রেণ । পরিরক্ষন্তঃ পরিরক্ষিতুমিচ্ছন্তঃ, বরুণালয়ং সমুদ্রম্ ॥৩৪॥

ত ইতি । নক্রৈঃ কুস্তীরৈঃ গ্রাহ্যৈস্তদিতরজলজন্তুভিঃ সমাকুলং ব্যাপ্তম্ ॥৩৫॥

অতএব মহাবাহু ! জগৎপতি ! নারায়ণ ! আপনার সমুদ্রেই আপনা-  
কর্তৃক রক্ষিত হইয়া লোকসকল যেন বিনাশ পায় না” ॥৩১॥

বিষ্ণু বলিলেন—“দেবগণ ! আমি লোকবিনাশের সমস্ত কারণই জানি ;  
আপনাদের নিকটেও তাহা বলিব, আপনারা সস্তাপবিহীন হইয়া শ্রবণ করুন ॥৩২॥

‘কালেয়’-নামে বিখ্যাত অতিভয়ঙ্কর কতকগুলি দানব আছে ; তাহারা পূর্ব্বে  
বৃত্রাসুরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র জগৎ উৎপীড়িত করিত ॥৩৩॥

পরে ধীমান্ দেবরাজ সেই বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া তাহারা জীবন  
রক্ষা করিবার ইচ্ছায় সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল ॥৩৪॥

তাহারা এখন জগৎ উৎসন্ন করিবার জন্ত দিনে কুস্তীর ও জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ  
ভয়ঙ্কর সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকিয়া রাত্রিতে আসিয়া মুনীগণকে বধ  
করিতেছে ॥৩৫॥

(৩৬)....সমুদ্রাশ্রয়ণা হি তে—বা ব ক, সমুদ্রাশ্রয়িণো হি তে—নি ।

অগস্ত্যেন বিনা কো হি শক্তোহন্যোহর্বশোষণে ।

অন্যথা হি ন শক্যাস্তে বিনা সাগরশোষণম্ ॥৩৭॥

এতচ্ শ্রুত্বা তদা দেবা বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্ ।

পরমেষ্ঠিনমাজ্ঞাপ্য অগস্ত্যস্তাশ্রমং যযুঃ ॥৮॥

তত্রাপশ্যম্বাহুত্বানং বারুণিং দীপ্ততেজসম্ ।

উপাস্তমানমৃষিভির্দে বৈরিব পিতামহম্ ॥৩৯॥

তেহভিগম্য মহাত্মানং মৈত্রাবরুণিমচ্যুতম্ ।

আশ্রমস্থং তপোরাশিং কৰ্ম্মভিঃ সৈরভিষ্ঠুবন্ ॥৪০॥

দেবা উচুঃ ।

নহুষোণাভিতপ্তানাং ত্বং লোকানাং গতিঃ পুরা ।

ত্ৰংশিতশ্চ সুরৈশ্বর্যাং স্বর্লোকাল্লোককণ্টকঃ ॥৪১॥

#### ভারতকৌমুদী

তর্হি বয়মেব তান্ হনিষ্যাম ইত্যাহ—নেতি । সম্প্রার্থ্যতাং স্থিরীকৃত্যতাম্ ॥৩৬॥

তৎ সম্প্রধারণং ভবতৈব ক্রিয়তামিত্যাহ—অগস্ত্যোনেতি । শক্যা হস্তমিতি শেষঃ ॥৩৭॥

এতদিতি । পরমেষ্ঠিনং ব্রহ্মাণম্, আজ্ঞাপ্য আজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥৩৮॥

তত্রোতি । বারুণিং মৈত্রাবরুণপুত্রমগস্ত্যম্ । পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥৩৯॥

ত ইতি । অচ্যুতম্ অচ্যুতসদৃশং মহাশক্তিম্ । অভিষ্ঠুবরিত্যাড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥৪০॥ ;

#### ভারতভাবদীপঃ

ইক্ষতি চলতীতি ইক্ষং পচাচ্ছচ্ জঙ্গমং নেক্তি স্থাবরম্ ॥২০—২৬॥ চতুর্বিধাঃ সুরনর-  
তির্ধ্যাক্ষাবরাঃ, দিবৌকসো দেবান্ ॥২৭—৩৮॥ বারুণিং মৈত্রাবরুণপুত্রম্ ॥৩৯॥ অভিষ্ঠুবন্

কিন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করা সম্ভবপর নহে । কারণ, তাহারা সমুদ্রের ভিতরে  
রহিয়াছে ; সুতরাং সেই সমুদ্রকে নষ্ট করিবার জন্তই আপনারা বুদ্ধি স্থির  
করুন ॥৩৬॥

অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কোন লোকই সমুদ্র শোষণ করিতে সমর্থ হইবে না, আবার  
সমুদ্র শোষণ ব্যতীত অন্য প্রকারেও সে দানবগণকে সংহার করা যাইবে না” ॥৩৭॥

দেবতারা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া, ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া তখনই মহর্ষি অগস্ত্যের  
আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥৩৮॥

তাঁহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন—দেবতারা যেমন ব্রহ্মার সেবা করেন,  
তেমনই অন্যান্য ঋষিরা উজ্জলতেজা মহাত্মা অগস্ত্যের সেবা করিতেছেন ॥৩৯॥

তখন দেবতারা নিকটে যাইয়া বিষ্ণুর তুল্য শক্তিশালী এবং তপোরাশির গ্নায়  
আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা অগস্ত্যকে তাঁহারই চরিত্রের উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে  
লাগিলেন ॥৪০॥

ক্রোধাৎ প্রবুদ্ধঃ সহসা ভাস্করশ্চ নগোত্তমঃ ।

বচস্তবানতিক্রামন্ বিক্ষ্যঃ শৈলো ন বর্দ্ধতে ॥৪২॥

তমসা চাবুতে লোকে মন্যুনাহভ্যর্দিতাঃ প্রজাঃ ।

ত্বামেব নাথমাসাণ্ নিবৃতিং পরমাং গতাঃ ॥৪৩॥

অস্মাকং ভয়ভীতানাং নিত্যশো ভগবান্ গতিঃ ।

• ততস্ত্বার্থাঃ প্রযাচামো বরং ত্বাং বরদো হসি ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বনি

তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

নহ্ষেণেতি । গতিঃ উপায় আসীঃ । হ্রৈরর্থ্যাৎ দেবরাজত্বপদাৎ ॥৪১॥

ক্রোধাদিতি । ভাস্করশ্চ ভ্রমনাদৃত্যেত্যর্থঃ, নগোত্তমঃ পর্বতশ্রেষ্ঠঃ ॥৪২॥

তমসেতি । তমসা বিক্ষ্যবুদ্ধা সূর্য্যপথরোধাদন্ধকারেণ । মন্যুনা দৈন্তেন ॥৪৩॥

অস্মাকমিতি । নিত্যশ্চিরমেব । আৰ্ত্তাঃ কালেয়োৎপীড়নেন ক্লিষ্টা বয়ম্ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বনি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

### ভারতভাবদীপঃ

অস্তবন্ অড়ভাব আৰ্ঘ্যঃ ॥৪০—৪১॥ নগোত্তমঃ পর্বতেষু শ্রেষ্ঠঃ, বিক্ষ্যো নাম্না ॥৪২॥ তমসা  
বিক্ষ্যবুদ্ধা আবুতে গ্রস্তালোকে লোকে জগতি সতি ॥৪৩—৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৭॥

দেবগণ বলিলেন—“মহর্ষি ! আপনি পূর্বকালে নহ্ষসস্তপ্ত লোকদিগের  
উদ্ধারের উপায় হইয়াছিলেন এবং জগতের কণ্টক সেই নহ্ষকে দেবগণের রাজত্বপদ  
হইতে ও স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ॥৪১॥

পর্বতশ্রেষ্ঠ বিক্ষ্যপর্বত ক্রোধবশতঃ সূর্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি পাইতে  
থাকিয়াও, আপনার বাক্য অতিক্রম করিতে না পারিয়া বৃদ্ধি পায় নাই ॥৪২॥

জগৎটা অন্ধকারে আবৃত হইলে লোক সকল বিষাদে পীড়িত হইয়াছিল ;  
তাহার পর তাহারা আপনাকে রক্ষক পাইয়া পরম নিবৃতি লাভ করিয়াছিল ॥৪৩॥

আমাদেরও ভয়ভীত অবস্থায় চিরকালই আপনি উদ্ধারের উপায় হইয়া  
আসিতেছেন ; সুতরাং বর্তমান সময়েও আমরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনার  
নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি ; কারণ, আপনি বরদাতা” ॥৪৪॥

\* ‘...ঋষিকশততমঃ...’—বা ব কা পি, ‘...ঋষিকশততমঃ...’—নি ।

## অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমর্থং সহসা বিক্র্যঃ প্রবুদ্ধঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।  
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামুনে ! ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

অদ্রিরাজং মহাশৈলং মেরুং কনকপর্বতম্ ।  
উদয়াস্তমনে ভানুঃ প্রদক্ষিণমবর্তত ॥২॥  
তন্তু দৃষ্ট্বা তথা বিক্র্যঃ শৈলঃ সূর্য্যমথাত্রবীৎ ।  
যথা হি মেরুর্ভবতা নিত্যশঃ পরিগম্যতে ॥৩॥  
প্রদক্ষিণশ্চ ত্রিয্যতে মামেবং কুরু ভাস্কর ! ।  
এবমুক্তস্ততঃ সূর্য্যঃ শৈলেন্দ্রং প্রত্যভাষত ॥৪॥ (যুগ্মকম্)  
নাহমাত্মোচ্ছয়া শৈল ! করোম্যেদং প্রদক্ষিণম্ ।  
এষ মার্গঃ প্রদিক্ষো মে যৈরিদং নিৰ্ম্মিতং জগৎ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । বিক্র্যঃ পর্বতঃ, ক্রোধমুচ্ছিতঃ মুচ্ছয়েব ক্রোধেন কণ্ঠব্যজ্ঞানহীনঃ ॥১॥  
অত্রীতি । উদয়াস্তমনে উদয়াস্তকালে, ভানুঃ সূর্য্যঃ ॥২॥  
তমিতি । পরিগম্যতে পরিতো বিচর্য্যতে ; শৈলেন্দ্রং বিক্র্যম্ ॥৩—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি ! বিক্র্যপর্বত কিজ্ঞাত্য ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা বুদ্ধি পাইয়াছিল, ইহা আমি বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১॥

লোমশ বলিলেন—“সূর্য্য উদয়কালে ও অস্তকালে পর্বতরাজ ও মহাপর্বত স্বর্ণময় স্নমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেন ॥২॥

বিক্র্যপর্বত সূর্য্যকে সেইরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল—“প্রভা-  
কর ! আপনি যেমন প্রত্যহই স্নমেরুপর্বতে বিচরণ করেন এবং তাহাকে প্রদক্ষিণ  
করেন, আমাকেও এইরূপ করুন ।” বিক্র্যপর্বত এইরূপ বলিলে সূর্য্য তাহাকে  
বলিলেন—॥৩—৪॥

এবমুক্তস্ততঃ ক্রোধাৎ প্রবুদ্ধঃ সহসাহচলঃ ।

সূর্য্যচন্দ্রমসোর্মার্গং বোদ্ধুমিচ্ছন্ পরস্তপ ! ॥৬॥

ততো দেবাঃ সহিতাঃ সৰ্ব্ব এব বিদ্ব্যং সমাগম্য মহাদ্রিরাজম্ ।

নিবারয়ামাস্বরূপায়তন্তং ন চ স্ম তেষাং বচনং চকার ॥৭॥

অথাভিজগ্মুমুনিমাত্রমস্থং তপস্বিনং ধর্ম্মভূতাং বরিষ্ঠম্ ।

অগস্ত্যমত্যদুতবীৰ্য্যবন্তং তৎকার্থমুচুঃ সহিতাঃ সুরাস্তে ॥৮॥

সূর্য্যচন্দ্রমসোর্মার্গং নক্ষত্রাণাং গতিং তথা ।

শৈলরাজো বৃণোত্যেষ বিদ্ব্যঃ কোপবশানুগঃ ॥৯॥

তং নিবারয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চিদ্ভিজ্জোভ্রম ! ।

ঋতে ত্বাং হি মহাভাগ ! তস্মাদেনং নিবারয় ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । এনং যেকম্ । প্রদীষ্টো নিদীষ্টঃ । যৈরীষরৈঃ, গৌরবাঙ্ঘ্রবচনম্ । তেষামাদেশং  
নাতিক্রমিতুমর্হামীতি ভাবঃ ॥৫॥

এবমিতি । অচলো বিদ্ব্যঃ । মার্গং দৈনিকবিচরণপথম্ ॥৬॥

তত ইতি । উপায়তঃ অহুনয়তীতিপ্রদর্শনাভিরূপায়ৈঃ । চকার বিদ্ব্যঃ ॥৭॥

অথেতি । বীৰ্য্যমত্র তপঃপ্রভাবঃ । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ॥৮॥

সূর্য্যোতি । বৃণোতি রূণঞ্চি । কোপবশানুগঃ সূর্য্যং প্রতি ॥৯॥

তমিতি । তং বিদ্ব্যম্ । ঋতে বিনা ॥১০॥

“পর্ব্বস্ত ! আমি নিজের ইচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না ; যিনি এই জগৎ  
সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার এই পথ নিদীষ্ট করিয়া দিয়াছেন” ॥৫॥

পরস্তপ । সূর্য্য এইরূপ বলিলে, তাহার পরই বিদ্ব্যপর্ব্বত ক্রোধে চন্দ্র ও সূর্য্যের  
পথ রোধ করিতে ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৬॥

তাহার পর দেবতারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া, পর্ব্বতরাজ বিদ্ব্যের নিকট  
ষাইয়া, নানাবিধ উপায়ে তাহাকে বারণ করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে  
বিদ্ব্যপর্ব্বত তাঁহাদের অমুরোধ রক্ষা করিল না ॥৭॥

তদনন্তর সেই দেবতারা সম্মিলিত হইয়াই আশ্রমস্থিত, তপস্বী, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ  
এবং অত্যন্ত অদ্বুতপ্রভাবশালী অগস্ত্যমুনির নিকট গমন করিলেন এবং সেই বিষয়  
বলিতে লাগিলেন—৥৮॥

“পর্ব্বতরাজ এই বিদ্ব্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ এবং  
নক্ষত্রমণ্ডলের গতি রোধ করিতেছে ॥৯॥



তচ্ শ্রুত্বা বচনং বিপ্রঃ সুরাণাং শৈলমভ্যগাৎ ।  
 সোহভিগম্যাত্রবৌদ্ধিক্যং সদারঃ সমুপস্থিতম্ ॥১১॥  
 মার্গমিচ্ছাম্যহং দত্তং ভবতা পৰ্ব্বতোত্তম ! ।  
 দক্ষিণামভিগন্ত্যগ্নি দিশং কার্ষ্যেণ কেনচিৎ ॥১২॥  
 যাবদাগমনং মহং তাবদ্ধং প্রতিপালয় ।  
 নিবৃন্তে ময়ি শৈলেন্দ্র ! ততো বর্দ্ধস্ব কামতঃ ॥১৩॥  
 এবং স সময়ং কৃত্বা বিজ্যেয়ানামিত্রকর্ষণ ! ।  
 অত্য়পি দক্ষিণাদ্দেশাঙ্কারুণির্ন নিবর্ততে ॥১৪॥  
 এতন্তে সৰ্ব্বমাখ্যাং যথা বিজ্যেয় ন বর্দ্ধতে ।  
 অগন্ত্যস্ত প্রতাবেণ যন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । বিপ্রঃ অগস্ত্যঃ । দারৈর্ভাৰ্য্যা লোপামুদ্রয়া সহৈতি সদারঃ ॥১১॥  
 মার্গমিতি । মার্গং মদগমনপথম্ । কেনচিৎ কার্ষ্যেণ তদুদ্দেশেন ॥১২॥  
 যাবদ্বিতি । মহং মম । প্রতিপালয় প্রতীক্ষস্ব । নিবৃন্তে প্রত্যাবৃন্তে সতি ॥১৩॥  
 এবমিতি । হে অমিত্রকর্ষণ ! স বারুণিরগস্ত্যঃ, বিজ্যেয়ান্ সহ, এবং সময়ং প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা,  
 দক্ষিণং দেশং গচ্ছতি শেষঃ, তন্মাদক্ষিণাদ্দেশাদত্য়পি ন নিবর্ততে ॥১৪॥  
 এতদ্বিতি । আখ্যাং যন্মা উক্তম্ । পরিপুচ্ছসীত্যতীতসামীপ্যে বর্তমানান্ ॥১৫॥

কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাত্মন ! আপনি ব্যতীত অত্য় কোন লোকই তাহাকে বারণ  
 করিতে সমর্থ হইতেছে না ; অতএব আপনি ইহাকে বারণ করুন” ॥১০॥

অগস্ত্যমুনি দেবগণের সেই কথা শুনিয়া, ভাৰ্য্যা লোপামুদ্রার সহিত মিলিত  
 হইয়া বিদ্যাপৰ্ব্বতের নিকটে গেলেন এবং নিকটে যাইয়া সমাগত বিদ্যাপৰ্ব্বতকে  
 বলিলেন—॥১১॥

“পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠ ! আমি কোন কাৰ্য্য উদ্দেশ্যে দক্ষিণদিকে যাইব ; অতএব আমি  
 ইচ্ছা করি যে, আপনি আমাকে পথ ছাড়িয়া দেন ॥১২॥

পৰ্ব্বতরাজ ! যে পর্য্যন্ত আমার পুনরায় আগমন হয়, সেই পর্য্যন্ত আপনি  
 প্রতীক্ষা করুন ; তা’র পর আমি ফিরিয়া আসিলে, আপনি ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি  
 পাইবেন” ॥১৩॥

শত্রুকর্ষণ রাজা ! অগস্ত্যমুনি বিদ্যাপৰ্ব্বতের সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া  
 দক্ষিণদেশে যাইয়া অত্য়পি সে দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই ॥১৪॥

কালেয়াস্ত যথা রাজন্ ! স্বরৈঃ সর্বৈর্নিসূদিতাঃ ।

অগস্ত্যাদ্বরমাসাং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬॥

ত্রিংশানাং বচঃ শ্রুত্বা মৈত্রাবরুণিরব্রবীৎ ।

কিমর্থমভিয়াতাঃ স্ব বরং মন্তঃ কিমিচ্ছথ ॥১৭॥

এবমুক্তান্ততন্তেন দেবতা মুনিমব্রুবন্ ।

সর্বাঃ প্রাজ্জলয়ো ভূত্বা পুরন্দরপুরোগমাঃ ॥১৮॥

এবং ত্বয়েচ্ছাম কৃতং হি কার্য্যং মহার্পণং পীয়মানং মহাত্মন্ ! ।

ততো বধিষ্ঠাম সহানুবন্ধান্ কালেয়সংজ্ঞান্ স্বরবিন্ধিস্তান্ ॥১৯॥

ত্রিংশানাং বচঃ শ্রুত্বা তথৈতি মুনিরব্রবীৎ ।

করিষ্যে ভবতাং কামং লোকানাঞ্চ মহৎ স্বধম্ ॥২০॥

#### ভারতকৌমুদী

প্রকৃতমহুসরস্বাহ—কালেয়া ইতি । কালেয়াস্তদাখ্যা অসুরাঃ ॥১৬॥

ত্রিংশানামিতি । মৈত্রাবরুণিরগস্ত্যঃ । অভিযাতা আগতাঃ ॥১৭॥

এবমিতি । তেন অগস্ত্যেন । মুনিমগস্ত্যমেব ॥১৮॥

এবমিতি । অমুবন্ধৈরমুচরৈঃ সহৈতি সহানুবন্ধান্তান্ ॥১৯॥

ত্রিংশানামিতি । কাম্যত ইতি কামস্তম্ অভীষ্টং সমুদ্রপানমিত্যর্থঃ ॥২০॥

বিন্দ্যপর্বত অগস্ত্যের প্রভাবেই যে বৃদ্ধি পায় নাই—যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সে সমস্তই বলিলাম ॥১৫॥

রাজা ! দেবতারা সকলে অগস্ত্যের নিকট বর লাভ করিয়া যে ভাবে কালেয় অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৬॥

দেবগণের কথা শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন—“দেবগণ ! আপনারা কি জন্তু আসিয়াছেন ? কোন্ বরই বা আমার নিকট হইতে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন ?” ॥১৭॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে, তাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে কৃতাজ্জলি হইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন—॥১৮॥

“মহাত্মন্ ! আপনি এইরূপ কার্য্য করেন, অর্থাৎ মহাসমুদ্রটাকে পান করেন—ইহা আমরা ইচ্ছা করি । তাহার পর আমরা সেই কালেয়নামক অসুরগণকে অমুচরদের সহিতই বিনাশ করিব” ॥১৯॥

দেবগণের কথা শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন—“তাহাই হইবে । আমি আপনাদের অভীষ্ট বিষয় এবং লোকের বিশেষ নিবৃত্তি করিব” ॥২০॥

এবমুক্ত্বা ততোহগচ্ছৎ সমুদ্রে সরিতাং পতিম্ ।  
 ঋষিভিঃ তপঃসিদ্ধৈঃ সার্কং দেবৈশ্চ স্তব্রত ! ॥২১॥  
 মনুষ্যোরগগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিম্পুরুষাস্তদা ।  
 অনুজগ্মূর্মহাত্মানং দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥২২॥  
 ততোহভ্যগচ্ছন্ সহিতাঃ সমুদ্রে ভীমনিশ্বনম্ ।  
 নৃত্যন্তমিব চোন্মীর্ভির্বল্লন্তমিব বায়ুনা ॥২৩॥  
 হসন্তমিব ফেনোদৈঃ স্থলন্তং কন্দরেষু চ ।  
 নানাগ্রাহসমাকীর্ণং নানাদ্বিজগগান্নিতম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)  
 অগস্ত্যসহিতা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বমহোরগাঃ ।  
 ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ সমাসেতুর্মহোদধিম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি  
 তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । শাস্ত্রবিহিতনিয়মানাং যথাযথপালনাং স্তব্রতেতি যুধিষ্ঠিরস্ত সঙ্কোচনম্ ॥২১॥

মমুশ্যেতি । মহাত্মানমগস্ত্যম্ । তৎ সমুদ্রপানম্ ॥২২॥

তত ইতি । বায়ুনা বায়ুপ্রাতিকূল্যেন, বল্লন্তং সাটোপং গচ্ছন্তমিব । ফেনোদৈর্হসন্তমিব,  
 ফেনোদানাং শুভ্রহাং, কন্দরেষু গৃহাশ্চ, স্থলন্তং স্থলিতা পতন্তমিব । নানা অনৈকৈঃ প্রাহৈ-  
 র্জলজঙ্ঘতিঃ সমাকীর্ণং ব্যাপ্তম্, নানা দ্বিজগণৈঃ পক্ষিগণৈরব্ধিতম্ ॥২৩—২৪॥

অগস্ত্যেতি । সমাসেতুঃ প্রাপ্তং, মহোদধিম্ উক্তরূপং মহাসমুদ্রম্ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

যুধিষ্ঠির ! এইরূপ বলিয়া তাহার পর অগস্ত্য তপঃসিদ্ধ ঋষিগণ ও দেবগণের  
 সহিত মিলিত হইয়া সরিৎপতি সমুদ্রে গমন করিলেন ॥২১॥

তখন মনুষ্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখিবার জন্য  
 মহাত্মা অগস্ত্যের অনুগমন করিলেন ॥২২॥

তাহার পর তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন । তখন  
 সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল, তরঙ্গদ্বারা যেন নৃত্য করিতেছিল, বায়ুর প্রতিকূলতা-  
 বশতঃ যেন উদ্ধতভাবে চলিতেছিল এবং গুহা সকলের ভিতরে যেন পড়িয়া  
 যাইতেছিল ; আর সে সমুদ্র নানাবিধ জলজন্তুতে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ পক্ষিগণে  
 সমাকীর্ণ ছিল ॥২৩—২৪॥

## উননবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

সমুদ্রে স সমাসাচ্চ বারুণির্ভগবানৃষিঃ ।  
উবাচ সহিতান্ দেবানৃষীংশৈচব সমাগতান্ ॥১॥  
এষ লোকহিতার্থং বৈ পিবামি বরুণালয়ম্ ।  
ভবদ্বির্ঘদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছৌত্রং সংবিধীয়তাম্ ॥২॥  
এতাবদুক্ত্বা বচনং মৈত্রাবরুণিরচ্যুতঃ ।  
সমুদ্রমপিবৎ ক্রুদ্ধঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥৩॥  
পীয়মানং সমুদ্রস্ত দৃষ্ট্বা সেন্দ্রাস্তদাহমরাঃ ।  
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ স্তুতিভিঃ চাপ্যপূজয়ন্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্রমিতি । বারুণিরগন্ত্যঃ । সহিতান্ সম্মিলিতান্ ॥১॥  
এষ ইতি । বরুণালয়ং সমুদ্রম্ । অনুষ্ঠেয়ং বিধেয়ম্ ॥২॥  
এতাবদিতি । মৈত্রাবরুণিরগন্ত্যঃ, অচ্যুতঃ তপঃপ্রভাবাদভ্রষ্টঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সমুদ্রমিতি ॥১—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

তখন দেবতারা ও মহাত্মা ঋষিরা অগস্ত্যের সহিত এবং গন্ধর্ব্বগণ ও নাগগণের সহিত মিলিত হইয়া উক্তবিধ মহাসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন” ॥২৫॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“ভগবান্ অগস্ত্যমুনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমাগত এবং সম্মিলিত দেবগণ ও ঋষিগণকে কহিলেন—॥১॥

“লোকহিতের জন্ত এই আমি সমুদ্র পান করিতেছি । আপনাদের যাহা কর্তব্য, তাহা শীঘ্র করুন” ॥২॥

এইটুকুমাত্র কথা বলিয়া মহাপ্রভাবসম্পন্ন অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া সকল লোকের সাক্ষাতে সমুদ্র পান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩॥

তখন অগস্ত্য সমুদ্র পান করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্তব দ্বারা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন—॥৪॥

---

(২) অহং লোকহিতার্থং বৈ—বা ব কা ।

ত্বং নস্ত্রাতা বিধাতা চ লোকানাং লোকভাবন ! ।

ত্বৎপ্রসাদাৎ সমুচ্ছেদং ন গচ্ছেৎ সামরং জগৎ ॥৫॥

স পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাত্মা গন্ধর্ব্ববতূর্য্যোষু নদৎস্ব সর্ব্বশঃ ।

দিব্যাশ্চ পুষ্পৈরবকৌর্য্যমাণো মহার্নবং নিঃসলিলং চকার ॥৬॥

দৃষ্ট্বা কৃতং নিঃসলিলং মহার্নবং সুরাঃ সমস্তাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ ।

প্রগৃহ্য দিব্যানি বরায়ুধানি তান্ দানবান্ জম্বুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৭॥

তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্মহাত্মভির্মহাবলৈর্বেগিভিরুম্মদস্তিঃ ।

ন সেহিরে বেগবতাং মহাত্মনাং বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্ ॥৮॥

তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্দানবা ভীমনিশ্বনাঃ ।

চক্রুঃ স্তম্বমূলং যুদ্ধং মুহূর্ত্তমিব ভারত ! ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

পীযমানমিতি । ইঙ্গ্রেণ সহতি সেন্দ্রাঃ । অপূজয়ন্ অগস্ত্যমিতি শেষঃ ॥৪॥

ত্বমিতি । বিধাতা শুভশ্চেতি শেষঃ । লোকভাবন ! লোকানাং নিবৃত্তিকারক ! ॥৫॥

স ইতি । সঃ অগস্ত্যঃ, ত্রিদশৈর্দেবৈঃ । নদৎস্ব বাদনাং শস্যমানেষু ॥৬॥

দৃষ্ট্বেতি । দিব্যানি স্বর্গীয়াণি । অদীনসত্ত্বা অনল্লাধ্যবসায়ঃ ॥৭॥

ত ইতি । তে দানবাঃ । উন্নদস্তিঃ সিংহনাদং কুরুস্তিঃ । সেহিরে শেকুঃ ॥৮॥

ত ইতি । ত্রিদশৈর্দেবৈঃ । ভীমনিশ্বনা ভয়ঙ্করসিংহনাদাঃ ॥৯॥

‘জগতের নিবৃত্তিকারক মহর্ষি ! আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এবং ত্রিভুবনেরই মঙ্গলবিধাতা । আপনার অনুগ্রহেই দেবগণের সহিত সমস্ত জগৎ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে না’ ॥৫॥

এইভাবে দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা সকল দিকে তূর্য্যধ্বনি করিতে থাকিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; এই অবস্থায় মহাত্মা অগস্ত্য মহাসমুদ্রটাকে জলশূণ্য করিয়া ফেলিলেন ॥৬॥

অগস্ত্য মহাসমুদ্রটাকে জলশূণ্য করিয়াছেন দেখিয়া দেবতারা সকলেই আনন্দিত হইয়া স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত সেই দানবগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাবল, বেগবান্ ও সিংহনাদকারী মহাত্মা দেবতারা বধ করিতে লাগিলে, তখন সেই দানবেরা বেগবান্ ও মহাবল দেবগণের সেই বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না ॥৮॥

ভরতনন্দন ! দেবতারা দানবগণকে বধ করিতে লাগিলে, তাহারা ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া কিছুকাল অতিতুমুল যুদ্ধ করিল ॥৯॥

তে পূৰ্বং তপসা দন্ধা মুনিভিৰ্ভাবিতাশ্চিহ্নাঃ ।  
 যতমানাঃ পরং শক্ত্যা ত্রিদশৈর্বিনিসূদিতাঃ ॥১০॥  
 তে হেমনিষ্কাভরণাঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিণাঃ ।  
 নিহতা বহুবশোভন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥১১॥  
 হতশেষান্ততঃ কেচিৎ কালেয়া মনুজোত্তম ! ।  
 বিদার্য্য বসুধাং দেবীং পাতালতলমাশ্রিতাঃ ॥১২॥  
 নিহতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা ত্রিদশা মুনিপুঙ্গবম্ ।  
 তুষ্টবুর্বিবিধৈর্বা কৈর্যিদকৈর্বা ক্রবন্ বচঃ ॥১৩॥  
 ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো ! লোকৈঃ প্রাপ্তং মহৎ স্বখম্ ।  
 ত্বন্তেজস্ম চ নিহতাঃ কালেয়াঃ ক্রুরবিক্রমাঃ ॥১৪॥  
 পূরয়স্ব মহাবাহো ! সমুদ্রং লোকভাবন ! ।  
 যন্তর্যা সলিলং পীতং তদস্মিন্ পুনরুৎসৃজ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । ভাবিতাশ্চিহ্নাঃ মৈত্ৰ্যাদিভাবনয়া শোধিতচিত্তৈঃ ॥১০॥  
 ত ইতি । হেমনিষ্কং স্বর্ণমালায়্য আভরণং যেধাং তে । বহু অধিকম্ ॥১১॥  
 হতেতি । কালেয়াঃ কণ্ঠপাভাৰ্য্যায়াঃ কালায়াঃ পুত্ৰা আদিপৰ্শ্বগুপ্তাঃ ॥১২॥  
 নিহতানিতি । মুনিপুঙ্গবমগন্ত্যম্ ॥১৩॥  
 ত্বদ্বিতি । মহাবাহুবন্মহাশক্রসংহারঘটনান্মহাবাহো ইত্যগন্ত্যশ্চৈব সম্বোধনম্ ॥১৪॥

নিৰ্ম্মলচিত্ত মুনিরা পূৰ্বেই তাহাদিগকে তপস্থানলে দন্ধ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তখন তাহারা শক্তি অনুসারে জয়ের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে থাকিলেও দেবতারা তাহাদিগকে সংহার করিলেন ॥১০॥

স্বর্ণময় হার, কুণ্ডল ও অঙ্গদধারী সেই দানবেরা নিহত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষের স্থায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥১১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর হতাবশিষ্ট কতকগুলি কালেয় অসুর পৃথিবী বিদারণ করিয়া পাতালে যাইয়া আশ্রয় লইল ॥১২॥

তখন দেবগণ দানবগণকে নিহত দেখিয়া নানাবিধ বাক্যে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যর স্তুব করিলেন এবং এই কথা বলিলেন— ॥১৩॥

“মহাবাহু ! আপনার অনুগ্রহেই লোকেরা মহাসুখ লাভ করিল । কারণ, আপনার তেজেই ক্রুরবিক্রম কালেয়গণ নিহত হইয়াছে ॥১৪॥

(১২)...পাতালতলমাশ্রিতাঃ—বা ব কা নি । (১৩)...ইদং বচনমক্রবন্—বা ব কা নি ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভগবান্ মুনিপুঙ্গবঃ ।

তাংস্তদা সহিতান্ দেবানগন্ত্যঃ সপুৰন্দরান্ ॥১৬॥

জীর্ণং তন্ধি ময়া তোয়মুপায়োহন্যঃ প্রচিন্ত্যতাম্ ।

পূরণার্থং সমুদ্রস্ত ভবন্তির্যত্রমাস্থিতৈঃ ॥১৭॥

এতচ্ শ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষেৰ্ভাবিতাত্মনঃ ।

বিস্মিতাশ্চ বিষণ্ণাশ্চ বভূবুঃ সহিতাঃ সুরাঃ ॥১৮॥

পরস্পরমনুজ্ঞাপ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ।

প্রজাঃ সৰ্বা মহারাজ ! বিপ্রজগ্মুৰ্যথাগতম্ ॥১৯॥

ত্রিদশা বিষ্ণুনা সার্কুমুপজগ্মুঃ পিতামহম্ ।

পূরণার্থং সমুদ্রস্ত মন্ত্রয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

পূরয়শ্চেতি । হে লোকভাবন ! লোকানাং মঙ্গলকারক ! অস্মিন্ সমুদ্রপথে ॥১৫॥

এবমিতি । ভগবান্ অতিশয়েনাগিমাঠৈশ্বর্যবান্, মহার্ঘবশ্চৈব পানাত্মক ॥১৬॥

জীর্ণমিতি । অগ্নিঃ মৎকর্তৃকোদগারাদপরঃ ॥১৭॥

এতদ্বিতি । বিস্মিতাঃ ক্ষণেনৈব জলরাশেৰ্জীর্ণীকরণাৎ ; বিষণ্ণাঃ সমুদ্রস্ত জলশূন্যত্বাৎ ॥১৮॥

পরস্পরমিতি । প্রজা গন্ধৰ্ব্বমহুজাদয়ো জনাঃ । যথাগতং যথাস্থানম্ ॥১৯॥

ত্রিদশা ইতি । পিতামহং ব্রহ্মাণমুপজগ্মুঃ, সমুদ্রপূরণার্থমিতি ভাবঃ ॥২০॥

মহাবাহু ! লোকমঙ্গলকারক ! আপনি আবার সমুদ্র পূরণ করুন ; 'আপনি যে জল পান করিয়াছেন, তাহা আবার এই খাতে বিসর্জন করুন' ॥১৫॥

দেবতারা এইরূপ বলিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই সম্মিলিত দেবগণকে বলিলেন—॥১৬॥

“আমি সে জল জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি ; সুতরাং আপনারা সমুদ্র পূরণের জন্ত বিশেষ যত্ন অবলম্বন করিয়া অগ্নি উপায় চিন্তা করুন” ॥১৭॥

নির্মলচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া সম্মিলিত দেবতারা সকলেই বিস্মিত এবং বিষণ্ণ হইলেন ॥১৮॥

মহারাজ ! তাহার পর তত্রত্য লোকেরা সকলেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পরস্পর পরস্পরের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ॥১৯॥

আর, দেবতারা সমুদ্রকে পূরণ করিবার জন্ত বিষ্ণুর সহিত বার বার মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥২০॥

তে ধাতারমুপাগম্য ত্রিংশাঃ সহ বিষ্ণুনা ।

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্বে সাগরস্থ্যভিপূরণম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং সমুদ্রপূরণমন্ত্রণে ঊননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

## নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

তানুবাচ সমেতাংস্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

নিহ্নাদিন্মা গিরা রাজন্ ! দেবানাম্বাসয়ংস্তদা ॥১॥

গচ্ছধ্বং বিবুধাঃ সৰ্বে যথাকামং যথেষ্পিতম্ ।

মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্ততেহৰ্ণবঃ ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । ধাতারং ব্রহ্মাণম্ । উচুঃ পপৃজুঃ । অভিপূরণং তদুপায়ম্ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়ামনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

তানিতি । সমেতান্ সমাগতান্ । নিহ্নাদিন্মা স্বভাবত এব গন্তীরয়া ॥১॥

গচ্ছধ্বমিতি । যথাকামং গচ্ছধ্বম, যথেষ্পিতঞ্চ কুরুধ্বমিতি শেষঃ ॥২॥

সেই দেবতার। বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মার নিকট যাইয়া, সকলেই কৃতান্তলি হইয়া,  
সমুদ্র পূরণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন” ॥২১॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমাগত দেবগণকে আশ্বস্ত  
করিবার জন্য গন্তীর বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥১॥

“দেবগণ ! তোমরা সকলে ইচ্ছা হইলে যাইতে পার এবং ইচ্ছানুসারে কার্য্য  
করিতে পার । কারণ, সমুদ্র বহুকাল পরে নিজেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত  
হইবে ॥২॥

(২১) পূৰ্ব্বার্ধ বা ব কা পি নাহি । \* ‘...পঞ্চাধিকশততমঃ...’—বা ব কা পি,  
‘...চতুর্ধিকশততমঃ...’—নি । (১) বিতীয়ার্ধ বা ব কা পি নাহি ।



জ্ঞাতীংশ্চ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ ।  
 পূরয়িষ্যতি তোর্যৌঘৈঃ সমুদ্রং নিধিমন্তসাম্ ॥৩॥  
 পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বৈব বিবুধসত্তমাঃ ।  
 কালযোগং প্রতীক্ষন্তো জগ্মুশ্চাপি যথাগতম্ ॥৪॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং বৈ জ্ঞাতয়ো ব্রহ্মন্ ! কারণঞ্চাত্ৰ বৈ মূনে ! ।  
 কথং সমুদ্রেঃ পূর্ণশ্চ ভগীরথপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৫॥  
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ! ।  
 কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র ! রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্ ॥৬॥  
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত বিপ্রেন্দ্রো ধৰ্ম্মরাজ্ঞা মহাত্মনা ।  
 কথয়ামাস মাহাত্ম্যং সগরস্ত মহাত্মনঃ ॥৭॥

#### ভারতকৌমুদী

জ্ঞাতীনिति । অন্তসাং নিধিম্, অতন্তোর্যৌঘৈরেব পূরয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥৩॥  
 পিতামহেতি । কালযোগং ভাবিকালপ্রাপ্তিসম্বন্ধম্, প্রতীক্ষন্তঃ প্রতীক্ষমাণাঃ ॥৪॥  
 কথমিতি । অত্র সমুদ্রপূরণে । ভগীরথস্ত প্রতিশ্রয়াদবলম্বনাৎ ॥৫॥  
 এতদিতি । রাজচরিতস্তোত্তমত্বাদেব তদেতচ্ শ্রোতুমিচ্ছামীত্যশয়ঃ ॥৬॥  
 এবমিতি । বিপ্রেন্দ্রো লোমশঃ । ধৰ্ম্মরাজ্ঞেতি আৰ্হিবাদদন্তত্বাভাবঃ ॥৭॥

মহারাজ ভগীরথ জ্ঞাতীগণকে হেতু করিয়া জলরাশি দ্বারাই জলনিধি সমুদ্রকে পূর্ণ করিবেন” ॥৩॥

তখন দেবতারা সকলে ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া, সেই কালের প্রতীক্ষা করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন” ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রহ্মন্ ! মূনে । এ বিষয়ে ভগীরথের জ্ঞাতীরা কি করিয়া কারণ হইয়াছিলেন ? এবং কি করিয়াই বা ভগীরথকে অবলম্বন করিয়া সমুদ্র পূর্ণ হইয়াছিল ? ॥৫॥

ব্রাহ্মণ ! তপোধন ! আপনি রাজাদের উত্তম চরিত্র বিস্তরক্রমে বলুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, লোমশমুনি মহাত্মা সগরের মাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭॥

(৩) জ্ঞাতীন বৈ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ । দ্বিতীয়ার্দ্ধক্ নাতি—বা ব কা পি ।

(৫)...কারণঞ্চাত্ৰ কিং মূনে !—বা ব কা নি ।

লোমশ উবাচ ।

ইক্ষ্বাকুণাং কুলে জাতঃ সগরো নাম পার্থিবঃ ।  
 রূপসম্ভবলোপেতঃ স চাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৮॥  
 স হৈহয়ান্ সমুৎসাত্ত তালজজ্বাংশ্চ ভারত ! ।  
 বশে চ কৃত্বা রাজ্ঞান্ স্বরাজ্যমশুশিষ্ঠবান্ ॥৯॥  
 তস্মৈ ভার্য্যে ত্বভবতাং রূপযৌবনদৰ্পিতে ।  
 বৈদৰ্ভী ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! শৈব্যা চ ভরতৰ্ষভ ! ॥১০॥  
 স পুত্রকামো নৃপতিস্তপ্যতে স্ম মহত্তপঃ ।  
 পত্নীভ্যাং সহ রাজেন্দ্র ! কৈলাসং গিরিমাশ্রিতঃ ॥১১॥  
 স তপ্যমানঃ স্মহত্তপোযোগসমস্মিতঃ ।  
 আসসাদ মহাত্মানং ত্র্যক্ষং ত্রিপুরমর্দনম্ ॥১২॥  
 শঙ্করং ভবমীশানং শূলপাণিং পিনাকিনম্ ।  
 ত্র্যম্বকং শিবমুগ্ৰেশং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইক্ষ্বাকুণামিতি । রূপং সৌন্দর্য্যং সম্ভবমধ্যবসায়ঃ বলঃ শক্তিঃচ তৈরূপেতঃ ॥৮॥  
 স ইতি । হৈহয়ান্ তালজজ্বাংশ্চ তত্ত্বংশীয়ান্ নৃপতীন ॥৯॥  
 তস্মৈতি । বৈদৰ্ভী বিদৰ্ভরাজতনয়া, শৈব্যা শিবিতনয়া চ ॥১০॥  
 স ইতি । আশ্রিতঃ অধিষ্ঠিতঃ ॥১১॥  
 স ইতি । তপো বৈধক্শেণ উপবাসাদিঃ যোগশ্চ ধ্যানাদিস্তাভ্যাং সমস্মিতঃ । ত্র্যক্ষং  
 ত্রিলোচনম্ । কৰ্ম্মাহুসারিভিনামভিস্তং বিশিনষ্ট শঙ্করমিত্যাди ॥১২—১৩॥

লোমশ বলিলেন—“ইক্ষ্বাকুবংশে ‘সগর’-নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন ; তিনি  
 রূপ, উৎসাহ, শক্তি ও প্রতাপশালী হইয়াও অপুত্রক ছিলেন ॥৮॥

ভরতনন্দন ! তিনি হৈহয়বংশীয় ও তালজজ্ববংশীয় রাজগণকে উৎসন্ন করিয়া  
 এবং অগ্ন্যাত্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া আপন রাজ্য শাসন করিতেন ॥৯॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! সেই সগররাজার দুইটী ভার্য্যা ছিল ; তাঁহারা দুই জনই  
 রূপযৌবনগর্বিতা ছিলেন ; তাঁহাদের একজন বিদৰ্ভরাজার তনয়া, অপরজন  
 শিবিরাজার হুহিতা ছিলেন ॥১০॥

রাজশ্ৰেষ্ঠ ! সেই সগররাজা ভার্য্যাদের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসপর্বতে  
 বাইয়া পুত্রকামনা করিয়া গুরুতর তপস্বী করেন ॥১১॥

তিনি উপবাসাদি ও ধ্যানপ্রভৃতি করিতে থাকিয়া গুরুতর তপস্বী প্রযত্ন

স তং দৃষ্টে ব বরদং পত্নীভ্যাং সহিতো নৃপঃ ।  
 প্রণি শত্য মহাবাহুঃ পুত্রার্থং সমযাচত ॥১৪॥  
 তং প্রীতিমান্ হরঃ প্রাহ সভার্য্যং নৃপসত্তমম্ ।  
 যস্মিন্ বৃতো মুহূর্ত্তেহহং ত্রয়েহ নৃপতে ! বরম্ ॥১৫॥  
 যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি শূরাঃ পরমদর্পিতাঃ ।  
 একস্ত্রাং সম্ভবিষ্যন্তি পত্ন্যাং নরবরোত্তম ! ॥১৬॥  
 তে চৈব সর্বে সহিতাঃ ক্ষয়ং যাস্ত্যন্তি পার্থিব ! ।  
 একো বংশধরঃ শূর' একস্ত্রাং সম্ভবিষ্যতি ॥১৭॥ (বিশেষকম্)  
 এবমুক্ত্বা তু তং রুদ্রস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।  
 স চাপি সগরো রাজা জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১৮॥  
 পত্নীভ্যাং সহিতস্তত্র সোহতিহ্ষটমনাস্তদা ।  
 কালং শঙ্কুবরপ্রাপ্তং প্রতীক্ষন্ সগরোহনয়ং ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । সমযাচত বরমিতি শেষঃ ॥১৪॥

তমিতি । বৃতো যাচিতি । অতএব দ্বিকর্ম্মকত্বম্ অপ্রধানকর্ম্মণ উক্ততা চ । একস্ত্রাং পত্ন্যাং  
 যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সম্ভবিষ্যন্তি, তে চৈব সর্বে শূরাঃ পরমদর্পিতাশ্চ সম্ভবিষ্যন্তি, সহিতাঃ সম্মিলিতাশ্চ  
 ক্ষয়ং যাস্ত্যন্তি, তস্ত মুহূর্ত্তস্ত গুণাদেবেতি শেষঃ । একঃ পুত্রঃ । একস্ত্রাং পত্ন্যাম্ ॥১৫—১৭॥

এবমিতি । রুদ্রো মহাদেবঃ । নিবেশনং ভবনম্ ॥১৮॥

পত্নীভ্যামিতি । প্রাপ্তঃ শঙ্কুবর ইতি শঙ্কুবরপ্রাপ্তম্, অয়িস্তোকাদিবৎ পরনিপাতঃ ॥১৯॥

রহিয়া একদা শঙ্কর, ভব, ঈশান, শূলপাণি, পিনাকী, ত্র্যম্বক, শিব ও উগ্রেশপ্রভৃতি  
 বহু রূপধারী উমাপতি ত্রিপুরহস্তা মহাত্মা মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ  
 করিলেন ॥১২—১৩॥

মহাবাহু সগররাজা মহাদেবকে দেখিয়াই পত্নীদের সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাত  
 করিয়া পুত্রের জন্ম বর প্রার্থনা করিলেন ॥১৪॥

তখন সম্ভট্টিচিন্ত মহাদেব, ভার্য্যাদের সহিত সগররাজাকে বলিলেন—“রাজা !  
 তুমি যে মুহূর্ত্তে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তের গুণে তোমার এক  
 পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র জন্মিবে ; তাহারা সকলেই বীর ও মহাদর্পিত হইবে,  
 পরে আবার সকলে মিলিয়াই বিনষ্ট হইবে । আর, অপর পত্নীর গর্ভে একটীমাত্র  
 বীর ও বংশরক্ষক পুত্র জন্মিবে” ॥১৫—১৭॥

সগররাজাকে এই কথা বলিয়া মহাদেব সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ;  
 সগররাজাও আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥১৮॥

তস্য তে মনুজশ্ৰেষ্ঠ ! ভাৰ্য্যো কমললোচনে ।  
 বৈদৰ্ভী চৈব শৈব্যা চ গৰ্ভিণ্যো সংবভূবতুঃ ॥২০॥  
 ততঃ কালেন বৈদৰ্ভী গৰ্ভালাবুং ব্যজায়ত ।  
 শৈব্যা চ স্নঘুবে পুত্রং কুমারং দেবরূপিণম্ ॥২১॥  
 তদাহ্ণলাবুং সমুৎস্ৰষ্টুং মনশ্চক্রে স পার্থিবঃ ।  
 অথান্তরীক্ষাচ্ছ্রাব বাচং গম্ভীরনিশ্বনাম্ ॥২২॥  
 রাজন্ ! মা সাহসং কাৰ্য্যঃ পুত্রান্ ন ত্যক্তুমহঁসি ।  
 অলাবুমধ্যাক্ষিণ্য বীজং যত্নেন গোপ্যতাম্ ॥২৩॥  
 সোপশ্বেদেষু পাত্রেষু ঘৃতপূৰ্ণেষু ভাগশঃ ।  
 ততঃ পুত্রসহস্রাণি সৃষ্টিং প্রাপ্যসি পার্থিব ! ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)  
 মহাদেবেন দিষ্টং তে পুত্রজন্ম নরাধিপ ! ।  
 অনেন ক্রমযোগেন মা তে বুদ্ধিরতোহন্থথা ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

ভস্মেতি । গৰ্ভিণ্যো সংবভূবতুঃ, কালক্রমেণ শম্ভুবরাদেবেতি ভাবঃ ॥২০॥

তত ইতি । গৰ্ভভূতা অলাবুর্গৰ্ভালাবুস্তাম্, ব্যজায়ত ব্যজনয়ৎ । কুমারং কান্তিকেষমিব, ভৰ্ভুদারকং বা ॥২১॥

ভদেতি । সমুৎস্ৰষ্টুং পরিত্যক্তুম্, মনশ্চক্রে ইয়েষেত্যর্থঃ ॥২২॥

রাজমিতি । বীজমক্ষুরং, গোপ্যতাং রক্ষ্যতাম্ । সোপশ্বেদেষু উক্ষেপ্য ॥২৩—২৪॥

সগররাজা সেখানে যাইয়া পত্নীদের সহিত মিলিত হইয়া অতি দ্রষ্টমনে মহাদেবের বরের প্রতীক্ষা করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

নরশ্ৰেষ্ঠ ! কালক্রমে বৈদৰ্ভী ও শৈব্যা—এই দুইটী পদ্মনয়না সগরভাৰ্য্যা হই গৰ্ভবতী হইলেন ॥২০॥

তাহার পর যথাকালে বৈদৰ্ভী একটি অলাবু প্রসব করিলেন এবং শৈব্যা কান্তিকের তুল্য দিব্যরূপী একটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥২১॥

তখন সগররাজা সেই অলাবুটাকে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু তিনি সেই সময়েই আকাশ হইতে গম্ভীর স্বরে এক বাক্য শুনিতে পাইলেন—॥২২॥

“রাজা ! অবিবেচনার কার্য্য করিবেন না, পুত্রগুলিকে ফেলিয়া দিবেন না । অলাবুর ভিতর হইতে বীজ সকল নিকাশনপূর্বক ভাগ ভাগ করিয়া উষ্ণ ও ঘৃতপূর্ণ পাত্রে যত্নপূর্বক রক্ষা করুন ; তাহা হইলে যাট হাজার পুত্র লাভ করিবেন ॥২৩—২৪॥

(২৫) শ্লোকের পরম্ ‘...বহুবিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...পঞ্চাবিকশত-তমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

## লোমশ উবাচ ।

এতচ্ছ্রীহস্তরীক্ষাচ্চ স রাজা রাজসত্তমঃ ।  
 যথোক্তং তচ্চকারাথ শ্রদ্ধধন্তুরতর্ভত ! ॥২৬॥  
 একৈকশস্ততঃ কৃহা বীজং বীজং নরাধিপঃ ।  
 যুতপূর্ণেষু কুন্তেষু তান্ ভাগান্ নিদধে ততঃ ॥২৭॥  
 ধাত্রীশৈচৈকশঃ প্রাদাৎ পুত্ররক্ষণতৎপরঃ ।  
 ততঃ কালেন মহতা সমুত্তম্মহাবলাঃ ॥২৮॥  
 ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তস্মাপ্রতিমতেজসঃ ।  
 রুদ্রপ্রসাদাদ্রাজর্ষেঃ সমজায়ন্ত পার্থিব ! ॥২৯॥  
 তে যোরাঃ ক্রুরকর্মাণ আকাশপরিসপিণঃ ।  
 বহুহ্রাচ্চাবজানন্তঃ সর্বান্ লোকান্ সহামরান্ ॥৩০॥  
 ত্রিংশাংশ্চাপ্যবাসন্ত তথা গন্ধর্ব্বরাক্ষসান্ ।  
 সর্বাণি চৈব ভূতানি শূরাঃ সমরশালিনঃ ॥৩১ (যুগ্মকম্)

## ভারতকৌমুদী

মহেতি । দিষ্টং নির্দিষ্টম্ । ক্রমযোগেন ক্রমনিয়মেন ॥২৫॥  
 এতদ্বিতি । অন্তরীক্ষাদাগতম্ এতৎপ্রচনম্ । শ্রদ্ধাৎ নিশ্চয়ম্ ॥২৬॥  
 একৈকশ ইতি । বীজং পুত্রকারণীভূতম্, বীজমঙ্কুরম্, একৈকশঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২৭॥  
 ধাত্রীরিতি । পুত্ররক্ষণতৎপরঃ সগরঃ । মহাবলাঃ পুত্রা ইতি শেষঃ ॥২৮॥  
 ষষ্টিরিতি । তস্ত সগরস্ত । রুদ্রপ্রসাদায়হাদেবাহুগ্রহাৎ ॥২৯॥

রাজা । মহাদেব এই ক্রমেই আপনার পুত্রজন্ম নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং আপনার যেন অন্তরূপ বুদ্ধি হয় না” ॥২৫॥

লোমশ বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজপ্রধান সগররাজা আকাশ হইতে এই বাক্য শুনিয়া এবং তাহা বিশ্বাস করিয়া যথোক্তরূপ কার্য্যই করিলেন ॥২৬॥

তিনি পুত্রের কারণ সেই অঙ্কুরগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, তাহার পর সেই ভাগগুলিকে যুতপূর্ণ বহুতর কুন্তের ভিতরে রাখিলেন ॥২৭॥

এবং পুত্ররক্ষার্থ এক একটী কুন্তে এক একটী করিয়া ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন । তাহার পর অনেক কাল পরে মহাবল পুত্র সকল উৎখিত হইল ॥২৮॥

রাজা । মহাদেবের অনুগ্রহে অতুলনীয়প্রভাব রাজর্ষি সগরের ষাট হাজার পুত্র জন্মিল ॥২৯॥

ভয়ঙ্করপ্রকৃতি, হিংস্রস্বভাব, আকাশচারী, বীর ও যুদ্ধনিপুণ সেই সগর-

বাধ্যমানাস্ততো লোকাঃ সাগরৈর্মন্দবুদ্ধিভিঃ ।  
 ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহিতাঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৩২॥  
 তানুবাচ মহাভাগঃ সর্বলোকপিতামহঃ ।  
 গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ ! সর্বৈ লোকৈঃ সার্কং যথাগতম্ ॥৩৩॥  
 নাতিদৌর্ঘেণ কালেন সাগরাণাং ক্ষয়ো মহান্ ।  
 ভবিষ্যতি মহাঘোরঃ স্বকৃতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ সুরাঃ ! ॥৩৪॥  
 এবমুক্তাস্ত তে দেবা লোকাশ্চ মনুজেশ্বর ! ।  
 পিতামহমনুজাপ্য বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥৩৫॥  
 ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ভরতর্ষভ ! ।  
 দীক্ষিতঃ সগরো রাজা হয়মেধেন বীৰ্য্যবান্ ॥৩৬॥

### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । আকাশপরিসর্পিণঃ বিমানারোহণেন গগনচারিণঃ । ত্রিদশান্ দেবান্ । সমরশালিনো যুদ্ধনৈপুণ্যবন্তঃ ॥৩০—৩১॥

বাধ্যমানা ইতি । সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ, বাধ্যমানাঃ পীড়মানাঃ ॥৩২॥  
 তানিতি । সর্বলোকপিতামহো ব্রহ্মা । যথাগতং যথাস্থানম্ ॥৩৩॥  
 নেতি । সাগরাণাং সগরপুত্রাণাম্ । মহান্, সাকল্যেনোচ্ছেদাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৪॥  
 এবমিতি । পিতামহং ব্রহ্মাণম্, অনুজাপ্য অনুজাং কারয়িত্বা ॥৩৫॥  
 তত ইতি । দীক্ষিতো লব্ধদীক্ষঃ, হয়মেধেন অশ্বমেধযজ্ঞেন ॥৩৬॥

পুত্রেরা নিজেদের সংখ্যা বহুতর বলিয়া দেবগণের সহিত সমস্ত লোককে অবজ্ঞা করিতে থাকিয়া, সমস্ত প্রাণী, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এমন কি দেবগণকে পর্য্যস্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥৩০—৩১॥

তাহার পর সমস্ত লোক, মন্দবুদ্ধি সগরপুত্রগণকর্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকিয়া দেবগণের সহিত যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল ॥৩২॥

তখন মহাত্মা ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন—“দেবগণ ! তোমরা সকলে এই লোকদের সহিত যথাস্থানে যাইতে পার ॥৩৩॥

কারণ, দেবগণ ! অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই নিজেদের কৰ্ম্মফলে সগরপুত্রগণের ভীষণভাবে সমূলে ধ্বংস হইবে” ॥৩৪॥

নরনাথ ! ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, সেই দেবতারা ও অন্যান্য লোকেরা ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, প্রতাপশালী সগররাজা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ॥৩৬॥

তস্তাশ্চো ব্যচরভূমিং পুত্রৈঃ সম্পরিরক্ষিতঃ ।  
 সমুদ্রং স সমাসাশ্রয় নিস্তোয়ং ভীমদর্শনম্ ॥৩৭॥  
 রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।  
 ততস্তে সাগরাস্তাত ! হতং মহা হয়োত্তমম্ ॥৩৮॥  
 আগম্য পিতুরাচখ্যরদৃশ্যং তুরগং হতম্ ।  
 তেনোক্তা দিক্ষু সর্বাসু সর্বৈ মার্গত বাজিনম্ ॥৩৯॥ (বিশেষকম)  
 ততস্তে পিতুরাজ্যায় দিক্ষু সর্বাসু তং হয়ম্ ।  
 অমার্গন্তু মহারাজ ! সর্বঞ্চ পৃথিবীতলম্ ॥৪০॥  
 ততস্তে সাগরাঃ সর্বৈ সমুপেত্য পরস্পরম্ ।  
 নাধ্যগচ্ছন্ত তুরগমশ্বহর্তারমেব চ ॥৪১॥  
 আগম্য পিতরক্ষোচুস্ততঃ প্রাঞ্জলয়োহগ্রতঃ ।  
 সসমুদ্রবনস্বীপা সনদীনদকন্দরা ॥৪২॥  
 সপর্বতবনোদ্দেশা নিখিলেন মহী নৃপ ! ।  
 অস্মাভির্বিচীতা রাজন্ ! শাসনাত্তব পার্থিব ! ॥৪৩॥ (যুগ্মকম)

### ভারতকৌমুদী

তস্তেতি । নিস্তোয়ং খাতমাত্রম্, অগন্ত্বেন পীততোয়ত্বাৎ । সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ । অদৃশ্যং  
 যথা স্মৃত্তথা হতম্ । তেন পিত্রা সগরেণ, মার্গত অধিগত ॥৩৭—৩৯॥  
 তত ইতি । আজ্যায় আজ্যং গৃহীত্বা । পৃথিবীতলঞ্চ গচ্ছতি শেষঃ ॥৪০॥  
 তত ইতি । সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ । নাধ্যগচ্ছন্ত নাপ্রবুন্, তুরগমশ্বম্ ॥৪১॥  
 আগম্যেতি । উচুঃ সাগরাঃ । নিখিলেন সাকল্যেনেত্যর্থঃ । বিচীতা অধিষ্টা ॥৪২—৪৩॥

তখন তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব তাঁহারই পুত্রগণকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী  
 বিচরণ করিতে লাগিল । একদা সেই অশ্ব, জলশৃঙ্গ ভীমদর্শন সমুদ্রতীরে যাইয়া  
 যত্নপূর্বক রক্ষিত হইতে থাকিয়াও সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল । বৎস ! তাহার  
 পর সেই সগরপুত্রেরা পিতার নিকট আসিয়া বলিল যে, “অদৃশ্যভাবে সে অশ্ব  
 অপহৃত হইয়াছে ।” তখন সগর বলিলেন—“তোমরা সকলে সকল দিকে সেই  
 অশ্বের অন্বেষণ কর” ॥৩৭—৩৯॥

মহারাজ ! তাহার পর সগরপুত্রেরা পিতার আদেশ পাইয়া সকল দিকে এবং  
 সমস্ত পৃথিবীতে সেই অশ্বের অন্বেষণ করিল ॥৪০॥

তদনন্তর সেই সগরপুত্রেরা সকলে পরস্পর বিচরণ করিয়াও সে অশ্ব বা  
 অশ্বহর্তাকে পাইল না ॥৪১॥

তাহার পর তাহারা আসিয়া পিতার সম্মুখে কৃতাজলি হইয়া বলিল যে,

ন চান্থমধিগচ্ছামো নাশ্বহর্তারমেব চ ।  
 শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং স রাজা ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥৪৪॥  
 উবাচ বচনং সৰ্বাংস্তদা দৈববশাম্ প ! ।  
 অনাগমায় গচ্ছধ্বং ভূয়ো মার্গত বাজিনম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)  
 যজ্জিয়ং তং বিনা হান্থং নাগন্তব্যং হি পুত্রেকাঃ ! ।  
 প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশং পিতুস্তে সগরাত্মজাঃ ॥৪৬॥  
 ভূয় এব মহীং কৃৎস্নাং বিচ্ছেতুমুপচক্রমুঃ ।  
 অথাপশ্যন্ত তে বীরাঃ পৃথিবীমবদারিতাম্ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)  
 সমাসাং বিলং তচ্চাপ্যখনন্ সগরাত্মজাঃ ।  
 কুন্দালৈর্হেমুকৈশ্চাপি সমুদ্রং যত্নমাস্থিতাঃ ॥৪৮॥  
 স খন্যমানঃ সহিতৈঃ সাগরৈর্বরুণালয়ঃ ।  
 অগচ্ছৎ পরমামাৰ্জিৎ দীৰ্য্যমাণঃ সমস্ততঃ ॥৪৯॥

## ভারতকৌমুদী

নেতি । অধিগচ্ছামঃ প্রাপ্তুমঃ । মার্গত অধিগত ॥৪৪—৪৫॥  
 যজ্জিয়মিতি । যজ্জিয়ং যজ্ঞার্থম্ । সন্দেশমাদেশম্ । বিচ্ছেতুমেষ্টুম্ ॥৪৬—৪৭॥  
 সমিতি । হেযন্তে অব্যক্তং শব্দং কুৰ্ব্বন্তীতি হেযুকাণি প্রস্তুতকরাকারমুখানি লৌহাত্মানি  
 তৈঃ । “বেষু হেষু অব্যক্তে শব্দে” ইতি হেষধাতোরৌণাদিক উকঃ ॥৪৮॥  
 স ইতি । সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ, বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ ॥৪৯॥

“মহারাজ ! আপনার আদেশে আমরা সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, গুহা, পর্বত ও  
 বনপ্রান্তের সহিত সমগ্র পৃথিবীই অন্বেষণ করিয়াছি ॥৪২—৪৩॥

কিন্তু অশ্ব বা অশ্বহর্তাকে পাইলাম না ।” রাজা ! তাহাদের সেই কথা  
 শুনিয়া সগররাজা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া দৈববশতঃ তখনই সকলকে বলিলেন—  
 “ফিরিয়া না আসার জন্তই তোমরা আবার যাও, অশ্ব অন্বেষণ কর ॥৪৪—৪৫॥

পুত্রগণ ! সেই যজ্ঞের অশ্ব ব্যতীত তোমরা আসিও না ।” সেই সগরপুত্রগণ  
 পিতার আদেশ পাইয়া আবারও সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিবার উপক্রম করিল ।  
 তাহার পর তাহারা (সমুদ্রতীরের এক স্থানে) ভূতলটাকে বিদারিত দেখিল ॥৪৬-৪৭॥

সগরপুত্রেরা সেই গর্ভ পাইয়া বিশেষ যত্ন অবলম্বনপূর্বক কুন্দাল ও হেমুক  
 (অস্ত্রবিশেষ) দ্বারা সমুদ্র খনন করিতে লাগিল ॥৪৮॥



অশ্রুরোরগরক্ষাংসি সত্ত্বানি বিবিধানি চ ।

আৰ্ত্তনাদমকুৰ্ব্বন্ত বধ্যমানানি সাগরৈঃ ॥৫০॥

ছিন্নশীৰ্ষা বিদেহাশ্চ ভিন্নত্বগস্থিসন্ধয়ঃ ।

প্রাণিনঃ সমদৃশ্যন্ত শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৫১॥

এবং হি খনতাং তেষাং সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ।

ব্যতীতঃ স্তমহান্ কালো ন চাশ্বঃ সমদৃশ্যত ॥৫২॥

ততঃ পূর্বোত্তরে দেশে সমুদ্রস্য মহীপতে ! ।

বিদার্য্য পাতালমথ সংক্রুদ্ধাঃ সগরাভ্রজাঃ ॥৫৩॥

অপশ্যন্ত হয়ং তত্র বিচরন্তঃ মহীতলে ।

কপিলঞ্চ মহাত্মানং তেজোরাশিমনুভমম্ ॥৫৪॥ (যুগ্মকম্)

#### ভারতকৌমুদী

অশ্রুয়েতি । সত্ত্বানি প্রাণিনঃ । সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ ॥৫০॥

ছিন্নেতি । বিদেহা দেহরহিতাঃ, ভিন্না বিদীর্ণাশ্বগস্থিসন্ধয়ো যেষাং তে ॥৫১॥

এবমিতি । তেষাং সগরপুত্রাণাম্ । সমদৃশ্যত তৈরিত্যি শেষঃ ॥৫২॥

তত ইতি । পূর্বোত্তরে দেশে ঈশানকোণে । হয়ং তং যজ্ঞাশ্বম্ ॥৫৩—৫৪॥

#### ভারতভাবদীপঃ

তানিতি ॥১—৪৭॥ হ্রেষুর্কৈঃ হ্রেষয়তি সর্পয়তোভিরিতি মৃত্তিকোৎক্ষেপণযন্ত্রৈঃ সদগৈ-  
লৌহপট্টৈঃ । হ্রেষু প্রসর্পণে অস্ত্র রূপম্ ॥৪৮॥ সাগরৈঃ সগরপুত্রসমূহৈঃ ॥৪৯—৫২॥ পূর্বোত্তরে  
ঈশাত্মাম্ ॥৫৩—৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২০॥

সগরপুত্রেরা মিলিত হইয়া খনন করিতে লাগিলে সেই সমুদ্র সকল দিকে বিদীর্ণ  
হইতে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতে লাগিল ॥৪৯॥

সগরপুত্রেরা বধ করিতে থাকিলে অশ্রু, নাগ, রাক্ষস ও অগ্ন্যাশ্রু নানাবিধ প্রাণী  
সকল আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৫০॥

মস্তক ছিন্ন, দেহ অপসারিত এবং চর্ম্ম, অস্থি ও সন্ধিস্থান বিদীর্ণ হইল ; এই-  
ভাবে শত শত সহস্র সহস্র প্রাণী দেখা যাইতে লাগিল ॥৫১॥

এইভাবে বরুণালয় সমুদ্রকে খনন করিতে সগরপুত্রগণের অতি দীর্ঘকাল অতীত  
হইল ; কিন্তু সে যজ্ঞীয় অশ্ব দেখা গেল না ॥৫২॥

রাজা ! তাহার পর ক্রুদ্ধ সগরপুত্রেরা সমুদ্রের ঈশানকোণে বিদারণ করিয়া  
পাতালে যাইয়া দেখিল যে, সেই যজ্ঞীয় অশ্বটা ভূতলে বিচরণ করিতেছে এবং  
অসাধারণ তেজঃপুঞ্জের দ্বারা মহাত্মা কপিলমুনি অবস্থান করিতেছেন ॥৫৩—৫৪॥

তেজসা দীপ্যমানস্ত জ্বালাভিরিব পাবকম্ ।  
 দৃষ্ট্ৱা হি বিস্মিতাঃ সৰ্বে বভূবুঃ কালচোদিতাঃ ॥৫৫॥  
 তে তং দৃষ্ট্ৱা হয়ং রাজন্ ! সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ ।  
 অনাদৃত্য মহাত্মানং কপিলং কালচোদিতাঃ ।  
 সংক্রুদ্ধাঃ সমধাবন্ত অশ্বগ্রহণকাজ্জিহ্বাঃ ॥৫৬॥  
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ! কপিলো মুনিসত্তমঃ ।  
 বাসুদেবেতি যং প্রাহ্ণঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্ ॥৫৭॥  
 স চক্ষুर्वিকৃতং কৃৎৱা তেজস্তেষু সমুৎসৃজন্ ।  
 দদাহ স্তমহাতেজা মন্দবুদ্ধীন্ স সাগরান্ ॥৫৮॥  
 তান্ দৃষ্ট্ৱা ভস্মসাভুতান্ নারদঃ স্তমহাতপাঃ ।  
 সগরাস্তিকমাগচ্ছতচ্চ তস্মৈ শ্রবেদয়ৎ ॥৫৯॥

### ভারতকৌমুদী

তেজসেতি । জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ । কালেন যুতানা চোদিতাঃ প্রেরিতাঃ ॥৫৫॥  
 ত ইতি । সম্প্রহৃষ্টতনূরুহা আনন্দেন রোমাঞ্চিতদেহাঃ । সংক্রুদ্ধাঃ কপিলৈশ্চ চৌরত্বাব-  
 ধারণাদিতি ভাবঃ, সমধাবন্ত কপিলমেব হস্তমিতি শেষঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৬॥  
 তত ইতি । ক্রুদ্ধোহভবৎ । বাসুদেবেতি বাসুদেবাবতার ইতি, “পঞ্চমঃ কপিলো নাম  
 সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্ । প্রোবাচাস্থরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্গয়ম্ ॥” ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-  
 বচনাৎ ॥৫৭॥  
 স ইতি । মন্দবুদ্ধীন্, কপিলচৌর্য্যবিষয়ে বিচারা করণাদিতি ভাবঃ । স প্রসিদ্ধঃ ॥৫৮॥  
 তানিতি । ভস্মসাভুতান্ অংশতঃ, পরত্র “যত্র তানি শরীরানি” ইত্যভিধানাৎ । তৎ  
 পুত্রনিধনম্, তস্মৈ সগরায় ॥৫৯॥

কপিলমুনিকে - শিখাদ্বারা অগ্নির শ্রায় তেজদ্বারা দীপ্যমান দেখিয়াই কাল-  
 প্রেরিত সগরপুত্রেরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল ॥৫৫॥

রাজা ! তখন তাহারা সেই অশ্বট্টা দেখিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া, সেই  
 অশ্ব গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় কালপ্রেরিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা কপিলকে অবজ্ঞা  
 করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥৫৬॥

মহারাজ ! তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল ক্রুদ্ধ হইলেন ; জ্ঞানীরা যে মুনিশ্রেষ্ঠ  
 কপিলকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন ॥৫৭॥

প্রসিদ্ধ মহাতেজা সেই কপিল চক্ষু বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগরপুত্রগণের  
 উপরে তেজ নিষ্কিপ্ত করিতে থাকিয়া তাহাদিগকে দহন করিলেন ॥৫৮॥

তখন মহাতপা নারদ সেই সগরপুত্রদিগকে প্রায় ভস্মীভূত দেখিয়া সগররাজার  
 নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৫৯॥

স তচ্ শ্রুত্বা বচো ঘোরং রাজা মুনিমুখোদগতম্ ।

মুহূর্তং বিমনা ভূত্বা স্থাগোর্বাক্যমচিস্তয়ৎ ॥৬০॥

স পুত্রনিধনোথেন দুঃথেন সমভিপ্লুতঃ ।

আত্মানমাত্মনাশ্বাস্ত্র হয়মেবাগ্ৰচিস্তয়ৎ ॥৬১॥

অংশুমন্তং সমাহূয় অসমঞ্জঃস্বতং তদা ।

পৌত্রং ভরতশাদ্দূল ! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৬২॥

যষ্টিস্থানি সহস্রাণি পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ।

কাপিলং তেজ আসাঢ় মৎকূতে নিধনং গতঃ ॥৬৩॥

তব চাপি পিতা তাত ! পরিত্যক্তো ময়াহনঘ ! ।

ধর্ম্যং স্বং রক্ষমাণেন পৌরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥৬৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমর্থং রাজশাদ্দূলঃ সগরঃ পুত্রমাত্মজম্ ।

ত্যক্তবান্ দুস্ত্যজং বীরং তন্মে ক্রুহি তপোধন ! ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স্থাগোঃ শিবস্ত্র । “তে চৈব সর্বের সহিতাঃ ক্ষয়ং যাত্তস্তি পার্থিব !” ইতি বাক্যম্ ॥৬০॥

স ইতি । হয়ং তং যজ্ঞাশ্বমেবাচিস্তয়ৎ, যজ্ঞনির্বাহার্থমিতি ভাবঃ ॥৬১॥

অংশুতি । অব্রবীৎ, সগর ইতি শেষঃ ॥৬২॥

যষ্টিরিতি । গত ইতি শব্দাভিধেয়ে পুংস্বম্, “শব্দাভিধেয়ে লিঙ্গং স্ত্রাং শব্দলিঙ্গমথাপি বা । শোভনায়ৈ কলত্রায় দারান্ পশুস্তি শোভনান্ ॥” ইত্যুক্তেঃ ॥৬৩॥

তবেতি । পিতা অসমঞ্জা নাম, হে তাত ! বৎস ! । স্বং রাজকীয়ম্ ॥৬৪॥

তখন সগররাজা নারদমুখনিঃসৃত সেই ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া মুহূর্তকাল বিষণ্ণচিত্ত হইয়া সেই মহাদেবের বাক্য স্মরণ করিলেন ॥৬০॥

পুত্রনিধনদুঃখে দুঃখিত সগররাজা আপনানরদ্বারাই আপনাকে আশ্বস্ত করিয়া সেই অশ্বের বিষয়ই চিন্তা করিলেন ॥৬১॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! তখন তিনি অসমঞ্জার পুত্র পৌত্র অংশুমানকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৬২॥

“বৎস । অমিততেজা সেই ষাট হাজার পুত্র আমার জন্মই কপিলের ভেজে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥৬৩॥

বৎস ! আমি নিজের ধর্মরক্ষার জন্ত এবং পুরবাসিগণের হিতের জন্ত তোমার পিতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি” ॥৬৪॥

(৬১) এষংলোকঃ বা ব কা পি নাস্তি ।

## লোমশ উবাচ ।

অসমঞ্জা ইতি ধ্যাতঃ সগরস্ত স্মৃতো হৃভুঃ ।  
 যং শৈব্যা জনয়ামাস পৌরাণাং স হি দারকান্ ।  
 গলেষু ক্রোশতো গৃহ নগ্যাং চিক্ষেপ দুৰ্বলান্ ॥৬৬॥  
 ততঃ পৌরাঃ সমাজগ্মুৰ্ভয়শোকপরিপ্লুতাঃ ।  
 সগরকাপ্যভাষন্ত সর্বে প্রাজ্ঞলয়ঃ স্থিতাঃ ॥৬৭॥  
 হং নন্দ্রাতা মহারাজ ! পরচক্রাদিভির্ভয়াৎ ।  
 অসমঞ্জোভয়াদ্ঘোরান্ততো নন্দ্রাতুমহিসি ॥৬৮॥  
 পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা ঘোরং নৃপতিসত্তমঃ ।  
 মুহূৰ্ত্তং বিমনা ভূত্বা সচিবানিদমব্রবীৎ ॥৬৯॥  
 অসমঞ্জাঃ পুরাদগ স্মৃতো মে বিপ্রবাস্ততাম্ ।  
 যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্য্যমেতচ্ছীত্ৰং বিধীয়তাম্ ॥৭০॥

## ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আত্মজমিত্যনেন পরজাতক্ষেত্রজাদিব্যাবৃতিঃ । অতএবোক্তং দৃষ্ট্যজমিতি ॥৬৫॥  
 অসমঞ্জা ইতি । ক্রোশত আর্দ্রনাদং কুৰ্ব্বতঃ, গৃহ ধ্বংসা । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৬॥  
 তত ইতি । সমাজগ্মুঃ সগররাজাস্তিকমিতি শেষঃ ॥৬৭॥  
 ত্বমিতি । নঃ অস্মাকম্ । পরচক্রাদিভিঃ পররাজ্যাদিভিঃ ॥৬৮॥  
 পৌরাণামিতি । বিমনাঃ, পুত্রকৃতাত্যাচারশ্রবণাদিভিঃ ভাবঃ ॥৬৯॥  
 অসমঞ্জা ইতি । বিপ্রবাস্ততাম্ নির্বাসিততাম্ । বো যুস্মাকম্ ॥৭০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—“তপোধন ! রাজশ্রেষ্ঠ সগর দুস্ত্যজ বীর ঔরস পুত্রকে  
 কি জন্তু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন” ॥৬৫॥

লোমশ বলিলেন—“অসমঞ্জা নামে সগরের একটা পুত্র হইয়াছিল, যাহাকে  
 শৈব্যা প্রসব করিয়াছিলেন । সেই অসমঞ্জা পুরবাসিগণের দুৰ্বল বালকগুলিকে  
 গলদেশে ধারণ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিত ; তখন সেই বালকেরা আর্দ্রনাদ  
 করিতে থাকিত ॥৬৬॥

তার পর পুরবাসীরা ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া সগররাজার নিকট আসিত  
 এবং সকলেই কৃতাজ্ঞলিপুটে থাকিয়া তাঁহাকে বলিত—॥৬৭॥

“মহারাজ ! বিপক্ষরাজ্যের ভয় হইতে আপনি আমাদের রক্ষক ; স্মৃতরাং  
 অসমঞ্জার গুরুতর ভয় হইতে আমরাগিকে রক্ষা করুন” ॥৬৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ সগর পুরবাসিগণের সেই দারুণ কথা শুনিয়া, কিছুকাল বিমনা  
 থাকিয়া মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলেন—॥৬৯॥

এবমুক্তা নরেন্দ্রেন সচিবাস্তে নরাধিপ ! ।  
 যথোক্তং ত্বরিতাশ্চক্রুর্যথাজ্ঞাপিতবান্ নৃপঃ ॥৭১॥  
 এতন্তে সর্বমাখ্যাং যথা পুত্রো মহাত্মনা ।  
 পৌরাণাং হিতকামেন সগরেন বিবাসিতঃ ॥৭২॥  
 অংশুমাংস্তু মহেষাসো যদুক্তঃ সগরেন হি ।  
 তন্তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৭৩॥  
 সগর উবাচ ।  
 পিতুশ্চ তেহং ত্যাগেন পুত্রাণাং নিধনেন চ ।  
 অলাভেন তথাস্থ্য পরিতপ্যামি পুত্রক ! ॥৭৪॥  
 তস্মাদ্ভুঃখাভিসন্তপ্তং যজ্ঞবিঘ্নাচ্চ মোহিতম্ ।  
 হয়স্থানয়নাং পৌত্র ! নরকান্মাং সমুদ্ধর ॥৭৫॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যথোক্তম্ অসমঞ্জসো নির্বাসনম্ ॥৭১॥  
 এতদ্বিতি । বিবাসিতো নগরান্নির্বাসিতঃ ॥৭২॥  
 অংশুমানিতি । ইষুন্ বাণান্ অশ্রুতি ক্ষিপতীতি ইষাসো ধনুঃ “কর্ণগণ্” ইত্যন্ততেরণ,  
 মহানিষাসো যস্ত স মহেষাসো মহাধনুর্দ্ধর ইত্যর্থঃ ॥৭৩॥  
 পিতুরিতি । নিধনেন কপিলনয়নাগ্নিনা দাহান্নয়ণেন ॥৭৪॥  
 তস্মাদিতি । নরকাং আরক্ষ্যজ্ঞাসমাপনেন সম্ভাব্যমানাদিতি ভাবঃ ॥৭৫॥

“মস্ত্রিগণ ! আমার প্রিয় কার্য্য যদি আপনাদের কর্তব্য হয়, তবে এই কার্য্যটা  
 সম্বর করুন, অতাই আমার পুত্র অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্বাসিত করুন” ॥৭০॥

নরনাথ ! সগররাজা এইরূপ বলিলে, সেই মন্ত্রীরা রাজার আদেশ অনুসারে  
 সম্বরই অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্বাসিত করিলেন ॥৭১॥

সগররাজা পুরবাসীদিগের হিতকামী হইয়া পুত্র অসমঞ্জাকে যে কারণে  
 নির্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই এই তোমার নিকট বলিলাম ॥৭২॥

সগররাজা মহাধনুর্দ্ধর অংশুমানকে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্তও আমি  
 তোমার নিকট বলিব ; তুমি শ্রবণ কর ॥৭৩॥

সগর বলিয়াছিলেন—“বৎস ! তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করায় অস্বাভাবিক  
 পুত্রদের মৃত্যু হওয়ায় এবং যজ্ঞীয় অশ্ব না পাওয়ায় আমি সর্বপ্রকারেই সন্তপ্ত  
 হইতেছি ॥৭৪॥

অতএব আমি শোকে সন্তপ্ত এবং যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায় মোহিত হইয়াছি ;

অংশুমানবমুক্তস্ত সগরেণ মহাত্মনা ।  
 জগাম দুঃখান্তং দেশং যত্র বৈ দারিত্র্যমহী ॥৭৬॥  
 স তু তেনৈব মাৰ্গেণ সমুদ্রং প্রবিবেশ হ ।  
 অপশ্যচ্চ মহাত্মানং কপিলং তুরগঞ্চ তম্ ॥৭৭॥  
 স দৃষ্ট্বা তেজসো রাশিং পুরাণমৃষিসত্তমম্ ।  
 প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কার্ধ্যমস্মৈ নৃবেদয়ৎ ॥৭৮॥  
 ততঃ প্রীতো মহারাজ ! কপিলোহংশুমতোহভবৎ ।  
 উবাচ চৈনং ধৰ্ম্মাত্মা বরদোহস্মীতি ভারত ! ॥৭৯॥  
 স যত্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণাৎ ।  
 দ্বিতীয়মুদুকং বত্রে পিতৃণাং পাবনেচ্ছয়া ॥৮০॥

### ভারতকৌমুদী

অংশুমানিতি । দুঃখাৎ ষষ্টিসহস্রজাতিনাশনিবন্ধনাদিত্যাশয়ঃ ॥৭৬॥  
 স ইতি । তেনৈব সগরপুত্রগণকৃতেনৈব । তুরগং যজ্ঞাশ্বম্ ॥৭৭॥  
 স ইতি । কার্ধ্যম্ আত্মনঃ কৰ্ত্তব্যবিষয়ম্, অস্মৈ কপিলায় ॥৭৮॥  
 তত ইতি । অংশুমত উপরি । ধৰ্ম্মাত্মা কপিলঃ, বরদঃ ত্বাং প্রতীতি শেষঃ ॥৭৯॥  
 স ইতি । সঃ অংশুমান্, বত্রে প্রার্থয়ামাস । পিতৃণাং সগরপুত্রাণাম্ ॥৮০॥

সুতরাং, পৌত্র ! তুমি সেই অশ্ব আনয়ন করিয়া আমাকে নরক হইতে উদ্ধার কর” ॥৭৫॥

মহাত্মা সগর এইরূপ বলিলে, অংশুমান্ দুঃখিতচিত্তেই সেই স্থানে গমন করিলেন, যেখানে ভূতল বিদারিত ছিল ॥৭৬॥

অংশুমান্ সেই পথেই সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং মহাত্মা কপিলকে ও সেই অশ্বটিকে দেখিতে পাইলেন ॥৭৭॥

অংশুমান্, প্রাচীন ও ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিলকে তেজঃপুঞ্জের স্থায় দেখিয়া মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণাম করিয়া, উঁহার নিকট নিজের কৰ্ত্তব্য বিষয় জানাইলেন ॥৭৮॥

মহারাজ ভরতনন্দন ! তাহার পর ধৰ্ম্মাত্মা কপিল অংশুমানের উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—“আমি তোমার প্রতি বরদাতা হইলাম” ॥৭৯॥

তখন তিনি প্রথমে যজ্ঞসমাপ্তির জন্ত অশ্ব প্রার্থনা করিলেন, পরে পিতৃলোকদের উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় জল যাজ্ঞা করিলেন ॥৮০॥

(৮০)...দ্বিতীয় বরকং বত্রে—বা ব কা ।

বন-১১৮ (৮)

তমুবাচ মহাতেজাঃ কপিলো মুনিপুঙ্গবঃ ।  
 দদানি তব ভদ্রং তে যদ্যৎ প্রার্থয়সেহনঘ ! ॥৮১॥  
 ত্বয়ি ক্ষমা চ ধর্মশ্চ সত্যঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্ ।  
 ত্বয়া কৃতার্থঃ সগরঃ পুত্রবাংশচ ত্বয়া পিতা ॥৮২॥  
 তব চৈব প্রভাবেণ স্বর্গং যাস্তন্তি সাগরাঃ ।  
 শলভত্বং গতা যে তে মম ক্রোধহুতাশনে ॥৮৩॥  
 পৌত্রশ্চ যে তে ত্রিপথগাং ত্রিদিবাদানয়িষ্যতি ।  
 পাবনার্থং সাগরাণাং তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥৮৪॥  
 হয়ং নয়স্য ভদ্রং তে যজ্ঞিয়ং নরপুঙ্গব ! ।  
 যজ্ঞঃ সমাপ্যতাং তাত ! সগরস্ত মহাত্মনঃ ॥৮৫॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্ত ॥৮১॥  
 ত্বয়ীতি । ক্ষমা, অপরাধিনো মমানাক্রমণাৎ ; ধর্মঃ, পিতামহযজ্ঞসমাপনোদ্যোগাৎ ;  
 সত্যম্ অশ্রুগ্রহণায় ছলাকরণাদিত্যাশয়ঃ । পিতা অসমঞ্জঃ ॥৮২॥  
 তবেতি । সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ । শলভত্বং পতঙ্গত্বম্ গতী দৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥৮৩॥  
 পৌত্র ইতি । ত্রিপথগাং গঙ্গাম্, ত্রিদিবাং স্বর্গাং, আনয়িষ্যতি আনয়িষ্যতি ॥৮৪॥  
 হয়মিতি । তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্ত । যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হম্ ॥৮৫॥

তখন মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল অংশুমানকে বলিলেন—“হে নিষ্পাপ ! তুমি  
 যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা তাহাই তোমাকে দিব ; তোমার মঙ্গল হউক ॥৮১॥  
 কারণ, তোমাতে ক্ষমা, ধর্ম ও সত্য রহিয়াছে ; সুতরাং তোমাদ্বারা সগররাজা  
 কৃতার্থ হইয়াছেন এবং তোমাদ্বারাই তোমার পিতা পুত্রবান্ হইয়াছেন ॥৮২॥  
 নরশ্রেষ্ঠ ! সগরের পুত্রেরা তোমার প্রভাবেই স্বর্গলাভ করিবেন ; যাহারা  
 আমার ক্রোধানলে পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৮৩॥  
 তোমার পৌত্র (ভগীরথ) মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া সগরপুত্রদিগের উদ্ধারের  
 জন্ত স্বর্গলোক হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন ॥৮৪॥  
 বৎস ! তুমি যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া যাও এবং মহাত্মা সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত  
 করাও । তোমার মঙ্গল হউক” ॥৮৫॥

অংশুমানেনবমুক্তস্ত কপিলেন মহাত্মনা ।  
 আজগাম হয়ং গৃহ যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ ॥৮৬॥  
 সোহভিবাণ ততঃ পাদৌ সগরস্ত মহাত্মনঃ ।  
 মূৰ্দ্ধি তেনাপ্যপাত্ৰাতস্তস্মৈ সৰ্বং চ্যবেদয়ৎ ॥৮৭॥  
 যথা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চাপি সাগরাণাং ক্ষয়ং তথা ।  
 তঞ্চাস্মৈ হয়মাচষ্ট যজ্ঞবাটমুপাগতম্ ॥৮৮॥  
 তচ্ছ্রুত্বা সগরো রাজা পুত্রজং দুঃখমত্যজৎ ।  
 অংশুমন্তঞ্চ সম্পূজ্য সমাপয়ত' তং ক্রতুম্ ॥৮৯॥  
 সমাপ্তযজ্ঞঃ সগরো দেবৈঃ সৰৈঃ সভাজিতঃ ।  
 পুত্রে কল্পয়ামাস সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ॥৯০॥  
 প্রশান্ত্য স্ফুটং কালং রাজ্যং রাজীবলোচনঃ ।  
 পৌত্রে ভাবং সমাবেশ্য জগাম ত্রিদিবং তদা ॥৯১॥

### ভারতকৌমুদী

অংশুমানিতি । হয়ং যজ্ঞাশ্রম, গৃহ গৃহীত্বা । যজ্ঞস্ত বাটং বৃত্তিবেষ্টিতস্থানম্, “বাটো মার্গে বৃত্তিস্থানে স্রাৎ কুটীবাঙ্গনোঃ স্তিয়াম্” ইতি মেদিনী ॥৮৬॥

স ইতি । সঃ অংশুমান্ । তেন সগরেণাপি । মূৰ্দ্ধি উপাভ্যাং স্নেহাতিরেকাৎ ॥৮৭॥

যথেতি । সাগরাণাং সগরপুত্রাণাম্ । আচষ্ট উক্তবান্, অংশুমানিতি শেষঃ ॥৮৮॥

তদিতি । পুত্রজং পুত্রনিধনাজ্জাতম্ । সম্পূজ্য কার্যাকুশলতয়া আদৃত্য ॥৮৯॥

সমাপ্ততি । সভাজিতঃ অভিনন্দিতঃ । পুত্রবরুণাদেব সমুদ্রস্ত সাগরেতি নাম ॥৯০॥

মহাত্মা কপিল এইরূপ বলিলে, অংশুমান্ সেই অশ্ব লইয়া মহাত্মা সগরের যজ্ঞস্থানে আগমন করিলেন ॥৮৬॥

তাহার পর অংশুমান্ মহাত্মা সগরের চরণযুগলে নমস্কার করিলেন, সগরও তাঁহার মন্তকোদ্ভাণ করিলেন । তৎপরে অংশুমান্ সমস্ত বিষয় সগরকে জানাইলেন ॥৮৭॥

সগরপুত্রগণের বিনাশ যেমন দেখিয়াছিলেন এবং যেমন শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সংবাদ এবং সেই অশ্ব যে যজ্ঞস্থানে আসিয়াছে, সেই সংবাদ অংশুমান্ সগরের নিকট বলিলেন ॥৮৮॥

তাহা শুনিয়া সগররাজা পুত্রগণের মৃত্যুজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন এবং অংশুমানের গৌরব করিয়া সেই অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন ॥৮৯॥

সগররাজা যজ্ঞ সমাপ্ত করিলে, দেবতার সকলে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন ; তৎপরে সগর বরুণালয় সমুদ্রকে আপন পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন ॥৯০॥



অংশুমানপি ধর্মাত্মা মহীং সাগরমেথলাম্ ।  
 প্রশশাস মহারাজ ! যথৈবাস্ত পিতামহঃ ॥৯২॥  
 তস্য পুত্রঃ সমভবদিলীপো নাম ধর্মবিৎ ।  
 তস্মিন্ রাজ্যং সমাধায় অংশুমানপি সংস্থিতঃ ॥৯৩॥  
 দিলীপস্ত ততঃ শ্রদ্ধা পিতৃণাং নিধনং মহৎ ।  
 পর্য্যাপ্যত দুঃখেন তেষাং গতিমচিস্তয়ৎ ॥৯৪॥  
 গঙ্গাবতরণে যত্নং স্মমহচ্চাকরোম্ পঃ ।  
 ন চাবতারয়ামাস্ চেচ্চমানো যথাবলম্ ॥৯৫॥  
 তস্য পুত্রঃ সমভবচ্ছ্রীমান্ ধর্মপরায়ণঃ ।  
 ভগীরথ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাগনসূয়কঃ ॥৯৬॥ \*

### ভারতকৌমুদী

প্রশাস্তি । রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ সগরঃ । পৌত্রে অংশুমতি ॥৯১॥  
 অংশুমানিতি । সাগর এব মেথলা কাঞ্চী যস্তাস্তাং সাগরবেষ্টিতামিত্যর্থঃ ॥৯২॥  
 তস্তেতি । সংস্থিতো মৃতঃ, “পরাস্থপ্রাপ্তপঞ্চতপরেতপ্রেতসংস্থিতাঃ” ইত্যমরঃ ॥৯৩॥  
 দিলীপ ইতি । পিতৃণাং পিতৃপূর্বপুরুষাণাং সগরপুত্রাণাম্, মহৎ সাংকল্যাণাদিতি ভাবঃ ॥৯৪॥  
 গঙ্গেতি । স্মমহদिति ক্রিয়াবিশেষণত্বপুংসকম্ । নৃপো দিলীপঃ ॥৯৫॥  
 তস্তেতি । শ্রীমান্ রাজলক্ষ্মীবান্ । অনসূয়কঃ পরদোষাবিকাররহিতঃ ॥৯৬॥

এইভাবে পদ্মনয়ন সগররাজা দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া পৌত্র অংশুমানের উপরে তাহার ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥৯১॥

মহারাজ ! ধর্মাত্মা অংশুমানও তাঁহার পিতামহেরই মত সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥৯২॥

কালক্রমে অংশুমানের ‘দিলীপ’-নামে ধর্মজ্ঞ একটা পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অংশুমানও পরলোকগমন করিলেন ॥৯৩॥

তাহার পরে দিলীপ পিতার পূর্বপুরুষগণের (সগরপুত্রগণের) গুরুতর নিধন-বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখে পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে থাকিলেন ॥৯৪॥

তৎপরে দিলীপ গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে আনিবার জন্ত গুরুতর চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু শক্তি অল্পসারে চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারিলেন না ॥৯৫॥

সেই দিলীপের ‘ভগীরথ’-নামে একটা পুত্র জন্মিয়াছিল ; তিনি রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও অসূয়াশূন্য ছিলেন ॥৯৬॥

অভিষিচ্য তু তং রাজ্যে দিলীপো বনমাস্রিতঃ ।

তপঃসিদ্ধিসমায়োগাৎ স রাজা ভরতর্ষভ ! ।

বনাজ্জগাম ত্রিদিবং কালযোগেন ভারত ! ॥৯৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং ভগীরথরাজ্যাভিষেকে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

## একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

স তু রাজা মহেষাসশ্চক্রবর্তী মহারথঃ ।

বভূব সর্বলোকস্য মনোনয়ননন্দনঃ ॥১॥

স শুশ্রাব মহাবাহুঃ কপিলেন মহাত্মনা ।

পিতৃণাং নিধনং বোরমপ্রাপ্তিং ত্রিদিবস্তু চ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । ত্রিদিবং স্বর্গম্, কালযোগেন কালক্রমেণ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

স ইতি । মহেষাসো মহাধনুর্ধরঃ, চক্রেন স্বপররাজ্যাধিকারেণ বৰ্জিত ইতি চক্রবর্তী ॥১॥

স ইতি । বোরং নয়নানলেন যুগপৎ কৃতত্বাদিতি ভাবঃ । ত্রিদিবস্তু স্বর্গস্তু ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

স স্থিতি ॥১—৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৯১॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! মহারাজ দিলীপ সেই ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে  
গমন করেন এবং তিনি তপঃসিদ্ধির বলে কালক্রমে সেই বন হইতেই স্বর্গে  
প্রস্থান করেন” ॥৯৭॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“সকল লোকের মন ও নয়নের আনন্দজনক সেই ভগীরথ-  
রাজ্য ক্রমে মহাধনুর্ধর, মহারথ ও রাজচক্রবর্তী হইলেন ॥১॥

স রাজ্যং সচিবে ন্যস্ত হৃদয়েন বিদূয়তা ।  
 জগাম হিমবৎ পার্শ্বং তপস্তপুং নরেশ্বরঃ ॥৩॥  
 আরিরাধয়িষুর্গঙ্গাং তপসা দগ্ধকিন্ধিষঃ ।  
 সোহপশ্যত নরশ্রেষ্ঠ ! হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥৪॥  
 শৃঙ্গৈর্বহুবিধাকারৈর্ধাতুমন্তিরলঙ্কতম্ ।  
 পবনালম্বিভির্মেঘৈঃ পরিষিক্তং সমন্ততঃ ॥৫॥  
 নদীকুঞ্জানিতম্বেশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্ ।  
 গুহাকন্দরসংলীনৈঃ সিংহব্যটৈর্নিষেবিতম্ ॥৬॥  
 শকুনৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গৈঃ কুজস্তিবিবিধা গিঘঃ ।  
 ভৃঙ্গরাজৈস্তথা হংসৈর্দাত্যুহৈর্জলকুক্কটৈঃ ॥৭॥  
 ময়ূরৈঃ শতপত্রৈশ্চ জীবজীবককোকিলৈঃ ।  
 চকোরৈরসিতাপাঙ্গৈস্তথা পুত্রপ্রিয়ৈরপি ॥৮॥  
 জলস্থানেষু রম্যেষু পদ্মিনীভিষ্চ সমূলম্ ।  
 সারসানাক্ষ মধুরৈর্ব্যাহুতৈঃ সমলঙ্কতম্ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । বিদূয়তা সম্ভব্যমানেন, উক্তোভয়শ্রবণাদিত্যাশয়ঃ ॥৩॥  
 আরীতি । আরিরাধয়িষুঃ আরাঙ্কুমিচ্ছুঃ, স্বার্থে ইন্ অর্থঃ ॥৪॥  
 শৃঙ্গৈরিতি । ধাতুমন্তিঃ গৈরিকাদিধাতুযুক্তৈঃ । পবনালম্বিভির্বাযুভরসঙ্কলিতৈঃ ।  
 প্রাসাদৈর্দেবালয়ৈঃ । গুহা এব কন্দরাণি বিবরাণি তেষু সংলীনৈঃ শয়িতৈঃ । শকুনৈঃ  
 পক্ষিভিঃ । কুজস্তিঃ কুর্কস্তিঃ, গিঘো রবান্ । শতপত্রৈঃ পুত্রপ্রিয়ৈশ্চ পক্ষিভিশ্চৈঃ ।

ক্রমে মহাবাহু ভগীরথ শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ মহাত্মা  
 কপিলের নয়নানলে ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং (সেই কারণেই)  
 স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই ॥২॥

তখন তিনি মন্তীর উপরে রাজ্যভার বিমুক্ত করিয়া তপস্যা করিবার জন্ত সমস্ত  
 হৃদয়ে হিমালয়সমীপে গমন করিলেন ॥৩॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তিনি তপস্যার প্রভাবে পাপবিহীন হইয়া পরে গঙ্গার আরাধনা  
 করিবার ইচ্ছায় (যাইতে থাকিয়া ক্রমে) পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে দর্শন করিলেন ॥৪॥

ক্রমে সেই হিমালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সেই হিমালয়—গৈরিকাদি  
 ধাতুযুক্ত নানাবিধ শৃঙ্গদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল ; বায়ুভরে চলিত মেঘসমূহ সকল  
 দিকে বর্ষণ করিতে থাকায় সংসিক্ত হইতেছিল ; নদী, কুজ, নিতম্ব ও দেবালয়-

কিন্নরৈরপ্সরোভিষ্চ নিষেবিতশিলাতলম্ ।  
 দিঘারণবিঘাণাগ্রৈঃ সমস্তাদ্ঘৃষ্টপাদপম্ ॥১০॥  
 বিগ্ধাধরানুচরিতং নানারত্নসমাকুলম্ ।  
 বিঘোদ্বগভুজঙ্গৈশ্চ দৌণ্ডজিহ্বৈর্নিষেবিতম্ ॥১১॥  
 কচিৎ কনকসঙ্কাশং কচিদ্রজতসম্মিতম্ ।  
 কচিদঙ্গনপুঞ্জাভং হিমবন্তমুপাগমৎ ॥১২॥ (কুলকম্)  
 স তু তত্র নরশ্রেষ্ঠ ! তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ ।  
 ফলমূলান্মুসংভক্ষঃ সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥১৩॥  
 সংবৎসরসহস্রে তু গতে দিব্যে মহানদী ।  
 দর্শয়ামার্স তং গঙ্গা তদা মূর্ত্তিমতী স্বয়ম্ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

ব্যাঙ্কতৈঃ রতৈঃ । দিঘারণানাং দিগ্‌হস্তিনাং বিঘাণাগ্রৈর্দষ্টাগ্রৈঃ সমস্তাং সর্বাসু দিক্ষু, দৃষ্টাঃ  
 পাদপা বৃক্ষা যত্র তম্ । দৌণ্ডা উজ্জ্বলা জিহ্বা যেষাং তৈঃ । কনকসঙ্কাশং স্বর্ণবর্ণম্, অঙ্গনপুঞ্জাভং  
 কঙ্কলরাশিবর্ণম্ ॥৫—১২॥

স ইতি । স ভগীরথঃ । সমাস্থিতঃ অবলম্বিতবান্ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥১৩॥

সংবৎসসেতি । দিব্যে দেবপরিমাণে । ইদমধিককালোপলক্ষণম্ । স্বয়মাত্মানম্ ॥১৪॥

সমূহে শোভিত ছিল ; গুহাসুপ্ত সিংহ ও ব্যাঞ্জসমূহে অধ্যুষিত ছিল ; নানাবিধ  
 রবকারী ও বিচিত্র দেহ বহুতর পক্ষী এবং বৃহৎ ভ্রমর, ডাহুক, পানকড়ি, ময়ূর,  
 শতপত্র, জীবজীবক, কোকিল, চকোর, অসিতাপাঙ্গ ও পুত্রপ্রিয় পক্ষীরা এবং  
 পদ্মলতাসমূহ তাহার মনোহর জলাশয়গুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছিল ; আর  
 সারসপক্ষিগণের মধুর রব হইতেছিল ; কিন্নরগণ ও অপ্সরোগণ শিলাতলে অবস্থান  
 করিতেছিল ; সকল দিকের বৃক্ষগুলিই দিগ্‌হস্তিগণের দস্তাগ্রে ঘর্ষিত ছিল ;  
 বিগ্ধাধরেরা বিচরণ করিতেছিল ; নানাবিধ রত্ন বিরাজ করিতেছিল ; বিঘোদ্বগ ও  
 দৌণ্ডজিহ্ব সর্প সকল অবস্থান করিতেছিল এবং সে হিমালয়কোথাও স্বর্ণবর্ণ, কোথাও  
 রক্তবর্ণ এবং কোথাও কঙ্কলরাশির স্থায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল ॥৫—১২॥

নরশ্রেষ্ঠ ! ভগীরথ সেই হিমালয়পর্বতে সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত কেবল ফল, মূল ও  
 জল ভক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর তপস্বী করিলেন ॥১৩॥

দেবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তখন মহানদী গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া  
 আসিয়া ভগীরথকে আত্মদর্শন করাইলেন ॥১৪॥

গঙ্গোবাচ ।

কিমিচ্ছসি মহারাজ ! মত্তঃ কিঞ্চ দদানি তে ।  
 তদব্রবীহি নরশ্রেষ্ঠ ! করিষ্যামি বচস্তব ॥১৫॥  
 এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাজা হৈমবতীং তদা ।  
 পিতামহা মে বরদে ! কপিলেন মহানদি ! ॥১৬॥  
 অশ্বেষমাণাস্তুরগং নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।  
 ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)  
 কাপিলং তেজ আসাদ্য ক্ষণেন নিধনং গতাঃ ।  
 তেষামেবং বিনষ্টানাং স্বর্গে বাসো ন বিচ্যতে ॥১৮॥  
 যাবন্তানি শরীরানি ত্বং জলৈর্নাভিষিক্তসি ।  
 তাবন্তেষাং গতির্নাস্তি সাগরাণাং মহানদি ! ॥১৯॥  
 স্বর্গং নয় মহাভাগে ! মৎপিতৃন্ সগরাত্মজান্ ।  
 তেষামর্থৈহিভিষাচামি ত্বামহং বৈ মহানদি ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । মত্তো মম সকাশাৎ কিমিচ্ছসি । বচো বচোহনুরূপং কার্যম্ ॥১৫॥  
 এবমিতি । হৈমবতীং হিমবত আগতাং গঙ্গাম্ । বৈবস্বতক্ষয়ং যমালয়ম্ । সাগরাণাং  
 সগরপুত্রাণাম্ । ষষ্টিরিত্যন্তঃ সংখ্যাধিক্যাদপ্যনুপেক্ষণীয়া ইতি ভাবঃ ॥১৬—১৭॥  
 কাপিলমিতি । “যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হিতাঃ” ইতি শ্রুতৌ পাতিত্যাশ্রবণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৮॥  
 যাবদिति । তদীয়জলেনাভিষেকে তু তেষাং স্বর্গে গতিঃ শ্রাদেব, “যাবদস্থি মনুষ্যস্ত  
 গঙ্গাতোয়েষু মজ্জতি । তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে” ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥১৯॥

গঙ্গা বলিলেন—“মহারাজ ! আপনি আমার নিকট হইতে কি ইচ্ছা করেন,  
 আমি আপনাকে কি দিব, তাহা বলুন ; নরশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার প্রার্থনার  
 অনুরূপ কার্য করিব” ॥১৫॥

গঙ্গা এইরূপ বলিলে, তখন ভগীরথ তাঁহাকে বলিলেন—“বরদে ! মহানদি !  
 আমার পূর্বপুরুষেরা অশ্ব অশ্বেষণে গিয়াছিলেন, তখন কপিল তাঁহাদিগকে  
 যমালয়ে পাঠাইয়াছেন। সেই মহাত্মা সগরপুত্রগণ সংখ্যায় ছিলেন ষাট  
 হাজার ॥১৬—১৭॥

তাঁহারা কপিলের তেজে ক্ষণকালমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই-  
 ভাবে বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের স্বর্গে বাস হইতে পারে না ॥১৮॥

মহানদি ! যে পর্য্যন্ত আপনি জলদ্বারা সেই শরীরগুলি অভিষিক্ত না করেন,  
 সে পর্য্যন্ত সেই সগরপুত্রগণের সদগতি হইতে পারে না ॥১৯॥

(১৮) কপিল দেবমাসান্ত—বা বা ব কা ।

লোমশ উবাচ ।

এতচ্ শ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো গঙ্গা লোকনমস্কৃতা ।  
 ভগীরথমিদং বাক্যং স্ত্রীতা সমভাষত ॥২১॥  
 করিষ্যামি মহারাজ ! বচস্তে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 বেগন্তু মম দুর্দ্ধার্য্যং পতন্ত্যা গগনাদ্ভুবম্ ॥২২॥  
 ন শক্তস্ত্রিষু লোকেষু কশ্চিদ্ধারয়িতুং নৃপ ! ।  
 অত্রে বিবুধশ্চেষ্টামীলকণ্ঠাস্মাহেথরাৎ ॥২৩॥  
 তং তোষয় মহাভাগ ! তপসা বরদং হরম্ ।  
 স তু মং প্রচ্যুতাং দেবঃ শিরসা ধারয়িষ্যতি ॥২৪॥  
 স করিষ্যতি তে কামং পিতৃণাং হিতকাম্যয়া ।  
 এতচ্ শ্রুত্বা ততো রাজন্ ! মহারাজো ভগীরথঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বর্গমিতি । মংপিতৃন্ মম পিতৃপূর্ব্বপুরুষান্ ॥২০॥  
 এতদ্বিতি । স্ত্রীতা, পূর্ব্বপুরুষোদ্ধারায় ঈদৃশায়াসম্বীকরণাদিত্যাশয়ঃ ॥২১॥  
 করিষ্যামিতি । দুর্দ্ধার্য্যমিতি ভাবে প্রত্যয়াৎ “ন কর্তৃকর্ম্মপ্রাপ্তো” ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধাৎ  
 বেগমিতি দ্বিতীয়ৈব, “কাং দিশং গন্তব্যম্” ইতি ত্রীপত্বাদাক্রতবৎ ॥২২॥  
 নেতি । ধারয়িতুং মম বেগমিতি শেষঃ । বিবুধশ্চেষ্টাং দেবপ্রধানাৎ ॥২৩॥  
 তমিতি । প্রচ্যুতাং ভূবি পতন্ত্যাম্ ॥২৪॥

অতএব মহাভাগে ! মহানদি ! আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষ সগরপুত্রদিগকে  
 স্বর্গে প্রেরণ করুন ; তাঁহাদের জন্তই আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা  
 করিতেছি” ॥২০॥

লোমশ কহিলেন—“ভগীরথের এই কথা শুনিয়া জগৎপূজনীয়া গঙ্গা সন্তুষ্ট হইয়া  
 ভগীরথকে এই কথা বলিলেন—॥২১॥

“মহারাজ ! আমি আপনার প্রার্থনার অনুরূপ কার্য্য করিব, এ বিষয়ে কোন  
 সন্দেহ নাই বটে ; কিন্তু আকাশ হইতে ভূতলে পড়িবার সময়ে আমার বেগ ধারণ  
 করা দুষ্কর ॥২২॥

রাজা ! দেবশ্চেষ্টা নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতীত ত্রিভুবনের মধ্যে অত্ৰ কোন লোকই  
 আমার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥২৩॥

অতএব মহাভাগ ! আপনি তপস্বীদ্বারা সেই বরদাতা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করুন ;  
 তিনিই পড়িবার সময়ে আমাকে মস্তকদ্বারা ধারণ করিবেন ॥২৪॥

(২১)---বাক্যমুবাচ স্ত্রীতমানসা—বা ব কা । (২২)---গগনাদ্ভুবতম্—পি ।

বন-১১২ (৮)

কৈলাসং পর্বতং গজা তোষয়ামাস শঙ্করম্ ।  
 তপস্তীত্রমুপাগম্য কালযোগেন কেনচিৎ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)  
 অগৃহ্মাচ্চ বরং তস্মাদ্গঙ্গায়্যা ধারণে নৃপ ! ।  
 স্বর্গে বাসং সমুদ্दिश्य পিতৃণাং স নরোত্তমঃ ॥২৭॥  
 ভগীরথবচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ।  
 এবমস্থিতি রাজানং ভগবান্ প্রত্যভাষত ॥২৮॥  
 ধারয়িষ্যে মহাভাগ ! গগনাং প্রচ্যুতাং শিবাম্ ।  
 দিব্যাং দেবনদীং পুণ্যাং ত্বৎকৃতে নৃপসত্তম ! ॥২৯॥  
 এবমুক্ত্বা মহাবাহো ! হিমবন্তমুপাগমৎ ।  
 বৃতঃ পারিষদৈর্ঘোরৈর্নানাপ্রহরণোত্তমৈঃ ॥৩০॥  
 তত্র স্থিত্বা নরশ্রেষ্ঠং ভগীরথমুবাচ হ ।  
 প্রযাচস্ব মহাবাহো ! শৈলরাজস্বতাং নদীম্ ॥৩১॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । কামমভীষ্টম্ । উপাগম্য অঙ্গীকৃত্য কৃৎসেত্যর্থঃ ॥২৫—২৬॥  
 অগৃহ্মাদিতি । অগৃহ্মাং অঘাচতেত্যর্থঃ । স ভগীরথঃ ॥২৭॥  
 ভগীতি । প্রিয়ার্থং সমুদ্রপূরণরূপস্রীতিকরকার্যার্থম্, দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥২৮॥  
 ধারয়িষ্য ইতি । প্রচ্যুতাং পতিতাম্, শিবাং মঙ্গলকারীম্, দিব্যাং স্বর্গীয়াম্ ॥২৯॥  
 এবমিতি । উপাগমৎ, ভগবানিতি পূর্বতোহম্ববৃদ্ধিঃ ॥৩০॥

এবং তিনিই আপনার পিতৃপুরুষগণের হিত করিবার ইচ্ছায় আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন।” রাজা ! এই কথা শুনিয়া তাহার পর মহারাজ ভগীরথ কৈলাসপর্বতে যাইয়া তীব্র তপস্বী করিয়া বহুকাল পরে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥২৫—২৬॥

এবং নরশ্রেষ্ঠ ভগীরথ আপন পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে বাস উদ্দেশ্য করিয়া গঙ্গাকে ধারণ করিবার বিষয়ে মহাদেবের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন ॥২৭॥

ভগীরথের কথা শুনিয়া ভগবান্ মহাদেব দেবগণেরও স্রীতিকর কার্য্য করিবার জন্ত ভগীরথকে বলিলেন—“এইরূপই হউক ॥২৮॥

মহাভাগ রাজশ্রেষ্ঠ ! আকাশ হইতে নিপতিতা মঙ্গলকারিণী স্বর্গীয়া পবিত্রা গঙ্গাকে তোমার জন্তই আমি ধারণ করিব” ॥২৯॥

মহাবাহু ! মহাদেব এইরূপ বলিয়া -- নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন ॥৩০॥

পিতৃণাং পাবনার্থং তে তামহং মনুজাধিপ ! ।

পতমানাং সরিচ্ছেষ্ঠাং ধারয়িষ্যে ত্রিপিষ্টপাৎ ॥৩২॥

এতচ্শ্রদ্ধা বচো রাজা শৰ্বেণ সমুদাহৃতম্ ।

প্রয়তঃ প্রণতো ভূত্বা গঙ্গাং সমনুচিন্তয়ৎ ॥৩৩॥

ততঃ পুণ্যজলা রম্যা রাজ্ঞা সমনুচিন্তিতা ।

ঈশানঞ্চ স্থিতং দৃষ্ট্বা গগনাং সহসা চ্যুতা ॥৩৪॥

তাং প্রচ্যুতামথো দৃষ্ট্বা দেবাঃ সার্কং মহর্ষিভিঃ ।

গন্ধৰ্বোৱগয়ক্ষাশ্চ সমাজগ্মুর্দিদৃক্ষবঃ ॥৩৫॥

ততঃ পথাত গগনাদ্গঙ্গা হিমবতঃ স্রুতা ।

সমুদ্রতমহাধর্তা মীনগ্রাহসমাকুলা ॥৩৬॥

### ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । প্রযাচস্ব অবতরণমিতি শেষঃ । নদীং গঙ্গাম্ ॥৩১॥

পিতৃণামিতি । পতমানাং পতন্তীম্ । ত্রিপিষ্টপাৎ স্বর্গাং ॥৩২॥

এতদ্বিতি । শৰ্বেণ মহাদেবেন । সমনুচিন্তয়দ্বিতি অভাগমাতাব আৰ্ধঃ ॥৩৩॥

তত ইতি । পুণ্যজলা গঙ্গা । ঈশানং মহাদেবঞ্চ, স্থিতং ধারণায়েতি শেষঃ ॥৩৪॥

তামিতি । প্রচ্যুতাং পতন্তীম্ । দ্বিদৃক্ষবো ব্রহ্মমিচ্ছবঃ ॥৩৫॥

তত ইতি । সমুদ্রতো গম্বিত ইব মহানাবর্ন্তে । জলভ্রমিষ্ঠাঃ সা, গ্রাহো জলজন্তুঃ ॥৩৬॥

তিনি সেইখানে থাকিয়া (দাঁড়াইয়া) নরশ্রেষ্ঠ ভগীরথকে বলিলেন—“মহাবাহু । তুমি পৰ্ব্বতরাজকন্যা গঙ্গার নিকট তাঁহার অবতরণ প্রার্থনা কর ॥৩১॥

নরনাথ ! তোমার পিতৃপুরুষগণকে পবিত্র করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পড়িবার সময়ে আমি সেই নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে ধারণ করিব” ॥৩২॥

মহাদেবের এই কথা শুনিয়া রাজা ভগীরথ পবিত্র ও প্রণত হইয়া গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন ॥৩৩॥

তাহার পর ভগীরথকর্তৃক স্মৃত হইয়া এবং মহাদেবকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পুণ্যজলা ও রম্যা গঙ্গা তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পতিত হইলেন ॥৩৪॥

তখন তাঁহাকে পতিত দেখিয়া মহর্ষিদের সহিত দেবগণ এবং গন্ধৰ্বগণ, নাগগণ ও যক্ষগণ দেখিবার ইচ্ছায় আগমন করিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর হিমালয়নয়া গঙ্গা মৎস্য ও জলজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াই আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন ; সেই সময়েই তাঁহার জলে বিশাল আবর্জ (বোলা) সকল উদ্ধতভাবে চলিতে লাগিল ॥৩৬॥



তাং দধার হরো রাজন্ ! গঙ্গাং গগনমেখলাম্ ।  
 ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব ॥৩৭॥  
 সা বভূব বিসর্পন্তী ত্রিধা রাজন্ ! সমুদ্রগা ।  
 ফেনপুঞ্জাকুলজলা হংসানামিব পঙ্ক্তয়ঃ ॥৩৮॥  
 কচিদাতোগকুটিলা প্রস্থলন্তী কচিৎ কচিৎ ।  
 সা ফেনপটসংবীতা মত্তেব প্রমদাহব্রজৎ ।  
 কচিৎ সা তোয়নিন্দৈর্নদন্তী নাদমুত্তমম্ ॥৩৯॥  
 এবংপ্রকারান্ স্রবহূন্ কুর্ব্বতী গগনাচ্চ্যুতা ।  
 পৃথিবীতলমাসাগ্র ভগীরথমথাত্রবীৎ ॥৪০॥  
 দর্শয়স্ব মহারাজ ! মার্গং কেন ব্রজ্যাম্যহম্ ।  
 হৃদর্থমবতীর্ণাস্মি পৃথিবীং পৃথিবীপতে ! ॥৪১॥

### ভারতকৌমুদী

তামিতি । গগনস্ত মেখলাং কাঙ্ক্ষীমিব । মুক্তেত্যাদিনা অনায়াসধারণং সূচিতম্ ॥৩৭॥  
 সেতি । বিসর্পন্তী নিপতন্তী, ত্রিধা ধারাত্রয়েণ বিভক্তা, হ্রস্বা দ্বিধাবিত্ত্বজটাপ্রস্থয়াং  
 নাসিকাগ্রাচ্চ স্রবণাদিতি ভাবঃ, সমুদ্রগা সমুদ্রাভিমুখগমনপ্রবৃত্তা ॥৩৮॥  
 কচিদিতি । আ সমাগ্রভোগঃ সর্পশরীরং তদ্বৎ কুটিলা বক্রা, অগ্রত্বে আ ভোগায় সমাগ্রতি-  
 স্থায় কুটিলা বক্রাভিপ্রায়া, কচিৎ কচিৎ উন্নতপাষণাদৌ, প্রস্থলন্তী প্রতিহতবেগা, ফেনঃ পট ইব  
 তেন সংবীতা আবৃত্তা । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥  
 এবমিতি । এবম্ ঐদৃশান্, প্রকারান্ অবস্থাঃ । চ্যুতা পতিতা ॥৪০॥  
 দর্শয়স্বেতি । মার্গং মদগমনপথম্, কেন মার্গেণ ॥৪১॥

রাজা ! তখন আকাশের মেখলার গ্রায় গঙ্গা মহাদেবের ললাটদেশে  
 পতিত হইতে লাগিলেন ; মহাদেবও মুক্তাময়ী মালার গ্রায় তাঁহাকে ধারণ করিতে  
 থাকিলেন ॥৩৭॥

রাজা ! গঙ্গা পতিত হইতে থাকিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভি-  
 মুখে চলিতে লাগিলেন ; তখন হংসশ্রেণীর গ্রায় ফেনরাশিতে তাঁহার জল ব্যাপ্ত  
 হইতে থাকিল ॥৩৮॥

কোথাও সর্পশরীরের গ্রায় বক্রা, কোথাও কোথাও প্রতিহতবেগা এবং  
 কোথাও জলের শব্দে মনোহর শব্দকারিণী হইয়া এবং ফেনবসনে দেহ আবৃত  
 করিয়া, মত্তা কামিনীর গ্রায় তিনি চলিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

গঙ্গা আকাশ হইতে পড়িবার সময়ে এইরূপ বহুবিধ ভাব করিয়া, তাহার  
 পর ভূতলে আসিয়া ভগীরথকে বলিলেন—॥৪০॥

চাতচ্শ্ৰুত্বা বচো রাজা প্রাতিষ্ঠত ভগীরথঃ ।  
 যত্র তানি শরীরানি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ।  
 প্লাবনার্থং নরশ্ৰেষ্ঠ ! পুণ্যেন সলিলেন চ ॥৪২॥  
 গঙ্গায়া ধারণং কৃত্বা হরো লোকনমস্কৃতঃ ।  
 কৈলাসং পৰ্ব্বতশ্ৰেষ্ঠং জগাম ত্রিদশৈঃ সহ ॥৪৩॥  
 সমাসাশ্র সমুদ্রঞ্চ গঙ্গয়া সহিতো নৃপঃ ।  
 পূরয়ামাস বেগেন সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ॥৪৪॥  
 দুহিতৃত্বে চ নৃপতির্গঙ্গাং সমনু কল্পয়ৎ ।  
 পিতৃণাঞ্চোদকং তত্র দদৌ পূৰ্ণমনোরথঃ ॥৪৫॥  
 এভভে সৰ্ব্বমাখ্যাতে গঙ্গা ত্রিপথগা যথা ।  
 পূরণার্থং সমুদ্রশ্চ পৃথিবীমবতারিতা ॥৪৬॥  
 কালেশাশ্চ মহারাজ ! ত্রিদশৈর্বিনিপাতিতাঃ ।  
 সমুদ্রশ্চ যথা পীতঃ কারণার্থং মহাত্মনা ॥৪৭॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । প্রাতিষ্ঠত পস্থানং প্রদর্শয়ন্ অগ্রে অগ্রে অগচ্ছৎ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥  
 গঙ্গায়া ইতি । ত্রিদশৈঃ—গঙ্গায়াঃ পতনদর্শনেচ্ছয়া প্রাণাগতৈর্দেবৈঃ ॥৪৩॥  
 সমাসাভেতি । পূরয়ামাস গঙ্গায়া জলদ্বারা ॥৪৪॥  
 দুহিতৃত্ব ইতি । গঙ্গাং দুহিতৃত্বে সমনুকল্পয়ৎ, তস্তাঃ পৃথিব্যামুপাদনাদিত্যাশয়ঃ । অতএব  
 সা ভাগীরথীত্যাখ্যায়তে । সমনুকল্পয়দিত্যাড়াগমাবাব আর্থঃ ॥৪৫॥

“মহারাজ ! আমি কোন্ পথে যাইব, তাহা আপনি দেখাইয়া দিন ;  
 পৃথিবীপতি । আমি আপনার জন্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি” ॥৪১॥

নরশ্ৰেষ্ঠ ! ভগীরথরাজা এই কথা শুনিয়া—যেখানে মহাত্মা সগরপুত্রগণের  
 সেই শরীরগুলি ছিল, সেগুলিকে গঙ্গার পবিত্র জলদ্বারা প্লাবিত করাইবার জন্ত  
 সেই পথে চলিতে লাগিলেন ॥৪২॥

জগৎপুঞ্জিত মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত পৰ্ব্বতশ্ৰেষ্ঠ  
 কৈলাসে চলিয়া গেলেন ॥৪৩॥

রাজা ভগীরথও গঙ্গার সহিত সমুদ্রে যাইয়া তাঁহার জলদ্বারা বরুণালয়  
 সমুদ্রকে বেঁগে পরিপূর্ণ করিলেন ॥৪৪॥

এবং তিনি গঙ্গাকে আপন কন্তারূপে কল্পনা করিলেন, আর সেখানে পিতৃ-  
 পুরুষগণকে গঙ্গাজল দান করিয়া পূৰ্ণমনোরথ হইলেন ॥৪৫॥

বাতাপিচ্চ যথা নীতঃ ক্ষয়ং স ব্রহ্মহা প্রভো ! ।

অগস্ত্যেন মহারাজ ! যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৮॥ (বিশেষকম)  
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং গঙ্গাবতরণকথনে একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

## দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াতঃ কোন্ত্যেয়ঃ ক্রমেণ ভরতর্ষভ ! ।\*

নন্দামপরনন্দাঞ্চ নতৌ পাপভয়াপহে ॥১॥

পর্বতং স সমাসাগ্র হেমকূটমনাময়ম্ ।

অচিন্ত্যানদ্রুতান্ ভাবান্ দদর্শ স্রবহূন্ নৃপঃ ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । অবতারিতা আনীতা । কারণার্থং কালেয়বিনাশরূপপ্রয়োজনসাধনার্থম্ ।  
ব্রহ্মহা ব্রহ্মহত্যাকারী । মহাত্মনা অগস্ত্যেনেতি সম্বন্ধঃ ॥১৬—৪৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

তত ইতি । ততো ভৃগুতীর্থং, প্রয়াতো গতঃ, কোন্ত্যেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—অর্থাৎ  
সমুদ্রপূরণের জন্ত ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে যে পৃথিবীতে আনয়ন করা হইয়াছিল,  
দেবভারা কালেয় অসুরগণকে যে নিপাত করিয়াছিলেন, দেবগণের উদ্দেশ্য  
সাধন করিবার জন্ত মহাত্মা অগস্ত্য যে সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন এবং  
তিনি—সেই ব্রহ্মহত্যাকারী বাতাপি দানবকে যে ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেই  
সমস্তই এই তোমার নিকট বলিলাম” ॥৪৬—৪৮॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! যুধিষ্ঠির সেই ভৃগুতীর্থ হইতে  
ক্রমে পাপভয়নাশিনী নন্দা ও অপরনন্দানাম্নী দুইটী নদীতে গমন করিলেন ॥১॥

\* ‘...নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি নি ।

বাচা যত্রোভবন্ মেঘা উপলাশ্চ সহস্রশঃ ।  
 নাশরুবংস্তমারোঢ়ুং বিষল্লমনসো জনাঃ ॥৩॥  
 বায়ুর্নিত্যং ববৌ তত্র নিত্যং দেবশ্চ বর্ষতি ।  
 স্বাধ্যায়ঘোষশ্চ তথা শ্রায়তে ন চ দৃশ্যতে ॥৪॥  
 সায়ং প্রাতশ্চ ভগবান্ দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ ।  
 মক্ষিকাশ্চাদশংস্তু তপসঃ প্রতিঘাতিকাঃ ।  
 নির্বেদো জায়তে তত্র গৃহাণি স্মরতে জনঃ ॥৫॥  
 এবং বহুবিধান্ ভাবান্দ্ভুতান্ বীক্ষ্য পাণ্ডবঃ ।  
 লোমশং পুনরেবাথ পর্য্যপৃচ্ছত্তদদ্ভুতম্ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

পৰ্ব্বতমিতি । অনাময়ং নিরুপদ্রবম্ । ভাবান্ পদার্থান্ ॥২॥  
 বাচেতি । বাচা বাণ্ডুচ্চারণমাত্রেণ । উপলাঃ পাষণাঃ । তং হেমকূটপৰ্ব্বতম্ ॥৩॥  
 বায়ুরিতি । স্বাধ্যায়ঘোষো বেদপাঠধ্বনিঃ, ন চ দৃশ্যতে তৎপাঠক ইতি শেষঃ ॥৪॥  
 সায়মিতি । হব্যবাহনো বহ্নিঃ । নির্বেদো বৈরাগ্যম্, গৃহাণি ভাৰ্গ্যাদীন্ । ষট্পাদোহয়ং ,  
 শ্লোকঃ ॥৫॥

এবমিতি । ভাবান্ পদার্থান্ । পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ ভাবান্ পদার্থান্ ॥২॥ বাতাবদ্ধা বাতেনাবদ্ধা মেঘা উপলাশ্চ ভবন্  
 বাতঃ বিনৈব সহসা মেঘাঃ শিলাশ্চ প্রযুক্ত্যস্তে ইত্যর্থঃ । ভবন্নিত্যভাব আধঃ । বাচা যত্র  
 ভবন্নিতি পাঠে শব্দোচ্চারণেনৈব যত্র মেঘা উপলাশ্চ, হে ভবন্ ! ভাসমান ! আবির্ভবন্তীতি  
 শেষঃ ॥৩॥ ন চ দৃশ্যতেহধ্যোতা ॥৪॥ নির্বেদো গিরিদর্শনবৈরাগ্যম্, গৃহাণি স্মাদীনি ॥৫—৬॥

তিনি নিরুপদ্রব হেমকূটপৰ্ব্বতে যাইয়া অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত বহুতর পদার্থ  
 দর্শন করিলেন ॥২॥

যেখানে যে কোন বাক্য উচ্চারণ করা মাত্রই সহস্র সহস্র মেঘ ও পাষণ  
 আবির্ভূত হইত এবং বিষল্লচিত্ত লোকেরা সেই পৰ্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ  
 হইত না ॥৩॥

এবং সৰ্ব্বদাই সেখানে বায়ু বহিত হয়, সৰ্ব্বদাই মেঘ বর্ষণ করে এবং  
 বেদপাঠের শব্দ শুনা যায়, অথচ তাহার পাঠককে দেখা যায় না ॥৪॥

আর, সেখানে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভগবান্ অগ্নিকে দেখা যায়,  
 তপস্তার বিস্মকারী মক্ষিকা সকল আসিয়া দংশন করে, তপস্তায় মানুষের বৈরাগ্য  
 উপস্থিত হয় এবং মানুষ গৃহপ্রভৃতি স্মরণ করিতে থাকে ॥৫॥

(৩) বাতাবদ্ধা ভবন্ মেঘাঃ—বা ব ক। (৫)...মক্ষিকাশ্চাপ্যপশ্যন্ত—পি ।

## লোমশ উবাচ ।

যথা শ্রুতমিদং পূৰ্ব্বমস্মাভিৱৱিকৰ্ষণ ! ।  
 তদেকাগ্রমনা রাজন্ ! নিবোধ গদতো মম ॥৭॥  
 অস্মিন্মৃষভকূটেহভূদৃষভো নাম তাপসঃ ।  
 অনেকশতবর্ষায়ুস্তপস্বী কোপনো ভৃশম্ ॥৮॥  
 স বৈ সম্ভাষ্যমাণোহন্যৈঃ কোপাদ্গিরিমুবাচ হ ।  
 য ইহ ব্যাহরেৎ কশ্চিৎপলাতুংসহজেস্তদা ॥৯॥  
 বাতঞ্চাহুয় মা শব্দমিত্যুবাচ স তাপসঃ ।  
 ব্যাহরংশেচহ পুরুষো মেঘশব্দেন বার্য্যতে ॥১০॥  
 এবমেতানি কৰ্ম্মাণি রাজংস্তেন মহৰ্ষিণা ।  
 কৃতানি কানিচিৎ ক্রোধাৎ প্রতিষিদ্ধানি কানিচিৎ ॥১১॥

## ভারতকৌমুদী

যথেতি । গদতো মম সকাশাৎ, নিবোধ শৃণু ॥৭॥  
 অস্মিন্মৃষভকূটে শৃঙ্গে ঋষভমূনেরবস্থানাদৃষভকূট এব হেমকূটস্ত নামাভূৎ ॥৮॥  
 স ইতি । গিরিং হেমকূটম্ । ব্যাহরেৎ বাচমুচ্চারণেৎ । উপলান্ পাষণান্ ॥৯॥  
 বাতমিতি । বাতং বায়ুম্ । মা শব্দং কুৰ্ব্বিতি শেষঃ । ব্যাহরন্ বাচমুচ্চারণন্ ॥১০॥  
 এবমিতি । কৃতানি উপলবৰ্ণণাদীনি । প্রতিষিদ্ধানি বায়োৱপি শব্দকরণাদীনি ॥১১॥

এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ভাব দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির পুনরায় সেই অদ্ভুত ব্যাপারগুলির বিষয় লোমশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—“শক্রনাশক রাজা! পূর্ব্বে আমরা যেমন শুনিয়াছি, তেমনই বলিতেছি ; তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৭॥

পূর্ব্বকালে এই ঋষভকূট-(হেমকূট) পর্ব্বতে ‘ঋষভ’-নামে এক তপস্বী ছিলেন ; তিনি অতি প্রাচীন, তপস্বী ও অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন ॥৮॥

একদা অগ্নি লোক আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কোপবশতঃ এই পর্ব্বতকে বলিয়াছিলেন—“যে কোন লোক এখানে আসিয়া কথা বলিবে, তুমি তখনই তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে” ॥৯॥

এবং তিনি বায়ুকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—“বায়ু! তুমিও শব্দ করিও না ।” তাই এখানে মানুষ কথা বলিলেই, বায়ু মেঘশব্দদ্বারা তাহাকে বারণ করে ॥১০॥

রাজা! এইভাবে সেই মহর্ষি ক্রোধবশতঃ কতকগুলি কার্য্যের বিধান এবং কতকগুলি কার্য্যের নিষেধ করিয়াছিলেন ॥১১॥

নন্দাং ত্বভিগতা দেবাঃ পুরা রাজম্নিতি শ্রুতিঃ ।  
 অন্নপগন্ত সহসা পুরুষা দেবদর্শিনঃ ॥১২॥  
 তে দর্শনং ত্বনিচ্ছন্তো দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।  
 দুর্গং চক্রুরিমং দেশং গিরিপ্রত্যাহরূপকম্ ॥১৩॥  
 তদা\*প্রভৃতি কৌন্তেয় ! নরা গিরিমিমং সদা ।  
 নাশরু বম্ভিদ্ৰষ্টুং কুত এবাধিরোহিতুম্ ॥১৪॥  
 নাতপ্ততপসা শক্যো দ্রষ্টুমেষ মহাগিরিঃ ।  
 আরোঢ়ুং বাপি কৌন্তেয় ! \*তস্মান্মিয়তবাগ্ ভব ॥১৫॥  
 ইহ দেবাস্তদা সর্বৈ যজ্ঞানাজহু রুতমান্ ।  
 তেষামেতানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তেহত্মাপি ভারত ! ॥১৬॥  
 কুশাকারেব দূর্বেয়ং সংস্তীর্ণেব চ ভূরিয়ম্ ।  
 যূপপ্রকারা বহবো বৃক্ষাশ্চেমৈ বিশাংপতে ! ॥১৭॥

#### ভারতকৌমুদী

ইদানীং পর্বতারোহণব্যাঘাতমাহ চতুর্ভিঃ—নন্দামিতি । অন্নপগন্ত অন্নসরন্ ॥১২॥  
 ত ইতি । দর্শনম্ আশ্রয়প্রাপ্তম্ । দুর্গং দুর্গমম্, গিরিরেব প্রত্যাহরূপো যত্র তম্ ॥১৩॥  
 তদেতি । অধিরোহিতুম্ অধিরোঢ়ুম্, ইড়াগম আর্ষঃ ॥১৪॥  
 নেতি । নিয়তবাক্ নিবৃত্তবচনো ভব, পর্বতকর্তৃকোপলব্ধভয়াদিতি ভাবঃ ॥১৫॥  
 ইহেতি । আজহুঃ অহুষ্ঠিতবন্তঃ । তেষাং যজ্ঞানাম্, লিঙ্গানি চিহ্নানি ॥১৬॥

#### ভারতভাবদীপঃ

পৃষ্ণ লোমশ উবাচ—যথা শ্রুতমিতি ॥১॥ স্বযভকৃটে স্বযভাশ্রিতে শৈলশৃঙ্গে ॥৮—৩॥ মা  
 শব্দং কুর্বিতি শেষঃ ॥১০—১১॥ অন্নপগন্ত অন্নগতবন্তঃ, দেবদর্শিনো দেবদর্শনার্থিনঃ ॥১২॥

রাজা! ইহাও আমাদের শুনা আছে যে, পূর্বকালে দেবতারা একদা এই  
 নন্দানদীতে আসিতেছিলেন ; তখন মানুষেরা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্ত তাঁহাদের  
 অনুসরণ করিয়াছিল ॥১২॥

তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই দেবতারা দেখা দেওয়ার অনিচ্ছাবশতঃ এই পর্বতরূপ  
 বিলম্বদ্বারা এই দেশটাকে মানুষের পক্ষে দুর্গম করিয়াছিলেন ॥১৩॥

কুন্তীনন্দন! সেই অবধি মানুষেরা এই পর্বত দেখিতেও পারে না ;  
 সুতরাং কি করিয়া আরোহণ করিবে ? ॥১৪॥

যে\*লোক তপস্বী করে নাই, সে লোক এই মহাগিরি দেখিতে বা আরোহণ  
 করিতে পারে না ; অতএব কুন্তীনন্দন! তুমি নীরব হও ॥১৫॥

ভরতনন্দন! তখন দেবতারা সকলে এইখানেই উত্তম উত্তম যজ্ঞ করিয়া-  
 ছিলেন ; সে যজ্ঞগুলির এই সকল চিহ্ন অত্মাপি দেখা যাইতেছে ॥১৬॥

দেবাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বসন্ত্যগ্নাপি ভারত ! ।

তেষাং সাযং তথা প্রাতর্দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ ॥১৮॥

ইহাপ্নুতানাং কোন্তেয় ! সত্ত্বঃ পাপু্য্যভিহন্যতে ।

কুরুশ্রেষ্ঠাভিষেকং বৈ তস্মাৎ কুরু সহানুজঃ ॥১৯॥

ততো নন্দাপ্নুতান্সস্বং কোশিকীমভিযাস্তসি ।

বিশ্বামিত্রেণ যত্রোত্রং তপস্তপ্তমনুভমম্ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । †

ততস্তত্র সমাপ্নুত্যাং গাত্রাণি সগণো নৃপঃ ।

জগাম কোশিকীং পুণ্যং রম্যাং শীতজলাং শুভাম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বনি

তীর্থযাত্রায়াম্বষভমাহাত্ম্যকথনে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তানি লিঙ্গান্নাহ—কুশেতি । সংস্তীর্ণা কৃতকুশান্তরণা ॥১৭॥

দেবা ইতি । বসন্তি অদৃশ্যভাবেনেতি ভাবঃ । হব্যবাহনো যজ্ঞাগ্নিঃ ॥১৮॥

ইহেতি । আপ্নুতানাং স্নাতনাম্ । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তস্মাদিহ অভিষেকং কুরু ॥১৯॥

তত ইতি । নন্দায়াং নন্দামাপ্নুতানি অবগাতানি অঙ্গানি যন্ত সঃ । কোশিকীং নদীম্ ॥২০॥

### ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যাহরূপকং দর্শনে বিষ্মরূপম্ ॥১৩—১৪॥ নিয়তবাঙমোনবান্ ॥১৫—১৮॥ হে কুরুশ্রেষ্ঠ !  
ইতি ক্ষেদঃ ॥১৯—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

নরনাথ ! এই দুর্কবাণুলি যেন কুশের মত, এই ভূমিটা যেন কুশাস্থত এবং  
এই বহুতর বৃক্ষও যেন যুপের তুল্য দেখা যাইতেছে ॥১৭॥

ভরতনন্দন ! সেই দেবতারা ও ঋষিরা প্রচ্ছন্নভাবে অগ্নাপি এখানে বাস  
করিতেছেন ; তাই প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহাদেরই যজ্ঞাগ্নি দেখা যায় ॥১৮॥

কুরুশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! এখানে যাহারা স্নান করে, তাহাদের সত্ত্বই পাপ  
নষ্ট হয় ; অতএব তুমি অনুজগণের সহিত এইখানে স্নান কর ॥১৯॥

এই নন্দানদীতে স্নান করিয়া তাহার পর তুমি কোশিকীনদীতে ঝাইবে ;  
যেখানে বিশ্বামিত্র অত্যাশ্রম ও ভয়ঙ্কর তপস্তা করিয়াছিলেন” ॥২০॥

† অগ্নং পাঠঃ বা ব কা পি নাস্তি । \* ‘...দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—পি নি, বা ব কা  
অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি ।

## ত্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

এষা দেবনদী পুণ্যা কৌশিকী ভরতর্ষভ ! ।

বিশ্বামিত্রোজ্রমো রম্য এষ চাত্র প্রকাশতে ॥১॥

আশ্রমশৈচব পুণ্যাখ্যঃ কাশ্যপস্ত মহাত্মনঃ ।

ঋগ্‌যজুঃ স্তুতো যস্ত তপস্বী সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২॥

• তপস্মৈ যঃ প্রভাবেণ বর্ষয়ামাস বাসবম্ ।

অনার্হুচ্যাং ভয়াদ্যস্ত বদর্ষ বলবত্রহা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তত্র নন্দানত্মা । সগণঃ সপরিজনঃ । কৌশিকীং নদীম্ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

এষেতি । পুণ্যা পুণ্যজ্ঞানিকা, অতএব দেবনদী দেবানামপ্যাদৃতা নদী ॥১॥

আশ্রম ইতি । কাশ্যপস্ত কাশ্যপগোত্রজস্ত বিভাণ্ডকস্ত । ঋগ্‌যজুঃ যুগবিশেষস্তেব শৃঙ্গং যন্ত  
সঃ । অয়ং মূর্দ্ধশ্রবণকারবান্ তালব্যশ্রবণকারবাংশ্চ, “গোকর্ণপুর্বতৈগন্ত্যরোহিতাঃ” ইত্যমরোক্তেঃ, “গতং  
রোহিভূতাং রিরময়িষুমন্তস্ত বপুষা” ইতি মহিষঃস্তুতোক্তাং, “বলবদৃশা দৃশা শূলী” ইতি বৃন্দাবন-  
যমকাচ্চ ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির সহচরদিগের সহিত সেই নন্দা-  
নদীতে স্নান করিয়া পুণ্যজ্ঞানিকা, মনোহরা, শীতলজলা ও মঙ্গলকারিণী কৌশিকী-  
নদীতে গমন করিলেন ॥২১॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যজ্ঞানিকা ও দেবাদৃতা এই কৌশিকী-  
নদী এবং ইহার তীরে এই মনোহর বিশ্বামিত্রের আশ্রম শোভা পাইতেছে ॥১॥

আর, মহাত্মা বিভাণ্ডকমুনির এই পুণ্যাখ্য আশ্রম দেখা যাইতেছে ; ইহার পুত্র  
ঋগ্‌যজুঃ তপস্বী ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন ॥২॥

যিনি তপস্তার প্রভাবে ইন্দ্রদ্বারা বর্ষণ করাইয়াছিলেন এবং ইন্দ্র ও ইহার ভয়ে  
অনার্হুষ্টির সময়ে বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৩॥



মৃগ্যাং জাতঃ স তেজস্বী কাশ্যপশ্চ যুতঃ প্রভুঃ ।  
 বিষয়ে লোমপাদশ্চ যশ্চকারাদুতং মহৎ ॥৪॥  
 প্রবর্তিতেষু শস্যেষু যস্যৈ শাস্তাং দদৌ নৃপঃ ।  
 লোমপাদো দুহিতরং সাবিত্রীং সবিতা যথা ॥৫॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ঋগ্যশ্জং কথং মৃগ্যামুৎপন্নঃ কাশ্যপাত্মজঃ ।  
 বিরুদ্ধে যোনিসংসর্গে কথঞ্চ তপসা যুতঃ ॥৬॥  
 কিমর্থঞ্চ ভয়াচ্ছক্রান্তশ্চ বালশ্চ ধীমতঃ ।  
 অনাবৃষ্ট্যাং প্রবৃত্তায়াং বর্ষণ বলবত্ৰহা ॥৭॥  
 কথংরূপা চ সা শাস্তা রাজপুত্রী যতব্রতা ।  
 লোভয়ামাস যা চেতো মৃগভূতশ্চ তশ্চ বৈ ॥৮॥  
 লোমপাদশ্চ রাজর্ষির্যদাশ্রয়ত ধার্মিকঃ ।  
 কথং বৈ বিষয়ে তশ্চ নাবর্ষণ পাকশাসনঃ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

তপস ইতি । বর্ষয়ামাস বৃষ্টিং কারয়ামাস । বলবত্ৰহা ইন্দ্রঃ ॥৩॥  
 মৃগ্যামিতি । কাশ্যপশ্চ বিভাণ্ডকশ্চ । বিষয়ে দেশে, লোমপাদশ্চ রাজ্ঞঃ ॥৪॥  
 প্রবর্তিতেষিতি । প্রবর্তিতেষু বৃষ্ট্যা উৎপাদিতেষু । শাস্তাং নাম ॥৫॥  
 ঋগ্যেতি । যোনিসংসর্গে বিরুদ্ধে সতি ভিন্নপ্রাণিত্বাদিতি ভাবঃ । জাত ইতি শেষঃ ॥৬॥  
 কিমর্থমিতি । শক্র ইন্দ্রঃ, তশ্চ ঋগ্যশ্জশ্চ । প্রবৃত্তায়াম্পস্থিতায়াম্ ॥৭॥  
 কথমিতি । কথংরূপা কিস্তুতা আসীৎ । যতম্ ইন্দ্రిয়সংযম এব ব্রতং যন্তাঃ সা ॥৮॥

তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবশালী সেই ঋগ্যশ্জ লোমপাদরাজার রাজ্যে বিভাণ্ডকমুনির  
 ঠরসে মৃগীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ; যিনি গুরুতর অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন ॥৪॥

সূর্য্য যেমন সাবিত্রীকে দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ লোমপাদরাজা শশ্চ  
 উৎপন্ন হইলে আপন কন্যা শাস্তাকে ষাঁহার হস্তে দান করিয়াছিলেন” ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋগ্যশ্জ কি করিয়া মৃগীর গর্ভে উৎপন্ন  
 হইলেন ? বিভিন্ন প্রাণীর সংসর্গজাত সম্ভবনাই বা কি করিয়া তপস্বী হইল ? ॥৬॥

বল ও বৃত্তাসুরহস্তা ইন্দ্রই বা কিজন্ম অনাবৃষ্টির সময়ে সেই বালক ঋগ্যশ্জের  
 ভয়ে বর্ষণ করিয়াছিলেন ? ॥৭॥

আর, সেই রাজকন্যা শাস্তাই বা কিরূপ ছিলেন, যিনি সংযত হইয়া মৃগভূত  
 ঋগ্যশ্জের চিত্ত লুপ্ত করিয়াছিলেন ॥৮॥

এতন্মে ভগবন্ ! সৰ্ব্বং বিস্তরেণ যথাতথম্ ।

বক্তুমুহিসি শুশ্রুমোঋগ্মশৃঙ্গস্য চেষ্টিতম্ ॥১০॥

লোমশ উবাচ ।

বিভাণ্ডকস্য বিপ্রর্ষেস্তপসা ভাবিতান্ননঃ ।

অমোঘবীৰ্য্যস্য সতঃ প্রজাপতিসমতু্যতেঃ ॥১১॥

শৃণু পুত্রো যথা জাত ঋগ্মশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্ ।

মহার্হস্য মহাতেজা বালঃ স্ববিরসম্মতঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

মহাহুদং সমাসাশ্চ কাশ্যপস্তপসি স্থিতঃ ।

দীৰ্ঘকালং পরিশ্রান্ত ঋষিঃ স দেবসম্মিতঃ ॥১৩॥

তস্য ধৈতঃ প্রচক্ষন্দ দৃষ্ট্বাপ্সরসমূৰ্ব্বশীম্ ।

অপ্সু পম্প্পশতো রাজন্ ! মৃগী তচ্চাপিবভদা ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

লোমেতি । যদা ধার্মিকঃ অশ্রয়ত, তদা কথম্, তস্য বিষয়ে দেশে রাজ্যে ॥২॥

এতদ্বিতি । শুশ্রুমোঃ শ্রোতুমিচ্ছোঃ । চেষ্টিতং চরিতম্ ॥১০॥

বিভেতি । ভাবিতান্ননঃ শোধিতচিত্তস্তাপি সত ইতি সম্বন্ধঃ । মহার্হস্য মহাবীৰ্য্য-  
মহামাত্ম্য । স্ববিরসম্মতঃ জ্ঞানতপোহতিরেকাদবুদ্ধ্যেণ লোকৈরতিমতঃ ॥১১—১২॥

মহেতি । কাশ্যপো বিভাণ্ডকঃ । দীৰ্ঘকালং তপসি স্থিতঃ অতএব পরিশ্রান্তঃ ॥১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

এষেতি ॥১॥ কাশ্যপস্য বিভাণ্ডকস্য । ঋগ্মশেতি তালব্যাদিঃ, মূৰ্দ্ধন্যাদিপাঠঃ প্রামাদিকঃ, ঋগ্মো  
মৃগস্তশ্চৈব শৃঙ্গমস্তাস্তীতি ঋগ্মশৃঙ্গঃ ; “ঋগ্মো ন ঋগ্মন্” ইতি মন্তব্যবর্ণাৎ ॥২—৩॥ শুশ্রুমোৰ্ঘে

এবং রাজর্ষি লোমপাদকে যখন ধার্মিক বলিয়া শুনা যায়, তখন তাঁহার  
রাজ্যেই বা কেন ইন্দ্র বর্ষণ করেন নাই ? ॥২॥

ভগবন্ ! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ; অতএব আপনি এই সমস্ত ঋগ্মশৃঙ্গের  
চরিত্র বিস্তরক্রমে এবং যথায়থভাবে আমার নিকট বলুন” ॥১০॥

লোমশ বলিলেন—“অব্যর্থ বীৰ্য্য, ব্রহ্মার তুল্যা তেজস্বী, মহামাত্ম এবং ব্রহ্মর্ষি  
বিভাণ্ডকমুনি তপঃপ্রভাবে শোধিতচিত্ত হইলেও, তপঃপ্রভাবশালী, মহাতেজা এবং  
বালক হইয়াও স্ববিরসম্মত ঋগ্মশৃঙ্গ যেভাবে তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন, তাহা তুমি  
শ্রবণ কর ॥১১—১২॥

কাশ্যপগোত্র ও দেবতুল্য সেই বিভাণ্ডকমুনি কোন মহাহুদে যাইয়া দীৰ্ঘকাল  
তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥১৩॥

রাজা ! একদা তিনি জ্ঞান করিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্সরা উৰ্ব্বশীকে

সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী চাভবত্ততঃ ।  
 সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)  
 দেবকন্তা যুগী ভূত্বা মুনিং সূর্য বিমোক্ষ্যসে ।  
 অমোঘত্বাদ্বিধৈশ্চৈব ভাবিত্বাদ্ভৈবনির্মিতাং ॥১৬॥  
 তস্ত্যাং যুগ্যাং সমভবত্তস্ত পুত্রো মহানৃষিঃ ।  
 ঋতশৃঙ্গস্তপোনিত্যো বন এবাভ্যবর্তত ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)  
 তস্তর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজম্বাসীম্মহাত্মনঃ ।  
 তেনর্যশৃঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোহভবৎ ॥১৮॥  
 ন তেন দৃষ্টপূর্ব্বোহন্যঃ পিতুরন্যত্র মানুষঃ ।  
 তস্মাক্তস্ত মনো নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যোহভবম্প ! ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

তস্তেতি । উপস্পৃশতঃ স্নানং কুর্ত্তত্তস্ত রেতঃ, অঙ্গু জলে, প্রচক্ষন্দ স্বলতি স্ব । তচ্চ  
 তৃষিতা যুগী তোয়েন সহাপিবৎ । লোককর্তৃণেতি আৰ্ঘ্যাদনয়িত্বেহপি নাদেশঃ ॥১৪—১৫॥

ব্রহ্মণা কিমুক্তত্যাং—দেবেতি । অং দেবকন্তাপি অপরাধান্মুগী ভূত্বা, মুনিং সূর্য প্রসূর্য  
 বিমোক্ষ্যস ইতি । অমোঘত্বাদব্রহ্মবাক্যস্ত অব্যর্থত্বাং, বিধৈশ্চ অবশস্তাবিনো ব্যাপারস্ত চ  
 দৈবনির্মিতাং অদৃষ্টকৃতান্তাবিশ্বাক্ষেতোঃ । তস্ত বিভাণ্ডকস্ত । তপ এব নিত্যং যস্ত সঃ ।  
 অভ্যবর্তত অতিষ্ঠৎ ॥১৬—১৭॥

অথ তস্ত ঋতশৃঙ্গনামঘে কো হেতুরিত্যাং—তস্তেতি । ইত্যেবং নান্না ॥১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

মম ইতি সম্বন্ধঃ ॥১০—১১॥ মহার্হস্তাতিপূজ্যস্ত ॥১৩—১৪॥ তোয়েন সহাপিবদিত্যম্বয়ঃ  
 ॥১৫॥ সূর্য প্রসূর্য, বিধেবিশিষ্টবাক্যস্ত দৈবনির্মিতাক্ষেতোর্ভাবিত্বাং অপরিহার্য্যত্বাচ্চ ॥১৬—১৭॥

দেখিয়া জলের ভিতরেই তাঁহার শুক্র ঋলন হইয়াছিল ; তখন পিপাসার্ত্ত  
 কোন হরিণী জলের সহিত সেই শুক্র পান করিয়াছিল ; তাহাতেই সেই হরিণী  
 গর্ভবতী হইয়াছিল । কারণ, জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বজন্মে তাহাকে  
 বলিয়াছিলেন—১৪—১৫॥

‘তুমি দেবকন্তা হইলেও (অপরাধনিবন্ধন) হরিণী হইয়া কোন মুনিকে প্রসব  
 করিয়া পরে মুক্তি লাভ করিবে ।’ বিধাতার বাক্য অব্যর্থ বলিয়া এবং দৈববশতঃ  
 সেইরূপ হইবে বলিয়া সেই হরিণীর গর্ভেই বিভাণ্ডকের মহর্ষি পুত্র হইয়াছিল ।  
 সেই ঋতশৃঙ্গ সর্ব্বদা তপস্তায় প্রবৃত্ত থাকিয়া বনেই থাকিতেন ॥১৬—১৭॥

রাজা ! মহাত্মা বিভাণ্ডকপুত্রের মস্তকে শৃঙ্গ ছিল ; সেই জন্তই তিনি তখন  
 ‘ঋতশৃঙ্গ’-এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥১৮॥

এতস্মিন্নেব কালে তু সখা দশরথশ্চ বৈ ।  
 লোমপাদ ইতি ধ্যাতো হুঙ্গানামীশ্বরোহভবৎ ॥২০॥  
 তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণশ্চেতি নঃ শ্রুতিঃ ।  
 স ব্রাহ্মণৈঃ পরিত্যক্তস্তদা বৈ জগতঃ পতিঃ ॥২১॥  
 পুরোহিতাপচারাচ্চ তশ্চ রাজ্ঞো মহামতেঃ ।  
 ন বৰ্ষ সহস্রাক্ষস্ততোহপীড্যস্ত বৈ প্রজাঃ ॥২২॥  
 স ব্রাহ্মণান্ পর্য্যপৃচ্ছতপোযুক্তান্ মনৌষিণঃ ।  
 প্রবৰ্ষণে শ্বরেন্দ্রশ্চ সমর্থান্ পৃথিবীপতে ! ॥২৩॥

## ভারতকৌমুদী

নেতি । পিতৃবিভাগকাৎ । অত্র স্থানেহপি । ব্রাহ্মচর্য্যে সৰ্ব্বথা স্ত্রীসংসর্গরাহিত্যে ॥১৯॥  
 এতস্মিন্নিতি । অঙ্গানাম্ অঙ্গদেশশ্চ, ঈশ্বরঃ পতিঃ ॥২০॥  
 তেনেতি । কামাদিচ্ছাত এব, মিথ্যা নিক্ষিপ্তধনস্তানঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ ॥২১॥  
 পুরোহিতেতি । পুরোহিতে ব্রাহ্মণে অপচারাদপব্যবহারাচ্চ । সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥২২॥  
 স ইতি । প্রবৰ্ষণে অর্চনাদিনা প্রকৃষ্টবৰ্ষণসম্পাদনে সমর্থান্ ॥২৩॥

## ভারতভাবদীপঃ

অঙ্গানাং দেশানাম্ ॥২০॥ তেন কামাৎ বুদ্ধিপূৰ্ব্বং ব্রাহ্মণশ্চ প্রতিশ্রুত্যেতি শেষঃ, মিথ্যা-  
 কৃতং—“ময়া তুভ্যং দাতুং কিমপি ন প্রতিশ্রুত”মিত্যপলাপং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥২১॥ তত্র হেতুঃ—

রাজা ! তিনি অত্র স্থানেও পিতা বিভাগক ব্যতীত অত্র কোন মানুষ দেখিতে  
 পাইতেন না ; তাহাতেই তাঁহার মন সৰ্ব্বদা ব্রাহ্মচর্য্যে নিবিষ্ট থাকিত ॥১৯॥

এই সময়েই দশরথের সখা ‘লোমপাদ’-নামে এক ব্যক্তি অঙ্গদেশের রাজা  
 ছিলেন ॥২০॥

আমাদের শুন্য আছে যে, তিনি ইচ্ছাবশতই এক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে মিথ্যা  
 ব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাহাতেই তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া-  
 ছিলেন ॥২১॥

আর, তিনি নিজের পুরোহিতের সঙ্গেও অপব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাহাতেই  
 ইন্দ্র সেই মহামতি লোমপাদের রাজ্যে বৰ্ষণ করেন নাই ; সেই কারণেই তাঁহার  
 প্রজারা কষ্ট পাইতেছিল ॥২২॥

রাজা ! তখন লোমপাদ—তপস্বী, জ্ঞানী ও ইন্দ্রকে দিয়া বৰ্ষণ করাইতে সমর্থ—  
 এইরূপ ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—॥২৩॥

কথং প্রবর্ষেৎ পৰ্জ্জন্ত্য উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্ ।  
 তমুচুশ্চেদিতাস্তে তু স্বমতানি মনৌষিণঃ ॥২৪॥  
 তত্র হ্যেকো মুনিবরস্তং রাজানমুবাচ হ ।  
 কুপিতাস্তব রাজেন্দ্র ! ব্রাহ্মণা নিকৃতিং চর ॥২৫॥  
 ঋগ্যশৃঙ্গং মুনিহৃতমানয়স্ব চ পার্থিব ! ।  
 বানৈয়মনভিজ্ঞঞ্চ নারীণামার্জ্জবে রতম্ ॥২৬॥  
 স চেদবতরেদ্রাজন্ ! বিষয়ং তে মহাতপাঃ ।  
 সত্ৰং প্রবর্ষেৎ পৰ্জ্জন্ত্য ইতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৭॥  
 এতচ্ শ্রুত্বা বচো রাজন্ ! কৃত্বা নিকৃতিমাত্মনঃ ।  
 স গত্বা পুনরাগচ্ছৎ প্রসম্বেষু দ্বিজাতিষু ।  
 রাজানমাগতং দৃষ্ট্বা প্রতिसংজহসুঃ প্রজাঃ ॥২৮॥  
 ততোহঙ্গপতিরাহুয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ ।  
 ঋগ্যশৃঙ্গাগমে যত্নমকরোন্মন্ত্রনিশ্চয়ে ॥২৯॥

#### ভারতকৌমুদী

কথমিতি । পৰ্জ্জন্ত্যো মেঘঃ । পরিদৃশ্যতামালোচ্যতাম্ । চোদিতা নিযুক্তাঃ ॥২৪॥  
 তত্রৈতি । নিকৃতিং ব্রাহ্মণকোপোপশমায় সামদানাদিরূপং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥২৫॥  
 ঋগ্বেদৈতি । বানৈয়ং বনোৎপন্নম্ । অতএব নারীণাং সম্বন্ধে অনভিজ্ঞম্ ॥২৬॥  
 স ইতি । অবতরেদাগচ্ছৎ, বিষয়ং দেশম্ । পৰ্জ্জন্ত্যো মেঘঃ ॥২৭॥  
 এতদ্বিতি । নিকৃতিং প্রায়শ্চিত্তম্ । ব্রাহ্মণভবনং গত্বা তেষু দ্বিজাতিষু প্রসম্বেষু সৎস্র, পুনঃ  
 স্বরাজ্যমাগচ্ছৎ । প্রতिसংজহসুঃ আনন্দং চক্ৰুঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

“মেঘ কি করিয়া বর্ষণ করে, এই বিষয়ের উপায় আপনারা পর্যালোচনা করুন ।” তখন সেই মনস্বীরা আপন আপন মত রাজাকে বলিলেন ॥২৪॥

তঁাহাদের মধ্যে একজন প্রধান মুনি রাজাকে বলিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার উপরে ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়াছেন ; সুতরাং প্রথমে আপনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন ॥২৫॥

রাজা ! তাহার পর বনে উৎপন্ন, জ্রীলোকদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং সর্বদা সরলতায় নিরত মুনিপুত্র ঋগ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন ॥২৬॥

রাজা ! সেই মহাতপা ঋগ্যশৃঙ্গ যদি আপনার রাজ্যে আগমন করেন, তবে সত্ৰই মেঘ বর্ষণ করিবে ; এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই” ॥২৭॥

রাজা ! এই কথা শুনিয়া লোমপাদ নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, ব্রাহ্মণদের ভবনে যাইয়া, ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন হইলে আবার আগমন করিলেন ; তখন তঁাহাকে আগত দেখিয়া প্রজারা আনন্দিত হইল ॥২৮॥

সোহধ্যগচ্ছতুপায়স্ত তৈরমাত্যৈঃ সহ্যচ্যুত ! ।

শাস্ত্রজৈরলমর্থজৈর্নীত্যাঞ্চ পরিনিষ্ঠিতৈঃ ॥৩০॥

তত আনায়য়ামাস বারমুখ্যা মহীপতিঃ ।

বেশ্যাঃ সর্বত্র নিষাতাস্তা উবাচ স পার্থিবঃ ॥৩১॥

ঋগ্বেদশৃঙ্গমৃষেঃ পুত্রমানয়ধ্বমুপায়তঃ ।

লোভয়িত্বাভিবিদ্বাস্তা বিষয়ং মম শোভনাঃ ! ॥৩২॥

তা রাজভয়ভীতাশ্চ শাপভীতাশ্চ যোষিতঃ ।

অশক্যমুচ্যন্তং কার্য্যং বিবর্ণা গংচেতসঃ ॥৩৩॥

তত্র হ্বেকা জরদযোষা রাজানমিদমব্রবীৎ ।

প্রযতিষ্যে, মহারাজ ! তমানেতুং তপোধনম্ ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অঙ্গপতির্লোমপাদঃ । মন্ত্রনিষ্ঠয়ে মন্ত্রগণা উপায়নির্দ্ধারণে ॥২৯॥

স ইতি । হে অচ্যুত । ঋগ্বেদত্রয় ! । অলমতিশয়েন । পরিনিষ্ঠিতৈরভিজ্ঞৈঃ ॥৩০॥

তত ইতি । বারমুখ্যা বেশ্যাগণপ্রধানাঃ । সর্বত্র সর্বপ্রকারেষু পুরুষেষু, নিষাতা বশীকরণ-  
নিপুণাঃ । “প্রবীণে নিপুণাভিজ্ঞবিজ্ঞনিষাতশিক্ষিতাঃ” ইত্যমরঃ । বলপ্রয়োগেণানয়নচেষ্টায়াং  
শাপাং সর্বনাশাশঙ্কা, সান্না পিত্রধীনস্ত দানেন চ নিস্পৃহস্তানয়নচেষ্টা নিফলৈব ; অতঃ প্রতারণা-  
মূলকপ্রলোভনেনৈব ঋগ্বেদশৃঙ্গমৃষানয়নপ্রযুক্তিরিত্যবধেয়ম্ ॥৩১॥

ঋগ্বেতি । উপায়ত উপযুক্তোপায়েন । অভিবিদ্বাস্ত, যথা শাপং ন দৃষ্টাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥

তা ইতি । রাজভয়ভীতা অগমনে, শাপভীতাশ্চ গমনে । অন্তর্বোধেগাংবিবর্ণাঃ ॥৩৩॥

তত্র ইতি । জরদযোষা বৃদ্ধস্ত্রী । তম্ ঋগ্বেদম্ ॥৩৪॥

তাহার পর লোমপাদ মন্ত্রগণাভিজ্ঞ মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া, ঋগ্বেদশৃঙ্গের আগমন সম্বন্ধে  
মন্ত্রগণাদ্বারা উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন ॥২৯॥

হে ধার্মিক ! তদনন্তর বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ সেই মন্ত্রিগণের  
সহিত আলোচনা করিয়া লোমপাদ তাহার উপায় অবগত হইলেন ॥৩০॥

তৎপরে রাজা লোমপাদ, বেশ্যাগণের মধ্যে প্রধান এবং সমস্ত পুরুষকেই বশ  
করিতে নিপুণ কতকগুলি বেশ্যাকে আনাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—॥৩১॥

“মুন্দরীগণ ! তোমরা উপযুক্ত উপায়ে ঋষিপুত্র ঋগ্বেদশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া  
এবং তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহাকে আমার রাজ্যে আনয়ন কর” ॥৩২॥

সেই রমণীরা এদিকে রাজার ভয়ে এবং ওদিকে শাপের ভয়ে ভীত হইয়া, বিবর্ণ ও  
গতচৈতন্যের স্থায় থাকিয়া সে কার্য্য অসাধ্য বলিয়াই রাজাকে জানাইল ॥৩৩॥

অভিপ্রেতাংস্ত্ব মে কামাংস্ত্বম্নুজ্ঞাতুমর্হসি ।

ততঃ শক্যাম্যানয়িতুম্ভ্যশৃঙ্গমুষেঃ স্ততম্ ॥৩৫॥

তস্মাঃ সর্বমভিপ্রেতম্নজ্ঞানাং স পার্থিবঃ ।

ধনঞ্চ প্রদদৌ ভূরি রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৬॥

ততো রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে ! ।

দ্বিত্র আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বনমঞ্জসা ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াম্ভ্যশৃঙ্গোপাখ্যানেন ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

অভীতি । কাম্যন্ত ইতি কামা অভীষ্টপদার্থান্তান্ । আনয়িতুমান্ ॥৩৫॥

তস্মা ইতি । অম্বজ্ঞানাং দাতুমম্মতবান্, পার্থিবো লোমপাদঃ ॥৩৬॥

তত ইতি । ত্রিয়ো বেষ্টা এব । সা জরদযোষা, অম্বসা ঋটিতি ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

পুরোহিতস্তাপচারে দোষঃ, সৌহপি যদৃচ্ছয়া ব্রাহ্মণাপরাধাতাবেহপি স্বেচ্ছয়া কৃতঃ ॥২২—২৪॥

নিষ্কৃতিং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥২৫॥ বানেশং বনভবম্ ॥২৬—৩০॥ সর্বত্র পরবন্ধনাদৌ, “নিষ্কৃতাঃ

কুশলাঃ ॥৩১—৩৩॥ জরদযোষা বৃদ্ধা স্ত্রী ॥৩৪—৩৫॥ অম্বজ্ঞানাদম্নজ্ঞাতবান্ ॥৩৬—৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধবেশী রাজাকে এই কথা বলিল—“মহারাজ ! সেই  
তপোধন ঋগ্ভৃগুকে আনিবার জন্ত আমি চেষ্টা করিব ॥৩৪॥

আপনি আমার অভিপ্রেত বস্তুগুলি দিয়া দিবার অনুমতি করুন, তাহা হইলেই  
আমি ঋষিপুত্র ঋগ্ভৃগুকে আনিতে পারিব” ॥৩৫॥

তখন রাজা তাহার অভিপ্রেত সমস্ত বস্তুই দিয়া দিবার অনুমতি করিলেন এবং  
তাহাকে প্রচুর ধন ও নানাবিধ রত্ন দান করিলেন ॥৩৬॥

রাজা ! তাহার পর সেই বৃদ্ধবেশী কতকগুলি রূপবতী ও যুবতি বেশী লইয়া  
সত্তরই বনে গমন করিল” ॥৩৭॥

## চতুৰ্ণবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

সা তু নাব্যাশ্রমং চক্রে রাজকাৰ্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।

সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব ভারত ! ॥১॥

নানাপুষ্পফলৈৰ্বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরুপশোভিতৈঃ ।

নানাগুললতোপেতৈঃ স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ ॥২॥

অতীব রমণীয়ং তদতীব চ মনোহরম্ ।

চক্রে নাব্যাশ্রমং রম্যমদ্ভুতোপমদৰ্শনম্ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

ততো নিবধ্য তাং নাবমদূরে কাশ্যপাশ্রমাৎ ।

চারয়ামাস পুরুষৈৰ্বিহারং তস্মৈ বৈ যুনেঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সা জরদযোষা, নাবি কস্তাক্ষিবৃহন্নৌকায়াম্ । সন্দেশাদুপদেশাৎ । বিভাগকা-  
শ্রমাস্তিকে তদদূরে বা স্থলে আশ্রমনিৰ্মাণে বিভাগকেন তদদৰ্শনে প্রতারণাভিব্যক্তিঃ স্তাৎ । অতো  
যথাপসারণেন বিভাগকো ন পশ্যেৎ, উপসবণেন চ স্বত্বশৃঙ্গ এব পশ্যেদিত্তি বিভাব্য নৌকায়ামে-  
বোশ্রমনিৰ্মাণমিতি বোধ্যম্ ॥১॥

নানেতি । স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ মধুরাভীষ্টফলদায়িভিবৃক্ষৈঃ । রমণীয়ং লোভনীয়ম্, তদ্বনম্,  
মনোহরং সুন্দরম্ । রম্যং ক্রীড়াযোগ্যম্ । নাবি বৃহন্নৌকায়াম্ ॥২—৩॥

তত ইতি । পুরুষৈঃ, তস্মৈ বিভাগকস্মৈ যুনেৰ্বিহারম্ অশ্রম গমনম্, চারয়ামাস জ্ঞাপয়ামাস,  
তুহিতরমিতি শেবঃ । তস্মৈ যুনেরাশ্রমে স্থিতৌ কাৰ্য্যসিদ্ধেরসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“ভরতনন্দন ! সেই বৃদ্ধরমণী রাজার কাৰ্য্যসিদ্ধির জন্ত  
তাঁহার উপদেশে এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে একখানা বড় নৌকার উপরে একটা  
আশ্রম নিৰ্মাণ করিল ॥১॥

তাহাতে সুন্দর সুন্দর কৃত্রিম বৃক্ষ এবং নানাবিধ গুল্ম ও লতা সাজাইয়া রাখিল ;  
সেগুলিতে আবার নানাবিধ ফল, ফল এবং সুমধুর বাঞ্ছনীয় ফল সাজাইয়া দিল ।  
তাহাতে সেই কৃত্রিম বনটা অত্যন্ত লোভনীয় ও অত্যন্ত মনোহর হইল । এইভাবে  
সেই নৌকার উপরে মনোহর ও অদ্ভুত দৰ্শন কৃত্রিম আশ্রম নিৰ্মাণ করিল ॥২—৩॥



ততো হুহিতরং বেশ্যাং সমাধায়েতিকাৰ্য্যাতাম্ ।

দৃষ্ট্বাস্তরং কাশ্যপস্ত প্রাহিণোদবুদ্ধিসম্মতাম্ ॥৫॥

সাত্ত্র গতা কুশলা তপোনিত্যস্ত সন্নিধৌ ।

আশ্রমং তং সমাসাং দদর্শ তয়যেঃ স্ততম্ ॥৬॥

বেশ্যোবাচ ।

কচ্চিন্মুনে ! কুশলং তাপসানাং কচ্চিচ্চ বো মূলফলং প্রভূতম্ ।

কচ্চিন্দুবান্ রমতে চাশ্রমেহস্মিৎস্থং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতমাগতোহস্মি ॥৭॥

কচ্চিন্তপো বর্দ্ধতে তাপসানাং পিতা চ তে কচ্চিদহীনতেজাঃ ।

কচ্চিন্তয়া প্রীয়তে চৈব বিপ্র ! কচ্চিং স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্য্যশৃঙ্গ ! ॥৮॥

ঋগ্যশৃঙ্গ উবাচ ।

ঋদ্ধ্যা ভবান্ জ্যোতিরিব প্রকাশতে মন্যে চাহং হ্যামভিবাদনীয়ম্ ।

পাত্নং তে বৈ সম্প্রদাস্যামি কামাদ্যথাধর্ম্যং মূলফলানি চৈব ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

ভত ইতি । সমাধায় উপদিষ্ট, ইতিকার্য্যাতাম্ ইতিকর্তব্যাতাম্ । অন্তরমন্তর্ধানম্ ॥৫॥

সেতি । সা জরদযোষায়া হুহিতা । তপ এব নিত্যং যন্ত তন্ত ঋগ্যশৃঙ্গস্ত ॥৬॥

কচ্চিদিতি । কচ্চিং বেদিভূমিচ্ছামীত্যর্থঃ । বো যুস্মাকম্, প্রভূতং প্রচুরম্ ॥৭॥

কচ্চিদিতি । অহীনতেজা অনষ্টব্রাহ্মণপ্রভাবঃ । স্বাধ্যায়ে বেদপাঠঃ ॥৮॥

ঋদ্ধ্যেতি । ঋদ্ধ্যা তেজঃসম্পদা জ্যোতিস্তেজঃপুঞ্জঃ । কামাদিচ্ছাতঃ ॥৯॥

তাহার পর যাইয়া বিভাণ্ডকের আশ্রমের অদূরে সেই নৌকা বাঁধিয়া, কতকগুলি লোক দ্বারা বিভাণ্ডকমুনির অনুপস্থিতি জানিয়া লইল ॥৪॥

তৎপরে সেই বৃদ্ধরমণী বিভাণ্ডকমুনির অনুপস্থিতি জানিয়া, নিজের বুদ্ধিমতী বেশ্যাকন্যাকে কর্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে পাঠাইয়া দিল ॥৫॥

তখন সেই কার্য্যনিপুণা বেশ্যাকন্যা সর্বদা তপস্তানিরত ঋগ্যশৃঙ্গের নিকটে যাইয়া, ক্রমে তাঁহার আশ্রমেই উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল ॥৬॥

পরে সেই বেশ্যাকন্যা বলিল—“মুনি ! তপস্বীদিগের মঙ্গল ত ? আপনাদের প্রচুর পরিমাণে ফলমূল আছে ত ? এবং আপনি এই আশ্রমে সুখে আছেন ত ? আমি এখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি ॥৭॥

তপস্বীদিগের তপস্তা বৃদ্ধি পাইতেছে ত ? আপনার পিতার তেজ নষ্ট হয় নাই ত ? ব্রাহ্মণ ! আপনি সুখে আছেন ত ? এবং ঋগ্যশৃঙ্গ ! আপনি বেদপাঠ করিয়া থাকেন ত ?” ॥৮॥

ঋগ্যশৃঙ্গ বলিলেন—“আপনি কাস্তিসম্পদে তেজঃপুঞ্জের স্রাব প্রকাশ পাইতে-

কৌশ্ঠাং বৃষ্যামাস্থ যথোপজোষং কৃষ্ণাজিনেনাবৃত্যয়াং স্থখায়াম্ ।

ক চাশ্রমস্তব কিং নাম চৈদং ব্রতং ব্রহ্মশ্চরসি দেববন্ধম্ ॥১০॥

বেশ্যোবাচ ।

মমশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র ! রম্যস্ত্রিযোজনং শৈলমিমং পরেণ ।

তত্র স্বধর্মোহনভিবাদনং মে ন চোদকং পাণ্ডুপম্পৃশামি ॥১১॥

• ভবতা নাভিবাগোহমভিবাগো ভবান্ ময়া ।

ব্রতমেতাদৃশং ব্রহ্মন্ ! পরিষজ্যে ভবান্ ময়া ॥১২॥

ঋশ্যশৃঙ্গ উবাচ ।

ফলানি পকানি দদানি তেহং ভল্লাতকাত্মামলকানি চৈব ।

করুণকানীক্ষুদধস্নানানি প্রিয়ালকানাং কাঙ্ক্ষিতং বৈ কুরুষ্ব ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

কৌশ্ঠামিতি । কৌশ্ঠাং কুশময্যাম্, বৃষ্ণাং ব্রতিযোগ্যাসনে, “ব্রতিনামাসনং বৃষী” ইত্যমরঃ । আস্থ উপবিশ, যথোপজোষং যথাস্থম্ । স্থখায়াং স্থখজনিকায়াম্ ॥১০॥

মমেতি । পরেণেত্যেনপ্রত্যয়ান্ততয়া শৈলমিতি “দ্বিতীয়েনেন” ইতি দ্বিতীয়া ॥১১॥

ভবতেতি । ব্রতং মজ্জাতিনিয়মঃ । ইদং সৰ্ব্বথা সত্যমুক্তম্ । পরিষজ্য আলিঙ্গনীয়ঃ ॥১২॥

### ভারতভাবদীপঃ

সাহিত্যি । নাব্যাশ্রমং নাব্যার্থমাশ্রমম্ ॥১—৩॥ মূনেবিভাণ্ডকস্ত বিহারং বহির্গমনম্, চারয়ামাস্ চারৈরধিগতবতী ॥৪॥ সমাধায় বোধয়িত্বা, ইতিকার্যতামিতিকর্তব্যাত্ম, অন্তর-

ছেন ; অতএব আপনি আমার নমস্তু বলিয়া আমি মনে করি ; আর আমি ইচ্ছা করিয়া অতিথির নিয়ম অনুসারে আপনাকে পাণ্ড, ফল ও মূল প্রদান করিব ॥৯॥

ব্রাহ্মণ ! আপনি এই কৃষ্ণাজিনাবৃত সুখজনক কুশময় ব্রতীর আসনে যথাস্থখে উপবেশন করুন ; আপনার আশ্রম কোথায় ? এবং আপনি দেবতার স্থায় এই কোন্ ব্রত আচরণ করিতেছেন ?” ॥১০॥

বেশ্যকস্তা বলিল—“বিভাণ্ডকপুত্র ! এই ত্রিযোজনব্যাপী পৰ্ব্বতের অপর দিকে আমার মনোহর আশ্রম রহিয়াছে । তাহাতে আমার স্বধর্ম এই যে, আমি কাহার অভিবাদন গ্রহণ করি না, কিংবা পাণ্ডজল স্পর্শ করি না ॥১১॥

সুতরাং আপনি আমাকে অভিবাদন করিবেন না, আমিই আপনাকে অভিবাদন করিব ; আর ব্রাহ্মণ ! আমাদের এইরূপ একটী ব্রত আছে যে, আমি আপনাকে আলিঙ্গন করিব” ॥১২॥

## লোমশ উবাচ ।

সা তানি সৰ্ব্বানি বিসৰ্জয়িত্বা ভক্ষ্যাণ্যনৰ্হানি দদৌ ততোহস্ম ।  
 তান্যশ্বশৃঙ্গস্য মহারসানি ভৃশং সুরূপাণি রুচিং দদুর্হি ॥১৪॥  
 দদৌ চ মাল্যানি স্নগন্ধবস্তি চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমস্তি ।  
 পেয়ানি চাগ্র্যাণি ততো মুমোদ চিত্রৌড় চৈব প্রজহাস চৈব ॥১৫॥  
 সা কন্দুকেনারমতাস্থ মূলে বিভজ্যমানা ফলিতা লতেব ।  
 গাত্রেচ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা সমাল্লিষচ্চাসকৃদৃশ্যশৃঙ্গম্ ॥১৬॥  
 সৰ্জ্জানশোকাংস্তিলকাংশ্চ বৃক্ষান্ সুপুষ্পিতানবনাম্যাবভজ্য ।  
 বিলজ্জমানেব মদাভিভূতা প্রলোভয়ামাস স্ততং মহর্ষেঃ ॥১৭॥

## ভারতকৌমুদী

ফলানীতি । প্রিয়ালকপদমন্ত্রেণামূলক্ষণম্ । সাজ্জিতং স্বদভীষ্টং ভোজনম্ ॥১৩॥  
 সেতি । অনর্হাণি রাজভবননির্মিতস্বাদমূল্যানি । রুচিমুংকটপ্রবৃত্তিম্ ॥১৪॥  
 দদাবিতি । ভাহুমস্তি স্বর্ণাদিখচিতস্বাদুজ্জলানি । অগ্র্যাণি উত্তমানি ॥১৫॥  
 সেতি । কন্দুকেন গেতুকেন । মূলে সমীপে, বিভজ্যমানা বক্রীক্রিয়মাণা ॥১৬॥  
 সৰ্জ্জানিতি । বৃক্ষাণামবনমনমবভজ্ঞনঞ্চ ধৃষ্টতাপ্রদর্শনার্থম্ ॥১৭॥

## ভারতভাবদীপঃ

মসাম্লিধ্যম্ ॥৫—৯॥ কৌশাং বৃক্ষামাস্থ কুশাসনে উপবিশ, যথোপজোষং যথাস্থম্, স্থথায়্য  
 স্থথকর্ধ্যম্ ॥১০—১৩॥ অনর্হাণ্যত্যুতমস্বাদমূল্যানি ॥১৪—১৫॥ মূলে সমীপে, বিভজ্যমানা  
 অঙ্গমোটনাঙ্গীনি কুর্বাণা নিষেবমাণা সূচীবদভ্যস্তরং প্রবিশন্তী । “মিবু তন্তসন্তানে” ইতি

ঋগ্বেদশৃঙ্গ বলিলেন—“মহাশয়! আমি আপনাকে পকু ভল্লাতক, আমলক,  
 করুশক, ইন্দুদ, ধ্বন ও প্রিয়ালক ফল দিব, আপনি ইচ্ছানুসারে সেগুলির সদ্যবহার  
 করুন” ॥১৩॥

লোমশ বলিলেন “সেই বেশ্যাকন্যা সে সমস্ত ফলই পরিত্যাগ করিয়া, তৎপরে  
 ঋগ্বেদশৃঙ্গকে অমূল্য খাণ্ডবস্ত্র সকল প্রদান করিল; তখন অতিশুশ্রাহ ও পরমশুন্দর  
 সেই খাণ্ডবস্ত্রগুলি ঋগ্বেদশৃঙ্গের বিশেষ রুচিকর হইল ॥১৪॥

পরে স্নগন্ধ মালা, বিচিত্র ও উজ্জল বস্ত্র এবং উত্তম পানীয় বস্ত্র সকল ঋগ্বেদশৃঙ্গকে  
 দান করিল; তাহার পর আমোদ, ক্রীড়া ও হাস-পরিহাস করিতে লাগিল ॥১৫॥

তদনন্তর বেশ্যাকন্যা ফলবতী লতার স্তায় বক্র হইয়া হইয়া ঋগ্বেদশৃঙ্গের নিকটে  
 কন্দুক-(গেঁড়) ক্রীড়া করিল এবং গাত্র দ্বারা ঋগ্বেদশৃঙ্গের গাত্র সেবা করতঃ বার বার  
 তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল ॥১৬॥

অথর্ব্যশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ পীড়্য চ কায়মস্থ ।  
 অবেক্যমাণা শনকৈর্জগাম কৃষ্ণাহ্মিহোত্রস্থ তদাপদেশম্ ॥১৮॥  
 তস্তাং গত্যাং মদনেন মত্তো বিচেতনশ্চাভবদৃশশৃঙ্গঃ ।  
 তামেব ভাবেন গতেন শূন্যো বিনিশ্চসম্মার্তরূপো বভূব ॥১৯॥  
 ততো মুহূর্ত্তাঙ্করিপিঙ্গলাক্ষঃ প্রবেষ্টিতো রোমভিরানথাগ্রাৎ ।  
 স্বাধ্যায়বান্ বৃত্তসমাধিযুক্তো বিভাগুকঃ কাশ্যপঃ প্রাদুরাসীৎ ॥২০॥  
 সোহপশ্চদাসীনমুপেত্য পুত্রং ধ্যায়ন্তমেকং বিপরীতচিত্তম্ ।  
 বিনিশ্চসন্তং মুহূরুর্দ্ধদৃষ্টিং বিভাগুকঃ পুত্রমুবাচ দীনম্ ॥২১॥  
 ন কল্ম্যন্তে সমিধঃ কিম্মু তাত ! কচ্চিদ্ধুতঞ্চাগ্নিহোত্রং ত্বয়াগ্ ।  
 হুনির্গিত্তং ঋক্শ্রব্ধং হোমধেনুঃ কচ্চিৎ সবৎসাগ্ কৃতা ত্বয়া চ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

অথেতি । পীড়্য গাঢ়ালিঙ্গনেন পীড়য়িষ্য । অগ্নিহোত্রস্থ অপদেশং ছলম্ ॥১৮॥  
 তস্তামিতি । তাং বেষ্ঠামেব গতেন, ভাবেন মনোবৃত্ত্যা, শূন্যচিত্তান্তররহিতঃ ॥১৯॥  
 তত ইতি । হরিঃ সিংহ ইব পিঙ্গলাক্ষঃ, প্রবেষ্টিত আবৃতঃ । বৃত্তং সদাচারঃ ॥২০॥  
 স ইতি । আসীনমুপবিষ্টম্ । একমেকাকিনম্ । মুহুর্বিনিশ্চসন্তম্ ॥২১॥

তৎপরে আশ্রমস্থ পুষ্পভূষিত সর্জ্জ, অশোক ও তিলকবৃক্ষগুলিকে অবনত ও ভগ্ন করিয়া লজ্জিত হইয়াই যেন মদমত্তা সেই বেষ্ঠাকন্যা ঋগ্‌শৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া ফেলিল ॥১৭॥

তাহার পর ঋগ্‌শৃঙ্গকে বিকারগ্রস্ত দেখিয়া, গাঢ়ালিঙ্গনদ্বারা বার বার উহার শরীরটাকে নিপীড়িত করিয়া, অগ্নিহোত্রহোম করিবার ছল করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল ; তখন ঋগ্‌শৃঙ্গ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন ॥১৮॥

সেই বেষ্ঠাকন্যা চলিয়া গেলে, ঋগ্‌শৃঙ্গ কামে মত্ত ও অচেতন প্রায় হইয়া পড়িলেন এবং তদুপাত চিন্তায় শূন্যচিত্ত ও পীড়িতের ত্রায় হইলেন এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তাহার পর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সিংহের ত্রায় পিঙ্গলনয়ন, নথাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রোমাবৃতদেহ, বেদপাঠনিরত এবং সদাচার ও সমাধিযুক্ত কাশ্যপ বিভাগুকমুনি উপস্থিত হইলেন ॥২০॥

তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—পুত্র ঋগ্‌শৃঙ্গ দীনভাবে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন, কি যেন চিন্তা করিতেছেন, তাহার চিত্ত যেন বিপরীত হইয়া গিয়াছে, তিনি মুহূর্ত্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং তাহার দৃষ্টি উপরের দিকে রহিয়াছে । তখন তিনি ঋগ্‌শৃঙ্গকে বলিলেন—॥২১॥

ন বৈ যথাপূৰ্ব্বমিवासि पुत्र ! चिन्तापरश्चासि विचेतनश्च ।

দীনোহতিমাত্রং স্বমিহাশু কিম্মু পৃচ্ছামি ত্বাং ক ইহাঢ়াগতোহভূৎ ॥২৩॥

ঋশ্যশৃঙ্গ উবাচ ।

ইহাগতো জটিলো ব্রহ্মচারী ন বৈ হ্রস্বো নাতিদীর্ঘো মনস্বী ।

স্ববর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ সূতঃ সুরাণামিব শোভমানঃ ॥২৪॥

সমুদ্ররূপঃ সবিতেব দীপ্তঃ স্তম্ভশ্চকুষ্ণাক্ষিরতীবর্গোরঃ ।

নীলাঃ প্রদম্মশ্চ জটাঃ স্তগন্ধা হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ সূদীর্ঘাঃ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । কল্যেস্তে অগ্নিগ্রন্থেপোপযোগিগ্রন্থঃ ক্রিয়স্তুে । স্তনির্গিতং সম্বাজ্জিতম্ ॥২২॥

নেতি । যথাপূৰ্ব্বং নাসীব, বিকৃতাবস্থাপন্নত্বাদিতি ভাবঃ । দীনো বিষয়ঃ ॥২৩॥

ইহেতি । আজীবনং ব্রহ্মচারীতরদর্শনাবাবাং বেষ্ট্যামপি ব্রহ্মচারিজ্ঞানম্ ॥২৪॥

সমুদ্রেতি । সমুদ্ররূপঃ সম্পন্নসৌন্দর্য্যঃ । স্তম্ভশ্চ অতিকোমলে কৃষ্ণে চাক্ষুণী যস্ত সঃ ।  
হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ স্বর্ণরজ্জুবন্ধাঃ । ইদম্বেণিষু জটাজ্ঞানম্ ॥২৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

ধাতুঃ ॥১৬—১৭॥ কাং দেহম্, পীড্য আলিঙ্গনে ন পীড্য, অপদেশং ছলম্ ॥১৮॥ ভাবেনাভি-  
প্রায়েণ ॥১৯॥ প্রবেষ্টিতো ব্যাপ্তঃ ॥২০—২১॥ কল্যেস্তে সিদ্ধাঃ ক্রিয়স্তুে, নির্গিতং প্রক্ষালিতং  
সবৎসা কৃত্য দোহনায়েতি শেষঃ ॥২২—২৩॥ স্বত এব নালঙ্কারাদিনা ॥২৪—২৫॥

“বৎস! তুমি সমিধ নির্মাণ কর নাই কেন? তুমি আজ অগ্নিহোত্রহোম করিয়াছ ত? ঋক্ ও ঋব মাজিয়াছ ত? এবং তুমি আজ হোমধেনুকে তাহার বৎসের সহিত সংযোজিত করিয়াছ ত? ॥২২॥

পুত্র! তোমার ভাব যেন আজ আর পূর্বের মত নাই; তুমি চিন্তাসক্ত রহিয়াছ; যেন অচেতনের মত হইয়া পড়িয়াছ; এখানে আজ তুমি অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন হইয়াছ কেন? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এখানে আজ কে আসিয়াছিল?” ॥২৩॥

ঋশ্যশৃঙ্গ বলিলেন—“এখানে আজ একজন জটিল ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন; তিনি অতিখর্বও নহেন, অতিদীর্ঘও নহেন, অথচ প্রশস্তহৃদয়; তাঁহার বর্ণ সোণার মত এবং নয়ন দুইটা পদ্মের মত দীর্ঘ; সুতরাং তিনি দেবপুত্রের স্থায় শোভা পাইতেছিলেন ॥২৪॥

তিনি অত্যন্ত রূপবান্, সূর্য্যের স্থায় উজ্জ্বল ও অত্যন্ত গৌরবর্ণ এবং তাঁহার

(২৩) শ্লোকাৎ পরম ‘...একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...ষাটশাধিকশত-  
তমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

আলোলমানা পুনরশ্চ কণ্ঠে বিভ্রাজতে বিদ্যুদিবাস্তরীক্ষে ।  
 বৌ চাস্ত পিণ্ডাবধরেণ কণ্ঠাদজাতরোমৌ স্তমনোহরৌ চ ॥২৬॥  
 বিলগ্নমধ্যচ্চ স নাভিদেশে কটিচ্চ তস্ত্যা ত্ৰক্শপ্রমাণা ।  
 তথাস্ত চীরাস্তরতঃ প্রভাতি হিরণ্ময়ী মেখলা মে যথেষ্টম্ ॥২৭॥  
 অত্ৰাচ্চ তস্তাদ্ভুতদর্শনীয়ং বিকৃজিতং পাদয়োঃ সম্প্রভাতি ।  
 পাণ্যোচ্চ তত্র স্বনবান্নবন্ধৌ কলাপকাবক্ষমালা যথেষ্টম্ ॥২৮॥  
 বিচেষ্ঠমানশ্চ চ তস্ত তানি কৃজন্তি হংসাঃ সরসীব মন্তাঃ ।  
 চীরানি তস্তাদ্ভুতদর্শনানি নেমানি তদ্বন্মম রূপবন্তি ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

আলোলেতি । আলোলমানা দোহল্যমানা । হারলতেষ্ম । পিণ্ডৌ মাংসস্তেতি ভাবঃ ।  
 স্তনয়োৰুক্তিরিয়ম্ । অধরেণ অধস্তাৎ । রোমশব্দস্ত নকারলোপ আৰ্ঘ্যঃ ॥২৬॥

বিলগ্নেতি । বিলগ্নঃ পিপীলিকা তদ্বন্মধ্যো যস্ত সঃ, স ত্রক্শচারী । চীরাস্তরতঃ কোপীনা-  
 : ভ্যস্তরতঃ । চিরমেব চীরদর্শনাৎ পূৰ্ণবসনেহপি চীরজ্ঞানম্ ॥২৭॥

অন্তাদিতি । বিশিষ্টং কৃজিতং শিক্তিতং যস্ত তৎ নূপুরদ্বয়মিত্যর্থঃ । স্বনবন্তৌ চ তৌ নিবন্ধৌ  
 চেতি তৌ, কলাপকৌ ভূষণদ্বয়ং কঙ্কণদ্বয়মিতি যাবৎ ॥২৮॥

বীতি । বিচেষ্ঠমানশ্চ নৃত্যাদিনা ক্রীড়তঃ, তানি করচরণভূষণানি ॥২৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

আধাররূপা আলবালসদৃশী কণ্ঠভরণবিশেষঃ । “আধারশ্চাধিকরণেহপ্যালবালেহম্বুধারণে”  
 ইতি বিখ্যঃ ॥২৬॥ বিলগ্ন ইবেতি কৃশত্বং লক্ষ্যতে । অতিক্রান্তপ্রমাণাতিকৃশা ॥২৭॥ কলাপকৌ  
 নয়ন দুইটী অতি কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং জটীগুণি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নিম্নল, সুগন্ধ,  
 স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ ও সুদীর্ঘ ॥২৫॥

আবার আকাশে যেমন বিদ্যুৎ শোভা পায়, তেমন উহার কণ্ঠদেশে একটা বস্ত্র  
 তুলিতে থাকিয়া শোভা পাইতেছিল ; আর উহার কণ্ঠের নিম্নভাগে রোমশূ  
 অতিমনোহর দুইটী মাংসপিণ্ড রহিয়াছে ॥২৬॥

তঁহার নাভিদেশটা পিপীলিকার মধ্যভাগের স্থায় ক্ষীণ এবং কটিদেশটাও  
 অতিকৃশ ; আর আমার এই মেখলার স্থায় তঁহারও কোপীনের ভিতর হইতে  
 স্বর্ণময়ী মেখলা প্রকাশ পাইতেছিল ॥২৭॥

আর তঁহার চরণযুগলে আশ্চর্য্য দৃশ্য ও রবকারী দুইটী বস্ত্র শোভা পাইতেছিল  
 এবং আমার যেমন এই জপের মালা, তেমন তঁহারও হস্তযুগলে দুইটী অলঙ্কার বদ্ধ  
 ছিল এবং শব্দ করিতেছিল ॥২৮॥

তাঁর পর সরোবরে যেমন মন্ত হংসগণ রব করে, চলিবার সময়ে তঁহার

(২৬) আধাররূপা—বা ব কা, আধারভূতঃ—নি । (২৭)....ভ্যতিক্রান্তপ্রমাণা—বা ব কা নি ।

বজ্রং তস্মাদ্ভূতদর্শনীয়ং প্রবাহতং হ্লাদয়তীব চেতঃ ।

পুংস্কোকিলশ্চেব চ তস্য বাণী তাং শৃণ্বতো মে ব্যথিতোহস্তরাঙ্গা ॥৩০॥

যথা বনং মাধবমাসমধ্যে সমীরিতং শ্বসনেनावভাতি ।

তথা স ভাত্যন্তমপুণ্যগন্ধী নিষেব্যমাণঃ পবনেন তাত ! ॥৩১॥

সুসংযতাস্চাপি জটা বিভক্তা দ্বৈধীকৃতা ভাস্তি ললাটদেশে ।

কর্ণৌ চ চিত্রৈরিব চক্রবাকৈঃ সমাবৃতৌ তস্য সুরূপবদ্বিঃ ॥৩২॥

তথা ফলং বৃত্তমথো বিচিত্রং সমাহরৎ পাণিনা দক্ষিণেন ।

তদ্বৃমিমাঙ্গ পুনঃ পুনশ্চ সমুৎপতত্যদ্বুতরূপমুচ্চৈঃ ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

বজ্রমিতি । প্রবাহতম উক্তিঃ । পুংস্কোকিলশ্চেতি স্বরমাংসে সাদৃশ্যম্ ॥৩০॥

যথেতি । মাধবমাসমধ্যে বৈশাখে মাসি, সমীরিতং সঞ্চালিতম্, শ্বসনেন বায়ুনা । স ব্রহ্মচারী । পবননিষেবণেন সৌরভসঞ্চারাদিতি ভাবঃ ॥৩১॥

জটাদ্বেন বেণীবিরূণোতি—সুসমিতি । সুসংযতাঃ সুবন্ধাঃ । কর্ণয়োঃ কুণ্ডলানি বর্ণয়তি—কর্ণাবিতি । চিত্রৈশ্চক্রবাকৈরিব সুরূপবদ্বিভূষণৈস্তস্য কর্ণৌ সমাবৃতৌ ॥৩২॥

কন্দুকক্রীড়াং বর্ণয়তি—তথেতি । ফলং ফলাকারং কন্দুকম্, বৃত্তং গোলম্ ॥৩৩॥

সেই অলঙ্কারগুলিও তেমনই রব করিয়াছিল এবং তাঁহার কৌপীনগুলি অদ্বুত দৃশ্য ; কিন্তু আমার এ কৌপীনগুলি সরূপ সুন্দর নহে ॥২৯॥

আর, তাঁহার মুখখানি অদ্বুত দৃশ্য, বাক্যোচ্চারণ যেন চিত্তে আহ্লাদ জন্মায় এবং কোকিলের ন্যায় তাঁহার বাক্য ; তাহা শুনিবার সময়ে আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়াছিল ॥৩০॥

পিতঃ । বৈশাখমাসে বায়ুসঞ্চালিত বন যেমন (সৌরভ বিস্তার করিতে থাকিয়া) শোভা পায়, তিনিও তেমন বায়ুসেবিত হইয়া উত্তম ও পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতে থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন ॥৩১॥

তাঁহার জটাগুলি পরিপাটীরূপে বদ্ধ এবং ললাটদেশে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল ; আর বিচিত্র চক্রবাকপক্ষীর ন্যায় অতি সুন্দর কতকগুলি বস্ত্র (কুণ্ডল) দ্বারা তাঁহার কাণ দু'খানি আবৃত ছিল ॥৩২॥

তাঁহার পর তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটা গোলাকার ফলকে (গেঁড়ুকে) আঘাত করিতে লাগিলেন ; তখন সেই ফলটা বার বার ভূতলে পড়িয়া আবার অদ্বুতভাবে উপরে উঠিতে লাগিল ॥৩৩॥

(৩১)...মাধবমাসি মধ্যে...শ্বসনেনৈব ভাতি—বা ব কা নি । (৩২)...দ্বৈধীকৃতা নাতিসমা ললাটে—বা ব কা, ...দ্বিধীকৃতাচাপি সমা ললাটে—পি ।

তচ্চাভিহ্বা পরিবর্ততেহসৌ বাতেরিতো বৃক্ষ ইবাথ ঘূর্ণন ।

তং প্রেক্ষতঃ পুত্রমিবামরাণাং প্রীতিঃ পরা তাত ! রতিশ্চ জাতা ॥৩৪॥

স মে সমাল্লিষ্য পুনঃ শরীরং জটাস্থ গৃহাভ্যবনাম্য বক্তৃন্ম ।

বক্ত্রেণ বক্তং প্রণিধায় শব্দং চকার তন্মোহজনয়ং প্রহর্ষন্ম ॥৩৫॥

ন চাপি পাণ্ডং বহু মন্যতেহসৌ ফলানি চেমানি ময়াহুতানি ।

এতংব্রতোহস্মীতি চ মামবোচং ফলানি চান্ধানি স চাদদন্মে ॥৩৬॥

ময়োপযুক্তানি ফলানি যানি নেমানি তুল্যানি রসেন তেষাম্ ।

ন চাপি তেষাং ত্রিগয়ং যথেষাং সারানি নৈষামিব সন্তি তেষাম্ ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

তদिति । তচ্চ ফলঞ্চ, ভুভিহ্বা আহত্য । অসৌ ব্রহ্মচারী । রতিরমুরাগঃ ॥৩৪॥

স ইতি । গৃহ ধ্বংসা । বক্তৃমভ্যবনাম্যোত্যনেন ঋতশৃঙ্খল দীর্ঘশরীরত্বম্, তেন চ যৌবনং সূচিতম্ । প্রণিধায় ধ্বংসা বিচূষ্যোত্যর্থঃ, শব্দং চূষনরবন্ম ॥৩৫॥

বদন্তপাছাদিপ্রত্যাহ্বানমাহ — নেতি । আহুতানি আহৃত্য দত্তানি ॥৩৬॥

ময়েতি । উপযুক্তানি ভক্ষিতানি, ফলানি তদন্তানি । ইমানি অম্মদাশ্রমজাতানি । তেষাং তদন্তফলানাম্, ত্বেগ্, বহুলাং নাস্তি যথা এবামম্মদাশ্রমজাতানাং ফলানামিযং ত্বেগস্তি । সারানি অষ্টয়ঃ সন্তি । এতেনেদানীমিব তদানীমপি শরুদাদিমিশ্রণেনামিক্ষালঙ্কাদিনিশ্রাণরীতিরাঙ্গী-  
দিতি প্রতীয়তে ॥৩৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভূষণবিশেষো । স্বার্থে কঃ । “কলাপঃ সংহতে বর্হে তুগীরে ভূষণে হরে” ইতি বিশ্বঃ । কঙ্কণ-  
বিত্যর্থঃ ॥২৮—৩২॥ তথা ফলং ফলসদৃশং কন্দুকম্ ॥৩৩॥ প্রীতিরাল্লাদঃ, রতিরাসক্তিঃ

সেই ফলটাকে আঘাত করিয়া করিয়া সেই ব্রহ্মচারী বায়ুসঞ্চালিত বৃক্ষের শ্রায় ঘুরিতে থাকিয়া ফিরিতে থাকিলেন । বাবা ! তখন দেবপুত্রের শ্রায় তাঁহাকে দেখিয়া আমার পরম প্রীতি ও পরম অমুরাগ জন্মিল ॥৩৪॥

তা’র পর আবার তিনি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, আমার জটী ধরিয়া মুখস্থানিকে নোয়াইয়া, মুখদ্বারা আমার মুখস্থানিকে ধরিয়া (চুষন করিয়া) একরকম শব্দ করিলেন ; তাহা আমার অত্যন্ত আনন্দ জন্মাইল ॥৩৫॥

আমার প্রদত্ত পাণ্ড কিংবা আমার প্রদত্ত এই সকল ফল তিনি গ্রহণ করিলেন না ; আমাকে বলিলেন—“এই প্রকারই আমাদের ব্রত ।” পরে তিনিও আমাকে অগ্ৰাণ্ড ফল দিলেন ॥৩৬॥

তাঁহার প্রদত্ত যে সকল ফল আমি ভোজন করিয়াছি, আমাদের আশ্রমের এই সকল ফল, রসে সে ফলের তুল্য নহে ; এই ফলগুলির যে রকম বাকল আছে, সে ফলগুলির সে রকম বাকল নাই এবং এই ফলগুলির যে রকম আঁঠি আছে, সে ফলগুলির সে রকম আঁঠি নাই । ॥৩৭॥



তোয়ানি চৈবাতিরসানি মহং প্রাদাৎ স বৈ পাতুমদাররূপঃ ।  
 পীত্বৈব যাত্ত্যধিকঃ প্রহর্যো মমভবন্তুশ্চলিতেব চাসীৎ ॥৩৮॥  
 ইমানি চিত্ত্রাণি চ গন্ধবন্তি মাল্যানি তস্যোদুগ্রথিতানি পট্টৈঃ ।  
 যানি প্রকীর্যেহ গতঃ স্বমেব স আশ্রমং তপসা দ্যোতমানঃ ॥৩৯॥  
 গতেন তেনাস্মি কৃতো বিচেতা গাত্রঞ্চ মে সম্পরিদহ্যতীব ।  
 ইচ্ছামি তস্যান্তিকমাশু গন্তুং তঞ্জেহ নিত্যং পরিবর্তমানম্ ॥৪০॥  
 গচ্ছামি তস্যান্তিকমেব তাত ! কা নাম সা ব্রহ্মচর্যা নু তস্মৈ ।  
 ইচ্ছাম্যহং চরিতুং তেন সাক্ষিং যথা তপঃ স চরত্যার্যধর্ম্মা ॥৪১॥

### ভারতকৌমুদী

তোয়ানীতি । উদাররূপঃ অতীবসুন্দরঃ । তোয়ানি স্বাসবরূপাণীতি প্রতীয়তে ॥৩৮॥  
 ইমানীতি । পট্টৈঃ পট্টসূত্রৈঃ । প্রকীর্য বিক্ষিপ্য । স ব্রহ্মচারী ॥৩৯॥  
 গতেনেতি । বিচেতা বিকৃতচিত্তঃ । সম্পরিদহ্যতীতি পরশ্চৈবপদমার্ষম্ ॥৪০॥  
 গচ্ছামীতি । আর্যধর্ম্মা সজ্জননিয়মশালী । অহো ! ধনুর্মিদং কবিত্বম্, ধনুং তদাশ্রমপদম্,  
 ধনুশ্চাসৌ যুবা ঋগ্য়জুঃ ; যেন বারবনিতায়ামেব ব্রহ্মচারিপ্রকার ঋগ্য়জুঃশ্রুতানি দশিতঃ ; যত্র চ  
 ভাবতি কালেহপি জীদর্শনং নাসীৎ ; যশ্চ যুবাপি বারবনিতামেব ব্রহ্মচারিণং জানাতি স্ম ॥৪১॥

সেই পরমসুন্দর ব্রহ্মচারী আমাকে পান করিবার জন্য অতিসুস্বাদু জল  
 দিয়াছিলেন ; যাহা পান করিবার পরেই আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল এবং  
 পৃথিবীটাই যেন ঘুরিতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল ॥৩৮॥

পট্টসূত্রদ্বারা গ্রথিত সৌরভশালী এই সকল বিচিত্র মালা তাঁহারই ; যেগুলি এই-  
 খানে ফেলিয়া সেই তপস্কার প্রভাবে উজ্জলকান্তি ব্রহ্মচারী নিজেরই আশ্রমে চলিয়া  
 গিয়াছেন ॥৩৯॥

তিনি চলিয়া গিয়া আমাকে বিকৃতচিত্ত করিয়া গিয়াছেন এবং আমার গাত্র যেন  
 দগ্ধ হইতেছে ; অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি সত্বরই তাঁহার নিকট  
 যাই, কিংবা তিনি সর্বদাই এখানে থাকেন ॥৪০॥

বাবা ! আমি তাঁহার নিকটেই যাই ; তাঁহার সেই ব্রহ্মচর্য্যটার নাম কি ?  
 সেই সজ্জন যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সহিত সেই রূপ তপস্যা করিতে  
 আমি ইচ্ছা করি” ॥৪১॥

(৪১) স্নোকাৎ পরম্ ‘চর্চুং তঞ্জেহা হৃদয়ে মমাস্তি ত্বনোতি চিন্ত্য যদি তং ন পশ্যে’ ইতি  
 চরণষষমধিকং—বা ব কা নি । তৎপরঞ্চ ‘...দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি,  
 ‘...ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

বিভাগুক উবাচ ।

রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র ! রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন ।  
অতুল্যবীৰ্য্যাণ্যতিরূপবন্তি বিস্মং সদা তপসশ্চিন্তয়ন্তি ॥৪২॥  
স্বরূপরূপাণি চ তানি তাত ! প্রলোভয়ন্তে বিবিধৈরুপায়ৈঃ ।  
স্বধাচ্ছ লোকাচ্ছ নিপাতয়ন্তি তান্মুগ্ধরূপাণি মুনীন্ বনেষু ॥৪৩॥  
ন তানি সেবেত মুনির্নিতাত্মা সতাং লোকান্ প্রার্থয়ানঃ কথঞ্চিৎ ।  
কৃত্বা বিস্মং তাপমানাং রমন্তে পাপাচারান্তাপসন্তান্ ন পশ্যেৎ ॥৪৪॥  
অসজ্জনেনাচরিতানি পুত্র ! পানাত্যপেয়ানি মধুনি তানি ।  
মাল্যানি চৈতানি, ন বৈ মুনীনাং স্মৃতানি চিত্রোজ্জ্বলগন্ধবন্তি ॥৪৫॥

লোমশ উবাচ । †

রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য্য পুত্রং বিভাগুকস্তাং মুগয়াশ্বভুব ।  
নাসাদয়ামাস যদা ত্র্যহেণ তদা স পর্য্যাববৃতে শ্রমায় ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষাংসীতি । তেন হৃদষ্টপ্রকারেণ । অতিরূপবন্তি পরমসুন্দরাণি ॥৪২॥  
স্বরূপেতি । স্বরূপরূপাণি পরমসুন্দরাকৃতীনি, তানি রক্ষাংসি । লোকাং স্বর্গাং ॥৪৩॥  
নেতি । তানি রক্ষাংসি, যতাত্মা সংযতচিত্তঃ । পাপাচারা রাক্ষসাঃ ॥৪৪॥  
অসদীতি । আচরিতানি কৃতানি । যেন হি তানি মধুনি মন্তানি ॥৪৫॥

বিভাগুক বলিলেন—“পুত্র ! উহারা রাক্ষস ; উহারা সেই রূপ অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে এবং পরমসুন্দর রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা তপস্তার বিষয় করিবার চিন্তা করে ॥৪২॥

বৎস ! সেই রাক্ষসেরা পরমসুন্দর আকৃতি ধারণ করিয়া নানাবিধ উপায়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে এবং সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরাই তপোবনে আসিয়া মুনিগণকে সুখ ও স্বর্গ হইতে নিপাতিত করে ॥৪৩॥

যিনি সাধুদিগের লোক প্রার্থনা করেন, সেই সংযতচিত্ত মুনি সেই রাক্ষসদের সেবা করিবেন না । সেই পাপকারীরা তপস্বিগণের বিস্ময় করিয়াই আনন্দ অশ্রুভব করে ; সুতরাং তপস্বী লোক তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না ॥৪৪॥

পুত্র ! অসজ্জনেরাই মত্তপান করিয়া থাকে ; কিন্তু সে মত্ত সজ্জনদিগের পান করা উচিত নহে । আর বিচিত্র, উজ্জ্বল ও সৌরভশালী এই মালাগুলি মুনিদের ব্যবহার্য্য নহে” ॥৪৫॥

যদা পুনঃ কাশ্যপো বৈ জগাম কলান্যাহতুং বিধিনাশ্রমেহসৌ ।  
 তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম সা বেষ্যযোষা মুনিমুগ্ধশৃঙ্গম্ ॥৪৭॥  
 দৃষ্টৌব তামুগ্ধশৃঙ্গঃ প্রহৃষ্টঃ সম্ভ্রাস্তরূপোহভ্যপততদানৌম্ ।  
 প্রোবাচ চৈনাং ভবতোশ্রমায় গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমৈতি ॥৪৮॥  
 ততো রাজন্ ! কাশ্যপশ্চৈকপুত্রং প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবন্ম ।  
 প্রলোভয়ন্ত্যো বিবিধৈরুপায়ৈরাজগ্মুরঙ্গাধিপতেঃ সমৌপম্ ॥৪৯॥  
 সংস্থাপ্য তামাশ্রমদর্শনে তু সম্ভারিতাং নাবমথাতিশুভ্রাম্ ।  
 তীরাছুপাদায় তথৈব চক্রে রাজ্ঞাশ্রমং নাম বনং বিচিত্রম্ ॥৫০॥

### ভারতকৌমুদী

রক্ষাসীতি । তাং বেষ্যাকৃত্যম্ । শ্রমায় আশ্রমায়, আকারলোপ আর্ষঃ ॥৪৬॥  
 যদেতি । বেষ্যযোষা বেষ্য, “বেশ্যো বেষ্যাজনসমাশ্রয়ঃ” ইত্যমরঃ ॥৪৭॥  
 দৃষ্টৌতি । অভ্যপতং তামভিগতবান্ । ভবতোশ্রমায়ৈতি সন্ধিরাকারলোপশ্চাৰ্ঘ্যঃ ॥৪৮॥  
 তত ইতি । প্রবেশ্য নৌকাশ্বিতাশ্রমে, যোগেন যোগ্যোপায়েন ॥৪৯॥  
 সংস্থাপ্যেতি । অথ রাজা লোমপাদঃ, সম্ভারিতাং নাবিকৈর্নদীজলে সংবাহিতাম্,

### ভারতভাবদীপঃ

১৩৪—৩৭। ভূকলিতেবেতি মধুপানজা ত্রাণ্ডিঃ স্মৃতিতঃ ৩৭—৪৫। শ্রমায় আশ্রমায় ৪৬।  
 আশ্রাবণেন অপাষণেন বৈদিকেন । “শ্রবণো মাসি পাষণ্ডে” ইতি বিশ্বঃ । আশ্রাবণেনেতি

লোমশ বলিলেন—“তাহারা রাক্ষস’ এই কথা বলিয়া পুত্র ঋগ্ধৃশৃঙ্গকে নিবারণ  
 করিয়া বিভাগকুমুনি সেই বেষ্যটীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যখন তিনি  
 তিন দিনেও তাহাকে পাইলেন না, তখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ॥৪৬॥

তার পর যখন সেই বিভাগকুমুনি যথাবিধানে আশ্রমে ফল আহরণ করিয়া  
 আনিবার জন্ত পুনরায় গমন করিলেন, তখন সেই বেষ্যটা ঋগ্ধৃশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ  
 করিবার জন্ত পুনরায় আশ্রমে গমন করিল ॥৪৭॥

তাহাকে দেখিয়াই ঋগ্ধৃশৃঙ্গ আনন্দিত ও চকিত হইয়া তখনই তাহার সম্মুখে  
 গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন—“যে পর্যন্ত আমার পিতা না আইসেন, তাহার  
 মধ্যেই আমরা আপনার আশ্রমে যাইব” ॥৪৮॥

রাজা ! তাহার পর সেই বেষ্যের বিভাগকের একমাত্র পুত্র ঋগ্ধৃশৃঙ্গকে সঙ্গত  
 উপায়ে নৌকায় উঠাইয়া, নৌকা ছাড়িয়া, নানা উপায়ে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে  
 থাকিয়া লোমপাদের নিকটে আগমন করিল ॥৪৯॥

(৪৭)....বিধিনাশ্রমণেন—পি, ...বিধিনাশ্রাবণেন—বা ব কা । (৫০)....নীরাছুপাদায়...  
 নাব্যাশ্রমং নাম—বা ব কা ।

অন্তঃপুরে তং তু নিবেশ্য রাজা বিভাণ্ডকস্তাত্ত্বজমেকপুত্রম্ ।  
 দদর্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্টমাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥৫১॥  
 স লোমপাদঃ পরিপূৰ্ণকামঃ স্ততাং দদারশ্চশৃঙ্গায় শাস্তাম্ ।  
 ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ চক্রে গাশ্চৈব মার্গেষু চ কৰ্ষণানি ॥৫২॥  
 বিভাণ্ডকস্তাত্ত্বজতঃ স রাজা পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্ ।  
 সমাদিশং পুত্রগৃহী মহর্ষিবিভাণ্ডকঃ পরিপ্ৰচ্ছেদ্যদা বঃ ॥৫৩॥

### ভারতকৌমুদী

অতিশুভ্রাং তাং নাবম্, রাজধানীসমীপে সংস্থাপ্য, আশ্রমদৰ্শনে ঋগ্‌শৃঙ্গায় আশ্রমপ্রদৰ্শনার্থে, তীরাৎ নদীতটাত্, উপাদায় স্মারভ্য, তুত্থৈব বিভাণ্ডকশ্রমবদেব আশ্রমং নাম বিচিত্রং বনং চক্রে ; অস্তথা ঋগ্‌শৃঙ্গস্ত বৈমনস্তাশঙ্কেতি ভাবঃ ॥৫০॥

অন্তরীতি । দেবমিষ্টম্, প্রবৃষ্টং প্রকর্ষণে মেঘবারি বর্ষন্তম্ ॥৫১॥

স ইতি । বিভাণ্ডকস্ত ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ উপায়ং চক্রে । কোহসাবুপায় ইত্যাহ—গাশ্চেতি । মার্গেষু বিভাণ্ডকস্তাগমনপথেষু, গাশ্চ ররক্ষ, কৰ্ষণানি চ কৃষকৈঃ কারয়ামাস ; তদীয়ত্বজ্ঞাপনেন, তৎক্রোধনিবারণার্থমিত্যাশয়ঃ ॥৫২॥

### ভারতভাবদীপঃ

প্রশ্নেবে তু ইষ্ট্যাশুৰ্থং তত্রাশ্রাবয়েত্যাশিশব্দপ্রয়োগাৎ, বেশমোষা বেস্তা ॥৪৭--৪৮॥ আশ্রমো যত্রৈশ্বদৃশ্রুতে তাবতি দেশে আশ্রমদৰ্শনে ॥৫০--৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুৰ্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৪॥

তৎপরে লোমপাদরাজা নাবিকসঞ্চালিত সেই অতিশুভ্র নৌকাখানাকে রাজধানীর নিকটে সংস্থাপিত করিয়া, ঋগ্‌শৃঙ্গকে দেখাইবার নিমিত্ত বিভাণ্ডকের আশ্রমেরই তুল্য নদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমনামক একটা বিচিত্র কৃত্রিম বন করিলেন ॥৫০॥

তাহার পর রাজা, বিভাণ্ডকের একমাত্রপুত্র ঋগ্‌শৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া তৎক্ষণাৎই দেখিলেন যে, দেবরাজ প্রচুরপরিমাণে জল বর্ষণ করিতেছেন এবং জগৎটাই জলে পরিপূর্ণ হইতেছে ॥৫১॥

তাহাতে লোমপাদরাজার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল ; তাই তিনি ঋগ্‌শৃঙ্গকে শাস্তানায়ী কন্যা দান করিলেন এবং বিভাণ্ডকমুনির ক্রোধের প্রতীকারের জন্ত তাঁহার আসিবার পথে বহুতর গরু রাখিয়া দিলেন এবং কৃষকগণদ্বারা ভূমিকর্ষণ করাইতে লাগিলেন ॥৫২॥

আর তিনি, বিভাণ্ডকমুনির আসিবার পথে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রাশ্রু পশু রাখিতে এবং বীর পশুপালনগণকে থাকিতে আদেশ করিলেন (এক তাহাদিগকে

স বক্তব্যঃ প্রাজ্ঞলিভিৰ্ভবন্তিঃ পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ষণকঃ ।

কিং তে প্রিয়ং বৈ ক্রিয়তাং মহর্ষে ! দাসাঃ স্য সর্কে তব বাচি বন্ধাঃ ॥৫৪॥  
(যুগ্মকম্)

অথোপায়াৎ স মুনিশ্চণ্ডকোপঃ স্বমাত্মমং মূলফলং গৃহীত্বা ।

অশ্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং দদর্শ চুক্রোধ ততো ভৃশং সঃ ॥৫৫॥

ততঃ স কোপেন বিদৌর্য্যমাণ আশঙ্কমানো নৃপতের্বিধানম্ ।

জগাম চম্পাং প্রতি ধক্ষ্যমাণস্তমঙ্গরাজং সপুরুষং সরাষ্ট্রম্ ॥৫৬॥

স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপস্তান্ বোষান্ সমাসাদিতবান্ সমুদ্বান্ ।

গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবং পূজ্যমানো রাজ্বেব তাং রাত্রিমুবা স তত্র ॥৫৭॥

### ভারতকৌমুদী

বিভেতি । আত্রজতো রাজধাত্মায়াগচ্ছতঃ পথি । সমাদিশং স্থাপয়িতুং স্বাতুঞ্জেতি শেষঃ ।  
পুত্রগৃহী পুত্রগ্রহণাকাজ্ঞী । বো য়মান্ । ক্রিয়তামস্মাভিঃ ॥৫৩—৫৪॥

অথেনি । উপায়াদাগচ্ছং, চণ্ডকোপো মহাকোপনঃ । পুত্রমুদ্বাশঙ্কম্ ॥৫৫॥

তত ইতি । নৃপতেলোমপাদস্ত, বিধানং কার্য্যমাশঙ্কমানঃ, তন্ত্বেব রাজ্যে বর্ষাভাবেন  
তৎপ্রতীকার্য্যৈব হরণসম্ভবাদিতি ভাবঃ । চম্পাং নাম লোমপাদরাজধানীম্ ॥৫৬॥

স ইতি । বোষান্ আভীরপল্লীঃ, সমাসাদিতবান্ গচ্ছন প্রাপ্তবান্ ॥৫৭॥

বলিয়া দিলেন যে,) পুত্রপ্রিয় মহর্ষি বিভাগুক যখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন,  
তখন তোমরা কৃতাজ্ঞলি হইয়া তাঁহাকে বলিবে—“মহর্ষি ! এই সকল পশু আপনার  
পুত্রের এবং এই ভূমিকর্ষণও আপনার পুত্রের জন্তই হইতেছে ; আমরা আপনার কি  
প্রিয় কার্য্য করিব, আমরা সকলেই আপনার দাস এবং আপনার আদেশের  
অধীন” ॥৫৩—৫৪॥

এ দিকে মহাক্রোধী বিভাগুকমুনি ফলমূল লইয়া নিজের আশ্রমে আসিলেন  
এবং অশ্বেষণ করিয়াও পুত্র ঋগ্যশুর্জকে দেখিতে পাইলেন না ; তাহার পর তিনি  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৫৫॥

তাহার পর তিনি ক্রোধে বিদৌর্ণ হইতে থাকিয়া, উহা লোমপাদরাজারই কার্য্য  
এইরূপ ধারণা করিয়া, রাজধানী ও রাজ্যের সহিত সেই অঙ্গরাজকে দণ্ড করিবেন  
ভাবিয়া, চম্পানগরীর দিকেই গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

ক্রমে সেই বিভাগুকমুনি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, সমুদ্বিসম্পন্ন সেই  
গোপপল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; তখন সেই গোপালেরা যথাবিধানে তাঁহার  
সেবা করিতে লাগিলেন, তিনি রাজার জায় সেইখানেই সেই রাত্রি রাত্রি বাস  
করিলেন ॥৫৭॥

অবাপ্য সংকারমতীৰ তেভ্যঃ প্রোবাচ কশ্য প্রথিতাঃ স্ব গোপাঃ ! ।  
 উচুস্ততস্তেহভ্যুপগম্য সৰ্ব্বৈ ধনং তবেদং বিহিতং হু তস্ম ॥৫৮॥  
 এবং স দেশেষ্ভিপূজ্যমানস্তাংশ্চৈব শৃণু মধুরান্ প্রলাপান্ ।  
 প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ সমাসসাদাগ্গপতিং পুরস্হম্ ॥৫৯॥  
 স পূজিতস্তেন নরর্ষভেণ দদর্শ পুত্রং দিবি দেবং যথেন্দ্রম্ ।  
 শান্তাং স্মৃষাকৈব দদর্শ তত্র সৌদামিনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥৬০॥  
 গ্রামাংশ্চ বোষাংশ্চ হুতস্ম দৃষ্ট্ৱা শান্তাঞ্চ শান্তোহস্ম পরঃ স কোপঃ ।  
 চকার তস্মৈব পরং প্রসাদং বিভাগুকো ভূমিপতেন্নরেন্দ্র ! ॥৬১॥  
 স তত্র নিক্ষিপ্য স্মৃতং মহর্ষিরুবাচ সূর্য্যায়িসমপ্রভাবঃ ।  
 জাতে তু পুত্রে বনমেবাব্রজেথা রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যশ্চ সৰ্ব্বাণি কৃহ্মা ॥৬২॥

### ভারতকৌমুদী

অবাপ্যতি । প্রথিতা অধীনত্বেন প্রসিদ্ধাঃ, স্ব যুগ্ম । বিহিতং রাজ্ঞা ॥৫৮॥  
 এবমিতি । মধুরান্ পুত্রস্বামিত্বজ্ঞাপনেন মনোহরান্, প্রলাপান্ বাচঃ । প্রশান্তং নিবৃত্তং ভূয়িষ্ঠং,  
 বহুলমেব রজো রজোগুণসম্পাদিতঃ ক্রোধো যস্ম সঃ ॥৫৯॥  
 স ইতি । নরর্ষভেণ লোমপাদেন । স্মৃষাং পুত্রবধূম্ । উচ্চবস্তীং গগনে ॥৬০॥  
 গ্রামানিতি । শান্তাং তদাখ্যাং পুত্রবধূম্, শান্তো নিবৃত্তঃ, পরঃ অবশিষ্টঃ ॥৬১॥  
 স ইতি । নিক্ষিপ্য নিক্ষেপরূপেণ সংস্থাপ্য । আব্রজেথা আগচ্ছেঃ ॥৬২॥

সেই গোপালগণের নিকট অত্যন্ত সদ্ভাবহার পাইয়া বিভাগুক বলিলেন—  
 “গোপালগণ ! তোমরা কাহার প্রজা ?” । তাহার পর তাহারা সকলে নিকটে  
 যাইয়া বলিল—“মহর্ষি ! আপনার পুত্রের জন্মই রাজা এই সকল ধন নিদিষ্ট  
 করিয়া দিয়াছেন” ॥৫৮॥

এইভাবে সেই দেশে সম্মানিত হইতে থাকায় এবং সেইরূপ মধুর বাক্য  
 শুনিতে থাকায় বিভাগুকমুনির ক্রোধ অধিক পরিমাণেই নিবৃত্তি পাইল এবং তিনি  
 হৃষ্টচিত্ত হইয়াই রাজধানীস্থিত লোমপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৫৯॥

তখন লোমপাদরাজা পূজা করিলে বিভাগুকমুনি স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় সেখানে  
 পুত্র ঋগ্যশুক্রকে দেখিতে পাইলেন এবং আকাশে বিচরণশীল সৌদামিনীর ন্যায়  
 পুত্রবধূ শান্তাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন ॥৬০॥

যুধিষ্ঠির ! গ্রাম, গোপপল্লী ও শান্তা—পুত্র ঋগ্যশুক্রের হইয়াছে দেখিয়া  
 বিভাগুকমুনির অবশিষ্ট ক্রোধটুকুও নিবৃত্তি পাইল ; তখন বিভাগুকমুনি সেই  
 লোমপাদরাজার উপরে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিলেন ॥৬১॥

সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য প্রভাবশালী মহর্ষি বিভাগুক পুত্র ঋগ্যশুক্রকে রাজার

স তদ্বচঃ কৃতবানৃশ্বশৃঙ্গো যযৌ চ যত্রোশ্ব পিতা বভূব ।

শান্তা চৈনং পর্য্যচরমরেন্দ্র ! থে রোহিণী সোমমিবানুকূলা ॥৬৩॥

অরুন্ধতী বা স্তভগা বশিষ্ঠং লোপামুদ্রা বাপি যথা হৃগস্ত্যম্ ।

নলশ্ব বা দময়ন্তী যথাভূদ্যথা শচী বজ্রধরশ্ব চৈব ॥৬৪॥

নারায়ণী চেন্দ্রসেনা যথৈব বশ্যা নিত্যং মুদগলশ্বাজমীঢ় ! ।

তথা শান্তাপ্যশ্বশৃঙ্গং বনস্থং প্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচরমরেন্দ্র ! ॥৬৫॥ (বিশেষকম্)

তস্তাশ্রমঃ পুণ্য এষোহবভাতি মহাহ্রদং শোভয়ন্ পুণ্যকীর্ত্তেঃ ।

অত্র স্নাতঃ কৃতকৃত্যো বিশুদ্ধস্তীর্থান্মন্যনুসংযাহি রাজন্ ! ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়ামৃশ্বশৃঙ্গোপাখ্যানেন চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ \*

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । বভূবেত্যন্তেঃ প্রয়োগঃ । থে আকাশে । বাশব্দ ইবার্থে, “বা স্তাধিকল্লোপময়ো-  
রেবার্থে চ সমুচ্চয়ে” ইতি বিশ্বঃ । মুদগলশ্ব ঋষেঃ । হে আজমীঢ় ! আজমীঢ়বংশোৎপন্ন ! ।  
তথা বশ্যা সত্যীত্যর্থঃ ॥৬৩—৬৫॥

তন্তেতি । পুণ্যঃ পবিত্রঃ । মহাহ্রদং সমুখবন্তিনম্ । বিশুদ্ধো নিষ্পাপঃ ॥৬৬॥

ইতি মহামহোপাধায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

নিকটেই গচ্ছিতভাবে রাখিয়া বলিলেন—“ঋশ্বশৃঙ্গ ! তোমার পুত্র জন্মিলে পর  
তুমি এই রাজার সমস্ত প্রিয় কার্য্য করিয়া আবার বনেই আসিও” ॥৬২॥

ঋশ্বশৃঙ্গও সে বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ যেখানে উঁহার পিতা ছিলেন,  
উনিও সেইখানেই গিয়াছিলেন । রাজা ! ওদিকে আকাশে রোহিণী যেমন  
চন্দ্রের, ভাগ্যবতী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের এবং লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের  
পরিচর্যা করেন, তেমন শান্তাও অনুকূলা থাকিয়া ঋশ্বশৃঙ্গের পরিচর্যা করিতে  
লাগিলেন এবং আজমীঢ়রাজা ! দময়ন্তী যেমন নলের, শচী যেমন ইন্দ্রের এবং  
নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদগলঋষির বশবর্ত্তিনী ছিলেন, শান্তাও তেমনই  
ঋশ্বশৃঙ্গের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া বনবাসী সেই ঋশ্বশৃঙ্গের  
পরিচর্যা করিতেন ॥৬৩—৬৫॥

রাজা ! সেই পুণ্যকীর্ত্তি ঋশ্বশৃঙ্গের এই পবিত্র আশ্রম সমুখবর্ত্তী মহাহ্রদের  
শোভা জন্মাইতে থাকিয়া শোভা পাইতেছে ; তুমি এইখানে স্নান করিয়া কৃতকার্য্য  
ও নিষ্পাপ হইয়া অগ্ৰান্ত তীর্থে গমন কর” ॥৬৬॥

(৬৬)...পুণ্যকীর্ত্তিঃ—বা ব কা । \* ‘...ত্রয়োদশাধিকশততমঃ...’—বা ব কা,  
‘...চতুর্দশাধিকশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চদশাধিকশততমঃ...’—নি ।

## পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয় ! ।

আনুপূর্ব্যেণ সৰ্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ ॥১॥

স সাগরং সমাসাগ্ত গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ ! ।

নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্তবম্ ॥২॥

ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বহুধাধিপঃ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত ! ॥৩॥

লোমশ উবাচ ।

এতে কলিঙ্গাঃ কোন্তেয় ! যত্র বৈতরণী নদী ।

যত্রাবজ্রত ধর্ম্মোহপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ ॥৪॥

ঋষিভিঃ সমুপায়ুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্ ।

উত্তরং তীরমেতন্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কৌশিক্যা নৃপাঃ সকাশাৎ, প্রয়াতঃ প্রস্থিতঃ । আনুপূর্ব্যেণ ক্রমেণ ॥১॥

স ইতি । স যুধিষ্ঠিরঃ । সমাপ্তবং স্নানম্ ॥২॥

তত ইতি । কলিঙ্গান্ কলিঙ্গদেশম্, “বহুত্ববদব্দাদেঃ” ইत्याদিনা বহুবচনম্ ॥৩॥

এত ইতি । শরণমেত্য আশ্রিতেত্যর্থঃ । এতেন বৈতরণ্যা মহাপুণ্যত্বং সূচিতম্ ॥৪॥

ঋষিভিরিতি । যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হম্ । উত্তরং তীরং বৈতরণ্যা এব ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! তাহার পর যুধিষ্ঠির সেই কৌশিকী নদী  
হইতে প্রস্থান করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন ॥১॥

রাজা ! তিনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া পাঁচ শত নদীর মধ্যবর্তী গঙ্গাসঙ্গমে  
স্নান করিলেন ॥২॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর বীর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া  
কলিঙ্গদেশের দিকে গমন করিলেন ॥৩॥

লোমশ বলিলেন—“কুন্তীনন্দন ! এই কলিঙ্গদেশ ; যে দেশে বৈতরণী নদী  
রহিয়াছে এবং যে বৈতরণী নদীর তীরে স্বয়ং ধর্ম্মও দেবগণকে লইয়া যজ্ঞ  
করিয়াছিলেন ॥৪॥



সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেযুঃ ।  
 অত্র বৈ ঋষয়োহন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥৬॥  
 অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র ! পশুমাদত্তবান্ মথে ।  
 পশুমাদায় রাজেন্দ্র ! ভাগোহয়মিতি চাত্রবীং ॥৭॥  
 হতে পশৌ তদা দেবাস্তমুচুর্ভরতর্ষভ ! ।  
 মা পরশ্বমভিদ্রোক্ষা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বশীঃ ॥৮॥  
 ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগভিস্তে রুদ্রমস্তবন্ ।  
 ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াক্রুরে তদা ॥৯॥  
 ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্ ।  
 তত্রানুবংশো রুদ্রস্ত তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ! ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

সমানমিতি । স্বর্গমুপেযুঃ যিযাসোরিত্যর্থঃ, জনস্ত, দেবযানেন পথা সমানমিদং স্থানম্ ॥৬॥  
 অত্রৈতি । মথে যাজ্ঞিকৈরুপাধায়মানো যজ্ঞে । অয়ং ভাগো মমেতি শেষঃ ॥৭॥  
 হত ইতি । মা অভিদ্রোক্ষা গ্রহণেন ন নাশয়, সকলান্ যজ্ঞস্ত ধর্ম্মাংশ্চ মা বশীর্ন কাময় ।  
 বশীরিতি “বশ কাস্তো” ইত্যন্তাত্তাঃ সৌ রূপম্, মাযোগাচ্চাড়াগমাতাবঃ ॥৮॥  
 তত ইতি । কল্যাণরূপাভির্বাগভিরিত্যর্থঃ । তে দেবাঃ । ইষ্ট্যা যজ্ঞেন ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ উত্তরং তীরং বৈতরণ্যাঃ ॥৫—৭॥ মা পরশ্বমভিদ্রোক্ষা, পরভাগস্ত  
 নাশং মা কুর্বিত্যর্থঃ । ধর্ম্মান্ মা বশীঃ ধর্ম্মসাধনান্ যজ্ঞভাগান্ সর্বান্ কাময়েথাঃ । “বশ

পর্বতপরিশোভিত, সর্বদা ব্রাহ্মণগণসেবিত, ঋষিগণসমষ্টিত এবং যজ্ঞের  
 উপযুক্ত এই বৈতরণী নদীর উত্তর তীর ॥৫॥

এই স্থানটী স্বর্গাভিলাষী লোকের পক্ষে দেবযানপথের তুল্য এবং এই স্থানেই  
 পূর্বকালে ঋষিরা ও অন্যান্য ধার্ম্মিক লোকেরা বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এই স্থানেই রুদ্র একটী যজ্ঞে তাহার পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন  
 এবং তিনি সেই পশু গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘ইহা আমার অংশ’ ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! রুদ্র পশু হরণ করিলে, তখন দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন—  
 “আপনি পরকীয় বস্তু গ্রহণ করিয়া নষ্ট করিবেন না এবং যজ্ঞের সমস্ত ধর্ম্ম লাভ  
 করিবারও ইচ্ছা করিবেন না” ॥৮॥

তাহার পর তখনই দেবতারা মধুর বাক্যে রুদ্রের স্তব করিলেন এক পূজা-  
 দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ॥৯॥

অযাতযামং সৰ্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুক্তমম্ ।

দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাস্তৰ্ভয়াদ্ৰুদ্রস্য শাখতম্ ॥১১॥

ইমাং গাথামত্র গয়ম্পূশতি যো নরঃ ।

দেবযানোহস্ম পন্থাশ্চ চক্ষুষাহভিপ্রকাশতে ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো বৈতরণীং সৰ্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা ।

অবতীৰ্য্য মহাভাগান্তৰ্পর্যাঞ্চক্রে পিতৃন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উপস্পৃশ্যেহ বিধিবদস্মাং নগাং তপোবলাৎ ।

মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশু লোমশ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অত্রানুশব্দো ভাগার্থে বংশশব্দশ্চ পরম্পরার্থে । ততশ্চ অমুবংশো ভাগপরম্পরা তদ্বোধকঃ শ্লোকঃ কশ্চিদন্তীত্যর্থঃ ॥১০॥

অযাতেতি । দেবা রুদ্রস্য ভয়াৎ, ন যাতোহতীতঃ যামঃ গ্রহরো যস্ম তং সন্তোনির্মিতমিত্যর্থঃ, সৰ্বেভ্যো ভাগেভ্য উত্তমং ভাগম্, শাখতং চিরকালীনম্, কল্পয়ামাস্তঃ, রুদ্রায় দেয়ত্বেনেতি শেষঃ ; অত্রথা বলাদেবাসৌ গৃহীয়াদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

ইমামিতি । গাথাং শ্লোকম্ । উপস্পৃশতি স্মৃতি । চক্ষুষা তদ্বিষয়তয়েব ॥১২॥

তত ইতি । দ্রৌপদী পিতৃন তৰ্পর্য্যাকার স্নানদানাদিনা তোষয়ামাসেত্যর্থো বাচ্যঃ, “তৰ্পণং প্রত্যহং কাৰ্য্যং ভৰ্তৃস্থিতকুশোদকৈঃ । তৎপিতৃস্তৃণপিতৃশ্চাপি নামগোত্রাদিপূৰ্ব্বকম্ ॥” ইতি শুদ্ধিতদ্ব্যুতস্মত্যা সধবায়ান্তৰ্পণানধিকারছোতনাৎ ॥১৩॥

তৎপরে রুদ্র সেই পশু পরিত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্বক চলিয়া গেলেন । যুধিষ্ঠির ! যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ-পরম্পরারবোধক একটি শ্লোক আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১০॥

“দেবতারা রুদ্রের ভয়ে সন্তোনির্মিত এবং সমস্ত ভাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি ভাগ চিরকাল তাঁহাকে দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ॥১১॥

যে লোক এই গাথা গান করিতে থাকিয়া (উক্ত শ্লোকটী পড়িতে থাকিয়া) এই নদীতে স্নান করে, দেবযানপথ তাহার দৃষ্টিগোচর হয়” ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে বৈতরণী নদীতে নামিয়া পিতৃতৰ্পণ করিলেন এবং দ্রৌপদীও নামিয়া স্নান-দানাদি করিয়া পিতৃলোককে সন্তুষ্ট করিলেন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি লোমশ ! আপনি দেখুন—আমি যথাবিধানে এই বৈতরণী নদীতে স্নান করিয়া তপোবলে মনুষ্যভাব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি ॥১৪॥

সর্বলোকান্ প্রপশ্যামি প্রসাদাতব স্তত্রত ! ।

বৈথানসানাং জপতামেব শব্দো মহাত্মনাম্ ॥১৫॥

লোমশ উবাচ ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির ! ।

যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যে নং তুষ্টীমাস্ব বিশাংপতে ! ॥১৬॥

এতৎ স্বয়ম্ভুবো রাজন্ ! বনং দিব্যং প্রকাশতে ।

যত্রায়জত রাজেন্দ্র ! বিশ্বকর্মা প্রতাপবান্ ॥১৭॥

যস্মিন্ যজ্ঞে হি 'ভূর্দত্তা কশ্যপায় মহাত্মনে ।

সপর্বতবনোদ্দেশা দক্ষিণার্থে স্বয়ম্ভুবা ॥১৮॥

অবাসীদচ্চ কোন্তেয় ! দত্তমাত্রা মহী তদা ।

উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুম ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । উপস্থিত্ব স্তুত্বা, বিধিবৎ উক্তগাথাং গায়ম্নিতার্থঃ । বিষয়াস্তাবাং ॥১৪॥

সর্বান্নিতি । হে স্তত্রত ! তব প্রসাদাৎ উক্তগাথাগানেন ত্রানোপদেশরূপাঙ্কগ্রহাৎ, সর্বান্ লোকান্ ভুবনানি প্রপশ্যামি ; তথা মহাত্মনাং জপতাম্ অক্ষুটং মন্ত্রমুচ্চারয়তাম্, বৈথানসানাং বানপ্রস্থানাম্, এষ শব্দঃ শ্রুয়তে । “বানপ্রস্থো বৈথানসোহগ্রহঃ” ইতি ত্রিকাংশেষঃ ॥১৫॥

ত্রীতি । ত্রিশতং ত্রিশতশতীকৃতানি সহস্রাণি ত্রীণি লক্ষ্যণীত্যর্থঃ । যত্র উৎপত্তমানমিতি শেষঃ । তুষ্টীং নীরবঃ সন, আস্ব তিষ্ঠ, তচ্ছবণায়ৈতি ভাবঃ ॥ ১৬॥

এতদ্বিতি । প্রকাশতে তব দৃষ্টিপথ ইতি শেষঃ । বিশ্বং কৰ্ম যস্ত স ব্রহ্মা ॥১৭॥

যস্মিন্নিতি । পর্বতৈর্বনৈঃ উদ্দেশৈস্তদিতরৈঃ স্থানৈশ্চ সন্যেতি সা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কাক্তো” অস্ত লুঙি রূপম্ ॥৮—১০॥ অযাতযামং তাৎকালিকম্ ॥১১—১৬॥ “ভূমির্হি জগা-  
বিত্যাদাহরন্তি ন মা মর্ত্যঃ কশ্চন দাতুমর্হতি বিশ্বকর্মন্ ভোবন মাং দিদাসিথ নিমজ্জ্যেহহং

মহর্ষি ! আপনার অঙ্কুগ্রহে আমি সমস্ত জগৎ দেখিতেছি এবং জপপ্রবৃত্ত মহাত্মা বানপ্রস্থগণের এই শব্দ শুনিতেছি !” ॥১৫॥

লোমশ বলিলেন—“নরনাথ ! যুধিষ্ঠির ! তুমি যে স্থানের এই শব্দ শুনিতেছ, উহা এ স্থান হইতে তিন লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত । (এই শব্দ শুনিবার জন্ত তুমি একটু কাল) নীরব হইয়া থাক ॥১৬॥

রাজা ! তোমার দৃষ্টিপথে এই ব্রহ্মার দিব্য কানন প্রকাশ পাইতেছে ; রাজশ্রেষ্ঠ ! যেখানে প্রতাপশালী বিশ্বশ্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

যে যজ্ঞে ব্রহ্মা মহাত্মা কশ্যপকে পর্বত, বন ও প্রান্তরাদির সহিত সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন ॥১৮॥

ন মাং মৰ্ত্যায় ভগবন্ ! কশ্মৈচিদাতুমৰ্হসি ।  
 প্রদানং মোঘমেতন্তে যাস্তাম্যেষা রসাতলন্ ॥২০॥  
 বিষীদন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কশ্যপো ভগবানৃষিঃ ।  
 প্রসাদয়াস্বভূবাত্ত ততো ভূমিং বিশাংপতে ! ॥২১॥  
 ততঃ প্রসম্মা পৃথিবী তপসা তস্য পাণ্ডব ! ।  
 পুনরুজ্জ্য সলিলাদ্বৈদীৰূপা স্থিতা বভৌ ॥২২॥  
 সৈষা প্রকাশতে রাজন্ ! বেদী সংস্থানলক্ষণা ।  
 আরুহাত্ৰ মহারাজ ! বীর্যবান্ বৈ ভাবিষ্যসি ॥২৩॥  
 সৈষা সাগরমাসাণ্ড রাজন্ ! বেদী সমাশ্রিতা ।  
 শ্রতামারুহ্য ভদ্রং তে হ্রমেকস্তর সাগরন্ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

অবেতি । অবাসীদদ্বিঘ্নাভবৎ । লোকেশ্বরং ব্রহ্মাণম্ ॥১৯॥

নেতি । মোঘং ব্যর্থম্ । তথাত্মে কারণমাহ— যাস্তামীতি ॥২০॥

বিষীদন্তীমিতি । ভূমিং ত্বাং পৃথিবীম্, প্রসাদয়াস্বভূব, তপসেতি শেষঃ ॥২১॥

তত ইতি । উজ্জ্য উথায়, বেদীৰূপা পরিকৃতমুক্তিকাস্থপরূপা ॥২২॥

সেতি । সংস্থানং মৃত্তিকামাত্ররূপেণ স্থিতিরেব লক্ষণং স্বরূপং যস্তাঃ সা ॥২৩॥

সেতি । হে রাজন্ ! সা পৃথিবী, সাগরমাসাণ্ড এষা বেদী সতী, এতৎ স্থানং সমাশ্রিতা ।  
 এতামারুহ্য স্থিতস্ত তে ভদ্রং ভবেৎ ; অতঃপূৰ্বেক এব সাগরং তর প্রবিশ ॥২৪॥

কুন্তীনন্দন ! দান করিবামাত্র পৃথিবী বিষণ্ণ হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই  
 প্রভু ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন—॥১৯॥

“ভগবন্ ! আপনি আমাকে কোন মানুষের হস্তে দান করিতে পারেন না ।  
 (সে যাহা হউক,) আপনার এই দান ব্যর্থ । কারণ, আমি এই পাতালে  
 যাইতেছি” ॥২০॥

নরনাথ ! পৃথিবীকে বিষণ্ণ দেখিয়া ভগবান্ কশ্যপমুনি তপস্বীদ্বারা তাঁহাকে  
 প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥২১॥

পাণ্ডুনন্দন ! তাহার পর পৃথিবী কশ্যপের তপস্বায় প্রসন্ন হইয়া, পুনরায় জল  
 হইতে উঠিয়া, বেদীরূপে থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন ॥২২॥

রাজা ! সেই পৃথিবীই এই কেবল মৃত্তিকারূপা বেদী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ;  
 অতএব মহারাজ ! তুমি উহাতে আরোহণ করিয়া বলবান্ হইতে পারিবে ॥২৩॥

রাজা ! সেই পৃথিবীই সমুদ্রে আসিয়া এই বেদী হইয়া এইখানে রহিয়াছেন ;

অহং তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোজ্যে যথা ত্বমেনানধিরোহসেহত্ ।

স্পৃষ্টা হি মর্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ় ! ॥২৫॥

ওঁ নমো বিশ্বগুণ্ডায় নমো বিশ্বপরায় তে ।

সাম্মিধ্যং কুরু দেবেশ ! সাগরে লবণাস্তসি ॥২৬॥

অগ্নিমিত্রো যোনিরাপোহথ দেব্যো বিষ্ণেঃ রেতস্ত্বমমৃতস্তাশ্চ নাভিঃ ।

এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব ! সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং তরসাধিরোহ ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

অহমিতি । স্বস্তি মঙ্গলম্ অয়তে প্রাপ্নোত্যনেনেতি স্বস্ত্যয়নং জপাদি ॥২৫॥

বেদ্যারোহণমন্ত্রমাহ—ওঁ নম ইতি । বিশ্বং জগৎ গুপ্তং রক্ষিতং যেন তদ্ব্যস্ম, বিশ্বপরায় ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠায় । হে দেবেশ ! নারায়ণ ! ॥২৬॥

অগ্নিরিতি । ত্বম্, অগ্নি, মিত্রঃ সূর্য্যঃ, যোনির্জগৎকারণম্, দেব্যশ্চলনাত্মকক্ৰীড়নশীলাঃ, আপো জলম্, “আপো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ” ইতি স্মৃতেঃ, বিষ্ণোব্যাপকস্ত পরমাত্মনঃ, রেতঃ রেতঃ-পরিণতিরূপাকারবান্, তথা অশ্চ অমৃতস্ত মোক্ষস্ত, নাভিঃ প্রধানং কারণম্, ত্বজ্জ্ঞানেনৈব তৎসাধনাৎ ॥২৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

সলিলস্ত মধ্যে ঘোষস্ত এষ কণ্ঠপায়াস সঙ্গরঃ” ইতি শ্রুতেবৎ সংগৃহীতি—“যত্রায়জত রাজেজ্জে”ত্যাदिना । ১৭—২৫॥ স্নানান্তর্গতং সমুদ্রপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—ওঁ নম ইতি । বিশ্বং গুপ্তং লীনমস্মিন্ প্রলয়ে ইতি বিশ্বগুপ্তঃ, বিশ্বাত্মাৎ, পরায় শ্রেষ্ঠায় বিষ্ণবে ইত্যর্থঃ । লবণাস্তসি ক্ষারোদকে ॥২৬॥ অগ্নিমিত্রশ্চ তেজস্বাদায়িবৎ, সূর্য্যোহপ্যাপাং যোনিঃ, অপামিতি শেষঃ ; বিষ্ণোব্যাপকস্তাত্মনো রেতঃ শরীরাকারপরিণতমভিব্যক্তিস্থানং ত্বম্, হে সমুদ্র ! অমৃতস্ত

ইহাতে আরোহণ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে ; অতএব তুমি একাকীই সমুদ্রে অবতরণ কর ॥২৪॥

আমি তোমার জন্ত স্বস্ত্যয়ন করিব ; যাহাতে তুমি এখনই ইহাতে আরোহণ করিতে পার । অজমীঢ়বংশোদ্ভব ! এ বেদী মানুষস্পৃষ্ট হইলে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥২৫॥

“দেবদেব নারায়ণ ! আপনি জগতের রক্ষক, আপনাকে নমস্কার ; আপনি জগতের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার । আপনি এই লবণসমুদ্রে সন্নিহিত হউন ॥২৬॥

আপনি অগ্নি, আপনি সূর্য্য, আপনি জগতের কারণ, আপনি ক্রীড়াশীল জল, আপনি পরমাত্মার সাকার অবস্থা এবং আপনিই মুক্তির প্রধান কারণ ।” যুধিষ্ঠির তুমি এইরূপ সত্যবাক্য বলিতে বলিতে সত্বর এই বেদীতে আরোহণ কর ॥২৭॥

অগ্নিঃ চ তে যোনিরিড়া চ দেহো রেতোধা বিষ্ণোরমৃতশ্চ নাভিঃ ।

এবং জপন্ পাণ্ডব ! সত্যবাক্যং ততোহবগাহেত পতিং নদীনাম্ ॥২৮॥

অন্থথা হি কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! দেবযোনিরপাংপতিঃ ।

কুশাগ্ৰেণাপি কৌন্তেয় ! ন স্পৃষ্টব্যো মহোদধিঃ ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কৃতম্বস্ত্যয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ ।

কৃত্বা চ তচ্ছাশনমশ্চ সৰ্বং মহেন্দ্ৰমাসাগ্ৰ নিশাম্বুবাস ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং মহেন্দ্ৰাচলগমনে পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥ \*

### ভারতকৌমুদী

অগ্নিরিতি । হে নারায়ণ ! অগ্নিস্তেজোময়ং নিরাকারং ব্রহ্ম চ তে যোনিঃ ক্তারণম্, “নিরাকারং নিরাকারং নিরীহম্” ইতি ঋতৌ নির্গত আকারো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ । ইড়া বাক্ চ তে দেহঃ, “চত্বারি শৃঙ্গাশ্চয়োহশ্চ পাদা ধ্ব শীর্ষে সপ্ত হস্তসঃ ত্রিধাবন্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মৰ্ত্ত্য আবিবেশ” ইতি ঋতেরিত্যাশয়ঃ । কিঞ্চ, অমৃতশ্চ নিত্যমুক্তশ্চ, বিষ্ণোর্যাপকশ্চ ব্রহ্মণঃ, নাভিঃ প্রধানভাগশ্চ, তে রেতোধা বিরাড়বহ্নাজনকশ্চক্রনিধেজ্জ, পিতৃরিব পুত্রশ্চেত্যভিপ্রায়ঃ । নদীনাং পতিং সমুদ্রম্ । তাদৃশশ্চ নারায়ণশ্চ শয়নাশ্রয়তয়া সমুদ্রশ্চ স্তব্যত্মিত্যবধেয়ম্ ॥২৮॥

অন্থশেতি । দেবানাং চন্দ্রাদীনাং যোনিঃ কারণম্ । ন স্পৃষ্টব্যঃ, ধৰ্ম্মার্থস্বানাদৌ ; মহাত্মা-প্রকাশভাবে তদুন্মুখীভাবাসম্ভবাদিতি ভাবঃ । তেনোক্তমস্ত্রাবাহেপি বাণিজ্যোত্তমং পোতাদিনা গমনম্ ॥২৯॥

তত ইতি । কৃতম্বস্ত্যয়নঃ, লোমশেনেতি শেষঃ । শাসনমাদেশম্ । মহেন্দ্ৰং পৰ্বতম্ ॥৩০॥ ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

### ভারতভাবদীপঃ

নাভিঃ স্রুধ্যা গৰ্ভস্থানম্ ॥২৭॥ ইড়া যজ্ঞঃ, বিষ্ণো রেতোধাঃ বিষ্ণোরেতঃ জীবঃ স ধীয়তেহশ্মিন্ দেহে অমৃতশ্চ নাভিঃ মোক্ষশ্চ সাধনম্ ॥২৮॥ দেবযোনিঃ দেবস্থানম্ ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

‘নারায়ণ ! পরমাত্মা আপনার কারণ, বাক্য আপনার মূর্তি এবং নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের অংশ আপনার বিরাট অবস্থার জনক ।’ পাণ্ডুনন্দন ! এইরূপ সত্যবাক্য জপ করিতে করিতে সমুদ্রে অবগাহন করিবে ॥২৮॥

কুরুশ্ৰেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! উক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়া দেবগণের কারণ ও জলের অধিপতি মহাসমুদ্রকে কুশাগ্রদ্বারাও স্পর্শ করিবে না” ॥২৯॥

\* “...চতুর্দশাধিকশততমঃ...”—বা ব কা, ‘...পঞ্চদশাধিকশততমঃ...”—পি নি ।

## ষণ্মবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তত্র তামুষিষ্টৈকাং রজনীং পৃথিবীপতিঃ ।  
তাপসানাং পরং চক্রে সৎকারং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১॥  
লোমশস্তস্য তান্ সৰ্ব্বানাচখ্যৌ তত্র তাপসান্ ।  
ভৃগুনঙ্গিরসশৈব বাশিষ্ঠানথ কাশ্যপান্ ॥২॥  
তান্ সমেত্য স রাজর্ষিরভিবাণ কৃতাঞ্জলিঃ ।  
রামস্থানুচরং বীরমপৃচ্ছদকৃতব্রণম্ ॥৩॥  
কদা ন রামো ভগবাংস্তাপসান্ দর্শয়িষ্যতি ।  
তেনৈবাহং প্রপঙ্গেন দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভার্গবম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । উষিত্বা বাসং কৃত্বা । পরমত্যন্তম্, সৎকারং পূজাম্ ॥১॥  
লোমশ ইতি । আচখ্যৌ পরিচায়িতবান্ । ভৃগুন্ তৎকালীয়ান্ । এবমন্তত্রাপি ॥২॥  
তানিতি । স যুধিষ্ঠিরঃ । রামস্ত জামদগ্ন্যস্ত । অকৃতব্রণং নাম ॥৩॥  
কদেতি । দর্শয়িষ্যতি আত্মানমিতি শেষঃ । ভার্গবং তং রামম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর লোমশ স্বস্ত্যয়ন করিলে যুধিষ্ঠির সমুদ্রে গমন করিলেন এবং লোমশের আদেশ অনুসারে সেই সমস্ত কার্য্য করিয়া, মহেন্দ্রপর্বতে যাইয়া রাত্রিতে বাস করিলেন ॥৩০॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রপর্বতে সেই একরাত্রি বাস করিয়া তত্রত্য তপস্বিগণের প্রতি অত্যন্ত সন্ধ্যবহার করিলেন ॥১॥

তখন লোমশমুনি ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কাশ্যপের বংশসমুত সেই তপস্বিগণকে যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত করাইয়া দিলেন ॥২॥

তখন রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদের নিকট যাইয়া অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পরশুরামের অনুচর বীর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৩॥

“ভগবান্ পরশুরাম কখন তপস্বীদিগকে দর্শন দান করিবেন ; আমি সেই প্রসঙ্গেই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি” ॥৪॥

অকৃতব্রণ উবাচ ।

আয়ানেনবাসি বিদিতো রামস্ত বিদিতাশ্বনঃ ।  
 প্রীতিস্বয়ি চ রামস্ত ক্ষিপ্রং ত্বাং দর্শয়িষ্যতি ॥৫॥  
 চতুর্দশীমষ্টমীঞ্চ রামং পশ্যন্তি তাপসাঃ ।  
 অশ্রাং রাত্র্যাং ব্যতীত্যাং ভবিত্রী শ্বচতুর্দশী ॥৬॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভবান্নুগতো রামং জামদগ্ন্যং মহাবলম্ ।  
 প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য পূর্ববৃত্তস্য কৰ্ম্মণঃ ॥৭॥  
 স ভবান্ কথয়ত্বৈতদ্যথা রামেণ নিজ্জিতাঃ ।  
 শ্বাহবে, ক্ষত্রিয়াঃ সর্বৈ কথং কেন চ হেতুনা ॥৮॥

অকৃতব্রণ উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্ ।  
 ভৃগুগাং রাজশার্দূল ! বংশে জাতস্য ভারত ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

আয়ানিতি । আয়ান্ অত্রাগচ্ছন্ । বিদিতাশ্বনো জাতব্রহ্মতত্ত্বস্ত । প্রীতিবর্ত্ততে ॥৫॥  
 চতুরিতি । চতুর্দশীমষ্টমীঞ্চ প্রাপ্যেতি শেষঃ । শ্বঃ পরদিনে ॥৬॥  
 ভবানিতি । অতো ভবান্ যথা তদ্বৃত্তান্তং বক্তুং শরুয়াদগ্নস্ত ন তথৈতি ভাবঃ ॥৭॥  
 স ইতি । আহবে যুদ্ধে । কথং কেন প্রকারেণ ॥৮॥  
 হন্তেতি । হন্তশব্দো হর্ষে । জাতস্য রামস্তেতি শেষঃ ॥৯॥

অকৃতব্রণ বলিলেন—“আপনি যখন আসিতেছিলেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞ রাম আপনাকে জানিতে পারিয়াছেন এবং আপনার প্রতি রামের প্রীতিও রহিয়াছে ; সুতরাং সত্তরই তিনি আপনাকে দর্শন দান করিবেন ॥৫॥

তপস্বীরা চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে রামকে দেখিয়া থাকেন ; এই রাত্রি অতীত হইলে আগামী কল্য চতুর্দশীতিথি হইবে” ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আপনি, মহাবল জমদগ্নিনন্দন রামের অনুচর এবং তাঁহার পূর্বজাত সকল কার্য্যেরই প্রত্যক্ষদর্শী ॥৭॥

অতএব আপনি ইহা বলুন যে, রাম কি কারণে এবং কি প্রকারে যুদ্ধে সকল ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন” ॥৮॥

অকৃতব্রণ বলিলেন—“ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নিকট ভৃগুবংশজাত রামের বিশাল ও উৎকৃষ্ট উপাখ্যান বলিব ॥৯॥

(৮) স ভবান্ কথয়ত্ব—বা ব ক নি । (৯) অহং তে—পি ।



রামশ্চ জামদগ্ন্যশ্চ চরিতং দেবসম্মিতম্ ।  
 হৈহয়াধিপতেশ্চৈব কার্ত্তবীৰ্য্যশ্চ ভারত ! ॥১০॥  
 রামেণ চার্জ্জুনো নাম হৈহয়াধিপতির্হিতঃ ।  
 তশ্চ বাহুশতান্যাসংস্রীণি সপ্ত চ পাণ্ডব ! ॥১১॥  
 দত্তাত্রেয়প্রসাদেন বিমানং কাঞ্চনং তথা ।  
 ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বভূতেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ॥১২॥  
 অব্যাহতগতিশ্চৈব রথস্তশ্চ মহাত্মনঃ ।  
 রথেন তেন তু সদা বরদানেন বীৰ্য্যবান্ ॥১৩॥  
 মর্ম্মদেবান্ যক্ষাংশ্চ ঋষীংশ্চৈব সমন্ততঃ ।  
 ভূতাংশ্চৈব স সর্বাংশ্চ পীড়য়ামাস সর্ব্বতঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)  
 ততো দেবাঃ সমেত্যাহুর্ধ্বময়শ্চ মহাব্রতাঃ ।  
 দেবদেবং সুরারিষ্মণং বিষ্ণুং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

রামশ্চেতি । কার্ত্তবীৰ্য্যশ্চ চ চরিতমিতি সম্বন্ধঃ । দেবসম্মিতং দেবচরিত্রতুল্যম্ ॥১০॥  
 রামেণেতি । দ্রীণি সপ্ত চ বাহুশতানি সহস্রং বাহব ইত্যর্থঃ ॥১১॥  
 দত্তেতি । কাঞ্চনং স্বর্ণময়ম্ । ঐশ্বর্য্যম্ আধিপত্যম্ ॥১২॥  
 অব্যাহতেতি । বরদানেন দত্তাত্রেয়মুনেঃ । ভূতান্ প্রাণিনঃ ॥১৩—১৪॥  
 তত ইতি । আহঃ পরবচনং ক্রবন্তি স্ম । সুরারিষ্মণম্ অশুরহস্তারম্ ॥১৫॥

ভরতনন্দন ! জমদগ্নিপুত্র রামের চরিত্র দেবচরিত্রের তুল্য এবং হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুনের চরিত্রও দেবচরিত্রেরই তুল্য ছিল ॥১০॥

পাণ্ডুনন্দন ! রাম, হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিয়াছিলেন ; তাঁহার একসহস্র বাহু ছিল ॥১১॥

রাজা ! দত্তাত্রেয়মুনির অনুগ্রহে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুনের স্বর্ণময় বিমান এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর উপরে আধিপত্য ছিল ॥১২॥

এবং সেই মহাত্মার রথের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল । বলবান্ কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুন দত্তাত্রেয়মুনির বরপ্রভাবে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা সকল দিকের দেবতা, যক্ষ ও ঋষিগণের উৎপীড়ন করিতেন এবং সকল দিকের সকল প্রাণীদিগের উপজব করিতেন ॥১৩—১৪॥

তাঁহার পর দেবগণ ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ—দেবদেব, অশুরহস্তা ও যথার্থ পরাক্রমশালী বিষ্ণুর নিকট যাইয়া বলিলেন—॥১৫॥

ভগবন্ ! ভূতরক্ষার্থমর্জুনং জহি বৈ প্রভো ! ।  
 বিমানেন চ দিব্যেন হৈহয়াধিপতিঃ প্রভুঃ ।  
 শচীসহায়ং ক্রীড়ন্তং ধ্বংসয়ামাস বাসবম্ ॥১৬॥  
 ততস্তু ভগবান্ দেবঃ শক্রেণ সহিতস্তদা ।  
 কার্তবীৰ্য্যবিনাশার্থং মন্ত্ৰয়ামাস ভারত ! ॥১৭॥  
 যন্তদুতহিতং কার্য্যং সুরেন্দ্রেণ নিবেদিতম্ ।  
 স প্রতিশ্রুত্য তৎ সৰ্ব্বং ভগবান্নোকপূজিতঃ ॥১৮॥  
 জগাম বদরীং রম্যাং স্বমেবান্ধ্রমমণ্ডলম্ ।  
 এতস্মিন্নেব কালে তু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥১৯॥  
 কাণ্ডকুজে মহানাসীৎ পার্থিবঃ স্তম্হাবলঃ ।  
 গাধীতি বিশ্রুতো লোকে বনবাসং জগাম হ ॥২০॥ (বিশেষকম্)  
 বনে তু তস্য বসতঃ কন্যা জজ্ঞেহপ্সরঃসমা ।  
 ঋচীকো ভার্গবস্তাঞ্চ বরয়ামাস ভারত ! ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

ভগবন্বিতি । ভূতানাং প্রাণিনাং রক্ষার্থম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

তত ইতি । দেবো বিষ্ণুঃ, শক্রেণ ইন্দ্রেণ ॥১৭॥

যদ্বিতি । প্রতিশ্রুত্য কর্তব্যেদেনাকীকৃত্য । স্বং স্বকীয়ম্ । কাণ্ডকুজে দেশে ॥১৮—২০॥

বন ইতি । ঋচীকো নাম ভার্গবো ভৃগুবংশজাতঃ কশ্চিৎ ॥২১॥

“ভগবন্ ! প্রভু ! আপনি প্রাণিগণকে রক্ষা করিবার জন্য কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে বধ করুন । কারণ, হৈহয়াধিপতি প্রভাবশালী কার্তবীৰ্য্যার্জুন দিব্য বিমানে যাইয়া শচীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ইন্দ্রকে বিদলিত করিয়া আসিয়াছেন” ॥১৬॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু তখনই ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে বিনাশ করিবার জন্য মন্ত্ৰণা করিলেন ॥১৭॥

তখন দেবরাজ জগতের হিতের জন্য যে কর্তব্য বিষয় জানাইলেন, সে সমস্তই করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ জগৎপূজিত নারায়ণ স্বকীয় মনোহর বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন । এই সময়ে পৃথিবীতে কাণ্ডকুজদেশে ‘গাধি’-নামে বিখ্যাত প্রবলপরাক্রান্ত এক মহারাজ ছিলেন ; তিনি বনবাসে গিয়াছিলেন ॥১৮—২০॥

ভরতনন্দন ! বনে বাস করিবার সময়ে সেই গাধিরাজার অপ্সরার তুল্য একটা কন্যা জন্মিয়াছিল ; যথাকালে ভৃগুবংশীয় ঋচীক সেই কন্যাটিকে প্রার্থনা করেন ॥২১॥

তয়ুবাচ ততো গাধিব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ।  
 উচিতং নঃ কুলে কিঞ্চিৎ পূৰ্বেৰ্ঘ্যং সম্প্রবর্তিতম্ ॥২২॥  
 একতঃ শ্রামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।  
 সহস্রং বাজিনাং শুক্লমিতি বিদ্ধি দ্বিজোত্তম ! ॥২৩॥  
 ন চাপি ভগবান্ বাচ্যো দীযতামিতি ভার্গব ! ।  
 দেয়া মে দুহিতা চৈব ত্বদ্বিধায় মহাত্মনে ॥২৪॥  
 ঋচীক উবাচ ।

একতঃ শ্রামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।  
 দাস্ত্রাম্যশ্বসহস্রং তে মম ভার্য্যা স্নতাস্ত তে ॥২৫॥  
 অকৃতব্রণ উবাচ ।  
 স তথেনি প্রতিজ্ঞায় রাজন্ ! বরুণমব্রবীৎ ।  
 একতঃ শ্রামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ॥২৬॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । উচিতং মমাপি তদ্রক্ষিতং গ্রাহ্যম্ । পূৰ্বেঃ পূৰ্বপুরুষৈঃ ॥২২॥  
 একত ইতি । একতো বহির্দেশে শ্রামকর্ণানাম্, অন্তরে তু রক্তকর্ণানামিতি ভাবঃ, পাণ্ডুরাণাং  
 সমুদায়েন শ্বেতরক্তবর্ণানাম্, তরস্বিনাং বেগবতাম্ ॥২৩॥  
 নেতি । ভগবান্ ভবান্ । দীযতাং তাদৃশমশ্বসহস্রমিতি শেষঃ ॥২৪॥  
 একত ইতি । অশ্বেনি নৃপুংস্তুবহুবচনাস্তং পদম্, তল্লোপশাৰ্ঘ্যঃ । অগ্নথা অশ্বেনাস্ত  
 শ্রামকর্ণানামিত্যাदिना सहाय्यो न स्यात् । अथवाश्वाहुक्तविधैकदेशादय एव वाच्यः ॥২৫॥

তদনন্তর গাধিরাজা সেই দৃঢ়ব্রত ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“পূর্বপুরুষেরা আমাদের  
 বংশে যে কিছু রীতি প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা আমাদের  
 উচিত ॥২২॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি ইহা অবগত হউন যে, কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ  
 ও বাহিরটা শ্রামবর্ণ থাকিবে, অগ্ন সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী  
 হইবে, এহেন সহস্র অশ্ব আমাদের কন্যাশুভ্র ॥২৩॥

কিন্তু ভৃগুনন্দন ! আপনাকে আমি এ কথা বলিতে পারি না যে, আপনি সেই-  
 রূপ সহস্র অশ্ব আমাকে শুক্লরূপে দান করুন ; অথচ আপনার মত মহাত্মাকেই  
 কন্যা দান করা আমার উচিত” ॥২৪॥

ঋচীক বলিলেন—“কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ ও বাহিরটা শ্রামবর্ণ থাকিবে, অগ্ন  
 সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী হইবে, এইরূপ সহস্র অশ্বই  
 আপনাকে দান করিব ; আপনার কন্যা আমার ভার্য্যা হউন” ॥২৫॥

সহস্রং বাজিনামেকং শুক্লার্থং মে প্রদীয়তাম্ ।  
 তস্মৈ প্রাদাৎ সহস্রং বৈ বাজিনাং বরুণস্তদা ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)  
 তদাম্বতীর্থং বিখ্যাতমুখিতা যত্র তে হয়ঃ ।  
 গঙ্গায়্যাং কাণ্ডকুঞ্জে বৈ দদৌ সত্যবতীং তদা ॥২৮॥  
 ততো গাধিঃ সূতাকাস্মৈ জ্ঞাশ্চাসন্ সুরাস্তদা ।  
 লব্ধ্বা হয়সহস্রস্ত তান্শ্চ দৃষ্ট্বা দিবোকসঃ ॥২৯॥  
 ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা তান্ ভার্য্যামুচীকো দ্বিজসত্তমঃ ।  
 যথাকামং যথাজ্যেষং তয়া রেমে স্নমধ্যয়া ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স তথা প্রতিজ্ঞায় ইতি বরুণমব্রবীৎ । তস্মৈ ঋচীকায় ॥২৬—২৭॥  
 তদিতি । তে তাদৃশা বরুণদত্তাঃ । গঙ্গায়্যাং গঙ্গাতীরে, দদৌ গাধিরিতি শেষঃ ॥২৮॥  
 তত ইতি । গাধিঃ, তত ঋচীকাং, হয়সহস্রং লব্ধ্বা, অস্মৈ ঋচীকায় চ সূতাং দদাবিতি শেষঃ ।  
 তদা চ সুরা দেবাঃ, জ্ঞা বরপ্রিয়া বরযাত্রা ইত্যর্থঃ আসন্ । “জ্ঞাতো বরবধুজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যহিতে-  
 হপি চ” ইতি বিখ্যঃ । তে দিবোকসশ্চ তান্ বরকন্তোভয়পক্ষান্ দৃষ্ট্বা জগ্মুরিতি শেষঃ ।  
 গতাস্তরাভাবাদীদৃশী ব্যাখ্যা ॥২৯॥  
 ধর্ম্মেণেতি । যথাজ্যেষং যথাস্নম্, “তুষ্ণীমর্থে স্নথে জ্যেষম্” ইত্যমরঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স ইতি ॥১—৪॥ আয়ান্ আগচ্ছন ॥৫—২৪॥ একত ইতি । বহিঃ শ্রামা অন্তরারক্তাঃ  
 কর্ণা যেষাং তে একতঃ শ্রামকর্ণাস্তেষাম্ ॥২৫—২৮॥ জ্ঞাতা বরপক্ষীয়াঃ ॥২৯—৩০॥

অকৃতব্রণ কহিলেন—“রাজা ! ঋচীকমুনি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বরুণের  
 নিকট যাইয়া বলিলেন—“কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ ও বাহিরটা শ্রামবর্ণ থাকিবে,  
 অগ্ন সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগগালী হইবে, এইরূপ সহস্র অশ্ব  
 আমাকে শুষ্কের জন্ত দান করুন ।” বরুণ তখনই তাঁহাকে সেই এক সহস্র অশ্ব  
 দান করিলেন ॥২৬—২৭॥

সেই অশ্বগুলি সমুদ্রের যেস্থানে উঠিয়াছিল, সেই স্থানটা ‘অম্বতীর্থ’ বলিয়া  
 বিখ্যাত হইয়াছে । তদনন্তর গাধিরাজা কাণ্ডকুঞ্জে গঙ্গাতীরে যাইয়া ঋচীকের হস্তে  
 সত্যবতীনায়ী নিজকন্তাটিকে দান করিলেন ॥২৮॥

গাধিরাজা ঋচীকের নিকট হইতে এক সহস্র অশ্ব লাভ করিয়াই তাঁহাকে কন্তা  
 দান করিয়াছিলেন ; তখন দেবতার। বরযাত্র হইয়াছিলেন এবং সেই দেবতার। বর  
 ও কন্তাপক্ষকে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন ॥২৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋচীক ধর্ম্ম অনুসারে সেই গাধিরাজার কন্তাকে ভার্য্যারূপে লাভ  
 করিয়া ইচ্ছানুসারে এবং যথাস্নথে সেই স্নমধ্যমার সহিত বিহার করিতে  
 লাগিলেন ॥৩০॥

তং বিবাহে কৃতে রাজন্ ! সভার্য্যমবলোককঃ ।  
 আজগাম ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং পুত্রং দৃষ্ট্ৱা ননন্দ চ ॥৩১॥  
 ভার্য্যাপতৌ তমাসীনং গুরুং স্বরগণাচ্চিতম্ ।  
 অচ্চিহ্না পর্য্যাপাসোনৌ প্রাজ্জলৌ তদ্বতুতদা ॥৩২॥  
 ততঃ স্মৃষাং স ভগবান্ প্রহৃষ্টৌ ভৃগুরব্রবীৎ ।  
 বরং ব্রূণীষ স্বভগে ! দাতা হস্মি তবেপ্সিতম্ ॥৩৩॥  
 সা বৈ প্রসাদয়ামাস তং গুরুং পুত্রকারণাৎ ।  
 আত্মনশ্চৈব মাতুশ্চ প্রসাদঞ্চ চকার সঃ ॥৩৪॥

ভৃগুরব্রবীচ ।

ঋতৌ ত্বকৈব মাতা চ স্নাতে পুংসবনায় বৈ ।  
 আলিঙ্গ্যেতাং পৃথগ্ বৃক্ষৌ সাহস্রথং ত্রুমুদুশ্বরম্ ॥৩৫॥  
 চরুদ্বয়মিদং ভদ্রে ! জনন্যাশ্চ তবৈব চ ।  
 বিশ্বমাবর্তয়িত্বা তু ময়া যত্নেন সাধিতম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । অবলোককঃ অবলোকয়িতুম্, “বৃণ্-তুমৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্” ইতি বৃণ্ ॥৩১॥  
 ভার্য্যোতি । গুরুং স্বশুরং পিতরঞ্চ । পর্য্যাপাসোনৌ সমিধাবুপবিষ্টৌ ॥৩২॥  
 তত ইতি । স্মৃষাং পুত্রবধূম্ । হে স্বভগে ! ভাগ্যবতি । ॥৩৩॥  
 সেতি । গুরুং স্বশুরম্ । স ভৃগুশ্চ প্রসাদমহুগ্রহং চকার ॥৩৪॥  
 ঋতাবিতি । স্নাতে ভবত্যৌ, পুংসোঃ পুত্রয়োঃ সবনায় প্রসবায় ॥৩৫॥

রাজা ! ঋচীক বিবাহ করিলে পর একদিন মহর্ষি ভৃগু, ভার্য্যার সহিত সেই ঋচীককে দেখিবার জন্ত আগমন করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩১॥

দেবগণপূজিত পিতা ভৃগু উপবেশন করিলে, পতি ও পত্নী উভয়েই তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর ভগবান্ ভৃগু আনন্দিত হইয়া পুত্রবধূকে বলিলেন—“ভাগ্যবতি ! তুমি বর গ্রহণ কর, আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু দান করিব” ॥৩৩॥

তখন সেই পুত্রবধূ, নিজের ও নিজমাতার পুত্রের জন্ত স্বশুরকে প্রসন্ন করিলেন ; স্বশুরও প্রসন্ন হইলেন ॥৩৪॥

ভৃগু বলিলেন—“তুমি ও তোমার মাতা দুই জনেই ঋতুস্নান করিয়া পুত্র প্রসব করিবার জন্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুইটী বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে—তোমার মাতা অশ্বথবৃক্ষকে এবং তুমি উদুশ্বরবৃক্ষকে ॥৩৫॥

প্রাশিতব্যং প্রযত্নেন চেতুস্ত্বাহদর্শনং গতঃ ।  
 আলিঙ্গনে চরৌ চৈব চক্রভুস্তে বিপর্যায়ম্ ॥৩৭॥  
 ততঃ পুনঃ স ভগবান্ কালে বহুতিথে গতে ।  
 দিব্যজ্ঞানাদ্বিদিহা তু ভগবানাগতঃ পুনঃ ॥৩৮॥  
 অথোবাচ মহাতেজা ভৃগুঃ সত্যবতীং স্নুয়াম্ ।  
 উপযুক্তশ্চরুর্ভদ্রে ! বৃক্ষে চালিঙ্গনং কৃতম্ ॥৩৯॥  
 বিপরীতেন তে স্নুত্র ! মাত্রা নৈচবাসি বঞ্চিতা ।  
 ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রবৃতিবৈ তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

## ভারতকৌমুদী

চক্ষিতি । বিশ্বং জগৎ, আবর্তয়িত্বা অমুসন্ধায়, উপাদানসংগ্রহার্থমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥  
 প্রেতি । প্রাশিতব্যং ভোক্তব্যম্ । চরৌ চক্রভক্ষণে । তে জননীতনয়ে ॥৩৭॥  
 তত ইতি । স ভৃগুঃ, ভগবান্ মহাত্ম্যবান্, স্থপৌত্রোৎপত্তৌ ভগবান্ যত্নবাৎ ॥৩৮॥  
 অথেনি । হে স্নুত্র ! তে স্নয়া, বিপরীতেন ভাবেন, চক্রঃ, উপযুক্তো ভক্ষিতঃ, বৃক্ষে  
 চালিঙ্গনং কৃতম্ । বঞ্চিতাসি বিপর্যায়োপদেশেনিতি ভাবঃ । ব্রাহ্মণো জাত্য ॥৩৯—৪০॥

## ভারতভাবদীপঃ

অবলোককোহবলোকনাথী ॥৩১—৩৫॥ বিশ্বং বিরাটপুরুষমাবর্তয়িত্বা মুহুমূর্ছরমুসন্ধায় এতয়ো-  
 শ্চকৌর্ভক্ষণেন বিশ্বস্বষ্টতুল্যো পুত্রো ভবিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥৩৬॥ তে উভে প্রতীত্যাক্তেতীকারলোপঃ  
 সন্ধির্বা আর্ষঃ, আলিঙ্গনে অশ্বখোড়স্বরয়োঃ ॥৩৭ - ৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে যগ্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৬॥

ভদ্রে ! আমি তোমার ও তোমার জননীর জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অমুসন্ধান করিয়া  
 যত্নপূর্বক এই দুই ভাগ চক্র নির্মাণ করিয়াছি ॥৩৬॥

তোমরাও যত্নপূর্বক ইহা ভক্ষণ করিবে ।” এই কথা বলিয়া ভৃগু অন্তহিত  
 হইলেন । এদিকে তাঁহারা বৃক্ষ আলিঙ্গনে ও চক্রভক্ষণে বিপর্যায় করিলেন । (অর্থাৎ  
 সত্যবতী অশ্বখবৃক্ষকে এবং তাঁহার মাতা উড়ুস্বরবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেন ; আর  
 সত্যবতী তাঁহার মাতার চক্র এবং তাঁহার মাতা সত্যবতীর চক্র ভক্ষণ করিলেন) ॥৩৭॥

তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, সংপৌত্রোৎপাদনে যত্নশীল ভগবান্ ভৃগু  
 দিব্যজ্ঞানে সেই বিপর্যায় জানিতে পারিয়া পুনরায় আগমন করিলেন ॥৩৮॥

তৎপরে মহাতেজা ভৃগু পুত্রবধূ সত্যবতীকে বলিলেন—“ভদ্রে ! তুমি  
 বিপরীতভাবে চক্র ভক্ষণ ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ ; স্নুত্রং হে স্নুত্র ! তোমার  
 মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন ; অতএব তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও  
 ক্ষত্রিয়বৃদ্ধি হইবে” ॥৩৯—৪০॥

ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাচারো মাতৃস্বব স্নতো মহান্ ।  
 ভবিষ্যতি মহাবীৰ্য্যঃ সাধুনাং মার্গমাস্থিতঃ ॥৪১॥  
 ততঃ প্রসাদয়ামাস শ্বশুরং সা পুনঃ পুনঃ ।  
 ন মে পুত্রো ভবেদীদৃক্ কামং পৌত্রো ভবেদিতি ॥৪২॥  
 এবমস্থিতি সা তেন পাণ্ডব ! প্রতিনন্দিতা ।  
 কালং প্রতীক্ষতী গৰ্ভং ধারয়ামাস যত্নতঃ ॥৪৩॥  
 জমদগ্নিং ততঃ পুত্রং জজ্ঞে সা কাল আগতে ।  
 তেজসা বর্চসা চৈব যুক্তং ভার্গবনন্দনম্ ॥৪৪॥  
 স বর্দ্ধমানস্তেজস্বী বেদশ্রাদ্ধ্যয়নেন চ ।  
 বহুন্বীন্ মহাতেজাঃ পাণ্ডবেয়াত্যবর্তত ॥৪৫॥

### ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রিয় ইতি । ক্ষত্রিয়ো জাত্যা । মার্গং পন্থানং রীতিমিত্যর্থঃ, আস্থিত আশ্রিতঃ ॥৪১॥  
 তত ইতি । সা পুত্রবধুঃ সত্যবতী । ইদৃক্ ক্ষত্রিয়বৃষ্টিঃ । কামং বরম্ ॥৪২॥  
 এবমিতি । তেন ভৃগুণা । প্রতিনন্দিতা অভিনন্দিতা ॥৪৩॥  
 জমদগ্নিমিতি । জজ্ঞে জনয়ামাস । তেজসা ব্রাহ্মদীপ্ত্যা, বর্চসা কাশ্ত্যা ॥৪৪॥  
 স ইতি । তেজস্বী বুদ্ধিপ্রভাবশালী । অত্যবর্তত অতিক্রান্তবান্ ॥৪৫॥

আর, তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণাচার, মহাত্মা, মহাবল ও সাধুপথাবলস্বী হইবে” ॥৪১॥

তাহার পর সত্যবতী বার বার এই কথা বলিয়া শ্বশুরের নিকট অমুনয় করিতে লাগিলেন যে, “আমার পুত্র যেন এ প্রকার হয় না, বরং পৌত্র যেন হয়” ॥৪২॥

“এইরূপই হউক” এই কথা বলিয়া ভৃগু সত্যবতীকে আনন্দিত করিলেন । তাহার পর সত্যবতী কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক গৰ্ভ ধারণ করিলেন ॥৪৩॥

তদনন্তর কাল উপস্থিত হইলে, সত্যবতী ভৃগুংশের আনন্দজনক এবং তেজ ও কাশ্তিসম্পন্ন ‘জমদগ্নি’-নামক একটা পুত্র প্রসব করিলেন ॥৪৪॥

পাণ্ডুনন্দন ! সেই জমদগ্নি বুদ্ধি পাইতে থাকিয়া ক্রমে বুদ্ধিমান ও মহাতেজা হইয়া বেদাধ্যয়নদ্বারা বহু ঋষিকে অতিক্রম করিলেন ॥৪৫॥

তস্ত্ব কৃৎস্নো ধনুর্বেদঃ প্রত্যভাস্তুরতর্ষভ ! ।

চতুর্বিধানি চান্দ্রানি ভাস্করোপমবর্চসম্ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং জমদগ্ন্যুপনৌ ষষ্ঠবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:—

## সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

অকৃতব্রণ উবাচ ।

স বেদাধ্যয়নে যুক্তো জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।

তপস্তপে ততো দেবান্ নিয়মাংশমানয়ৎ ॥১॥

স প্রসেনজিতং রাজন্ ! অধিগম্য নরাধিপম্ ।

রেণুকাং বরয়ামাস স চ তস্মৈ দদৌ নৃপঃ ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । তং প্রতি, অভাং আবিবর্তনং । চতুর্বিধানি ছেদন-ভেদন-স্তম্ভন-সম্বোহন-  
জনকানি । ভাস্করোপমবর্চসং সূর্য্যতুল্যতেজস্কম্ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষষ্ঠবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

স ইতি । যুক্তো ব্যাপৃতঃ । ততো নিয়মাং তপস্তাত এব ॥১॥

স ইতি । প্রসেনজিতং তদাখ্যম্ । রেণুকাং তন্মায়ীং কন্যাম্ ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! - ক্রমশঃ সমস্ত ধনুর্বেদ ও চতুর্বিধ অস্ত্র সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী  
জমদগ্নির হৃদয়ে প্রকাশ পাইল” ॥৪৬॥

—:—

অকৃতব্রণ বলিলেন—“মহাতপা জমদগ্নি বেদপাঠে প্রবৃত্ত থাকিয়া তপস্তা করিতে  
লাগিলেন ; তাহাতেই দেবগণকে বশে আনয়ন করিলেন ॥১॥

রাজা ! তিনি একদা প্রসেনজিৎরাজার নিকট যাইয়া তাঁহার কন্যা রেণুকাকে  
প্রার্থনা করিলেন ; প্রসেনজিৎও তাঁহার হস্তে রেণুকাকে দান করিলেন ॥২॥

\* ‘...পঞ্চদশাধিকশততমঃ...’—বাব কা, ‘...ষোড়শাধিকশততমঃ...’—পি নি ।



রেণুকাং ত্বথ সম্প্রাপ্য ভার্য্যাং ভার্গবনন্দনঃ ।  
 আশ্রমস্থস্তয়া সার্কিং তপস্তপেহমুকূলয়া ॥৩॥  
 তস্তাঃ কুমারশচত্বারো জজ্বিরে রামপঞ্চমাঃ ।  
 সৰ্বেষামজঘন্তস্ত রাম আসীজ্জঘন্তজঃ ॥৪॥  
 ফলাহারেষু সৰ্বেষু গতেষ্বথ হৃতেষু বৈ ।  
 রেণুকা স্নাতুমগমৎ কদাচিম্মিতব্রতা ॥৫॥  
 সা তু চিত্ররথং নাম মার্তিকাবতকং নৃপম্ ।  
 দদর্শ রেণুকা রাজমাগচ্ছন্তী যদৃচ্ছয়া ॥৬॥  
 ক্রীড়ন্তং সলিলে দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পদ্মালিনম্ ।  
 ঋদ্ধিমন্তং ততস্তস্মৈ স্পৃহয়ামাস রেণুকা ॥৭॥  
 ব্যভিচারাক্ষ সা তস্মাৎ ক্লিমাহন্তসি বিচেতনা ।  
 প্রবিবেশাশ্রমং ত্রস্তা তাং বৈ ভর্তাহন্ববুধ্যত ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

রেণুকামিতি ! ভার্গবনন্দনঃ স জমদগ্নিঃ । অমুকূলয়া বশবর্ত্তিণী ॥৩॥  
 তস্তা ইতি । কুমারাঃ পুত্রাঃ, রামঃ পঞ্চমো যেষাং তে । অজঘন্তঃ গুণৈরনিকৃষ্ট উৎকৃষ্টঃ  
 এবত্যর্থ, অজঘন্তঃ অন্ত্যজাতঃ, “জঘন্তোহন্ত্যোহধমেহপি চ” ইত্যমরঃ ॥৪॥  
 ফলেতি । ফলানামাহারেষু আহরণেষু । ব্যক্তিভেদেন ক্রিয়াভেদাদ্বচনম্ ॥৫॥  
 সেতি । মৃত্তিকাহস্তাস্তীতি মৃত্তিকাবান্ প্রশস্তমৃত্তিকে । দেশস্তস্মায়মিতি মার্তিকাবতঃ, ততঃ  
 সংজ্ঞায়াং কপ্রত্যয়ন্তম্, যদৃচ্ছয়া সঙ্কল্পশূন্যবৃত্ত্যা গমনপ্রসঙ্গেনৈত্যর্থঃ ॥৬॥  
 ক্রীড়ন্তমিতি । দৃষ্ট্বা তীরপথেনাগমনসময় ইত্যশয়ঃ । পদ্মালিনং হেমপদ্মমালালম্বিতকণ্ঠম্,  
 ঋদ্ধিমন্তং কাস্তিসম্পদযুক্তম্, তত ঋদ্ধিমন্তাদেব ॥৭॥

তাহার পর ভার্গবনন্দন জমদগ্নি রেণুকাকে ভার্য্যা পাইয়া আশ্রমে থাকিয়া সেই  
 অমুকূলা ভার্য্যার সহিত তপস্তা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

ক্রমে রেণুকার পাঁচটি পুত্র জন্মিল ; তাঁহাদের মধ্যে রাম ছিলেন—পঞ্চম ; কিন্তু  
 রাম বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সর্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট ছিলেন ॥৪॥

তাহার পর কোন সময়ে পুত্রেরা সকলে ফলাহারণ করিবার জন্ত বাহিরে গেলে,  
 ব্রতপরায়ণা রেণুকা স্নান করিতে গেলেন ॥৫॥

রাজা ! সেই রেণুকাদেবী স্নান করিয়া আসিবার সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে মার্তিকাবত-  
 দেশের রাজা চিত্ররথকে দেখিলেন ॥৬॥

রেণুকাদেবী (তীরপথ দিয়া আসিবার সময়ে) স্বর্ণপদ্মের মালাধারী ও পরমসুন্দর  
 চিত্ররথকে জলের ভিতরে ভার্য্যার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়াই তাঁহার উপরে  
 কামস্পৃহা করিলেন ॥৭॥

স তাং দৃষ্ট্বা চ্যুতাং ধৈর্য্যাদব্রাহ্ম্য লক্ষ্ম্যা বিবৰ্জিতাম্ ।  
 ধিক্শব্দেন মহাতেজা গহ্নয়ামাস বীৰ্য্যবীন্ ॥৯॥  
 ততো জ্যেষ্ঠো জামদগ্ন্যো রুমধান্ নাম নামতঃ ।  
 আজগাম স্নবেশচ বহুবিশ্বাবস্তুত্থা ॥১০॥  
 তানানুপূৰ্ব্য্য ভগবান্ বধে মাতুরচোদয়ৎ ।  
 ন চ তে জ্ঞাতসংস্লেহাঃ কিঞ্চিদুচুৰ্বিচেতসঃ ॥১১॥  
 ততঃ শশাপ তান্ ক্রোধাত্তে শপ্তাশ্চেতনাং জহঃ ।  
 যুগপক্ষিসধৰ্ম্মাণঃ ক্ষিপ্ৰমাসন্ জড়োপমাঃ ॥১২॥  
 ততো রামোহভ্যয়াৎ পশ্চাদাশ্রমং পরবীরহা ।  
 তগুরাচ মহাবাহুর্জমদগ্নিমহাতপাঃ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

ব্যভীতি । অন্তসি ক্লিষ্টা আর্জীভূতদেহা “ক্লিদ্ আর্জীভাবে” ইতি ধাত্বার্থানুসারাৎ তদানী-  
 মপ্যাপ্রোঙ্খিতগাত্রীত্যাৎ, সা রেণুকা, তস্মাৎ স্মদরপরপুরুষস্পৃহারূপাঘ্যভিচারাদেব, বিচেতনা  
 কামমুখা, অতএব ত্রস্তা চ সতী আশ্রমং প্রবিবেশ । ভর্তা জমদগ্নিঃ তাং তদুশীম্, অম্ববুধ্যত,  
 কম্পরোমাঞ্চাদিসাংসিকভাবদর্শনাদিত্তি ভাবঃ ॥৮॥

স ইতি । ব্রাহ্ম্য লক্ষ্ম্যা চিরধীরস্বরূপয়া শ্রিয়া । বীৰ্য্যবান্ তপসা বলবান্ ॥৯॥

তত ইতি । জামদগ্ন্যো জমদগ্নিপুত্রঃ । স্নবেশাদয়শ্চ জামদগ্ন্যা এব ॥১০॥

তানিতি । আহুপূৰ্ব্য্য জ্যেষ্ঠক্রমেণ । ভগবান্ জমদগ্নিঃ । বিচেতসঃ স্লেহাদেব মুখাঃ ॥১১॥

তত ইতি । শশাপ জমদগ্নিঃ । চেতনাং মহুচ্ছোচিতং প্রকৃষ্টচেতন্যম্, জহঃ তত্যাঙ্কঃ । যুগাণাং  
 পশুনাং পক্ষিপাঞ্চ সমানো ধর্ম্মো যেষাং তে, পশুপক্ষিতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥১২॥

জলে আর্জদেহা রেণুকা সেই ব্যভিচারবশতই মুখা ও ত্রস্তা হইয়া আশ্রমে  
 প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু জমদগ্নি তাঁহাকে বুঝিয়া ফেলিলেন ॥৮॥

মহাতেজা ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন জমদগ্নি রেণুকাকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্রাহ্মত্ববিহীন  
 দেখিয়া ধিক্ ধিক্ শব্দে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তাহার পর জমদগ্নির জ্যেষ্ঠপুত্র রুমধান্, দ্বিতীয় পুত্র স্নবেশ, তৃতীয় পুত্র বসু ও  
 চতুর্থ পুত্র বিশ্বাবসু আশ্রমে আসিলেন ॥১০॥

তখন জমদগ্নি জ্যেষ্ঠক্রমে তাঁহাদিগকে মাতৃবধে প্রণোদিত করিলেন ; কিন্তু  
 প্রবল স্নেহ উপস্থিত হওয়ায় আকুল হইয়া তাঁহারা কিছুই বলিলেন না ॥১১॥

তখন জমদগ্নি ক্রোধবশতঃ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন ; তাহাতে  
 তৎক্ষণাৎ মনুষ্যযোগ্য চৈতন্য ত্যাগ করিলেন এবং পশু-পক্ষীর সমান হইয়া জড়ের  
 মত থাকিলেন ॥১২॥

জহীমাং মাতরং পাপাং মা চ পুত্র ! ব্যথাং কৃথাং ।  
 তত আদয়ি পরশুং রামো মাতুঃ শিরোহহরৎ ॥১৪॥  
 ততন্তু মহারাজ ! জমদগ্নির্মহাত্মনঃ ।  
 কোপোহভ্যগচ্ছৎ সহসা প্রসন্নশ্চাত্রবীদিদম্ ॥১৫॥  
 মমেদং বচনান্তাত ! কৃতং তে কশ্ম দুষ্করম্ ।  
 বৃণীষ কামান্ ধর্ম্যজ্ঞ ! যাবতো বাঙ্কসে হৃদা ॥১৬॥  
 স বত্রে মাতুরুত্থানমশ্রুতিঞ্চ বধন্ত বৈ ।  
 পাপেন তেন চাম্পির্শং ভ্রাতৃণাং প্রকৃতিং তথা ॥১৭॥  
 অপ্রতিবন্দ্যতাং যুদ্ধে দীর্ঘমায়ুশ্চ ভারত ! ।  
 দদৌ চ সর্কান্ কামাংস্তান্ জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অভ্যাগচ্ছৎ । পরবীরহেতি ভাবিনি ভূতবহুপচারাদুজম্ ॥১৩॥  
 জহীতি । পাপামিত্যেনে বধার্হতা স্মৃতি । তপঃপ্রভাবাং কামদাতা পিতা নির্কিবাদ-  
 মাদেশপালনাং প্রসন্নঃ পুনরপ্যোনামৃজীবয়িত্বাতি মইব রামো মাতৃহত্যায়াং প্রবৃত্ত ইতি  
 বোধ্যম্ ॥১৪॥  
 তত ইতি । অভ্যাগচ্ছৎ তিরোহভবৎ । প্রসন্নশ্চ নির্কিবাদমাদেশপালনাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥  
 মমেতি । তে ত্বয়া । পিতুরাদেশস্ত সর্বথা পালনীয়ত্বজ্ঞানাদ্ব্যজ্ঞেতি সম্বোধনম্ ॥১৬॥  
 স ইতি । তেন মাতৃহত্যাকৃতেন । প্রকৃতিং স্বভাবম্ । কামান্ অভীষ্টবিষয়ান্ ॥১৭—১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

স বেদেতি ॥১—১॥ ততন্তু স্পৃহয়ামাস তমৈচ্ছৎ ॥৭॥ অন্তসি সরস্তেব ক্লিষ্টা দ্রুতা ।  
 তথা চোক্তং—“স্বন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং পিতরং স্তম্ । যোনিপ্রবৃতি নারীণাং সত্যং

তদনন্তর বিপক্ষবীরহস্তা রাম সকলের পরে আশ্রমে আসিলেন ; তখন মহাবাহু  
 ও মহাতপা জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন—॥১৩॥

“পুত্র ! তোমার এই পাপিষ্ঠা মাতাকে বধ কর, দুঃখ করিও না ।” তাহার  
 পর রাম কুঠার লইয়া মাতার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥১৪॥

মহারাজ ! তাহার পর তখনই সেই মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ নিবৃত্তি পাইল এবং  
 তিনি প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

“বৎস ! তুমি আমার আদেশমাত্রই এই দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ ; অতএব তুমি  
 মনে যতগুলি বিষয় ইচ্ছা কর, তাহাই বর লও” ॥১৬॥

মাতার জীবিত হইয়া উত্থান, তাঁহার সেই হত্যা স্মরণ না করা, আপনাতে সেই  
 পাপস্পর্শ না হওয়া, ভ্রাতাদের স্বাভাবিক অবস্থা এবং নিজের যুদ্ধে

কদাচিত্তু তথৈবাস্ত বিনিক্রান্তাঃ স্ততাঃ প্রভো ! ।

অথানুপপত্তির্বীরঃ কার্ত্তবীৰ্য্যোহভ্যবৰ্ত্তত ॥১৯॥

তমাশ্রমপদং প্রাপ্তমুধেৰ্ভাৰ্য্যা সমাৰ্চয়ৎ ।

স যুদ্ধমদসম্মত্তো নাভ্যনন্দন্তথার্চনম্ ॥২০॥

প্রমথ্য 'চাশ্রমাত্মস্বাক্ষোমধেনোস্তুতো বলাৎ ।

, জহাং বৎসং ক্রোশন্ত্যা বভঞ্জ চ মহাক্রমান্ ॥২১॥

আগতায় চ রামায় তদাচষ্ট পিতা স্বয়ম্ ।

গাঞ্চ রোরুদতীং দৃষ্ট্ৱ কোপো'রামং সমাবিশৎ ॥২২॥

স মৃত্যুবশমাপন্নং কার্ত্তবীৰ্য্যমুপাদ্ৰবৎ ।

তস্মাথ যুদ্ধি বিক্রম্য ভার্গবঃ পরবীরহা ॥২৩॥

#### • ভারতকৌমুদী

কদাচিদिति । তথৈব ফলাহরণার্থমেব । অনুপপত্তিঃ সমুৎপন্নপ্রায়দেশস্ত রাজা ॥১৯॥

তমিতি । তং কার্ত্তবীৰ্য্যম্ । স্বধেৰ্ভাৰ্য্যা রেণুকা, সমাৰ্চয়ৎ আতিথ্যেন ॥২০॥

প্রমথ্যেতি । প্রমথ্য হোমধেহুমেব নিপীড়্য । ক্রোশন্ত্যা আর্ন্তনাদং কুরুত্যাঃ ॥২১॥

আগতয়েতি । আচষ্ট উক্তবান্, পিতা জমদগ্নিঃ । রোরুদতীং ভৃশং ক্রন্দন্তীম্ ॥২২॥

অপ্রতিদ্বন্দ্বতা ও দীর্ঘ আয়ু—এই সকল বর রাম চাহিলেন ; মহাতপা জমদগ্নিও সেই সমস্ত বরই দিলেন ॥১৭—১৮॥

রাজা ! তাহার পর কোন সময়ে জমদগ্নির পুত্রগণ সেই ফলাহরণের জন্তই নির্গত হইয়া গেলেন ; এমন সময়ে সমুদ্রের তীরদেশের রাজা কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন সেই আশ্রমে আসিলেন ॥১৯॥

তখন রেণুকাদেবী সেই আশ্রমাগত রাজার যথোচিত সৎকার করিলেন ; কিন্তু যুদ্ধমদমস্ত রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না ॥২০॥

কিন্তু তিনি উৎপীড়ন করিয়া সেই আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক হোমধেহুর বৎসটিকে হরণ করিলেন, তখন হোমধেহুটি আর্ন্তনাদ করিতে লাগিল ; আবার তিনি আশ্রমের উত্তম বৃক্ষগুলিকেও ভগ্ন করিলেন ॥২১॥

তাহার পর রাম আশ্রমে আসিলে, জমদগ্নি নিজেই তাঁহার নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিলেন ; তাহা শুনিয়া এবং হোমধেহুকে আর্ন্তনাদ করিতে দেখিয়া রামের ক্রোধ জন্মিল ॥২২॥

তাহার পর বিপক্ষবীরহস্তা রাম, আসন্নমৃত্যু কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং মনোহর ধনু ধারণ করিয়া যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক নিশিত ভল্ল-সমূহ দ্বারা কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের পরিষতুল্য সহস্র বাহু ছেদন করিলেন । রাজা !

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈবাহূন্ পরিঘসম্মিতান্ ।  
 সহস্রসম্মিতান্ রাজান্ ! প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ।  
 অভিভূতঃ স রামেণ সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)  
 অর্জুনস্তাথ দায়াদা রামেণ কৃতমন্ডবঃ ।  
 আশ্রমস্থং বিনা রামং জমদগ্নিমুপাদ্রবন্ ॥২৫॥  
 তে তং জম্বর্মহাবীৰ্য্যমযুধ্যন্তুং তপস্বিনম্ ।  
 অসকৃদ্রাম রামেতি বিক্রোশন্তমনাথবৎ ॥২৬॥  
 কার্তবীৰ্য্যস্ত পুত্রোস্ত জমদগ্নিং যুধিষ্ঠির ! ।  
 পীড়য়িত্বা শরৈর্জগ্মুর্যথাগতমরিন্দমাঃ ॥২৭॥  
 অপক্রান্তেষু চৈতসু জমদগ্নৌ তথা গতে ।  
 সমিৎপাণিরুপাগচ্ছদাশ্রমং ভৃগুনন্দনঃ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । উপাদ্রবং অভ্যধাবৎ । অভিভূতঃ আক্রান্তঃ স কার্তবীৰ্য্যঃ, কালঃ কলনমেব ধর্ম্মো  
 যস্ত তেন মৃত্যুনা সংযুক্তঃ মমারেত্যর্থঃ । পরশ্চোক° ঘটপাদঃ ॥২৩—২৪॥  
 অর্জুনস্তেতি । দায়াদাঃ পুত্রাঃ । কৃতো মনুষ্যঃ ক্রোধো যেধাং তে ॥২৫॥  
 ত ইতি । তপস্বিনং তপঃপ্রবৃত্তম্ । অতএবাভিশাপাদপি নিবৃত্তমিতি ভাবঃ ॥২৬॥  
 কার্তবীৰ্য্যস্তেতি । গম্যত ইতি গতং স্থানং যথাগতং যথাস্থানম্ ॥২৭॥  
 অপেতি । তথা মৃত্যুবশং গতে সতি । ভৃগুনন্দনো রামঃ ॥২৮॥

এইভাবে রামকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কার্তবীৰ্য্যার্জুন মৃত্যুমুখে পতিত  
 হইলেন ॥২৩—২৪॥

তদনন্তর কার্তবীৰ্য্যার্জুনের পুত্রেরা রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া—রাম যখন আশ্রমে  
 ছিলেন না, সেই সময়ে আশ্রমস্থিত জমদগ্নির প্রতি ধাবিত হইল ॥২৫॥

তখন জমদগ্নি বলবান্ হইয়াও তপস্তায় প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ করিলেন না,  
 কেবল অনাথের আয় বার বার ‘রাম’ ‘রাম’ বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিলেন ;  
 সেই অবস্থায়ই কার্তবীৰ্য্যার্জুনের পুত্রেরা তাঁহাকে বধ করিল ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির ! শত্রুহস্তা অর্জুনপুত্রগণ বাণদ্বারা জমদগ্নিকে বধ করিয়া যথাস্থানে  
 চলিয়া গেল ॥২৭॥

তাহারা চলিয়া গেল, জমদগ্নিরও মৃত্যু হইলে, রাম সমিধ লইয়া আশ্রমে  
 আসিলেন ॥২৮॥

স দৃষ্ট্ৱ। পিতরং বীরস্তুথা মৃত্যুবশং গতম্ ।

অনর্হন্তং তথা ভূতং বিলাপ স্তুঃখিতঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং জমদগ্নিবধে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

## অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

রাম উবাচ ।

‘মমাপরাধাত্তৈঃ ক্ষুদ্রেইতস্তুং তাত ! বালিশৈঃ ।

কার্ত্তবীৰ্য্যস্য দায়াদৈর্বনে যুগ ইবেষুভিঃ ॥১॥

ধৰ্ম্মজ্ঞস্য কথং তাত ! বর্তমানস্য সংপথে ।

মৃত্যুরেবংবিধো যুক্তঃ সৰ্ব্বভূতেশ্বনাগসঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । অনর্হন্তং তপস্বিব্রাহ্মণস্বাত্তাদশমৃত্যোরযোগ্যম্, তথা ভূতং ভূপতিতম্ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

বিলাপপ্রকারমাহ —মমেতি । বালিশৈর্মুর্খৈঃ, পরাপরাধেন পরহননাদিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সত্যং জনাৰ্দ্দন ! ॥” ইতি ৮—২৩ ॥ কালধৰ্ম্মণা মৃত্যুনা ॥২৪—২৮॥ ভাৰ্য্যাবধদোষাং স্বয়মপি  
তাদৃশমেব মরণং প্রাপেত্যশয়ঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৭॥

পিতা জমদগ্নি সেইরূপ মৃত্যুর অযোগ্য ছিলেন, তথাপি তিনি মৃত ও ভূতল-  
পতিত রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া বীর রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে  
লাগিলেন” ॥২৯॥

—:~:—

রাম বলিলেন—“পিতঃ ! ক্ষুদ্রপ্রকৃতি এবং মূৰ্খ সেই কার্ত্তবীৰ্য্যপুত্রেরা আমারই  
অপরাধে বনের ভিতরে হরিণের গ্ৰায় আপনাকে বাণদ্বারা বধ করিয়া গেল ! ॥১॥

\* ‘...যোড়শাধিকশততমঃ...’—বা ব কা, ‘...সপ্তদশাধিকশততমঃ...’—পি নি ।

বন-১২৬ (৮)

কিং নু তৈর্ন কৃতং পাপং যৈর্বান্ তপসি স্থিতঃ ।  
 অযুধ্যমানো বৃদ্ধঃ সন্ হতঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥৩॥  
 কিং নু তে তত্র বক্ষ্যন্তি সচিবেষু স্তম্ভং স্ত ৷  
 অযুধ্যমানং ধর্মজ্ঞমেকং হত্বাহনপত্রপাঃ ॥৪॥  
 বিলপৈব্যং সক্রুরং বহু নানাবিধং নৃপ ! ।  
 প্রেতকার্য্যাণি সর্বাণি পিতৃশচক্রে মহাতপাঃ ॥৫॥  
 দদাহ পিতরঞ্চাগ্নৌ রামঃ পরপুরুষজয়ঃ ।  
 প্রতিজ্ঞে বধঞ্চাপি সর্বক্ষত্রশ্চ ভারত ! ॥৬॥  
 সংক্রুদ্ধোহতিবলঃ সংখ্যে শত্রুমাদায় বীর্য্যবান্ ।  
 জল্লিবান্ কার্ত্তবীর্য্যশ্চ স্মৃতানেকোহন্তকোপমঃ ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি । কথং যুক্তঃ, অপি তু কথমপি নেতৃত্বঃ । অনাগসো নিরপরাধশ্চ ॥২॥  
 কিমিতি । কিং পাপং ন কৃতং নু, অপি তু সর্বং পাপমেব কৃতমিত্যর্থঃ ॥৩॥  
 কিমিতি । তত্র স্বরাজধান্যাম্ । অনপত্রপা নির্লজ্জাঃ ॥৪॥  
 বিলপোতি । বহু প্রচুরম্ । মহাতপা রামঃ ॥৫॥  
 দদাহেতি । অগ্নৌ তদীয়শ্রোতাগ্নৌ, তদর্থমেবাগ্নিপদোপাদানাৎ ॥৬॥  
 সংক্রুদ্ধ ইতি । অতিবলঃ সাতিশয়কায়িকবলবান্, বীর্য্যবান্ মানসিকবলবাৎশ্চ ॥৭॥

হা পিতঃ ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, চিরদিন সংপথে রহিয়াছিলেন এবং সকল  
 প্রাণীর প্রতিই নিরপরাধ ছিলেন ; স্মৃতরাং আপনার এই প্রকার মৃত্যু কি সঙ্গত  
 হইয়াছে ! ॥ ৩ ॥

আপনি বৃদ্ধ, তাহাতে আবার তপশ্চায় প্রবৃত্ত ছিলেন ; যুদ্ধ করিতেছিলেন না,  
 এই অবস্থায় যাহারা নিশিত বাণসমূহদ্বারা আপনাকে বধ করিয়া গিয়াছে, তাহারা  
 কোন পাপ না করিয়াছে ? ॥ ৪ ॥

আপনি যুদ্ধ করিতেছিলেন না, অথচ ধর্ম্মজ্ঞ ও একাকী ছিলেন ; এই অবস্থায়  
 আপনাকে বধ করিয়া রাজধানীতে যাইয়া সেই নির্লজ্জ পাপিষ্ঠেরা মন্ত্রিগণ ও  
 বন্ধুগণের নিকট কি বলিবে ! ॥ ৫ ॥

রাজা ! মহাতপা রাম এইরূপ নানাবিধ বহুতর সক্রুর বিলাপ করিয়া পিতার  
 সমস্ত প্রেতকার্য্য করিলেন ॥ ৬ ॥

ভরতনন্দন শত্রুণগরবিজয়ী রাম তাহার পিতাকে (শ্রোত) অগ্নিতে দাহ করিলেন,  
 তাহার পর সমস্ত ক্ষত্রিয়-বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥ ৭ ॥

তেষাঞ্চানুগতা যে চ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ৰ্ভত ! ।  
 তাংশ্চ সৰ্বানবায়ুদ্ভাদ্রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৮॥  
 ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ ।  
 সমস্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হৃদান্ ॥৯॥  
 স তেষু তর্পয়ামাস পিতৃন্ ভৃগুকুলোবহঃ ।  
 সাক্ষাদ্দর্শ চর্চীকং স চ রামং শ্রাবারয়ৎ ॥১০॥  
 ততো যজ্ঞেন মহতা জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।  
 তর্পয়ামাস দেবেন্দ্রমুদ্বিগ্ভ্যঃ প্রদদৌ মহীম্ ॥১১॥  
 বেদীকাপ্যদদক্কেমীং কশ্যপায় মহাত্মনে ।  
 দশব্যামায়তাং কৃত্বা নবোৎসেধাং বিশাংপতে ! ॥১২॥

## ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । অবায়ুদাং অবমর্দিতবান্, প্রহরতাং যোদ্ধুণাম্ ॥৮॥  
 ত্রিরিতি । ত্রিঃসপ্তকৃত্ব একবিংশতিবারম্ । সমস্তপঞ্চকে তদাখ্যে স্থানে ॥৯॥  
 স ইতি । ঋচীকং নাম ঋপিতামহম্ । শ্রাবারয়ৎ ক্ষত্রিয়বধাদিতি শেষঃ ॥১০॥  
 তত ইতি । মহীং জয়লক্কাং ভূমিম্, জয়েন জিতব্রব্যে স্বত্বোদয়াৎ ॥১১॥  
 বেদীমিতি । হৈমীং স্বর্ণময়ীম্ । ব্যামো হস্তচতুষ্টয়ম্, “ব্যামো বাহোঃ স্করয়োস্ততয়ো-  
 স্তির্ধ্যাগস্তরম্” ইত্যমরঃ । দশব্যামায়তাং চত্বারিংশদন্তদীর্ঘাম্, বিস্তারেহপি তাবতীমেব, সমান-  
 চতুষ্কোণবেদ্যাঃ প্রসিদ্ধায়াং ; নবোৎসেধাং নবব্যামোহ্নতাং ষট্‌ত্রিংশদন্তোচ্চামিত্যর্থঃ ॥১২॥

## ভারতভাবদীপঃ

মত্মতি ॥১—১১॥ দশব্যামায়তাং ব্যামো হস্তচতুষ্টয়ম্, চত্বারিংশদন্তায়ামবিস্তারাম্, নবোৎ-  
 সেধাং ষট্‌ত্রিংশদন্তোচ্চায়াং চেত্যর্থঃ । ব্যামোহিতি প্রমাদপাঠঃ ॥১২॥ খণ্ডশঃ খণ্ডানি

অত্যন্ত দৈহিকবল ও মানসিকবলশালী রাম ত্রুন্ধ হইয়া, অস্ত্র লইয়া, যমের  
 গায় একাকীই যাইয়া, যুদ্ধে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের পুত্রদিগকে সংহার করিলেন ॥৭॥

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! যে সকল ক্ষত্রিয় তাহাদের অনুগত ছিল, যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ রাম  
 তাহাদের সকলকেও বিনাশ করিলেন ॥৮॥

প্রভাবশালী রাম এইভাবে একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া (কুরুক্ষেত্রের  
 অন্তর্গত) সমস্তপঞ্চকে পাঁচটা রুধিরের হৃদ করিলেন ॥৯॥

ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ রাম সেই হৃদগুলিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন এবং নিজের  
 পিতামহ ঋচীকে প্রত্যক্ষ দেখিলেন ; তখন ঋচীক রামকে ক্ষত্রিয়বিনাশ হইতে  
 নিবারণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর প্রতাপশালী রাম এক মহাযজ্ঞ করিয়া দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিলেন  
 এবং পুরোহিতকে ভূমি দান করিলেন ॥১১॥



তাং কশ্যপশ্চানুমতে ব্রাহ্মণাঃ খণ্ডশস্তদা ।  
 ব্যভজংস্তেন তে রাজন্ ! প্রথ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ ॥১৩॥  
 স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্মনে ।  
 তপঃ স্তমহদাস্থায় ক্ষত্রিয়ান্তকরো নৃপ ! ।  
 অগ্নিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দ্রে বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৪॥  
 এবং বৈরমভূতশ্চ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবাসিভিঃ ।  
 পৃথিবী চাপি বিজিতা রামেণামিততেজসা ॥১৫॥  
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।  
 ততশ্চতুর্দশীং রামঃ সময়েন মহামনাঃ ।  
 দর্শয়ামাস তান্ বিপ্রান্ ধর্ম্যরাজঞ্চ সানুজম্ ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

তামিতি । খণ্ডশঃ খণ্ডানি খণ্ডানি কৃত্বা । ব্যভজন্ বিভজ্য গৃহীতবস্তুঃ ॥১৩॥  
 স ইতি । মহীং জয়লক্সাং পৃথিবীম্ । পূর্বত্র ঋত্বিগ্ভ্যো যজ্ঞদক্ষিণারূপেণ পৃথিব্যাঃ  
 কিয়দংশদানম্, অত্র তু তদিতরসমগ্রপৃথিবীদানমিত্যবিরোধঃ । আস্থায় অবলম্ব্য, ক্ষত্রিয়ান্তকরো  
 রামঃ । অনেন চ প্রবন্ধেন রামে যুদ্ধবীরত্বং দানবীরত্বং ধর্মবীরত্বঞ্চৈতি ত্রয়মেব দর্শিতমহুসঙ্কেয়ম্ ।  
 ষট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥  
 উপসংহরতি—এবমিতি । তস্মৈ রামস্মৈ ॥১৫॥  
 তত ইতি । চতুর্দশীং প্রাপ্যেতি শেষঃ । সময়েন নির্দিষ্টবেলয়া ॥১৬॥

এবং নরনাথ ! দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে চল্লিশ হাত এবং উচ্চতায় ছত্রিশ হাত একটা  
 স্বর্ণবেদী নির্মাণ করিয়া তাহা মহাত্মা কশ্যপকে দান করিলেন ॥১২॥

রাজা ! তখন কশ্যপের অল্পমতিক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই বেদীটাকে খণ্ড খণ্ড  
 করিয়া বিভক্ত করিয়া লইয়া গেলেন ; তাহাতেই তাহার ‘খাণ্ডবায়ন’-নামে বিখ্যাত  
 হইয়া গেলেন ॥১৩॥

রাজা ! তাহার পর অসাধারণ পরাক্রমশালী ও ক্ষত্রিয়ান্তকারী রাম মহাত্মা  
 কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া গুরুতর তপস্যা অবলম্বনপূর্বক এই মহেন্দ্রনামক  
 পর্বতশ্রেষ্ঠে বাস করিতেছেন ॥১৪॥

এইভাবে জগদ্ধাসী ক্ষত্রিয়গণের সহিত রামের শত্রুতা জন্মিয়াছিল এবং  
 অমিততেজা রাম পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর মহামনা রাম চতুর্দশীর দিন নির্দিষ্ট সময়ে  
 আসিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে এবং ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দান  
 করিলেন ॥১৬॥

স তমানৰ্চ রাঞ্জেন্দ্র ! ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ ।

দ্বিজানাঞ্চ পরাং পূজাং চক্রে নৃপতিসত্তমঃ ॥১৭॥

অৰ্চিত্বা জামদগ্ন্যং স পূজিতস্তেন চোদিতঃ ।

মহেন্দ্র উগ্ৰ তাং রাত্রিং প্রযযৌ দক্ষিণামুখঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি

তীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যোপাখ্যানে অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । আনৰ্চ পূজয়ামাস । দ্বিজানামগ্ৰেষ্ঠাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ॥১৭॥

অৰ্চিত্বেতি । তেন জামদগ্ন্যেন চ, পূজিতঃ সম্মানিতঃ, উদিতঃ—অগ্ন অত্রৈব স্থায়তা-  
মিত্যুক্তশ্চ স যুধিষ্ঠিরঃ । মহেন্দ্রে পৰ্ব্বতে, উগ্ৰ বাসং কৃৎস্না ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বনি তীর্থযাত্রায়ামষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

খণ্ডানি কৃৎস্না, ব্যতজন্ বিভাগং কৃতবন্তঃ ॥১৩—১৬॥ আনৰ্চ অৰ্চিতবান্ ॥১৭॥ . তেন চ উদিত  
ইতি ছেদঃ । উগ্ৰ উষিষ্টা ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

রাজশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে প্রভাবশালী ও নৃপতিপ্রধান যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত  
মিলিত হইয়া রামের পূজা করিলেন এবং অগ্ন্যাগ্ন ব্রাহ্মণদেরও সংকার করিলেন ॥১৭॥

রামের পূজা করার পরে, রামও যুধিষ্ঠিরের সম্মান করিলেন এবং সেদিন সেখানে  
থাকিবার জগ্ন বলিলেন ; সুতরাং যুধিষ্ঠির সে রাত্রি সেই মহেন্দ্রপৰ্ব্বতেই থাকিয়া  
পরদিন দক্ষিণমুখে প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

—:~:—

## নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গচ্ছন্ স তীর্থানি মহানুভাবঃ পুণ্যানি রম্যাণি দদর্শ রাজা ।  
সৰ্বাণি বিপ্রৈরুপশোভিতানি কচিৎ কচিদ্ভারত ! সাগরস্ত ॥১॥  
স বৃন্তবাংস্তেষু কৃতাভিষেকঃ সহানুজঃ পার্থিবপুত্রপৌত্রঃ ।  
সমুদ্রগাং পুণ্যতমাং প্রশস্তাং জগাম পারিক্ষিত ! পাণ্ডুপুত্রঃ ॥২॥  
তত্রাপি চাপ্নুত্য মহানুভাবঃ সন্তপ্ৰিয়ামাস পিতৃন্ স্মরাংশ্চ ।  
বিজাতিমুণ্ডেষু ধনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ ॥৩॥  
ততো বিপাপুা দ্রবিড়েষু রাজন্ ! সমুদ্রমাসাচ্চ চ লোকপুণ্যম্ ।  
অগস্ত্যতীর্থঞ্চ মহাপবিত্রং নারীতীর্ণাশ্চথ বীরো দদর্শ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্নতি । মহান্ অনুভাবঃ প্রভাবো যন্ত সঃ “অনুভাবঃ প্রভাবেহপি” ইত্যমরঃ ॥১॥  
স ইতি । হে পারিক্ষিত ! পরিক্ষিতঃ পুত্র ! । বৃন্তবান্ সদবৃন্তিশালী । পার্থিবঃ শাস্ত্র-  
জ্ঞস্ত পুত্রো বিচিত্রবীৰ্য্যস্তস্ত পৌত্র ইতি বংশাহুক্রমেণ রাজত্বকীর্তনান্নহাগৌরবং স্মৃতিতম্ । প্রশস্তাং  
নাম তীর্থভূতাং নদীম্ ॥২॥  
তজ্জৈতি । আপ্নুত্য স্নাত্বা । বিসৃজ্য দত্ত্বা, গোদাবরীং নাম নদীম্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছন্নতি ॥১॥ বৃন্তবান্ সদবৃন্তঃ, পার্থিবঃ পৃথ্বীপতিঃ কশ্যপস্তস্ত পুত্রঃ সূর্য্যাস্তস্ত পৌত্রো  
যুধিষ্ঠিরঃ, তৎপিতৃর্ধন্যস্ত সূর্য্যপুত্রস্তাং, প্রশস্তাং নাম নদীম্ ॥২—৩॥ নারীতীর্থানি গ্রাহকৃপাঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয় ! মহাপ্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠির  
মহেন্দ্রপর্বত হইতে প্রস্থান করিয়া পবিত্র ও মনোহর তীর্থসকল দর্শন করিলেন ।  
সমুদ্রের কোন কোন তীর্থে সমস্ত স্থানই ব্রাহ্মণগণে পরিশোভিত ছিল ॥১॥

জনমেজয় ! সদবৃন্তিশালী, রাজপুত্রের পৌত্র এবং পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের  
সহিত সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়া সমুদ্রগামিনী পরমপবিত্রা প্রশস্তানদীতে গমন  
করিলেন ॥২॥

মহাপ্রভাবশালী যুধিষ্ঠির সেখানেও স্নান করিয়া দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিলেন,  
পরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া সমুদ্রগামিনী গোদাবরীনদীতে গমন  
করিলেন ॥৩॥

তত্রোজ্জ্বলশ্রাণ্যধনুর্ধ্বস্ত নিশম্য তৎ কৰ্ম নরৈরশক্যম্ ।  
 সম্পূজ্যমানঃ পরমর্ষিসংঘৈঃ পরাং যুদং পাণ্ডুহৃতঃ স লেভে ॥৫॥  
 স তেষু তীর্থেষুভিত্তগাত্রঃ কৃষ্ণাসহায়ঃ সহিতোহনুজৈশ্চ ।  
 সম্পূজয়ন্ বিক্রমমৰ্জ্জুনস্ত রেমে মহীপাল ! পতিঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬॥  
 ততঃ সহস্রাণি গবাং প্রদায় তীর্থেষু তেষ্বনুধরোত্তমস্ত ।  
 হৃষ্টঃ সহ ভ্রাতৃভিরজ্জুনস্ত সঙ্কীৰ্ত্তয়ামাস গবাং প্রদানম্ ॥৭॥  
 স তানি তীর্থানি চ সাগরস্ত পুণ্যানি চান্ধানি বহুনি রাজন্ ! ।  
 ক্রমেণ গচ্ছন্ পরিপূর্ণকামঃ সূপারকং পুণ্যতমং দদর্শ ॥৮॥  
 তত্রোদধেঃ কিপ্লিদতীত্য দেশং খ্যাতং পৃথিব্যাং বনমাসাদ ।  
 তপ্তং হরৈরত্র তপঃ পুরস্তাদিষ্টং তথা পুণ্যপরৈর্নরৈস্ত্রৈঃ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । যত্র বর্গাদয়ঃ পঞ্চাপরসো ব্রাহ্মণশাপাদ্গ্রাহা ভূত্বা জলে স্থিতাঃ পুন-  
 রজ্জুনেনোত্তোলনাং স্বরূপং প্রাপ্তাঃ, তানি নারীতীর্থানি । এতদ্বশাখ্যানমাদিপর্কণি নবাধিক-  
 দ্বিশততমাধ্যায়াদৌ দ্রষ্টব্যম্ । বীরো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪॥

তত্রোতি । অগ্র্যধনুর্ধ্বস্ত শ্রেষ্ঠধনুর্ধ্বস্ত । তৎ কৰ্ম গ্রাহাণামুত্তোলনরূপং কার্যম্ ॥৫॥

স ইতি । অভিত্তগাত্রঃ স্পিতশরীরঃ, কৃষ্ণাসহায়ো দ্রোপদীসহিতঃ ॥৬॥

তত ইতি । অনুধরাঃ সমুদ্রান্তেষু উত্তমস্ত । সঙ্কীৰ্ত্তয়ামাস যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭॥

স ইতি । পরিপূর্ণকামঃ স্নানদানাদিনা । সূপারকং নাম প্রাগ্‌বর্ণিতং তীর্থম্ ॥৮॥

রাজা ! তাহার পর বীর যুধিষ্ঠির দ্রবিড়দেশে জগৎপবিত্র সমুদ্রে যাইয়া নিম্পাপ  
 হইয়া, তৎপরে মহাপবিত্র অগস্ত্যতীর্থ (ইহাও একটি নারীতীর্থ) এবং অপর চারিটি  
 নারীতীর্থ দর্শন করিলেন ॥৪॥

সেখানে শ্রেষ্ঠধনুর্ধ্ব অর্জুনের সেই জলজন্তু উত্তোলনরূপ মানুষের অসাধ্য  
 কৰ্ম্মের বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং মহর্ষিগণকর্তৃক সম্মানিত হইতে থাকিয়া যুধিষ্ঠির পরম  
 আনন্দ লাভ করিলেন ॥৫॥

রাজা ! পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির দ্রোপদী ও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই  
 তীর্থগুলিতে স্নান করিয়া এবং অর্জুনের বিক্রমের প্রশংসা করিতে থাকিয়া আনন্দ  
 অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৬॥

তাঁহার পর যুধিষ্ঠির সমুদ্রের সেই সকল তীর্থে সহস্র সহস্র গো দান করিয়া  
 আনন্দিত হইয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে অর্জুনের গো দানের আলোচনা করিলেন ॥৭॥

রাজা ! তদনন্তর যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ সমুদ্রের সেই সকল তীর্থে ও অগ্ৰ্য্যন্ত বহুতর  
 তীর্থে গমন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া পুণ্যতম সূপারকতীর্থ দর্শন করিলেন ॥৮॥

স তত্র তামগ্র্যধনুর্ধ্বং বেদীং দদর্শায়তপীনবাহুঃ ।  
 ঋচীকপুত্রস্ত তপস্বিসংঘৈঃ সমাবৃতাং পুণ্যকুদর্চনৌয়াম্ ॥১০॥  
 ততো বসূনাং বহুধাধিপঃ স মরুদগগানাক্ষ তথাস্থিনোশ্চ ।  
 বৈবস্বতাদিত্যধনেশ্বরগামিন্দ্রস্ত বিষ্ণোঃ সবিতুর্বিভোশ্চ ॥১১॥  
 ভবস্ত চন্দ্রস্ত দিবাকরস্ত পতেরপাং সাধ্যগণস্ত চৈব ।  
 ধাতুঃ পিতৃগাঞ্চ তথা মহাত্মা রুদ্রস্ত রাজন্ ! সগণস্ত চৈব ॥১২॥  
 সরস্বত্যাঃ সিদ্ধগণস্ত চৈব পুষ্পশ্চ যে চাপ্যমরাস্তথাশ্চে ।  
 পুণ্যানি চাপ্যায়তনানি তেষাং দদর্শ রাজা স্তমনোহরাণি ॥১৩॥ (বিশেষকম্)  
 তেষুপবাসান্ বিবিধানুপোষ্য দত্ত্বা চ রত্নানি মহাস্তি রাজা ।  
 তীর্থেষু সর্বেষু পরিপ্লুতাস্ পুনঃ স সূপারকমাজগাম ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । স্থৈর্যদৈবঃ, অত্র বনে, পুরস্তাং পূর্বম্ । ইষ্টং যজ্ঞঃ কৃতঃ ॥১০॥  
 স ইতি । অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠো ধনুর্ধ্বস্ত । ঋচীকপুত্রস্ত জমদগ্নেঃ ॥১০॥  
 তত ইতি । বৈবস্বতো যমঃ, আদিত্য। সবিতৃদিবাকরপুষ্পেতরে নব । ভবস্ত শিবস্ত । অপাং-  
 পতের্বরুণস্ত । ধাতুর্ভ্রমঃ । সগণস্ত প্রমথবর্গসহিতস্ত । পুষ্প আদিত্যবিশেষস্ত । আয়তনানি  
 তপঃক্ষেত্রাণি ॥১১—১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

পঞ্চাপরসো মনিশাপবশাদযত্র স্থিতা অর্জুনেন চ শাপান্মোচিতান্তানি নারীতীর্থানি ॥১—৬॥  
 অম্বুরোত্তমস্ত সমুদ্রস্ত ॥৭—১৩॥ তেষু তীর্থেষু, উপবাসান্ সমীপবাসিনো বিবধান্ পণ্ডিতা-

সে স্থান হইতে সমুদ্রতীরের কিছু দেশ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীবিখ্যাত একটি  
 বনে উপস্থিত হইলেন ; সেই বনে পূর্বের দেবতারা তপস্তা করিয়াছিলেন এবং  
 ধর্মপরায়ণ রাজারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১০॥

আয়ত-স্থলবাহু যুধিষ্ঠির সেই বনের ভিতরে শ্রেষ্ঠধনুর্ধ্ব জমদগ্নির তপস্তার বেদী  
 দর্শন করিলেন ; সে বেদীটী ধাত্মিকগণের পূজনীয় বলিয়া তখনও তপস্বিসমূহে  
 পরিবেষ্টিত ছিল ॥১০॥

রাজা ! তাহার পর বসুগণ, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম, আদিত্যগণ, কুবের,  
 ইন্দ্র, প্রভু বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, পিতৃগণ, প্রমথগণের  
 সহিত রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ ও পুষা এবং অগ্নি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের  
 পুণ্য ও মনোহর আয়তনগুলিকে পৃথিবীপতি মহাত্মা যুধিষ্ঠির দর্শন  
 করিলেন ॥১১—১৩॥

স তেন তীর্থেন তু সাগরশ্চ পুনঃ প্রয়াতঃ সহ সোদরীয়েঃ ।  
 দ্বিজৈঃ পৃথিব্যাং প্রথিতং মহন্তিস্তীর্থং প্রভাসং সমুপাজগাম ॥১৫॥  
 তত্রাভিষিক্তঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ সহানুজৈর্দেবগণান্ পিতৃশ্চ ।  
 সন্তপয়ামাস তথৈব কৃষ্ণা তে চাপি বিপ্রাঃ সহ লোমশেন ॥১৬॥  
 স হাদশাহং জলবায়ুভক্ষঃ কুর্বন্ ক্ষপাহঃস্ব তদাভিষেকম্ ।  
 সমস্ততোহগ্নীনুপদীপয়িত্বা তেপে তপো ধর্মভূতাং বরিষ্ঠঃ ॥১৭॥  
 তমুগ্রমাস্থায় তপশ্চরন্তং শুশ্রাব রামশ্চ জনার্দনশ্চ ।  
 তৌ সর্ববৃক্ষিপ্রবরৌ সসৈন্যৌ যুধিষ্ঠিরং জগ্মতুরাজমীঢ়ম্ ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

তেষাং । অত্রোদ্দেশ্যানাং বিবিধত্বাহুপবাসানামপি বিবিধত্বম্ । অত্র “উপবাসান্ সমীপ-  
 বাসিনঃ, বিবুধান্ পতিতান্, বিবিধানিত্যপপাঠঃ, উপোস্ত বত্ৰৈবাবাস্ত” ইতি নীলকণ্ঠঃ । তন্ম্বয়ম্,  
 কণ্ঠরি উপবাসপদাহুপপত্তে: “বস আচ্ছাদনে” ইত্যস্ত যজ্ঞাদিত্যভাষণং সম্প্রসারণাসম্ভবেন  
 উপোস্ত্যেতি পদাসম্ভবাচ্চ । উপোস্ত্য বিধায়, মহাস্তি প্রচুবাণীত্যর্থঃ । পরিপ্লুতাক্ষঃ স্নাতঃ,  
 স্পর্শারকং তীর্থম্ ॥১৪॥

স ইতি । সোদরীয়েত্রাতৃভিঃ । দ্বিজৈঃ সহচরৈত্রাশ্রয়ৈঃ ॥১৫॥

তত্রোতি । পৃথুনী বিশালে লোহিতে চ অক্ষিণী যন্ত সঃ । কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥১৬॥

স ইতি । জলবায়ুভক্ষ ইত্যবধারণপদম্ । ক্ষপাহঃস্ব রাত্রিষু দিবসেষু চ ॥১৭॥

রাজা যুধিষ্ঠির সেই আয়তনগুলিতে নানাবিধ উপবাস এবং প্রচুর রত্ন দান  
 করিয়া এবং সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় স্পর্শারকতীর্থে আগমন  
 করিলেন ॥১৪॥

তিনি ভ্রাতৃগণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রের সেই  
 তীর্থপথ দিয়া যাইতে থাকিয়া পৃথিবীবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন ॥১৫॥

বিশাল লোহিতনয়ন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া  
 দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন ; আর দ্রৌপদী এবং সেই সকল ব্রাহ্মণেরাও  
 লোমশের সহিত (যথাসম্ভব) স্নান ও তর্পণ করিলেন ॥১৬॥

তদনন্তর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বার দিন পর্য্যন্ত জল ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া,  
 রাত্রিতে ও দিনে স্নান করিতে থাকিয়া এবং সকল দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া  
 তপস্তা করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর রাম ও কৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন যে, যুধিষ্ঠির ঘোরতর তপস্তা আরম্ভ  
 করিয়া তাহা সম্পাদন করিতেছেন ; তখন বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে  
 অজমীঢ়বংশসম্ভূত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥১৮॥

তে বৃষ্ণঃ পাণ্ডুস্তান্ সমীক্ষ্য ভূমৌ শয়ানান্ মলদিগ্ধগাত্রান্ ।  
 অনর্হতীং দ্রৌপদীঞ্চাপি দৃষ্ট্বা । স্নহঃখিতাশ্চুক্রুশ্চরার্তনাদম্ ॥১৯॥  
 ততঃ স রামঞ্চ জনার্দনঞ্চ কার্ষিঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ শিনেশ্চ পৌত্রম্ ।  
 অন্যাংশ্চ বৃষ্ণৌনুপগম্য পূজাং চক্রে যথাধর্ম্মদীনসত্ত্বঃ ॥২০॥  
 তে চাপি সর্বান্ প্রতিপূজ্য পার্থান্ তৈঃ সংকৃতাঃ পাণ্ডুহৃতেস্তথৈব ।  
 যুধিষ্ঠিরং সংপরিবার্য রাজন্ ! উপাশিশ্নু দেবগণা যথেন্দ্রম্ ॥২১॥  
 তেষাং স সর্বং চরিতং পরেবাং বনে চ বাসং পরমপ্রতীতঃ ।  
 অস্ত্রার্থমিন্দ্রস্ত গতঞ্চ পার্থং নিবেশনং হৃষ্টমনাঃ শশংস ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । আস্থায় অবলম্ব্য । চরন্তমহুতিষ্ঠন্তম্ । আজমীঢ়মর্জমীঢ়বংশম্ ॥১৮॥  
 ত ইতি । অনর্হতীং তাদৃশদুঃখভোগাযোগ্যাম্ । আর্জো নাদো যস্মিন্ কর্ম্মণি তৎ ॥১৯॥  
 তত ইতি । কার্ষিঃ প্রহ্মাঞ্চ । শিনেঃ পৌত্রং সাত্যকিঞ্চ । অদীনসত্ত্বঃ অনল্লাধ্যবসায়ঃ ॥২০॥  
 ত ইতি । পার্থান্ পাণ্ডবান্ । সংকৃতা আদৃতাঃ । সংপরিবার্য পরিবেষ্টা ॥২১॥  
 তেষামিতি । পরেবাং দুঃখোদনাদীনাম্ । ইন্দ্রস্ত নিবেশনমিতি সম্বন্ধঃ ॥২২॥

### ভারতভাবদীপঃ

হুপোশ্য বস্ত্রেরাবাস্ত্র রত্নানি চ তেভ্য এব দত্ত্বা ॥১৪॥ তেন তীর্থেন সিকুতীরমার্গেণ ॥১৫—১৬॥  
 কার্ষিঃ প্রহ্মাঞ্চ, পৌত্রং সাত্যকিম্ ॥২০—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

পাণ্ডবগণ ভূতলে শয়ন করেন এবং তাঁহাদের অঙ্গসকল ধূলিতে পরিপূর্ণ, ইহা দেখিয়া, আর তাদৃশ দুঃখভোগের অযোগ্য দ্রৌপদীকেও দেখিয়া সেই বৃষ্ণিংশীয়েরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আর্ন্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তদনন্তর অত্যন্ত অধ্যবসায়শালী যুধিষ্ঠির—রাম, কৃষ্ণ, প্রহ্মা, শাস্ত্র, সাত্যকি এবং অন্যান্য বৃষ্ণিংশীয়গণের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন ॥২০॥

তখন তাঁহারাও পাণ্ডবদের সকলকেই প্রতिसম্মানিত করিলে, পাণ্ডবেরাও আবার সেইরূপই তাঁহাদের আদর করিলেন । রাজা ! তখন দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করেন, তেমন বৃষ্ণিংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন ॥২১॥

তাহার পর হৃষ্টচিত্ত যুধিষ্ঠির বিশেষ আশ্রয়ভাবেই তাঁহাদের নিকটে দুঃখোদন-প্রভৃতির আচরণ, নিজেদের বনবাস এবং অস্ত্রশিক্ষার জন্ত ইন্দ্রভবনে অর্জুনের গমন ইত্যাদি সংবাদ বলিলেন ॥২২॥

শ্রদ্ধা তু তে তস্মৈ বচঃ প্রতীতাস্তাংশ্চাপি দৃষ্ট্ৱ। হৃক্শানতীব ।

নেত্রোদ্ভবং সংমুমূর্চ্ছহর্হা দুঃখার্তিজং বারি মহানুভাবাঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং বাৰ্ষেয়যুদ্ধিষ্ঠিরসমাগমে নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## শততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

প্রভাসতীর্থমাসাঢ় পাণ্ডবা বৃষ্ণয়ন্তথা ।

কিমকুর্বন্ কথাসৈচবাং কাস্ত্রাসংস্তপোধন ! ॥১॥

তে হি সর্বৈ মহাত্মানঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ।

বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবাসৈচব স্তুহদশ্চ পরস্পরম্ ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বৈতি । প্রতীতাঃ কৃতপ্রত্যয়াঃ, তান্ পাণ্ডবান্ । মহর্হা মহামাত্মাঃ ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

প্রভাসেতি । কথা আলাপাং, এষামুভয়েবাং পরস্পরম্ ॥১॥

ত ইতি । অতো বিবিধবিষয়ালোচনা ঋবৈবাসীদিতি ভাবঃ ॥২॥

তখন মহামাত্ম ও মহাপ্রভাবশালী সেই বৃষ্ণবংশীয়েরা যুদ্ধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া,  
তাহা বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়া দুঃখপীড়াবশতঃ অশ্রু  
মোচন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—“তপোধন ! পাণ্ডবগণ ও বৃষ্ণগণ প্রভাসতীর্থে যাইয়া  
কি করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহাদের পরস্পর কি আলাপ হইয়াছিল ? ॥১॥

তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন এবং বৃষ্ণগণ ও পাণ্ডবগণ  
পরস্পর স্তুহদশ্চ ছিলেন” ॥২॥



বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রভাসতীর্থং সম্প্রাপ্য পুণ্যং তীর্থং মহোদধেঃ ।

বৃক্ষয়ঃ পাণ্ডবান্ বীরাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে ॥৩॥

ততো গোক্ষীরকুন্দেন্দু-মৃণালরজতপ্রভঃ ।

বনমালী হলী রামো বভাষে পুষ্করেক্ষণম্ ॥৪॥

ন কৃষ্ণ ! ধর্ম্মশচরিতো ভবায় জন্তোরধর্ম্মশচ পরাভবায় ।

যুধিষ্ঠিরো যত্র জটী মহাত্মা বনাশ্রয়ঃ ক্লিষ্ট্যতি চীরবাসাঃ ॥৫॥

দুর্য্যোধনশচাপি মহীং প্রশান্তি ন চাস্ত্র ভূমিবিবরং দদাতি ।

ধর্ম্মাদধর্ম্মশচরিতো গরীয়ানীতীব মন্যেত নরোহল্লবুদ্ধিঃ ॥৬॥

দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্দ্ধমানে যুধিষ্ঠিরে চাস্ত্রখমাত্ররাজ্যে ।

কিং তত্র কর্তব্যমিতি প্রজাতিঃ শঙ্কা মিথঃ সংজনিতা নরাণাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি । পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, উপতস্থিরে সমীপে স্থিতাঃ ॥৩॥

তত ইতি । হলী হলধরঃ । পুষ্করেক্ষণং পুণ্ডরীকাক্ষং কৃষ্ণম্ ॥৪॥

নেতি । ভবায় উন্নতয়ে, জন্তোরামুষশ্চ । জটী জটাত্মা, চীরবাসাঃ কোপীনভূঃ ॥৫॥

দুর্য্যোধন ইতি । অল্লবুদ্ধিরিত্যনেন মহাবুদ্ধিস্ত্ব নৈবং মন্যেতেতি সূচিতম্ ॥৬॥

দুর্য্যোধন ইতি । অসুখং যথা স্ত্রাস্তথা, আস্ত্রং পরৈর্গৃহীতং রাজ্যং যস্ত তস্মিন্ সতি, অত্র পুণ্যপাপমোক্ষার্থে অস্মাভিঃ, কিং পুণ্যং পাপং বা কর্তব্যমিতি শঙ্কা সন্দেহঃ, প্রজাভিঃ,

ভারতভাবদীপঃ

প্রভাসেতি ॥১—৩॥ হলীতি হলধরত্বাৎ ধর্ম্মশচাপি নিন্দাং করিষ্যতীতি ধ্বনিতম্ ॥৪॥

ভবায় অভ্যাদয় ॥৫॥ বিবরং শরীরগূহনায় ন দদাতীত্যর্থঃ ॥৬॥ মিথঃ শঙ্কা, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বীর বৃক্ষগণ মহাসমুদ্রের পুণ্যতীর্থ প্রভাসতীর্থে যাইয়া পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৩॥

তাহার পর গোদ্রুক্ষ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মৃণাল ও রৌপ্যের শ্রায় শুভ্রবর্ণ এবং বনমালাধারী হলধর রাম কৃষ্ণকে বলিলেন—॥৪॥

“কৃষ্ণ ! ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও মানুষের উন্নতি হয় না, আবার অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অবনতি ঘটে না । যেহেতু মহাত্মা যুধিষ্ঠির জটী ও কোপীন ধারণ করিয়া বনে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন ॥৫॥

আবার দুর্য্যোধন পৃথিবী শাসন করিতেছে ; কিন্তু পৃথিবী উহাকে (প্রবেশ করিবার জন্ত) বিবর দিতেছেন না ; অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা অধর্ম্মানুষ্ঠানই ভাল ; ইহাই যেন অল্লবুদ্ধি লোক মনে করিবে ॥৬॥

(৩)...পুণ্যতীর্থং মহোদধেঃ—বা ব কা । (৭)...কিং তত্র—পি, ...কিঞ্চ—বা ব কা ।

অয়ং স ধৰ্ম্মপ্রভবো নরেন্দ্রো ধৰ্ম্মে ধৃতঃ সত্যধৃতিঃ প্রদাতা ।  
 চলেক্ষি রাজ্যাক্ সুখাক্ পার্থো ধৰ্ম্মাদপেতস্ত কথং বিবর্কেৎ ॥৮॥  
 কথং নু ভীষ্মশ্চ কৃপশ্চ বিপ্রো দ্রোণশ্চ রাজা চ কুলশ্চ বৃদ্ধঃ ।  
 প্রত্নাজ্য পার্থান্ সুখমাপ্নুবন্তি ধিক্ পাপবুদ্ধীন্ ভরতপ্রধানান্ ॥৯॥  
 কিং নাম বক্ষ্যত্যবনিপ্রধানঃ পিতৃন্ সমাগম্য পরত্র পাপঃ ।  
 পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ময়েতি পুত্ৰানপাপান্ ব্যবরোপ্য রাজ্যাত্ ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

নরাণাং মধ্যে, মিথঃ পরস্পরং সংজনিতা । তথা চ'পাপে সতি দুৰ্য্যোধনস্ত বুদ্ধিঃ, তস্মিন্নসতি চ যুধিষ্ঠিরস্ত ক্ষয় ইতি প্রত্যক্ষদর্শনাৎ পাপমেব কর্তব্যম্ ? আহোশ্বিং অধ্বয়ব্যভিচারমঙ্গীকৃত্যপি 'পুণ্যং শ্রেয়সঃ কারণম্' ইতি বুদ্ধোপদেশাৎ পুণ্যমেব কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৭॥

অথ কৃতামপি প্রতিজ্ঞাংক্রম্য যুধিষ্ঠিরো বলেন কথং ন রাজ্যং গৃহীতবানিত্যাহ — অয়মিতি । ধৰ্ম্মপ্রভবো ধৰ্ম্মপুত্রঃ । ধৰ্ম্মে যতোহবস্থিতঃ, “ধৃঙ্ অবস্থানে” ইত্যন্ত রূপম্ । সত্যধৃতির্যথার্থ বৈধ্যঃ । চলেদ্রষ্ট্রেৎ । বিবর্কেৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গেন রাজ্যলাভাৎ ॥৮॥

পাপবনির্কাসনে ভীষ্মাদানামপি সম্যক্তিং সম্ভাব্য তান্ নিন্দতি—কথমিতি । রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ । পাপবুদ্ধীন্, পক্ষপাতাদিত্যাশয়ঃ । ভরতেতি তু দ্রোণকৃপয়োরাপ্যপলক্ষণম্ ॥৯॥

কিমিতি । পাপঃ, অবনিপ্রধানো ধৃতরাষ্ট্রঃ, অপাপান্, পুত্ৰান্, পুত্ৰস্থানীয়ান্ পাণ্ডবান্, রাজ্যাত্ ব্যবরোপ্য নির্কাস্ত, পরত্র পরলোকে, পিতৃন্ সমাগম্য, ময়া পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ব্যবহৃতম্, ইতি কিং নাম বক্ষ্যতি বক্তুং শক্ষ্যতি ? কথমপি ন ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

কিং বলীয় ইতি শাস্ত্রানুভবঘোষবিবোধাত্ সংশয়ঃ ॥৭॥ রাজ্যাক্ সুখাক্ চলেন্ন তু ধৰ্ম্মাদিতি শেষঃ, তত্র হেতুঃ ধৰ্ম্মাদিতি । কথমিত্যুপহাসার্থম্ ॥৮—৯॥ অবনিপ্রধানো ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥১০॥

দুৰ্য্যোধনের উন্নতি হইতেছে, আর দুঃখ দিয়া রাজ্য হরণ করায় যুধিষ্ঠিরের ক্ষয় হইতেছে ; সুতরাং পুণ্য ও পাপের মধ্যে আমাদের কোন্টা কর্তব্য, এইভাবে লোকেরা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছে ॥৭॥

ধৰ্ম্মের পুত্র, ধৰ্ম্মে অবস্থিত, যথার্থ ধীরপ্রকৃতি ও দাতা—এই রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য ও সুখ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন বটে ; কিন্তু ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া কি করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন ॥৮॥

ভীষ্ম, ব্রাহ্মণ দ্রোণ ও কৃপ এবং বংশের মধ্যে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র—ইহারা পাণ্ডবগণকে নির্বাসিত করিয়া কি করিয়া সুখ পাইতেছেন ; সুতরাং পাপবুদ্ধি ভরতবংশীয় বৃদ্ধদিগকে ধিক্ ॥৯॥

পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিষ্পাপ পুত্ৰস্থানীয় পাণ্ডবগণকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া পরলোকে পিতৃলোকদের নিকটে যাইয়া ইহা কি বলিতে পারিবে যে, ‘আমি পুত্রগণের প্রতি সত্য ব্যবহার করিয়াছি ?’ ॥১০॥

নামো ধিয়া সম্প্রতি পশ্যতি স্য কিং নাম কৃত্বাহমচক্ষুরেবম্ ।

জাতঃ পৃথিব্যামিতি পার্থিবেষু প্রব্রাজ্য কোন্তেয়মিতি স্বরাজ্যাং ॥১১॥

নুনং সমৃদ্ধান্ পিতৃলোকভূমৌ চামীকরাতান্ ক্ষিতিজান্ প্রফুল্লান্ ।

বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত স্ততঃ সপুত্রঃ কৃত্বা নৃশংসং বত পশ্যতি স্য ॥১২॥

ব্যাটোত্তরাংশান্ পৃথুলোহিতাক্ষান্ ইমান্ স্য পৃচ্ছন স শৃণোতি নুনম্ ।

প্রাস্থাপয়দ্যৎ স বনং হৃশক্লো যুধিষ্ঠিরং সানুজমাত্তশস্ত্রম্ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

ধৃতরাষ্ট্রাভিমুখ্যকারিতাং নিন্দতি—নেতি । অহং পূৰ্ব্বজন্মনি কিং নাম পাপং কৃত্বা এবমিথম্, অচক্ষুরক্ণো জাতঃ ; তন্ন জানামীতি ভাবঃ । সম্প্রতি তু কোন্তেয়ং স্বরাজ্যাং প্রব্রাজ্য, পৃথিব্যাং পার্থিবেষু মধ্যে কিং নাম কৌদৃশো জাতো ভবেয়মিতি, ধিয়া, ন পশ্যতি স্য নালোচিতবান্ । অতীতঘটনিতো জাত ইতি ভাবঃ ॥১১॥

ইহলোক ইব পরলোকেহপি ধৃতরাষ্ট্রস্ত নিন্দাং সম্ভাবয়তি—নুনমিতি । সপুত্রো বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত পুত্রো ধৃতরাষ্ট্রঃ, নৃশংসং পাণ্ডবনির্কাসনরূপং নিষ্টরং কৰ্ম্ম কৃত্বা, পিতৃলোকভূমৌ পরলোকে, সমৃদ্ধান্ ধৰ্ম্মসমৃদ্ধিসম্পন্নান্, অতএব চামীকরাতান্ কাঞ্চনবর্ণান্, ক্ষিতিজান্ অগ্ন্যাগ্নান্ নৃপতীন্, নুনং নিশ্চিতমেব, প্রফুল্লান্ সং প্রত্যাৰ্জুণহাস্তেন প্রফুল্লবদনান্, পশ্যতি দ্রক্ষ্যতীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বৰ্ত্তমানা । অতো ধিগিমমুভয়লোকনিন্দাহং ধৃতরাষ্ট্রমিতি ভাবঃ । বতেতি খেদে, স্মেতি পাদপূরণে ॥১২॥

তেভ্যঃ প্রত্যক্ষত এব ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বনিন্দাং শ্রোত্বাতীত্যাহ—ব্যাটোতি । স ধৃতরাষ্ট্রঃ, ব্যাটো প্রগাটো উত্তরো উত্তমো চ অংসো স্বক্ণো যেষাং তান্, পৃথুলোহিতাক্ষাংশ, ইমান্ উক্তান্

### ভারতভাবদীপঃ

নাসাবিতি । কিং নাম পাপং কৃত্বাহমচক্ষুর্জাতঃ, কোন্তেয়ং প্রব্রাজ্য কৌদৃশো ভবিষ্যামীতি ধিয়া নামো পশ্যতীত্যধ্যাহৃত্য যোজ্যম্ ॥১১॥ চামীকরাতান্ কনকপ্রতান্, এতন্নয়নচিহ্নম্, নৃশংসং নিন্দ্যং কৰ্ম্ম ॥১২॥ ইমান্ ভীষ্মাদীন্ শৃণোতি হিনস্তি, শৃণোতীতি লেখকপ্রমাদঃ, ন শৃণোতীতি গোড়পাঠে তু—“অয়মগ্নিৰৈশ্বানরো যোহয়মন্তঃ পুরুষো যেনেদমন্নং পচ্যাতে যদিদমন্ততে তস্তৈষ

‘আমি পূৰ্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়া ইহজন্মে এইরূপ অন্ধ হইয়াছি, (তাহা জানি না) ; আবার এখন যুধিষ্ঠিরকে তাহার আপন রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কিরূপ হইব’ ইহা বোধ হয় তখন ধৃতরাষ্ট্র মনে মনেও আলোচনা করে নাই ॥১১॥

হায় ! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই নৃশংস কাৰ্য্য করিয়া, পরলোকে যাইয়া, ধার্ম্মিক ও স্বৰ্ণবর্ণ অগ্ন্যাগ্ন রাজাকে নিশ্চয়ই (বিক্রপের হাসিতে) প্রফুল্লমুখ দেখিতে পাইবে ॥১২॥

যোহয়ং পরেবাং পৃথনাং সমৃদ্ধাং নিরায়ুধো দীর্ঘভুজো নিহত্যাৎ ।

শ্রুত্বৈব শব্দং হি বৃকোদরস্ত মুঞ্চন্তি সৈন্যানি শকৃৎ সমুদ্রম্ ॥১৪॥

স ক্ষুৎপিপাসাধ্বকৃশস্তরস্বী সমেত্য নানায়ুধবাণপাণিঃ ।

বনে স্মরন্ বাসমিমাং স্রবোরং শেষং ন কুর্যাৎ দতি নিশ্চিতং মে ॥১৫॥

ন হস্ত বীৰ্য্যেণ বলেন কশ্চিৎ সমঃ পৃথিব্যামপি বিদ্যতেহন্যঃ ।

স শীত্বাতাতপকর্ষিতাপ্তো ন শেষমাজ্জাবন্ত্ৰং স কুর্যাৎ ॥১৬॥

প্রাচ্যান্ নৃপানেকরথেন জিত্বা বৃকোদরঃ সানুচরান্ রণেষু ।

স্বস্ত্যাগমদযোহতিরথস্তরস্বী সোহয়ং বনৈ ক্লিষ্টতি চীরবাসাঃ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

পরলোকস্থান্ ক্ষিতিক্তান্, পৃচ্ছন্ তেষাং হাস্তকারণং জিজ্ঞাসমানঃ সন্, নূনং নিশ্চিতমেব, শৃণোতি এতৎ শ্রোত্বাতি, যৎ, স ধৃতরাষ্ট্রঃ, অশকো নিরুদ্বেগ এব, আন্তঃশত্রু লকাজ্জবিজ্ঞমপি সাহজং যুধিষ্ঠিরম্, বনং প্রাস্থাপয়ৎ । পক্ষপাতেন গুণবতামেব যুধিষ্ঠিরাদীনাং নির্বাসনমেব তেষাং হাস্তকারণমিতি ভাবঃ ॥১৩॥

ইদানীং ভীমবিষয়ং বিবৃণোতি—য ইতি । পৃথনাং সেনাম্ । শকৃৎ পুরীষম্ ॥১৪॥

স ইতি । তরস্বী বলবান্ । শেষং ন কুর্যাৎ অপি তু নিঃশেষমেব কুর্যাৎ ॥১৫॥

নেতি । বীৰ্য্যং মানসিকী শক্তিঃ, বলঞ্চ কায়িকী শক্তিঃ । আজ্যো যুদ্ধে, অন্ত্রহং শত্রুবৃন্দম্ ॥১৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

ঘোষো ভবতি । যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্ঠান্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি” ইতি শ্রুত্বার্থোহয়মঙ্কেয়ঃ ॥১৩—১৪॥ শেষং ন কুর্যাৎ নিঃশেষমেব নাশয়েদিত্যর্থঃ

ভ্র’র পর সেই দৃঢ় পীবরস্কন্ধ ও বিশাল লোহিতনেত্র রাজগণকে সেই হাশ্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই ইহা শুনিবে যে, ‘তুমি ভ্রাতাদের সহিত অস্ত্রবিছায় সুশিক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে নির্বাসিত করিয়াছিলে কি না, (তাহা ভাবিয়াই আমরা হাসিতেছি)’ ॥১৩॥

যে দীর্ঘবাহু ভীমসেন নিরস্ত্র হইয়াও, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিপক্ষসৈন্যকে সংহার করিতে পারেন, সেই ভীমসেনের শব্দ শুনিয়াই বিপক্ষসৈন্যেরা ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে ॥১৪॥

ক্ষুধা, পিপাসা ও পথের পরিশ্রমে কৃশ সেই বলবান্ ভীমসেন নানাবিধ অস্ত্র ও বাণ ধারণ করিয়া যাইয়া, বনবাসের এই ভয়ঙ্কর কষ্ট স্মরণ করিয়া শত্রুপক্ষের শেষ রাখিবেন না—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা ॥১৫॥

কি মানসিক বল, কি দৈহিক বল, কোনটাতেই উহার সমান অপর কোন লোক পৃথিবীতে নাই ; শীত, বায়ু ও রৌদ্রে কৃশীকৃতদেহ সেই প্রসিদ্ধ এই ভীমসেন যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিঃশেষই করিবেন ॥১৬॥

যঃ সিন্ধুকূলে ব্যজয়ম্ দেবান্ সমাগতান্ দাক্ষিণাত্যান্ মহীপান্ ।  
 তং পশ্যতেমং সহদেবমগ্ তরস্বিনং তাপসবেশরূপম্ ॥১৮॥  
 যঃ পার্থিবানেকরথেন জিগ্যে দিশং প্রতীচীং প্রতি যুদ্ধশৌণ্ডঃ ।  
 সোহয়ং বনে মূলফলেন জীবন্ জটী চরত্যগ্ মলাচিত্তাক্ষঃ ॥১৯॥  
 সত্রে সমৃদ্ধেহতিরথস্ত রাষ্ট্রো বেদীতলাদুৎপতিতঃ স্ত্রীতঃ য়া ।  
 সেয়ং বনে বাসমিমং স্ত্রুঃখং কথং সহত্যগ্ সতী স্ত্রুখারী ॥২০॥  
 ত্রিবর্গমুখ্যস্ত সমীরণস্ত দেবেশ্বরস্তাপ্যথ চাশ্বিনোশ্চ ।  
 এষাং স্তরাণাং তনয়াঃ কথং নু বনেহচরন্ হস্তস্ত্রুখাঃ স্ত্রুখারীঃ ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

প্রাচ্যানিতি । স্বস্তি মঙ্গলেন । তরস্বী বলবান্ । চীরবাসাঃ কৌপীনধারী ॥১৭॥  
 অথ প্রাচ্যাঃ ভীমবিজয়ং বর্ণয়িত্বা তৎক্রমেণ বর্ণয়ন্ জ্যেষ্ঠমপি 'প্রতীচীবিজয়িনং নকুলমূলজ্ঞা  
 অবাচীবিজয়িনং সহদেবং বর্ণয়তি—য ইতি । নৃষু দেবা ইব নৃদেবাস্তান্ ॥১৮॥  
 ইদানীং নকুলং বর্ণয়তি—য ইতি । যুদ্ধে শৌণ্ডো মন্তঃ । মলাচিত্তাক্ষো ধূলিবিঘ্নাক্ষঃ ॥১৯॥  
 দ্রৌপদীং বিব্রুণোতি—সত্র ইতি । সত্রে যজ্ঞে । রাষ্ট্রো দ্রুপদস্ত ॥২০॥  
 ত্রীতি । ত্রিবর্গে ধর্ম্মার্থকামেষু মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্ম ইত্যর্থস্তস্ত, সমীরণস্ত বায়োঃ, দেবেশ্বরস্ত  
 ইন্দ্রস্ত । অন্তস্ত্রুখাস্তিরোহিতস্ত্রুখাঃ, স্ত্রুখারীঃ স্ত্রুখভোগযোগ্যাঃ ॥২১॥

### ভারতভাবদীপঃ

॥১৫—১৬॥ স্বস্তি ক্ষেমেণ, আগমং আগতঃ ॥১৭—১৮॥ সোহয়ং নকুলঃ ॥১৯॥ রাষ্ট্রো  
 দ্রুপদস্ত ॥২০॥ ত্রিবর্গমুখ্যস্ত ধর্ম্মস্ত । “ত্রিবর্গে ধর্ম্মকামার্থে” ইত্যমরঃ । বনে অচরন্ হি,

অতিরথ ও বলবান্ যে ভীমসেন একমাত্র রথে, অনুচরবর্গের সহিত পূর্বদেখীয়  
 রাজগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া কুশলেই আগমন করিয়াছিলেন, এই সেই ভীমসেন  
 কৌপীন পরিধান করিয়া বনবাসের কষ্ট ভোগ করিতেছেন ॥১৭॥

যিনি সমুদ্রের তীরে সম্মিলিত মনুষ্যশ্রেষ্ঠ দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণকে জয়  
 করিয়াছিলেন, এই সেই বলবান্ সহদেবকে আপনারা আজ তপস্বিবেশে দর্শন  
 করুন ॥১৮॥

যুদ্ধমন্ত যে বীর একরথে পশ্চিমদিকের রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন, এই সেই  
 নকুল ফল-মূল-ভক্ষণে জীবিত থাকিয়া, জটী ধারণ করিয়া এবং ধূলিধূসরাজ হইয়া  
 আজ বনে বিচরণ করিতেছেন ॥১৯॥

অতিরথ দ্রুপদরাজার যে কন্যা আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞবেদী হইতে উখিত  
 হইয়াছিলেন ; এই সেই দ্রৌপদী স্ত্রুখভোগের যোগ্য হইয়াও আজ এই বনবাসের  
 গুরুতর দুঃখ কি করিয়া সহ্য করিতেছেন ! ॥২০॥

ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ পুত্র স্ত্রুখভোগের  
 যোগ্য হইয়াও কি করিয়া বনের ভিতরে দুঃখে বিচরণ করিলেন ! ॥২১॥

জিতে হি ধৰ্ম্মশ্চ হুতে সভাৰ্য্যে সভাতৃকে সানুচরে নিরন্তে ।  
 দুৰ্য্যোধনে চাপি বিবৰ্দ্ধমানে কথং ন সৌদত্যবনিঃ সশৈলা ॥২২॥  
 সাত্যকিরুবাচ ।

‘ন রাম ! কালঃ পৰিদেবনায় যদুত্তরং তত্র তদেব সৰ্ব্বৈ ।  
 সমাচরামো হনতীতকালং যুধিষ্ঠিরো যদপি নাহ কিঞ্চিৎ ॥২৩॥  
 যে নাথবন্তো হি ভবন্তি লোকাশ্চে নাত্মনা কৰ্ম্ম সমারভন্তে ।  
 তেষাম্ভু কার্য্যেষু ভবন্তি নাথাঃ শিব্যাদয়ো রাম ! যথা যযাতেঃ ॥২৪॥  
 যেমাং তথা রাম ! সমারভন্তে কার্য্যাণি নীথাঃ স্বমতেন লোকে ।  
 তে নাথবন্তঃ পুরুষপ্রবীরা নানাথবৎ কৃচ্ছ্রমবাপ্নুবন্তি ॥২৫॥  
 কস্মাদিমৌ রামজনাৰ্দনৌ চ প্রত্যাশ্বশাস্ত্রৌ চ ময়া সমেতৌ ।  
 বসন্ত্যরণ্যে সহ সৌদর্য্যৈশ্চৈলোক্যনাথানধিগম্য পার্থাঃ ॥২৬॥

#### ভারতকৌমুদী

আক্ষেপাদব্রবীতি—জিত ইতি । নিরন্তে নির্বাসিতে । সৌদতি বিদীৰ্য্যতে ॥২২॥  
 নেতি । পৰিদেবনায় বিলাপায়, যৎ উত্তরং পরকৰ্ত্তব্যম্ । নাহ ন ব্রবীতি ॥২৩॥  
 য ইতি । নাথঃ সহায়ঃ । আত্মনা স্বয়ম্ । ভবন্তি প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ ॥২৪॥  
 যেমামিতি । নাথাঃ সহায়ঃ । অনাথবৎ নিঃসহায়া ইব, কৃচ্ছ্রং কষ্টম্ ॥২৫॥  
 কস্মাদিতি । ত্রৈলোক্যনাথান্ বলপ্রভাবেণ জিভুবনপ্রভৃত্যযোগ্যান্ রামাদীন ॥২৬॥

ভাৰ্য্যা, ভ্রাতা ও অনুচরবৰ্গের সহিত ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিজিত ও নির্বাসিত হইয়াছেন ; আর (পাপাত্মা) দুৰ্য্যোধন বুদ্ধি পাইতেছে ; ইহাতে পৰ্ব্বতসমন্বিতা পৃথিবী বিদীৰ্ণ হইতেছেন না কেন ?” ॥২২॥

সাত্যকি বলিলেন—“বলদেব ! এটা বিলাপ করিবার সময় নহে । যদিও যুধিষ্ঠির কিছু বলিতেছেন না, তথাপি আমরা সকলেই অবিলম্বে সেখানে যাইয়া—যাহা পরকৰ্ত্তব্য, তাহাই করি ॥২৩॥

কারণ, যে সকল লোক সহায়সম্পন্ন হন, তাঁহারা নিজেরা কোন কৰ্ম্ম করেন না । যেহেতু শিবপ্রভৃতি যেমন যযাতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তেমন সহায় লোকেরাই তাঁহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥২৪॥

বলদেব ! জগতে সহায় লোকেরা আপন আপন মত অনুসারে যাহাদের কার্য্য করে, সেই সহায়সম্পন্ন প্রধান পুরুষেরা নিঃসহায়ের আয় কষ্ট অনুভব করেন না ॥২৫॥

আমার সহিত এই রাম ও কৃষ্ণ এবং প্রত্যাশ্ব ও শাস্ত্র, আমরা এই কয়

(২২) ইতঃ পরম্ ‘...একোবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...বিংশত্যধিকশত-  
 তমোহধ্যায়ঃ’—পি নি । (২৪) ...শৈব্যাদয়ো রাম !—নি ।

নির্ধাতু সাধ্বত দশার্হসেনা প্রভৃতনানায়ুধচিত্রবর্মা ।  
 যমক্ষয়ং গচ্ছতু ধার্তরাষ্ট্রঃ সবার্দ্ধবো বৃষ্ণিবলাভিভূতঃ ॥২৭॥  
 ত্বং হে ব কোপাৎ পৃথিবীমণীমাং বিনাশয়েন্তিষ্ঠতু শার্দ্ধধ্বা ।  
 স ধার্তরাষ্ট্রং জহি সানুবন্ধং বৃত্রং যথা দেবপতির্মহেন্দ্রঃ ॥২৮॥  
 ভ্রাতা চ মে যঃ স সখা গুরুশ্চ জনার্দনস্তাত্ত্বসমশ্চ পার্থঃ ।  
 যদর্থমৈচ্ছান্নুজঃ স্পৃহ্যং শিষ্যং গুরুশ্চাপ্রতিকূলবাদম্ ॥২৯॥  
 যদর্থমভ্যুগতমুত্তমং তৎ করোতি কস্ম্যাগ্র্যমপারণীয়ম্ ।  
 তস্তান্ধবর্ধাণ্যহমুত্তমার্দ্বেবিহত্য সর্বানি রণেহভিভূয় ॥৩০॥

### ভারতকৌমুদী

নির্ধাতি । দশার্হাণাং বৃষ্ণীনাং সেনা । যমক্ষয়ং যমালয়ম্ ॥২৭॥

ভ্রমিতি । ভ্রমেক এবতি ভাবঃ । শার্দ্ধধ্বা ক্লমঃ । বৃত্রং বৃত্রাসুরম্ ॥২৮॥

ভ্রাত্তেতি । যো মে ভ্রাতা পিতৃহৃদপুত্রসম্পর্কাৎ, সখা সৌহার্দ্যং, গুরুশ্চ অন্তশিক্ষাদানাত্, জনার্দনস্ত কৃষ্ণশ্চ চ আত্মসমঃ সখা, স পার্থোহর্জুনশ্চ, তিষ্ঠতি পূর্বানুব্রুতিঃ । যেন হি মহুজঃ, যদর্থং স্বকার্য্যকরণার্থম্, স্পৃহ্যম্, ঐচ্ছ্যং, গুরুশ্চ অপ্রতিকূলবাদং শিষ্যম্ ঐচ্ছ্যৎ । অর্জুনশিষ্যো-  
 হহমর্জুনশ্চ তৎ কার্য্যং করিষ্যামীতি শেবঃ ॥২৯॥

অথ বিপক্ষঃ কর্ণোহস্তীতি চেষ্টত্বাহ—যদর্থমিতি । যেন কর্ণেন যদর্থং দুর্যোধনবিপক্ষ-

### ভারতভাবদীপঃ

অন্তস্থখা ইতি ছেদঃ ॥২১—২৩॥ নাথবস্ত ঐশ্বর্য্যবস্তঃ । ভাবে ঘঙ, নাশ্বনা ন স্বয়ং নাথঃ কার্য্যসাধকঃ, শিব্যাদয় ইত্যেবপাঠঃ, শৈব্যাদয় ইতি পাঠে তু স্বার্থে ঞ্জঙ ॥২৪—২৬॥ স

জনই ত্রিভুবনেরও প্রভূত করিতে পারি ; সুতরাং আমাদিগকে পাইয়া পাণ্ডবগণ কেন আত্মীয়গণের সহিত বনে বাস করিতেছেন ? ॥২৬॥

সুতরাং অতাই বৃষ্ণিসেনা বিচিত্র বর্ম্ম পরিধান করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ অস্ত্র লইয়া সুন্দরভাবে নির্গত হউক ; পরে বান্ধবগণের সহিত দুর্যোধন বৃষ্ণিসৈন্যে আক্রান্ত হইয়া যমালয়ে গমন করুক ॥২৭॥

অথবা কৃষ্ণ (প্রভৃতি) থাকুন ; আপনি একাই ত ক্রোধে এই পৃথিবীটাকেও বিনাশ করিতে পারেন ; সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তেমন আপনিই অম্বচরবর্গের সহিত দুর্যোধনকে বধ করুন ॥২৮॥

যিনি আমার ভ্রাতা, সখা ও গুরু এবং কৃষ্ণের আত্মতুল্য সুহৃৎ, সেই অর্জুনও থাকুন । কারণ, মানুষ যে জন্তু স্পৃহ্য ইচ্ছা করে এবং গুরু যে জন্তু অপ্রতিকূলবাদী শিষ্য ইচ্ছা করেন, তাহা আমিই করিব ; কেন না, আমি অর্জুনের শিষ্য ॥২৯॥

কোপাচ্ছিরঃ সৰ্পবিষাগ্নিকল্পৈঃ শরোত্তমৈরুন্মথিতান্মি রাম ! ।

থড়্গেন চাহং নিশিতেন সংখ্যে কায়াচ্ছিরস্তস্ত বলাৎ প্রমথ্য ॥৩১॥

ততোহস্ত সৰ্বানবুগান্ হনিষ্যে দুৰ্য্যোধনঞ্চাপি কুরুংশ্চ সৰ্বান্ ।

আত্মাযুধং মামিহ রোহিণেয় । পশ্যন্তু ভৈমা যুধি জাতহর্ষাঃ ॥৩২॥

নিঘ্নন্তুমেকং কুরুযোধমুখ্যানগ্নিং মহাকক্ষমিবাস্তকালে ।

প্রহ্ময়ন্তুস্তান্ নিশিতান্ ন শক্তাঃ সোঢ়ুং কৃপদ্রোণবিকর্ণকর্ণাঃ ॥৩৩॥

(কলাপকম্)

জানামি বীৰ্য্যঞ্চ জয়াত্মজস্য কাষিঃর্ভবত্যেধ যথা বণস্থঃ ।

শাস্ত্বঃ সসূতং সবথং ভুজাভ্যাং চুঃশাসনং শাস্ত্ব বলাৎ প্রমথ্য ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

জয়ার্থম্, উত্তমমস্তম্ অভ্যুত্থতম্, যশ্চ কর্ণঃ অন্তরপারগীয়ম্, অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং তৎ দুৰ্য্যোধনবিপক্ষবিজয়-  
রূপং কৰ্ম্ম কবোতি, অহমুত্তমাত্মৈঃ রণে তস্ত সৰ্বানি অস্ত্রবর্ধানি বিহত্য, তজ্জাতিভূয়, কোপাৎ,  
সৰ্পবিষাগ্নিকল্পৈঃ শরোত্তমৈঃ, তস্ত শিরঃ উন্মথিতান্মি বিদলিষ্টান্মি । অথবা হে রাম । অহং  
সংখ্যে যুদ্ধে বলাৎ নিশিতেন থড়্গেন তস্ত কায়াং শিবঃ প্রমথ্য নিপাত্য, ততঃ অস্ত্র কর্ণস্ত সৰ্বান্  
অবুগান্, দুৰ্য্যোধনঞ্চ, অত্ৰান্ সৰ্বান্ কুরুংশ্চাপি হনিষ্যে । হে রোহিণেয় । বাম ! ভৈমা ভীমপক্ষীয়া  
যোধাঃ, জাতহর্ষাঃ সন্তঃ, অস্ত্রকালে মহাকক্ষং মহাক্ষুবনম্, নিঘ্নন্তুং দহন্তমগ্নিমিব, ইহ যুধি,  
আত্মাযুধং গৃহীতাস্তম্, কুরুযোধমুখ্যান্ নিঘ্নন্তুম্ একং মামেব পশ্যন্তু । কিঞ্চ, কৃপদ্রোণবিকর্ণকর্ণা  
অপি প্রহ্ময়ন্তুস্তান্ নিশিতান্ বাণান্ সোঢ়ুং ন শক্তা ভবেয়ুঃ ॥৩০ - ৩৩॥

জানামুচ্যেতি । এষ কাষিঃ কৃষ্ণপুত্রঃ প্রহ্ময়ঃ, বণস্থো যথা ভবতি, তথা ভূতস্ত জয়াত্মজস্ত  
অৰ্জুনপুত্রস্ত অভিমত্যোশ্চ বীৰ্য্যং জানামি ॥৩৪॥

বলদেব ! যে কর্ণ যে জগু উত্তম অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছে এবং যে কর্ণ  
অস্ত্রের অসাধ্য সেই শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদনও করিয়া থাকে, আমি উত্তম উত্তম  
অস্ত্রদ্বাৰা যুদ্ধে সেই কর্ণের সমস্ত অস্ত্রবধণ প্রতিহত কবিয়া এবং তাহাকে পরাভূত  
কবিয়া, সৰ্পবিষ ও অগ্নির তুল্য তীক্ষ্ণ উত্তম বাণসমূহ দ্বারা ক্রোধে তাহার মস্তক  
বিদীর্ণ কবিব ; কিংবা আমি নিশিত তরবারিদ্বারা যুদ্ধে বলপূর্ব্বক তাহার দেহ  
হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া, তৎপবে তাহার সমস্ত অনুচর, দুৰ্য্যোধন এবং সমস্ত  
কৌববকে বিনাশ করিব । রোহিণীনন্দন । তৎকালে ভীমপক্ষীয় লোকেরা  
আনন্দিত হইয়া দেখিবে যে, প্রলয়কালে অগ্নি যেমন শুষ্ক মহাবন দহন করে, আমি  
একাকী অস্ত্র ধারণ করিয়া সেইরূপই সেই যুদ্ধে কুরুপক্ষীয় যোদ্ধাশ্রেষ্ঠদিগকে  
বিনাশ করিতেছি । তা'র পর, কৃপ, দ্রোণ, বিকর্ণ ও কর্ণ—ইহারা প্রহ্ময়নিষ্কিপ্ত বাণ.  
সত্ত্ব করিতে পারিবেন না ॥৩০—৩৩॥



ন বিগতে জাম্ববতীস্বতস্ত্য রণেহবিষছাং হি রণোৎকটস্ত্য ।  
 এতেন বালেন হি শম্বরস্ত্য দৈত্যস্ত্য সৌভং সহসা প্রণুম্নম্ ॥৩৫॥  
 বুভোরুত্যাযতপীনবাহুরেতেন সংখ্যে নিহতোহশ্বচক্রঃ ।  
 কো নাম শাম্বরস্ত্য মহারথস্ত্য রণে সমক্ষং রথমভ্যুদীয়াৎ ॥৩৬॥  
 যথা প্রবিষ্টান্তরমন্তকস্ত্য কালে মনুষ্যো ন বিনিষ্ক্ৰমৈত ।  
 তথা প্রবিষ্টান্তরমস্ত্য সংখ্যে কো নাম জীবন্ পুনরাব্রজেচ্ছ ॥৩৭॥  
 দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ মহারথৌ তৌ স্ততৈবৃত্তপাথ্য সোমদত্তম্ ।  
 সর্বাণি সৈন্তানি চ বাহুদেবঃ প্রধক্ষ্যতে সারকবহ্নিজালৈঃ ॥৩৮॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । জাম্ববতীস্বতস্ত্য শাম্বরস্ত্য, অবিষহ্মজয়ামিতার্থঃ । সৌভং বিমানম্ ॥৩৫॥  
 বুভেতি । বুভৌ গোলৌ উরু যস্ত্য সং, অত্যাযনপীনৌ অতিদীর্ঘস্থলৌ বাহু যস্ত্য সং । সংখ্যে  
 যুদ্ধে, অশ্বচক্রো নাম বীরঃ । রথম্ আদায়েতি শেষঃ ॥৩৬॥  
 যথেনি । অন্তকস্ত্য অন্তরং বাহুমধ্যম্ । সংখ্যে অন্তরং যুদ্ধস্ত্য মধ্যম্ ॥৩৭॥  
 দ্রোণমিতি । বাহুদেবস্ত্য সর্কসংহারসামর্থ্যমেনেন স্মৃতিতম্ ॥৩৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

পার্থোহপি তিষ্ঠতি পূর্বেণাশ্বয়ঃ, যদর্থং শত্রুবধার্থম্ ॥২৯॥ তৎ স্পৃহাদিকম্ অশ্রাকমস্তীতি  
 শেষঃ ॥৩০—৩১॥ ভৈমা ভীমকর্ণকর্তারো ভীমবংশজা বা ॥৩২—৩৩॥ জয়াঅজস্তাভিমন্তোঃ

অর্জুনের পুত্র অভিমন্ত্যর বলও আমি জানি,—যুদ্ধে থাকিয়া এই প্রহ্মায় যেমন  
 হয়, অভিমন্ত্যও তেমনই হইতে পারিবে । তা'র পর, শাম্বর বাহুযুগলদ্বারা বলপূর্বক  
 অভিভূত করিয়া রথ ও সারথির সহিত ছঃশাসনকে নিগৃহীত করুক ॥৩৪॥

যুদ্ধে যুদ্ধমন্ত শাম্বের কিছুই অসহ্য নাই । কারণ, এই শাম্বরই বাল্যকালে  
 শম্বরাসুরের বিমানখানাকে হঠাৎ বিনষ্ট করিয়াছিল ॥৩৫॥

তা'র পর, যাহার উরুযুগল গোল এবং বাহুযুগল অতিশয় দীর্ঘ ও স্থূল ছিল,  
 সেই অশ্বচক্রকেও এই শাম্বরই যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিল ; সুতরাং যুদ্ধে মহারথ  
 শাম্বের সমক্ষে কোন্ ব্যক্তি রথ লইয়া আসিতে পারিবে ? ॥৩৬॥

আয়ুঃশেষকালে যমের বাহুযুগলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষ যেমন নির্গত  
 হইতে পারে না, তেমন শাম্বের যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবিত  
 অবস্থায় আবার ফিরিয়া আসিতে পারিবে ? ॥৩৭॥

তা'র পর, কৃষ্ণ বাণবহ্নিসমূহদ্বারা মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে এবং পুত্রগণে  
 পরিবেষ্টিত সোমদত্তকে, আর সমস্ত সৈন্যকে দগ্ধই করিয়া ফেলিবেন ॥৩৮॥

কিং নাম লোকেষবিষছমন্তি কৃষ্ণস্য সৰ্বেষু সদেবকেষু ।  
 আত্মযুধস্তোভমবাণপাণেশ্চক্রায়ুধস্তাপ্ৰতিমস্য যুদ্ধে ॥৩৯॥  
 ততোহনিরুদ্ধোহপ্যসিচক্ষ্মপাণির্মহীমিমাং ধার্ত্তরাষ্ট্ৰবিসংজ্ঞৈঃ ।  
 কৃত্তোভমাস্তৈর্নিহিতৈঃ কৰোতু কৌৰ্ণাং কুশৈৰ্বেদিমবাস্বরেষু ॥৪০॥  
 গদোন্মুকৌ বাহুকভানুনীথাঃ শূরশ্চ সংখ্যে নিশঠঃ কুমাৰঃ ।  
 রণোৎকটো সারণচারণদেষ্টো কুলোচিতং বিপ্রথয়ন্তু কক্ষ্ম ॥৪১॥  
 সবৃষ্ণিভোজ্যাক্ষকযোধযুথ্যা সমাগতা সাহস্রশুরসেনা ।  
 হত্বা রণে তান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রান্ লোকে যশঃ স্মৃতিমুপাকরোতু ॥৪২॥  
 ততোহভিমন্যুঃ পৃথিবীং প্রশাস্ত্য যাবদব্রতং ধর্ম্মভূতাং বরিষ্ঠঃ ।  
 যুধিষ্ঠিরঃ পারয়তে মহাশ্মা দ্যুতে যথোক্তং কুরুসন্তমেন ॥৪৩॥

### ভারতকৌমুদী

কিমিতি । দেবৈঃ সহৈতি সদেবকাস্তেযু, বহুব্রীহৌ কপ্রত্যয়ঃ ॥৩৯॥  
 তত ইতি । কৃত্তোভমাস্তৈঃশ্লিষ্মমন্তকৈঃ, নিহিতৈর্ভূতলপাতিতৈঃ । কৌৰ্ণাং ব্যাপ্তাম্ ॥৪০॥  
 গদেতি । গদাদীনি বৃষ্ণিবীরাণাং নামানি । বিপ্রথয়ন্তু প্রকাশয়ন্তু ॥৪১॥  
 সেতি । সাহস্রতস্য যদ্বংশস্য শুরসেনা বীরসৈন্তম্ । উপাকরোতু উৎপাদয়তু ॥৪২॥  
 অথ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ বিজিত্য বয়মেব কিং তদীয়রাজ্যং গৃহীমঃ । যেন বনবাসব্রতসমাপ্তেঃ পূর্কঃ  
 যুধিষ্ঠিরো রাজ্যং ন গৃহীয়াদিত্যাহ—তত ইতি । পারয়তে সমাপয়তি ॥৪৩॥

কৃষ্ণ যখন উত্তম বাণ, চক্র বা অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্র ধারণ করেন, তখন যুদ্ধে উনি  
 অতুলনীয়ই হন ; স্মৃতরাং দেবগণের সহিত সমস্ত জগতে কৃষ্ণের অসহ্য কি  
 আছে ? ॥৩৯॥

তা'র পর, যান্ত্রিকেরা যেমন কুশদ্বারা যজ্ঞবেদি আস্তীর্ণ করেন, সেইরূপ  
 অনিরুদ্ধও অসি-চক্ষ্ম ধারণ করিয়া, মস্তকচ্ছেদনপূর্বক ভূশায়িত করিয়া অচৈতন্য  
 ধার্ত্তরাষ্ট্রগণদ্বারা এই পৃথিবীকে আস্তীর্ণ করুক ॥৪০॥

বীর গদ, উন্মুক বাহুক, ভানু, নীথ, কুমাৰ নিশঠ এবং যুদ্ধমন্ত সারণ ও  
 চারণদেষ্ট—ইহারা যুদ্ধে বংশোচিত কার্য্য প্রকাশ করুক ॥৪১॥

যদ্বংশীয় বীরবাহিনী বৃষ্ণি, ভোজ ও অক্ষকবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধার সহিত  
 মিলিত হইয়া যাইয়া যুদ্ধে সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া জগতে বিপুল যশ  
 উৎপাদন করুক ॥৪২॥

তাহার পর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাশ্মা যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ার সময়ে যেরূপ বলিয়াছিলেন,  
 সেই অনুসারে যে পর্য্যন্ত বনবাসব্রত সমাপ্ত না করেন, সে পর্য্যন্ত অভিমন্যু যাইয়া  
 কুরুরাজ্য শাসন করুক ॥৪৩॥

অস্মৎ প্রযুক্তৈর্বিশিষ্টৈর্জিতারিস্ততো মহীং ভোক্ষ্যতি ধর্মরাজঃ ।  
নির্ধর্তিরাষ্ট্রাং হতসূতপুত্রামেতন্ধি নঃ কৃত্যতমং যশস্তম্ ॥৪৪॥

বান্ধদেব উবাচ ।

অসংশয়ং মাধব ! সত্যম্বেতদঙ্গুস্মৈ তে বাক্যমদীনসত্ত্ব ! ।  
স্বাভ্যাং ভুজ্জাত্যামজিতাস্তু ভূমিং নেচ্ছেৎ কুরুণামৃষভঃ কথঞ্চিৎ ॥৪৫॥  
ন হেষ কামাম ভয়াম লোভাদ্যুধিষ্ঠিরো জাতু জহাৎ স্বধর্মম্ ।  
ভীমার্জুনো চাতিরথৌ যমৌ চ তথৈব কৃষণা দ্রুপদাভ্যাজেয়ম্ ॥৪৬॥  
উভৌ হি যুদ্ধেহপ্রতিমৌ পৃথিব্যাং বৃকোদরশৈব ধনঞ্জয়শ্চ ।  
কস্মাম কংস্নাং পৃথিবীং প্রশাসেন্মাদ্রৌষতাভ্যাক্ষ গুরস্কতোহয়ম্ ॥৪৭॥  
যদা তু পাঞ্চালপতির্মহাত্মা সকেকয়শ্চেদিপতির্বয়ঞ্চ ।  
যুধ্যেম বিক্রম্য রণে সমেতাস্তদৈব সর্বৈ রিপবো হি ন স্ত্যঃ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

অস্মদ্বিতি । জিতা অরয়ঃ অপরেহপি শত্রবো যস্ত সঃ । যশস্তং যশস্করম্ ॥৪৪॥  
অসংশয়মিতি । হে মাধব ! মধুদেশজাত ! সাতাকে ! হে অদীনসত্ত্ব ! অনল্লবল ! ।  
কুরুণামৃষভঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ, নেচ্ছেৎ, কাপুরুষতাপাতাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৫॥  
তর্হি স্বয়ময়মেব নির্ধর্তিত্যাহ—নেতি । জাতু কদাচিৎ, জহাৎ ত্যাজেৎ ॥৪৬॥  
অগ্ন্যধা যুদ্ধদ্রুপদেশং বিনাপি স্বয়মেবাসৌ রাজ্যং গৃহীয়াদিত্যাহ—উভাবিতি ॥৪৭॥  
তর্হি কদাসৌ রাজ্যং গৃহীয়াদিত্যাহ—যদেতি । সমেতা মিলিতাঃ । ন স্ত্যর্ন তিষ্ঠেয়ঃ ॥৪৮॥

তা'র পর (বনবাসত্রত সমাপ্ত হইয়া গেলে), যুধিষ্ঠির যাইয়া রাজ্য পালন করিবেন ; তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও কর্ণ থাকিবে না এবং আমরা বাণদ্বারা তৎকালীন শত্রুদিগকেও জয় করিয়া দিব । ইহাই আমাদের কার্যের মধ্যে প্রধান কার্য এবং কীর্ত্তিজনক কার্য" ॥৪৪॥

কৃষ্ণ বলিলেন—“মহাবল সাত্যকি ! তোমার এই সত্য বাক্য আমরা নিঃসন্দেহেই গ্রহণ করিতাম বটে ; কিন্তু কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই যে আপন বাহুবলে অবিজিত রাজ্য কোন প্রকারেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না ॥৪৫॥

এই যুধিষ্ঠির ইচ্ছা, ভয় বা লোভবশতঃ কখনও স্বধর্ম ত্যাগ করিবেন না কিংবা অতিরথ ভীম ও অর্জুন এবং নকুল ও সহদেব, আর দ্রুপদনন্দিনী এই কৃষ্ণা—ইহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিবেন না ॥৪৬॥

না হইলে, ভীম ও অর্জুন—ইহারা দুই জনই পৃথিবীর মধ্যে যুদ্ধে অতুলনীয় ; তা'র পর নকুল-সহদেবও উ'হার (যুধিষ্ঠিরের) পিছনে রহিয়াছেন, এ অবস্থায় উনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করেন না কেন ॥৪৭॥

## যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নেদং চিত্রং মাধব ! যদব্রবীষি সত্যস্ত মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্ ।  
 কৃষ্ণস্ত মাং বেদ যথাবদেকঃ কৃষ্ণঃ বেদাহমৰ্থো যথাবৎ ॥৪৯॥  
 যদৈব কালং পুরুষপ্রবীরো বেৎস্রত্যয়ং মাধব ! বিক্রমস্ত ।  
 তন্না রূপে হৃক শিনিপ্রবীর ! স্নয়োধনং জ্যেষ্ঠাসি কেশবশ্চ ॥৫০॥  
 প্রতিপ্রযাস্তুগ দশার্হবীরা দৃষ্টোহস্মি নার্থৈর্নরলোকনার্থৈঃ ।  
 ধর্ম্মেহপ্রমাদং কুরুতা প্রমেয়াঃ ! দ্রষ্টাস্মি ভূয়ঃ স্তধিনঃ সমেতান্ ॥৫১॥

## বৈশম্পায়ন উবাচ । \*

তেহন্যোন্মামন্ত্র্য ত্জাভিবাগ বৃদ্ধান্ পরিষজ্য শিশুংশ্চ সর্বান্ ।  
 যদুপ্রবীরাঃ স্বর্গহাণি জগ্মুস্তে চাপি তীর্থাত্মনুসংবিচরুঃ ॥৫২॥

## ভারতকৌমুদী

নেতি । রক্ষ্যতমং রক্ষ্যেযু প্রধানম্ । বেদ জানাতি । বেদ জানামি ॥৪৯॥  
 যদেতি । পুরুষপ্রবীরঃ কৃষ্ণঃ । বেৎস্রতি জ্ঞাত্তি । হে শিনিপ্রবীর ! সাত্যকে ! ॥৫০॥  
 প্রতীতি । দশার্হবীরা যাদববীরা ভবন্তঃ । অপ্রমাদম্ অনবধানতারাহিত্যম্ ॥৫১॥  
 ত ইতি । বৃদ্ধান্ভিবাগ, সর্বান্ শিশুংশ্চ পরিষজ্য আলিঙ্গ্য ॥৫২॥

অতএব মহাত্মা দ্রুপদ, কেকয়রাজ, চেদিরাজ এবং আমরা—এই সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া যখনই যুদ্ধ করিব, তখনই সমস্ত শত্রু তিরোহিত হইবে (এবং তখনই উনি রাজ্য গ্রহণ করিবেন)” ॥৪৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সাত্যকি । তুমি যাহা বলিলে, তাহা আশ্চর্য্য নহে ; কিন্তু সত্যই আমার রক্ষণীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজ্য নহে । একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথাযথভাবে জানেন, আমিও কৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানি ॥৪৯॥

অতএব সাত্যকি ! এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখনই বিক্রমপ্রকাশের সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন, তখনই তুমি ও কৃষ্ণ যুদ্ধে দুর্ব্যোধনকে জয় করিবে ॥৫০॥

অতএব আজ যদুবংশীয় বীরগণ প্রতিগমন করুন ; কেন না, তোমরা মর্ত্যলোকের মধ্যে প্রভু এবং আমার সহায়, তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে । হে অসাধারণ বীরগণ ! আপনারা ধর্ম্মের প্রতি সাবধান থাকিবেন ; আবার আমি আপনাদিগকে সুখী ও সমাগত দেখিব” ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্ভাষণ, বৃদ্ধদিগকে অভিবাদন এবং সকল কনিষ্ঠদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে

বিস্মজ্য কৃষ্ণং ত্বং ধৰ্ম্মরাজো বিদৰ্ভরাজোপচিতাং স্ততীৰ্থাম্ ।  
 জগাম পুণ্য্যং সরিতং পয়োক্ষীং সভ্রাতৃভৃত্যঃ সহ লোমশেন ॥৫৩॥  
 স্তেনে সোমেন বিমিশ্রতোয়াং ততঃ পয়োক্ষীং প্রতি সোহধুযাস ।  
 স্বিজাতিমুখ্যৈর্মুদিতৈর্মহাত্মা সংস্তুয়মানঃ স্তুতিভিৰ্বরাভিঃ ॥৫৪॥  
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং বনপৰ্বণি  
 তীৰ্থযাত্রায়াং যাদবগমনে শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## ভারতকৌমুদী

বিস্মজ্যোতি । বিদৰ্ভরাজেন উপচিতাং বৰ্দ্ধিতাম্, শোভনানি তীর্থানি ঘট্টানি যন্তাং  
 তাম্ ॥৫৩॥

স্তেনেনতি । স্তেনে যজ্ঞার্থে নিষ্মিতেন, সোমেন সোমরসেন ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

## ভারতভাবদীপঃ

১০৪—৪৪॥ মাধব ! মধুদেশো মথুরাপ্রদেশস্তত্র জাত ! ৪৫—৫৩॥ স্তেনে অভিযুতেন, যজ্ঞে  
 সোমপানভূল্য তজ্জলপানমিত্যর্থঃ । পয়োক্ষীং প্রতি পয়োক্ষ্যাম্, পয়োমাত্রমধুযাস ভক্ষিত-  
 বান্ ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে শততমোহধ্যায়ঃ ॥১০০॥

—:~:—

যাদবগণ আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন ; আর পাণ্ডবগণ তীর্থের দিকেই প্রস্থান  
 করিলেন ॥৫২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণ, ভৃত্যগণ ও লোমশমুনির  
 সহিত মিলিত হইয়া বিদৰ্ভরাজকর্তৃক বৰ্দ্ধিত ও সুন্দর ঘট্টযুক্ত পবিত্র পয়োক্ষীনদীতে  
 গমন করিলেন ॥৫৩॥

যাহার জলে যজ্ঞীয় সোমরস মিশ্রিত ছিল, সেই পয়োক্ষীনদীতে যাইয়া মহাত্মা  
 যুধিষ্ঠির তাহার তীরে বাস করিতে লাগিলেন ; তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত  
 হইয়া মনোহর স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে থাকিলেন ॥৫৪॥

—:~:—

## একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ\*ঃ—

লোমশ উবাচ ।

নৃগেণ যজ্ঞমানেন সোমেনেহ পুরন্দরঃ ।  
তর্পিতঃ শ্রায়তে রাজন্ ! স তৃপ্তো মৃদমভ্যাগাৎ ॥১॥  
ইহ দেবৈঃ সহৈন্দ্রেণ চ প্রজাপতিভিরেব চ ।  
ইকং বহুবৈধৈর্যজ্ঞৈর্মহন্তি ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২॥  
আমূর্তরয়শ্চেহ রাজা বজ্রধরং প্রভূম্ ।  
তর্পয়ামাস সোমেন হয়মেধেষু সপ্তহ ॥৩॥  
তস্মৈ সপ্তহ যজ্ঞেষু সর্বমাসৌদ্ধিরথায়ম্ ।  
বানস্পত্যঞ্চ ভৌমঞ্চ যদ্ভব্যং নিয়তং মথৈ ॥৪॥  
চবালযূপচমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র্যঃ ঋচঃ ঋবাঃ ।  
তেষেব চাস্মৈ যজ্ঞেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিপ্রতাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

নৃগেণেতি । নৃগেণ নৃগনাম্না রাজ্ঞা, যজ্ঞমানেন যজ্ঞং কুর্কতা, সোমেন সোমরসেন ॥১॥  
ইহেতি । ইন্দ্রেণ সহৈত্বে সহৈন্দ্রাষ্টভ্যঃ, প্রজাপতিভিঃ ব্রহ্মপাদিভিঃ ॥২॥  
আমূর্তেতি । অমূর্তরয়সৌহপত্যম্ আমূর্তরয়সৌ গয়ঃ, বজ্রধরমিন্দ্রম্ ॥৩॥  
তস্তেতি । হিরণ্যম্ স্বর্ণময়ম্ । বানস্পত্যং কাষ্ঠময়ম্, ভৌমং মৃদম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! আমরা শুনিতে পাই যে, এইখানে নৃগরাজা যজ্ঞ করিবার সময়ে সোমরস দ্বারা ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও তৃপ্ত হইয়া সর্বপ্রকারে আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥১॥

আর, ইন্দ্রের সহিত দেবতারা এবং প্রজাপতিরাও এইখানেই প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥২॥

এবং অমূর্তরয়ার পুত্র গয়রাজাও এইখানেই সাতটি অশ্বমেধযজ্ঞে সোমরসদ্বারা দেবরাজকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥৩॥

যজ্ঞে যে সকল ভব্য নিয়মিতভাবে কাষ্ঠময় ও মৃদময় হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই গয়রাজার সেই সাতটি যজ্ঞে স্বর্ণময় হইয়াছিল ॥৪॥

(১) গয়েন যজ্ঞমানেন—নি ।

কন-১২০ (৮)

সপ্তৈকৈকশ্চ যুপশ্চ চালাশ্চোপরিস্থিতাঃ ।  
 তশ্চ স্ম যুপান্ যজ্ঞেষু ভ্রাজমানান্ হিরণ্ময়ান্ ॥৬॥  
 স্বয়মুখাপয়ামাস্তদেবাঃ সেন্দ্ৰা যুধিষ্ঠির ! ।  
 তেষু তশ্চ মথাগ্ৰোষু গয়শ্চ পৃথিবীপতেঃ ॥৭॥  
 অমাতৃদিস্ত্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্বিজাতয়ঃ ।  
 প্রসংখ্যানানসংখ্যেয়ান্ প্রত্যগৃহ্নন্ বিজাতয়ঃ ॥৮॥ (বিশেষকম্)  
 সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ ।  
 যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ ॥৯॥  
 তথৈব তদসংখ্যেয়ং ধনং যৎ প্রদদৌ গয়ঃ ।  
 সদস্তোভ্যো মহারাজ ! তেষু যজ্ঞেষু সপ্তশ্চ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

অথ কিং কিং নাম তদ্রব্যমিত্যাহ—চালাশ্চোপরিস্থিতাঃ । অশ্চ গয়শ্চ, তেষু সপ্তশ্চৈব যজ্ঞেষু, চালাশ্চ যুপকটকঃ যুপোপরি নির্মিতো বলয়রূপো ডমরুরূপো বা কাষ্ঠবিশেষ ইত্যর্থঃ, যুপো যজ্ঞীয়পণ্ড-  
 বন্ধনস্তম্ভঃ, চমসঃ সোমরসপানপাত্রং তে, স্থাল্যাঃ পাকপাত্রাণি, পাত্রাঃ পক্কদ্রব্যরক্ষণপাত্রাণি, স্রোচ-  
 হবিঃপ্রক্ষেপপাত্রাণি, স্রবা হবিঃস্থাপনপাত্রাণি চ, এতে সপ্তৈব, প্রযজ্যন্ত ইতি প্রয়োগা উপকরণ-  
 দ্রব্যানি, বিশ্ৰুতা হিরণ্ময়ত্বেন আকর্ষিতাঃ ॥৫॥

সপ্তৈতি । সপ্তশ্চ যুপেষু একৈকশ্চেতি সপ্তৈকৈকশ্চ । উপরিস্থিতা আসন্ । মথাগ্ৰোষু যজ্ঞশ্রেষ্ঠেষু । প্রসংখ্যায়ন্তে অনৈর্গণ্যন্তে যে তে প্রসংখ্যানাঃ স্ববর্ণাস্তান্, “পক্ককৃষ্ণলকো মাষন্তে স্ববর্ণস্ত বোডশ” ইতি মহুপরিভাষিতাঃ স্বর্ণমুদ্রা ইত্যর্থঃ । অতএব পুংস্তম্ ॥৬—৮॥

সিকতা ইতি । সিকতা বালুকাঃ । বর্ষতো মেঘশ্চ । গয়ো রাজা ॥৯—১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

নৃগেণেতি ॥১—২॥ আমুর্গরয়সো গয়নামা ॥৩॥ বান্শপাত্য বৃক্ষজং চালাদি, ভোমং যুগ্ময়ং স্থাল্যাদি ॥৪॥ চালাশ্চোপরিস্থিতাঃ । যুপো যজ্ঞস্তম্ভঃ । চমসাঃ সোমপানপাত্রাণি ।  
 পাত্রো হবিঃস্থাপনার্থানি যুগ্ময়ানি পাত্রাণি । স্রোচঃ হবিঃপ্রদানার্থাঃ । স্রবাঃ হবিরবদানার্থাঃ

সুতরাং গয়রাজার সেই সাতটি যজ্ঞেই চালা, যুপ, চমস, স্থালী, পাত্র, স্রোচ ও স্রব—এই সাতটি বস্তুই স্বর্ণময় হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় ॥৫॥

সাতটি যুপের মধ্যে প্রত্যেক যুপের উপরেই চালা ছিল এবং যুধিষ্ঠির । গয়রাজার যজ্ঞের সেই স্বর্ণময় উজ্জল যুপগুলিকে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা নিজেরাই তুলিয়াছিলেন এবং গয়রাজার সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞগুলিতে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া, আর ব্রাহ্মণেবা দক্ষিণা লাভ করিয়া আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন ; আর ব্রাহ্মণেরা অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন ॥৬—৮॥

মহারাজ ! ভূতলের বালি, আকাশের নক্ষত্র এবং মেঘের যুধিষ্ঠির যেমন

ভবেৎ। সংখ্যায়মেতদ্ধি যদেতৎ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।  
 ন তস্য শক্যাঃ সংখ্যাতুং দক্ষিণা দক্ষিণাবতঃ ॥১১॥  
 হিরণ্যমীভির্গোভিষ্ঠ কৃত্যভির্বিধকৰ্ম্মণা ।  
 ব্রাহ্মণাংস্তপস্যামাস নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতান্ ॥১২॥  
 অল্লাবশেষা পৃথিবী চৈতৈরাসীমহাত্মনঃ ।  
 গয়স্য যজ্ঞমানস্য তত্র তত্র বিশাংপতে ! ॥১৩॥  
 স লোকান্ প্রাপ্তবানৈল্লান্ কৰ্ম্মণা তেন ভারত ! ।  
 সলোকতাং তস্য গচ্ছেৎ পয়োষ্ণ্যাং য উপস্পৃশেৎ ॥১৪॥  
 তস্মাক্ষমত্র রাজেন্দ্র ! ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহচ্যুত ! ।  
 উপস্পৃশ্য মহীপাল ! ধৃতপাপু ভবিষ্যসি ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

ভবেদিত্তি । এতৎ সিকতাদিকম্ । দক্ষিণাবতঃ প্রশস্তদক্ষিণস্য যজ্ঞস্য ॥১১॥  
 হিরণ্যমীভিরিতি । হিরণ্যমীভিঃ স্বর্ণময়ীভিঃ । তপস্যামাস তোষয়ামাস ॥১২॥  
 অল্লোতি । চৈতৈর্বিজ্ঞানাভিঃ । যজ্ঞমানস্য যজ্ঞং কুৰ্ব্বতঃ ॥১৩॥  
 স ইতি । স গয়ঃ । সলোকতাং সমানলোকবাসম্ । উপস্পৃশেৎ স্পৃশ্যাৎ ॥১৪॥  
 তস্মাদিতি । হে অচ্যুত ! ধৰ্ম্মপথাদব্রষ্ট । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, ধৃতপাপু নিষ্পাপঃ ॥১৫॥

কেহই গণনা করিতে সমর্থ হয় না, তেমন সেই সাতটি যজ্ঞে গয়রাজা সদস্তদিগকে  
 যে ধন দান করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই ॥২—১০॥

এই যেগুলি বলিলাম, যদিও এগুলির সংখ্যা করা যায়, তথাপি সেই প্রশস্ত  
 দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞের দক্ষিণাগুলির সংখ্যা করা যায় নাই ॥১১॥

আর, গয়রাজা বিশ্বকৰ্ম্মনির্ম্মিত স্বর্ণময় গো দান করিয়া নানাদিকৃ হইতে আগত  
 ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥১২॥

নরনাথ ! মহাত্মা গয়রাজা সেই সেই স্থানে যে সকল যজ্ঞ করিয়াছিলেন,  
 তাহার গৃহগুলিতে প্রায় ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর অল্পস্থানই অবশিষ্ট  
 ছিল ॥১৩॥

ভয়ভনন্দন ! তাহার পর গয়রাজা সেই সকল যজ্ঞের ফলে ইন্দ্রলোক লাভ  
 করিয়াছিলেন । এই পয়োষ্ণীনদীতে যিনি স্নান করেন, তিনিও গয়রাজার সমান  
 লোক লাভ করেন ॥১৪॥

অতঃপর ধার্ম্মিক রাজশ্রেষ্ঠ ! তুমিও ভ্রাতাদের সহিত এই পয়োষ্ণীনদীতে স্নান  
 করিয়া নিষ্পাপ হইবে ॥১৫॥



বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স পয়োষ্ণ্যাং নরশ্রেষ্ঠঃ স্নাত্বা বৈ ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
বৈদূর্য্যপর্ব্বতকৈব নৰ্মদাঞ্চ মহানদীম্ ।  
সমাজ্ঞগাম তেজস্বী ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহনঘ ! ॥১৬॥  
তত্রাস্ত সৰ্ব্বাণ্যাচথ্যো লোমশো ভগবানুষিঃ ।  
তীর্থানি রমণীয়ানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১৭॥  
যথাযোগং যথাশ্রীতি প্রযযৌ ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
তত্র তত্রাদদদ্বিত্তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥১৮॥

লোমশ উবাচ ।

দেবানামেতি কৌন্তেয় ! তথা রাজ্ঞাং সলোকতাং ।  
বৈদূর্য্যপর্ব্বতং দৃষ্ট্বা নৰ্মদামবতীৰ্য্য চ ॥১৯॥  
সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রেতায়া দ্বাপরশ্চ চ ।  
এতমাসাশু কৌন্তেয় ! সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পয়োষ্ণ্যাং নদীম্ । নরশ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥  
তত্রৈতি । অস্ত্র যুধিষ্ঠিরশ্রান্তিকৈ, আচথ্যো বর্ণয়ামাস ॥১৭॥  
যথৈতি । যথাযোগং যথোপায়ম্ । বিত্তং ধনম্ ॥১৮॥  
দেবানামিতি । এতি শ্রাপ্নোতি । সলোকতাং সমানলোকম্ ॥১৯॥  
সন্ধিরিতি । এষ বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ, সন্ধিঃ সন্ধিসময়োৎপন্নঃ । অতএব মহাপুণ্যঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নিষ্পাপ রাজা ! তাহার পর তেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত পয়োষ্ণীনদীতে স্নান করিয়া ভ্রাতাদের সহিতই বৈদূর্য্যপর্ব্বত ও মহানদী নৰ্মদায় আগমন করিলেন ॥১৬॥

সেখানে উহার নিকটে ভগবান্ লোমশমুনি সকল মনোহর তীর্থ ও পুণ্য আয়তনগুলির বিষয় বলিলেন ॥১৭॥

তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য উপায়ে এবং শ্রীতিসহকারে সেই সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র ধন দান করিলেন ॥১৮॥

লোমশ বলিলেন—“কুন্তীনন্দন ! বৈদূর্য্যপর্ব্বত দর্শন করিয়া এবং নৰ্মদানদীতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষ দেবলোক ও রাজলোক লাভ করে ॥১৯॥

কারণ, নরশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! এই বৈদূর্য্যপর্ব্বত ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে জন্মিয়াছিল ; সুতরাং এই পর্ব্বতে যাইয়া মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥২০॥

এষ শৰ্য্যতিযজ্ঞস্ত দেশস্তাত ! প্রকাশতে ।

সান্ধাদ্যত্রাপিবৎ সোমমগ্নিভ্যাং সহ কৌশিকঃ ॥২১॥

চুকোপ ভার্গবশ্চাপি মহেন্দ্রস্ত মহাতপাঃ ।

সংস্তুস্তয়ামাস চ তং বাসবং চ্যবনঃ প্রভুঃ ॥২২॥

শুকশ্চাপি ভাৰ্য্যাং স রাজপুত্ৰীমবাণুবান্ ।

নাসত্যৌ চ মহাভাগ ! কৃতবান্ সোমপীথিনৌ ॥২৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং বিষ্ণুস্তিতস্তেন ভগবান্ পাকশাসনঃ ।

কিমুখং ভার্গবশ্চাপি কোপং চক্রে মহাতপাঃ ॥২৪॥

নাসত্যৌ চ কথং ব্রহ্মন্ ! কৃতবান্ সোমপীথিনৌ ।

এতৎ সৰ্ব্বং যথাবৃত্তমাখ্যাতু ভগবান্ মম ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । শৰ্য্যতিৰ্নাম রাজা তদযজ্ঞস্ত । সোমং সোমরসম্, কৌশিক ইন্দ্রঃ ॥২১॥

চুকোপেতি । মহেন্দ্রস্ত উপরি । বাসবমিন্দ্রম্ । প্রভুতপঃপ্রভাবশালী ॥২২॥

শুকশ্চামিতি । শুকশ্চাং নাম । স চ্যবনঃ । নাসত্যৌ অশ্বিনীকুমারৌ । সোমস্ত সোমরসস্ত পীতং পানমনয়োরশ্চাস্তীতি তৌ, পুৰোধরাদিস্বাস্তক্যরস্ত থকারঃ ॥২৩॥

কথমিতি । বিষ্ণুস্তিতো বিশেষণ স্তবীকৃতঃ, তেন চ্যবনেন ॥২৪॥

নাসত্যাবিতি । বৃত্তং ঘটতমনতিক্রম্যেতি যথাবৃত্তম্, আখ্যাতু এবীতু ॥২৫॥

বৎস ! এই শৰ্য্যতিরাজার যজ্ঞস্থান প্রকাশ পাইতেছে ; যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত প্রত্যক্ষতঃ সোমরস পান করিয়াছিলেন ॥২১॥

এবং মহাতপা ও প্রভাবশালী ভৃগুনন্দন চ্যবন ইন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ॥২২॥

মহাভাগ ! আর তিনি রাজকন্যা শুকশ্চাকে ভাৰ্য্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদিগকে সোমপায়ী করিয়াছিলেন” ॥২৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহাতপা চ্যবনমুনি, মাহাত্ম্যশালী ইন্দ্রকে কেন স্তব্ধ করিয়াছিলেন ? কি জন্তই বা তাঁহার উপরে কুপিত হইয়াছিলেন ? ॥২৪॥

ব্রহ্মন্ ! আর তিনি কেন অশ্বিনীকুমারদিগকে সোমপায়ী করিয়াছিলেন ? এই সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথভাবে আমার নিকট বলুন” ॥২৫॥

(২৩) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব ক পি নাস্তি । (২৫) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...একাবিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব ক, ‘...দ্বাবিকশততমোহধ্যায়ঃ’—পি নি ।

## লোমশ উবাচ ।

ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রোহৃচ্চ্যবনো নাম ভারত ! ।  
 সমীপে সরসঃ সোহস্র তপস্তপে মহাদ্রুতিঃ ॥২৬॥  
 স্থাণুভূতো মহাতেজা বীরস্থানেন পাণ্ডব ! ।  
 অতিষ্ঠং স্রুচিরং কালমেকদেশে বিশাংপতে ! ॥২৭॥  
 স বল্মীকোহভবদৃষিলতাভিরভিসংবৃতঃ ।  
 কালেন মহতা রাজন্ ! সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ ॥২৮॥  
 তথা স সংবৃতো ধীমান্ যুৎপিণ্ড ইব সর্বশঃ ।  
 তপ্যতে স্ম তপো ঘোরং বল্মীকেন সমাবৃতঃ ॥২৯॥  
 অথ দীর্ঘস্র কালস্র শর্যাতির্নাম পার্থিবঃ ।  
 আজগাম সরো রম্যং বিহর্তু মিদমুত্তমম্ ॥৩০॥  
 তস্র দ্রৌণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহে ।  
 একৈব চ স্রুতা স্রুজঃ স্রুকন্যা নাম ভারত ! ॥৩১॥

## ভারতকৌমুদী

ভৃগোরিতি । সরসো জলাশয়স্র । মহাদ্রুতির্মহাতেজাঃ ॥২৬॥  
 স্থাষিতি । স্থাণুভূতঃ নিষ্পত্রশাখবৃক্ষবল্লিশ্চলঃ, বীরস্থানেন বীরাসনেন ॥২৭॥  
 স ইতি । বল্মীকো বল্মীকাবৃতদেহঃ । সমাকীর্ণো ব্যাপ্তঃ ॥২৮॥  
 তথেনিতি । সর্বশঃ সর্বাস্র দিস্রু, সংবৃতো লতাভিরাবৃতঃ, অতএব যুৎপিণ্ড ইব স্থিতঃ ॥২৯॥  
 অথেনিতি । দীর্ঘস্র কালস্র অতিক্রমে সতীতি শেষঃ ॥৩০॥

লোমশ বলিলেন—“ভরতনন্দন । মহর্ষি ভৃগুর ‘চ্যবন-’নামে একটা পুত্র হইয়াছিল, সেই মহাতেজা চ্যবন এই সরোবরের নিকটেই তপস্তা করিয়া-  
 ছিলেন ॥২৬॥

নরনাথ পাণ্ডুনন্দন । মহাতেজা চ্যবন এই সরোবরেরই এক স্থানে বীরাসনে  
 বসিয়া দীর্ঘকাল স্থাণুর শ্রায় অচল ছিলেন ॥২৭॥

রাজা ! বহুকাল পরে তিনি উয়ীর মাটিতে আবৃত ; লতায় আচ্ছাদিত এবং  
 পিপীলিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২৮॥

সেইভাবে লতা ও উয়ীর মাটিতে সকল দিকে আবৃত ; স্রুতরাং স্রুতিকাস্রুপের  
 শ্রায় অবস্থিত চ্যবন ভয়ঙ্কর তপস্তা করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, ‘শর্যাতি’-নামে এক রাজা এই মনোহর  
 উত্তম সরোবরে বিহার করিতে আসিলেন ॥৩০॥

সা সখীভিঃ পরিবৃত্তা দিব্যাভরণভূষিতা ।  
 চংক্রম্যমাণা বন্দ্যাকং ভার্গবস্ত্র সমাসদং ॥৩২॥  
 সা বৈ বহুমতীং তত্র পশ্যন্তী স্মনোরমাম্ ।  
 বনস্পাতীন্ বিচিহ্নন্তী বিজ্ঞহার সখীবৃত্তা ॥৩৩॥  
 রূপেণ বয়সা চৈব মদনেন মদেন চ ।  
 বভঞ্জ বনবৃক্ষাণাং শাখাঃ পরমপুষ্পিতাঃ ॥৩৪॥  
 তাং সখীরহিতামেকামেকবদ্রামলঙ্কৃতাম্ ।  
 দদর্শ ভার্গবো ধীমাংশ্চরন্তীমিথ বিদ্যুতম্ ॥৩৫॥  
 তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমহুতিঃ ।  
 ক্লামকণ্ঠশ্চ বিপ্রধিস্তপোবলসমগ্নিতঃ ॥৩৬॥  
 তামাবভাষে কল্যাণীং সা চাস্ত্র ন শৃণোতি বৈ ।  
 ততঃ স্কন্ধা বন্দ্যাকৈ দৃষ্ট্বা ভার্গবচক্ষুষী ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । পরিগ্রহে কলত্রস্থানে, “পরিগ্রহঃ কলত্রেহপি মূল্যস্বীকারয়োৰপি” ইতি মেদিনী ॥৩১॥

সেতি । বন্দ্যাকম্ আবরণকারিণমুদীয়াকামৃতিকাস্তৃপম্ ॥৩২॥

সেতি । বহুমতীং সমস্ততঃ স্থানম্ । বিচিহ্নন্তী ফলানি বিচিহ্নতী ॥৩৩॥

রূপেণেতি । রূপাদিনা সমন্বিতেতি শেষঃ ॥৩৪॥

তামিতি । একবদ্রামিত্যনেন বায়ুনা বস্ত্রচালনে তদঙ্গদর্শনসম্ভব ইতি সূচিতম্ ॥৩৫॥

তামিতি । রেমে আনন্দ । ক্লামকণ্ঠঃ অতিক্রীণম্বরঃ, চিরভোজনাতাবেনাতিদুর্কলত্বা-

ভরতনন্দন ! সেই শর্যাপিরাজার চারি হাজার ভোগ্য স্ত্রী এবং ‘সুকণ্ঠা’-নামে পরমসুন্দরী একটা কণ্ঠা ছিল ॥৩১॥

দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সেই সুকণ্ঠা সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে চ্যবনের সেই বন্দ্যাকামৃতিকাস্তৃপের নিকটে আগমন করিল ॥৩২॥

সখীগণবেষ্টিতা সুকণ্ঠা তখন অতিমনোহর স্থানগুলি দেখিতে থাকিয়া এবং বৃক্ষের ফল চয়ন করিয়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল ॥৩৩॥

রূপ, বয়স, কাম ও মদসম্পন্ন সুকণ্ঠা ক্রমে পুষ্পসমন্বিত বহু বৃক্ষের শাখাগুলিকে ভগ্ন করিতে লাগিল ॥৩৪॥

তখন জ্ঞানী চ্যবন—সখীরহিতা, একাকিনী, একবদ্রা ও অলঙ্কৃত সেই সুকণ্ঠাকে বিচরণশীলা বিদ্যুতের স্থায় দর্শন করিলেন ॥৩৫॥

মহাতেজা চ্যবন নির্জনে তাহাকে দেখিয়াই আনন্দিত হইলেন এবং

কৌতূহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎ কৃত্য ।  
 কিম্বু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্বিভেদাশ্চ লোচনে ॥৩৮॥ (বিশেষকম)  
 অত্রুধ্যৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যমান ।  
 ততঃ শর্যাতিসৈন্যশ্চ শকৃন্মূত্রে সমাবরণোৎ ॥৩৯॥  
 ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে সৈন্যমানাহুঃখিতম্ ।  
 তথাগতমভিপ্রেক্ষ্য পর্য্যপৃচ্ছৎ স পার্থিবঃ ॥৪০॥  
 তপোনিত্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ রৌষণশ্চ বিশেষতঃ ।  
 কেনাপকৃতমগ্নৌহ ভার্গবশ্চ মহাত্মনঃ ।  
 জ্ঞাতং বা যদি বাহুজ্ঞাতং তদ্রূপং ক্রতু মা চিরম্ ॥৪১॥

### ভারতকৌমুদী

দিত্যাশয়ঃ । অতএব সা স্ককণ্ডা অশ্চ চ্যবনস্তাভাষণং ন শৃণোতি স্ম । বুদ্ধিমোহবলাৎ কৃত্য  
 বুদ্ধিমোহাবিষ্টা । অশ্চ চ্যবনশ্চ ॥৩৮—৩৮॥

অত্রুধ্যাদিতি । পরমমন্যমান অতীবদৈন্ত্যাস্থিতঃ । সমাবরণোৎ রুদ্ধবান্ ॥৩৯॥  
 তত ইতি । আনাহেন মলমূত্রবন্ধেন হুঃখিতম্ । তথা তদ্রূপেণৈব আগতম্ ॥৪০॥  
 তপ ইতি । তপ এব নিত্যং সদাতনং যশ্চ তস্তা । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥

### ভারতভাবদীপঃ

॥৫—১॥ প্রসংখ্যানান্ একযত্নেন ভূয়ঃস্বর্ণমুদ্রাদারোপকান্ খারীভ্রোগাদীন ॥৮—২৩॥ সোমশ্চ  
 পীথঃ পানং তদ্বস্তো সোমপীথিনো ॥২৪॥ বীরস্থানেন বীরাসনেন ॥২৫—৩৫॥ কামকণ্ঠঃ  
 ক্ষীণধ্বনিঃ ॥৩৬॥ অতএব সা তদ্বচনং ন শৃণোতি ॥৩৭—৩৯॥ আনাহো মলবিষ্টস্তঃ ॥৪০—৪৩॥  
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০১॥

তপোবলযুক্ত ব্রহ্মর্ষি সেই চ্যবন ক্ষীণস্বরে সেই কল্যাণী স্ককণ্ডার সহিত কথা বলিয়া  
 উঠিলেন ; কিন্তু স্ককণ্ডা চ্যবনের সে কথা শুনিতে পাইল না । তাহার পর স্ককণ্ডা  
 উন্নীর মাটির ভিতরে চ্যবনের চোখ দুইটা দেখিয়া, ‘এটা কি রে !’ এই কথা বলিয়া  
 কৌতুক ও বুদ্ধিমোহবশতঃ কণ্টক দ্বারা চ্যবনের নয়ন বিদ্ধ করিল ॥৩৬—৩৮॥

স্ককণ্ডা নয়ন বিদ্ধ করিলে, চ্যবন অত্যন্ত বেদনা পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ; তৎপরে  
 তিনি তপঃপ্রভাবে শর্যাতিরাজ্যার সৈন্যগণের মল-মূত্র রুদ্ধ করিলেন ॥৩৯॥

মল-মূত্র রুদ্ধ হইলে, সৈন্যগণ আনাহরোগে পীড়িত হইয়া সেইভাবেই যাইয়া  
 রাজ্যার নিকট উপস্থিত হইল ; রাজা তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৪০॥

“সর্ব্বদা তপস্তাকারী, বৃদ্ধ, বিশেষতঃ কোপনস্বভাব মহাত্মা চ্যবনের কোন  
 অপকার আজ এখানে কেহ করিয়াছে কি ? জান বা না জান, তাহা সত্য বল ;  
 বিলম্ব করিও না” ॥৪১॥

তমুচুঃ সৈনিকাঃ সৰ্বে ন বিদ্যোহপকৃতং বয়ম্ ।  
 সৰ্ব্বোপায়ৈৰ্যথাকামং ভবাংস্তদধিগচ্ছতু ॥৪২॥  
 ততঃ স পৃথিবীপালঃ সান্না চোগ্ৰেণ চ স্বয়ম্ ।  
 পর্যপৃচ্ছৎ স্তহ্নবর্গং পর্যজ্ঞানন্ ন চৈব তে ॥৪৩॥  
 আনাহর্তং ততো দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমস্থাদিতম্ ।  
 পিতরং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা শূকন্যেদমথাত্ৰবীৎ ॥৪৪॥  
 ময়াহটন্ত্যেহ বল্মীকে দৃষ্টং সত্ত্বমভিজ্ঞলৎ ।  
 খণ্ডোতবদভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্বমস্তিকাৎ ॥৪৫॥  
 এতচ্ শ্রুত্বা তু বল্মীকং শর্যাতিস্তূর্ণমভ্যাগাৎ ।  
 উত্রাপশ্যন্তপোবুদ্ধং বয়োবুদ্ধঞ্চ ভার্গবম্ ॥৪৬॥  
 অযাচদথ সৈন্যার্থং প্রাজ্ঞলিঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 অজ্ঞানান্ভালয়া যতে কৃতং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪৭॥

#### ভারতকৌমুদী

তমিতি । যথাকামং যথেষ্টম্, অধিগচ্ছতু জানাতু ॥৪২॥  
 তত ইতি । সান্না কোমলবাক্যেন, উগ্ৰেণ রুদ্ধবাক্যেন চ । তে স্তহ্নবর্গঃ ॥৪৩॥  
 আনাহর্তি । আনাহর্তং মূলমূলবন্ধরোগপীড়িতম্ ॥৪৪॥  
 ময়েতি । অটন্ত্য বিচরন্ত্য । সত্ত্বং কিমপি শ্রব্যম্ ॥৪৫॥  
 এতদ্বিতি । বল্মীকম্ উয়ীকামৃতিকাত্মপম্ । ভার্গবং চ্যবনম্ ॥৪৬॥  
 অযাচদ্বিতি । পৃথিবীপতিঃ শর্যতিঃ । যৎ পীড়নম্ ॥৪৭॥

তখন সৈন্যেরা সকলেই রাজাকে বলিল—“আমরা উহার কোন অপকারের বিষয় জানি না ; আপনি ইচ্ছানুসারে সর্বপ্রকারে তাহা জানুন” ॥৪২॥

তাহার পর শর্যতিরাজা নিজেই কোমল ও কঠোর বাক্যে বন্ধুবর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহারাও জানে না (বলিল) ॥৪৩॥

তৎপরে সেই সৈন্যগণকে আনাহরোগে পীড়িত ও যাতনাগ্রস্ত এবং পিতাকেও দুঃখিত দেখিয়া শূকন্য এই কথা বলিল—॥৪৪॥

“আমি এইখানে বিচরণ করিবার সময়ে উয়ীর মাটির ভিতরে উজ্জল একটা বস্তু দেখিয়াছিলাম এবং সেটাকে জোনাকিপোকার মত মনে করিলাম ; তাই নিকটে যাইয়া উহা আমি বিদ্ধ করিয়াছি” ॥৪৫॥

ইহা শুনিয়া শর্যতিরাজা সত্ত্বরই সেই উয়ীর মাটির নিকট গেলেন এবং তাহার ভিতরে তপোবুদ্ধ ও বয়োবুদ্ধ চ্যবনকে দেখিলেন ॥৪৬॥

তাহার পর তিনি কৃতান্তলি হইয়া সৈন্যগণের জন্ত প্রার্থনা করিলেন যে,  
 বনঃ১৩০ (৮)

ততোহব্রবীশহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তদা ।  
 অপমানাদহং বিক্রো হনয়া দর্পপূর্ণয়া ॥৪৮॥  
 রূপোদার্য্যসমায়ুক্তাং লোভমোহবলাং কৃতাম্ ।  
 তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ ! দুহিতরং তব !  
 ক্ষংস্ত্যমীতি মহীপাল ! সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥৪৯॥

লোমশ উবাচ ।

ধার্ষেবচনমাজ্জায় শর্যাতিরবিচারয়ন্ ।  
 দদৌ দুহিতরং তস্মৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥৫০॥  
 প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং ভগবান্ প্রসসাদ্ হ ।  
 প্রাপ্তপ্রসাদো রাজা বৈ সসৈন্ত্যঃ পুরম্ভ্রজৎ ॥৫১॥  
 হুকন্যাপি পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা ।  
 নিত্যং পর্য্যচরৎ শ্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অপমানাং অপমানবমজ্জাং কৃষেতি ল্যবলোপে পঞ্চমী ॥৪৮॥  
 রূপেতি । রূপং দৌন্দর্য্যম্ ঔদার্য্যং বংশগুণাং সম্ভাব্যমানং মহত্ত্বং তাভ্যাং সমায়ুক্তাম্, লোভঃ  
 কৌতুকচরিতার্থতাগ্রবণতা মোহশ্চ মম নয়ন এব থতোভ্রমস্তাভ্যাং বলাং কৃতং বলেনাবিষ্টাম্ ।  
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥  
 ঋষেরিতি । আজ্জায় শ্রদ্ধা । অবিচারয়ন্ মুনের্বার্দ্ধকাদিকম্, সৈন্ত্যগীড়াদর্শনাং ॥৫০॥  
 প্রতীতি । প্রাপ্তঃ প্রসাদঃ প্রসন্নতানিবন্ধনং সৈন্ত্যস্বাস্থ্যং যেন সঃ ॥৫১॥  
 হুকন্যেতি । নিয়মেন বৈধস্বানাদিনা পর্য্যচরৎ, পত্যুসারিত্বাং পত্ন্যা ইতি ভাবঃ ॥৫২॥

“মহর্ষি ! বালিকা অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে যে পীড়ন করিয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা  
 করুন” ॥৪৭॥

তদনন্তর ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে বলিলেন—“রাজা ! এই দর্পিতা বালিকা  
 অবজ্ঞা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে ॥৪৮॥

রাজা ! রূপ ও উদারতায়ুক্তা এবং লোভ ও মোহসমাবিষ্টা আপনার সেই  
 কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়াই আমি ক্ষমা করিব ; ইহা আপনার নিকট সত্য  
 বলভেছি” ॥৪৯॥

লোমশ বলিলেন—“চ্যবনের উক্তি শুনিয়া শর্যাতিরাজা কোন বিবেচনা না  
 করিয়াই সেই মহাত্মা চ্যবনকে কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥৫০॥

চ্যবনও সেই কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন ; রাজাও তাঁহার প্রসন্নতা  
 লাভ করিয়া সৈন্ত্যগণের সহিত রাজধানীতে চলিয়া গেলেন ॥৫১॥

অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুক্রধ্বনসূয়িকা ।

সমারাধয়ত ক্ষিপ্রং চ্যবনং সা শুভাননা ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং শ্রুকন্তোপাখ্যানে একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

কশ্চচিৎকথ কালশ্চ ত্রিদশাবধিনৌ নৃপ ! ।

কৃত্যভিষেকাং বিবৃতাং শ্রুকন্তাং তামপশ্যতাম ॥১॥

তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াঙ্গীং দেবরাজশ্চ তামিব ।

উচতুঃ সমভিভ্রাত্য নাসত্যাবশ্বিনাবিদম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নীনামিতি । অগ্নীনাং শুক্রযুঃ প্রজ্ঞানাদিনা, অতিথীনাঞ্চ শুক্রযুঃ সংকারেণ । অন-  
সূয়িকা পরদোষাবিষ্কাররহিতা । সমারাধয়ত শুক্রযুঃ বশীভূতমকরোং ॥৫৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামেকাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

কশ্চচিদিতি । কশ্চচিৎ কালশ্চ অতিক্রমে সতীতি শেষঃ, ত্রিদশৌ দেবৌ । কৃত্যভিষেকাং  
কৃতপ্নানাম্, অতএব বিবৃতাং বসনপরিধানাং প্রাগনাবৃতাসীম্ ॥১॥

তামিতি । সমভিভ্রাত্য ভ্রতমুপেতা, ন অসতাং মিথ্যা চিকিৎসা যয়োস্তৌ ॥২॥

এদিকে অনিন্দিতা শ্রুকন্তাও তপস্বী পতি লাভ করিয়া তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা  
শ্রীতিসহকারে সর্বদা তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥১২॥

এইভাবে পরদোষানুসন্ধানরহিতা সুমুখী শ্রুকন্তা অগ্নি ও অতিথিগণের শুক্রাষায়  
প্রবৃত্ত থাকিয়া সত্বরই সেবা দ্বারা চ্যবনকে বশীভূত করিলেন” ॥৫৩॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“রাজা । তাহার পর কিছু কাল অতীত হইলে, একদা  
দেবতা অশ্বিনীকুমারেরা, স্নান করিবার পরে নগ্ন অবস্থায় সেই শ্রুকন্তাকে দর্শন  
করিলেন ॥১॥

দেবরাজের কন্ডার শ্রায় সন্দৃশ্যঙ্গী সেই শ্রুকন্তাকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারেরা সত্বর  
তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—॥২॥

\* ‘...দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’  
—নি নি ।



কশ্চ ত্বমসি বামোরু ! বনেহস্মিন্ কিং করোষি চ ।  
 ইচ্ছাব ভদ্রে ! জ্ঞাতুং ত্বাং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে ! ॥৩॥  
 ততঃ সুকন্যা সত্রীড়া তাবুবাচ সুরোত্তমো ।  
 শর্যাতিতনয়াং বিত্তং ভার্য্যাং মাং চ্যবনস্ত চ ॥৪॥  
 অথাশ্বিনৌ প্রহস্মৈতামক্রতাং পুনরেব তু ।  
 কথং ত্বমসি কল্যাণি ! পিত্রা দত্তা গতাধ্বনে ॥৫॥  
 ভ্রাজসেহস্মিন্ বনে ভীরু ! বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ।  
 ন দেবেষপি তুল্যাং হি ত্বয়া পশ্চাব ভাবিনি ! ॥৬॥  
 অনাভরণসম্পন্না পরমাস্বরবর্জিতা ।  
 শোভয়স্বধিকং ভদ্রে ! বনমপ্যনলঙ্কৃতা ॥৭॥  
 সর্বাভরণসম্পন্না পরমাস্বরধারিণী ।  
 শোভসে ত্বনবগ্যাস্তি ! ন ত্বেবং মলপঙ্কিনী ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

কস্তেতি । হে বামোরু ! সুন্দরোরুগলে ! । ইচ্ছাব আবাম্ ॥৩॥  
 তত ইতি । সত্রীড়া পরপুরুষদৃষ্টসর্বাক্ষত্বাৎ সলজ্জা । বিত্তং যুবাং জানীতম্ ॥৪॥  
 অথেতি । গতাধ্বনে অতীতযৌবনকালায়, “সাদধ্বা কালবত্মনোঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৫॥  
 ভ্রাজস ইতি । বিদ্যুৎ তড়িৎ, সৌদামিনী তদাখ্যা স্বর্বেষ্ঠা চ । পশ্চাব আবাম্ ॥৬॥  
 অনেতি । অনাভরণসম্পন্না, অতএবানলঙ্কৃতাপি বনমধিকং শোভয়সি ॥৭॥  
 সর্বেতি । মলপঙ্কৌ শরীরশ্বেদাদিকর্দমৌ অশ্লাস্ত ইতি মলপঙ্কিনী ॥৮॥

“বামোরু ! তুমি কাহার ? এ বনেই বা কি কর ? ভদ্রে ! আমরা তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, সুন্দরি ! তাহা বল” ॥৩॥

তাহার পর সুকন্যা লজ্জিত হইয়া সেই দেবশ্রেষ্ঠ দুইজনকে বলিলেন—  
 “আপনারা অবগত হউন যে, আমি শর্যাতিরাজার তনয়া এবং মহর্ষি চ্যবনের ভার্য্যা” ॥৪॥

তৎপরে অশ্বিনীকুমারেরা হাস্ত করিয়া আবারও তাঁহাকে বলিলেন—“কল্যাণি ! তোমার পিতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে দান করিয়াছেন কেন ?” ॥৫॥

ভীরু ! তুমি এই বনের ভিতরে বিদ্যুৎ ও সৌদামিনীনাগ্নী অঙ্গরার স্থায় শোভা পাইতেছ ; ভাবিনি ! দেবতাদের মধ্যেও তোমার মত সুন্দরী আমরা দেখিতে পাই না ॥৬॥

ভদ্রে ! তোমার কোন অলঙ্কার নাই ; সুতরাং তুমি অনলঙ্কৃতা এবং ঠুংকৃষ্ট বস্ত্ররহিতা ; তথাপি তুমি এই বনটার পরম শোভা জন্মাইতেছ ॥৭॥

কস্মাদেবংবিধা ভূত্বা জরাজর্জরিতং পতিম্ ।  
 ত্বমুপাস্মৈ হ কল্যাণি ! কামভোগবহিষ্কৃতম্ ॥৯॥  
 অসমর্থং পরিত্রাণে পোষণে চ শুচিস্মিতে ! ।  
 সা ত্বং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥১০॥  
 পত্যর্থং দেবগর্ভাভে ! মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ ।  
 এবমুক্তা শ্লুকণ্যাপি সুরৌ তাবিদমব্রবীৎ ॥১১॥ (বিশেষকম)  
 রতাহং চ্যবনে পত্যৌ মৈবং মাং, পর্যাশঙ্কতম্ ।  
 তাবক্রতাং পুনস্তেনামাবাং দেবভিষগ্ বরৌ ॥১২॥  
 যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব ।  
 ততস্তস্যাবয়ৌশ্চৈব বৃণীষ্যান্যতমং পতিম্ ।  
 এতেন সময়েনৈনমামন্ত্রয় পতিং শুভে ! ॥১৩॥ (যুগ্মকম)  
 সা তয়োর্বচনাদ্রাজমুপসঙ্গম্য ভার্গবম্ ।  
 উবাচ বাক্যং যত্তাত্যামুক্তং ভৃগুহৃতং প্রতি ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

কস্মাদিতি । উপাস্মৈ সেবসে । হৃদয়ঃ পাদপূরণে । হে শুচিস্মিতে ! শুভহাস্তে ! ।  
 পত্যর্থং বরয়স্বৈতি সম্বন্ধঃ । হে দেবগর্ভাভে ! দেববালিকাতুল্যো ! ॥৯—১১॥  
 রতেতি । এবং বৃদ্ধত্বাচ্যবনবিরক্তাম্ । সময়েন প্রতিজ্ঞয়া । পরঃ শ্লোকঃ ষট্‌পাদঃ ॥১২—১৩॥

সুন্দরি ! তুমি—সমস্ত অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র ধারণ করিয়াই শোভা পাইতে পার ; কিন্তু এইরূপ মল-কর্দম-যুক্ত হইয়া নহে ॥৮॥

কল্যাণি ! তুমি এমন সুন্দরী হইয়া—জরাজর্জরিত, কামভোগশক্তিহীন এবং রক্ষা করিতে ও ভরণ-পোষণ করিতে অসমর্থ পতির সেবা করিতেছ কেন ? শুভহাসিনি ! তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া পতিরূপে আমাদের একজনকে বরণ কর ; দেববালিকাতুল্যো ! তুমি তোমার যৌবনটিকে বৃথা করিও না ।” অশ্বিনীকুমারেরা এইরূপ বলিলে, শ্লুকণ্যও সেই দেবতা ছই জনকে এই কথা বলিলেন—॥৯—১১॥

“আমি—পতি চ্যবনের প্রতি অমুরক্ত ; কিন্তু আপনারা আমাকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত বলিয়া মনে করিবেন না ।” তখন অশ্বিনীকুমারেরা পুনরায় শ্লুকণ্যকে কহিলেন—“কল্যাণি ! আমরা দেবচিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান ; সুতরাং আমরা তোমার পতিকে যুবক ও রূপবান্ করিয়া দিব ; তাহার পর তিনি এবং আমরা—এই তিন জনের মধ্যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করিও ; অতএব এই সৰ্ব্ব জানাইয়াই তোমার সেই পতিকে ডাক” ॥১২—১৩॥

তচ্ শ্রদ্ধা চ্যবনো ভার্য্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি ।  
 ভত্রী সা সমনুজ্জাতা ক্রিয়তামিত্যথাব্রবীৎ ॥১৫॥  
 শ্রদ্ধা তদাশ্বিনৌ বাক্যং তত্তত্তাঃ ক্রিয়তামিতি ।  
 উচতু রাজপুত্রৌ তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ ॥১৬॥  
 ততোহস্তশচ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ ।  
 অশ্বিনাবপি তদ্রাজন্ ! সরঃ প্রাবিশতাং তদা ॥১৭॥  
 ততো মুহূর্ত্তাদুদৌর্গাঃ সর্বে তে সরসস্তদা ।  
 দিব্যরূপধরাঃ সর্বে যুবানো মুষ্টকুণ্ডলাঃ ॥১৮॥  
 তুল্যবেশধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ ।  
 তেহব্রুবন্ সহিতাঃ সর্বে বৃগীষ্মান্যতমং শুভে ! ॥১৯॥  
 অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে ! পতিত্বৈ বরবর্ণিনি ! ।  
 যত্র বাপ্যভিকামাসি তং বৃগীষ স্বশোভনে ! ॥২০॥ (বিশেষকম্)

### ভারতকৌমুদী

সেতি । ভার্গবং চ্যবনং তদস্তিকমিত্যর্থঃ ॥১৪॥  
 তদ্বিতি । ক্রিয়তাম্, উক্তরূপং কার্য্যমশ্বিনীকুমারভ্যামিতি শেষঃ ॥১৫॥  
 শ্রদ্ধেতি । তত্তাঃ স্নকন্থায়াঃ । অপো জলম্ ॥১৬॥  
 তত ইতি । রূপার্থী যৌবনার্থী চ । প্রাবিশতাং প্রবিষ্টবন্তৌ ॥১৭॥  
 তত ইতি । মুহূর্ত্তাং পরম্ । মুষ্টকুণ্ডলাঃ পরিকৃতকুণ্ডলাঃ । অস্মাকং মধ্যে ঈপ্সিতমন্ততমং  
 জনং পতিত্বৈ বৃগীষেতি সম্বন্ধঃ । অভিকামা আদিতঃ কামুকী ॥১৮—২০॥

রাজা ! অশ্বিনীকুমারদের সেই কথা অনুসারে স্নকন্থা চ্যবনের নিকট  
 যাইয়া—তঁাহার প্রতি তঁাহারা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন ॥১৪॥

তাহা শুনিয়া চ্যবন স্নকন্থাকে বলিলেন—“অশ্বিনীকুমারেরা উক্তরূপ কার্য্যই  
 করুন ।” তখন স্নকন্থা ভর্ত্তার অনুমতি পাইয়া যাইয়া অশ্বিনীকুমারদিগকে বলিলেন  
 —“আপনারা তাহাই করুন” ॥১৫॥

তখন স্নকন্থার মুখে ‘করুন’—এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারেরা তঁাহাকে  
 বলিলেন—“তবে তোমার পতি জলে প্রবেশ করুন” ॥১৬॥

তাহার পর রূপ ও যৌবনার্থী চ্যবন সহস্রই জলে প্রবেশ করিলেন । রাজা !  
 তখন অশ্বিনীকুমারেরাও সেই সরোবরে প্রবেশ করিলেন ॥১৭॥

তদনন্তর তঁাহারা সকলেই মুহূর্ত্তকাল পরে সরোবর হইতে উঠিলেন ; তখন  
 তঁাহারা সকলেই দিব্য-রূপ-সম্পন্ন, যুবক, পরিমার্জিত কুণ্ডলধারী, সমান বেশ-  
 সমন্বিত এবং মনের আনন্দবর্দ্ধক হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । পরে

সা সমীক্ষ্য তু তান্ সৰ্বাংস্তুল্যরূপধরান্ স্থিতান্ ।  
 নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধা দেবী বত্রে স্বকং পতিম্ ॥২১॥  
 লব্ধ্বা তু চ্যবনো ভাৰ্য্যাং বয়ো রূপঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ।  
 হৃষ্টোহব্রবীশ্চহাতেজ্ঞাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ ॥২২॥  
 যথাহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ ।  
 কৃতো ভবন্ত্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভাৰ্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্ ॥২৩॥  
 তস্মাদযুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং, সোমপীথিনৌ ।  
 মিমতো দেবরাজস্ত সত্যমেতদব্রবীমি বাম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

## ভারতকৌমুদী

সেতি । নিশ্চিত্য বুদ্ধা যোগিযোগানয়নভাবাদিনা নিশ্চয়েনাবগম্য ॥২১॥  
 লব্ধ্বতি । বয়ো যৌবনম্ । নাসত্যৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥২২॥  
 যথেষতি । যথা যস্যাং । সোমপীথিনৌ যজ্ঞে সোমপায়িনৌ । মিমতঃ পশুতঃ পশুস্তং  
 তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ । এতেনাশ্বিনৌ পূৰ্ব্বমসোমপাবাস্তামিতি স্থচিতম্ ॥২৩—২৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

কস্তচিদিতি । বিবৃতামনাচ্ছাদিতাম্ ॥১—৪॥ গতধ্বনে অতীতবয়সে ইত্যর্থঃ ॥৫—২৩॥  
 “অশ্বিনৌ বৈ দেবানামসোমপাবাস্তাম্” ইতি শ্রুতং তস্মৈতদুপবৃংহণম্, তস্মাদযুবাংমিতি । যুবয়ো-  
 রসোমপত্নং মিমতঃ পশুতঃ দ্রবীকরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥.০২॥

—:—

তাঁহারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া শ্রুকণ্ঠাকে বলিলেন—“কল্যাণি ! তুমি  
 আমাদের মধ্যে তোমার অতীষ্ট কোন একজনকে পতিত্বে বরণ কর, অথবা ভদ্রে !  
 বরবর্ণিনি ! সুনন্দ্রি ! যাঁহার উপরে তোমার পূৰ্ব্ব হইতেই অভিলাষ আছে,  
 তাঁহাকেই বরণ কর” ॥১৮—২০॥

তখন শ্রুকণ্ঠাদেবী তাঁহাদের সকলকেই সমানরূপধারণপূৰ্ব্বক থাকিতে দেখিয়া  
 মনে মনে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া আপন পতিকেকেই বরণ করিলেন ॥২১॥

তাঁহার পর মহাতেজা চ্যবন ভাৰ্য্যা, অতীষ্ট বয়স ও রূপ লাভ করিয়া আনন্দিত  
 হইয়া সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই কথা বলিলেন— ॥২২॥

“আমি বৃদ্ধ ছিলাম, তথাপি আপনারা যখন আমাকে যুবা ও রূপবান্ করিলেন  
 এবং আমি এই ভাৰ্য্যাটী লাভ করিলাম ; তখন আমিও প্রণয়বশতঃ দেবরাজের  
 সাক্ষাতেই আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব ; ইহা আপনাদিগকে সত্য  
 বলিলাম” ॥২৩—২৪॥

(২১)....নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধা—বা ব ক নি ।

তচ্শ্রদ্ধা হৃষ্টমনসৌ দিবং তৌ প্রতি জগ্মতুঃ ।

চ্যবনশ্চ স্ককন্তা চ সুরাবিব বিজহ্মতুঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং স্ককন্তোপাখ্যানো দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

ততঃ শুশ্রাব শর্যাতির্বয়স্থং চ্যবনং কৃতম্ ।

সংহৃষ্টঃ সেনয়া সার্কিমুপায়াদ্ভার্গবাক্রমম্ ॥১॥

চ্যবনঞ্চ স্ককন্তাঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবসুতাবিব ।

রেমে সভার্য্যঃ শর্যাতিঃ কৃৎস্নাং প্রাপ্য মহীমিব ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

তদिति । তৌ অশ্বিনৌ । সুরশ্চ সুরী চ সুরৌ দেবদেব্যাবিবেত্যর্থঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । বয়স্থং তরুণম্, “বয়স্থস্তরুণো যুবা” ইত্যমরঃ ॥১॥

চ্যবনমিতি । দেবসু সুতশ্চ সুতা চ দেবসুতৌ । রেমে আনন্দ ॥২॥

তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের দিকে চলিয়া গেলেন ;  
এদিকে চ্যবন এবং স্ককন্তাও দেব-দেবীর আয় বিহার করিতে লাগিলেন” ॥২৫॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর শর্যাতিরাজা শুনিলেন যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়  
চ্যবনকে যুবা করিয়াছেন; ইহা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া সৈঙ্গগণের  
সহিত চ্যবনের আশ্রমে গমন করিলেন ॥১॥

শর্যাতিরাজা ভার্য্যার সহিত যাইয়া চ্যবনকে ও স্ককন্তাকে দেবতার পুত্র-  
কন্তার আয় দেখিয়া, সমগ্র পৃথিবীর রাজহু পাওয়াই যেন আনন্দ লাভ  
করিলেন ॥২॥

\* ‘...ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’  
—পি নি ।

ঋষিণা সংকৃতস্তেন সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 উপোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ॥৩॥  
 অধৈনং ভার্গবো রাজ্জম্বুবাচ পরিসাস্তুয়ন্ ।  
 যাজয়িষ্যামি দ্বাজংস্বাং সম্ভারানুপকল্পয় ॥৪॥  
 ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ শর্যাতিরবনৌপতিঃ ।  
 চ্যবনশ্চ মহারাজ ! তদ্বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥৫॥  
 প্রশস্তেহহনি যজ্ঞীয়ে সর্বকামসমৃদ্ধিমৎ ।  
 কারয়ামাস শর্যাতির্যজ্ঞায়তনমুক্তমম্ ॥৬॥  
 তত্রৈনং চ্যবনো রাজন্ ! যাজয়ামাস ভার্গবঃ ।  
 অঙ্কুতানি চ তত্রাসন্ যানি তানি নিবোধ মে ॥৭॥

## ভারতকৌমুদী

ঋষিণেতি । উপ সমীপে, কল্যাণীরূপলম্বীঃ, কথা আলাপন ॥৩॥  
 অধৈতি । পরিসাস্তুয়ন্ অহুনয়ন্ । সম্ভারান্ যজ্ঞোপযোগিজব্যাবি ॥৪॥  
 ভত ইতি । প্রত্যপূজয়ৎ অঙ্গীকারেণাদৃতবান্ ॥৫॥  
 প্রশস্ত ইতি । কামাস্ত ইতি কামা অভীষ্টদ্রব্যাবি । যজ্ঞায়তনং যজ্ঞশালাম্ ॥৬॥  
 অঙ্কুতি । এনং শর্যতিম্ । অঙ্কুতানি আশ্চর্য্যব্যাপাৰাঃ । নিবোধ শৃণু ॥৭॥

## ভারতভাবদীপঃ

ভত ইতি । বয়স্ং যুবানম্, “যুবং চ্যবানমশ্বিনা জয়স্বং পুনর্যুবানং চরথায় চক্রথু”রিতি  
 মন্ত্রলিঙ্গাৎ । চ্যবানং চ্যবনম্, চরথায় ধর্ম্মাচরণার্থম্ ॥১—৩॥ সম্ভারান্ যজ্ঞোপকরণানি ॥ ৪—৭॥

তখন চ্যবন তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিলে, শর্যতিরাজা ভার্ঘ্যার সহিত নিকটে  
 বসিয়া মঙ্গলকর ও মনোহর আলাপ করিলেন ॥৩॥

যুধিষ্ঠির ! তাহার পর চ্যবন অহুনয় করিয়া শর্যতিরাজাকে বলিলেন—  
 “রাজা ! আমি আপনাকে যজ্ঞ করাইব, আপনি তাহার দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ  
 করুন” ॥৪॥

মহারাজ ! তদনন্তর শর্যতিরাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া চ্যবনের সেই  
 বাক্যের সমাদর করিলেন ॥৫॥

তৎপরে শর্যতিরাজা যজ্ঞের প্রশস্ত দিনে সর্বদ্রব্যসম্পন্ন উত্তম যজ্ঞশালা  
 নির্মাণ করাইলেন ॥৬॥

রাজা ! ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই যজ্ঞশালায় শর্যতিরাজাকে যজ্ঞ করাইতে  
 লাগিলেন ; তাহাতে যে সকল অঙ্কুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট  
 শ্রবণ কর ॥৭॥

অগৃহ্নাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দেবয়োস্তদা ।

তমিস্ত্রো বারয়ামাস গৃহ্নানং স তয়োঽগ্রহম্ ॥৮॥

ইন্দ্র উবাচ ।

উভাবেতৌ ন সোমাহোঁ নাসত্যাবিত্তি মে মতিঃ ।

ভিষজৌ দিবি দেবানাং কশ্মণা তেন নার্ততঃ ॥৯॥

চ্যবন উবাচ ।

মহোৎসাহৌ মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবন্তরৌ ।

যৌ চক্রভূর্মাং মঘবন্ ! বৃন্দারকমিবাজরম্ ॥১০॥

ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চাত্মানু কথং বৈ নার্ততঃ সবম্ ।

অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র ! দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর ! ॥১১॥

ইন্দ্র উবাচ ।

চিকিৎসকৌ কশ্মকরৌ কামরূপসমশ্বিতৌ ।

লোকে চরন্তৌ মর্ত্যানাং কথং সোমমিহার্ততঃ ॥১২॥

### ভারতকৌমুদী

অগৃহ্নাৎসিতি । অশ্বিনোরর্থে । গৃহ্নতে অনেনেতি গ্রহঃ সোমপাত্রম্, তম্ ॥৮॥

উভাবিতি । নাসত্যাশ্বিনৌ । ভিষজৌ চিকিৎসকমাত্রৌ ন পুনর্দেবাবিত্তি ভাবঃ ॥৯॥

মহেতি । রূপদ্রবিণবন্তরৌ প্রাধাত্মন সৌন্দর্য্যধনবন্তৌ । বৃন্দারকং দেবম্ ॥১০॥

ঋত ইতি । সবং যজ্ঞং যজ্ঞীয়সোমমিত্যর্থঃ । দেবৌ বিদ্ধি, অতঃ সোমমহর্ততঃ ॥১১॥

চিকিৎসকাবিত্তি । কামরূপসমশ্বিতৌ, মায়ামাত্রেন ন পুনর্দেবত্বেনেত্যাশয়ঃ ॥১২॥

চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের জন্ত সোমরস লইবার সঙ্কল্প করিলেন, এমন কি তিনি তাঁহাদিগকে দিবার জন্ত সোমপাত্র গ্রহণই করিলেন ; তখন ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ॥৮॥

ইন্দ্র বলিলেন—“ঋষি ! আমার ধারণা এই যে, এই অশ্বিনীকুমারেরা ছই-জনই সোমরস পাইতে পারেন না । কারণ, ইহারা স্বর্গে দেবগণের চিকিৎসক-মাত্র ; সুতরাং সেই কার্য্যবশতই সোমরস পাইতে পারেন না” ॥৯॥

চ্যবন বলিলেন—“দেবরাজ ! ইহারা অত্যন্ত উৎসাহী ও মহাত্মা এবং বিশেষ রূপবান্ ও ধনবান্ ; বিশেষতঃ, ইহারা আমাকে দেবতার শ্রায় জরা-বিহীন করিয়াছেন ॥১০॥

অতএব দেবরাজ ! আপনি বা অশ্রান্ত দেবতা ব্যতীত ইহারা কেন যজ্ঞীয় সোমরস পাইবেন না । পুরন্দর ! আপনি এই অশ্বিনীকুমার দুইজনকে দেবতা বলিয়াই জাম্বুন” ॥১১॥

লোমশ উবাচ ।

এতদেব যদা বাক্যমাত্ৰেভ্যতি দেবরাট্ ।  
 অনাদৃত্য ততঃ শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ॥১৩॥  
 গ্রহীষ্যন্তস্ত তং সোমমগ্নিনোরুত্তমং তদা ।  
 সমৌক্ষ্য বলভিদেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪॥  
 আভ্যামর্থায় সোমং জ্বং গ্রহীষ্যসি যদি স্বয়ম্ ।  
 বজ্রং তে প্রহরিশ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্ ॥১৫॥  
 এবমুক্তঃ স্ময়স্বিন্দ্রমভিবৌক্ষ্য স ভার্গবঃ ।  
 জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমগ্নিত্যাগুত্তমং গ্রহম্ ॥১৬॥  
 ততোহস্মৈ প্রাহরবজ্রং ঘোররূপং শচীপতিঃ ।  
 অশ্ব প্রহরতো বাজ্রং স্তম্ভয়ামাস সৰ্ব্বতঃ ॥১৭॥

ভাবতকৌমুদী

এতদিত্তি । আশ্ৰেভ্যতি দ্বিত্বিবদতি, “আশ্ৰেভিতং দ্বিত্বিকল্পম্” ইত্যমরঃ ॥১৩॥  
 গ্রহীষ্যন্তমিতি । অগ্নিনোর্থে । বলভিৎ ইন্দ্রঃ ॥১৪॥  
 আভ্যামিতি । আভ্যাম্ অনয়োরাগ্নিনোঃ অর্থায় প্রয়োজনায় ॥১৫॥  
 এবমিতি । স্বয়ন্ দ্বৈতকন । সোমং সোমাদারভূতম্, গ্রহং পাত্ৰম্ ॥১৬॥  
 তত ইতি । প্রাহরৎ প্রহর্তুমুদযচ্চ । স্তম্ভয়ামাস চ্যবন ইতি শেষঃ ॥১৭॥

ইন্দ্র বলিলেন—“ঋষি ! ইহারা দেবগণের চিকিৎসক ও কার্য্যকারী এবং  
 মায়া করিয়া কামরূপী হন, বিশেষতঃ মর্ত্যালোকে বিচরণ করেন ; সুতরাং  
 ইহারা কি করিয়া সোমরস পাইতে পারেন ?” ॥১২॥

লোমশ বলিলেন—“দেবরাজ যখন এই কথাই ছুই তিন বার বলিলেন, তখন  
 চ্যবন তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সোমপাত্ৰ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৩॥

চ্যবন অগ্নিনীকুমারদের জন্ত উত্তম সোমরস গ্রহণই করিবেন, ইহা দেখিয়া  
 তখন দেবরাজ এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

“তুমি যদি অগ্নিনীকুমারদের জন্ত নিজেই সোমরস গ্রহণ কর, তবে তোমার  
 উপরে দারুণ ও শ্রেষ্ঠ বজ্র প্রহার করিব” ॥১৫॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, চ্যবন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া  
 অগ্নিনীকুমারদের জন্ত যথাবিধানে উত্তম সোমপাত্ৰ গ্রহণ করিলেন ॥১৬॥

তাহার পর ইন্দ্র চ্যবনের উপরে ভয়ঙ্কর বজ্র প্রহার করিবার উত্তম করিলেন ;  
 উত্তম করিবামাত্র চ্যবন তাঁহার বাহু সর্ব্বপ্রকারে স্তম্ভ করিলেন ॥১৭॥



তং স্তম্ভয়িত্বা চ্যবনো জুহুবে মন্ত্রতোহনলম্ ।  
 কৃত্যার্থী স্তম্ভাতেজা দেবং হিংসিতুমুত্ততঃ ॥১৮॥  
 ততঃ কৃত্যথ সংজ্ঞে মুনেন্তস্য তপোবলাৎ ।  
 মদো নাম মহাবীর্যো বৃহৎকায়ো মহাস্থরঃ ॥১৯॥  
 শরীরং যস্য নির্দেষ্ঠুমশক্যন্ত স্ত্রাস্তরৈঃ ।  
 তস্ত্যাস্তমভবদ্বোরং তীক্ষ্ণাগ্রদশনং মহৎ ॥২০॥  
 হনুরেকা স্থিতা তস্য ভূমাবেকা দিবং গতা ।  
 চতস্ত্রশচায়তা দংষ্ট্রা যোজনানানং শতং শতম্ ॥২১॥  
 ইতরে তস্য দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ ।  
 প্রাসাদশিখরাকারাঃ শূলাগ্রসমদর্শনাঃ ॥২২॥  
 বাহু পর্বতসঙ্কাশাবায়তাবযুতং সমৌ ।  
 নেত্রে রবিশশিপ্রাণ্যে বক্তুং কালাগ্নিসম্মিতম্ ॥২৩॥

#### ভারতকৌমুদী

ভমিতি । মন্ত্রতো মন্ত্রং পঠিত্বা । কৃত্যার্থী মারণদেবতোৎপাদনার্থী ॥১৮॥  
 তত ইতি । কৃত্য কাচিন্মারণদেবতা, “কৃত্য ক্রিয়াদেবতয়োঃ” ইত্যমরঃ ॥১৯॥  
 শরীরমিতি । আস্তং বদনম্, তীক্ষ্ণাগ্রা দশনা দস্তা যজ্ঞ তৎ ॥২০॥  
 হনুরিতি । হনুরোষ্ঠ ইত্যর্থঃ, দিবম্ আকাশম্ । আরতা দীর্ঘাঃ, দংষ্ট্রা দস্তাঃ ॥২১॥  
 ইতর ইতি । দশনা দস্তাঃ । প্রাসাদশিখরাকারা দেবমন্দিরচূড়াতুল্যাঃ ॥২২॥  
 বাহু ইতি । অযুতম্ অযুতযোজনম্, সমৌ সমানপরিমাণৌ ॥২৩॥

অতিমহাতেজা চ্যবন ইন্দ্রের বাহু স্তব্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য কোন মারণদেবতা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর চ্যবনমুনির তপস্তাঃ প্রভাবে মহাস্থরের শ্রায় মহাবীর ও বৃহৎকায়ে ‘মদ’-নামে একটা মারণদেবতা জন্মিল ॥১৯॥

দেবগণ ও দানবগণ যাহার শরীরের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই । তাহার মুখখানা বিশাল ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং তাহার দস্ত সকল তীক্ষ্ণাগ্র ছিল ॥২০॥

তাহার একটা ওষ্ঠ ভূতলে ছিল, আর একটা আকাশে উঠিয়াছিল এবং সম্মুখের চারিটা দাঁত শত শত যোজন দীর্ঘ ছিল ॥২১॥

তাঁহার অপর দস্ত সকল দশযোজন দীর্ঘ, মন্দিরের চূড়ার শ্রায় ক্রমিক সরু এবং শূলাগ্রের শ্রায় তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ছিল ॥২২॥

আর তাহার পর্বততুল্য বাহুদ্বয় সমান ও অযুতযোজন দীর্ঘ, নয়নদ্বয়

লেলিহন্ জিহ্বয়া বক্তুং বিদ্যুচ্চপললোলয়া ।  
 ব্যাতাননো ঘোরদৃষ্টিগ্রাসমিব জগৎকলাৎ ॥২৪॥  
 স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্ৰুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ ।  
 মহতা ঘোররূপেণ লোকান্ শব্দেন নাদয়ন্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)  
 তং দৃষ্ট্বা ঘোরবদনঃ মদং দেবঃ শতক্রতুঃ ।  
 আয়াস্তুং ভক্ষয়িষ্যন্তুং ব্যাতাননমিবাস্তুকম্ ॥২৬॥  
 ভয়াৎ সংস্তুম্ভিতভুজঃ স্কন্ধগী লেলিহন্মুহুঃ ।  
 ততোহব্রবৌদেবরাজশচ্যবনং ভয়পীড়িতঃ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)  
 সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবগপ্রভৃতি ভার্গব ! ।  
 ভক্ষ্যতঃ সত্যমেতবচো বিপ্র ! প্রসাদ মে ॥২৮॥  
 ন তে মিথ্যা সমারম্ভো ভবত্বেষ পরো বিধিঃ ।  
 জানামি চাহং বিপ্রর্ষে ! ন মিথ্যা ত্বং করিষ্যসি ।  
 সোমার্হাবশ্বিনাবেতৌ যথৈবাগ কৃতৌ ত্বয়া ॥২৯॥

## ভারতকৌমুদী

লেলিহম্ভিতি । অত্র নকারলোপসম্ভবে তকারলোপ আৰ্হঃ । বিদ্যাদিব চপলা চঞ্চলা লোলা  
 লম্বিতা চ তয়া । ব্যাতাননো বিবৃতমুখঃ । শতক্রতুমিহ ॥২৪—২৫॥

ভমিতি । মদং তদাখ্যমম্বরম্ । স্কন্ধগী ওষ্ঠপ্রাস্তবয়ম্ ॥২৬—২৭॥

নোমেতি । নোমার্হৌ যজ্ঞায়নোমপ্রাপ্তিযোগ্যো । হে ভার্গব ! চ্যবন ! ॥২৮॥

চন্দ্র ও সূর্য্যের আয় উজ্জ্বল এবং মুখের ভিতরটা প্রলয়কালীন অগ্নির আয়  
 ছিল ॥২৩॥

সেই ঘোরদর্শন অম্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বিদ্যাতের আয় চঞ্চল ও লম্বিত  
 জিহ্বাদ্বারা মুখ লেহন করিতে থাকিয়া, বিশাল ও ভয়ঙ্কর শব্দে ত্রিভুবন নিনাদিত  
 করিয়া বলপূর্ব্বক জগৎ গ্রাসেই যেন প্রবৃত্ত হইয়া, হাঁ করিয়া, ইন্দ্রকে ভক্ষণ  
 করিবার জন্ত ধাবিত হইল ॥২৪—২৫॥

প্রকটিত মুখ যমের আয় ভয়ঙ্কর মুখ সেই মদাম্বর ভক্ষণ করিতে আসিতেছে  
 দেখিয়া স্তম্ভিতবাহু দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, বার বার ওষ্ঠপ্রাস্ত লেহন  
 করিয়া ভয়বশতঃ চ্যবনকে বলিলেন—॥২৬—২৭॥

“ভৃগুন্দন । আজ হইতে এই অশ্বিনীকুমারেরা যজ্ঞে সোমভাগী হইবেন ; এই  
 কথা শ্রব সত্য ; অতএব ব্রাহ্মণ । আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥২৮॥”

(২৫) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । লোমশ উবাচ ।’—বা ষ কা,  
 ‘...পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । লোমশ উবাচ ।’—পি নি ।

ভূয় এব তু তে বীৰ্য্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব ! ।  
 স্কন্ধায়াঃ পিতৃশ্চাস্ত্র লোকে কীর্ত্তিঃ প্রথেদিতি ॥৩০॥  
 অতো ময়ৈতদ্বিহিতং তব বীৰ্য্যপ্রকাশনম্ ।  
 তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে ভবত্বেবং যথেষ্টমি ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)  
 এবমুক্তস্য শক্রেণ ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ।  
 স মন্যুব্যগমচ্ছীভ্রং মুমোচ চ পুরন্দরম্ ॥৩২॥  
 মদঞ্চ ব্যভজদ্রোজন্ ! পানে স্ত্রীষু চ বীৰ্য্যবান্ ।  
 অন্ধেষু যুগয়ায়াঞ্চ পূৰ্ব্বমৃষ্টং পুনঃ পুনঃ ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । সমারম্ভো মদমৃষ্টিঃ । পরো বিধিঃ উক্তমা মৃষ্টিঃ । বৎপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥  
 ভূয় ইতি । বীৰ্য্যং তপঃপ্রভাবঃ । প্রথং বিস্তৃতা ভবেৎ ॥৩০—৩১॥  
 এবমিতি । মহ্যঃ ইন্দ্রং প্রতি ক্রোধঃ । মুমোচ বাহুস্তম্ভাৎ ॥৩২॥  
 মহমিতি । ব্যভজৎ বিভজ্য নিহিতবান্ । পানে স্ত্রীয়াঃ । অন্ধেষু দ্যুতক্রীড়াষু ।  
 অনর্থকারিণঃ খলু পানাদয়ঃ, তদ্বর্জনাং চ মদাশ্রয়ীকরণম্, অতএব চ মদমৃষ্টিঃ পরো বিধি-  
 রিত্যাশয়ঃ । পুনঃ পুনরিত্যনেন পানাদিষু মদাধিক্যং প্রদর্শিতম্ ॥৩৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

গ্রহং সোমস্ত, গৃহ্মাণং তস্যোরথং ॥৮—১০॥ সবং সোমম্ ॥১১—১২॥ আত্রেয়ভয়তি পুনঃ  
 পুনরাবৰ্ত্তয়তি ॥১৩—২৬॥ স্বকণী গলগৰ্ভো ॥২৭—৩২॥ মদঞ্চতি । স্ত্রীপান-স্ত্রী-দ্যুত-

ক্রম্বিষি । আপনার এই মদমৃষ্টি যেন মিথ্যা হয় না, বরং ইহা প্রধান কার্য্যে  
 পরিণত হউক । আমিও জানি যে, আপনি আজ যেমন এই অশ্বিনীকুমারদিগকে  
 যথার্থই সোমরসভাগী করিলেন, তেমন এই মদকেও মিথ্যা করিবেন না,  
 (যথার্থই করিবেন) ॥২৯॥

ভৃগুনন্দন । আপনার তপস্যার প্রভাব অধিক পরিমাণেই প্রকাশিত  
 হউক এবং স্কন্ধার পিতা শর্যাতিরাজার কীর্ত্তিও জগতে বিস্তৃতি লাভ করুক ;  
 এইরূপ ভাবিয়াই আমি এইভাবে আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়াছি ; অতএব  
 আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ; এবং আপনি যেমন ইচ্ছা করেন, মদ  
 তেমনই হউক ॥৩০—৩১॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, মহাত্মা চ্যবনের ক্রোধ সত্ত্বরই তিরোহিত হইল এবং  
 তিনি ইন্দ্রকে (বাহুস্তম্ভ হইতে) ছাড়িয়া দিলেন ॥৩২॥

রাজা । তাহার পর তপঃপ্রভাবশালী চ্যবন পূৰ্ব্বমৃষ্ট মদকে বিভক্ত করিয়া  
 স্ত্রীপান, স্ত্রী, দ্যুতক্রীড়া ও যুগয়াতে বার বার স্থাপিত করিলেন ॥৩৩॥

তথা মদং বিনিষ্কিপ্য শক্রং সন্তপ্য চেন্দুনা ।  
 অশ্বিত্যাং সহিতান্ দেবান্ যাজয়িত্বা চ তং নৃপম্ ॥৩৪॥  
 বিখ্যাপ্য বীৰ্য্যং লোকেষু সৰ্ব্বেষু বদতাং বরঃ ।  
 স্ককন্তয়া সহারণ্যে বিজহারানুকূলয়া ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)  
 তন্ত্ৰৈতদ্বিজসংঘুৰ্জং সরো রাজন্ । প্রকাশতে ।  
 অত্র ত্বং সহ সোদৰ্শ্যে পিতৃন্ দেবাংশ্চ তপয় ॥৩৬॥  
 এতদ্দৃষ্ট্বা মহীপাল ! সিকতাক্ষঃ ভারত ! ।  
 সৈন্ধবারণ্যমাসাত্ত কুল্যানাং কুরু দর্শনম্ ॥৩৭॥  
 পুষ্করেষু মহারাজ ! সৰ্ব্বেষু চ জলং স্পৃশন্ ।  
 স্থাণোর্মন্ত্ৰাণি চ জপন্ সিদ্ধিং যাস্ত্যসি ভারত । ॥৩৮॥  
 সন্ধিৰ্ঘয়োঁর্নরশ্ৰেষ্ঠ ! ত্ৰেতায়া দ্বাপরশ্চ চ ।  
 অয়ং হি দৃশ্যতে পার্থ ! সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

তথোতি । ইন্দুনা সোমেন, অশ্বিত্যাং সহিতান্ দেবান্ শক্রঞ্চ সন্তপ্যোতি সযত্নঃ । নৃপং  
 শৰীতিম্ । বিখ্যাপ্য প্রচাৰ্য্য, বীৰ্য্যমাত্মনস্তপঃপ্রভাবম্ ॥৩৪—৩৫॥

তন্ত্ৰৈতি । দ্বিজসংঘুৰ্জং পক্ষিশব্দশব্দিতম্ । সোদৰ্শ্যোত্রীভূতিঃ ॥৩৬॥

এতদ্বিতী । সিকতাক্ষং নাম তীর্থম্ । কুল্যানাং ক্ষুদ্রকৃত্রিমসরিতাম্ ॥৩৭॥

পুষ্করেতি । পুষ্করেষু প্রাপ্তকৃত্তমাকতীর্থেষু । স্থাণোঃ শিবশ্চ ॥৩৮॥

বার্ণগপ্রবচ চাবন মদকে সেইভানে স্থাপিত করিয়া, সোমদ্বারা অশ্বিনী-  
 কুমাবদেব সহিত দেবগণকে এবং ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া, শৰীতিরাজার যজ্ঞ  
 সমাপ্ত করিয়া এবং সমস্ত জগতে আপন প্রভাব প্রচারিত করিয়া, অনুকূল  
 ভাৰ্য্যা স্ককন্তার সহিত বনে বিহাব কবিতে লাগিলেন ॥৩৪—৩৫॥

বাজা ! সেই চাবনমুনির সরোবর এই প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে পক্ষি-  
 গণ রব করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি ভ্রাতাদেব সহিত ইহাতে পিতৃতর্পণ ও  
 দেবতর্পণ কর ॥৩৬॥

ভরতনন্দন রাজা ! এই সরোবর ও সিকতাক্ষতীর্থ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে  
 যাইয়া ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীগুলিকে দর্শন কর ॥৩৭॥

ভরতনন্দন মহারাজ ! সকল পুষ্করতীর্থের জলে স্নান এবং শিবের মন্ত্র জপ  
 করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ॥৩৮॥

নরশ্ৰেষ্ঠ প্রধানন্দন ! ত্ৰেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে উৎপন্ন সৰ্ব্বপাপ-  
 নাশক এই সেই বৈদূৰ্য্যপর্বত দেখা যাইতেছে ॥৩৯॥

আর্চীকপর্বতশৈব নিবাসো বৈ মনৌষিণাম্ ।

সদাফলঃ সদাশ্রোতো মরুতাং স্থানমুত্তমম্ ॥৪০॥

চৈত্যাশৈচতে বহুবিধাস্ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির ! ।

এতচ্চন্দ্রমসস্তীর্থমুষয়ঃ পর্য্যাপাসতে ।

বৈধানসা বালখিল্যাঃ পাবকা বায়ুভোজনাঃ ॥৪১॥

শৃঙ্গাণি ত্রীণি পুণ্যানি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ ।

সর্বাপ্যনুপরিক্রম্য যথাকামমুপস্পৃশ ॥৪২॥

শাস্তনুশ্চাত্ত্ব রাজেন্দ্র ! শুনকশ্চ নরাধিপঃ ।

নরনারায়ণো চোভো স্থানং প্রাপ্তাঃ সনাতনম্ ॥৪৩॥

### ভারতকৌমুদী

সঙ্কিরিতি । সঙ্কিঃ সঙ্কিকালোৎপন্নঃ প্রাপ্তকো বৈদ্যপর্বতঃ ॥৩৯॥

আর্চীকেতি । সপা ফলানি যত্র সঃ । সদাশ্রোতো যত্র তৎ ॥৪০॥

চৈত্যা ইতি । চৈত্যা যজ্ঞায়তনানি । পাবকা অগ্নিতুলাঃ । ষট্‌পাদমিদং পত্তম ॥৪১॥

শৃঙ্গাণীতি । শৃঙ্গাণি উক্তার্চীকপর্বতস্তোতর্যঃ । উপস্পৃশ স্নাহি ॥৪২॥

### ভারতভাবদীপঃ

যুগ্মা-ব্যসনানি, মদকরত্যাং ত্যাজ্যানীতি ভাবঃ ॥৩৯—৪৮॥ সঙ্কির্ঘয়োঁরিতি । সম্প্রতি কলি-  
দ্বাপরসঙ্ক্যাবপ্যত্র তীর্থে ত্রেতাধাপরসঙ্কিতুলাঃ কালোহস্তি, অত্র স্নাতানাং কলিম্পর্শো নাস্তীতি  
ভাবঃ ॥৪০॥ সদাশ্রোতঃ সদাপ্রবাহযুক্তম্ ॥৪০॥ পাবকা ইব দীপ্যমানাঃ পাবকাঃ ॥৪১॥  
ত্রীণি শৃঙ্গাণীতি । প্রাগ্‌ব্যাত্যাতরীত্যা ত্রিকোণং বারাগসীক্ষেত্বম্, ত্রীণি প্রস্রবণানীতি চ  
প্রয়াগম্ । এতানি সর্বানুহু পরিক্রম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য যথাকামমিহ স্নাহি । যথাকামমিত্যস্ত কান্ধি-  
প্রয়াগসেবিনাং চন্দ্রতীর্থসেবনমৈচ্ছিকমিতরেবামিত্যাবশ্যকমিতি ভাবঃ । গোষ্ঠান্ত—“ত্রীণি  
শৃঙ্গাণি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ । পুষ্করাণ্যাদিসিদ্ধানি ন বিদ্যন্তত্র কারণম্ ॥” ইতি শ্লোকমত্রাপি

জ্ঞানিগণের বাসস্থান আর্চীকপর্বত এবং দেবগণের উত্তম স্থানও দেখা  
যাইতেছে ; এখানে সর্বদাই ফল পাওয়া যায় এবং সর্বদাই শ্রোত বহিয়া  
থাকে ॥৪০॥

যুধিষ্ঠির ! এই দেবগণের নানাবিধ যজ্ঞস্থান এবং এই চন্দ্রের তীর্থ ;  
অগ্নির হ্রায় তেজস্বী এবং বায়ুভোজী বনবাসী বালখিলা ঋষিরা এই চন্দ্রতীর্থের  
সেবা করিয়া থাকেন ॥৪১॥

আর্চীকপর্বতের তিনটি শৃঙ্গ ও তিনটি প্রস্রবণ আছে ; তুমি ইচ্ছানুসারে  
সেই সকলগুলিতে বিচরণ করিয়া স্নান কর ॥৪২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এখানে শাস্তনু ও শুনকরাজা এবং নরনারায়ণ ঋষি (স্নান  
করিয়া) সনাতন স্থান লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

ইহ নিত্যশয়া দেবাঃ পিতরশ্চ মহৰ্ষিভিঃ ।  
 আৰ্চ্চীকপৰ্বতে তেপুস্তান্ যজস্ব যুধিষ্ঠির ! ॥৪৪॥  
 ইহ তে বৈ চরান্ প্রাশন্ম্ যয়শ্চ বিশাংপতে ! ।  
 যমুনা চাক্ষয়শ্ৰোতাঃ কৃষ্ণশ্চৈহ তপোরতঃ ॥৪৫॥  
 যমো'চ ভীমসেনশ্চ কৃষ্ণা চামিত্রকৰ্ষণ ! ।  
 সৰ্বে চাত্ৰ গমিষ্যামস্ত্বয়ৈব সহ পাণ্ডব ! ॥৪৬॥  
 এতৎ প্রস্রবণং পুণ্যমিত্ৰস্ত মনুজেশ্বর ! ।  
 যত্র ধাতা বিধাতা চ বরুণশ্চোৰ্দ্ধমাগতাঃ ॥৪৭॥  
 ইহ তেহপ্যবসন্ রাজন্ ! ক্ৰান্তাঃ পরমধাৰ্ম্মিণঃ ।  
 মৈত্ৰোণাম্ভুবুদ্ধীনাং গিরিবরঃ শুভঃ ॥৪৮॥  
 এষা সা যমুনা রাজন্ ! মহৰ্ষিগণসেবিতা ।  
 নানায়ত্তচিহ্না রাজন্ ! পুণ্যা পাপভয়াপহা ॥৪৯॥

## ভারতকৌমুদী

শাস্ত্যুত্তি। নরনারায়ণৌ ঋষী । সনাতনং স্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥৪৩॥  
 ইহেতি । নিত্যং শেরতে অবতিষ্ঠন্ত ইতি নিত্যশয়াঃ । তেপুস্তপশ্চক্ৰঃ ॥৪৪॥  
 ইহেতি । প্রাশন্ ভুক্তবস্তঃ । যমুনা বৰ্জতে । তপোরত আসীৎ ॥৪৫॥  
 যমাবিতি । যমো নকুলসহদেবৌ । সৰ্বে বয়ম্ ॥৪৬॥  
 এতদ্বিতি । উৰ্দ্ধম্ উৰ্দ্ধবৰ্জিনং স্বৰ্লোকম্, আগতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥৪৭॥  
 ইহেতি । ক্ৰান্তাঃ ক্ষমাশীলাঃ । মৈত্ৰোণাং মিত্ৰমুনিবংশানাম্ ॥৪৮॥

দেবগণ ও পিতৃগণ মহৰ্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া এই আৰ্চ্চীকপৰ্বতেই সৰ্ব্বদা থাকিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন ; অতএব যুধিষ্ঠির ! তুমি তাঁহাদের পূজা কর ॥৪৪॥

নরনাথ ! এইখানেই সেই দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ চরু ভক্ষণ করিয়াছিলেন । এই অক্ষয়শ্রোতা যমুনা, ইহার তীরেই কৃষ্ণ তপস্তায় নিরত হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

শক্রনাশন পাণ্ডুনন্দন ! ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং আমরা সকলে তোমার সহিতই এই সকল স্থানে যাইব ॥৪৬॥

রাজা ! এই ইন্দ্রের পুণ্য প্রস্রবণ ; যেখানে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ ( তপস্তা করিয়া ) উৰ্দ্ধবৰ্জী আপন আপন লোকে গমন করিয়াছেন ॥৪৭॥

রাজা ! ক্ষমাশীল ও পরমধাৰ্ম্মিক সেই ধাতাপ্রভৃতিও এখানে বাস করিয়াছিলেন । সরলবুদ্ধি মিত্রবংশীয়গণের এই মঙ্গলময় পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠ ॥৪৮॥

অত্র রাজা মহেষ্वासো মাক্ষাতাহযজত স্বয়ম্ ।

সাহদেবিশ্চ কৌন্তেয় ! সোমকো দদতাং বরঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং স্ককন্তোপাখ্যানো ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মাক্ষাতা রাজশার্দূলস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।

কথং জাতো মহাব্রহ্মন্ ! যৌবনাশৌ নৃপোত্তমঃ ॥১॥

### ভারতকৌমুদী

এবেতি । নানার্থজৈশ্চিত্তা ব্যাখ্যা ॥৪২॥

অজ্ঞেতি । মহেষ্वासো মহাধনুর্ধরঃ । এষামাখ্যানং পরস্তাবক্ষ্যতি ॥৫০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতান্নাং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

মাক্ষাতেতি । হে মহাব্রহ্মন্ ! শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ !, যৌবনাশৌ যুবনাশপুত্রঃ ॥১॥

### ভারতভাবদীপঃ

পঠন্তি, স চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ । অত্র পাঠস্ত কাশ্যাদিস্তুত্যা পূর্বোক্তার্থস্ত দৃঢ়ীকার্থঃ  
১৪২—৪৩। নিত্যশয়া—নিত্যং শয়ানাঃ সন্নিহিতা ইত্যর্থঃ । তেপুস্তপশ্চক্রুঃ ॥৪৪—৪৫।

সাহদেবি: স্তম্ভয়পুত্রস্ত পুত্রঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৩॥

রাজা ! মহর্ষিগণসেবিতা এই যমুনা নদী ; ইহার তীরে নানাবিধ যজ্ঞ  
হইয়াছিল ; সূতরাং এই নদী পুণ্য জন্মায় এবং পাপভয় নষ্ট করে ॥৪২॥

কুন্তীনন্দন ! এইখানে মহাধনুর্ধর রাজা স্বয়ং মাক্ষাতা, সহদেবরাজার পুত্র  
এবং দাতৃশ্রেষ্ঠ সোমকরাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন” ॥৫০॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ত্রিভুবনবিখ্যাত রাজশ্রেষ্ঠ এবং বস্তুতঃ  
নৃপপ্রধান যুবনাশপুত্র মাক্ষাতা কি প্রকারে জন্মিয়াছিলেন ? ॥১॥

কথঞ্চৈনাং পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তবানমিতদ্ব্যতিঃ ।  
 যন্ত লোকোদ্রয়ো বশ্যা বিষ্ণোরিব মহাত্মনঃ ॥২॥  
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং চরিতং তস্য ধীমতঃ ।  
 সত্যকৌর্ভেহি মাক্ষাতুঃ কথ্যমানং ত্ৰয়াহনঘ ! ॥৩॥  
 যথা মাক্ষাতৃশব্দশ্চ তন্ত শক্ৰসমদ্ব্যতেঃ ।  
 জন্ম চাপ্রতিবীৰ্য্যস্য কুশলো হুসি ভাষিতুম্ ॥৪॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণুস্বাবহিতো রাজন্ । রাজ্ঞস্তন্ত মহাত্মনঃ ।  
 যথা মাক্ষাতৃশব্দো বৈ লোকেষু পরিগীযতে ॥৫॥  
 ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যুবনাশ্বো মহৌপতিঃ ।  
 সোহযজ্ঞং পৃথিবীপাল ! ক্রতুভিভূরিদক্ষিণৈঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । পরাং কাষ্ঠাম্ উৎকর্ষন্ত চরমামবস্থাম্, অমিতদ্ব্যতির্য্যাক্ষাতা ॥২॥  
 এতদিতি । সত্যকৌর্ভেরনারোপিতযশসঃ । লোকা হি প্রভোমিথ্যাপি যশো ক্রবন্তি ॥৩॥  
 যথেনিতি । মাক্ষাতৃশব্দো মাক্ষাতেতি নাম, যথাহভবৎ । কুশলো দক্ষঃ ॥৪॥  
 শৃণুযেতি । অবহিতঃ শ্রবণে কৃতমনোযোগঃ । তন্ত মাক্ষাতুঃ ॥৫॥  
 ইক্ষ্বাকুশ্রুতি । মহৌপতির্যাসীদতি শেষঃ । অযজ্ঞং দেবান্ পুজিতবান্ ॥৬॥

এবং সেই অসাধারণ তেজস্বী কি করিয়াই বা সেইরূপ উৎকর্ষের পরা-  
 কাষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন ? সমস্ত ত্রিভুবন বিষ্ণুরই মত যে মহাত্মাব বশীভূত  
 হইয়াছিল ॥২॥

নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষি ! জ্ঞানবান্ ও সত্যকীৰ্ত্তি সেই মাক্ষাতার চরিত্র আপনি  
 বলুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা কবি ॥৩॥

ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী ও অসাধারণ বলবান্ সেই রাজার যেভাবে ‘মাক্ষাতা’-  
 নাম ও জন্ম হইয়াছিল, তাহা আপনি বলুন । কারণ, আপনি ইতিহাস বলিতে  
 বড়ই নিপুণ” ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! যাহাতে সেই মহাত্মার ‘মাক্ষাতা’-নাম জগতে  
 কীৰ্ত্তন কবে, তাহা তুমি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর ॥৫॥

রাজা ! ইক্ষ্বাকুবংশোৎপন্ন ‘যুবনাশ্ব’-নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি, প্রচুর  
 দক্ষিণাসম্পন্ন বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৬॥



অশ্বমেধসহস্রঞ্চ প্রাপ্য ধর্মভূতাং বরঃ ।  
 অত্রৈশ্চ ক্রতুভিঃ পুণ্যৈরযজ্ঞং স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৭॥  
 অনপত্যস্ত রাজর্ষিঃ স মহাত্মা মহাব্রতঃ ।  
 মন্ত্রিধাধায় তদ্রাজ্যং বননিত্যো বভূব হ ।  
 শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সংযোজ্যাত্মানমাত্মবান্ ॥৮॥  
 স কদাচিম্পো রাজম্পবাসেন দুঃখিতঃ ।  
 পিপাসাশুষ্কহৃদয়ঃ প্রবিবেশাশ্রমং ভৃগোঃ ॥৯॥  
 তামেব রাত্রিং রাজেন্দ্র ! মহাত্মা ভৃগুনন্দনঃ ।  
 ইষ্টিকার সৌদ্র্যেন্নৈর্মহর্ষিঃ পুত্রকারণাং ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি । প্রাপ্য অহুষ্ঠায় । স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ পর্যাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৭॥  
 অনপত্য ইতি । মহাব্রতো দৃঢ়ভাবেন শাস্ত্রোক্তনিয়মশালী । বনমেব নিত্যং সর্বদাধি-  
 ষ্টেয়ং যত্ন সঃ । আত্মবান্ যোগসাধনে যত্নবান্, আত্মানং স্বজীবম্, সংযোজ্য পরমাত্মনি  
 আধায়, “সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাশ্বপরমাত্মনোঃ” ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ ।  
 বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥  
 স ইতি । স যুবনাশ্বঃ । ভৃগোতৃপুত্রস্ত চ্যবনস্ত ॥৯॥  
 তামিতি । ইষ্টিং যাগম্ । সৌদ্র্যে: স্বদ্র্যপুত্রস্ত যুবনাশ্বস্ত ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

মাক্ষাতেতি । যৌবনাশ্বো যুবনাশ্বপুত্রঃ ॥১॥ পরাং কাষ্ঠাং স্বর্গিণেব শ্রেষ্ঠং স্থানম্ ॥২—৩॥  
 আত্মানং চিত্তম্, আত্মবান্ জিতচিত্তঃ, সংযোজ্যেঃ দেবতয়া ঐক্যং নীত্বা ॥৮—৯॥ সৌদ্র্যে:

সেই ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুবনাশ্ব বহুতর অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত  
 পুণ্যজনক আরও অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৭॥

মহাত্মা ও মহাব্রতপরায়ণ সেই রাজর্ষি যুবনাশ্ব নিঃসন্তান ছিলেন; তাই  
 তিনি মন্ত্রিগণের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, বনে যাইয়া, যোগসাধনে যত্নবান্  
 হইয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানে পরমাত্মাতে জীবাশ্বার সংযোগ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

রাজা ! কোন সময়ে সেই যুবনাশ্ব উপবাসে ক্লান্ত ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া  
 চ্যবনের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এদিকে মহাত্মা ও মহর্ষি চ্যবন সেই যুবনাশ্বরাজারই পুত্রের  
 জন্ত সেই রাত্রিতেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১০॥

সম্ভূতো মন্ত্ৰপুতেন বারিণা কলসো মহান্ ।  
 তত্রাতিষ্ঠত রাজেন্দ্র ! পূৰ্বমেব সমাহিতঃ ॥১১॥  
 যৎ প্রাশ্য প্রসবেত্তস্য পত্নী শক্রসমং স্ততম্ ।  
 তং স্তস্য বেগাং কলসং স্তম্বপুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥১২॥  
 রাত্রিজাগরণশ্রান্তান্ সৌদ্যম্নিঃ সমতীত্য তান্ ।  
 শুককণ্ঠঃ পিপাসার্তঃ পানীয়ার্থী ভৃশং নৃপঃ ।  
 তং প্রবিষ্টাশ্রমং শ্রান্তঃ পানীয়ং সোহভ্যযাচত ॥১৩॥  
 তস্য শ্রান্তস্য শুক্লেণ কণ্ঠেন ক্রোশতস্তদা ।  
 নার্শ্রোষীৎ কশ্চন তদা শকুনেরিব বাশতঃ ॥১৪॥  
 ততস্তং কলসং দৃষ্ট্বা জলপূৰ্ণং স পার্থিবঃ ।  
 অভ্যদ্রবত বেগেন পীত্বা চান্তো ব্যবাস্তজৎ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

সম্ভূত ইতি । সম্ভূতঃ পূৰ্ণঃ । সমাহিতঃ তদ্যাগবিধ্যুক্তনিয়মেন যুক্তিতঃ ॥১১॥  
 যদ্বিতি । যৎ যৎকলসজলম্, প্রাশ্য পীত্বা । তে যজ্ঞব্যাপ্তাঃ ॥১২॥  
 রাত্রীতি । সৌদ্যম্নিঃ সুবনাশ্বঃ । পানীয়ং জলম্ । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৩॥  
 তন্ত্ৰেতি । ক্রোশত আহ্বয়তঃ । নার্শ্রোষীৎ শুককণ্ঠতয়া যুহুস্বরত্যাৎ । বাশতো কবতঃ ॥১৪॥  
 তত ইতি । অভ্যদ্রবত কলসাস্তিকমগমৎ । ব্যবাস্তজৎ অবশিষ্টমন্তঃ ॥১৫॥

সুতরাং রাজশ্রেষ্ঠ ! মন্ত্ৰপুত জলে পরিপূর্ণ বৃহৎ একটা কলস পূৰ্ব হইতেই সেই স্থানে স্থাপিত ছিল ॥১১॥

যে কলসের জল পান করিয়া যুবনাশ্বের পত্নী ইন্দ্রতুলা পুত্র প্রসব করিবেন, সেই কলস যজ্ঞবেদীর উপরে রাখিয়া সেই বৃত্ত মহর্ষিরা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন ॥১২॥

সেই সময়ে পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত, শুককণ্ঠ এবং অত্যন্ত জলপ্রার্থী সেই যুবনাশ্বরাজা—রাত্রিজাগরণে পরিশ্রান্ত ঋষিগণকে অতিক্রমপূৰ্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তখন পরিশ্রান্ত যুবনাশ্ব শুককণ্ঠে ডাকিতেছিলেন বলিয়া ক্ষুদ্র-পক্ষিরবের স্ত্রায় তাঁহার সেই ডাক কেহই শুনিতে পান নাই ॥১৪॥

তাহার পর যুবনাশ্বরাজা জলপূর্ণ কলস দেখিয়া তাহার নিকট বেগে গমন করিলেন এবং তাহার জল পান করিয়া অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিলেন ॥১৫॥

স পীত্বা শীতলং তোয়ং পিপাসার্তো মহৌপতিঃ ।  
 নির্ব্বাণমগমন্ধৌমান্ হৃস্থখী চাভবত্তদা ॥১৬॥  
 ততস্তে প্রত্যবুধ্যস্ত যুনয়ঃ সতপোধনাঃ ।  
 নিস্তোয়ং তঞ্চ কলসং দদৃশুঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥১৭॥  
 কশ্চ কশ্মেদমিতি তে পর্য্যপৃচ্ছন্ সমাগতাঃ ।  
 যুবনাশ্বো মম্বৈতোবং সত্যং সমভিপণ্ডত ॥১৮॥  
 ন যুক্তমিতি তং প্রাহ ভগবান্ ভার্গবস্তদা ।  
 হৃতার্থং স্থাপিতা স্থাপন্তপসা চৈব সংভূতাঃ ॥১৯॥  
 ময়া হৃত্রাহিতং ব্রহ্ম তপ আশ্বায় দারুণম্ ।  
 পুত্রার্থং তব রাজর্ষে ! মহাবলপরাক্রম ! ॥২০॥  
 মহাবলো মহাবীৰ্য্যস্তপোবলসমদ্বিতঃ ।  
 যঃ শত্রুমপি বীৰ্য্যেণ গময়েদ্যমসাদনম্ ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

ন ইতি । নির্ব্বাণং পিপাসার্তঃখনিবৃত্তিম্ । হৃস্থখী অতীব স্থখী ॥১৬॥  
 তত ইতি ! প্রত্যবুধ্যস্ত জাগরিতবন্তঃ, তপোধনেন চ্যবনেন সহৈতি সঃ ॥১৭॥  
 কশ্চেতি । সমভিপণ্ডত অঙ্গীকৃতবান্ ॥১৮॥  
 নেতি । হৃতার্থং তবৈব পুত্রার্থম্, আপো জলম্, তপসা তপঃপ্রভাবেন ॥১৯॥  
 ময়েতি । আহিতং স্থাপিতম্, ব্রহ্ম তেজঃ, আশ্বায় অবলম্ব্য ॥২০॥

পিপাসার্ত যুবনাশ্বরাজা সেই শীতল জল পান করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিলেন এবং অত্যন্ত স্থখী হইলেন ॥১৬॥

তৎপরে চ্যবনের সহিত সেই মুনিরা জাগরিত হইলেন এবং তাঁহারা সকলেই সেই কলসটাকে জলশূন্য দেখিলেন ॥১৭॥

তখন তাঁহারা আসিয়া—‘ইহা কাহার কার্য্য’ এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; তখন যুবনাশ্ব—‘ইহা আমার কার্য্য’ এইরূপ সত্য স্বীকার করিলেন ॥১৮॥

তখন চ্যবন বলিলেন—“রাজা ! আপনি ইহা সঙ্গত কার্য্য করেন নাই । কারণ, আপনার পুত্রের জগ্ৰুই তপস্তার তেজে পূর্ণ এই জল রাখিয়াছিলাম ॥১৯॥

হে মহাবলপরাক্রম রাজর্ষি ! আপনার পুত্রের জগ্ৰুই ভয়ঙ্কর তপস্তা করিয়া আমি এই জলে ব্রহ্মতেজ স্থাপিত করিয়াছিলাম ॥২০॥

আপনার যে পুত্র মহাবল, মহাবীৰ্য্য ও তপোবলযুক্ত হইয়া আপন শক্তি-প্রভাবে ইন্দ্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত ॥২১॥

অনেন বিধিনা রাজন্ ! ময়ৈতদুপপাদিতম্ ।  
 অন্তঃকণাঙ্কয়া রাজন্ ! ন যুক্তং কৃতমগ্ধ বৈ ॥২২॥  
 ন স্তদ্য শক্যমস্মাভিরেতৎ কৰ্ত্তুমতোহন্যথা ।  
 নূনং দৈবকৃতং ছেতদ্যদেবং কৃতবানসি ॥২৩॥  
 পিপাসিতেন যাঃ পীতা বিধিমন্ত্ৰপূরঙ্কতাঃ ।  
 আপস্তয়া মহারাজ ! মন্ত্ৰপৌৰীষ্যসংভূতাঃ ॥২৪॥  
 তাভ্যস্তুমাঙ্কনা পুত্রেমীদৃশং জনয়িষ্যসি ।  
 বিধাস্তামো বয়ং তত্র তবেষ্টিং পরমাদুতাম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)  
 যথা শত্ৰুসমং পুত্রেং জনয়িষ্যসি বীৰ্য্যবান্ ।  
 গৰ্ভধারণতৃশ্চাপি ন খেদং সমবাপ্যসি ॥২৬॥  
 ততো বর্ষশতে পূৰ্ণে তস্মৈ রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ।  
 বামপার্শ্বং বিনিভিষ্ঠ সূতঃ সূর্য্য ইব স্থিতঃ ॥২৭॥  
 নিশ্চক্রাম মহাতেজা ন চ তং যুতুয়াবিশৎ ।  
 যুবনাশ্বং নরপতিং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

মহেতি । বলং দৈহিকসামর্থ্যম্, বীৰ্য্যং মানসসামর্থ্যমিতি ভেদঃ ॥২১॥  
 অনেনেতি । অন্তঃকণাং তন্ত্ৰৈব জলস্ত পানান্ । যুক্তং সঙ্গতম্ ॥২২॥  
 নেতি । অতঃপুত্রদরগমনাং, অন্তথা তৎপশ্যাদুদরগমনম্ । নূনং নিশ্চিতম্ ॥২৩॥  
 পিপেতি । পিপাসিতেন সজাতপিপাসেন । আপো জলম্ । তাভ্যঃ অভ্যঃ, আঙ্কনা  
 স্বয়মেব, ঈদৃশম্ ইন্দ্রজয়িনম্ । ইষ্টিং যাগম্ ॥২৪—২৫॥  
 যথেতি । খেদং পুরুষতয়া সন্তাব্যমানং ক্লেশম্ ॥২৬॥

রাজা ! আমি উক্ত বিধানে এই জলকে উপযোগী করিয়াছিলাম ; সুতরাং  
 আপনি সেই জল পান করিয়া আজ সঙ্গত কার্য্য করেন নাই ॥২২॥

অতএব এখন আমরা এ ঘটনাটাকে ইহার অগ্নরূপ করিতে সমর্থ হইব না ।  
 নিশ্চয়ই এ ঘটনা দৈবকৃত, যাহা আপনি করিয়াছেন ॥২৩॥

মহারাজ ! যথাবিধানে অভিমন্ত্রিত এবং আমার তপঃপ্রভাবে পরিপূর্ণ যে  
 জল আপনি পিপাসার্ত্ত হইয়া পান করিয়াছেন, সেই জল হইতে আপনি  
 নিজেই ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র প্রসব করিবেন ; তাহাতে আপনার সম্বন্ধে আমরা  
 একটা পরম অদ্ভুত যাগ করিব ॥২৪—২৫॥

যে যাগের ফলে আপনি ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, অথচ গৰ্ভধারণের  
 কষ্ট পাইবেন না ॥২৬॥

ততঃ শক্ৰো মহাতেজাস্তং দিদৃক্ষুরুপাগমং ।  
 ততো দেবা মহেন্দ্রং তমপৃচ্ছন্ ধাত্ততীতি কিম্ ॥২৯॥  
 প্রদেশিনীং ততোহস্ত্রাস্ত্রে শক্ৰঃ সমাভিসন্দধে ।  
 মাময়ং ধাত্ততীত্যেবং ভাষিতে চৈব বজ্রিণা ।  
 মাক্ষাতেতি চ নামাস্ত্র চক্ৰুঃ সেন্সা দিবৌকসঃ ॥৩০॥  
 প্রদেশিনীং শক্ৰদত্তামাস্মাগ স শিশুস্তদা ।  
 অবৰ্দ্ধত মহাতেজাঃ কিঙ্কন রাজংস্ত্রয়োদশ ॥৩১॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । স্থিত উদয় এব । আবিশং আক্রামং ॥২৭—২৮॥

তত ইতি । ইতি এষ শিশুঃ, কিং ধাত্ততি পাত্ততি ; পুৰুষপ্রযুক্ততয়া তস্ত স্তন্যভাবেন স্তন্যদুষ্কৃত্যবাদিতি ভাবঃ । ধাত্ততীতি “ধেট্ পা পানে” ইত্যস্ত রূপম্ ॥২৯॥

প্রতি । ততঃ শক্ৰঃ, অস্ত্র শিশোঃ, আস্ত্রে মূখে, প্রদেশিনীম্ আত্মনস্তর্জনীমঙ্গুলীম্, সমভিসন্দধে সমপিত্বান্ । পরঞ্চ ইত্যেবংরূপেণ, অয়ং শিশুঃ, মাম্, ধাত্ততি পাত্ততি ; অদৃষ্টরূপেণাপি ময়েৎ প্রদেয়ত্বাৎ অঙ্গুল্যাগ্রাচ্ স্বধাক্ষরণাৎ অতএব চ প্রায়েণ শিশুভিঃ স্বাঙ্গুলীনামপি পানাদিত্যাশয়ঃ । বজ্রিণা শক্ৰেণ । ধাতেতি পানার্থকথেট্ ধাতোত্ত্বন্থপ্রত্যয়ান্ত-তয়া কৰ্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধাদলুক্‌সমাশ্রয়ণাচ্ মাক্ষাতেতি রূপম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

প্রতি । অবৰ্দ্ধত —ততঃ স্বধাশ্রদানাদিতি ভাবঃ । কিঙ্কন বিতস্তীন্, “কিঙ্কুইন্তে বিভক্তৌ চ” ইত্যময়ঃ । দেবপ্রভাবোহয়ং বলীয়ানিত্যাশয়ঃ ॥৩১॥

### ভারতভাবদীপঃ

যুবনাশ্র ॥১০—১৩॥ বাশতঃ শব্দং কুৰ্ব্বন্তঃ ॥১৪—১৫॥ নির্বাণং তপঃফলম্ ॥১৬—২৪॥ ইষ্টমিচ্ছিতম্ ॥২৫—২৮॥ কিং ধাত্ততি পাত্ততি স্তন্যভাবাৎ ॥২৯॥ মাং ধাত্ততি মাক্ষাতা ধাতেতি লুঙন্ত

তাহার পর একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, সূর্য্যের গ্ৰায় তেজস্বী একটা পুত্র মহাত্মা যুবনাশ্ররাজ্যের বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হইল ; কিন্তু তাহাতে যুবনাশ্ররাজ্য মৃত্যু হইল না ! । এই ঘটনাটা আশ্চর্য্যই হইয়াছিল ॥২৭—২৮॥

তাহার পর মহাতেজা ইন্দ্র সেই বালকটাকে দেখিতে আসিলেন ; তখন দেবতারাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ বালকটি কি পান করিবে ?” ॥২৯॥

তখন ইন্দ্র সেই বালকটির মুখে নিজের তর্জনী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিলেন (এবং বলিলেন—) “এ, এইভাবে আমাকে পান করিবে” । ইন্দ্র এই কথা বলিলে, তাঁহার সহিত দেবতারাই সেই বালকটির নাম করিলেন—‘মাক্ষাতা’ ॥৩০॥

• রাজা ! তখন সেই বালকটি ইন্দ্রদত্ত তর্জনী অঙ্গুলী চোষণ করিয়া অত্যন্ত তেজস্বী হইয়া ত্রয়োদশ বিতস্তি (সাড়ে ছ’হাত) বৃদ্ধি পাইল ॥৩১॥

বেদান্তং সধমুর্বেদা দিব্যান্মজ্ঞানি চেশ্বরম্ ।  
 উপতনুর্মহারাজ ! ধ্যাতমাত্রাণি সৰ্ব্বশঃ ॥৩২॥  
 আজগবং নাম ধনুঃ শরাঃ শৃঙ্গোদ্ভবাশ্চ যে ।  
 অভেদ্যং কবচৈশ্চৈব সত্ত্বস্তমুপশিঞ্জিয়ুঃ ॥৩৩॥  
 মোহভিষিক্তো ভগবতা স্বয়ং শক্রেণ ভারত ! ।  
 ধৰ্ম্মেণ ব্যজয়ল্লোকাংস্ত্রীন্ বিষ্ণুরিব বিক্রমৈঃ ॥৩৪॥  
 তস্মাপ্রতিহতং চক্রং প্রাবর্তত মহাত্মনঃ ।  
 রত্নানি চৈব রাজর্ষিঃ স্বয়মেবোপতস্থিরে ॥৩৫॥  
 তস্মৈয়ং বহুসম্পূর্ণা বহুধা বহুধাধিপ ! ।  
 তেনেস্টং ত্রিবিধৈর্ষাজ্জৈবভূতিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৩৬॥

## ভারতকৌমুদী

বেদা ইতি । ঈশ্বরং প্রভূম্ ঈশ্বরানুগৃহীতং বা । ধ্যাতমাত্রাণি তেনৈব ॥৩২॥  
 আজ্ঞেতি । অজ্ঞস্ত ব্রহ্মণো গোপ্তেজস্তত্ত্বদমিত্যাজগবম্ ॥৩৩॥  
 স ইতি । অভিষিক্তো যৌবরাজ্য ইতি শেষঃ । ব্যজয়দिति পরস্মৈপদমার্বম্ ॥৩৪॥  
 তস্মৈতি । অপ্ৰতিহতং শক্ৰভিষিক্তি শেষঃ, চক্রং রাষ্ট্রম্ ॥৩৫॥  
 তস্মৈতি । বহুভিধনৈঃ সম্পূর্ণা । ইষ্টং যজনং কৃতম্ ॥৩৬॥

## ভারতভাবদীপঃ

ব্যাখ্যানং ধাত্তীতি ॥৩০॥ প্রদেশিনীং তর্জনীম্ । কিঙ্কন হস্তান্ বিতস্তীন্ বা ।  
 “কিঙ্করুস্তে বিতস্তৌ চ” ইত্যমরঃ ॥৩১॥ ধ্যাতমাত্রাশ্চ ইন্দ্রোণায়মেবংবিধো ভবদ্বিতি সঙ্কল্পিত্ত  
 ॥৩২॥ শৃঙ্গোদ্ভবাঃ স্বর্গজাঃ । “শৃঙ্গং প্রভূত্বৈ শিখরৈ” ইত্যাদিঃ “স্বর্গমীনবিষয়ো”বিত্তি বিধঃ,  
 মহারাজ ! সেই বালকটী ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়াছিল ; তাই সে ধ্যান  
 করিবামাত্র ধনুর্বেদের সহিত সকল বেদ এবং স্বর্গীয় সকল অস্ত্র তাহার নিকট  
 উপস্থিত হইয়াছিল ॥৩২॥

আর, ‘আজগব’-নামে একখানা ধনু, শৃঙ্গোৎপন্ন বাণ এবং একটী অভেদ্য  
 কবচ সত্তাই আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল ॥৩৩॥

ভরতনন্দন ! তখন ভগবান্ স্বয়ং দেবরাজ মাক্ষাতাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত  
 করিলেন ; ক্রমে সেই মাক্ষাতা বিষ্ণুর গ্রায় আপন বিক্রমে ধর্ম্মানুসারে ত্রিভুবন  
 জয় করিলেন ॥৩৪॥

ক্রমে মহাত্মা মাক্ষাতার রাজ্য অপ্ৰতিহত হইল এবং রত্ন সকল নিজে নিজে  
 আসিয়াই রাজর্ষি মাক্ষাতার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৩৫॥

(৩২)...ধ্যাতমাত্রা সৰ্ব্বশঃ—বা ব ক।

চিত্তৈতেত্যো মহাতেজা ধৰ্ম্মান্ প্রাপ্য চ পুঙ্কলান্ ।  
 শক্রস্ফাৰ্দ্ধাসনং রাজন্ ! লব্ধবানমিতদ্যুতিঃ ॥৩৭॥  
 একাহাং পৃথিবী তেন ধৰ্ম্মনিত্যেন ধীমতা ।  
 বিজিতা শাসনাদেব সরস্বাকরপত্তনা ॥৩৮॥  
 তস্মা চৈতৈর্যমহারাজ ! ক্রতুনাং দক্ষিণাবতাম্ ।  
 চতুরস্তা মহী ব্যাপ্তা নাসীৎ কিঞ্চিদনারূতম্ ॥৩৯॥  
 তেন পদ্মসহস্রাণি গবাং দশ মহাত্মনা ।  
 ব্রাহ্মণানাং মহারাজ ! দত্তানীতি প্রচক্ৰতে ॥৪০॥  
 তেন দ্বাদশবার্ষিক্যামনারূঢ়্যাং মহাত্মনা ।  
 রুষ্টং শস্ত্রবিরুদ্ধার্থং মিশতো বজ্রপাণিনঃ ॥৪১॥ •  
 তেন সোমকুলোৎপন্নো গান্ধরাধিপতির্মহান্ ।  
 গৰ্জ্জন্নিব মহামেঘঃ প্রমথ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥৪২॥

### ভারতকৌমুদী

চিতেতি । চিত্তানি বিহিতানি চৈত্যানি যজ্ঞশালা যেন যঃ । পুঙ্কলান্ প্রচুরান্ ॥৩৭॥  
 একেতি । শাসনাধাদেশাদেব, রত্নাকরৈঃ সমুদ্রৈঃ পত্তনৈর্নগরৈশ্চ সহেতি সা ॥৩৮॥  
 তস্মেতি । চৈতৈর্যজ্ঞশালাভিঃ, “চৈতয়ামরতনং তুল্য” ইত্যমরঃ ॥৩৯॥  
 তেনেতি । পদ্মসহস্রাণীত্যনেন বহুত্বং সূচিতম্ । প্রচক্ৰতে অধুনাপি লোকাঃ ॥৪০॥  
 তেনেতি । মিশতঃ পশুতঃ, বজ্রেণ পণিতুং ব্যবহৰ্ত্তুং শীলমশ্বোতি তস্মা, পণেণিন্ ॥৪১॥  
 তেনেতি । সোমকুলোৎপন্নশক্রবংশীয়ঃ । মহান্ প্রবলঃ ॥৪২॥

রাজা । ধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী মাঙ্কাতারই ছিল এবং তিনি প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত নানাবিধ বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির । অত্যন্ত তেজস্বী ও অমিতবিক্রম মাঙ্কাতা অসংখ্য যজ্ঞশালা নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক প্রচুর ধৰ্ম্ম লাভ করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

ধৰ্ম্মনিরত ও বুদ্ধিমান মাঙ্কাতা কেবল আদেশ করিয়াই সমুদ্র ও নগর-প্রভৃতির সহিত সমগ্র পৃথিবী একদিনেই জয় করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

মহারাজ । মাঙ্কাতার প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত নানাবিধ যজ্ঞভবনে চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীই ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কোন স্থানই অনারূত ছিল না ॥৩৯॥

মহারাজ । এখনও লোকে বলে যে, মহাত্মা মাঙ্কাতা ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গো দান করিয়াছিলেন ॥৪০॥

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিলে, মহাত্মা মাঙ্কাতা শস্ত্রবৃদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রের মাঙ্কাতেই বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৪১॥

প্রজাশ্চতুর্বিধাস্তেন ত্রাতা রাজন্ ! কৃতান্ননা ।

তেনান্নতপসা লোকাঃ স্থাপিতাশ্চাতিতেজসা ॥৪৩॥

তশ্চৈতদেবযজ্ঞনং স্থানমাদিত্যবর্চসঃ ।

পশ্য পুণ্যতমে দেশে কুরুক্ষেত্রেসু মধ্যতঃ ॥৪৪॥

এতন্তে সর্বমাখ্যাং মাক্ষাতুশ্চরিতং মহৎ ।

জন্ম চাগ্র্যং মহীপাল । যশ্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স কৌন্তেয়ো লোমশেন মহর্ষিণা ।

পপ্রচ্ছানন্তরং ভূয়ঃ সোমকং প্রতি ভারত ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি

তীর্থযাত্রায়াং মাক্ষাত্ৰপাখ্যানে চতুৰধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

— — —

### ভারতকৌমুদী

প্রজা ইতি । চতুর্বিধাঃ জরায়ুজ-শ্বেদজাণ্ডোভিজ্জাঃ । কৃতান্ননা যত্নবতা ॥৪৩॥

তন্তেতি । দেবা ইত্যন্তে অশ্রিত্তি দেবযজ্ঞনম্ । মধ্যতো মধ্যো ॥৪৪॥

এতদ্বিতি । আখ্যাভ্যং সংক্ষেপেণোক্তম্ । অগ্র্যং তর্গবান্ধ্রগ্রহনিম্পন্নদ্বাচ্ছেষম্ ॥৪৫॥

এবম্বিতি । ভূয়ঃ পুনঃ, সোমকং প্রতি প্রস্তুতসোমকরাজবিষয়ে ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাৰবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বনি তীর্থযাত্রায়াং চতুৰধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

দ্বিবিয়া ইত্যর্থঃ ॥৩৩—৩৪॥ চক্রমাজ্জা ॥৩৫—৩৬॥ চিত্তচৈত্যঃ কৃতচরনক্রতুঃ ॥৩৭—৩৮॥

পদ্ম শতকোটরস্তেবামপি সহস্রাণি দশ ॥৩৯—৪২॥ চতুর্বিধাঃ স্মরনরতির্গৃহ্যবরঃ ॥৪৩—৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুৰধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

মাক্ষাতা, গৰ্জ্জনকারী মহামেঘের স্থায় চন্দ্রবংশীয় প্রবল গাক্ষাররাজকে বাণ-  
দ্বারা জৰ্জরিত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন ॥৪২॥

আর, রাজা । তিনি সর্বদা যত্ববান্ থাকিয়া চতুর্বিধ প্রাণীকে রক্ষা  
করিতেন এবং অত্যন্ত তেজস্বী সেই মাক্ষাতা আপন তপোবলে লোকদিগকে  
স্বস্বপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির ! দেখ, পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রেব মধ্যভাগে সেই সূর্যাতুলা তেজস্বী  
মাক্ষাতার এই যজ্ঞস্থান বহিয়াছে ॥৪৪॥

রাজা ! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমাব  
নিকট সেই মাক্ষাতার মহনীয় চরিত্র ও উত্তম জন্মের বিষয় বলিলাম” ॥৪৫॥

\* ‘...বহুবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—পি নি ।



## পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ । \*

কথংবীৰ্য্যঃ স রাজাহভুং সোমকো বদতাং বর ! ।

কৰ্ম্মাণ্যস্য প্রভাবঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরাসৌম্ পতিঃ সোমকো নাম ধার্ম্মিকঃ ।

তস্য ভার্য্যা শতং রাজন্ ! সদৃশীনামৃভূতদা ॥২॥

স বৈ যত্নেন মহতা তাস্থ পুত্রং মহৌপতিঃ ।

কঞ্চিক্ষাসাদয়ামাস কালেন মহতা হুপি ॥৩॥

কদাচিত্তস্য বৃদ্ধস্য ঘটমানস্য যত্নতঃ ।

জন্তুর্নাম স্নতস্তস্মিন্ স্ত্রীশতে সমজায়ত ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কথং কীদৃশং বীৰ্য্যং যস্য স কথংবীৰ্য্যঃ । তত্ত্বতো যাথার্থোক্ত্যন ॥১॥

যুধীতি । ভার্য্যেত্যার্থব্রাহ্মণ্যধীবহুবচনাস্তং পদং সদৃশীনামিত্যম্বাহুর্যোধ্যাৎ ॥২॥

স ইতি । যত্নেন দেবার্চনাদিচেষ্টয়াপি । নাসাদয়ামাস ন লেভে ॥৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন— ভরতনন্দন ! মহর্ষি লোমশ এইরূপ\* বলিলে, তৎপরে যুধিষ্ঠির পুনরায় সোমকরাজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪৬॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ! সেই সোমকরাজার কিরূপ শক্তি, কি কি কার্য্য এবং কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা যুধিষ্ঠির ! ‘সোমক’-নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য একশত ভার্য্যা ছিল ॥২॥

কিন্তু সেই রাজা বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহুকালেও সেই ভার্য্যাদের গর্ভে কোন পুত্র লাভ করেন নাই ॥৩॥

ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে লাগিলে, সেই একশত স্ত্রীর মধ্যে ‘জন্তু’-নামে একটা পুত্র জন্মিল ॥৪॥

\* রাজোবাচ—পি ।

তং জাতং মাতরঃ সৰ্ব্বাঃ পরিবার্য্য সমাসতে ।  
 সততং পৃষ্ঠতঃ কৃৎস্না কামভোগান্ বিশাংপতে ! ॥৫॥  
 ততঃ পিপীলিকা জন্তুং কদাচিদদশং স্ফিচি ।  
 স দৃষ্টো বান্দনাদং তেন দুঃখেন বালকঃ ॥৬॥  
 ততস্তা মাতরঃ সৰ্ব্বাঃ প্রাক্রোশন্ ভৃশদুঃখিতাঃ ।  
 প্রবার্য্য জন্তুং সহিতাঃ স শব্দজন্তুমুলোহভবৎ ॥৭॥  
 তমার্তনাদং সহসা শুশ্রাব স মহৌপতিঃ ।  
 অমাত্যপৰ্শদো মধ্যে উপবিষ্টঃ সহর্ষিজ্জা ॥৮॥  
 ততঃ প্রস্থাপয়ামাস কিমেতদिति পার্থিবঃ ।  
 তস্মৈ ক্ততা যথাবৃত্তমাচচক্ষে স্ততং প্রতি ॥৯॥  
 ত্বরমাণঃ স চোথায় সোমকঃ সহ মস্ত্রিভিঃ ।  
 প্রবিষ্টান্তঃপুরং পুত্রমাশ্বাসয়দবিন্দমঃ ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

কদাচিদ্ধিতি । ঘটমানস্ত চেষ্টমানস্ত । ক্রীণতে ক্রীণতমধ্যে একস্তামিত্যর্থঃ ॥৫॥  
 তস্মিতি । পরিবার্য্য পরিবেষ্টা, সমাসতে উপবিশন্তি ন্ম । পৃষ্ঠতঃ কৃৎস্না বিহায় ॥৬॥  
 তত ইতি । জন্তুং তদাখ্যং পুত্রম্, স্ফিচি নিতম্বদেশে । নাদমার্তনাদম্ ॥৬॥  
 তত ইতি । প্রবার্য্য পরিবেষ্টা । তুমুলো মিশ্রিতস্বাধিশালঃ ॥৭॥  
 তস্মিতি । অমাত্যপৰ্শদো মস্ত্রিসভায়াঃ । পৰ্শদিত্তি পূৰ্ব্বোদয়াদিস্বাং পরৈরিকারলোপঃ ॥৮॥  
 তত ইতি । প্রস্থাপয়ামাস দ্বারপালমিতি শেষঃ । ক্ততা স দ্বারপালঃ ॥৯॥

নরনাথ ! মাতারা সকলেই কামভোগ পিছনে রাখিয়া সৰ্ব্বদাই সেই বালকটাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিতেন ॥৫॥

তাহার পর কোন সময়ে একটা পিপীলিকা সেই জন্তুর নিতম্বদেশে দংশন করিল ; তখন সেই যাতনায় সেই বালক আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ॥৬॥

তদনন্তর সেই মাতারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, জন্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া, সম্মিলিতভাবে রোদন করিয়া উঠিলেন ; তাহাতে সেই শব্দ তুমুল হইয়া পড়িল ॥৭॥

সুতরাং মস্ত্রিসভার মধ্যে যাজকের সহিত উপবিষ্ট সেই রাজা তৎক্ষণাৎ সেই আৰ্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন ॥৮॥

তাহার পর 'এটা কি' ইহা জানিবার জন্ত রাজা একজন দৌবারিককে পাঠাইয়া দিলেন ; সে দৌবারিক জানিয়া আসিয়া রাজার নিকট পুত্রের বিষয় যথাবৎ বৃত্তান্ত বলিল ॥৯॥

সাস্তুয়িত্বা তু তং পুত্রং নিজ্জম্যাস্তঃপুরাম্ পঃ ।  
ঋত্বিজা সহিতো রাজন্ ! সহামাত্য উপাবিশৎ ॥১১॥

সোমক উবাচ ।

ধিগাস্ত্বিহৈকপুত্রত্বমপুত্রত্বং বরং ভবেৎ ।  
নিত্যাভূরত্বাদভূতানাং শোক এবৈকপুত্রতা ॥১২॥  
ইদং ভার্য্যাশতং ব্রহ্মন্ ! পরীক্ষ্য সদৃশং প্রভো ! ।  
পুত্রার্থিনা ময়াহবোঢ়ং ন তাসাং বিঘতে প্রজা ॥১৩॥  
একঃ কথঞ্চিচ্ছুৎপন্নঃ পুত্রো জন্তুরয়ং মম ।  
যতমানাস্ত্ সৰ্ব্বাস্ত্ কিম্ দুঃখমতঃপরম্ ॥১৪॥  
বয়শ্চ সমতীতং মে সভার্য্যস্ত্ দ্বিজোত্তম ! ।  
আসাং প্রাণাঃ সমায়ত্তা মম চাত্রেইকপুত্রেইক ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বয়েতি । সোমকো রাজা । পুত্রং পিপীলিকাদষ্টং জন্তম্ ॥১০॥  
সাস্তুয়িত্বেতি । অমাত্যৈঃ সহৈতি সহামাত্যঃ, বিকল্যং সহশক্যস্ত্ সভাবাভাবঃ ॥১১॥  
ধিগিতি । নিত্যাভূরত্বাৎ সন্তাব্যমাননিত্যরোগিত্বাৎ । শোকঃ শোকস্থানম্ ॥১২॥  
ইদমিতি । সদৃশং কুলাদিদা যোগ্যম্ । অবোঢ়ং ব্যাঢ়ং পরিণীতমিতি যাবৎ ॥১৩॥  
এক ইতি । যতমানাস্ত্ পুত্রপ্রসবায় চেষ্টমানাস্ত্, সৰ্ব্বাস্ত্ ভার্য্যাস্ত্ ॥১৪॥

তখন অরিন্দম সোমকরাজা সহর উঠিয়া মন্ত্ৰিগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ  
করিয়া পুত্রকে আশ্বস্ত করিলেন ॥১০॥

যুধিষ্ঠির ! তাহার পর সোমকরাজা সেই পুত্রকে সাস্তুনা করিয়া, অন্তঃপুর  
হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া ঋত্বিক্ ও মন্ত্ৰিবর্গের সহিত উপবেশন  
করিলেন ॥১১॥

সোমক বলিলেন—“পুত্র না হওয়া বরং ভাল ; কিন্তু একটীমাত্র পুত্র  
হওয়াকে আমি ধিকার দি । কারণ, প্রাণিগণের সৰ্ব্বদাই পীড়া হওয়া সম্ভব বলিয়া  
একটীমাত্র পুত্র কেবল উদ্বেগেরই বিষয় ॥১২॥

হে প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ! আমি পুত্রার্থী হইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া  
নিজের যোগ্য এই একশত ভার্য্যা গ্রহণ করিলাম ; কিন্তু তাহাদের সন্তানই  
হইল না । ॥১৩॥

‘তা’র পর সকল ভার্য্যাই পুত্রের জন্ত যত্নপরায়ণ হইলে, ‘জন্ত’-নামে আমার  
এই একটীমাত্র পুত্র কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল । ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয়  
কি আছে ? ॥১৪॥

শ্রাতু কৰ্ম তথা যুক্তং যেন পুত্রশতং ভবেৎ ।

মহতা লঘুনা বাপি কৰ্মণা দুষ্করেণ বা ॥১৬॥

ঋত্বিগুবাচ ।

অস্তি চৈতাদৃশং কৰ্ম যেন পুত্রশতং ভবেৎ ।

যদি শকোষি তৎ কৰ্ত্তুমথ বক্ষ্যামি সোমক ! ॥১৭॥

সোমক উবাচ ।

কার্যং বা যদি বাহুকার্যং যেন পুত্রশতং ভবেৎ ।

কৃতমেবেতি তদ্বিক্তি ভগবন্ ! প্রব্রবীতু মে ॥১৮॥

ঋত্বিগুবাচ ।

যজ্ঞস্য জন্তুনা রাজংস্বঃ ময়া বিততে ক্রতো ।

ততঃ পুত্রশতং শ্রীমদ্বিষ্যত্যচিরেণ তে ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

অথাপ্যেহপি পুত্রা ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ—বয় ইতি । সমায়ত্তাঃ তুল্যমণীনা জাতাঃ ॥১৫॥

শ্রাদ্ধিতি । কৰ্ত্তুং যুক্তং শ্রাৎ । অপিশ্রাৎ স্বকরেণ বেতাপি বোধ্যম্ ॥১৬॥

অন্তীতি । বিদ্যমানপুত্রবিনাশাবশ্যকতয়া তৎ কৰ্ম তব দুষ্করমেবেত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

কার্য্যমিতি । কার্য্যং কৰ্ত্তুমুচিতম্, অকার্য্যং কৰ্ত্তুং নোচিতম্ । বিক্তি জানীহি ॥১৮॥

যজ্ঞশ্চেতি । জন্তুনা তদাখ্যেন নিজপুত্রেণ । বিততে বিস্তুতভাবেনারক্কে ॥১৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

কথমিতি ॥১—৫॥ কিচি কট্যাম্ ॥৬—৭॥ অমাত্যপৰ্ধদো মধ্যে মদ্বিসভাস্তঃ ॥৮॥

কন্তা দৌবারিকঃ ॥৯—১৮॥ জন্তুনা পত্নভূতেন । “স বক্ষণং রাজানম্পসসায় পুত্রো মে

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমার ও আমার ভাৰ্য্যাগণের যৌবনবয়স অতীত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং আমার ও তাহাদের প্রাণগুলি সমানভাবে এই একটা পুত্রেরই অধীন হইয়া পড়িয়াছে ॥১৫॥

অতএব বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এবং সুকর বা দুষ্কর যে কৰ্ম দ্বারা আমার একশত পুত্র হইতে পারে, তেমন কৰ্ম করা সম্ভব হয় কি ?” ॥১৬॥

যাজক বলিলেন—“মহারাজ ! এরূপ কৰ্ম আছে, যাহাতে একশত পুত্র হইতে পারে ; আপনি যদি তাহা করিতে সমর্থ হন, তবে বলিব” ॥১৭॥

সোমক বলিলেন—“কৰ্ত্তব্যই হউক বা অকৰ্ত্তব্যই হউক, যাহাতে শত পুত্র হইতে পারে, তাহা আমি করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আপনি মনে করুন ; আপনি আমার নিকট তাহা বলুন” ॥১৮॥

যাজক বলিলেন—“রাজা ! আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, আপনি তাহাতে

বপায়াং হুয়মানায়াং ধূমমাত্রায় মাতরঃ ।

ততস্তাঃ স্তমহাবীৰ্য্যান্ জনয়িষ্যন্তি তে স্ততান্ ॥২০॥

তস্তামেব তু তে জন্তুৰ্ভাবতা পুনরাভ্যজঃ ।

উত্তরে চাস্ত্র সৌবর্ণং লক্ষ্ম পাশ্বে ভবিষ্যতি ॥২১॥

সোমক উবাচ ।

ব্রহ্মন্ ! যদ্যদ্যথা কার্য্যং তৎ কুরুষ তথা তথা ।

পুত্রকামতয়া সৰ্ব্বং করিষ্যামি বচস্তব ॥২২॥

লৌমশ উবাচ ।

ততঃ স যাজ্যামাস সোমকং তেন জন্তুনা ।

মাতরস্ত বলাৎ পুত্রমপাকাষুঃ কৃপাশ্রিতাঃ ॥২৩॥

হা হতাঃ স্মৃতি বাশন্ত্যস্তীত্রশোকসমাহতাঃ ।

রুদত্যাঃ করুণঞ্চাপি গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বপায়ামিতি । বপায়াং ছিন্নস্ত তস্ত পুত্রস্ত মেদসি ॥২০॥

ভ্যস্তামিতি । যস্তাং জাতস্তস্তামেব, জন্তুর্নাম । উত্তরে বামে, লক্ষ্ম চিহ্নম্ ॥২১॥

ব্রহ্মমিতি । পুত্রকামতয়া শতপুত্রকামনয়া । বচো বাক্যাহ্নরূপং কার্য্যম্ ।

অহো ! ধন্যস্তাবদয়মৃষিক্, যঃ খল্বাভ্যায়োগ্যতায় যজ্ঞস্ত চ বহুধা প্রত্যক্ষীকৃতফলকতয়া তাদৃশ-  
পুত্রহত্যায়ামপি রাজানং শৃণুৎ । ধন্যচ্যামৌ রাজ্ঞো বিশ্বাসঃ, যঃ কিলাগ্রতঃ শতধা পরীক্ষণা-  
দুৎপন্নঃ । অতএবৈনমৃষিজং ব্রহ্মতুল্যমেব মন্তমানো রাজা ব্রহ্মমিতি সম্বোধয়ামাস ॥২২॥

তত ইতি । স ঋষিক্ । জন্তুনা তদাথেন পুত্রেণ । বাশন্ত্যঃ শব্দং কুর্ষত্যঃ । “বাস্থ  
শব্দে” ইতি দৈবাদিকদ্বৈহপি আধৃত্য যন, আত্মনেপদ্বৈহপি শব্দুৎ চ ॥২৩-২৪॥

আপনার পুত্র জন্তুদ্বারা হোম করিবেন ; তাহা হইলেই অচিরকাল মধ্যে আপনার  
সুন্দর একশত পুত্র হইবে ॥১৯॥

জন্তুর বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে, সেই ধূম আভ্রাণ করিয়াই সেই  
মাতৃগণ আপনার অতিবলবান্ শত পুত্র উৎপাদন করিবেন ॥২০॥

এবং আপনার পুত্র জন্তু সেই ভাৰ্য্যার গর্ভেই আবার উৎপন্ন হইবে ; (তবে  
এইটুকু বিশেষ হইবে যে,) উহার বামপার্শ্বে একটী স্বর্ণচিহ্ন হইবে” ॥২১॥

সোমক বলিলেন—“ব্রহ্মন্ । যে যে কার্য্য যে যে ভাবে করিতে হয়, সেই  
সেই কার্য্য সেই সেই ভাবেই করুন ; আমি শতপুত্র কামনাবশতঃ আপনার  
বাক্যানুসারে সমস্তই করিব” ॥২২॥

(২১) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহিধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...অষ্টাবিংশত্যধিক-  
শততমোহিধ্যায়ঃ’—নি ।

সব্যে পাণৌ গৃহীত্বা তু যাজকোহপি স্ম কৰ্ষতি ।  
 কুররৌণামিবাবীনাং সমাকৃষ্য তু তং স্ততম্ ॥২৫॥  
 বিশস্ত চৈনং বিধিনা বপামস্ত জুহাব সঃ ।  
 বপায়াং হুয়মানায়াং গন্ধমাত্রায় মাতরঃ ॥২৬॥  
 আৰ্ত্তা নিপেতুঃ সহসা পৃথিব্যাং কুরুনন্দন ! ।  
 সৰ্ব্বাশ্চ গৰ্ভানলভন্তস্ততাঃ পরমাক্সনাঃ ॥২৭॥ (বিশেষকম)  
 ততো দশম্ মাসেষু সোমকস্ত বিশাংপতে ! ।  
 জজ্ঞে পুত্রেশতং পূৰ্ণং তাস্ত সৰ্ব্বাস্ত ভারত ! ॥২৮॥  
 জন্তুর্জ্যেষ্ঠঃ সমভবজ্জনিত্র্যামেব পার্থিব ! ।  
 স তাসামিষ্ট এবাসীন্ন তথা তে নিজাঃ স্ততাঃ ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

সব্য ইতি । সব্যে বামে । বিশস্ত ছিত্বা । বপাং মেদোধাতুস্ব, “মেদস্ত বপা বসা” ইত্যমরঃ । পৃথিব্যাং নিপেতুঃ, নিরতিশয়শোকাদিত্যাশয়ঃ ॥২৫—২৭॥

স্তত ইতি । দশম্ মাসেষু দশমে মাসীত্যর্থঃ । তাস্ত পরমাক্সনাস্ত ॥২৮॥

জন্তুরিতি । জনিত্র্যামেব ভূতপূৰ্ব্বজনস্ত্র্যামেব । তাসাম্ অপররাজভার্য্যাণাম্ ॥২৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

জায়তাং তেন দ্বা যজ্ঞে” ইতি পুত্রস্তাপি পশুকরণং বহুচক্রাক্ষণে পরামৃষ্টম্, ততো ন শাস্ত্র-  
 বিয়োধঃ ॥১৯—২৩॥ বাশস্ত্যঃ ক্রোশস্ত্যঃ ॥২৪—২৫॥ বপাং দেহান্তর্গতমপূণাকারং মাংসম্

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর যাজক জন্তুনাংক সেই পুত্রদ্বারা সোমক-  
 রাজাকে যজ্ঞ করাইতে আরম্ভ করিলেন । তখন ‘হায় আমরা হত হইলাম’  
 এইরূপ আৰ্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, তীব্রশোকে আকুল হইয়া, কৰুণস্বরে  
 রোদন করিতে থাকিয়া, সেই বালকটীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, দয়ার্দ্ৰচিত্তে  
 মাতারা তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৩—২৪॥

যাজকও বালকটীর বামহস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলেন ।  
 তাহার পর যাজক, কুররৌপক্ষিণীগণের শ্রায় আৰ্ত্তনাদকারিণী জননীগণের হস্ত  
 হইতে সেই পুত্রটীকে নিয়া, ছেদন করিয়া, তাহার বসাদ্বারা যথাবিধানে  
 হোম করিতে লাগিলেন । কুরুনন্দন ! বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে,  
 তাহার গন্ধ আত্মাণ করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া জননীরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে  
 পতিত হইলেন ; তাহার পর তাঁহারা সকলেই গর্ভ ধারণ করিলেন ॥২৫—২৭॥

নরনাথ ভরতনন্দন ! তাহার পর দশম মাসে সেই একশত ভার্য্যা  
 হইতে সোমকরাজার পূর্ণ একশত পুত্র জন্মিল ॥২৮॥

তচ্চ লক্ষণমস্তাসীৎ সৌবর্ণং পার্শ্ব উত্তরে ।

তস্মিন্ পুত্রেশতে চাগ্র্যঃ স বভূব গুণৈরপি ॥৩০॥

ততঃ স লোকমগমৎ সোমকস্ত গুরুঃ পরম্ ।

অথ কালে ব্যতীতে তু সোমকোহপ্যগমৎ পরম্ ॥৩১॥

অথ তং নরকে ঘোরে পচ্যমানং দদর্শ সঃ ।

তমপৃচ্ছৎ কিমর্থং ত্বং নরকে পচ্যসে দ্বিজ ! ॥৩২॥

তমব্রবীদগুরুঃ সোহথ পচ্যমানোহগ্নিনা ভূশম্ ।

ত্বং ময়া যাজ্ঞিতো রাজংস্তশ্চেদং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

তদ্বিত্তি । তৎ ঋত্বিকৃতম্, অস্ত জন্তোঃ, উত্তরে বামে । অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৩০॥

তত ইতি । গুরুঃ ঋত্বিকৃ পৰং লোকমগমদ্বিত্তি লক্ষণঃ । পরং লোকম্ ॥৩১॥

অথেতি । তম্ ঋত্বিজম্ । স সোমকঃ । অপৃচ্ছৎ সোমক এব ॥৩২॥

তস্মিত্তি । অগ্নিনা নরকাগ্নিনা । যাজ্ঞিতঃ পুত্রবধেন যজ্ঞং কারিতঃ । নহ “স বরুণং রাজানমুপসসার পুত্রো মে জায়তাং তেন বা যজে” ইতি বহুচত্রাঙ্গণেন যজ্ঞে পুত্রবধ-বিধানাৎ কথমত্র পাপম্, পাপাভাবে চ কথং নরকপাক ইতি সের “মা হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি ঋত্যা হিংসামাত্রেণৈব পাপমুপজায়ত ইতি দর্শিতম্ । অতএব “অভিচারো মূলকৰ্ম্ম চ” ইতি ক্রবতা মহুনাপি জ্ঞানযাগান্ত্ত্ৰিচারকৰ্ম্ম উপপাতকমধ্যে গণিতম্ । “দৃষ্টবদাহুত্ৰবিকঃ স হবিষজ্জ্বলিতাতিশয়যুক্তঃ” ইতি সাংখ্যকারিকাযাখ্যানে বাচস্পতিমিশ্রেণাপি হিংসামাত্র এব পাপমভিহিতম্ । এতদুপাখ্যানদর্শনেন ব্যাসস্তাপি তথৈব মতমবগম্যতে । এবঞ্চ স্মার্ত্তেন তিথিত্ত্বে বৈধহিংসাত্যাং যৎ পাপাভাবো দর্শিতস্তচ্চিহ্ন্যম্ ॥৩০॥

রাজা ! তাহাদের মধ্যে জন্তু তাহার ভূতপূৰ্ব্ব জননীর গৰ্ভেই জ্যেষ্ঠ হইয়া জন্মিল এবং সে-ই অপর রাজমহিষীদেরও প্রিয় হইল ; কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রেরাও তেমন প্রিয় হইল না ॥২৯॥

এবং জন্তুর বামপার্শ্বে সেই স্বর্ণচিহ্নও ছিল, আর সে, সেই একশত পুত্রের মধ্যে গুণেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ॥৩০॥

তাহার পর সোমকরাজার সেই যাজক পরলোকগমন করিলেন ; তৎপরে কিছু কাল অতীত হইলে সোমকও লোকাস্তরে গেলেন ॥৩১॥

তদনন্তর সোমকরাজা সেই যাজককে ঘোর নরক ভোগ করিতে দেখিলেন ; তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আপনি নরক ভোগ করিতেছেন কেন ?” ॥৩২॥

তাহার পর নরকভোগকারী সেই যাজক রাজাকে বলিলেন—“রাজা ! আমি আপনাকে যে যজ্ঞ করাইয়াছিলাম, তাহারই এই ফল ভোগ করিতেছি” ॥৩৩॥

এতচ্ছ্রদ্ধা স রাজর্ষিধর্মরাজ্ঞানমব্রবীৎ ।

অহমত্র প্রবেক্ষ্যামি মৃত্যুতাং মম যাজকঃ ।

মৎকৃতে হি মহাভাগঃ পচ্যতে নরকায়িনা ॥৩৪॥

ধর্মরাজ উবাচ ।

নাথঃ কর্তুঃ ফলং রাজমুপভুঙক্তে কদাচন ।

ইমানি তব দৃশ্যন্তে ফলানি বদতাং বর ! ॥৩৫॥

পুণ্যান্ ন কাময়ে লোকানৃতেহং ব্রহ্মবাদিনম্ ।

ইচ্ছাম্যহমনেনৈব সহ বস্তং স্ত্রীলায়ে ॥৩৬॥

নরকে বা ধর্মরাজ ! কর্মগাহস্য সমো হহম্ ।

পুণ্যাপুণ্যফলং দেব ! সমমস্ত্রাবয়োরিদম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ধর্মরাজ উবাচ ।

যদেবমৌপ্সিতং রাজন্ ! ভুঙ্ক্ষ্যাস্য সহিতঃ ফলম্ ।

তুল্যকালং সহানেন পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি সদৃগতিম্ ॥৩৮॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । ধর্মরাজ্ঞানং যমম্ । প্রবেক্ষ্যামি অশ্রু প্রতিনিধিষ্মেন । বটপাদোহং শ্লোকঃ ॥৩৪॥

নেতি । কর্তুঃ পাপকারকাদন্তো জনঃ, ফলং তৎপাপফলম্, নোপভুঙক্তে ॥৩৫॥

পুণ্যানিতি । ব্রহ্মবাদিনং বেদবক্তারমমুমুর্ষিজম্, ঋতে বিনা । স্ত্রীলায়ে স্বর্গে, নরকে বা, বস্তং বাসং কর্তুম্ । হি যস্মাদহং কর্মণা পুণ্যেন তেন নরহত্যাযাপারেষ চ অশ্রু সমঃ । তথা চ মৎকৃতেহত্যায়াময়ং কর্তা, অহং প্রযোজক ইতি ভাবঃ ॥৩৬—৩৭॥

ইহা শুনিয়া রাজর্ষি সোমক ধর্মরাজকে (যমকে) বলিলেন—“আমি উহার প্রতিনিধিরূপে নরকে প্রবেশ করিব; আপনি আমার যাজককে মুক্ত করুন । কারণ, ঐ মহাত্মা আমার জন্তই নরক ভোগ করিতেছেন” ॥৩৪॥

ধর্মরাজ বলিলেন—“রাজা ! অশ্রু লোক কখনও অশ্রুর পাপের ফল ভোগ করে না । আপনার এই সকল (স্বর্গলাভ) ফল দেখা যাইতেছে” ॥৩৫॥

ধর্মরাজ ! এই বেদবক্তা যাজক ব্যতীত আমি পুণ্যলোক কামনা করি না ; সুতরাং আমি উহার সহিতই স্বর্গে বা নরকে বাস করিতে ইচ্ছা করি । কারণ, আমি কর্মদ্বারা উহার তুল্য । অতএব দেব ! এই পুণ্য-পাপের ফলও আমাদের উভয়েরই সমান হউক” ॥৩৬—৩৭॥

ধর্মরাজ বলিলেন—“রাজা ! আপনার যদি এমনই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনি ইহার সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে এক সময়েই এই পাপের ফল ভোগ করুন, পরে আবার ইহার সহিতই সদৃগতি লাভ করিবেন” ॥৩৮॥



## লোমশ উবাচ ।

স চকার তথা সর্বং রাজা রাজীবলোচনঃ ।

ক্ষীণপাপশ্চ তস্মাৎ স বিমুক্তো গুরুণা সহ ॥৩৯॥

লেভে লোকান্ শুভান্ রাজন্ ! কৰ্ম্মণা নির্জিতান্ স্বয়ম্ ।

সহ তেনৈব বিপ্রেন গুরুণা স গুরুপ্রিয়ঃ ॥৪০॥

এষ তস্মাশ্রমঃ পুণ্যো য এষোহগ্রে বিরাজতে ।

ক্ষান্ত উয্যাত্র ষড়্ৰাত্রং প্রাপ্নোতি স্থগতিং নরঃ ॥৪১॥

এতস্মিন্নপি রাজেন্দ্র ! বৎস্মামো বিগতজ্বরাঃ ।

ষড়্ৰাত্রং নিয়তান্নানঃ সজ্জীভব কুরুবহ ! ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বনি

তীর্থযাত্রায়াং জন্তুপাখ্যানে পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

## ভারতকৌমুদী

যদীতি । সহিতো মিলিতঃ সন্নেব ত্বম্, অস্ত হিংসাকৰ্ম্মণঃ ফলং ভুঙ্ক, ॥৩৮॥

স ইতি । তস্মান্নরকভোগাৎ ক্ষীণপাপঃ । গুরুণা স্বভিজা ॥৩৯॥

লেভ ইতি । কৰ্ম্মণা যোগাদিনা, নির্জিতান্ আয়ত্তীকৃতান্ । স সোমকঃ ॥৪০॥

এষ ইতি । অগ্রে সম্মুখে । ক্ষান্তঃ ক্ষমাশীলঃ, উগ্ৰ বাসং কৃৎবা ॥৪১॥

## ভারতভাবদীপঃ

১২৬—২২। লক্ষণং চিরম্ ॥৩০॥ সোমকস্ত স্বভিজিতি শেষঃ ॥৩১—৪০॥ ক্ষান্তঃ ক্ষমা-  
বান্, উগ্ৰ উষিষ্টা ॥৪১॥ অভিচারপাপং কুমারগোপদেহৈষু যাজকেষেব, যাজ্ঞাত্ৰ নিপাতস্ত গুরো  
কৰ্ম্মণাপ্রযুক্তঃ স্বয়ং কৃতো ন তু শ্রাদ্ধ ইত্যধ্যায়তাৎপর্যম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০০॥

লোমশ বলিলেন—“পদ্মনয়ন সোমকরাজা সেইভাবেই সমস্ত করিলেন ;  
তাহাতে পাপক্ষয় হওয়ায় স্বভিকের সহিতই নরক হইতে মুক্ত হইলেন ॥৩৯॥

রাজা ! তাহার পর গুরুপ্রিয় সোমকরাজা সেই যাজক ব্রাহ্মণের সহিতই  
আপন কৰ্ম্মনির্জিত সমস্ত শুভ লোক লাভ করিলেন ॥৪০॥

সম্মুখে এই যে আশ্রম শোভা পাইতেছে, ইহাই সেই সোমকরাজার পুণ্য  
আশ্রম । মানুষ এখানে ক্ষমাশীল হইয়া ছয় রাত্রি বাস করিয়া সদগতি লাভ  
করে ॥৪১॥

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ ! এখানে আমরাও সন্তাপবিহীন ও সংযতচিত্ত হইয়া  
ছয় রাত্রি বাস করিব ; সুতরাং কুরুশ্রেষ্ঠ ! তুমি তাহার জন্ত সজ্জিত হও” ॥৪২॥

\* ‘...অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...একোনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’  
—পি নি । ইতঃ পরঞ্চ নির্ণয়দাগবপুস্তকে অধ্যায়ান্তরমধিকং দৃশ্যতে ।

## ষড়ধিকশততমোহিধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

অগ্নিন্ কিল স্বয়ং রাজগ্নিস্তবান্ বৈ প্রজাপতিঃ ।  
সত্রমিষ্টীকৃতং নাম পুরা বর্ষসহস্রিকম্ ॥১॥  
অশ্বরীষশ্চ নাভাগ ইষ্টবান্ যমুনামনু ।  
যত্রেফ্ দশ পদ্মানি সদশ্চেভ্যো বিসৃষ্টবান্ ॥২॥  
যষ্টৈশ্চ তপসা চৈব পরাং সিদ্ধিমবাপ সঃ ।  
দশশ্চ নাহুযশ্চায়ং যজ্ঞনঃ পুণ্যকর্মণঃ ॥৩॥  
সার্বভৌমশ্চ কোন্তেয় ! যযাতেবমিতৌজসঃ ।  
স্পর্দ্ধমানশ্চ শক্রেণ যশ্চোদং যজ্ঞবাস্তিহ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিত্তি । অপি বয়মপি । বিগতজ্ঞরাগ্নিরোহিতসস্তাপাঃ, নিয়তাত্মানঃ সংযত-  
চিত্তাঃ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং পঞ্চাধিকশততমোহিধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

অগ্নিরিত্তি । ইষ্টবান্ কৃতবান্, প্রজাপতিব্রহ্মা । সত্রং যাগম্ ॥১॥  
অশ্বরীষ ইতি । যমুনামনু লক্ষ্যীকৃত্য তস্তীয় ইত্যর্থঃ । পদ্মানি সংখ্যাবিশেষাঃ ॥২॥  
যষ্টৈরিত্তি । সোহশ্বরীষঃ । যজ্ঞনো বিধিনেষ্টবতঃ । যজ্ঞস্ত বাস্ত ভূমিঃ ॥৩—৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

অগ্নিরিত্তি ॥১॥ দশ পদ্মানি গবামিত্তি শেষঃ, তস্ত দ্বাদশশতং দক্ষিণা ইতি যাগীর-  
দক্ষিণাদৌ সর্বজ্ঞ গোপদশৈবাব্যাহারদর্শনাৎ, অভিসৃষ্টবান্ দত্তবান্ ॥২—৩॥ যজ্ঞবাস্ত

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! এই স্থানে পূর্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সহস্রবর্ষ-  
ব্যাপী ‘ইষ্টীকৃত’-নামে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১॥

এবং নাভাগনন্দন অশ্বরীষও যমুনার তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তিনি যেখানে  
যজ্ঞ করিয়া সদশ্চদিগকে দশ-পদ্ম-সংখ্যক গো দান করিয়াছিলেন, (এই সেই  
স্থান) ॥২॥

এবং সেই যজ্ঞ ও তপস্তা দ্বারা তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।  
কুন্তীনন্দন । যিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যিনি পুণ্যকর্মা, সম্রাট ও

পশ্য নানাবিধাকারৈরগ্নিভিনিচিতাং মহীম্ ।  
 মজ্জন্তৌমিব চাক্রাস্তাং যযাতের্বজ্জকর্ষভিঃ ॥৫॥  
 এষা শম্যেকপত্রা যা সরকৈতদুত্তমম্ ।  
 পশ্য রামহুদানতান্ পশ্য নারায়ণাশ্রমম্ ॥৬॥  
 এতচ্চর্চীকপুত্রেশ্চ যোগৈর্বিচরতো মহীম্ ।  
 প্রসর্পণং মহীপাল ! রৌপ্যায়ামমিতৌজসঃ ॥৭॥  
 অত্রানুবংশং পঠতঃ শৃণু মে কুরুনন্দন ! ।  
 উলুখলৈরাভরণৈঃ পিশাচী যদভাষত ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

পশ্যতি । অগ্নিভিঃ অগ্নিহোপনহানৈরষ্টকারচিহ্নৈঃ স্বত্তিগৈঃ, নিচিতাং ব্যাপ্তাম্ ॥৫॥  
 এবেতি । একপত্রা যা শমী লৌকর্গায়ন্তে, এষা সা শমী । অত্রা একশ্লিষ্মেব বৃন্তে  
 বহুপত্রা, অত্র ত্বেকপত্রেতি স্থানমাহাশ্রম্যেতদিত্যেতাভিঃ । সরকং সরোবরং, “সরকং সরোবরঃ”  
 ইতি শব্দরত্নাবলী ॥৬॥

এতদিত্যি । স্বচীকপুত্রো জমদগ্নিঃ । প্রসর্পণং নাম তীর্থম্ । রৌপ্যায়াম্ নক্তাম্ ॥৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞভূমিঃ, ইহ অগ্নিন্ বাস্তুনি, ইদমুত্তরাগ্নি ॥৪॥ অগ্নিভিরগ্নিহোপনহানৈরষ্টকারচিহ্নৈঃ  
 স্বত্তিগৈঃ ॥৫॥ শমী আমিষ্কাধং দধুংপাদনার্হমানীতা শমীশাখা, একপত্রা শান্তিতপত্রা  
 “অন্তর্বেদিশাখায়াঃ পলাশান্তসর্কাণি প্রশান্ত্য মূলতঃ শাখাং পরিবাস্তোপবেশং করোতী”তি  
 পুত্রাং যা পূর্বমেকপত্রশাখাভূৎ সৈবা উপবেশরূপেণাবশিষ্টা দৃষ্টতে অগ্রভাগস্ত বর্হো প্রহৃত-  
 ত্বাং, পরিবাস্তা চ্ছিদ্ভা, সরকং হ্রদগ্রহপাভম্ । “সরকোহস্তী হ্রদপাভে” ইতি মেদিনী ॥৬॥  
 প্রসর্পণং সঞ্চারভূমিঃ, রৌপ্যায়াম্ রূপাবৎ বেতবর্ণায়াম্ কল্যাম্, নক্তাং বা, সাম্যোপো লগ্নমী,  
 প্রসর্পণং তীর্থমিত্যাক্তে ॥৭॥ অনুবংশং পরম্পরাগতমাখ্যানলোকম্ । উলুখলৈরিতি উলু-  
 খলসদৃশানি স্ত্রীণাং কর্ণভরণানি ভবন্তীতি অমূলুখলৈরেবাত্তরগৈর্যুক্তা সতীতি শেষঃ,  
 অমিততেজা ছিলেন, যিনি ইন্দ্রের সহিত স্পর্ধা করিতেন এবং এইখানে ঘাঁহার  
 এই যজ্ঞভূমি রহিয়াছে, সেই নহুনন্দন যযাতির এই দেশ ॥৩—৪॥

সুখিষ্টির ! দেখ—নানাপ্রকার স্থণ্ডিল-ব্যাপ্ত এই স্থানটা যযাতির যজ্ঞদ্বারা  
 আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই যেন মগ্ন হইয়া যাইতেছে ॥৫॥

যাহাকে একপত্রা শমী বলিয়া লোকে বলে, এই সেই শমী (বৃক্ষ) এবং এই  
 একটা উত্তম সরোবর । আর এই দেখ—পরশুরামের হ্রদ সকল এবং এই দেখ—  
 নারায়ণের আশ্রম ॥৬॥

রাজা ! যোগী, পরিব্রাজক ও অমিততেজা জমদগ্নির রৌপ্যানদীতে এই  
 ‘প্রসর্পণ’-নামক তীর্থ ॥৭॥

যুগন্ধরে দধি প্রাপ্ত উষিহা চাচ্যতস্থলে ।

তদ্বদভূতলয়ে স্নাত্বা সপুত্রা বস্তমর্হসি ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

অত্রোক্তি । হে কুরুনন্দন ! উলুখলৈঃ যুগন্ধরকদম্বলৈরেকান্তরৈর্বিষিষ্টা, অত্রোক্তি কাচিং  
পিশাচী, পুত্রসহিতায়াং কস্তাঞ্চিং স্নাত্বাং বস্তমাগত্যাং সত্যাম্ অত্র প্রসপর্ণতীর্থবিষয়ে,  
যদ্বচনম্বয়মভাষত, অমুবংশঃ বংশবৎ লোকামুক্রমপ্রাপ্তঃ তদ্বচনম্বয়ং পঠতো মে সকাশাৎ শৃণু ॥৮॥

প্রথমং বচনমাহ—যুগেতি । যুগন্ধরে তদাখ্যে পৰ্ব্বতে, “নিষধো মাল্যবান্ বিছ্যো হেমকূটো  
যুগন্ধরঃ” ইতি শব্দরত্নাবলী, উষ্ট্রীপ্রভৃতাং গর্দভাদিহৃদ্রজাডক দধি, প্রাপ্ত ভুক্তা, তত্র হি তাদৃশ-  
মেব দধি ক্রিয়তে ; ন বিতুল্যে চ্যুতা ধর্মভ্রষ্টা যেভ্যস্তে অচ্যুতা স্নেছাদয়স্তেবাং স্থলে, উষিহা  
বাং কৃত্বা, তদ্বৎ তথা, ভূতানাং মনুষ্যাদিপ্রাণিশবানাং লয়ো নিক্ষেপেণ লোপো যত্র তস্মিন্  
যত্রোদক এব মনুষ্যমবো নিক্ষিপ্যাতে তস্মিন্ নদীজলে ইত্যর্থঃ স্নাত্বা চ, সপুত্রা যম্, বস্তং  
তত্ত্বংপাপক্ষয়ার্থমত্রৈকরাজমবস্থাতুমর্হসি । অত্রোদমবধেয়ম্ - যুগন্ধরপৰ্ব্বতপ্রদেশে উষ্ট্রীহৃদ্রেন  
গর্দভীপ্রভৃতিহৃদ্রেন চ দধি ক্রিয়তে, তন্তোজনক পাপজনকম্, “ঐষ্ট্রীমৈকশফং ক্ষীরং স্নাত্বা তুল্য-  
মিতি স্নাতম্” ইতি নীলকণ্ঠবৃত্তমতে: ক্ষীরপদম্ চ দ্রোহপ্যাপলক্ষণম্ । এবঞ্চোক্ত দধিপদ-  
মভোজ্যমাত্রোপলক্ষণম্, “চাণ্ডালায় ন চান্নীয়াৎ” ইত্যাহো চাণ্ডালান্নপদম্ চাণ্ডালতুল্য-  
জাত্যন্তরান্নমাত্রোপলক্ষণম্ । অচ্যুতস্থলে উষিহেত্যেতচ্চ স্নেছান্ত্যজাত্যালাপগাত্রসংস্পর্শাদ্বক-  
সংসর্গকরণপরম্, তত্র তথৈব সম্ভবাৎ । ভূতলয়ে স্নাত্বোত্যেতচ্চ দূষিতজলমাত্রে স্নানপরম্,  
শবদূষিতজলস্নানমাত্রপরম্ তৎপরিণ্যাসাবাৎ । একরাজবাসেন চ তত্ত্বংপাপক্ষয়ঃ, পরবচনে  
তত্ত্বংপাপক্ষয়ার্থমেব একরাজবাসাকৌকারম্ভোতনাৎ । ইথঞ্চ অভোজ্যভোজনম্, অস্পৃশ্যলাপ-  
সংশী, দূষিতজলে স্নানক্, এযায়ন্ততমস্ত সমুদিতস্ত বা করণে তৎপাপক্ষয়ার্থং প্রসপর্ণতীর্থে  
একরাজবাসঃ প্রায়শ্চিত্তমিতি নিরুধঃ সূচিতঃ ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

এতেন বিকৃতবেশম্বং পিশাচ্যাঃ ॥৮॥ উক্তং ভাষণমেবাহ স্বাত্যাং—যুগন্ধর ইতি । অত্র  
প্রাঞ্চঃ—অস্মিন্স্থতীর্থে কাচিং সপুত্রা ব্রাহ্মণী স্নাতুমাগতা তাং প্রাপ্তি পিশাচী বদতি—স্বয়া  
যুগন্ধরে পৰ্ব্বতে দেশে বা, দধিপ্রাশনং কৃত্ব তত্রোষ্ট্রীক্ষীরং গর্দভাদিক্ষীরক দধি ক্রিয়তে । তথা  
অচ্যুতস্থলাখ্যে লঙ্করজানাং গ্রামে বাসক কৃতঃ । তথা ভূতিলয়াখ্যে দহ্যগ্রামেহনয়িতৃদস্থানাং

কুরুনন্দন ! (একটি জ্বীলোক বাস করিবার জন্ত আপন পুত্রকে লইয়া  
এখানে আসিলে) উদুখলভূষণে ভূষিতা একটা পিশাচী (তাহাকে) যাহা বলিয়া-  
ছিল, কিংবদন্তীস্বরূপ সেই বচন দুইটি আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৮॥

“যুগন্ধরপৰ্ব্বতে (উষ্ট্রীপ্রভৃতির) দধি ভোজন করিয়া, অন্ত্যজস্থানে বাস করিয়া  
এবং ভূতলয়ে (দূষিতজলে) স্নান করিয়া (সেই সেই পাপক্ষয়ের জন্ত কেবল এক  
রাত্রি) তুমি পুত্রের সহিত এখানে বাস করিতে পার ॥৯॥

ভারতভাবদীপ:

যুতানাং ক্ষেপণং যন্তাং নত্যাং ক্রিয়তে তন্ত্যাং স্নাতাসি, অতো দোষজয়বন্তী ত্বম্, এতৎকরণে  
 হি প্রায়শ্চিত্তং ধর্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্—“ঐহৈমবশমং স্মীরং স্মরাতুল্যমিতি স্মৃতম্। সংস্রজ্য সন্দৈরঃ  
 সার্কং প্রাজাপত্যং ব্রতং চরৎ ॥” ইতি। “প্রোচ্ছো ভূতিলয়ে বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং ব্রতং চরৎ” ইতি  
 চ। তচ্চ ত্বয়া ন কৃতং ততঃ কথমত্র বস্তমিচ্ছসি? দোষবতামিহ তীর্থে বাসো দুর্লভ  
 ইত্যর্থঃ। এবং পিশাচীবাধ্যং শ্রদ্ধাপি সা ব্রাহ্মণী তত্র স্নানাদিকং কৃতবতী, ততস্ত্বয়া  
 যাক্ত্বা তন্ত্রা ঘটপিঠাদিকং নাশিতম্। উক্তঞ্চ—“এতত্ত্বং দিবা বৃন্তং রাত্রৌ বৃন্তম্  
 ত্রক্ষ্যসি” ইতি, বৃন্তং জাতম্, রাত্রৌ তু তব পুত্রমপি নাশয়িত্বামিতি ভাবঃ। অথাপি  
 দ্বিতীয়ং রাত্রিং বস্তমিচ্ছসি চেৎ তব ভূয়াংসমপকারং করিত্বামিতি যুগন্ধরাদিশেখরনিন্দা-  
 পরঞ্চে ন ব্যাচখ্যঃ। অর্কাঞ্চস্ত- যুগন্ধরাদৌ দধিপ্রাশনাদিকং জয়মধিকারকারণং কৃত্বা  
 একরাত্রিমিহ যদি বস্তমিচ্ছসি চেৎস। অত্র পিশাচীবচনব্যাভে নৈব রাত্রবাসো নিরম্যতে, যদি  
 তু দ্বিতীয়ং দিবারাত্রং বস্তসি তহি এতৎ তব দিবা কালে বৃন্তং ভাবিত্বাতি, “এতদ্বিতি বস্ত্রপাত্রা-  
 হারত্যাড়নাদিকমভিনীদ্য দর্শয়তি। রাত্রৌ তু ইতোহন্তথা প্রাণাপহারান্তমিত্যর্থ ইতি। ব্রহ্ম-  
 জ্ঞানিবংশাবতংসলক্ষণাচরাস্ত “স্বারমেতন্তু কৌন্তেয়। কুরুক্ষেত্রস্তে” ত্যুপসংহারাদস্ত ক্ষেত্রস্ত  
 দ্বিবিধকুরুক্ষেত্রপ্রাপকত্বমবগতম্, কুরুক্ষেত্রদ্বয়ঞ্চ একং শতপথে প্রবর্গ্যাকাণ্ডে—“তেবাং  
 কুরুক্ষেত্রং দেবযজ্ঞনমাস তস্মাদাহঃ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজ্ঞনম্” ইতি কৰ্ম্মাঙ্কং কুরু-  
 দেশান্তর্গতং প্রসিদ্ধম্। অপরঞ্চ—“অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রম্” ইত্যাদিনা জ্ঞানাক্রমবিমুক্তাখ্যং  
 জাবালরামতাপনীয়োপনিষদোঃ প্রসিদ্ধম্। ততশ্চাস্ত ক্ষেত্রস্ত ক্রমমুক্তৌ সতোমুক্তৌ  
 পরম্পরয়া হেতুতাদত্র বাসে দেবা বিপ্রমাচরন্তি। মুক্তৌ হি “দেবপত্তত্বান্নিবর্ত্তত” ইতি।  
 তথা বৃহদারণ্যকে—“আশ্বোভ্যোবোপাসীতেত্যেকাশ্বাং জেয়” মিত্যুক্তাধ যোহন্ত্যাং দেবতা-  
 মুপান্তেহন্ত্রোহসাবন্তেহহমিতি ন স বেদ যথা পশুয়েব স দেবানামিতি ভেদদর্শিনো দেবপত্ত-  
 মুক্তা তস্মাদেবাং তন্ন প্রিয়ং যদেতয়মুহুত্বা বিদ্যায়িত্যেকাশ্বাজ্ঞানং দেবানামপ্রিয়ং পশুনাশ ইব  
 পশুপতেরিত্যুক্তম্। জ্ঞাতৈকাস্বাস্ত তু দেবা অপ্রিয়ং কৰ্ত্তুমসমর্থাস্তথা চ ভক্তেব ক্রয়তে—  
 “তন্ত হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হেবাং স ভবতী”তি, দেবাশ্চ ন দেবা অপি,  
 অভূত্যা অনৈশ্বর্য্যায়, এবং সতি “যদি ব্রহ্মিষ্ঠাসি তর্হ্যত্র চিরকালং বস্তমহঁসী”তি পিশাচী  
 কাঞ্চিৎ সপুত্রাং জিয়মিহ বস্তমিচ্ছন্তীং প্রতি প্রব্রবীতি—যুগন্ধর ইতি। যুগানি কৃতজ্ঞেতাষাপর-  
 কলিঃসজ্জানি ধারয়ন্তীতি যুগন্ধরঃ পুলশরীরাভিমানী জীবঃ, তথা হি শ্রুতিঃ—“কলিঃ শয়ানো  
 ভবতি সজ্জিহানস্ত ষাপরঃ। উত্তিষ্ঠন্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পত্ততে চরন্ ॥” ইতি। শয়ানো  
 ধর্ম্মাচার্য্যাদিমুখাদজানন্ পুরুষঃ কলিঃ, স এব সজ্জিহানস্তং জ্ঞানন্ ষাপরো ভবতি,  
 উত্তিষ্ঠন্ ধর্ম্মাহুষ্ঠানার্থং যতমানস্ত্রেতা ভবতি, ধর্ম্মং চরন্ অহুতিষ্ঠন্ত কৃতং ভবতীতি পুংস  
 এব যুগন্ধরবৃত্তমাহ। দধিপ্রাশনশাক্ষেন ধর্ম্মপ্রজ্ঞাসম্পত্ত্যর্থো দায়সংযোগ উচ্যতে। তথাহি  
 গৃহস্থশ্রে—“সমগচ্ছ বিধে দেবা ইতি দয়ঃ প্রোশ্ত প্রতিপ্রয়চ্ছৎ” ইতি, বিবাহান্তে দম্পত্যো-  
 র্দ্ধদয়সদ্বানার্থং দধিপ্রাশনং বিধীয়তে, তত্র “সমাপো হৃদয়ানি নৌ সমাভয়িষা সদ্ধাতা সমুদেহী  
 দধাতু নৌ” ইতি মন্ত্রশেষঃ। মন্ত্রার্থস্ত—বিধেদেবাঃ নৌ আবহোহৃদয়ানি বেত্তি, বৃত্তিবহুত্বাৎ  
 বহুবচনম্, সমগচ্ছ সিদ্ধানি কুরুচ্ছ। সৎসদ্ধাবৃত্ত্যা সমগচ্ছিত্যাত্মপাবৃত্তিকের্ণা। আপো

একরাত্রিমুষ্ণেহ দ্বিতীয়ং যদি বংশসি ।

এতন্মৈ তে দিবা বৃত্তং রাত্রৌ বৃত্তমতোহন্থথা ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

দ্বিতীয়ং বচনমাহ— একেতি । একরাত্রিমুষ্ণেহত্যেনে উক্তত্রিবিধপাপক্ষয়ার্থং প্রসৰ্পণ-  
তীর্থে একরাত্রিবাসো নির্বিলম্বকীকৃত ইতি বোধ্যম্ । অয়মর্থস্ত “অন্ত চাত্র নিবংশ্যামঃ কপাং  
ভরতসন্তম ।” ইতি পরলোকপূৰ্কার্থং ক্রবতা লোমশেনৈব স্থচিতঃ । দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়রাত্রং  
যদি বংশসি, তদা তে সপুত্রায়া এব তব, এতৎ—অনেন হস্তসঙ্কেতেন প্রদর্শ্যমানং প্রহরণম্,  
দিবা বৃত্তং দিনবৃত্তান্তো ভবিষ্যতি; রাত্রৌ তু অতোহন্থথা ইতোহপি গুরুতরমেব কণ্ঠমোটনা-  
দিকং বৃত্তং বৃত্তান্তো ভবিষ্যতি, এতত্তীর্থবাসস্ত উক্তত্রিবিধপাপক্ষয়মাত্রার্থকত্বাৎ একরাত্রমাত্র-  
বাসেনৈব চ তৎসিদ্ধ্যা দ্বিতীয়রাত্রাদিবাসস্তানাবশ্রবত্বাৎ তদানীমশ্বদাদিভিঃ শৈবচরণাচ্চেতি  
ভাবঃ ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

নৌ হৃদয়ানি সমঞ্জস্বিতার্থঃ । স্নিগ্ধয়োহি দ্বয়োঃ সন্ধানং ভবতীতি । মাতরিখা প্রাণ-  
বায়ুনৌ হৃদয়ানি সন্দধাতু । এবং ধাতা সন্দধাতু । উ নিশ্চিতম্, দেহী অন্তর্ধামিনী  
দেবতা চ সন্দধাতু । অব্যবহিতাশ্চেতি চন্দসি ব্যবহিতোপসর্গেণাপি ক্রিয়ায়াঃ সম্বন্ধঃ ।  
পূৰ্ণবহুপসর্গাবৃত্ত্য ক্রিয়াপদস্তাবৃত্তিরिति । তথা চ “কোমে বসানৌ জায়াপতী মহোভৌ  
চরতাং ধর্মং প্রজাং প্রজনয়্যাবহা” ইতি ঋতিলিঙ্গাত্যাং ধর্মপ্রজোৎপাদনে সহাধিকাৱাৎ ।  
“জায়মানৌ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্লুধা জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ”  
ইতি চ ঋতানামুপানামপাকরণং দারসংযোগং বিনা ন ভবতীতি দধিপ্রাশনশব্দেন লক্ষিত-  
লক্ষণয়া আনুগাং গ্রাহম্, তেন স্বধর্মনিষ্ঠঃ প্রজাবানেতত্তীর্থে সেবিতুমর্হতীতি পূৰ্ণপাদার্থঃ ।  
অচ্যুতলে চ্যুতিযোগ্যস্থলশরীরাপেক্ষয়া অচ্যুতং স্থলং লিঙ্গশরীরম্, তত্র উবিভা স্বজ্ঞান-  
মুপাশ্চেত্যর্থঃ । ভূতানি বিয়দাদীনী লীয়ন্তেহশ্মিন্নিতি কারণং ব্রহ্ম ভূতলয়ঃ । ভূতিলয়  
ইতি পাঠে ভূতিরৈখ্যং তস্তাপি চ লয়োহশ্মিন্নিতি শুক্লং ব্রহ্ম তয়োবৃত্ততয়ত্র স্নাত্বা মলং  
ত্যাক্ত্বা যথৈবীকতুলময়ৌ প্রোতং প্রদ্যুয়েতৈবং হাস্ত সর্কে পাপ্যানঃ প্রদ্যুস্তুংইতি তজ্জ্ঞান-  
ফলপ্রবণাৎ । তদ্বদ্বিতি তচ্ছব্দেন পূৰ্ব্বাঙ্কোক্তে কর্মোপাস্তৌ উচ্যোতে, তাত্যাং যুক্তং যথা  
স্তাৎ তথা ভূতলয়ে স্নানম্, তেন দৈনন্দিনহৃদুপ্তেনিবৃত্তিঃ । তত্রাপি প্রত্যাহং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ  
ক্রয়তে, যজ্ঞেতৎপুরুষঃ স্থপিতি নাম সত্য সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতীতি । সত্য ব্রহ্মণা ।  
তথা চ কর্মোপাস্তিপূৰ্ব্বকং যো ব্রহ্ম জ্ঞানীতি সোহত্র বস্তুমর্হতি তস্ত পিশাচাদিবাধা  
নাতীত্যর্থঃ ॥১০॥ ব্রহ্ম অত্রবিদেকরাত্রমেবাত্র বস্তুং যোগ্যঃ, যদি দ্বিতীয়ং বস্তুমিচ্ছসি

এখানে একরাত্রি বাস করিবার পরে যদি দ্বিতীয় রাত্রি বাস কর, তবে  
দিনের বেলায় তোমার এই ঘটনা (হস্তপ্রহার) ঘটিবে; আর রাত্রিতে ইহা  
অপেক্ষা অন্তরূপ ব্যবহার (ঘাড় মোচড়ান প্রভৃতি) হইবে” ॥১০॥

(১০)...রাত্রৌ বৃত্তম্ অস্ম্যসি—ক।

বন-১৩৫ (৮)

অত্র চাত্রে নিবৎশ্রামঃ কৃপাং ভরতসত্তম ! ।  
 দ্বারমেতত্ত্ব কোন্তেয় ! কুরুক্ষেত্রস্ত ভারত ! ॥১১॥  
 অত্রৈব নাহ্মষো রাজা রাজন্ ! ক্রতুভিরিষ্টবান্ ।  
 যযাতির্বহুব্রহ্মোদৈর্ঘ্যত্রেদ্রো যুদমভ্যাগাৎ ॥১২॥  
 এতৎ প্রক্ষাবতরণং যমুনাতীর্থমুত্তমম্ ।  
 এতদ্বৈ নাকপৃষ্ঠস্ত দ্বারমাহ্মনৌষিণঃ ॥১৩॥  
 অত্র সারস্বতৈর্যজৈরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ ।  
 যুগোলুখলিকাস্তাত ! গচ্ছন্ত্যবভৃথপ্লবম্ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

অত্রোতি । কৃপাম্ আগামিনীমেকামেব রাজিং নিবৎশ্রামঃ, 'অস্মাকমপি উক্তজিবিধ-  
 পাপসত্ত্বাসত্ত্বাৎ পিশাচ্যা তথাবিধপাপিনামেকরাত্রবাসাভিধানাচ্চেতি ভাবঃ । এতৎ প্রদর্শনং  
 নাম তীর্থম্, কুরুক্ষেত্রস্ত দ্বারং প্রবেশপথমুখম্ ॥১১॥

অত্রোতি । নাহ্মষো নহ্মষুজঃ । ইষ্টবান্ যজ্ঞনং কৃতবান্ ॥১২॥

এতদ্বিতি । প্রক্ষাবতরণং নাম, যমুনাস্তীর্থং ষট্ঠঃ । নাকপৃষ্ঠস্ত স্বর্গস্ত ॥১৩॥

অত্রোতি । হে ভাত ! বৎস ! অত্র প্রক্ষাবতরণে, যুগোলুখলৈশ্চ চরন্তীতি তে তাদৃশাঃ  
 পরমর্ষয়ঃ, সারস্বতৈঃ সরস্বতীদেবতাকৈর্ঘজৈঃ, ইজানা যজ্ঞমানাঃ সন্তঃ, অবভৃথপ্লবং তদন্তিমল্লানম্,  
 গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি কুরুন্তীত্যর্থঃ ॥১৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

তর্হি তে তব এতদ্বদীযং বৃত্তং ভবিষ্যতি মধ্যং পিশাচী ভূত্বাত্র ন্নানং ন লপ্যসে, এতদ্বিতি  
 স্ববৃত্তস্তাভিনীয় প্রদর্শনং দ্বিতীয়দিনবাসস্তৈবভৎফলং দ্বিতীয়রাত্রিবাসে তু ইতোহঙ্গথা  
 অহল্যাদিবনোহপ্রাপ্ত্যা শিলাভাবো ভবিষ্যতি, তেন তীর্থদর্শনমপি ন লপ্যসে ইতি ॥১০॥  
 অতোহত্র কৃপাং রাজিমেব একাং বৎশ্রামঃ প্রান্তরেব প্রাস্ত্রায় ইতি ভাবঃ । দ্বারমিত্যর্ধস্ত  
 উক্তার্থমন্তি ॥১১॥ অত্রৈব কুরুক্ষেত্রদ্বারে ॥১২—১৩॥ সারস্বতৈর্বাঈকৈশ্চ দ্বিগ্ভির্ঘজৈ-

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আজ আমরা এখানে একরাত্রি বাস করিব । কুন্তীনন্দন !  
 এইটাই কুরুক্ষেত্রের দ্বার ॥১১॥

রাজা ! এইখানেই নহ্মনন্দন যযাতিরাজা বহু রত্নসমূহদ্বারা বহুতর  
 যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; যাহাতে ইন্দ্র আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥

এই 'প্রক্ষাবতরণ'-নামে যমুনার উত্তম তীর্থ । এইটাকেই জ্ঞানীরা স্বর্গের  
 দ্বার বলিয়া থাকেন ॥১৩॥

বৎস ! মহর্ষিরা যুগ ও উদুখলপ্রভৃতি যজ্ঞীয় অব্যাসামগ্রী লইয়া সারস্বত  
 যজ্ঞ শেষ করিয়া এইখানেই অবভৃথপ্লব করিয়া থাকেন ॥১৪॥

অত্রৈব ভরতো রাজা রাজন্ ! ক্রতুভিরিষ্টবান্ ।

হয়মেধেন যজ্ঞেন মেধ্যমশ্বমবাস্তজৎ ॥১৫॥

অসকৃৎ কৃষ্ণসারঙ্গং ধর্ম্মেণাপ্য চ মেদিনীম্ ।

অত্রৈব পুরুষব্যাত্ৰ ! মরুভঃ সত্রমুত্তমম্ ।

প্রাপ চৈবর্ষিমুশ্ণেন সংবর্তেনাভিপালিতঃ ॥১৬॥

অত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র ! সর্বাল্লোকান্ প্রপশ্যতি ।

পুয়তে দুষ্কৃতাচ্চৈব অত্রোপি সমুপস্পৃশ ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত্র সজাতৃকঃ স্নাত্বা স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ।

লৌমিশং পীণুবশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৮॥

সর্বাল্লোকান্ প্রপশ্যামি তপসা সত্যবিক্রম ! ।

ইহম্বঃ পাণুবশ্রেষ্ঠং পশ্যামি শ্বেতবাহনম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অত্রৈতি । হয়মেধেন চ ইষ্টবান্ । মেধ্যং হিংসনীয়মশ্বম, অবাস্তজন্তুবান্ ॥১৫॥

অসকৃদ্বিতি । অসকৃৎ প্রাপেতি সম্বন্ধঃ । কৃষ্ণসারঙ্গং কৃষ্ণসারমৃগমিবাম্ । মরুভো নাম রাজা, সত্রম্ অশ্বমেধযজ্ঞম্ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

অত্রৈতি । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা । পুয়তে পবিত্রো ভবতি । সমুপস্পৃশ স্নাহি ॥১৭॥

তত্রৈতি । তত্র প্রক্ষাবতরণতীর্থে । পাণুবশ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

রীজানাঃ, যুগোলুখলিকাঃ যুগোলুখলানি চ যজ্ঞসাধনাগাদদতে যুগোলুখলিকাঃ পততিঃ পুরো-  
র্ডাশৈশ্চ ইষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ ॥১৫—১৬॥ কৃষ্ণসারঙ্গং কৃষ্ণহরিণ-াদশ্বম্, একদেশে কৃষ্ণবর্ণং শ্রামকর্ণ-

যুধিষ্ঠির ! ভরতরাজাও এইখানেই বহুতর অগ্ন্যাগ্নি যজ্ঞ ও অশ্বমেধযজ্ঞ  
করিয়াছিলেন এবং তাহার অশ্বও এইখানেই প্রথম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ॥১৫॥

নরশ্রেষ্ঠ ! মরুস্তরাজাও ধর্ম অনুসারে পৃথিবী এবং কৃষ্ণসারমৃগের শ্রায়  
অশ্ব লাভ করিয়া, ঋষিশ্রেষ্ঠ সংবর্ডকর্ডক রক্ষিত হইয়া, এইখানেই বার বার  
উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! মানুষ এইখানে স্নান করিয়া সমস্ত লোক দেখিতে পায়  
এবং পাপ হুইতে মুক্ত হয় ; অতএব তুমিও এখানে স্নান কর” ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—মহর্ষিরা প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন অবস্থায়  
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সেই প্রক্ষাবতরণতীর্থে স্নান করিয়া লৌমশমুনিকে  
এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

(১৩)...ধর্ম্মেণাপি চ মেদিনীম্—বা ব, ধর্ম্মেণাবাপ্য মেদিনীম্—কা পি ।



## লোমশ উবাচ ।

এবমেতস্মাহাবাহো ! পশ্যন্তি পরমর্ষয়ঃ ।

ইহ স্নাত্বা তপোযুক্তান্দ্রীক্ষ্যেঁকান্ সচরাচরান্ ॥২০॥

সরস্বতীমিমাং পুণ্যাং পুণ্যৈকশরণারুতাম্ ।

যত্র স্নাত্বা নরশ্চেষ্ট ! ধূতপাপা ভবিষ্যসি ॥২১॥

ইহ সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরিষ্যবন্তঃ স্রবর্ষয়ঃ ।

ঋষয়শ্চৈব কোটন্তয় ! তথা রাজর্ষয়োহপি চ ॥২২॥

বেদৌ প্রজাপতেরেষা সমস্তাং পঞ্চযোজনা ।

কুরৌর্বৈ যজ্ঞশীলস্য ক্ষেত্রমেতস্মাহাঙ্গনঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং প্ৰক্ষাবতরণগমনে ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

## ভারতকৌমুদী

স্নানফলমাহ—সর্কানিতি । ইহস্থঃ প্ৰক্ষাবতরণস্থ এব । শ্বেতবাহনং স্বর্গস্থমর্জুনম্ ॥১৯॥

স্বোক্তমপ্যর্থং যুধিষ্ঠিরপ্রত্যক্ষশ্রবণাং পুনঃ সমর্থয়তি—এবমিতি । ইহ প্ৰক্ষাবতরণে ॥২০॥

সরস্বতীমিতি । পুণ্যানাং ধার্মিকাগামৈকৈনিরবচ্ছিন্নৈঃ শরণৈর্গৃহৈরারুতাং পশ্যন্তি

শেবঃ ॥২১॥

ইহেতি । সারস্বতৈঃ প্রাধাঙ্গেন সরস্বতীদেবতাকৈঃ । ইটবস্তো যজনং কৃতবন্তঃ ॥২২॥

## ভারতভাবদীপঃ

মিত্যর্থঃ ॥১৬—১৮॥ ইহস্থো যমুনাস্তর্গতপ্ৰক্ষাবতরণস্থঃ ॥১৯—২০॥ তীর্থযাত্রমাহ—সরস্বতী-  
মিতি ॥২১—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৬॥

“হে যথার্থ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি ! আমি এইখানে থাকিয়াই সমস্ত  
জগৎ দেখিতেছি এবং স্বর্গস্থিত অর্জুনকেও দেখিতেছি ।” ॥১৯॥

লোমশ বলিলেন—“মহাবাহ ! ইহা যথার্থ বটে । তপস্বী মহর্ষিরা  
এইখানে স্নান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক ত্রিভুবনই দেখিয়া থাকেন ॥২০॥

নরশ্চেষ্ট ! এই দেখ—একমাত্র ধার্মিকদিগের আশ্রমে পরিপূর্ণ পবিত্র  
সরস্বতী নদী ; যাহাতে স্নান করিয়া তুমি পাপবিহীন হইবে ॥২১॥

কুন্তীনন্দন ! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা এইখানেই বহুতর সারস্বত  
যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥২২॥

(২০) দ্বিতীয়ার্ধং বা ব কা পি নাস্তি । \* ‘...একোনিজিংশধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব  
কা পি, ‘...একজিংশধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

## সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

ইহ মর্ত্যাস্তনুস্ত্যক্তা স্বর্গং গচ্ছন্তি ভারত ! ।

মর্তুকামা নরা রাজমিহায়ান্তি সহস্রশঃ ॥১॥

এবমশীঃ প্রযুক্তা হি দক্ষেণ যজ্ঞতা পুরা ।

ইহ যে বৈ মরিশ্যন্তি তে বৈ স্বর্গজিতো নরাঃ ॥২॥

এষা সরস্বতী রম্যা দিব্যা চৌঘবতী নদী ।

ঐতদ্বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাংপতে ! ॥৩॥

দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্থ যেমাং দেষাং সরস্বতী ।

প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর ! মা নিষাদা হি মাং বিহুঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

বেদীতি । সমস্তাং সর্কাসু দিষ্ট । “শ্রাদ্ধযোজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন” ইতি লীলাবতী ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসদিক্কাণ্ডবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপৰ্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং ষড়্বধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ইহেতি । ইহ কুরুক্ষেত্রে, মর্ত্যে নরাঃ । স্বর্গং গচ্ছন্তীত্যত এবাহ—মর্তুকামা ইতি ॥১॥

এবমিতি । স্বর্গং জয়ন্তীতি স্বর্গজিতঃ কিং, স্বর্গাধিকারিণো ভবিত্বন্তীত্যর্থঃ ॥২॥

এবেতি । ওঘবতী প্রবাহশালিনী । বিনশত্যগ্নিন্ পাপমিতি বিনশনং নাম সরস্বত্যা নদ্যাঃ  
স্থানম্, নিষাদরাষ্ট্রস্থ স্নেহরাজ্যস্থ দ্বারম্ । যেমাং নিষাদানাম্ ॥৩—৪॥

চারি দিকেই পঞ্চ-যোজন-পরিমিত এই ব্রহ্মার বেদী ; ইহাই যজ্ঞশীল  
মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র” ॥২৩॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“ভরতনন্দন রাজা ! মানুষ এই কুরুক্ষেত্রে দেহত্যাগ  
করিয়া স্বর্গলাভ করে ; এইজন্তই সহস্র সহস্র লোক মরিবার ইচ্ছায় এখানে  
আসিয়া থাকে ॥১॥

পূর্বকালে দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞ করিবার সময়ে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া-  
ছিলেন যে, এখানে যাহারা মরিবে, তাহারা স্বর্গলাভ করিবে ॥২॥

নরনাথ ! মনোহর, অলৌকিক ও প্রবাহযুক্ত এই সরস্বতী নদী ; আর

(২)...তে বৈ স্বর্গজিতা নরাঃ—বা ব কা ।

এষ বৈ চমসোস্তুদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী ।  
 যত্রৈনামভ্যবর্তন্ত সৰ্বাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রগাঃ ॥৫॥  
 এতৎ সিন্ধোর্মহতীর্থং যত্রাগন্ত্যমরিন্দম ! ।  
 লোপামুদ্রা সমাগম্য ভর্তারমরুণীত বৈ ॥৬॥  
 এতৎ প্রকাশতে তীর্থং প্রভাসং ভাস্করদ্যুতে ! ।  
 ইন্দ্রস্ত দয়িতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥৭॥  
 এতদ্বিষ্ণুপদং নাম দৃশ্যতে তীর্থমুত্তমম্ ।  
 এষা রম্যা বিপাশা চ নদী পরমপাবনী ॥৮॥  
 অত্র বৈ পুত্রশোকেন বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।  
 বদ্ধাত্মানং নিপতিতো বিপাশঃ পুনরুত্থিতঃ ॥৯॥  
 কাশ্মীরমণ্ডলৈকতৎ সৰ্ব্বপুণ্যমরিন্দম ! ।  
 মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতং পশ্চাদং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০॥

#### ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । এনাং সরস্বতীম্, অভ্যবর্তন্ত অভ্যাগচ্ছন । সমুদ্রগা নন্তঃ ॥৫॥  
 এতদ্বিতি । সিন্ধোর্মহতীর্থং প্রশস্তো ঘটঃ ॥৬॥  
 এতদ্বিতি । প্রভাসং প্রভাসান্তরম্, হে ভাস্করদ্যুতে ! সূর্য্যতুল্যতেজস্বিন্ ! ॥৭॥  
 এতদ্বিতি । এতদিত্যাদিকন্ত অঙ্গুলীনির্দেশেন দশিতমিতি বোধ্যম্ ॥৮॥  
 অত্রোতি । আত্মানং স্বদেহং পাশেন বদ্ধা । বিপাশঃ পাশমুক্তঃ । অতএব বিপাশা ॥৯॥

‘বিনশন’-নামক সরস্বতী নদীর এই স্থানটা স্নেচ্ছরাজ্যের দ্বার ; যাহাদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সরস্বতী নদী-‘আমাকে স্নেচ্ছেরা যেন জানিতে না পারে’ (ইহা ভাবিয়াই যেন) পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন ॥৩—৪॥

এই চমসোস্তুদতীর্থ ; যেখানে সরস্বতীকে দেখা যায় এবং যেখানে এই সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়াই (তিথি বিশেষে) সকল পবিত্র নদী আসিয়া থাকে ॥৫॥

অরিন্দম ! এই সিদ্ধনদের মহাতীর্থ ; যেখানে আসিয়া লোপামুদ্রা মহর্ষি অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥৬॥

হে সূর্য্যতুল্যতেজস্বী ! এই অপর প্রভাসতীর্থ প্রকাশ পাইতেছে ; ইহা দেবরাজের প্রিয়, পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশক ॥৭॥

এই ‘বিষ্ণুপদ’-নামক উত্তম তীর্থ দেখা যাইতেছে এবং এই মনোহরা ও পরমপবিত্রা বিপাশা নদী দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥৮॥

ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি পুত্রশোকবশতঃ আপনাকে পাশদ্বারা বদ্ধন করিয়া এই নদীতে পতিত হইয়া আবার পাশমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥৯॥

অত্রোত্তরাণাং সৰ্বেষামুষীণাং নানুযন্ত ৮ ।

অগ্নৈশ্চবাত্র সংবাদঃ কাশ্যপন্ত ৮ ভারত ॥১১॥

এতদ্বারং মহারাজ ! মানসস্ত প্রকাশতে !

বর্ষমন্ত গিরের্মধ্যে রামেণ শ্রীমতা কৃতম্ ॥১২॥

এষ বাতিকষণ্ডো বৈ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমঃ ।

নাত্যবর্তত যদ্বারং বিদেহাছুত্তরং জয়ঃ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

কাশ্মীরেতি । যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ প্রলাবতরণে নান্বা অতীন্দ্রিয়দৃষ্টির্লভেতি পশ্চেত্যান্তিঃ ॥১০॥

অত্রোত্তি । অত্র কাশ্মীরমণ্ডলে, উত্তরাণাম্ উত্তরদেশীয়ানাম্ ॥১১॥

এতদ্বিতি । হে মহারাজ ! শ্রীমতা রামেণ জামদগ্ন্যেন, অস্ত্র ক্রৌঞ্চনাম্নো গিরের্মধ্যে বর্ষং বন্ধং কৃতম্, এতচ্চ মানসস্ত সরোবরস্ত দ্বারং গমনপথমুখং প্রকাশতে । “বর্ষং বৃষ্টৌ বিলাসরোঃ” ইতি ব্যাভিঃ ॥১২॥

এষ ইতি । সত্যো বিক্রমো যত্র স তাদৃশঃ, প্রখ্যাত এষ বাতিকষণ্ডো নাম দেশঃ ; জম্বোতর্জুনঃ, বিদেহাদেশাছুত্তরং যন্ত বাতিকষণ্ডদেশস্ত দ্বারম্, নাত্যবর্তত দ্বিখিজয়কালে নাত্যক্রমং । উত্তরকুরুদেশদ্বারাদর্জুনো নিবৃন্তঃ, স এব বাতিকষণ্ডদেশঃ ॥১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

ইহেতি ॥১—৮॥ বন্ধ, পাঠশরিত্তি শেষঃ । বিপাশঃ পাশহীনঃ, অতএব বিপাশা নাম ॥২—১০॥ উত্তরাণামৌদীচ্যানাম্ ॥১১॥ বর্ষং বগতিস্থানম্ ॥১২॥ এষ ইতি । যো যামঃ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমস্ত বিদেহাছুত্তরঞ্চ যদ্বারং যদ্বর্ষস্ত দ্বারমেবোহুভূয়মানো বাতিকষণ্ডো বাতানীতঃ পদ্মাদিসমূহো নাত্যবর্তত তেন রামেণ কৃতমিতি পূর্বেণাশ্বয়ঃ, অনেন বারোবপ্য-শ্বিন্ বর্ষে প্রবেশো নাস্তি—কিমুতেতরশ্চেতি । পদ্মাদেবাতানীতস্তাত্ৰাপ্রবেশাত্ৰামসামর্থ্যং

এই সর্বপুণ্যের আধার কাশ্মীরমণ্ডল । অরিন্দম যুধিষ্ঠির ! তুমি ভ্রাতা-দের সহিত মিলিত হইয়া এই মহর্ষিগণের অধ্যুষিত স্থানটী দর্শন কর ॥১০॥

ভরতনন্দন ! এই স্থানেই উত্তরদেশীয় সকল ঋষি ও যযাতির এবং অগ্নি ও কাশ্যপের সংবাদ হইয়াছিল ॥১১॥

মহারাজ ! শ্রীমান্ পরশুরাম এই ক্রৌঞ্চপর্বতের মধ্যে একটা বন্ধ করিয়াছিলেন ; ইহাই মানসসরোবরের দ্বার প্রকাশ পাইতেছে ॥১২॥

এই যথার্থবিক্রমের আধার বিখ্যাত বাতিকষণ্ডদেশ ; দ্বিখিজয়কালে অর্জুনও বিদেহদেশের উত্তরবর্তী যাহার দ্বারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই ॥১৩॥

ইদমাশ্চর্য্যমপরং দেশেহস্মিন্ পুরুষর্ষভ ! ।  
 ক্রীণে যুগে তু কৌন্তেয় ! শর্ক্বশ্চ সহ পার্ষদৈঃ ।  
 সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ ॥১৪॥  
 অস্মিন্ সরসি সত্রেবৈ চৈত্রে মাসি পিনাকিনম্ ।  
 যজন্তে যাজকাঃ সম্যক্ পরিবারশুভার্ধিনঃ ॥১৫॥  
 অত্রোপস্পৃশ্য সরসি শ্রদ্ধধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 ক্রীণপাপঃ শুভাল্লোঁকানাং তু নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬॥  
 এষ উজ্জানকো নাম যবক্রীর্ষত্রে শান্তবান্ ।  
 অরুন্ধতীসহায়শ্চ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥১৭॥  
 হ্রদশ্চ কুশবানেষ যত্র পদ্মাং কুশেশয়ম্ ।  
 আশ্রমশ্চৈব রুগ্নিণ্যা যত্রাশ্রাম্যদকোপনা ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । যুগে মত্যাভেতাদৌ । শর্ক্বশ্চ শিবশ্চ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥  
 অস্মিন্মিতি । সত্রেধাগৈঃ । যজন্তে অর্চয়ন্তি । পরিবারাণাং পরিজনানাং শুভার্ধিনঃ ॥১৫॥  
 অত্রোপস্পৃশ্য স্নাত্বা । শ্রদ্ধধানঃ তীর্থস্নানমন্ত্রার্থে বিশ্বাসী ॥১৬॥  
 এষ ইতি । উজ্জানকো নাম হ্রদঃ, যবক্রীর্ষমুনিঃ, শান্তবান্ সিদ্ধা শান্তিং লেভে ॥১৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যক্ষমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১৩॥ যুগং পঞ্চসংবৎসরাশ্রয়কম্, তস্মিন্ ক্রীণে সমাপ্তে সতি যদা সৌর-  
 নাবনবার্হস্পত্যনাক্ষত্রচান্দ্রাঃ সংবৎসরা এককালং সমাপ্যন্তে স যুগকল্পকালান্তস্মিন্মিত্যর্থঃ । যুগে  
 ক্রীণে ইত্যন্ত সংবৎসরাস্ত ইতি বার্থঃ । চৈত্রপ্রতিপদং যুগাদিরিতি ব্যবহারাৎ ॥১৪॥ অতএব  
 পূর্বাধিনে শিবং দৃষ্ট্বা প্রতিপদমারভ্য মাসমাত্রং পিনাকিনং যজন্ত ইতি সঙ্গচ্ছতে ॥১৫—১৬  
 পাবকিঃ স্বদ্বঃ শান্তবান্ শমং প্রাপ, বশিষ্ঠোহপি শান্তবান্ ॥১৭॥ কুশবান্ জলবান্ । “শরং

পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন । এই দেশে আর একটা আশ্চর্য্য এই যে, প্রত্যেক  
 যুগের অবসানের সময়ে পারিষদগণ ও পার্বতীর সহিত কামরূপী মহাদেবের  
 দর্শন পাওয়া যায় ॥১৪॥

পরিজনবর্গের মঙ্গলার্থী যাজকগণ চৈত্রমাসে এই সরোবরের তীরে যথা-  
 নিয়মে যজ্ঞদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥১৫॥

শ্রদ্ধাশীল ও জিতেন্দ্রিয় লোক এই সরোবরে স্নান করিয়া পাপবিহীন  
 হইয়া শুভলোক লাভ করেন ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

এই ‘উজ্জানক’-নামক হ্রদ ; যাহাতে যবক্রীমুনি এবং অরুন্ধতীর সহিত  
 ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি (সিদ্ধিলাভ করায়) শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

(১৭)...পাবকির্ষজ শান্তবান্—বা ব কা নি ।

সমাধীনাং সমাসস্ত পাণ্ডবেয় ! শ্রুতস্ত্বয়া ।  
 তং দ্রক্ষ্যসি মহারাজ ! ভৃগুতুঙ্গং মহাগিরিম্ ॥১৯॥  
 বিতস্তাং পশ্য রাজেন্দ্র ! সৰ্ব্বপাপপ্রমোচনৌ ।  
 মহর্ষিভিষ্চাধ্যুষিতাং শীততোয়াং স্ননির্গলাম্ ॥২০॥  
 জলাঞ্চোপজলাঞ্চৈব যমুনামভিতো নদৌ ।  
 উশীনরো বৈ যত্রেষ্ঠ ! বাসবাদত্যরিচ্যত ॥২১॥  
 তাং দেবসমিতিং তস্মৈ বাসবশ্চ বিশাংপতে ! ।  
 অভ্যগচ্ছম্ পবরং জ্ঞাতুমগ্নিশ্চ ভারত ! ॥২২॥  
 জিজ্ঞাসমানৌ বরদৌ মহাত্মানমুশীনরম্ ।  
 ইন্দ্রঃ শ্যেুনঃ কপোতোহগ্নিভূত্বা যজ্ঞেহভিজগ্মতুঃ ॥২৩॥

### ভারতকৌমুদী

হৃদ ইতি । কুশবান্ নাম । অতএব কুশে কুশবতি হৃদে শেতে তিষ্ঠতীতি কুশেশয়-  
 মিত্যাচ্যতে । অন্তথা তদ্ব্যুৎপত্তেরূপপত্তিরিত্যাশয়ঃ । অশাম্যং নিবৃত্তান্তবৎ ॥১৮॥

সমিতি । সমাধীনাং যোগানাং সমাসঃ সংক্ষেপঃ সংক্লিপযোগেনৈব সিদ্ধিলাভঃ ॥১৯॥

বিতস্তামিতি । বিতস্তাং নাম নদৌ । অধ্যুষিতামধিষ্ঠিতাম্ ॥২০॥

জলামিতি । অভিত উত্তরণার্থে পশ্য । ইষ্টা যাগং কৃত্বা । অত্যরিচ্যন্ত প্রধানো-  
 হভবৎ ॥২১॥

তামিতি । দেবসমিতিং রাজসভাম্, “মেঘে রাজ্ঞি সূরে দেবঃ” ইতি ত্রিকাংশেষঃ ॥২২॥

এই ‘কুশবান্’-নামক হৃদ ; যাহাতে পদ্ম জন্মিয়া ‘কুশেশয়’-নামে প্রসিদ্ধি  
 লাভ করিয়াছে, যাহাব তীরে রুক্মিণীর আশ্রম বহিয়াছে এবং যে আশ্রমে  
 অকোপনা রুক্মিণী শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

মহারাজ পাণ্ডুনন্দন ! যেখানে অল্পমাত্র যোগ করিলেই সিদ্ধিলাভ করা  
 যায় বলিয়া তুমি শুনিয়াছ, সেই ‘ভৃগুতুঙ্গ’-নামক মহাপৰ্ব্বত দেখিতে  
 পাইবে ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! যাহার তীরে মহর্ষিবা বাস কবেন এবং যাহার জল শীতল ও  
 নির্মল, সেই সৰ্ব্বপাপনাশিনী বিতস্তানদী দর্শন কর ॥২০॥

যমুনানদীর দুই পার্শ্বে ‘জলা’ ও ‘উপজলা’-নামে দুইটী নদী রহিয়াছে  
 দেখ ; যাহার তীরে যজ্ঞ করিয়া উশীনররাজা ইন্দ্র অপেক্ষা প্রধান হইয়া-  
 ছিলেন ॥২১॥

নরনাথ ভরতনন্দন ! তখন ইন্দ্র এবং অগ্নি রাজশ্রেষ্ঠ উশীনরকে পরীক্ষা  
 করিবার জন্ত তাঁহার সেই রাজসভায় গমন করিয়াছিলেন ॥২২॥

উরুং রাজ্ঞঃ সমাসাত্ত কপোতঃ শ্চেনজাস্ত্রয়াৎ ।

শরণার্থী তদা রাজন্ ! নিলিল্যে ভয়গীড়িতঃ ॥২৪॥

শ্চেন উবাচ ।

ধৰ্ম্মাত্মানং ত্বাহুরেকং সৰ্ব্বৈ রাজন্ ! মহীক্ষিতঃ ।

স বৈ ধৰ্ম্মবিরুদ্ধং ত্বং কস্ম্যাং কস্ম চিকীৰ্ষসি ॥২৫॥

বিহিতং ভক্ষণং রাজন্ ! পীড়্যমানস্ত মে ক্ষুধা ।

মা রক্ষৌধৰ্ম্মলোভেন ধৰ্ম্মযুৎসৃষ্টবানসি ॥২৬॥

রাজোবাচ ।

সন্ত্রস্তরূপস্ত্রাণার্থী ত্বতো ভীতো মহাদ্বিজ ! ।

মৎসকাশমনুপ্রাপ্তঃ প্রাণগৃধ্রুরয়ং দ্বিজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

জিজ্ঞেতি । জিজ্ঞাসমানো পরীক্ষিতুমিচ্ছন্তো । অগ্নিঃ কপোতো ভূষেতি সৰ্ব্বদ্বঃ ॥২৩॥

উরুমিতি । রাজ্ঞ উশীনরস্ত । শরণার্থী আশ্রয়ার্থী, নিলিল্যে লুকায়িতঃ ॥২৪॥

ধৰ্ম্মেতি । সৰ্ব্বৈ মহীক্ষিতো রাজানঃ, ত্বা ত্বাম্, একং মৃত্যুম্, ধৰ্ম্মাত্মানমাহঃ ॥২৫॥

বিহিতমিতি । বিহিতং বিধাত্রেতি শেষঃ, ভক্ষণম্ এতৎকপোতাদেঃ ॥২৬॥

সন্ত্রস্তেতি । হে মহাদ্বিজ ! মহাপক্শিন্ শ্চেন ।। প্রাণগৃধ্রুঃ প্রাণরক্ষাকামী ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বনং কুশং নীরম্” ইতি ধনঞ্জয়ঃ । অকোপনা জিতক্রোধা ॥১৮॥ সমাসঃ সংক্ষেপঃ, যস্মিন্ দৃষ্টে সমাধিফলং ভবতীত্যর্থঃ ॥১৯—২১॥ দেবসমিতিং রাজসভাম্ ॥২২—২৩॥ নিলিল্যে

মহাত্মা উশীনরকে পরীক্ষা করিবার জন্ত বরদাতা ইস্ত্র শ্চেনপক্ষী হইয়া এবং বরদাতা অগ্নি কপোতপক্ষী হইয়া যজ্ঞস্থানে গমন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

রাজা ! তখন কপোত শ্চেনের ভয়ে আশ্রয়লাভের জন্ত রাজার উরুদেশে ঘাইয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া লুকায়িত হইল ॥২৪॥

তখন শ্চেন বলিল—“রাজা ! সকল রাজাই আপনাকে প্রধান ধার্ম্মিক বলিয়া থাকেন ; সেই আপনি কি জন্ত ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥২৫॥

রাজা ! বিধাতা আমার ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় এই সকল পক্ষীকেই খাওয়া বিধান করিয়াছেন ; অতএব আপনি ধৰ্ম্মলোভে ইহাকে রক্ষা করিবেন না ; (যাহা করিয়াছেন, ইহাতেই) ধৰ্ম্মত্যাগ করিয়াছেন” ॥২৬॥

(২৪) . শ্লোকাৎ পরম্ ‘...জিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...ষাজিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

এবমভ্যাগতশ্চেহ কপোতশ্চাভ্যর্থিনঃ ।

অপ্রদানে পরং ধৰ্ম্মং কথং শ্চেন ! ন পশ্যসি ॥২৮॥

প্রস্পন্দমানঃ সস্ত্রান্তঃ কপোতঃ শ্চেন । লক্ষ্যতে ।

মৎসকশে জীবিতার্থী তস্য ত্যাগো বিগর্হিতঃ ॥২৯॥

যো হি কশ্চিদ্ভিজান্ হন্যাৎগাং বা লোকস্য মাতরম্ ।

শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্ ॥৩০॥

শ্চেন উবাচ ।

আহারাৎ সৰ্ব্বভুতানি সম্ভবন্তি মহীপতে । ।

আহারেণ বিবৰ্দ্ধন্তে তেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥৩১॥

শক্যতে দুস্ত্যজেহপ্যৰ্থে চিররাত্ৰায় জীবিতুম্ ।

ন তু ভোজনমুৎসজ্য শক্যং বৰ্ত্তয়িতুং চিরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অপ্রদানে স্বীয়মুখে কপোতশ্চাভ্যর্থণে । পরম্ভক্ষম্ ॥২৮॥

প্রোতি । প্রস্পন্দমানো ভয়েন কম্পমানঃ, সস্ত্রান্তঃ অস্থিরচিন্তঃ ॥২৯॥

য ইতি । ভিজান্ ব্রাহ্মণান্ । মাতরং মাতৃকল্যাং স্তম্ভদানেন পালনাং ॥৩০॥

আহারাতি । আহারান্নাতাপিত্রোঃ, সম্ভবন্তি জায়ন্তে । তেন আহারেণ ॥৩১॥

শক্যত ইতি । দুস্ত্যজে অৰ্থে বিষয়ে, ত্যজেহপীতি শেষঃ, চিররাত্ৰায় চিরায় জীবিতুং শক্যতে । কিন্তু ভোজনমুৎসজ্য চিরং বৰ্ত্তয়িতুং জীবিতুং ন শক্যম্ ॥৩২॥

উশীনররাজা বলিলেন—“মহাপক্ষী ! প্রাণবক্ষার্থী এই কপোতপক্ষী তোমার ভয়েই অত্যন্ত ভীত ও আত্মরক্ষার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে ॥২৭॥

অতএব হে শ্চেন ! অভয়প্রার্থী হইয়া এইভাবে উপস্থিত এই কপোত-পক্ষীকে না দেওয়াই গুরুতব ধৰ্ম্ম ; ইহা তুমি বুঝিতেছ না কেন ? ॥২৮॥

শ্চেন ! এই কপোতটী ভয়ে কম্পিত কলেবব এবং অস্থির চিন্ত হইয়াছে—  
দেখিতেছি এবং আমার নিকটে জীবনরক্ষার্থী হইয়াছে ; এ অবস্থায় ইহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য ॥২৯॥

কারণ, যে কোন লোক ব্রহ্মহত্যা করে, বা যে ব্যক্তি লোকমাতা গো হত্যা করে, কিংবা যে লোক শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহাদের সমান পাপ হয়” ॥৩০॥

শ্চেন বলিল—“রাজা ! মাতা-পিতার আহারের ফলেই সমস্ত প্রাণী জগিয়া থাকে, আহারেই বৃদ্ধি পায় এবং আহারের গুণেই জীবিত থাকে ॥৩১॥

সুতরাং দুস্ত্যাজ্য অত্যাচ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও দীর্ঘকাল জীবিত



ভক্ষ্যাঘিযোজিতস্তাত্ৰ মম প্রাণা বিশাংপতে ! ।

বিসৃজ্য কায়মেঘ্যন্তি পস্থানমকুতোভয়ম্ ॥৩৩॥

শ্রমুতে ময়ি ধৰ্ম্মাত্মন ! পুত্রদারাদি নজ্জ্যতি ।

রক্ষমাণঃ কপোতং স্বং বহুন্ প্রাণান্ ন রক্ষসি ॥৩৪॥

ধৰ্ম্মং যো বাধতে ধৰ্ম্মো ন স ধৰ্ম্মঃ কুধৰ্ম্ম তৎ । ৮

অবিরোধাত্ত্ব যো ধৰ্ম্মঃ স ধৰ্ম্মঃ সত্যবিক্রম ! ॥৩৫॥

বিরোধিষু মহীপাল ! নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্ ।

ন বাধা বিগতে যত্র তং ধৰ্ম্মং সমুপাচরেৎ ॥৩৬॥

গুরুলাঘবমাদায় ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিনিশ্চয়ে ।

যতো ভূয়াংস্ততো রাজন্ ! কুরুষ ধৰ্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

ভক্ষ্যাঘিতি । বিযোজিতস্ত ত্বয়া । এযন্তি যাত্তন্তি, পস্থানং পরলোকপথম্ ॥৩৩॥

প্রেতি । নজ্জ্যতি, মর্যেব তেষাং পোষণাদিত্যাশয়ঃ । ন রক্ষসি বিনাশয়সীত্যর্থঃ ॥৩৪॥

ধৰ্ম্মমিতি । ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মান্তরম্ । বাধতে হিনন্তি । কুধৰ্ম্মেতি নকারান্তধৰ্ম্মশব্দরূপম্ ॥৩৫॥

বীতি । বিরোধিষু পরস্পরবাধকেষু ধৰ্ম্মেষু মধ্যে । তথা চাত্ৰ একত্র শরণাগতৈক-  
রক্ষণজন্তো ধৰ্ম্মঃ, অপরত্র চ বহুরক্ষণজন্তো ধৰ্ম্ম ইতি গুরুণা বহুরক্ষণজন্তধৰ্ম্মেণ একরক্ষণজন্তধৰ্ম্মস্ত  
বাধনাং কপোতমেব ত্যজেতি ভাবঃ ॥৩৬॥

থাকিতে পারা যায় ; কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে  
পারা যায় না ॥৩২॥

অতএব নরনাথ ! আপনি আজ আমাকে সেই খাণ্ড হইতে বিল্লিষ্ট  
করিলেন ; সুতরাং আমার প্রাণ এ দেহ ত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে পরলোকের  
পথে গমন করিবে ॥৩৩॥

ধৰ্ম্মাত্মন ! আমি মরিয়া গেলে, আমার পুত্র-কলহপ্রভৃতিও মরিয়া  
যাইবে ; সুতরাং আপনি একটী কপোতকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বহু  
প্রাণ রক্ষা করিলেন না ॥৩৪॥

সত্যবিক্রম রাজা ! যে ধৰ্ম্ম অপর ধৰ্ম্মকে নষ্ট করে, সেটা ধৰ্ম্মই নহে ;  
সেটা কুধৰ্ম্ম । আর, যে ধৰ্ম্ম অশ্রু ধৰ্ম্মের বাধা না জন্মাইয়া উৎপন্ন হয়, সেইটাই  
বাস্তবিক ধৰ্ম্ম ॥৩৫॥

রাজা ! বিরোধী ধৰ্ম্মের মধ্যে লাঘব ও গৌরব নিরূপণ করিয়া—যাহাতে  
কোন বাধা না থাকে, সেই ধৰ্ম্ম আচরণ করিবে ॥৩৬॥

## রাজোবাচ ।

বহুকল্যাণসংযুক্তং ভাষসে বিহগোতম ! ।

সুপৰ্ণঃ পক্ষিরাট্ কিং ত্বং ধৰ্ম্মজ্ঞশ্চাস্ত্রসংশয়ম্ ॥৩৮॥

তথাহি ধৰ্ম্মসংযুক্তং বহুচিত্তঞ্চ ভাষসে ।

ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিতি ত্বাং লক্ষয়াম্যহম্ ।

শরণৈষিপরিভ্যাগং কথং সাধ্বিরিতি মন্ত্রসে ॥৩৯॥

আহারার্থং সমারম্ভস্তব চায়ং বিহঙ্গম ! ।

শক্যশ্চাপ্যন্যথা কৰ্ত্তুমাহারোহপ্যধিকস্তয়া ॥৪০॥

গোম্ৰমো বা বরাহো বা যুগো বা মহিম্বোহপি বা ।

‘ত্বদর্থমগ্ৰী ক্রিয়তাং যদ্বানুদিহ কাঙ্ক্ষসি ॥৪১॥

## ভারতকৌমুদী

উক্তমৰ্মধৰ্ম্মেহপ্যতিদিশন্তি—গুৰ্ব্বিতি । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিনিশ্চয়ে গুৰুলাঘবমানায়, যতো যস্মিন্ পক্ষে ভূয়ানধিকঃ ধৰ্ম্মঃ অধৰ্ম্মো বা, ততস্তত্র পক্ষে, ধৰ্ম্ময়োঃ কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যদ্বয়ানিষ্ঠয়ং কুরুষ । এবঞ্চ একয়ক্ষণধৰ্ম্মাঘবরক্ষণধৰ্ম্মোহধিকঃ একনাশপাপাঘবনাশপাপক্ষাধিকমিতি একং কপোত্তং দত্ত্বা বহুনশ্বান্ রক্ষেত্যাশয়ঃ ॥৩৭॥

বিস্তিতি । বহুকল্যাণসংযুক্তং যুক্তিযুক্তাদিতি ভাবঃ । সুপৰ্ণো গরুড়ঃ ॥৩৮॥

তথাহীতি । শরণৈষিণঃ কপোত্তস্ত পরিভ্যাগম্ । “গবিত্যয়মাহ” ইতি শ্রীপত্ন্যাহ্বতবৎ সাধ্বিরিতি কৰ্ম্মবিভক্ত্যর্থ এবোতিশয়প্রয়োগায় সা বিতস্তিঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

আহারেতি । সমারম্ভ উত্তমঃ । ইতোহধিকোহপি আহারঃ কৰ্ত্তুং শক্যঃ ॥৪০॥

সুতরাং ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম নিরূপণের বিষয়ে লাঘব ও গৌরব পর্যালোচনা করিয়া—যে দিকে অধিক হয়, সে দিকে কৰ্ত্তব্যতা বা অকৰ্ত্তব্যতা স্থির করুন” ॥৩৭॥

রাজা বলিলেন—“পক্ষিশ্ৰেষ্ঠ ! তুমি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা বলিতেছ । সুতরাং তুমি কি পক্ষিরাজ গরুড় ? (অথবা তুমি যে-ই হও না কেন) তুমি যে ধৰ্ম্মজ্ঞ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৮॥

কারণ, তুমি ধৰ্ম্মসঙ্গত ও অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ ; সুতরাং তোমার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই বলিয়াই আমি তোমাকে ধারণা করিতেছি । তবে তুমি শরণাগত ভ্যাগ করাটাকে কি করিয়া ভাল মনে করিতেছ ? ॥৩৯॥

বিহঙ্গম ! ভোজনের জন্তই তোমার এই উত্তম ; সুতরাং তুমি সে ভোজন অস্ত্র প্রকারেও এবং ইহা অপেক্ষা অধিকও করিতে পার ॥৪০॥

আজ তোমার জন্ত বৃষ, বরাহ, হরিণ, অথবা মহিষ খাণ্ড করিব, অথবা অস্ত্র বাহা ইচ্ছা কর, তাহা খাণ্ড করিব, (বল) ॥৪১॥

শ্বেন.উবাচ ।

ন বরাহং ন চোক্ষাণং ন মৃগান্ বিবিধাংস্তথা ।  
 ভক্ষয়ামি মহারাজ ! কিং মমান্বেন কেনচিৎ ॥৪২॥  
 যন্তু মে দেববিহিতো ভক্ষ্যঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গব ! ।  
 তমুৎসৃজ মহীপাল ! কপোতমিমমেব মে ॥৪৩॥  
 শ্বেনঃ কপোতানভীতি স্থিতিরেষা সনাতনৌ ।  
 মা রাজন্ ! সারমদ্ভগ্নাহা কদলীস্তম্ভমাসজ ॥৪৪॥  
 রাজোবাচ ।  
 রাষ্ট্রং শিবীনামৃদ্ধং বৈ দদানি তব খেচর ! ।  
 যং বা কাময়সে কামং শ্বেন ! সর্বং দদানি তে ।  
 বিনেমং পক্ষিণং শ্বেন ! শরণার্থিনমাগতম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অনুধাপদার্থং প্রকটয়তি—গবিত্তি । গোবৃষঃ গোজাতিষু মধ্যে পুঙ্গবঃ, “অবধ্যাক্ষ জিহ্বং  
 প্রাহস্তির্ধাগ্ যোনিগতেষপি” ইতি স্মৃত্য। জিহ্বা গোবৃধনিবেদ্যাদিত্তি ভাবঃ । জিহ্বতাং বধেন  
 খাত্তো ময়েতি শেষঃ ॥৪১॥

নেতি । উক্ষাণং বৃষম্ । মৃগান্ পশূন্ । অতো মহিষত্বাপি গ্রহণম্ ॥৪২॥

তর্হি কিং প্রার্থয়সীত্যাহ—য ইতি । দেববিহিতো বিধাতৃনির্দিষ্টঃ ॥৪৩॥

শ্বেন ইতি । অস্তি ভৃঙ্ক্রে, স্থিতিনিয়মঃ, সনাতনৌ চিরকালীনা । সারং প্রাধান্তম্  
 অভ্যন্তরগতস্থিরাংশক । মা আসজ ন গৃহাণ । তথা চ সারার্থী যথা সারং নাস্তীত্যজ্ঞাত্বেব  
 কদলীস্তম্ভং গৃহ্নাতি, তথা ধর্মার্থী তং ধর্মপ্রাধান্তমজ্ঞাত্বা একতরং ধর্মং ন গৃহাণেতি ভাবঃ ॥৪৪॥

রাষ্ট্রমিতি । শিবীনাং শিবিবংশজানাং মমেত্যর্থঃ । ঋদ্ধং সম্পন্নম্ । বটপাদোহয়ং ক্লোকঃ ॥৪৫॥

শ্বেন বলিল—“মহারাজ ! বরাহ, বৃষ, কিংবা অন্য নানাবিধ পশু—ইহার  
 কোনটাই আমি ভক্ষণ করিব না, কিংবা অন্য কোন বস্তুতেও আমার প্রয়োজন  
 নাই ॥৪২॥

কিন্তু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা ! বিধাতা আমার যে খাত্ত বিধান করিয়াছেন,  
 সেই এই কপোতটাই আমাকে দান করুন ॥৪৩॥

কারণ, ‘শ্বেনপক্ষী কপোতপক্ষীকে ভোজন করে’ এই নিয়ম চিরকালই  
 চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং রাজা ! সার আছে কিনা তাহা না জানিয়া  
 কদলীস্তম্ভ গ্রহণ করিবেন না ॥৪৪॥

•(৪৩) ‘যন্তু মে দৈববিহিতঃ...পি, বন্তু মে দৈববিহিতো ভক্ষ্যঃ—নি । (৪৪)...কদলী-  
 কদলীস্তম্ভ—বা ব ক নি ।

যেনেমং বৰ্জ্জয়েথাস্ত্বং কৰ্ম্মণা পক্ষিসন্তম ! ।

তদাচক্ষু করিষ্যামি নহি দাস্তে কপোতকম্ ॥৪৬॥

শ্চেন উবাচ ।

উশীনর । কপোতে তে যদি স্নেহো নরাধিপ ! ।

আত্মনো মাংসমুৎকৃত্য কপোততুলয়া ধৃতম্ ॥৪৭॥

যদা সমং কপোতেন তব মাংসং নৃপোত্তম ! ।

তদা দেয়স্ত তস্ম্যহং সা মে তৃপ্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥৪৮॥ (মুখ্যকম্)

রাজোবাচ ।

অনুগ্রহমিমং মন্তে শ্চেন । যস্মাভিষাচসে ।

তস্ম্যাত্তেহং প্রদাশ্যামি স্বমাংসং তুলয়া ধৃতম্ ॥৪৯॥

লোমশ উবাচ ।

উৎকৃত্য স স্বয়ং মাংসং রাজা পরমধৰ্ম্মবিৎ ।

তুলয়ামাস কৌন্তেয় ! কপোতেন সমং বিভো ! ॥৫০॥

ভাবতকৌমুদী

যেনেতি । করিষ্যামি তদেব কৰ্ম্ম । কপোতকমিত্যনুকম্পায়াং কপ্রত্যয়ঃ ॥৪৬॥

উশীনরেতি । উৎকৃত্য ছিঁড়া উথাপ্য, কপোততুলয়া একস্মিন্ পার্শ্বে কপোতযুক্তয়া তুলয়া, অপরস্মিন্ পার্শ্বে ধৃতং যুক্তিতম্ । সা ভক্ষাননিবন্ধনা ॥৪৭—৪৮॥

অধিতি । মা মাম্ । তুলয়া ধৃতম্ এতৎকপোতসমানপরিমাণমিত্যর্থঃ ॥৪৯॥

রাজা বলিলেন—“আকাশচর শ্চেন ! তোমাকে শিবিবংশীয়দিগের সমৃদ্ধি-যুক্ত রাজ্য দান করিব ; কিংবা শবণার্থী হইয়া আগত এই কপোতপক্ষী ব্যতীত অন্য যে কিছু বস্তু প্রার্থনা কর, সে সমস্তই তোমাকে দিব ॥৪৫॥

অথবা পক্ষিশ্রেষ্ঠ ! যে কার্য্য করিলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর, সেই কার্য্যের কথা বল, আমি তাহাই করিব ; কিন্তু এ কপোতটীকে দিব না” ॥৪৬॥

শ্চেন বলিল “নরনাথ উশীনর । এই কপোতের উপরে যদি আপনার স্নেহই জন্মিয়া থাকে, তবে নিজের মাংস ছেদন করিয়া তুলিয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে এই কপোত এবং অপরদিকে আপনার সেই মাংস দিন ; তা’র পর আপনার মাংস যখন এই কপোতের সমান হইবে, তখন তাহা আমাকে দিবেন, তাহা হইলেই আমার সন্তোষ হইবে” ॥৪৭—৪৮॥

রাজা বলিলেন—“শ্চেন ! তুমি আমাকে যে রূপ প্রার্থনা করিলে, এটাকে আমি অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি ; অতএব আজ আমি তোমাকে নিজের মাংসই কপোতের সহিত মাগিয়া প্রদান করিব” ॥৪৯॥

দ্বিয়মাণঃ কপোতস্ত মাংসেনাত্যতিরিচ্যতে ।

পুনশ্চোৎকৃত্য মাংসানি রাজা প্রাদাচ্ছীনরঃ ॥৫১॥

ন বিদ্যতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্ ।

তত উৎকৃত্যমাংসোহসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্ ॥৫২॥

শ্চেন উবাচ ।

ইন্দ্রোহ্‌হমস্মি ধর্ম্মজ্ঞ ! কপোতো হব্যবাড়য়ম্ ।

জিহ্বাসমানো ধর্ম্মে ত্বাং যজ্ঞবাটমুপাগতো ॥৫৩॥

যন্তে মাংসানি গাত্রেভ্য উৎকৃতানি বিশাংপতে ! ।

এষা তে শাস্ত্রতী কীর্ত্তিলোকানভিভবিষ্যতি ॥৫৪॥

যাবল্লোকে মনুষ্যাত্মাং কথয়িষ্যন্তি পার্থিব ! ।

তাবৎ কীর্ত্তিচ্চ লোকাশ্চ স্থাস্তিস্তি তব শাস্ত্রতাঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

উৎকৃত্যেতি । উৎকৃত্য ছিৎ । তুলামাস তুলাযন্ত্রেণ মাপয়ামাস ॥৫০॥

দ্বিয়মাণ ইতি । অত্যতিরিচ্যতে অতিশয়েনাধিকঃ কিয়তে ॥৫১॥

নেতি । যন্তং তুলয়েতি শেষঃ । উৎকৃত্যমাংসঃ ছিন্নবদেহমাংসঃ ॥৫২॥

ইন্দ্র ইতি । হব্যবাট অগ্নিঃ । জিহ্বাসমানো পরীক্ষিতুমিচ্ছন্তো ॥৫৩॥

যদिति । উৎকৃতানি ছিয়ানি । এষা এতন্নিবন্ধনা । অভিভবিষ্যতি আক্রমিষ্যতি ॥৫৪॥

যাবদिति । ত্বাং কথয়িষ্যন্তি স্বদ্বিষয়মালোচয়িষ্যন্তি । কীর্ত্তিঃ স্বাস্ত্রতীতি সন্তবপরমুক্তম্, লোকাঃ স্বর্গাঃ, শাস্ত্রতাঃ ধ্রুবাঃ সন্তঃ স্বাস্ত্রতীতি তু বরপ্রদানম্ ॥৫৫॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা কুন্তীনন্দন! তাহার পর পরমধর্ম্মজ্ঞ উশীনর নিজেই নিজের মাংস ছেদন করিয়া কপোতের সঙ্গে মাপিতে লাগিলেন ॥৫০॥

একদিকে কপোত এবং অপরদিকে মাংস দিলে পর যখন কপোত অত্যন্ত অধিক হইয়া গেল, তখন উশীনররাজা আবার নিজের মাংস ছেদন করিয়া দিলেন ॥৫১॥

যখন মাংস (কিছুতেই) কপোতের সমান হইল না, তখন ছিন্নমাংস রাজা নিজেই তুলাযন্ত্রের উপরে আরোহণ করিলেন” ॥৫২॥

তখন শ্চেন বলিল—“ধর্ম্মজ্ঞ ! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত অগ্নি ; আমরা আপনাকে ধর্ম্মবিষয়ে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় যজ্ঞস্থানে আসিয়াছিলাম ॥৫৩॥

নরনাথ ! আপনি যখন নিজের গাত্র হইতেই মাংস ছেদন করিয়াছেন, তখন আপনার এই কীর্ত্তি চিরকালই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া থাকিবে ॥৫৪॥

(৫৫)....এষা তে ভাষতী কীর্ত্তিঃ—ব ক।

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানমারুরোহ দিবং পুনঃ ।

উলীনরোহপি ধৰ্ম্মাত্মা ধৰ্ম্মেণারূত্য রোদসী ।

বিভ্রাজমানো বপুষা প্রারুরোহ ত্রিপিষ্টপম্ ॥৫৬॥

তদেতৎ সদনং রাজন্ ! রাজন্তস্তস্য মহাত্মনঃ ।

পশ্যত্বেতন্ময়া সাক্ষং পুণ্যং পাপপ্রমোচনম্ ॥৫৭॥

অত্র বৈ সততং দেবা মুনয়শ্চ সনাতিনাঃ ।

দৃশ্যন্তে ব্রাহ্মণৈ রাজন্ ! পুণ্যবহ্নির্মহাত্মভিঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং শ্চেনকপোতীয়ে সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

যাবদ্বিতি । স্বাং কথয়িত্বা ত্বদ্বিষয়মালোচয়িত্বা । কীৰ্ত্তিঃ স্বাস্ত্যন্তীতি সম্ভবপয়মুক্তম্, লোকাঃ স্বর্গাঃ, শাস্তাঃ ধ্রুবাঃ সম্ভাঃ স্বাস্ত্যন্তীতি তু বয়প্রদানম্ ॥৫৫॥

ইতীতি । আরুরোহ ইন্দ্রোহগ্নিশ্চৈতি শেষঃ । ধৰ্ম্মেণ দানধৰ্ম্মজন্তয়শসা, আবৃত্য ব্যাপ্য, রোদসী স্বর্গমর্ন্তো । ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্ । ষটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৬॥

তদ্বিতি । সদনং যজ্ঞমন্দিরস্থানম্ । পশ্যত্ব পশ্য ॥৫৭॥

অত্রৈতি । সনাতনা দীর্ঘজীবিনঃ । পুণ্যবাহ্নিরিত্যানেনাপুণ্যবতামদর্শনং সূচিতম্ ॥৫৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

লীনঃ ॥২৪—৪৩॥ কদলীশ্বৰ্ণমাসজ্জৈতি কদলীশ্বৰ্ণতুল্যো নিঃসারেহশ্বিন্ ধৰ্ম্মে মা সজ্জো ভবেত্যর্থঃ ॥৪৪—৫৭॥ স্বদেহত্যাগেনাপি শরণাগতো বক্ষণীয় ইত্যধ্যায়তাৎপর্য্যম্ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৭॥

এবং রাজা ! মাহুঘেরা জগতে যে পর্য্যন্ত আপনার বিষয় আলোচনা করিবে, সেই পর্য্যন্তই আপনার কীৰ্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ থাকিবে” ॥৫৫॥

উলীনররাজাকে এইরূপ বলিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন । ধৰ্ম্মাত্মা উলীনররাজাও আপন ধৰ্ম্মের যশে স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া এবং আপন কাস্তিতে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলেন ॥৫৬॥ •

যুধিষ্ঠির । এই সেই মহাত্মা উলীনররাজার যজ্ঞস্থান ; আমার সহিত তুমি এই পুণ্যজনক ও পাপনাশক যজ্ঞস্থান দর্শন কর ॥৫৭॥

রাজা ! মহাত্মা পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণেরা এখানে সৰ্ব্বদাই দেবগণকে ও দীর্ঘজীবী মুনিগণকে দেখিয়া থাকেন” ॥৫৮॥

\* ‘...একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

## অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

যঃ কথ্যতে মন্ত্রবিদগ্ৰ্যাবুদ্ধিরৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ।  
তস্মাশ্রমং পশ্য নরেন্দ্র ! পুণ্যং সদাফলৈরুপপন্নং মহীজৈঃ ॥১॥  
সাক্ষাদত্র শ্বেতকেতুর্দর্শনং সরস্বতীং মানুষদেহরূপাম্ ।  
বেৎস্মামি বাণীমিতি সম্প্রবৃত্তাং সরস্বতীং শ্বেতকেতুর্ভাষে ॥২॥  
তস্মিন্ যুগে ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠাবাস্তাং মুনৌ মাতুলভাগিনেয়ো ।  
অষ্টাবক্রশৈব কহোড়সূরৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ॥৩॥  
বিদেহরাজস্য মহীপতেস্তৌ বিপ্রাবুভৌ মাতুলভাগিনেয়ো ।  
প্রবিশ্য যজ্ঞায়তনং বিবাদে বন্দিং নিজগ্রাহতুরপ্রমেয়ো ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । মন্ত্রবিৎ বৈদিকমন্ত্রজ্ঞঃ, অগ্র্যাবুদ্ভিঃ শ্রেষ্ঠবুদ্ভিঃ, ঔদ্দালকিঃ উদ্দালকাখ্যমুনিপুত্রঃ,  
শ্বেতকেতুর্নাম মুনিঃ । সদা ফলং যেষু তৈঃ, মহীজৈবৃ কৈঃ ॥১॥  
সাক্ষাদিতি । বেৎস্মামি সাকল্যেন জ্ঞাস্তামি, বাণীং ভবতীম্, সম্প্রবৃত্তাংগতাম্ ॥২॥  
তস্মিন্মিতি । তস্মিন্ যুগে ত্রেতাযাম্, ব্রহ্মবিদাং বেদজ্ঞানাম্, কহোড়সু মুনৈঃ স্তম্ভঃ ॥৩॥  
বিদেহেতি । বিদেহরাজস্য জনকস্য । বন্দিং বন্দিনামকং বরণপুত্রম্ । বন্দিশব্দ  
ইকারান্তো নকারান্তস্ত দৃষ্টতে । নিজগ্রাহতুঃ নিজগৃহতুঃ । আর্ষমিদং পদম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! উদ্দালকমুনির পুত্র যে শ্বেতকেতুকে  
পৃথিবীতে সকলেই মন্ত্রজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া থাকে, সেই শ্বেতকেতুর এই পবিত্র  
আশ্রম দর্শন কর ; এ আশ্রমের বৃক্ষগুলিতে সর্বদাই ফল থাকে ॥১॥

শ্বেতকেতু এই আশ্রমেই মানুষমূর্ত্তিধাবিণী সরস্বতীদেবীকে প্রত্যক্ষ দর্শন  
করিয়াছিলেন এবং শ্বেতকেতু আশ্রমাগতা সেই বাগ্‌দেবীকে বলিয়াছিলেন যে,  
“আমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানিব” ॥২॥

সেই ত্রেতাযুগে কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্রমুনি এবং উদ্দালকের পুত্র শ্বেত-  
কেতুমুনি—এই দুই ভাগিনেয় ও মাতুল পৃথিবীর মধ্যে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥৩॥

• অসাধারণ বিদ্বান্ মাতুল ও ভাগিনেয়-সম্পর্কী সেই দুই ব্রাহ্মণ বিদেহাধি-

উপাস্ব কোন্তেয় ! সহানুজ্ঞং তস্তাশ্রমং পুণ্যতমং প্রবিশ্য ।  
 অষ্টাবক্রং যস্য দৌহিত্রমাহুর্যোহসৌ বন্দিং জনকস্তাথ যজ্ঞে ।  
 বাদৌ বিপ্রাণ্যে বাল এবাভিগম্য বাদে ভঙ্ক্তা মজ্জয়ামাস নগাম্ ॥৫॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং প্রভাবঃ স বভূব বিপ্রস্তথা ভূতং যো নিজগ্রাহ বন্দিম্ ।  
 অষ্টাবক্রঃ কেন বাহসৌ বভূব তৎ সৰ্ব্বং মে লোমশ ! শংস তত্ত্বম্ ॥৬॥  
 লোমশ উবাচ ।

উদালকস্ত নিয়তঃ শিষ্য একো নান্না কহোড় ইতি বিশ্রুতোহভূৎ ।  
 শুশ্রূষুরাচার্য্যবশানুবর্তী দীর্ঘং কালং সোহধ্যয়নং চকার ॥৭॥  
 তং বৈ বিপ্রঃ পর্য্যচরৎ স শিষ্যস্তাপ্ত জ্ঞাত্বা পরিচর্য্যাং গুরুং সঃ ।  
 তস্মৈ প্রাদাৎ সগ এব শ্রুতঞ্চ ভার্য্যাং বৈ ছুহিতবং স্বাং সৃজাতাম্ ॥৮॥

#### ভারতকৌমুদী

উপাস্বতি । উপাস্ব ধর্মং সেবস্ব । ভঙ্ক্তা বিজিত্য । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

কথমিতি । কথং কৌদৃশঃ প্রভাবো যন্ত সঃ । কেন বা হেতুনা ॥৬॥

উদালকস্তিতি । নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যনিয়মবান্ । শুশ্রূষুঃ পরিচর্য্যাকারী ॥৭॥

পতি জনকরাজার যজ্ঞভবনে প্রবেশ করিয়া বাদবিচারে (বরুণপুত্র) বন্দিকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥৪॥

কুন্তীনন্দন ! মহাবাদী ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যে অষ্টাবক্র বালক অবস্থাতেই জনকরাজার যজ্ঞে যাইয়া বাদবিচারে পরাভূত করিয়া বরুণপুত্র বন্দিকে নদী-জলে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, লোকে সেই অষ্টাবক্রমুনিকে যাহার দৌহিত্র বলে, সেই উদালকমুনির পুণ্যতম আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তুমি ধর্মসেবা কর” ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি লোমশ ! সেই ব্রাহ্মণ কৌদৃশ প্রভাবশালী ছিলেন, যিনি সেইরূপ বন্দিকে পরাভূত করিয়াছিলেন ; আর তিনি কি কারণেই বা অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন ; আপনি সেই সমস্ত আমার নিকট বলুন” ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—“উদালক ঋষির ‘কহোড়’-নামে বিখ্যাত এক ব্রহ্মচারী শিষ্য ছিলেন ; তিনি গুরুর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত ও বশবর্তী থাকিয়া দীর্ঘকাল বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥৭॥

সেই ব্রাহ্মণশিষ্য কহোড় বিশেষভাবে গুরুর পরিচর্যা করিয়াছিলেন ; গুরু উদালক সেই পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্য কহোড়কে শাস্ত্রজ্ঞান এবং আপন কন্যা সৃজাতাকে ভার্য্যারূপে দান করিয়াছিলেন ॥৮॥



তস্তা গৰ্ভঃ সমভবদগ্নিকল্পঃ সোহধীয়ানং পিতরক্ষাপ্যুবাচ ।  
 সৰ্ব্বাং রাত্রিমধ্যয়নং করোষি নেদং পিতঃ ! সম্যগিবোপবর্ততে ॥৯॥  
 বেদান্ সাজ্জান্ সৰ্ব্বশাস্ত্ররূপেতান্ অধীতবানস্মি তব প্রসাদাৎ ।  
 ইহৈব গৰ্ভে তেন পিতত্রবীমি নেদং ত্বন্তঃ সম্যগিবোপবর্ততে ॥১০॥  
 উপালকঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ স তং কোপাদুদরস্থং শশাপ ।  
 যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্তমানো ব্রবীষি তস্মাদ্বক্ৰো ভবিতাস্ত্রফটধৈব ॥১১॥  
 স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়ৎফটাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ ।  
 তস্তাসৌষ্ট্রে মাতুলঃ শ্বেতকেতুঃ স তেন তুল্যো বয়সা বভূব ॥১২॥  
 সংপীড়্যমানা তু তদা সৃজাতা সা বর্ধমানেন স্তনেন কুক্ষৌ ।  
 উবাচ ভর্তারমিদং রহোগতা প্রসাদ্য হীনং বসুনা ধনার্থিনী ॥১৩॥

### ভাবতকৌমুদী

তমিতি । তমুদালকম্ । ঐতং শাস্ত্রজ্ঞানম্ । সৃজাতাং সৃজাতানাম্মী ॥১॥  
 তস্তা ইতি । স গৰ্ভস্থঃ শিশুঃ, অধীয়ানং বেদান্ পঠন্তম্ । ইদমধ্যয়নম্ ॥২॥  
 বেদানিতি । অধীতবান্ তবৈব সকাশাদিতি ভাবঃ । ত্বন্তস্তব মুখাৎ ॥৩॥  
 উপেতি । উপালকস্তিরস্কৃতঃ, শিষ্যমধ্যে গুরুশিষ্যমধ্যে সতীর্থমধ্য ইত্যর্থঃ । স কহোড়ঃ,  
 তং নিজপুত্রম্ । অষ্টধৈব দেহস্য অষ্টাভিঃ প্রকারৈরেব ॥১১॥  
 স ইতি । তথা অষ্টধা, বক্র এব, অভ্যজায়ৎ অভ্যায়ত, তেনাষ্টাবক্রঃ প্রথিতঃ ॥১২॥

যথাকালে সেই সৃজাতার অগ্নিতুল্য তেজস্বী গৰ্ভ হইল ; একদা সেই গৰ্ভস্থ বালক বেদপাঠপ্রবৃত্ত পিতা কহোড়কে বলিল—“পিতা ! আপনি ‘সমস্ত রাত্রি বেদ পাঠ করেন, অথচ এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না ॥৯॥

পিতা ! আমি এই গৰ্ভে থাকিয়াই আপনার অনুরোধে সকল শাস্ত্র ও সকল অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি ; তাহাতেই বলিতেছি—আপনার এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না” ॥১০॥

সেই মহর্ষি কহোড় সতীর্থবর্গের মধ্যে পুত্রকর্তৃক (এইভাবে) তিরস্কৃত হইয়া সেই গৰ্ভস্থ বালককে অভিসম্পাত করিলেন—“যখন তুই উদরে থাকিয়াই আমার নিন্দা করিতেছিস, তখন তুই শরীরের আট জায়গায় বক্র হইবি” ॥১১॥

তাহাতেই সেই বালকটী শরীরের আট জায়গায় বক্র হইয়াই জন্মিয়াছিল, সেই জন্মই সেই বালক যথাকালে মহর্ষি হইয়াও ‘অষ্টাবক্র’-নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । তাঁহার মাতুল ছিলেন—শ্বেতকেতু ; অষ্টাবক্র বয়সে সেই মাতুলের সমান ছিলেন ॥১২॥

কথং করিষ্যাম্যধনা মহর্ষে ! মাসশ্চায়ং দশমো বর্ততে মে ।  
 নৈবাস্তি মে বহু কিঞ্চিৎ প্রদাতা যেনাহমেতামাপদং নিস্তরেয়ম্ ॥১৪॥  
 উক্তস্ত্বেৎ ভাৰ্য্যা বৈ কহোড়ো বিস্তস্যার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছৎ ।  
 স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ্য নিমজ্জিতো বন্দিনেহাপ্সু বিপ্রঃ ॥১৫॥  
 উদালকস্তং তু তদা নিশম্য সূতেন বাদেহাপ্সু নিমজ্জিতং তদা ।  
 উবাচ তাং তত্র ততঃ সূজাতামষ্টাবক্রে গৃহিতব্যোহয়মর্থঃ ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রভাকায়গমুক্তা বন্দিনিগ্রহং বক্ষ্যন্ অষ্টাবক্রজন্মনঃ প্রাগবধিবৃত্তান্তমাহ—সংগীত্য-  
 মানেন্তি । তদা কুক্ষৌ বর্ধমানেন সূতেন সংগীড্যমানা সা সূজাতা সূজাতানায়ী কহোড়-  
 ভাৰ্য্যা, ধনার্থিনী বৃহোগতা, নির্জ্ঞনং গতা চ সতী, বহুনা ধনেন হীনং দরিদ্রমিতার্থঃ, ভৰ্ত্তা  
 কহোড়ং প্রসাত্ত ইদমুবাচ ॥১৩॥

কথমিতি । হে মহর্ষে ! অধনা দরিদ্রাহম্, কথং কেন প্রকারেণ, করিষ্যামি উৎপৎস্ত-  
 মানস্ত সূতস্ত পালনমিতি শেষঃ । অয়ঞ্চ মে দশমো মাসো বর্ততে । অতো ধনচেষ্টয়া  
 বিলম্বোহপ্যাসম্ভব ইতি ভাবঃ । কিঞ্চিদপি বহু ধনং প্রদাতা জনোহপি মে নৈবাস্তি ।  
 প্রদাতেতি তাক্ষীল্যে তন্ । যেনাহম্, এতাং প্রসবাবধি ব্যয়রূপামাপদম্, নিস্তরেয়ম্ ॥১৪॥

উক্ত ইতি । বিস্তস্ত ধনস্ত । বাদবিদা বাদবিচারজ্ঞেন । অপ্সু জলে ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

যঃ কথ্যতে ইতি ॥১—৩॥ বন্দিং বন্দিনম্, নিজগ্রাহত্বনিজগৃহত্বঃ, সম্প্রসারণভাবাত্ভাৰ্ম্ম ।  
 নিস্তরাং গ্রাহবধাচেষ্টাবৃত্তিতি বা ॥৪—১০॥ অষ্টকৃষ্ণোহষ্টবারমষ্টম্ স্থানেবিত্যর্থঃ ॥১১—১৩॥  
 প্রজ্ঞান্ প্রসূতা ॥১৪—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৮॥

(ওদিকে পূৰ্বে) উদরের ভিতরে পুত্র বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, তাহার ভারে  
 পীড়িতা সূজাতা একদা ধনার্থিনী হইয়া নির্জ্ঞনে যাইয়া ধনহীন ভৰ্ত্তা কহোড়কে  
 এই কথা বলিলেন—॥১৩॥

“মহর্ষি ! আমার ধন নাই ; সূতরাং আমি কি করিয়া সম্ভ্রান পালন  
 করিব ; অথচ এইটা আমার দশম মাস চলিতেছে ; আমাকে কিছু ধন দান  
 করে এমন লোকও আমার নাই যে, আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব” ॥১৪॥

ভাৰ্য্যা সূজাতা এইরূপ বলিলে, কহোড় ধনের জন্ত জনকরাজার নিকট  
 গমন করিলেন ; তখন বাদবিচারবিৎ বন্দি কহোড়কে বিচারে পরাভূত করিয়া  
 জলে ডুবাইয়া দিল ॥১৫॥

বরক্ষ সা চাপি তমস্ম মজ্জং জাতোহসৌ নৈব শুশ্রাব বিপ্রঃ ।  
 উদালকং পিতৃবচ্চাপি মেনে তথাহৃষ্টাবক্রো ভ্রাতৃবচ্ছ্রুতকেতুং ॥১৭॥  
 ততো বর্ষে দ্বাদশে শ্বেতকেতুরষ্টাবক্রং পিতুরঙ্কে নিষগম্ ।  
 অপাকর্ষদৃগৃহ্য পাণৌ রুদন্তং নাযং তবাক্ষং পিতুরিত্যুক্তবাংশচ ॥১৮॥  
 যতেনোক্তং দুরুক্তং তত্তদানৌ হৃদি স্থিতং তস্ম স্নুঃখমাসৌৎ ।  
 গৃহং গম্মা মাতরং সোহভিগম্য পপ্রচ্ছদং ক নু তাতো মমেতি ॥১৯॥  
 ততঃ স্নজ্জাতা পরমার্তরূপা শাপাদ্ভীতা সর্বমেবাচচক্ষে ।  
 তদ্বৈ তদ্বং সর্বমাজ্জায় রাত্রীবিত্যব্রবীচ্ছ্রুতকেতুং স বিপ্রঃ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

উদালক ইতি । সূতেন সূতবৎ বাক্পটুনা বান্দনা । অর্থঃ কুহোড়নিগ্গজ্জনম্ ॥ ৩।  
 বরক্ষেতি । সা স্নজ্জাতা, অস্ম উদালকস্ম, অসৌ অষ্টাবক্রঃ ॥১৭॥  
 তত ইতি । পিতুরুদালকস্ম, অঙ্কে ক্রোড়ে, নিষগমুপবিষ্টম্ । গৃহ গৃহীত্বা ॥১৮॥  
 যদিতি । তেন শ্বেতকেতুনা । তস্ম অষ্টাবক্রস্ম, স্নুঃখমভীবদুঃখজনকম্ ॥১৯॥  
 তত ইতি । শাপাৎ অকথনে অষ্টাবক্রশ্চৈবাবিসম্পাতাৎ । তদ্বং যথার্থ্যম্ ॥২০॥

বান্দি বাদবিচারে পরাভূত করিয়া তখনই কহোড়কে জলে ডুবাইয়া দিয়াছে, ইহা শুনিয়া উদালকও তখনই সেইখানে স্নজ্জাতাকে বলিলেন—“স্নজ্জাতা! এই ঘটনা অষ্টাবক্রের নিকট গোপন রাখিও” ॥১৬॥

স্নজ্জাতাও পিতা উদালকের উপদেশ অনুসারে সেই ঘটনা গোপনই করিলেন; সূতরাং অষ্টাবক্র জন্মিয়া সে ঘটনা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু তিনি মাতামহ উদালককে পিতার মত এবং মাতুল শ্বেতকেতুকে ভ্রাতার মত মনে করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তাহার পর বার বৎসরের সময়ে একদিন অষ্টাবক্র উদালকের কোলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্বেতকেতু যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—“এ—তোমার পিতার ক্রোড় নহে” । তখন অষ্টাবক্র কাঁদিতে লাগিলেন ॥১৮॥

শ্বেতকেতু তখন যে কটু কথা বলিলেন, তাহা অষ্টাবক্রের হৃদয়ে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইতে লাগিল; তাই তিনি ঘরে যাইয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা! আমার পিতা কোথায়?” ॥১৯॥

তাহার পর স্নজ্জাতা অত্যন্ত দুঃখিত এবং অষ্টাবক্রের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত ঘটনাই বলিলেন । তখন অষ্টাবক্র সেই সমস্ত ঘটনা যথার্থরূপে জানিয়া রাত্রিতে শ্বেতকেতুকে এই কথা কহিলেন—॥২০॥

গচ্ছাব যজ্ঞং জনকস্য রাজ্ঞো বহ্বাশ্চর্য্যঃ শ্রীয়তে তস্য যজ্ঞঃ ।

শ্রোয়্যাবোহত্র ব্রাহ্মণানাং বিবাদমঙ্গলকাণ্ডাং তত্র ভোক্ষ্যাবহে চ ।

বিচক্ষণদ্বন্ধু ভবিষ্যতে নৌ শিবশ্চ সৌম্যশ্চ হি ব্রহ্মঘোষঃ ॥২১॥

• তৌ জগ্যতুর্মাতুলভাগিনেয়ো যজ্ঞং সমৃদ্ধং জনকস্য রাজ্ঞঃ ।

অষ্টাবক্রঃ পথি স্নাজ্ঞাং সমেত্য প্রোৎসার্য্যমাণো বাক্যমিদং জগাদ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে অষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

গচ্ছাবেতি । অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্ । নৌ আবয়্যোঃ, বিচক্ষণত্বং বেদবাদে প্রাজ্ঞত্বম্, ভবিষ্যতে ভবিষ্যতি । হি যস্মাৎ, শিবো মঙ্গলকরঃ, ব্রহ্মঘোষো বেদধ্বনিঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

তাবিতি । প্রোৎসার্য্যমাণো যজ্ঞভবনগমনে দৌবারিকরপদার্থ্যমাণঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

“মাতুল ! চল, আমরা জনকরাজার যজ্ঞে যাই ; শুনিতে পাই—তাহার যজ্ঞে নাকি বহুতর আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে । আমরা সেখানে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় বিবাদ শুনিব এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিব ; আর সেখানে গেলে আমাদের বিচক্ষণতাও জন্মিবে । কারণ, সেখানে অনবরতই মঙ্গলকর ও মনোহর বেদধ্বনি হইতেছে ॥২১॥

তাহার পর মাতুল ও ভাগিনেয় (শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র) দুই জনে জনক-রাজার সমৃদ্ধিপূর্ণ যজ্ঞে গমন করিলেন । তদনন্তর অষ্টাবক্র রাজপথে উপস্থিত হইলেই দৌবারিক আসিয়া যাইতে বাধা দিল ; তখন অষ্টাবক্র এই কথা বলিলেন ॥২২॥

—:~:—

\* ‘...ব্রাহ্মিংশদিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...চতুঃসিংশদিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

## নবাবিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অন্ধ্র পহা বধিরশ্চ পহাঃ স্ত্রিয়াশ্চ পহা ভারবাহশ্চ পহাঃ ।

রাজ্ঞঃ পহা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য সমেত্য তু ব্রাহ্মণশ্চৈব পহাঃ ॥১॥

রাজোবাচ । ৭

পহা অয়ং তেহং ময়া নিঃশ্রু্যে যেনেচ্ছসে তেন কামং ব্রজশ্চ ।

ন পাবকো বিগৃহ্যে বৈ লঘীয়ানিদ্ৰোহপি নিত্যং নমতে ব্রাহ্মণানাম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অন্ধ্রশ্চেতি । হে দ্বারপাল ! ব্রাহ্মণেন সহ অসমেত্য অমিলিত্বা ব্রাহ্মণমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ, অন্ধ্র পহা মোক্তব্যঃ সর্কেন্দ্রিয়শালিনা অভারবাহিণা চ জনেনেতি শেষঃ । এবং সর্কত্র । অত্রথা অন্ধ্রো বিপথেন গচ্ছন্ কুপাদৌ পতেৎ । বধিরশ্চ পহা মোক্তব্যঃ, ইতরথা ভ্রমব-  
শশ্চ তত্র গচ্ছন্ তেন দগ্ধোত । স্ত্রিয়াঃ পহা মোক্তব্যঃ, ন চেৎ সা কুপথং গতা দুর্জনে-  
ন হ্রিয়েত । ভারবাহশ্চ পহা মোক্তব্যঃ, অত্রথা বিপথং গচ্ছতস্তশ্চ ভারঃ পতিত্বা নশ্বেৎ ।  
রাজ্ঞশ্চ পহা মোক্তব্যঃ, ইতরথা তশ্চ রক্ষী সৈন্তো হস্তাৎ ; কিন্তু সমেত্য ব্রাহ্মণং প্রাপ্য,  
তশ্চ ব্রাহ্মণশ্চৈব পহাঃ সর্কাগ্রে মোক্তব্যঃ, সর্কাইগীয়াৎ । অতো ব্রাহ্মণশ্চ মে পহা মূচ্যতা-  
মিতি ভাবঃ ॥১॥

৭ রাজোতি । যুক্তিযুক্তমিদং বচনং দূষাদাকর্ষণং যজ্ঞভবনস্থ এব রাজা জনক উবাচ ।

পহা ইতি । হে ব্রাহ্মণ ! অহং ময়া অয়ং তে পহা নিঃশ্রু্যে দত্তঃ । অতএব যেন  
পথা ইচ্ছসে ইচ্ছাসি, তেনৈব পথা কামং যথেষ্টং ব্রজশ্চ ব্রজ । যেন হি পাবকো বহ্নিঃ,  
লঘীয়ান্ ন বিগৃহ্যে অন্নমাজোহপি নাবজ্ঞেয়ো ভবতি, বালকোহপি ব্রাহ্মণত্বাদেব নাবজ্ঞায়স  
ইতি ভাবঃ । তথা চ ইন্দ্রোহপি নিত্যং ব্রাহ্মণানাং নমতে ব্রাহ্মণান্তিকে অবনতো ভবতি ॥২॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“দ্বারপাল ! যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তবে  
অন্ধ্রের পথ, বধিরের পথ, স্ত্রীলোকের পথ, ভারবাহীর পথ এবং রাজার পথ  
ছাড়িয়া দিবে; আর যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহার পথই সকলের  
আগে ছাড়িয়া দিবে” ॥১॥

(দূর হইতে এই যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া যজ্ঞভবনস্থ জনক-) রাজা বলিলেন  
—“ব্রাহ্মণ ! আজ আমি এই আপনাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম; সুতরাং  
আপনি যে পথে ইচ্ছা করেন, সেই পথেই ইচ্ছামুসারে গমন করুন । কারণ,  
অগ্নি ক্ষুদ্র হইলেও অবজ্ঞেয় নহে; ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের নিকট অবনত থাকেন” ॥২॥

(২)...ময়াতিদ্রষ্টো যেনেচ্ছসি—বা ব কা,...ময়াতিদ্রষ্টো যেনেচ্ছসি—পি ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

প্রাপ্তৌ স্ব যজ্ঞং নৃপ ! সন্দিদৃক্ষু কোতুহলং নৌ বলবন্নরেন্দ্র ! ।

প্রাপ্তাবিহাবামতিথী প্রবেশং কাঙ্ক্ষাবহে দ্বারপতেন্তবাজ্ঞাম্ ॥৩॥

ঐন্দ্রদ্যুমে ! যজ্ঞদৃশাবিহাবাং বিবক্ষু বৈ জনকেন্দ্রং দিদৃক্ষু ।

তো বৈ ক্রোধব্যাধিনা দহমানাবয়ঞ্চ নো দ্বারপালো রুণন্ধি ॥৪॥

দ্বারপাল উবাচ ।

বন্দেঃ সমাদেশকরা বয়ং স্ম নিবোধ বাক্যঞ্চ ময়েৰ্য্যমাণম্ ।

ন বৈ বালাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রা বৃদ্ধা বিদগ্ধাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রাপ্তাবিতি । হে নৃপ ! আবাম্ যজ্ঞং সন্দিদৃক্ষু সমাগ্ জুষ্টুমিচ্ছু সন্তৌ প্রাপ্তৌ আগতো স্ব । বিসর্গলোপে আধঃ । যেন হি হে নরেন্দ্র ! নৌ আবয়োঃ, যজ্ঞদর্শনে বলবৎ সাতিশয়ং কোতুহলং বর্ততে । ইহ রাজপথে প্রবেশং প্রাপ্তৌ অতিথী আবাম্, ইদানীং দ্বারপতেদ্বারপালস্তোপরি তব আজ্ঞাম্ আবয়োঃ প্রবেশনায় আদেশম্, কাঙ্ক্ষাবহে ইচ্ছাবঃ ॥৩॥

ঐন্দ্রেতি । হে ঐন্দ্রদ্যুমে ! ইন্দ্রদ্যুন্নপুত্র ! যজ্ঞদর্শৌ যজ্ঞদর্শনাধিনৌ আবাম্, ইহ জনকেন্দ্রং জনকবংশশ্রেষ্ঠং রাজানম্, কিঞ্চিদিবক্ষু দিদৃক্ষু চ জাতৌ । কিন্তু তো আবাম্, ক্রোধ-ব্যাধিনা ক্রোধবিকারেণ দহমানৌ জাতৌ । যেন হি অয়ং দ্বারপালঃ নঃ অস্মান্ প্রবেশবিষয়ে রুণন্ধি ॥৪॥

বন্দেঃপ্রতি । বয়ং বন্দের্বন্দিনামকস্ত বরুণপুত্রস্ত সমাদেশকরা আজ্ঞাবহাঃ । অতোহস্মান্ প্রতি রাজা কিমপি নাদিশেদিত্যাশয়ঃ । কিঞ্চ ময়া দৈৰ্ঘ্যমাণমুচ্চাৰ্য্যমাণং বাক্যঞ্চ নিবোধ শৃণু । কিং তৎপ্রাকামিত্যাহ নেতি । বালা বিপ্রা অত্র ন প্রবিশন্তি ; কিন্তু বৃদ্ধা বিদগ্ধা বিদ্বাংসশ্চ বিপ্রা এবাত্র প্রবিশন্তি ॥৫॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“রাজা ! আমরা আপনার যজ্ঞ দেখিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি । কারণ, নরশ্রেষ্ঠ ! যজ্ঞ দেখিতে আমাদের গুরুতর কোতুহল জন্মিয়াছে । আমরা রাজপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছি ; আমরা অতিথি ; সুতরাং এখন ইহাই ইচ্ছা করি যে, আমাদেরিগকে যজ্ঞভবনে প্রবেশ করাইবার জন্ত আপনি এই দ্বারপালের উপরে আদেশ করুন ॥৩॥

ঐন্দ্রদ্যুন্নন্দন ! আমরা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি, এখন জনকরাজাকে কিছু বলিতে এবং দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি ; কিন্তু এই দ্বারপালবেটা আমাদেরিগকে বাধা দিতেছে ; তাহাতে আমরা ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছি” ॥৪॥

দ্বারপাল বলিল—“আমরা বন্দি-মহাশয়ের আজ্ঞাকারী ; সুতরাং তুমি আমার কথা শোন—এখানে বালক ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিতে পারেন, না, বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাই এখানে প্রবেশ করিতে পারেন” ॥৫॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

যতত্র বুদ্ধেষু কৃতঃ প্রবেশো যুক্তঃ প্রবেষ্টুং মম দ্বারপাল ! ।

বয়ং হি বুদ্ধাশ্চরিতব্রতাশ্চ বেদপ্রভাবেন সমন্বিতাশ্চ ॥৬॥

শুশ্রূষবশ্চাপি জিতেন্দ্রিয়াশ্চ জ্ঞানাগমে চাপি গতাঃ স্ম নিষ্ঠাম্ ।

ন বাল ইত্যবমন্তব্যমাহ্ৰবালোহপ্যগ্নির্দহতি স্পৃশ্যমানঃ ॥৭॥

দ্বারপাল উবাচ ।

সরস্বতীমীরয় বেদজুষ্ঠ্যামেকাক্ষরাং বহুরূপাং বিরাজম্ ।

অঙ্গাত্মানং সমবেক্ষস্ব বালঃ কিং শ্লাঘসে দুল্লভো বৈ মনীরৌ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । হে দ্বারপাল ! অত্র যজ্ঞভবনে যদি বুদ্ধেষু মধ্যে অনৈক্যেব যুগ্মদ্বজ্ঞানাং প্রবেশঃ কৃতঃ, তদা মমাপি প্রবেষ্টুং যুক্তম্ । হি যস্মাৎ, বয়ম্, চরিতব্রতা বিহিতব্রহ্মচর্যাदि-নিয়মাশ্চ, বেদপ্রভাবেন বেদোক্ততপঃশক্ত্যা সমন্বিতাশ্চ, অতো বুদ্ধা এব ॥৬॥

কিঞ্চিৎ—শুশ্রূষ ইতি । শুশ্রূষবো বাদিনাং বাদান্ শ্রোতুমিচ্ছব এব, ন তু প্রার্থিন ইত্যশয়ঃ ; জিতেন্দ্রিয়াশ্চ, অতো ন চৌরা ইতি ভাবঃ ; জ্ঞানাগমে জ্ঞানশাস্ত্রে বেদান্তে, নিষ্ঠাং সমাপ্তিং গতশ্চাপি । আন্তাং তাবন্তথাপি ত্বং বয়সা বাল এবত্যাহ—নেতি । বয়সা বাল ইতি ন অবমন্তব্যমাহঃ । তথা চ বালঃ অল্লোহপি অগ্নিঃ স্পৃশ্যমানঃ সন্ দহতি । অতো মমাপি প্রভাবো বুদ্ধান্ ক্ষেত্ৰতীতি ভাবঃ ॥৭॥

পরীক্ষিতুমাং—সরস্বতীমিতি । হে বালক ! ত্বং জ্ঞানাগমে নিষ্ঠাং গতশ্চেৎ, তদা, বেদজুষ্ঠাং বেদসেবিতাম্, “ওমিত্যেকাক্ষরমুদগীৰ্ণমুপাসীত” ইতি স্মৃতেঃ ; একম্ অক্ষরং

ভারতভাবদীপঃ

অঙ্কশ্চেতি । অঙ্কাদীনামক্ষরস্বাভ্যাগৌ দেয় ইত্যর্থঃ । অসমেত্য সমীপমপ্রাপ্য ॥১—৩॥ ঐশ্রদ্ধ্যায়ে ! হে জনক ! ॥৪—৬॥ জ্ঞানাগমে জ্ঞানশাস্ত্রে বেদান্তেষ্ট্যর্থঃ । নিষ্ঠাং নিশ্চয়ম্ ॥৭॥ বেদ জানীতে, যদি তহি দৈর্য জুষ্ঠাং মুনিসেবিতাম্ একমেবাক্ষরং ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য মন্ত্ৰাং তামেকাক্ষরাং বহুরূপাং মন্ত্ৰার্থবাদাদিরূপাং বিরাজং বিশেষণ কর্মকাণ্ডাদাধিক্যেন রাজমানাম্ ।

অষ্টাবক্র কহিলেন—“দ্বারপাল ! এখানে যদি বুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে আমারও প্রবেশ করা উচিত । কারণ, আমি যথানিয়মে ব্রতাচরণ করিয়াছি এবং বেদোক্ত তপস্তার প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হইয়াছি ; সুতরাং আমিও বুদ্ধ ॥৬॥

আমরা বাদিগণের বাদবিচার শুনিতে ইচ্ছা করি এবং আমরা জিতেন্দ্রিয় ও বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী । তাঁর পর জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, বালক হইলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না । কারণ, স্পর্শ করিলে ক্ষুদ্র অগ্নিও দহন করিয়া থাকে” ॥৭॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ন জায়তে কায়বুদ্ধ্যা বিবুদ্ধির্থথাহীলা শাল্মলেঃ সম্প্রবুদ্ধা ।

ব্রহ্মোহল্লকায়ঃ ফলিতো বিবুদ্ধো যশ্চাফলন্তশ্চ ন বুদ্ধভাবঃ ॥৯॥

দ্বারপাল উবাচ ।

বুদ্ধেভ্য এবৈহ মতিং স্ম বালা গৃহুন্তি কালেন ভবন্তি বুদ্ধাঃ ।

ন হি জ্ঞানমল্লকালেন শক্যং কস্মাদ্বালঃ স্হবির ইব প্রভাষসে ॥১০॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ন তেন স্হবিরো ভবতি যেনাস্ম পলিতং শিরঃ ।

বালোহপি যঃ প্রজ্ঞানাতি তং দেবাঃ স্হবিরং বিদুঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মৈব বাচ্যং যশ্চাস্তম্, “তস্ম বাচকঃ প্রণবঃ” ইতি পাতঞ্জলসূত্ৰাৎ ; তথা বহুনি রূপানি অকাঙ্ক্যোকারমকারাত্মকাস্তয়ো বর্ণা যশ্চাং তাক্, সরস্বতীং প্রণবরূপাং বাণীম্, বিশেষণ রাজতে শোভত ইতি বিবাজঃ যথা স্তাস্তথা সৰ্ব্বথা শুকং কৃষেত্যর্থঃ, ঈয় উচ্চায় । অত্র । হে গৃষ্ট ! ব্রহ্মজ্ঞানং বালং সমবেক্ষস্ব । অতো বুদ্ধত্বেন কিং জ্ঞাঘসে । মনীষী জ্ঞানী জনে দুৰ্লভ এব ॥৮॥

নেতি । যথা শাল্মলেবৃক্ষস্য সম্প্রবুদ্ধাপ অষ্টীলা তুলকোষঃ, বুদ্ধান জায়তে অন্তঃসার-শূন্তত্বাৎ, তথা কায়বুদ্ধ্যা মানুষ্যস্য বিবুদ্ধিরুদ্ধত্বং ন জায়তে । কিন্তু ব্রহ্মঃ খৰ্ব্বঃ, অল্লকায়ঃ কুশশরীরোহপি যঃ, ফলিতঃ বিজ্ঞাবান্ ফলবাংশ্চ ন এব বিশেষণ বুদ্ধঃ ; যশ্চ দীর্ঘশূলশরীরোহপি অফলঃ বিজ্ঞাশূন্তঃ ফলশূন্তশ্চ, তস্ম ন বুদ্ধভাবো বুদ্ধত্বম্ ॥৯॥

বুদ্ধেভ্য ইতি । শক্যং লক্ষ্মিতি শেষঃ । অং গৃষ্ট এবাসীতি ভাবঃ ॥১০॥

দ্বারপাল বলিল—“আচ্ছা বালক ! তুমি বেদোক্ত, ব্রহ্মবোধক এবং বহু বর্ণঘটিত একটী শব্দ সুন্দরভাবে উচ্চারণ কর দেখি । হে বালক ! তুমি আপনাকে বালক বলিয়াই মনে কর ; কেন আত্মপ্লাঘা করিতেছ ! জ্ঞানী লোক বড়ই দুৰ্লভ” ॥৮॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“শাল্মলিবৃক্ষের অষ্টীলা (তুলকোষ) বৃহৎ হইয়া উঠিলেও তাহাকে যেমন বুদ্ধ বলিয়া জানা যায় না, তেমন মানুষ্যের দেহ বুদ্ধি পাইলেও তাহাকে বুদ্ধ বলিয়া জানা যায় না ; কিন্তু খৰ্ব্ব ও কুশদেহ হইয়াও যে লোক বিদ্বান্ হয়, সে লোক বিশেষ বুদ্ধ ; আর যে লোক দীর্ঘ ও শূল দেহ হইয়াও বিদ্বান্ নহে, তাহার বুদ্ধত্ব নাই” ॥৯॥

দ্বারপাল বলিল—“বালকেরা বুদ্ধদের নিকট হইতেই বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যথাকালে বুদ্ধ হয় । কারণ, অল্পকালে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না ; অতএব তুমি বালক হইয়াও বুদ্ধের স্মায় বলিতেছ কেন ?” ॥১০॥

(৯)...যথাহীলাঃ শাল্মলেঃ সম্প্রবুদ্ধাঃ—পি নি ।



ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিতৈর্ন চ বন্ধুভিঃ ।

ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্যং যোহনূচানঃ স নো মহান্ ॥১২॥

দিদৃক্ষুরস্মি সংপ্রাপ্তো বন্দিনং রাজসংসদি ।

নিবেদয়স্ব মাং দ্বাস্ব ! রাজ্ঞে পুঙ্করমালিনে ॥১৩॥

দ্রষ্টাস্থগ্ধ বদতোহস্মান্ দ্বারপাল ! মনৌষিভিঃ ।

সহ বাদে বিরুদ্ধে তু বন্দিনঞ্চাপি নির্জিতত্ম ॥১৪॥

পশ্যন্তু বিপ্রাঃ পরিপূর্ণবিদ্যাঃ সত্বেব রাজ্ঞা সপুত্রোধমুখ্যাঃ ।

উতাহো বাহপ্যুচ্চতাং নীচতাং বা ভূষীভূতেষেব সর্বেষথাত্ত ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । পলিতং পক্ষকেশৈঃ শুক্লম্ । প্রজান্নাতি শাস্ত্রাদিকৃমিতি শেষঃ । প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যার্থম্, “মধুকৈটভো দুয়াস্মানো” ইতি সপ্তশতীস্তোত্রবৎ ॥১১॥

নেতি । হায়নৈরধিকৈর্বৎসরৈঃ, পলিতৈঃ কেশপাকেন শৌক্যৈঃ । ধর্ম্যং বুদ্ধত্বং তস্মিন্-  
পণমিত্যর্থঃ । অনূচানঃ সাক্ষবেদবিৎ, “অনূচানো বিনীতে স্তাং সাক্ষবেদবিচক্ষণে” ইতি বিধিঃ ।  
নঃ অস্মাকম্ ॥১২॥

দিদৃক্ষুরিতি । হে দ্বাস্ব ! দ্বারপাল ! অহং রাজসংসদি বন্দিনং দিদৃক্ষুঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ  
সন, সংপ্রাপ্ত আগতোহস্মি । তথা ভূতং স্যাম্, পুঙ্করমালিনে স্বর্ণপদ্মমালাধারিণে রাজ্ঞে  
নিবেদয়স্ব । দ্বাস্থেতি “শিষ্টাঘোষে বিসর্জনীয়শ্চ” ইতি বিসর্গলোপঃ ॥১৩॥

দ্রষ্টানীতি । হে দ্বারপাল ! ঐমগ্ধ মনৌষিভিঃ সহ বদতো বাদবিচারং কুরুতঃ অস্মান্,  
তস্মিন্ বিরুদ্ধে বাদে বন্দিনঞ্চাপি নির্জিতং ময়া পরাজিতম্, দ্রষ্টাসি ত্রক্ষ্যসি ॥১৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

অজ্ঞেতি সঘোধনে ৷৮॥ শাস্ত্রপেয়ষ্টীলা শাস্ত্রলিঙ্কলাস্তর্গতগ্রন্থিঃ, স হি কেবলভূগময়ত্মাঃ সারঃ,  
অতো দেহবুদ্ধির্বার্থা, অল্পকায়ঃ কৃশঃ ৷৯—১১॥ অনূচানঃ সাক্ষবেদাধ্যায়ী ॥১২॥ পুঙ্কর-

অষ্টাবক্র কহিলেন - “দ্বারপাল ! যাহাতে মানুষের মস্তক শুভ্রবর্ণ হয়,  
তাহাতেই মানুষ বুদ্ধ হয় না ; সুতরাং যে ব্যক্তি বালক হইয়াও শাস্ত্রাদি  
জ্ঞানে, তাহাকেই দেবতারা বুদ্ধ বলিয়া জানেন ॥১১॥

ঋষিরা বৎসর, কেশপকতা, ধন ও বন্ধু দ্বারা বুদ্ধত্ব নিরূপণ করেন নাই ;  
কিন্তু যিনি সাক্ষবেদ জানেন, তিনিই আমাদের মধ্যে প্রধান (এই কথা  
বলিয়াছেন) ॥১২॥

দ্বারপাল ! আমি রাজসভায় বন্দীকে দেখিবার ইচ্ছায়ই আসিয়াছি, তুমি  
আমার বিষয় স্বর্ণপদ্মমালাধারা রাজাকে জানাও ॥১৩॥

দ্বারপাল ! তুমি আজ আমাকে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে দেখিবে  
এবং সেই গুরুতর বিচারে বন্দীকেও পরাজিত দেখিবে ॥১৪॥

দ্বারপাল উবাচ ।

কথং যজ্ঞং দশবর্ষো বিশেষস্ত্বং বিনীতানাং বিদুষাং সম্প্রবেশ্যম্ ।

উপায়তঃ প্রযতিস্মৈ তবাহং প্রবেশনে কুরু যত্নং যথাবৎ ॥১৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ভো ভো রাজন্ ! জনকানাং বরিষ্ঠ ! ত্বং বৈ সম্রাট্ ত্বয়ি সর্বং সমৃদ্ধম্ ।

ত্বং বা কৰ্ত্তা কৰ্ম্মণাং যজ্ঞিয়ানাং যযাতিরেকো নৃপতিৰ্বা পুরস্তাৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী,

পশুস্থিতি । অথাস্ত সৰ্ব্বেষেব সদস্তেষ্ তুষ্ণীভূতেষু স্থিতেষু, পুরোধমুখ্যৈঃ পুরোহিতশ্ৰেষ্ঠৈঃ  
সহেতি সপুরোধমুখ্যৈঃ পুরোধসঃ সলোপ আৰ্ধঃ, পরিপূর্ণবিজ্ঞা বিপ্রাঃ রাজ্ঞা সহৈব, বাদে মম  
উচ্চতাং শ্রেষ্ঠতাম্, নীচতাং ন্যূনতাং বা পশুস্ত ॥১৫॥

কথমিতি । হে বালক ! দশবর্ষো দশবর্ষবয়স্কভূম্, ইদম্ভুমানমাজ্ঞেগোক্তম্, বস্তুতস্ত  
দ্বাদশবর্ষবয়স্ক এবাষ্টাবক্রঃ, “ভতো বর্ষে দ্বাদশে খেতকেতুরষ্টাবক্র পিতুরক্কে নিষগম্” ইতি  
পূৰ্ব্বমুক্তম্ ৷ ১ ৷ বিনীতানাং বিনয়ব্রতিনানাং বিদুষাং সম্প্রবেশ্যং সম্যকপ্রবেশযোগ্যং যজ্ঞং  
কথং বিশেষঃ । তথাপ্যহম্ উপায়ত উপায়বিশেষেণ তব প্রবেশনে প্রযতিস্মৈ ; ত্বমপি  
যথাবদযত্নং কুরু ॥১৬॥

যত্নমেব কৰোতি—ভো ইতি । ভো ভো রাজন্ ! জনকানাং জনকবংশজানাং বরিষ্ঠ ! ত্বং  
সম্রাট্, ত্বয়ি সর্বং কার্যমেব সমৃদ্ধং সমৃদ্ধিসূক্তম্ । পুরস্তাৎ পূৰ্ব্বম্, যযাতিৰ্যম্ নৃপতিৰ্বা নৃপতিরিব,  
“বা শ্রাধিকল্পোপমরোরোবাবার্থে চ সমুচ্চরে” ইতি বিশ্বঃ, একত্বং বা ত্বমেব যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞযোগ্যানাং  
কৰ্ম্মণাং কৰ্ত্তেতি রাজস্তুতিঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মালিনে স্বর্ণমালাধারিণে ॥১৩—১৫॥ উপায়তঃ প্রযতিস্মৈ ইত্যুক্তা যজ্ঞবাটাদভ্যক্ত ভক্ত  
রাজদৰ্শনং কারয়িত্বা আহ প্রবেশনে কুরু যত্নমিতি রাজ্ঞঃ পুরস্তাৎ কিঞ্চিং জ্ঞানং প্রকাশয়েত্যর্থঃ

আজ্ঞ সদস্তোরা সকলেই নীরব থাকিবেন, তখন প্রধান পুরোহিতগণ এবং  
রাজার সহিতই পরিপূর্ণ বিজ্ঞাশালী ব্রাহ্মণেরা আমার শ্রেষ্ঠতা বা ন্যূনতা দর্শন  
করিবেন” ॥১৫॥

দ্বারপাল বলিল—“তুমি দশবর্ষবয়স্ক বালক হইয়া বিনয়ী বিদ্বান্দিগের  
প্রবেশযোগ্য যজ্ঞস্থানে কি করিয়া প্রবেশ করিবে। সে যাহা হউক, আমি  
তোমার প্রবেশের জন্ত বিশেষ উপায়ে চেষ্টা করিব ; তুমিও যথানিয়মে  
চেষ্টা কর” ॥১৬॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“ভো ভো জনকশ্রেষ্ঠ রাজা ! আপনি সম্রাট্ এবং  
আপনার সমস্ত কার্যই সমৃদ্ধিসূক্ত ; আর পূৰ্ব্বকালের যযাতিরাজার জায়  
একমাত্র আপনিই যজ্ঞকার্য করিবার যোগ্য ॥১৭॥

বৃদ্ধান্ বন্দী বাদবিদো নিগৃহ্য বাদে ভয়ানপ্রতিশঙ্কমানঃ ।

ত্বয়াভিসৃষ্টৈঃ পুরুষৈরাপকৃষ্টির্জলে সর্বান মজ্জয়তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮॥

সতাং শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণানাং সকাশে ব্রহ্মোত্তং বৈ কথয়িতুমাগতো ষঃ ।

কাসৌ বন্দী যাবদেনং সমেত্য নক্ষত্রাণীব সবিতা নাশয়ামি ॥১৯॥

রাজোবাচ ।

আশংসে বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞায় ত্বং বাক্যবলং পরশ্চ ।

বিজ্ঞাতবীৰ্য্যৈঃ শক্যমেবং প্রবক্তুং দৃষ্টশ্চাসৌ ব্রাহ্মণৈর্বাদশীলৈঃ ॥২০॥

ভাবতকৌমুদী

বৃদ্ধানিতি । হে রাজন । বন্দী, বাদে বিচাবে, ভয়ান আশ্রয় পয়াজিতান্, বাদবিদো বাদবিচারজ্ঞান্, সর্বান বৃদ্ধান্ বিদুষঃ, নিগৃহ্য বন্ধনাদিনা দময়িত্বা, প্রতিশঙ্কমানো ব্রহ্মহত্যায়ামপি পাপমলজ্ঞাবয়ন, ত্বয়া অভিসৃষ্টৈর্নিযুক্তৈঃ আপকৃষ্টিবিশ্বস্তকার্য্যকাবিভঃ পুরুষৈঃ করণৈঃ, জলে মজ্জয়তি, ইতি নঃ অস্মাকম্, শ্রুতমাসীৎ । সর্বধৈব দারুণমিদং কার্য্যমিত্যাশয়ঃ । ৮।

সতামিতি । সতাং সাধুনাং ব্রাহ্মণানাং সকাশে ইদং শ্রদ্ধা । অতো ন মিথ্যাভাসম্ভব ইতি ভাবঃ । ব্রহ্মোত্তং বেদবাক্যম্ “বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম” ইত্যমরঃ, কথয়িতুমাগতো ষ আবাম্, তন্ত বন্দিনঃ পরাভবায়ৈত্যাশয়ঃ । অসৌ বন্দী ক ? যাবদেনং সমেত্য প্রাপ্য, সবিতা সূর্য্যো নক্ষত্রাণীব, তমহং নাশয়ামি ॥১৯॥

আশংস ইতি । হে বালক ! ত্বং পরশ্চ বন্দিনো বাক্যবলমবিজ্ঞায় তং বন্দিনং বিজেতুমাশংসে অভিলষসি । বিজ্ঞাতং বীৰ্য্যং বিপক্ষশক্তির্ধৈন্ত্বৈব জটনৈঃ এবং বক্তুং শক্যম্, ন ত্ববিজ্ঞাতবীৰ্য্যরিত্যভিপ্রায়ঃ । কিঞ্চ বাদশীলৈর্ব্রাহ্মণৈঃ অসৌ বন্দী, দৃষ্টঃ পরীক্ষিতঃ ॥২০॥

মহাবাজ ! আমরা শুনিয়াছি যে, বন্দী—বাদে পরাজিত সমস্ত বাদজ্ঞ বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বন্ধন কবিয়া আপনার নিযুক্ত বিশ্বস্ত লোকদিগেব দ্বারা জলে নিমগ্ন করিতেছে ! ॥১৮॥

সাধুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগণেব নিকট এই ঘটনা শুনিয়া আমি (বন্দীর সহিত) বেদবাক্য বলিবার জন্ত (বাদবিচার করিবার জন্ত) এখানে আসিয়াছি । ঐ বন্দীবেটা কোথায় ! আমি উহার সহিত বিচার করিয়া—সূর্য্য যেমন নক্ষত্র বিনষ্ট করেন, তেমন উহাকে বিনষ্ট করিব” ॥১৯॥

রাজা বলিলেন—“বালক ! তুমি বন্দীর বাকশক্তি না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছ । ষাঁহার তাঁহার শক্তি জানিয়াছেন, তাঁহারাই এরূপ বলিতে পারেন ; বাদজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণই উহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ॥২০॥

(১৮) বিদ্বান্ বন্দী—পি । (১৯)...ব্রহ্মাট্টেভ্যং কথয়িতুমাগতোহস্মি—বা ব কা, ...ব্রহ্মাট্ট বৈ—নি ।

আশংসসে স্বং বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞাত্বা তু বলং বন্দিনোহস্ত ।  
 সমাগতা ব্রাহ্মণাস্তেন পূৰ্বং ন শোভস্তে ভাস্করেণেব তাবাঃ ॥২১॥  
 আশংসস্তো বন্দিনং জেতুকামাস্তস্মান্তিকং প্রাপ্য বিলুপ্তশোভাঃ ।  
 বিজ্ঞানমতা নিঃসৃত্য তাত । কথং সদৃশৈর্বচনং বিস্তরেয়ুঃ ॥২২॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

বিবাদিতোহসৌ নহি মাদৃশৈর্হি সিংহীকৃতস্তেন বদত্যভীতঃ ।  
 সমেত্য মাং নিহতঃ শেয্যতেহগ্ৰ মার্গে ভগ্নং শকটমিবাচলক্ষম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অত বাদশীলানাং তেবাং তৎপরীক্ষায়াঃ কিং ফলমাসীদিত্যাহ—আশংসস ইতি । হে বালক ! তুমি অস্ত বন্দিনো বলমবিজ্ঞাত্বা তং বন্দিনং বিজেতুমাশংসসে । কিন্তু পূৰ্বং তেন বন্দিনা সহ সমাগতা বাদে মিলিতা ব্রাহ্মণাঃ, ভাস্করেণ তায় হব ন শোভস্তে স্ম, তিরো-  
 হিতাশ্রয়ভাববাদ্যাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

তৎপরীক্ষায়া এব ফলাস্তরমাহ—আশংসস্ত ইতি । হে তাত ! বৎস ! বিজ্ঞানমস্তা  
 অতএব বন্দিনং জেতুকামা বহব এব ব্রাহ্মণাঃ, অশংসস্তো বন্দিনো নিগ্রহমভিলষন্তঃ, তস্তা-  
 ন্তিকং প্রাপ্য বাদে তৎকৰ্ণকপর্য্যভবেণ বিলুপ্তশোভাঃ সস্তো নিঃসৃত্য সত্যতো নির্গতাঃ ।  
 অতঃ কথং সদৃশৈঃ সহ বচনং বিস্তরেয়ুয়ালপেয়ুঃ ॥২২॥

বিবাদিত ইতি । মাদৃশৈর্বিদ্বন্তিঃ সহ অসৌ বন্দী নহি বিবাদিতো ভবতেতি শেষঃ ।  
 শৌনবে হেতুনা, ভবতৈব সিংহীকৃতঃ সিংহসদৃশীকৃতো বন্দী, অভীতঃ সন বদতি বাদং  
 কৰোতি । কিন্তু বন্দী অগ্ৰ মাং সমেত্য প্রাপ্য, নিহতো ময়া পরাজিতঃ সন, মার্গে পথি,  
 ভগ্নম্, অতএব অচলো অক্ষৌ চক্রদ্বয়ং যস্ত তাদৃশং শকটমিব, শেয্যতে শয়িত ইব জড়ীভূতঃ  
 স্বাস্ততি ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

১১৬। সত্রাট সার্কভৌমঃ ১১৭—১৮। সোহহমবৈতং ব্রহ্ম কথয়িতুমাগতোহস্মি । এতেন  
 কৃৎসন্তাস্ত প্রবক্স্যত তৎপর্য্যমুপগন্তম্ ১১৯—২১। বিজ্ঞানমস্তা অপি পরাজয়ং প্রাপ্য  
 সত্যতো নিঃসৃত্যঃ ১২২। নিহতো নিজ্জিতঃ, শেয্যতে প্রস্থপ্তপুরুষবজ্জড়ো ভবিষ্যতি ১২৩।

বালক ! তুমি বন্দীর শক্তি না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা  
 করিতেছ এবং তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার আশা করিতেছ ।। পূৰ্বে অনেক  
 ব্রাহ্মণই বন্দীর সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইয়া—সূর্য্যের নিকট নক্ষত্রের স্থায় বন্দীর  
 নিকট শোভা পান নাই ॥২১॥

বন্দীকে জয় করিবার অভিলাষী জ্ঞানমদে মত্ত অনেক পণ্ডিতই তাঁহাকে  
 নিগৃহীত করিবার আশা করিয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া, পরাজিত হইয়া,  
 চলিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারা আর অগ্রাশ্রয় সদস্যের সহিত, আলাপ  
 করিবেন কি করিয়া” ॥২২॥

রাজোবাচ ।

ত্রিংশক-দ্বাদশাংশস্ত চতুर्वিংশতিপর্বণঃ ।

যন্ত্রিষষ্টিশতারস্ত বেদার্থং স পরঃ কবিঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রস্তেদৃশং গৰ্ব্বমসহমানস্তং পরীক্ষিতুমাহ—ত্রিংশকেতি । ত্রিংশৎ পরিমাণমন্তেতি ত্রিংশকম্, পঞ্চকাদিবৎ পরিমাণার্থে কল্পপ্রত্যয়ঃ পূৰ্ব্বোদয়াদিচ্ছাচ্চ তকারলোপঃ, ত্রিংশকেন প্রত্যেকতন্ত্রিংশতা দিদিনযুক্তা দ্বাদশেতি ত্রিংশকদ্বাদশ শাকপাৰ্থিবাদিভাষ্যপদলোপী সমাসঃ । তথা চ প্রত্যেকতন্ত্রিংশদিনযুক্তা দ্বাদশ মাসা অংশা যন্ত তন্ত, চতুर्वিংশতিঃ পৰ্ব্বানি প্রাধান্তাদমাবস্ত্রাপূৰ্ণিয়ারূপানি যত্র তন্ত, তথা ষষ্ঠা সহিতানি শতানি ষষ্টিশতানি পূৰ্ব্ববয়স্য-পদলোপী সমাসঃ, তথা চ ত্রীণি ষষ্টিশতানি ষষ্ঠাধিকানি ত্রীণি শতানি দিনরূপানি অত্রাণি চক্রান্তর্গতশলাকারূপতির্ধ্যাক্ষাণানি যন্ত তন্ত তাদৃশস্ত বৎসরচক্রং, অর্থং প্রয়োজনম্, যো জনো বেদ জানাতি, স এব পরঃ প্রধানঃ কবিঃ পণ্ডিতঃ । ততশ্চ ত্রয়শ্চ প্রয়োজনং ন জানাসীতি ন প্রধানঃ পণ্ডিতঃ । তেন চ বন্দিনা সহ বাদং কর্তুং ন শক্যসীত্যাহ্বয়ঃ । “অয়ং শীঘ্রে চ চক্রান্তে শীঘ্রং পুনরগ্ৰবৎ” ইতি বিধিঃ ।

অত্রৈকমবধেয়ম্—ত্রিষষ্টিশতারস্তেত্যেনে ন ষষ্ঠাধিকত্রিশভুয়াদিনাঙ্কো বৎসরঃ সূচিতঃ । এবঞ্চ নাক্ষত্রসাবনবৎসর এবাবসীয়েতে । তথা চ চাক্রে বৎসরে উক্তাপেক্ষয়া দ্বাদশভিবি-বুদ্ধিঃ, সৌরে পঞ্চদিনবুদ্ধিঃ, সৌরসাবনে একদিনবুদ্ধিঃ, নাক্ষত্রে চ ষট্‌ত্রিংশদিনন্যূনতা । নাক্ষত্রসাবনবৎসরে তু ষষ্ঠাধিকত্রিশতদিনেভ্যঃ পলেনাপি নাধিকতা ন বা নূনতা স্তাৎ । এবঞ্চ তাদৃশবৎসরঘটকতয়া ত্রিংশদ্বিবদা দ্বাদশ মাসাশ্চাপি নাক্ষত্রসাবনা এব গ্রাহ্যাঃ । তে চ “নাড়ীষষ্ঠা তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রচক্ষতে । তন্ত্রিংশতা ভবেয়াসঃ সাবনোহর্কৌদয়েন্তথা ॥” ইতি সূর্যাসিদ্ধান্তবচনাদুন্মেষাঃ । তাদৃশবৎসরে চ দ্বাদশমাবস্ত্রাঃ পূৰ্ণিয়ার্চ ভবন্তীতি মিলিত্বা চতুर्वিংশতিঃ পৰ্ব্বানি জায়ন্ত ইতি সম্ভবপরত্বেনোক্তম্, ন তু ঘটকত্বেনেতি সংক্ষেপঃ । এবাং বিশেষস্ত অস্ব্যগ্রণীতত্বতিচিন্তামণিগ্রহে মলমাসভবাদৌ চ সমুদ্রয়ঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রহ্মাঈষতং কথয়িতুমাগতোহস্মীতি প্রতিজ্ঞানানমষ্টাবক্রং প্রতি পৃচ্ছতি রাজা—ত্রিংশকেতি । উভয়তন্তীক্কাগ্রাভিঃ ষড়্‌ভিঃ শলাকাভিরেকশ্বিন্ শকৌ প্রোতমধ্যাভিঃ পৃথগ্‌গতাভির্দ্বাদশায়ং ষষ্টাভিচক্রং জায়তে, তত্র দ্বাদশ রাশয়ঃ, অত্রাঃ রাশিধরাত্মানঃ, ষট্‌ ঋতবো নাতয়ঃ ঐকৈকশ্বিন্ রাশৌ ত্রিংশত্রিংশদংশান্তদেতন্তচক্রং ষষ্ঠা নাড়ীভিঃ পরিবর্ততে । অস্ত্র ষষ্ঠাধিকশতজয়-পরিবর্ত্তে সাবনঃ সংবৎসরো ভবতি । অন্ধিস্চক্রে কুলালচক্রবৎ প্রদক্ষিণ্যবর্ত্তমানে

অষ্টাবক্র বলিলেন—“রাজা ! আপনি আমার মত লোকের সঙ্গে বন্দীকে বিচারে প্রবৃত্ত করাইয়া দেন নাই ; তাহাতেই আপনি উহাকে সিংহেয় তুল্য করিয়া দিয়াছেন ; তাই সে নির্ভয়ে বিচার করিতেছে ; কিন্তু আজ সে আমার সঁহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইবে এবং নিশ্চলচক্রে ভগ্ন শকট যেমন পথে পড়িয়া থাকে, তেমন সভায় পড়িয়া থাকিবে” ॥২৩॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

চতুৰ্বিংশতিপৰ্ব্ব স্বাং ষষ্টিভি দ্বাদশপ্রধি ।

তত্রিষষ্টিশতায়ং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সবিশেষমেব তমর্থমবগচ্ছামীত্যাদিশীৰপদেশেনাহ—চতুৰ্বিংশতিঃ পৰ্ব্বাণি প্রাপ্তক্ৰমাবস্থা পূৰ্ণিমারূপাণি যত্র তৎ, ষট্ বসন্তাদয় ঋতব এব নাভয়ো নাভিবন্ধ্যাবৰ্ত্তিনো যস্ত তৎ, দ্বাদশ মাসা এব প্রধয়ো নেময়শ্চক্রপ্রাপ্তভাগা যত্র তৎ, ত্রীণি ষষ্টিযুক্তশতানি ষষ্ট্যধিকত্রিশতসংখ্যকদিনানি অরাণি অভ্যন্তরগততির্য্যাক্কাষ্ঠানি যত্র তৎ, তথা সदैব গতি-গমনং যস্ত তচ্চ, চক্রং বৎসরকপং চক্রং তত্র বিহিতো বিবিধো ধর্ম ইত্যর্থঃ, স্বাং পাতু রক্ষতু । অহো ! ত্রিংশকেত্যাণিা যয়োক্তস্য পদার্থস্য অর্থং তাবদহং জানাম্যেব ঈদৃগতিধানাৎ ; পরন্তু ষষ্টিভি দ্বাদশপ্রধি সদাগতীত্যধিক বিশেষণত্রয়োপাদানান্নমভিজ্ঞত্বেমধিকম্, তদনু-পাদানান্তব স্বল্পমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পিপীলিকাপঙ্ক্তিবৎ প্রদীপং সূর্য্যাদয়ঃ পরিভ্রমন্তি । তত্র চন্দ্রস্য সপ্তবিংশত্যহোরাত্রৈ-র্ভগণভোগঃ । সূর্য্যস্য সপাদপঞ্চষষ্ট্যধিকেনাহাং শতত্রয়েণ স এব সৌরঃ সংবৎসরঃ । অশ্বি-শ্চক্রে স্বস্বগতা গচ্ছতোঃ সূর্য্যচন্দ্রয়োৰ্ধদা অত্যন্তং বিপ্রকর্ষন্তদা পৌর্ণমাসী, যদা অত্যন্তং সন্নিবর্ত্তদা দর্শন্তে দে পৰ্ব্বণী । এবং চতুৰ্বিংশত্যা পৰ্ব্বতিশ্চতুঃপঞ্চাশদধিকেনাহাং শত-ত্রয়েণ চান্দ্রঃ সংবৎসরস্তল্লয়ং পৃচ্ছতি ত্রয়াণামপি পৃথক্কর্ম্মহু বিনিয়োগাৎ । তথাচোক্তং মাধবে—“অদ্যঃ পঞ্চবিধশ্চান্দ্রো ব্রতাদৌ তিলকাদিকে । স্বজন্মাদিত্রতে সৌরো গোসত্রাদিষু সাবনঃ ॥” ইতি । ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্ত ত্রিংশতো গণক্ষিংশকন্তে এব দ্বাদশসংখ্যাকা অংশা যন্তেতি সৌরসংবৎসরপ্রভঃ । চতুৰ্বিংশতিপৰ্ব্বণ ইতি চান্দ্রস্য । ত্রীণি ষষ্ঠা সহিতানি শতান্তরা যন্তেতি সাবনস্য । ত্রিবিধস্তাস্ত্র কালচক্রস্য যোহর্থং প্রয়োজনং বেদ স পরঃ কবিরুৎকৃষ্টঃ ক্রান্তদর্শী ॥২৪॥ ইতি পৃষ্ঠোহপর আহোন্তরং ষষ্টিভীতি । বিশেষার্থোক্ত্যা বিবৃতাপ্রকাশঃ শেবোহনুবাদঃ, প্রধয়ো মাসা রাশয়ো বা তেষু হি ত্রিংশদহোরাত্রা অংশা বা প্রত্যেকং প্রত্যেকং প্রধীয়ন্তে । চক্রং পাতু—অগ্নিন্ কালে যথাকালং বিহিতো ধর্ম্মস্বাং পাত্তিত্যর্থঃ । এতেন ধর্ম্মস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বং বিধীয়তে কেবলকালজ্ঞানস্তাপেক্ষার্থজ্ঞাৎ । মানান্তরানবগতং প্রয়োজনবদর্থং প্রতিপাদয়ন্তি শাস্ত্রং ভবতি অথবা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ । এবমন্তত্রাপি বিধানং দ্রষ্টব্যম্ । “রাশিক্ষিংশলবন্তান্ দ্বিষড্ভুপততাক্ষেণ সৌরোহঙ্গ ইষ্টঃ সোমেষ্টিষ্ঠো তু চান্দ্রী শরদপি চ চতুৰ্বিংশত্যাং পৰ্ব্বণাং স্তাৎ । গোসত্রে সাবনোহঙ্কো গগনরসগুণৈরাত্র্যহৈরাশি-

রাজা কহিলেন—“যাহাতে প্রত্যেকতঃ ত্রিশটি ভাগ—(দিন) যুক্ত বারটী অংশ (মাস) আছে, চব্বিশটি পৰ্ব্ব (বারটী অমাবস্তা ও বারটী পূর্ণিমা) রহিয়াছে এবং সমুদায়ে তিন শত ষাটটি অর (দিন) আছে, তাহার অর্থ যিনি জানেন, তিনিই প্রধান পণ্ডিত” ॥২৪॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“যাহাতে চব্বিশটি পৰ্ব্ব (বারটী অমাবস্তা ও বারটী

রাজোবাচ ।

বড়বে ইব সংযুক্তে শ্বেনপাতে দিবৌকসাম্ ।

কন্তয়োগর্ভমাধস্তে গর্ভং স্মবতুশ্চ কন্ ॥২৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

মাস্ম তে তে গৃহে রাজন্ ! শাক্রবাণামপি ধ্রুবম্ ।

বাতসারথিরাগস্তা গর্ভং স্মবতুশ্চ তন্ ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রং পরীক্ষিতুমিদানীং স্পষ্টং পৃচ্ছতি—বড়বে ইতি । বড়বে ইব রথবন্ধং ঘোটকীদ্বয়-  
মিব, সংযুক্তে পরস্পরমিলিতে, তথা শ্বেনয়োঃ পক্ষিণোরিব পাতো দ্রুতগমনং যয়োস্তে তাদৃশৌ  
চ যে ব্যক্তী স্তঃ যদ্বস্তদ্বয়ং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, দিবৌকসাং দেবানাং মধ্যে কো জনঃ, তয়োঃ, গর্ভঃ  
বীজম্, আধস্তে জনয়তি তদ্বস্তদ্বয়গুণপাদযতীত্যর্থঃ, তে ব্যক্তী চ, কং গর্ভং কিং বহ্নিত্বিত তাত্-  
পর্যাম্, স্মবতুঃ উৎপাদয়ামাস্তুঃ ॥২৬॥

পুনরপ্যানীমুখেনৈব সকৌতুকং নিপুণক্লেপকরং দদে—মাশ্বেতি । হে রাজন্ ! তে  
শাক্রবাণামপি গৃহে—তব কা কথা তব শক্রবাণামপি ভবনে, তে ব্যক্তী বিদ্যাদশনী ইত্যর্থঃ,  
ধ্রুবং মাস্ম পতনমিতি শেষঃ । তথা চ রথে ঘোটকাবিব আকাশে বিদ্যাদশনী সংযুক্তে  
স্মাতাং শ্বেনয়োঃ পক্ষিণোরিব চ তয়োঃ ক্রতমেব পতনং স্মাত্ । কিঞ্চ গৃহে অশনিপাতঃ  
সর্বথা সম্ভবতি, দারিত্র্যাদুপধ্যাবরণাভাবে বিদ্যুৎপাতোহপি নিতরাং সম্ভবতি নয়নস্তত্ত্বজননা-  
দিনা অকস্মাদনর্থকবশ্চ আদিত্যাশিষাঙ্কলেন “বড়বে ইব সংযুক্তে শ্বেনপাতে” ইত্যস্মাথাব-  
গতিরাত্মনঃ স্মৃতিত । ইদানীং ক্রতয়োঃ প্রস্নয়োঃ ক্রমাদুত্তরদ্বয়মাহ—বাতেনি । আগস্তা  
প্রারুঢ়কালাদাবাগমনশীলঃ, বাতো বায়ুঃ সারথিশালকো যন্ত স মেঘরূপ ইন্দ্রো দেবঃ, তয়ো-  
গর্ভমাধস্তে ইত্যস্মবত্তিঃ, তথা চ দিবৌকসাং মধ্যে মেঘরূপ ইন্দ্রো দেবস্তে বিদ্যাদশনী জনয়-  
তীত্যর্থঃ । তথা তে পুনবিদ্যাদশনী এব তং বাতসারথিং মেঘম্, গর্ভমাশ্বনোরব বীজম্,

ভারতভাবদীপঃ

যুগ্মাদুদ্বাখ্যচর্চয়াজাং স্বসময়বিহিতাঃ শ্রেয়সে স্মার্মথাগ্র্যাঃ ॥” ॥২৫॥ রথসংযুক্তে অশ্বে ইব  
সহচারিণ্যো, শ্বেনপাতে শ্বেনবদকস্মাত্ পতনশীলে যে উভে বর্তেতে দিবৌকসাং দেবানাং  
মধ্যে তয়োঃ সমন্ধিনং গর্ভং কো ধস্তে কন্ত গর্ভে তে উৎপত্তেতে কঞ্চ জনয়ত ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

পূর্ণিমা), ছয়টা নাভি(ঋতু), বারটা (মাসরূপ) চক্রপ্রাপ্ত এবং তিন শত ষাটটী  
(দিনরূপ) অর আছে, নিরন্তর গমনশীল সেই (বৎসররূপ) চক্র আপনাকে রক্ষা  
করুক” ॥২৫॥

রাজা বলিলেন—“দুইটা ঘোটকীর শ্রায় যাহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে  
এবং দুইটা শ্বেনপক্ষীর শ্রায় যাহাদের অতিক্রম পতন হয়, দেবতাদের মধ্যে  
কোন দেবতা সেই দুইটা বস্তুকে উৎপাদন করেন? এবং সেই দুইটা বস্তুই  
বা কোন বস্তুকে উৎপাদন করিয়াছিল।” ॥২৬॥

রাজোবাচ ।

কিং স্থিৎ স্তপ্তং ন নিমিষতি কিং স্থিজ্জাতং ন চোপতি ।

কস্মৈ স্বিকৃদয়ং নাস্তি কিং স্থিহেগেন বর্জতে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

স্বম্ববৃত্তঃ আদিসর্গ এবোৎপাদয়ামাসতুঃ । তথা চ বিদ্যাদশ্যাদিজ্যোতিষা মেঘোৎপত্তিঃ, মেঘেন চ বিদ্যাদশম্প্রাপ্তিরিতি পবম্পরমেয়াং জগজ্জনকভাবো বীজবৃক্ষবদिति ভাবঃ । তথা চোক্তং মেঘদূতেহপি—“ধূমজ্যোতিঃসলিলমকতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ” ॥২৭॥

কিমিতি । সর্পিত্র স্থিদিতি প্রাপ্তে । কিং ভূতং প্রাণীতি যাবৎ, স্তপ্তং নিদ্রিতং সৎ, ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মুদ্রয়তি স্থিৎ । কিং ভূতং জাতং সৎ, ন চোপতি ন স্পন্দতে স্থিৎ ।

ভারতভাবদীপঃ

উদ্ভবঃ—তয়োর্নামাপ্যামঙ্গলমিতি মত্বা পুরোক্ষণ নির্দিশন্তি, তে উভে অধিদৈবং বিদ্যা-  
দশনী । অধ্যাত্মঃ হৃৎখমৃত্যু । বিদ্যাদ্ভিষশনিবদ্বারা ইতি পঞ্চাঙ্গবিদ্যায়াং তয়োর্ভেদেন  
ব্যপদেশাৎ ক্রমাদাকাশেন দেহেন চ বথেন বডবে ইব নিতাসংযুক্তে জ্ঞানপাতে চ তে তব  
গৃহে মা স্ম স্মাতাম্ । হে বাজন ! তব শাস্ত্রবাণ্যমপি গৃহে মা স্ম স্মাতামিত্যাত্মামঙ্গলজ্ঞং তয়ো-  
র্দশিতম্ । বাতসাবগির্গেষো মনশ্চ আগত্যা আকাশাদবুধ্যর্থং স্তম্ভপাখ্যাং কারণাং  
কস্মলভোগার্থমুদেষ্যংস্তু উভে পূর্বোক্তে বিদ্যাদশনী হৃৎখমৃত্যু চ গর্ভে ধত্ব ইত্যেকমুক্তরম্ ।  
তে চ তমেব বাতসাবগির্গেষো মনশ্চ স্বম্ববৃত্তবিত্যপারম্ । যথা ধূমজ্যোতিরাদি-  
সন্নিপাতকপদ্মাদগ্নিকপো মেঘোহগ্নিয়েব বিদ্যাদাদিরা । স্তে এবং মনঃপ্রভবো হৃৎখমৃত্যু  
স্বাসনাকপেণ মনসঃ কারণে ভবতঃ, তথা চ বীজাকুরবস্মনসো হৃৎখাদেশ্চ হেতুহেতুমন্তাবাং  
মনসো লয়ো হৃৎখাতাবার্থমভ্যাসনীয় ইত্যর্থঃ । এনেন “অশ্মা পিনকং মধু পর্যাপশ্ময়ংসং ন দীন  
উদনি ক্ষিয়ন্ত”মিতি মন্তবর্ণ উপবৃংহিতঃ । অশ্মা অশনবতা জলং শোষণত মেঘেন বিষয়ান্  
ভুঞ্জানেন মনসা বা মধু সলিলং তদ্বদেকরসং ব্রহ্ম বা পিতৃমাতৃচ্ছাদিতম্ । মনসো হৃৎখহেতুজ্ঞ  
দৃষ্টান্তমুখেনাহ—মৎস্তমিতি । নেতু্যপমাখো নিপাতঃ । দানেহল্লো, উদনি উদকে,  
ক্ষিয়ন্তং নিবসন্তং মৎস্তং ন মানমিবাকুলমিত্যর্থঃ । ক্ষিয়ন্তমিত্যগ্ৰেব বা ক্লিষ্টমানমিত্যর্থঃ ।  
“স্বমেঘো হৃৎখমৃত্যু তডিদশনিসমে জ্ঞানবচ্ছীঘ্রপাতে নিত্যোদগ্ধে রথেশ্বরে ইব করণস্বরা-  
বীশ্বরঃ প্রাজ্ঞোখ্যঃ । স্বে গর্ভে ধত্ব এনং স্বম্ববৃত্তুরিতরে বাসনাতত্ত্বজ্ঞাং চেতঃশাট্য  
নিরুদ্ধাদস্পপবনবশাং বিশ্বচিত্রাং মুমুক্ষুঃ” ॥২৭॥ স্বপ্তিগ্ৰিতি স্বপিতৃযোনিজিঙিতি জকারান্তস্ত

অষ্টাবক্র কহিলেন—“রাজা ! সেই দুইটা বস্তু (বিদ্যাৎ এবং বজ্র), নিশ্চয়ই  
যেন আপনার শত্রুগৃহেও পতিত হয় না । প্রায় বর্ষাকালেই আগমনশীল বায়ু-  
চালিত একপ্রকার বস্তু (মেঘ) সেই বস্তু দুইটাকে (বিদ্যাৎ এবং বজ্রকে) উৎ-  
পাদন করে, আবার সেই বস্তু দুইটাই (বিদ্যাৎ ও বজ্রই) সেই বস্তুকে (মেঘকে)  
উৎপাদন করিয়াছিল” ॥২৭॥



অষ্টাবক্র উবাচ ।

মৎস্তঃ স্তপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি ।

অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

“চূপ মন্দায়াং গর্তো” ইতি ভৌবাদিকস্ত চূপধাতোঃ প্রয়োগঃ । কস্ত ভূতস্ত হৃদয়ং নাস্তি স্মিৎ । কিং বস্ত চ বেগেন বর্দ্ধতে স্মিৎ । প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্যম্ ॥২৮॥

মৎস্ত ইতি । মৎস্তঃ, স্তপ্তো নিদ্রিতঃ সন্নপি, ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মুদ্রয়তি । অণ্ডং জাতং সৎ, ন চোপতি ন স্পন্দতে । ‘অশ্মনঃ পাষণস্ত পাষণতুল্যানিষ্টুরজনস্তোত্যর্থঃ, হৃদয়ং নাস্তি । তথা নদী বেগেন বর্দ্ধতে, তীরভঙ্গকরণাদিতি ভাবঃ । ইৎং যথাস্তব্যাখ্যানেন- নৈবোপপত্তৌ নীলকর্ণস্ত ব্রহ্মপরত্বব্যাখ্যায়াং দারুণকষ্টকল্পনমায়াসমাত্রমেন । ন চ “ব্রহ্মোক্তং নৈব কথয়িতুমাগতোহস্মি” ইত্যষ্টাবক্রোক্ত্য । বেদবাক্যোক্তেরাষ্ট্রকত্বাদ্বেদ্রপরত্বব্যাখ্যানমেব যুক্তমিতি বাচ্যং রাজ্ঞঃ প্রশ্নেষু তথাবিধিত্তাদর্শনাৎ উত্তরস্ত চ প্রশ্নানুসারিত্বনিয়মাৎ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বপ্নজ্জ্ঞপ্তস্ত স্বপ্নাবস্থাবদ্বাচিত্তম্, স্বপ্নপ্তাবস্থায় প্রাপ্তং কিং ন নিমিষতি লুপ্তদৃষ্ণং ন ভবতীতি প্রশ্নার্থঃ ॥২৮॥ তদ্ব্যথা—“মহান্ মৎস্ত উভে কূলে অহুমঞ্চরতী”ত্যাди শ্রুত্যা মৎস্তোপমিত- শ্চিদ্রপঃ পুরুষো জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিহপরলোকয়োঃ সঞ্চরণেন শ্রান্তো মৎস্ত ইব কূলদ্বয়সঞ্চরণে স্বপ্তিপ্রলয়য়োঃ কার্যকারণসম্বন্ধাতস্ত নিখিলপ্রাণনাশিত্যুপরমেহুপপত্তদৃশ্যক্লিরেক এবাস্তে । নহি “দ্রষ্টৃদৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতে বিনাশিত্বা”দिति শ্রুতেশ্চতুপরমাত্মাপগমে কৃতহানাদিদোষপ্রাপ্তিঃ স্বথমহমেতাবস্তং কালমস্বাপ্নমিতি পরামর্শাহুপপত্তিঃ, অস্তাবিনা- শিত্বাদজাতত্বম্ । যন্তু জাতমণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং ভূতভৌতিকাত্মকং তন্ন চোপতি “চূপ মন্দায়াং গর্তো” ন চেষ্টতে কিঞ্চিদেব তচ্চেষ্টয়তে ইত্যর্থঃ । অশ্মনোহশরীরস্ত হৃদয়ং শোকায়তনং নাস্তি । “অ শরীর”মিতি যাক্ষঃ । “অশরীরং বা বসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।” “তীর্ণো হি তদা সর্কান্ শোকান্ হৃদয়স্ত ভবতী”তি শ্রুত্যোস্তদৃষ্টেদেহাত্মসঙ্গে যোগী নির্মনস্কো জীব- ন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ । নদী চিত্তনদী, যোগিনো ব্যুখিতস্ত বেগেন সত্তাঃ ক্লেশপ্রপঞ্চরূপেণ বর্দ্ধতে যোগিদৃষ্ট্যা স্বাপ্নবদ্যবহারিকোহপি প্রপঞ্চো দৃষ্টিসমসময়োৎপত্তিক ইত্যর্থঃ । এবং দৃগলোপো দৃশ্যস্ত জাভ্যং দেহাসঙ্গিনো মুক্তিঃ সংসারস্ত মনোমাত্রত্বং চাত্ত দর্শিতম্ । “পুংমীনো নির্নিমেষঃ স্বপিতি ভবনদীচারথিঃ স্বরূপে, জাতং ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডং জড়মপি জবতে

রাজা বাললেন—“কোন্ প্রাণী নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না ? কোন্ প্রাণী জন্মিবার পরে স্পন্দিত হয় না ? কাহার হৃদয় নাই ? এবং কোন্ বস্ত্র বেগে বৃদ্ধি পায় ?” ॥২৮॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—“মৎস্ত নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না ; অণ্ড (ডিম) জন্মিবার পরে স্পন্দিত হয় না ; পাষণতুল্য নিষ্ঠুর লোকের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বৃদ্ধি পায়” ॥২৯॥

রাজোবাচ ।

ন জ্বাং মন্ত্রে মানুষং দেবসত্ত্ব ! ন জ্বং বালঃ শ্ববিরসত্ত্বং মতো মে ।

ন তে তুল্যো বিগ্ধতে বাক্‌প্রলাপে তস্মাদ্ভারং বিতরাম্যেষ বিহ্বন্ ! ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ \*

—:~:—

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অত্রোগ্রসেন ! লম্বিতেষু রাজন্ ! সমাগতেষু প্রতিমেষু রাজহ ।

নাবৈমি বন্দিং বরমত্র বাদিনাং মহাজ্জলে হংসমিবাদদামি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বিস্ময়মান আহ—নেতি । হে দেবসত্ত্ব ! দেবতুল্যপ্রভাব ! । বাচঃ প্রলাপে কথনে ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:~:—

অত্রোতি । উগ্রা ভীষণা সেনা যন্ত সং । হে উগ্রসেন ! রাজন্ ! অত্রেনানীম্, অত্র সভায়াম্, সমাগতেষু, সমিতেষু সম্মিলিতেষু চ, অপ্রতিমেষু নিরুপমেষু, রাজহ মধ্যে,

ভারতভাবদোপঃ

যেন লোহাশ্মনীত্যা । যন্তাকায়ন্ত নাস্তি কচিদপি হৃদয়ং শোকনীড়ং সমাধৌ, যৎস্থা মায়া-  
নদীয়াং জ্রতমহমিদমাগ্ন্যানোদেতি সোহস্মি ॥” ॥২৯॥ বাক্‌প্রলাপে বাচঃ প্রকৃষ্টে সংলাপে, এষ  
বন্দী দৃশ্যতামিতি শেষঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদোপে নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৯॥

—:~:—

রাজা বলিলেন—“হে দেবতুল্যপ্রভাবসম্পন্ন বালক ! আমি তোমাকে  
মানুষ বলিয়া মনে করিতেছি না ! এবং আমার ধারণা হইতেছে যে, তুমি  
বালক নহ, তুমি পরম বৃদ্ধ । বাক্‌পটুতায় তোমার তুল্য লোক নাই ; অতএব  
হে বিহ্বন্ ! এই আমি তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলাম” ॥৩০॥

(৩০)....বিতরাম্যেষ বন্দী—বা ব কা । \* ‘...ত্রয়জিংশদধিকশততম....’—বা ব কা,  
‘...পঞ্চজিংশদধিকশততম....’—নি ।

ন মেহন্ত বক্ষ্যস্তিবাदिमानिन् ! ग्रहं प्रपन्नः सखितामिवागमः ।

হুতাশনশ্চেব সমিদ্ধতেজসঃ স্থিরো ভবস্বেহ মমাত্ত বন্দিন্ ! ॥২॥

ব্যাভ্রং শয়ানং প্রতি মা প্রবোধ আশীবিষং স্কন্ধী সংলিহানম্ ।

পদাহতশ্চেহ শিরোহভিহত্য নাদযৌ বৈ মোক্ষ্যসে তন্নিবোধ ॥৩॥

যো বৈ দর্পাৎ সংহননোপপন্নঃ স্তূর্ধ্ববলঃ পর্বতমাবিহন্তি ।

তশ্চেব পাণিঃ সনথো বিশীর্ঘ্যতে ন চৈব শৈলস্ত হি দৃশ্যতে ত্রণঃ ॥৪॥

### ভারতকৌমুদী

বাদিনাং বরং বন্দিম্, নাবৈমি ন পরিচিনোমি, অবৈমি চেবদা মহাজলে হংসমিব আদদামি । বন্দিশব্দ ইকারাহো নকারাচ্চাঙ্গীকৃত ইত্যুক্তম্ ॥১॥

নেতি । হে অতিবাদিমানিন্ ! বন্দিন্ ! গ্রহং বাদে পরাজিতো জলে মজ্জনীয় ইতি পণম্, প্রপন্নঃ প্রাপ্তম্, অজ মে মমান্বিকে, সখিতামাগম আগমনমিব, ন বক্ষ্যসি অপ্রতিহতং বাদং কর্তুং ন শক্ষ্যসি, প্রবাহং ন প্রাপ্নোতি চ । অজ সমিদ্ধতেজসো হুতাশনশ্চেব মম সমীপে, ইহেদানীম্, স্থিরো ভবস্ত ভব ॥২॥

ব্যাভ্রমিতি । প্রতি ইত্থন্তম্, মা মাম্, শয়ানং ব্যাভ্রম্, স্কন্ধী সংলিহানম্ আশীবিষঞ্চ, প্রবোধ জানাহি । অতএব পদাহতস্য তত্কাশীবিষং শিরোহভ্যভিহত্য অদষ্টঃ সন্ ন মোক্ষ্যসে, তন্নিবোধ জানীহি । পিতবঃ বিজগমানো মবা বিজেষ্যস এবোতি ভাবঃ । “প্রতাখন্তু তভাগয়োঃ” ইত্যাদি হৈমঃ ॥৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

অত্রোক্তি ॥১॥ গ্রহং পরাজিতস্য জলে নিপাতনকণং পণং প্রপন্নঃ স্বীকৃতবান্ মে মম পুরতো ন বক্ষ্যসি প্রত্যুত্তরমিতি শেখঃ । সমিদ্ধতেজসঃ প্রলয়কালেহত্যন্তং প্রদীপ্তগ্নাগ্নেঃ পুরো যথা নদীবেগঃ শুষ্কতি তথা শুকো ভবিষ্যদাত্যর্থঃ ॥২॥ মা মাং প্রবোধ জানীহি, ভোবাদিকস্য বুধেলোটি কপম্, অসন্ধিপাণঃ, পদাহতস্য মৎপিভূমিগ্রহবাদহং পূর্বমেব স্বয়া

অষ্টাবক্র বলিলেন—“উগ্রসেন ! রাজা ! এখন এই সভায় আগত ও সম্মিলিত অসাধারণ রাজাদের মধ্যে বাদিপ্রধান বন্দিকে আমি চিনিতে পারিতেছি না ; যদি চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে মহাজলে হংসের স্থায় তাহাকে ধরিতাম ॥১॥

হে অতিবাদিসম্রাট বন্দি ! নদীর শ্রোত যেমন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয়, তেমন তুমি পণ স্বীকার করিয়া আজ আমার নিকটে অপ্রতিহতভাবে বাদ চালাইতে পারিবে না । আমি—প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য ; স্মৃতরাং তুমি আজ আমার নিকটে স্থির থাক দেখি ॥২॥

তুমি এইরূপ আমাকে শায়িত ব্যাভ্র এবং ওষ্ঠপ্রাস্ত লেহনকারী সর্প বলিয়া মনে কর ; তুমি পদাঘাত করিয়া আবার মস্তকেও আঘাত করিয়াছ ; অতএব দংশন না পাইয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, তাহা জানিয়া রাখ ॥৩॥

সর্ব্ব রাজ্ঞো মৈথিলস্ত মৈনাকস্তেব পর্ব্বতাঃ ।

নিকৃষ্টভূতা রাজানো বৎসা হনুহো যথা ॥৫॥

যথা মহেন্দ্রঃ প্রবরঃ সুরাণাং নদীষু গঙ্গা প্রবরা যথৈব ।

তথা নৃপাণাং প্রবরস্ত্রমেকো বন্দিং সমভ্যানয় মৎসকাশম্ ॥৬॥

লোমশ উবাচ ।

এবমষ্টাবক্রঃ সমিতৌ হি গর্জ্জন্ জাতক্রোধো বন্দিনমাহ রাজন্ ! ।

উক্তে বাক্যে চোত্তরং মে ব্রবীহি বাক্যস্ত চাপ্যুত্তরং তে ব্রবীমি ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

য ইতি । যঃ স্বদুর্জয়ঃ সংহননোপপন্নঃ শরীরী, দর্পাৎ পর্ব্বতম্, আবিস্তি পানিনা তাড়য়তি, তস্মৈব সন্থঃ পানিবিশীর্ণ্যতে, কিন্তু শৈলস্ত ব্রাণঃ ক্ষতম্, নৈব দৃশ্যতে । ময়া সহ বাদে হৃৎপরাজয়ো ধ্রুব এবত্যোশয়ঃ ॥৪॥

বন্দিপরিচয়লাভায় রাজানং স্তোতি দ্বাভ্যাম্—সর্ব্ব ইতি । মৈনাকস্ত পর্ব্বতস্তাস্তিকে অস্ত্রে পর্ব্বতা ইব, অনুহো বৃষগাস্তিকে বৎসা যথা চ, তথা মৈথিলস্ত জনকস্ত রাজ্ঞোহস্তিকে অস্ত্রে সর্ব্ব রাজানো নিকৃষ্টভূতাঃ ॥৫॥

যথেন্তি । এতৎসুতবপ্রয়োজনং, মৎসকাশে বন্দেঃ সমানয়নমেবেতি ভাবঃ ॥৬॥

এবমিতি । হে রাজন্ । যুধিষ্ঠির । জলে পিত্রাদীনাং নিক্ষেপাজ্জাতক্রোধঃ অষ্টাবক্রঃ, সমিতৌ সভায়াম্, এবং গর্জ্জন্ বন্দিনম্, আহ ব্রবীতি স্ম । মে ময়া কশ্মিংশিদ্ধাক্যে উক্তে, ঋতং তস্মোত্তরং ব্রবীহি ব্রহ্মি, তথা তে তব বাক্যস্ত চ অহমপি উত্তরং ব্রবীমি । আবয়ো-  
রশ্মিন্ বাদে পক্ষদ্বয়ং সুসঙ্গতমেবাস্তামিত্যাশয়ঃ ॥৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

পদাহতস্তস্ত মে শিরোহতিহতা স্বং ন মুচ্যসে অদষ্টঃ সন্ ইত্যর্থঃ ॥৩॥ সংহননেন দেহেন দৃঢ়কায়-  
হেনোপপন্নঃ ॥৪—৫॥ বন্দিং বন্দিনম্, বিভক্ত্যলোপে নকারলোপ আর্থঃ ॥৬—৭॥ পূর্ব্বং

যে লোক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াও হস্তদ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করে, তাহারই হস্ত নখের সহিত বিশীর্ণ হইয়া যায় ; কিন্তু সে পর্ব্বতের কোন ক্ষত দেখা যায় না ॥৪॥

মৈনাকপর্ব্বতের নিকটে যেমন অশ্রাশ্র পর্ব্বত এবং মহাবৃষের নিকটে যেমন বৎস সকল নিকৃষ্ট, তেমন জনকরাজার নিকটে অশ্রা সকল রাজাই নিকৃষ্ট ॥৫॥

রাজা । ইন্দ্র যেমন দেবতাদের মধ্যে প্রধান এবং গঙ্গা যেমন নদীসমূহের মধ্যে প্রধান, তেমন একমাত্র আপনিই রাজাদের মধ্যে প্রধান ; ‘অতএব আপনি বন্দিকে আমার নিকটে আনয়ন করুন’ ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—‘রাজা । জাতক্রোধ অষ্টাবক্র সভার মধ্যে এইরূপ’

বন্দ্যুবাচ ।

এক এবাঘ্নিবহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি ।

একো বীরো দেবরাজোহরিহন্তা যমঃ পিতৃণামীশ্বরশৈচক এব ॥৮॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

দ্বাবিজ্জায়ী চরতো বৈ সথায়ৌ ধৌ দেবর্ষী নারদপর্ব্বভৌ চ ।

দ্বাবশ্বিনৌ ধৌ রথস্থাপি চক্রে ভার্য্যাপতী ধৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইথাকৈকাদিসংখ্যাক্রমেণৈব বাদে 'মহতী' স্থবিধা আদিত্যাশয়েন পূর্ব্বপক্ষমাত্মন্যেনৈব বন্দ্যু-  
বাচ—এক ইতি । এক এবাঘ্নিঃ, বহুধা দক্ষিণায়াদিক্রমেণ, সমিধ্যতে যাজকৈরুদ্দীপ্যতে ;  
একঃ সূর্য্যঃ, ইদং সর্ব্বং জগৎ, বিভাতি বিভাপয়তি প্রকাশয়তীতি যাবৎ, একো বীরো  
দেবরাজঃ, অরীণাং বহুনাং শক্রণাং হন্তা, এক এব যমশ্চ বহুনাং পিতৃণাং লোকানাং, ঈশ্বরঃ  
অধিপতিঃ । একদ্বাবচ্ছিন্নাঃ কিয়ন্তঃ পদার্থা ময়া প্রদর্শিতাঃ, অমিদানীং দ্বিদ্বাবচ্ছিন্নান্  
প্রদর্শয়েতি ভাবঃ । এবমগ্ৰজাপি বোধ্যম্ ॥৮॥

দ্বাবিতি । ইজ্জায়ী ধৌ, সথায়ৌ মিলিতৌ সন্তৌ, দর্শয়াগাদৌ চরতঃ, “ইজ্জায়ী যত্র হুয়েতে  
মাসাদিঃ স প্রকীর্তিতঃ” ইত্যাদিস্মৃতেঃ । নারদপর্ব্বতাংবেতৌ ধৌ দেবর্ষী, সথায়ৌ সহচরৌ,  
দময়ন্তীশ্বয়ংবরকালাদৌ তথৈব দেবরাজান্তিকোপস্থিতৌ । ধৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ  
সথায়ৌ সহচরৌ, তথৈব স্ককৃতাদিনা দর্শনাৎ । রথস্থাপি ধৌ চক্রে, সথিনী সহচরে, সর্ব্বত্র  
তথা প্রত্যক্ষাৎ । তথা বিধাত্রা ভার্য্যাপতী ধৌ বিহিতৌ সথিত্বেন সহচরত্বেন সৃষ্টৌ,  
প্রায়েণ সর্ব্বত্রৈব তথা দর্শনাৎ ॥৯॥

ভাবতভাবদীপঃ

প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মাষ্টৈতমেব বাদকথামুখেন প্রপঞ্চয়ন্ বন্দিমুখেন বৌদ্ধপক্ষমুখাপয়তি—এক  
এবেতি । যথা একোহগ্নিঃ সূর্য্যো বা ইতরাপ্রকাশোহগ্নপ্রকাশকশ্চ এবং দেবানামিন্দ্রিয়াণাং  
রাজা প্রধানভূতো ধীধাতুরহমিদমাত্মাকারেণ প্রকাশমানো বীরোহরিহন্তেতি পরাভি-  
মততত্ত্বান্তরাভিভাবকো যমঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নিয়ন্তা পিতৃণাং বিশ্বোপহারদ্বারা পালয়িতৃণা-  
গর্জ্জন করিয়া বন্দিকে বলিলেন—“আমি কোন বাক্য বলিলে, তুমি তাহার উত্তর  
বল এবং তোমার বাক্যের উত্তর আমি বলি” ॥৭॥

বন্দি বলিলেন—“যাজ্ঞিকেরা এক অগ্নিকেই বহুভাবে প্রজ্জলিত করেন, এক  
সূর্য্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করিয়া থাকেন, একমাত্র বীর ইন্দ্র বহু শক্র বধ  
করেন এবং একমাত্র যম বহু পিতৃলোকের অধিপতি” ॥৮॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—“ইন্দ্র ও অগ্নি দুই জন মিলিত হইয়া বিচরণ করেন,  
নারদ ও পর্ব্বত দুই জন সহচর দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেরা দুই জন সর্ব্বদা সহচর  
থাকেন, রথের চক্র দুইটা নিরন্তর সহচর থাকে এবং বিধাতা—ভার্য্যা ও ভর্তা—  
এই দুই জনকে সহচর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন” ॥৯॥

## বন্দ্যুবাচ ।

ত্রিঃ সূয়তে কৰ্মণা বৈ প্রজেষং ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহস্তি ।

অধ্বৰ্য্যবস্ত্রিসবনানি তদ্বয়ে ত্রয়ো লোকাত্মীণি জ্যোতীংষি চাহঃ ॥১০॥

## ভারতকৌমুদী

ত্রিরিতি । কৰ্মণা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপেণ, ইয়ং প্রজা জনঃ, ত্রিবিধা সূয়তে স্বরনরতিৰ্য্যগ্-  
রূপা উপাচ্ছতে । তত্র ধৰ্ম্মেণ সুরঃ, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাভ্যাং নরঃ, অধৰ্ম্মেণ চ তিৰ্য্যক্ সৃজ্যত  
ইত্যর্থঃ । ত্রয় ঋগ্‌যজুঃসামরূপা বেদাঃ, যুক্তা মিলিতাঃ সন্তঃ, বাজপেয়ং যজ্ঞং কৰ্ম্মমাত্র-  
মিত্যর্থঃ, বহস্তি নিস্পাদয়স্তি । অধ্বৰ্য্যাব উপলক্ষ্যমিদম্ ঋগ্‌যজুঃ, ত্রিসবনানি উদিতাহুদিত-  
সায়ংহোমান্, তদ্বতে বিস্তারেণ কুৰ্ব্বস্তি । স্বৰ্গমৰ্ত্ত্যপাতালাত্মকাস্থয়ো লোকাঃ ।  
চন্দ্রসূৰ্য্যগ্নিরূপাণি ত্রীণি জ্যোতীংষি তেজাংসি চ গুনয় আহঃ ॥১০॥

## ভারতভাবদীপঃ

মিস্ত্রিগাণামীশ্বরো ভোক্তা কর্ত্তা চ প্রধানভূত এক এব নাগ্যং তৎ পুণ্যগতি । স্বপ্নে  
সৰ্বেষাং ক্রিয়াকারকাদীনাং বুদ্ধিমাত্রদ্বাপলস্তাদিত্যর্থঃ । “ধাৰ্দ্দেবেন্দ্রাগ্নিবৎসা তদিদমহমিতি  
ব্যক্তনানাস্বরূপা স্বং চাচাক্ষ স্বয়ং সা প্রথয়তি এবিবৎ সা রিপুং সা চ মৃত্যুঃ । সা শ্রোতাদেঃ  
প্রযোক্তী সকলমিদমিচ্চ স্বপ্রবন্ধময়ং শ্রাদিতোবং তর্কিকেন প্রথমমুপগতো বন্ধিনা  
বৌদ্ধপক্ষঃ ॥” ॥১॥ অথাবক্রো দ্বাহুপার্ণতি মন্ত্রে তযোঃ পিঙ্গলং স্বাবদ্বীতি সহমনস্ত্রোহভি-  
পণ্যতি জ্ঞ ইতি শৈক্সিরহস্তাখ্যাতেন প্রচাৰে । বুদ্ধিঃ তদ্ব্যবস্থাঃ সখাবাবিত্যুকে রিন্দ্রাদি-  
বস্তৌ সইহেব চরতঃ । ন হি দৃশ্যায়া বুদ্ধের্দ্রষ্টৃৎ সত্ত্বতি প্রকাশশ্চেব প্রকাশহমিতি পরিহবতি—  
দ্বাবিন্দ্রাগ্নী ইতি । স্বপ্নেহপি বাধিতাঙ্কব্যাদিবাধিতো বোদ্ধাহস্তোহন্তীতি ভাবঃ ।  
“স্বাতন্ত্র্যাদিদ্রু আত্মানলবদিহ পরাধানসিদ্ধিঃ চ বুদ্ধিদৃগ্‌দৃশ্যে তেহজ্ঞনং ইতি খলু বিবৃতে  
শৈক্সিনা হেতি মন্ত্রে । ভিন্নে দেববিদ্রুপ্রভৃতিবদপি তে সূৰ্য্যচিৎসাক্ষাতে অস্ত্রোত্তাপেক্ষয়া  
চ ব্যবহৃতিপথগে চক্রবদ্ দম্পতীবৎ ॥” ॥২॥ বন্দী বোধুঃ কৰ্ম্মাধীনহমিতি মীমাংসকমত-  
মাহ—ত্রিরিতি । পুণ্যেন দেবস্বাবরমাহুযকপং জন্মত্রয়ং স্কৃত্তে নৈব লভতে । পাপেন  
নারকস্বাবরতিৰ্য্যগ্‌রূপং স্বৰ্গান্নরকাদ্বা চ্যুতশ্রোযধিভাবপূৰ্ব্বকমেব রেতোদ্বারা নৃপশ্রুতিৰ্য্যগ্-  
যোনিসম্ভবস্ত্র শ্রোতপ্রসিদ্ধেঃ অতএব ত্রয়ো বেদা যুক্তান্তাৎপৰ্য্যেণ সন্নদ্ধা ইব বাজপেয়োপ-  
লক্ষিতমাশ্রমত্রয়োচিতং কুংসং কৰ্ম্মজাতং বহস্তি বেদশ্রাপি কৰ্ম্মমাত্রপরস্বমিত্যর্থঃ ।  
অধ্বৰ্য্যবো যজ্ঞশ্চ যোক্তারস্ত্রৈবর্ণিকাত্মীণ্যেব প্রাতঃসবনাদানি তদ্বতে তেন যথাকালং  
কৃতশ্চ কৰ্ম্মণঃ ফলং কালানুরোধোবাহুভবন্তীত্যর্থঃ । ত্রয়ো লোকাঃ স্বর্গো নরকো ভূচ্চতি

বন্দি বলিলেন—“ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্ম (দেবতা, মনুষ্য ও তিৰ্য্যক্ এই) ত্রিবিধ লোক সৃষ্টি করে, (সাম, ঋক্ ও যজু) এই তিনটি বেদ মিলিত  
হইয়া যজ্ঞাদিকার্য্য নির্বাহ করে, যাজকেরা তিন বেলা হোম করেন, (স্বর্গ,  
মৰ্ত্ত্য ও পাতাল) এই তিনটি ভুবন এবং মূনিরা বলেন (চন্দ্র, সূৰ্য্য ও অগ্নি)  
এই তিনটি তেজ” ॥১০॥

## অষ্টাবক্র উবাচ ।

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি ।

দিশশ্চতশ্চো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ চতুস্পদা গৌরপি শশ্বদুজ্জা ॥১১॥

## বন্দ্যুবাচ ।

পঞ্চাময়ঃ পঞ্চপদা চ পঙক্তির্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাহপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি ।

দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াহমরাশ্চ লোকে ধ্যাতে পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥১২॥

## ভারতকৌমুদী

চতুষ্টয়মিতি । ব্রাহ্মণানাং নিকেতমাশ্রমঃ । নপুংসকস্বমার্থম্ । চতুষ্টয়ং চতুরবয়বং ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষুরূপচতুর্বিধমিত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্ররূপাশ্চত্বারো বর্ণাঃ, ইমং যজ্ঞং জ্ঞানযজ্ঞম্, বহন্তি নিষ্পাদয়ন্তি । প্রাচ্যাবাচীপ্রতীচ্যাদীচীরূপাশ্চতশ্চো দিশঃ । বর্ণ-চতুষ্টয়ঞ্চ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররূপাশ্চত্বারো বর্ণাঃ । বর্ণচতুষ্টয়সাধ্যা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চতুর্বিধা ইতি পূর্ববাক্যার্থঃ, অত্র তু বর্ণাশ্চত্বার ইতি তাৎপর্যভেদাভেদেদঃ । গৌরপি শশ্বৎ সর্বদা চতুস্পদা উজ্জা ॥১১॥

## ভারতভাবদীপঃ

ভোগভূময়ঃ । ত্রীণোব বেদে জ্যোতিষ্যতাং জ্যোতীংষি স্বখমার্গপ্রকাশকানি জাগ্রদাদীনি । “তস্ত ত্রয় আবসথাস্বয়ঃ স্বপ্না” ইতি শ্রুতেঃ, নাপ্তি ততোহন্যং তদ্ব্যমিত্যর্থঃ । “দেবঃ স্বাগূর্বরঃ স্রাং স্বরুতরুদিতবো নাবকস্বাগুতিবাগ্জন্মা বৈবণিকঃ স্রাং শ্রুতিযুগধিকৃতে বাজপেয়াদি-যজ্ঞে । কালে কালে যজ্ঞে কলমপি চ তথা ভুজতে যজ্ঞভাজঃ সত্বাঐর্থাস্তি লোকান্ স্বববিনিরকান্ স্বপ্নজাগ্রৎস্বযুগাঃ ॥” ১০ ॥ অষ্টাবক্র এতদ্ব্যযতি—চতুষ্টয়মিতি । ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদাং নিকেতং জ্ঞানোপলব্ধিস্থানং চতুষ্টয়ং চতুঃসংখ্যারয়বোপেতম্ । আশ্রমত্রয়ো-দন্তোহস্তি মোক্ষাশ্রমে “যদহবেব বিবজ্জেৎ তদহরেব প্রব্রজে”দিত্তি শ্রুতিসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । যজ্ঞং জ্ঞানযজ্ঞং শূদ্রস্ত্রাপ্যন্ত্যত্রাধিকারোৎকর্ষকপদাদিত্যর্থঃ । দিশঃ দিশান্ত ইতি দিশ উপদিষ্টাঃ, সন্তি চতশ্চোহবস্থাঃ বিবাহুসূত্রান্বর্গামিতুর্গাসাক্ষাৎকাবকপাঃ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেভ্যঃ সর্ব-প্রাণিপ্রসিদ্ধেভ্যোহন্যা ইত্যর্থঃ । অতএব তাসাং বাচকং চতুষ্টয়মকাব-উকারমকাবাক্ষমাত্রা-কপম্পুনিবৎপ্রসিদ্ধম্ । ন চান্ধমাভ্রায়। অপ্রসিদ্ধং বাচ্যং যস্মাচ্চতুস্পদা পরা পশুস্তী মধ্যমা বৈথরীতি পাদচতুষ্টয়বতী গৌর্বাণী শশ্বৎ সदैবোজ্জা । “চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানী”তি মন্ত্রে ইতি শেখঃ । “জিজ্ঞাস্তং ব্রহ্ম সন্তিত্ব্রতিবিনয়তিভিজ্ঞানযজ্ঞেহধিকারি, চাতুর্কর্ণং চতুস্পাং তদুপদিশতি বাগুস্মৃবেশশুদ্ধম্ । চত্বারো বাচি বর্ণা অ-উ-ম-দলকলা বৈথরীমধ্যমাথ্যো পশুস্ত্যথাঃ পবাথাঃ স চতুরবয়বঃ প্রত্যয়োহস্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥” ১১ ॥ তুরীয়-

অষ্টাবক্র বলিলেন—“ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিটা ব্রাহ্মণের আশ্রম; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণই জ্ঞানযজ্ঞ করিতে পারেন; পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটা দিক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটা বর্ণ, গরুরও চারিখানি চরণ” ১১ ॥

## অষ্টাবক্র উবাচ ।

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে ষড়্ বৈ চেমে ঋতবঃ কালচক্রম্ ।

ষড়্ভিদ্ভিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাস্চ ষট্ সাত্ত্বস্কাঃ সৰ্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥১৩॥

## ভারতকৌমুদী

পঞ্চতি । অয়ম্ : পঞ্চ দক্ষিণায়ি-গার্হপত্যাহবনীয়-সভ্যাবসথ্যারূপাঃ । পঙক্তিনাম চন্দ্রশচ  
পঞ্চপদা পঞ্চাক্ষরপাদা । যজ্ঞাঃ পঠৈব অধ্যাপন-তর্পণ-হোম-বল্যাতিথিসেবারূপাঃ । অথ  
ইন্দ্রিয়ানি পঞ্চ কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বা-নাসিকারূপানি । বেদে চ পঞ্চচূড়া নামাঙ্গরা দৃষ্টা ।  
লোকে পুণ্যং পঞ্চনদং নাম নগরঞ্চ ত্যাতম্ ॥১২॥

ষড়্ভিতি । একে মনসঃ, আধানে অগ্ন্যাধানে কৰ্ম্মণি, ষড়্ গাঃ, দক্ষিণামাহুঃ । ইমে বসন্তা-  
দয়ঃ ষট্ ঋতবশ্চ কালচক্রং চক্রবদঘূর্ণমানং বৎসরাত্মকং কালং নির্বর্তয়ন্তীতি শেষঃ । ষট্  
ইন্দ্রিয়ানি কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বা-নাসিকাখ্যানি পঞ্চ মনশ্চৈকম্, “মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি” ইতি  
গীতোক্তেঃ । ষট্ কৃত্তিকাস্তারা গগনে দৃশ্যন্তে । সৰ্ববেদেষু ষট্ সাত্ত্বস্কা নাম একাহসাধ্যা  
যজ্ঞা দৃষ্টাঃ ॥১৩॥

## ভারতভাবদীপঃ

মপসপন্ বন্দ্যুবাচ—পঞ্চায়য়ো গার্হপত্যদক্ষিণায়াহবনায়সভ্যাবসথ্যাঃ । পঞ্চপদাহষ্টাক্ষরৈঃ  
পাদৈঃ পঙক্তিচ্ছন্দঃ । যজ্ঞাঃ পঞ্চ “অগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্যাস্তানি পশুঃ সোমঃ” ইতি  
শ্রুতাঃ । এতে ত্রয়ঃ পঞ্চকা যথা এবং পঠৈবেন্দ্রিয়ানি শব্দাদিপঞ্চকগ্রাহকানি ন ষষ্ঠো  
বিষয় ইন্দ্রিয়ং বাস্তীত্যর্থঃ । দৃষ্টা বেদে অঙ্গরা “আপঃ পুরুষবচসো ভলন্তী”তি শ্রুতেঃ ।  
শরীরাকারপরিণতেষু জলপ্রধানেষু ভূতেষু মরত্যমুগচ্ছতীত্যঙ্গরাশ্চিতিঃ পঞ্চচূড়া পঠৈব  
তত্ত্ববিষয়াকারতয়া প্রমাণবিপর্যায়বিকল্পনিব্রাম্মতিরূপবৃদ্ধিপঞ্চকসাকপোণ শিখাপঞ্চকবত্যেব  
দৃষ্টাবৃত্তিনিরোধস্ত সমাধেবপি নিব্রাম্যমেবাস্তব ইতি ভাবঃ । লোকেহপি পঞ্চানাং বিষয়-  
স্রোতসাং সমাহারঃ পঞ্চনদমুপেয়মেবমেব চিতিশক্তেরেব কড়ত্বভোক্তৃত্ব ইত্যন্তরাক্ষার্থঃ ।  
“অগ্নিচ্ছন্দঃ ক্রতুনামিথ খলু মনসঃ খানি পঠৈব ভাগা, ভ্রান্তিনিব্রা বিকল্পঃ স্মৃতিরমলমতি-  
বৃত্তয়ঃ পঞ্চ তস্মা । তাভিঃ শাখাবতীব স্বরিহ জলপরাণামকায়ামুকত্রী শুদ্ধা শুদ্ধপ্রবাহা  
ভবতি চিত্তিনদী তজ্জসৌখ্যাদিভোক্ত্রী ॥” ॥১২॥ কর্তৃত্বাদিধর্ম্মকমস্তি ষষ্ঠমিন্দ্রিয়ং মনঃ সুষ্পৃষ্টা-  
বিতরবস্তুল্লয়স্তাপ্যমুভূয়মানত্বাৎ কর্তৃত্বাদেত্তৎসহভাবনিতত্বদৃষ্টেচ্চ । চিত্তাভাবসাক্ষী তাদ্বা  
ততঃ পৃথক্কর্ত্তাদিরূপঃ সপ্তমোহস্তীত্যাহাষ্টাবক্রঃ—ষড়াধানে ইতি । ষট্ গা ইতি শেষঃ,  
দক্ষিণায়য়ো মনসশ্চক্ষুরাদিসাজাতো দৃষ্টান্তাঃ । সাত্ত্বস্কা যজ্ঞবিশেষাঃ । “গোনক্ষত্রর্ধ্বজ্ঞা

বন্দি বলিলেন—“দক্ষিণায়ি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য এই  
পাঁচটি অগ্নি ; পঙক্তিচ্ছন্দের পাদে পাঁচটি করিয়া অক্ষর থাকে ; অধ্যাপন,  
তর্পণ, হোম, বলি ও অতিথিসেবা—এই পাঁচটি যজ্ঞ ; কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও  
নাসিকা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বেদে পঞ্চচূড়া অঙ্গরার কথা দেখা যায় এবং  
জগতে পবিত্র পঞ্চনদনগর বিখ্যাত রহিয়াছে” ॥১২॥



## বন্দ্যুবাচ ।

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বহ্মাঃ সপ্ত চন্দ্রাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি ।

সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥১৪॥

## ভারতকৌমুদী

সপ্তেতি । সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ প্রাণিনঃ প্রাধাত্মাং, সপ্ত বহ্মাঃ পশবঃ । তে চ—“গৌর-  
বিরজোহম্বোহম্বতরো গর্দভো মনুষ্যশ্চেতি সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ । মহিষ-বানর-ঋক্ষ-সরীসৃপ-  
রুক্ষ-পৃষত-মৃগাশ্চেতি সপ্তারণ্যাঃ পশবঃ ।” ইতি তিথিতত্ত্বতপৈঠীনসিবিচনোক্তাঃ । এতচ্চ  
সংজ্ঞামাত্রম্, অত্রোষামপি সত্ত্বাং । সপ্ত চন্দ্রাংসি তদ্যদ্বিচিত্রা মন্ত্রা ইত্যর্থঃ, একং ক্রতুং  
যজ্ঞম্, বহন্তি নিষ্পাদয়ন্তি । সপ্ত চন্দ্রাংসি চ গায়ত্রী, উষিক্, অমৃতপ্, বৃহতী, পঙ্কতিঃ,  
ত্রিষ্টুপ্, জগতী, ইত্যেতন্মানি । সপ্ত ঋষয়ঃ । তে চ—“তত্র সপ্তর্ষয়ঃ সন্তি বিনিযুক্তাঃ  
প্রজাম্বজা । মরীচিবত্রিঃ পুলহঃ পুলহ্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ । বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ ! ব্রহ্মণো  
মানসাঃ সূতাঃ ॥” ইতি পদ্মপুবাণোক্তাঃ । সপ্ত সপ্তকল্পানি, অর্হণানি শারদীয়দুর্গা-  
পূজনানি । তে চ কল্পাঃ—রুক্ষনবম্যাদিঃ, শুক্লপ্রতিপদাদিঃ, ষষ্ঠ্যদিঃ, সপ্তম্যাদিঃ, অষ্টম্যাদিঃ,  
কেবলাষ্টমী, কেবলনবমী চ । এষাং প্রমাণানি অস্মৎপ্রণীতস্মৃতিচিন্তামণৌ তিথিতবাদৌ  
চ দ্রষ্টব্যানি । বীণা চ সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা ॥১৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

ইব সমবপুযঃ খট্ খডেৎ সচিব্রাঃ, শ্রোত্রাত্মা দুঃখশঙ্কাভুক্তবিন ইতোহন্তানুভূতিঃ স সাক্ষী ।  
ধাযোগাং সপ্তভিত্তৈত্তরমুভবকবণৈরত্র সপ্তর্ষিসংজ্ঞেহুঙ্ক্রে চন্দ্রোহভিধানানপরিমিতবপুশ্ছাদ-  
কানষ্টমোহস্থান ॥” ॥১৩॥ অথ তর্কমতেন বন্দৌ প্রত্যবতিষ্ঠতে সপ্ত গ্রাম্যাঃ মনঃষষ্ঠৈরিন্দ্রিয়ে-  
বৃদ্ধা চাত্মগুণভূতয়া সমর্পিতা মন্তব্যাবোদ্ধব্যশব্দাদয়ো বিষয়ান্তেষ্টেকৈকশ্মিন্নাসক্ত এতৈকৈঃ  
পুরুষপশুশ্চে চ গ্রাম্যা ঐহিকা বহ্মা আনুগ্নিকা বিষয়ান্তেষ্টাসক্ততয়া প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত পুরুষ-  
পশবঃ সপ্ত চন্দ্রাংসি চ্ছাদয়ন্তি স্বশরুপার্পণজাতস্বথলেশেন পরমাত্মানং গৃহয়ন্তীতি তান্  
সপ্ত বিষয়ান্ একং ক্রতুং কর্তারমাত্মানং বহন্তি প্রাপয়ন্তি, কে সপ্তর্ষয়ঃ ? “প্রাণা বা ঋষয়ঃ”  
ইতি শ্রুতেঃ সপ্তৈবোক্তাঃ । মন-বাদয়ন্তুপনীতানি সপ্ত চৈবাহ্ণাত্মর্হণীযানি স্থানি । যথা  
সপ্তভিত্ততন্ত্রীভির্বাণ্যমানা একা বীণা শব্দং নির্বর্তয়তি এবমেতৈঃ সপ্তভিরাত্মা স্বথমুভবতি ।  
অন্তগাহকরণদ্বাং স্থপৌ জড এব গ্রাস্তবাস্ততক্ষবৎ অবাদিতবীণাবচ্চ তিষ্ঠতি । ন তাব-  
তাস্ত কৰ্ত্ত্বাপগম ইত্যর্থঃ । “ভৌমেষ্বর্থেষু দিব্যেষুপি নরপণবঃ সপ্ত সপ্তৈব বন্ধাঃ, ভোক্তারং  
প্রাপয়ন্তি ক্রতুপদবিদিতং সপ্ত তান্ সপ্ত খানি । সপ্তৈবৈষাং স্থানি প্রতিবিষয়াভবা-  
ন্তেকবীণেব দেহী, ভোগং তন্মাত্রিয়াঢ্যো বরমিব কুরুতে যোহত্র কর্ত্তা স ভোক্তা ॥” ॥১৪॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—“একশ্রেণীর মুনিরা বলেন—অগ্নিগ্রহণকার্যে ছয়টি গরু  
দক্ষিণা দিবে, ছয়টি ঋতু বৎসর নির্বাহ করে, (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও মন—এই)  
ছয়টি ইন্দ্রিয়, ছয়টি কৃত্তিকানক্ষত্র এবং সকল বেদে ছয়টি ‘সাত্ত্বিক’-নামক যাগ  
দেখিতে পাওয়া যায়” ॥১৩॥

বন্দী বলিলেন—“(গরু, মেঘ, ছাগল, অথ, অশ্বতর, গর্দভ ও মনুষ্য—এই)

## অষ্টাবক্র উবাচ ।

অকৌ শাণাঃ শতমানং বহস্তি তথাহষ্টাপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী ।

অকৌ বসুন্ শুশ্রাম দেবতাস্থ যুপশ্চাষ্টাশ্চিবিহিতঃ সৰ্ব্বযজ্ঞে ॥১৫॥

## ভারতকৌমুদী

অষ্টাবিতি । অকৌ শাণাঃ শণসূত্রনির্মিতা গোণাঃ, শতমানং শতসেডিকাपरिमितं দ্রব্যং বহস্তি, প্রত্যেকং সার্কদ্বাদশসেডিকা বহনাদিত্যাশয়ঃ । তথা অকৌ পাদাশ্চরণা যস্য সং, শরভস্তদাখ্যো দারুণঃ পশুঃ, সিংহঘাতী । দেবতাস্থ মধ্যে অকৌ বসুন্ শুশ্রাম । সৰ্ব্বযজ্ঞে, অকৌ অশ্রয়ঃ কোণা যস্য তাদৃশো যুপো বিহিতস্ত ॥১৫॥

## ভারতভাবদীপঃ

উক্তানেন সপ্তকৰ্ণদ্বাদশধৰ্ম্মবতাহঙ্কারেন সার্কমকৌ বিবক্ষ্যষ্টাঅষ্টাবক্রঃ “অকৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা” ইতি শ্রুতেন্দ্রিয়বিধিব্যবপগ্রহীতিগ্রহব্যপং বন্ধনমপত্তস্য তদন্ত্যমাত্মানং পৃথক্ করোতি— অকৌ শাণা ইতি । শাণাঃ শণসূত্রেণ নিবৃত্তা গোণা আবপনবিশেষাস্তা ইব ইন্দ্রিয়প্রবেশ-যোগ্যা বিষয়া অকৌ তে শতমানমনন্তং প্রমাণং ধারয়ন্তি । সংক্ষেপেণাষ্টাবপানস্তা বিষয়া ইত্যর্থঃ । অকৌ পাদাঃ বিষয়দেশং প্রতি গতিসাধনানীন্দ্রিয়ানি যস্য সং, শরভঃ শং লভস্তে-শ্মাৎ । “এতশ্চৈবানন্দসাগ্যানি ভূতানি মাত্ৰামপজীবন্তী”তি শ্রুতেঃ, পরমানন্দরূপঃ পরমাত্মা সোহয়ং জ্ঞাতঃ সন সিংহঘাতী হিনস্তি হৃৎখং দদাতীতি সিংহোহর্হৈদ্রতম্ । “দিত্রিয়ার্দৈ ভয়ং ভবতী”তি শ্রুতেঃ, তস্য দৈতস্য ঘাতকঃ । স্মৃশ্বো জড়হে স্তম্ভমহম্ভাস্পমিতি ব্যুথিতস্ত স্বরূপস্বথপরামর্শাত্মপদভিঃ । ন চ দুঃখাভাবশ্চৈবৈব পবামর্শঃ তৎপ্রকাশকস্য সাক্ষিণঃ সত্তে তস্য তদানীং জড়দ্ব্যোকাযোগাৎ । অতএবাকৌ বসুন্ বাসনাঃ দেবতাস্থেব তন্ত-দিত্রিয়াধিষ্ঠাত্রীষু লিঙ্গাত্মনীতি যাবৎ, শুশ্রাম বেদে ন হ্যাত্মনীত্যর্থঃ । যুপশ্চ যোপয়তি নোইদ্রীতীতি যুপো নৃপশৌৰ্বন্ধনস্থানমজ্ঞানং তদেবাষ্টাশ্চিরষ্টকোণমষ্টধারং সং সৰ্ব্বযজ্ঞেযু গ্রহাতিগ্রহসংজ্ঞকবিষয়েন্দ্রিয়সংযোগেষু বৰ্ত্তত ইতি শেষঃ । “শাণা গোণোহষ্ট তেহর্থাঃ শতমথ শরভঃ প্রত্যগানন্দ এতৈঃ, পূর্বোক্তৈঃ সাহমর্থৈব্রজতি স বিষয়ান্ থানি তাত্তজ্ঞ-য়োহস্ত । সিংহস্তো হিংস্রভেদদ্বিভিতি বসুপদং ভেদসংস্কারজাতং লিঙ্গস্বৈ দেবভৌমেষু সাটী গ্রাম্য পশু, (মহিষ, বানর, ভল্লুক, সৰ্প, কুক্ক, পৃষত ও মৃগ—এই) সাতটি বশ্য পশু, (গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অমৃষ্টপ., বৃহতী, পঙ্ক্, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—এই) সাতটি ছন্দ এক একটা যজ্ঞ নির্বাহ করে, (মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ—এই) সাত জন ঋষি, শারদীয় দুর্গাপূজায় সাতটি কল্প আছে এবং বোণা সপ্ততন্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ” ॥১৪॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—“আটটা গোণী (শণসূত্রনির্মিত থলি) এক শত সেড় দ্রব্য বহন করে, অষ্টপদ শরভ (পার্বত্য ভীষণ জন্তু) সিংহ বধ করে, দেবতাদের মধ্যে আট জন বসু আছেন বলিয়া শুনিতে পাই এবং সকল যজ্ঞেই অষ্টকোণবিশিষ্ট যুপ বিহিত আছে” ॥১৫॥

বন্দ্যুবাচ ।

নবৈবোক্তাঃ সামিধেয়ঃ পিতৃণাং তথা প্রাহ্নবযোগং বিসর্গম্ ।

নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিত্য নবৈব যোগো গণনামেতি শশ্বৎ ॥১৬॥

অক্টাবক্র উবাচ ।

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্ত লোকে সহস্রমাহর্দশ পূর্ণং শতানি ।

দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো দশৈরকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নবেতি । পিতৃণাং যজ্ঞে, সামিধেয়ঃ অগ্নিসমিদ্ধনমজ্ঞাঃ, “ঋক্ সামিধেনী ধায়া চ যা ত্রাদগ্নিসমিদ্ধনে” ইত্যমরঃ, নবৈব মূনিভিরুক্তাঃ । তথা পুরুষ-প্রকৃতি-মহদহকারাশ্চত্বারঃ তন্মাত্রাণি চ পঞ্চোতি নবানাং তত্ত্বানাং যোগো যস্মিন্ তৎ তাদৃশম্, বিসর্গং বিবিধাং সৃষ্টিং প্রাহ্মনয়ঃ । “পঙ্কজবহুব্রয়োৱপি সংযোগন্তুতঃ সর্গঃ” ইতি সাংখ্যকারিকোক্তেঃ পুরুষো-হপি সন্নিধিযোগাৎ সৃষ্টিঃ কারণম্ । বৃহতী নাম চন্দ্রঃ, প্রত্যেকপাদে নবাক্ষরা সম্প্রদিত্য । তথা একাদয়ো নবপর্যন্ত নবৈবাক্ষাঃ, তেষাং যোগঃ পূঃ পশ্চাদ্বা মেলনম্, শশ্বৎ পুনঃ, সর্বাং গণনাম্ এতি সর্বসংখ্যাত্তপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্নোতি ॥১৬॥

দিশ ইতি । লোকে পুরুষস্ত দশ দিশ উক্তাঃ । প্রাচী, অবাচী, প্রতীচী, উদীচী,

ভারতভাবদীপঃ

নসতি স নৃপশোৰ্বন্ধনে মোহযুগে ॥” ॥১৫॥ তত্র দ্বৈতব্যাতিহং শরভঙ্গানুপপন্নং সর্বেষাং যুগপৎ সংসারোচ্ছেদপন্থেৱিত্যাশঙ্কতে বন্দা—নবৈবেতি । যথা পিতৃণামিষ্ঠৌ একৈব “উশস্ত্ত্বানিধীমহী”তি ঋক্ ত্রিৱিভ্যস্তা প্রত্যেকং ত্রিসমিত্কা নব সামিধেয়োহগ্নিসমিদ্ধনাখা ঋচঃ সম্প্রদিত্যে তথা একা প্রকৃতিৱেব ত্রয়ো গুণাঃ স্বস্বৈতরপ্রধানগুণভাবেন প্রত্যেকং ত্রিবিধাঃ সন্তো নবৈব সংযুজ্যমানা অংশানাং বহুহাল্লভ্যতরতমোন বিবিধং সর্গং কুর্কন্তি । যথা নবাক্ষরৈশ্চতুৰ্ভিঃ পার্দ্দৈবৃহতীসংজ্ঞকং ছন্দো ভবতি যথা বা নবৈবাক্ষাঃ ক্রমভেদেন স্থিতা যথেষ্টং সংখ্যাবাচিনো ভবন্ত্যেবং গুণা নবৈবোক্তবিধয়া সন্তোহনেকধা ভাবং ভজন্তে তস্মাৎ প্রধাননিত্যতয়া অবশ্যাত্ত্যপগন্তব্যাহাদ্ধৈতৎ সত্যমেবেতি ভাবঃ । “ত্রিঃপাঠে-নানুপাঠং ত্রিসমিদ্ভিত্য যথা সামিধেন্যক্ নবত্বং প্রাপ্নোত্যেবং প্রধানং ত্রিগুণমহুগুণং ত্রিপ্রবেশান্নবত্বম্ । গত্বাহহন্তং নবাক্ষৌ গণিতমিব মহন্তুখ্যমেতৎ প্রসূতে তস্মাৎস্নৈতৎ

বন্দি বলিলেন—“পিতৃযজ্ঞে নয়টী অগ্নিসমিদ্ধনের মন্ত্র উক্ত আছে ; মূনিরা বলেন—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অলঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এই নয়টী পদার্থের যোগে নানাবিধ সৃষ্টি হয়, বৃহতীছন্দের প্রত্যেক পাদে নয়টী করিয়া অক্ষর উক্ত হইয়া থাকে এবং এক হইতে নয় পর্য্যন্ত নয়টী-মাত্র অঙ্ক, সেগুলির পরস্পর যোগে আবার সমস্ত সংখ্যাই হয়” ॥১৬॥

(১৭)....দশ মাসা দশার্হাঃ—বা ব ক।

## ভারতকৌমুদী

আয়েয়ী, নৈঋতী, বায়বী, ঐশানী, উৰ্দ্ধা, অধঃচেতি দশ দিশঃ। দশ শতানি পূৰ্ণমেকং সহস্রমাহ্মনয়ঃ। গৰ্ভবতাঃ স্ত্রিয়ঃ, দশ মাসান্ যাবদেব গৰ্ভান বিভ্রতি। দশ এরকা নিন্দকাঃ। আঙ্, পূৰ্ব্বাং “ঈর ক্ষেপে” ইতীরধাতোবুঁনি কপম্। তে যথা—“আময়ী দুৰ্গতঃ শোকী দণ্ডিতশ্চ শঠঃ খলঃ। নৃষ্টবৃত্তিমদী চেষ্ঠী কামী চ দশ নিন্দকাঃ।” ইতি নীতিশাস্ত্রম্। দশ দাশা দশাঃ শরীরসাবস্থা ইতি যাবৎ। দর্শৈব দাশ ইতি প্রজ্ঞাদিত্যাং স্বার্থে অণ্। তাশ্চ গৰ্ভবাসঃ, জন্ম, বাল্যম্, কোমারম্, পৌগণ্ডম্, কৈশোরম্, যৌবনম্, প্রৌঢ়ম্, বার্ককম্, মৃত্যুশ্চেতি। দশ অর্হাঃ পূজ্যা গুরব ইতি যাবৎ। তে চ “উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরশ্চৈব মাতামহপিতামহৌ। বন্ধুজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্ত্রেতে গুরবো মতাঃ।” ইতি কুৰ্মপুরাণম্ ॥১৭॥

## ভারতভাবদীপঃ

প্রধানাধিকমিত বৃহত্তীবাঙ্করৈভ্যা নবভাঃ ॥১৬॥ তদেতৎ“দিশো মায়াভিঃ পুরুকপ ঈয়তে যুক্তা হস্তা হরয়ঃ শতা দশ” ইতি শ্রুতানুসারাদবৈত্তানির্বচনায়মায়াসহায়ে ব্রহ্মণ্যেব ভানোপ-পত্তৌ ন সত্য প্রকৃতিরভ্যুপেয়েত্যাশয়বানষ্টাবক্রঃ পরিহরন্লাহ—দিশ ইতি। “তা বা এত দর্শৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূত”মিতি “তস্য বাচা সৃষ্টৌ পৃথিবী চায়াশ্চে”তি কোষীতকীয়েতরৈয়কয়োদর্শনাং দর্শৈব বাগাচ্ছাঃ প্রজ্ঞামাত্রা অগ্নাদীন্যং ভূতমাত্রাণ্যং সৃষ্টাঃ। দিশস্তি বিষয়স্বরূপমতিস্বজস্তি তা দিশো বাগাচ্ছা দর্শৈব পুরুষস্য দেহাথো পুরে বসতো জীবন্ত পূর্ণং পরং ব্রহ্মৈব দশ শতানি সহস্রঞ্চ বিভূতিভেদেন মায়ায়া বহুকপাং ভূতাহন্তীত্যাছবেদাঃ। এতেনায়াং বৈ হরয়ো যং বৈ দশ সহস্রাণি প্রযুক্তান্বদানীতি যুক্তা হস্তা হরয়ঃ শতা দশে-ত্যেবমন্ত্যাপাদস্ত্য শ্রোতী ব্যাখ্যা দর্শিতা। তথা চ রজ্জুরগবন্মায়া বৃক্ষস্য বাধিতাহপী-তরস্তাস্তীতি বক্তুং শক্যম্। পরমতে তু বিভোরলুপ্তদশঃ পুরুষস্য মূর্তৌ তদদর্শনোজ্জি-রহুপাঃ দৃষ্টান্তভাবাদিতি ভাবঃ, পরা, পূর্বেষাং সংখ্যা বৃণক্তি বিতর্ক্যরণো অপরেভিরেতি। অনাহুভূতীরবধূধানঃ পূর্ব্বীরিক্তঃ শরদন্তর্ভরীতি। “রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব তদন্ত্য রূপং প্রবিচক্ষণায়। ইচ্ছো মায়াভিঃ পুরুকপ ঈয়তে যুক্তা হস্তা হরয়ঃ শতা দশ ॥” ইতি দাশ তম্যাম্। অষ্টকাধ্যায়বর্গে “ঋচাবৈচ্ছ্যো আয়ায়েতে অনয়োৱর্থঃ দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাস্চা-

অষ্টাবক্র কহিলেন—“জগতে মানুষের পক্ষে দশটি দিক্ উক্ত হইয়াছে (যথা—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঐশান, উৰ্দ্ধ, ও অধ)। শত সংখ্যাকে দশ গুণ করিলে পূর্ণ এক সহস্র হয়। গৰ্ভবতী রমণীরা দশ মাস যাবৎ গৰ্ভ ধারণ করে। দশপ্রকার লোক পরের নিন্দা করে (যথা—রোগী, দরিদ্র, শোকাক্ত, রাজদণ্ডিত, শঠ, খল, নৃষ্টবৃত্তি, মন্ত, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও কামুক)। মানুষের দশটি অবস্থা (যথা—গৰ্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কোমার, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্কক ও মৃত্যু)। এবং দশ জন গুরু (পুরুষের মধ্যে এই দশ জন গুরু। যথা—অধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ, পিতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ মামাতভাই প্রভৃতি এবং পিতৃব্য) ॥১৭॥

## বন্দ্যুবাচ ।

একাদশৈকাদশিনঃ পশুনামেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যুগাঃ ।

একাদশ প্রাণভূতাং বিকারা একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥১৮॥

## ভারতকৌমুদী

একেতি । একাদশ ইন্দ্রিয়াণি । বাক্-পাণি-পাদ-পাশ্বপশ্বরূপাণি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, কর্ণ-অক্-চক্ষু-জিহ্বা-নাসিকারূপাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চেতি । গ্রাহ্যতাসম্বন্ধেন তানি একাদশ ইন্দ্রিয়াণি এবাং সম্বীতি একাদশিনঃ তেখামেকাদশানামিন্দ্রিয়াণাং বিষয়া অপি একাদশৈবেত্যর্থঃ । তে চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বচনাদানবিরহণবিসর্গানন্দাঃ পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ, মনসশ্চ সর্বম্ । অত্র সত্রয়াগার্দৌ একাদশৈব পশুনাং যুগা বন্ধনস্তভা ভবন্তি । প্রাণভূতাম্ একাদশ বিকারা একাদশানামিন্দ্রিয়াণামগ্ৰথা বস্তয়ো ভবন্তি । দিবি স্বর্গে, দেবেষু মধ্যে একাদশ রুদ্রাশ্চ উক্তাঃ ॥১৮॥

## ভারতভাবদীপঃ

স্বরাশ্চ তত্র বানীয়সা এব দেবা জ্যায়াংসো অস্তরা” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ পূর্বদেবাঃ স্বাভা-  
বিকাসরূপাপ্যুপা কামক্ৰোধাদয়শ্চেষাং সখ্যা সখ্যানি পবাবৃণক্তি দূরাদর্জয়তি । বিতর্জ-  
রাণঃ তত্নরেতি তর্জুরাণঃ স্তীর্ণবান্ । তরতের্নিভাদেশঃ কান্চ দ্বিহং বহুলং ছন্দসী-  
তু্যকারোহস্তাদেশে রপরঃ তৌত্রবৈরাগ্যাভ্যাসাদিমান্ অপবেভিঃ অপরৈর্দেবৈঃ শাস্ত্রীয়ৈঃ  
শমদমাদিভিরেতি প্রাপ্নোতি সখ্যোত্যম্বজ্ঞাতে কামাদীন্ জিত্বাহত্যাদরেণ শমাদিপরো  
ভবতীত্যর্থঃ । এবম্ভূতঃ অনাত্মভূতীরনমুভবান্ ভ্রান্তিজ্ঞানানি শুক্লিরজতজ্ঞানতুল্যানি  
দেহাত্মজ্ঞানাত্মবপ্ৰস্থানোহপমুদ্রাত্মনস্তত্ত্বপাধ্যাকারতাং নিষেধমিহ্নঃ পরমেশ্বরোহপ্যবিভুয়া  
জীবভাবমাপন্নঃ সন্ লঙ্কাত্মত্বো বিদ্বান্ পূর্বাঃ শরদঃ অনাদিকালপ্রবৃত্তকর্ম্মবাসনাস্তম্বরীত্যতি-  
শয়েন তরতি বীতবন্ধো ভবতীত্যর্থঃ । অত্র অনমুভূতিপদেন শুক্লো রজতঃ পশুন্ ব্রজতঃ  
বা শুক্লিং বা নানুভবতীতি লৌকিকপ্রযত্নেন দেহাত্মজ্ঞানজ্ঞানমুভূতিহং বদন্তী শ্রুতি-  
দেহাদেমিথ্যাং সূচয়তি । তদ্ব্যুৎপাদনায় মন্ত্রো রূপং রূপমিত্যাদিস্তত্র মায়য়েতি অনুভোনা-  
জ্ঞানেনেত্যর্থঃ । সত্যে তৎকার্যপদার্থদর্শনজ্ঞানমুভূতিভাযোগাদিতি । শেষং স্পষ্টার্থম্ ।  
অনামুভূতীরিত্যত্র আবয়াদীন্ প্রকৃত্য আত্মাক্ষরং ধুতং তেযামনস্তিত্যম্ মধ্যমিত্যেনো-  
নমু ইতি বর্ণয়ন্ত মধ্যং ধুতং দীর্ঘং ভবতীতি প্রাতিশাখ্যে দীর্ঘত্ববিধানাদনমুভূতীরিত্যর্থঃ ।  
পদপাঠশ্চৈবমেবেতি দিক্ । দশৈব মাসানিতি যথা জিহ্বা গর্ভেণাস্তরালিকঃ সম্বন্ধো  
বীজকুসুমলগ্নায়ৈনৈবমসঙ্গস্ত চিদাত্মনোহহঙ্কারেণেত্যর্থঃ । দশৈরকাঃ আসমস্তাদীরয়স্ত্যপ-  
দিশন্তি তত্ত্বমিত্যেকান্তত্বদর্শিন উপদেষ্টারঃ । দশ মাসাস্তত্ত্বস্ত ক্ষেপকাঃ । দশ অর্হাস্তত্ব-  
বিজ্ঞাধিকারিণঃ । এবমুক্তবিধং ব্রহ্মাষ্টৈতং বৃধানামমুভবসিদ্ধং মুচ্যানাং বিধেয়ং চিত্তশুদ্ধি-  
মতাং শ্রদ্ধেয়মিত্যর্থঃ । “স্বোথপ্রজ্ঞাদিশোহস্মিন্ দশ পুরি বসতঃ পুরবিজ্ঞাষ্টকাত্মা তাঃ  
পূর্ণং বন্ধনস্তাঃ শ্রগহিসমপুরাং ব্যাপনাং পূর্ণতাস্ত । পুংপুৰ্যোগ্যর্গতমাত্মোরিব পৃথগ-  
পৃথগক্টেন সত্যানুভূতে স্তঃ কেহপ্যাকৃতাঃ পদং তৎ কতিচন বিমুখাঃ কেহপি তৎপ্রাপ্তি-  
যোগ্যাঃ ।” ॥১৭॥ একাদশেতি । প্রাণভূতাং পশুনাং জীবপশুনাম্ একাদশিনঃ একাদশে-

## অষ্টাবক্র উবাচ ।

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহর্জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি ।

দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতো যজ্ঞ উক্তো দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥১৯॥

## ভারতকৌমুদী

সমিতি । মুনয়ঃ সংবৎসরম্, দ্বাদশ মাসা যত্র তং তাদৃশমাহঃ, “দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ কচ্ছিন্নয়োদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ” ইতি শ্রুতে: । জগত্যা জগতী নামচ্ছন্দসঃ, প্রত্যেকঃ পাদঃ, দ্বাদশৈবাক্ষরাণি দ্বাদশদ্বাদশাক্ষরবিশিষ্টঃ । প্রাকৃতো যাজ্ঞিকানাং স্বভাবসিদ্ধ উপসদাখ্যা যজ্ঞঃ, দ্বাদশাহো দ্বাদশাহসাদ্য উক্তঃ, “উপসদ্বিশ্চরিত্বা মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তি শেষঃ । তথা ধীরা ইহ আদিত্যান্ সূর্য্যান্ দ্বাদশ কথয়ন্তি ॥১৯॥

## ভারতভাবদীপঃ

জ্জিহ্বাণি প্রকাশকানি যেষু তে বিষয়াঃ শব্দাদয়স্তে একাদশৈব সংখ্যাতাঃ, ত এব সর্কেইপি প্রত্যেকং যুগা বন্ধকা রাগাদয়ঃ, নৈবাং কচ্ছিন্নপাবন্ধকোহস্তীতি বক্তুং পুনরেকাদশগ্রহণম্ । অতোইত্র অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা দোষো নাস্তীতি জ্ঞেয়ম্ । বিকারাঃ শব্দাদিগ্রহজা হর্ষবিবাদাঃ, ত এতে দিবি স্বর্গেইপি রুদ্রা রোদয়িতারো দেবানামপি সস্তি কিমুত মহুগাণাম্ । তথা চ সত্যাত্মনোইসদ্বৎ কথং শ্রুৎ প্রত্যক্ষেণ চুঃখাহুভবাদিত্যাক্ষেপঃ । “রুদ্রা একাদশোক্তাঃ স্বরপি স্বরপশূন্ রোদয়ন্তীজ্জিহ্বাণি তেষামেকাদশার্থা নৃপশুনিগড়নে যুপভূতা ভবন্তি । রাগ-দ্বৈধ্বজানি প্রতিবিষয়মমী তদ্যুজাং স্বাবিকারান্তবস্তুস্তেইপি চৈকাদশ যদিহ সিনোত্যেক এতৈককমেষাম্” ॥১৮॥ দৃষ্টান্তমুখেইনৈব দাষ্টাণ্টিকং নির্দেশন পুরিহরতাষ্টাবক্রঃ—যত্ৰপত্র সংবৎসরজগতো মাাসাক্ষরেভ্যোইনতিরিক্তে এবং সজ্জাতাদহঃ শুদ্ধশ্চেতনো মূঢ়ানামপ্রসিদ্ধ-স্তথাপি । “আনন্দাক্ষো বখ্ৰিমানি ভূতানি জায়ন্ত” ইতি শ্রুতেষ্বা অহর্গণানাং দ্বাদশাহ এবং সজ্জাতস্ত ক্লেশস্ত শুদ্ধং ব্রহ্মৈব প্রকৃতিঃ, এতদেব কূত ইত্যপেক্ষায়াং চিন্ত্তদ্বৈক্যগম্যোইয়-মর্থো ন শুকতর্কগম্য ইত্যাহ—দ্বাদশাদিত্যানিতি । ধীরা ধ্যানবস্তো যোগিনঃ । আদি-ত্যান্ আদদতে ইজ্জিহ্বাণি স্ববিস্ময়েভ্যো বাবর্জয়ন্তি তদ্বারা প্রত্যক্ তত্ত্বমধিগময়ন্তি তান্ দ্বাদশসংখ্যাকানাহঃ সনৎসজ্জাতাত্মা উদযোগাদৌ । “ধর্ম্যশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাংসর্ঘ্যং হ্রীস্তিতিক্কাইনসূয়া । যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতির্ধর্মো মহান্ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্ত ॥” ইতি ।

বন্দী বলিলেন—“এগারটি ইন্দ্রিয় (যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ; কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা—এই পাঁচটি জ্ঞানে-ন্দ্রিয় এবং মন) । এগারটি ইন্দ্রিয়বিষয় (যথা—বাক্য, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয় ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয় এবং সমস্তই মনের বিষয়) । সত্রযোগে এগারটি পশুবন্ধনস্তম্ভ নিশ্চিত হইয়া থাকে । প্রাণিগণের এগারটি ইন্দ্রিয়েয় এগার প্রকার-বিকার হইতে পারে (যথা—অস্পষ্ট বাক্য, অসম্যক্ গ্রহণ ইত্যাদি) । আর, স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এগার জন রুদ্র উক্ত হইয়াছেন” ॥১৮॥

বন্দ্যুবাচ ।

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ ।

লোমশ উবাচ ।

এতাবদুক্তা বিররাম বন্দী শ্লোকশ্লার্কং ব্যাজহার্যবক্রঃ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ত্রয়োদশাহানি সমার কেশী ত্রয়োদশাদীত্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ত্রয়োদশীতি । ত্রয়োদশী তিথিঃ প্রশস্তা উক্তা, “সর্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী” ইতি জ্যোতি-  
বর্ণনাদিনেতি শেষঃ । মহী পৃথিবী চ ত্রয়োদশদ্বীপবতী । তত্র জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলি-কুল-  
ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্করাখ্যাঃ সপ্ত মহাদ্বীপাঃ, লঙ্কা-যব-শ্রামাস্তমান-সিংহল-লগুনাখ্যাঃ ষড়্‌দ্বীপা ইতি  
মিলিত্বা ত্রয়োদশ দ্বীপাঃ । অত্র বিরামেণেত্যাহবিকাখ্যানে বন্দিনস্তাবদসামর্থ্যং সূচিতম্ ।  
অর্কঃ দ্বিতীয়ার্কম্ । অষ্টাবক্রঃ অষ্টাবক্রঃ । কেশী তদাখ্যা দানবঃ, ত্রয়োদশাহানি যাবৎ,  
সমার বিষ্ণুনা সহ যোদ্ধুঃ জগাম, “যুযুধে বিষ্ণুনা সার্কিং ত্রয়োদশ দিনান্তমসৌ” ইতি নার-  
সিংহপুরাণাৎ । ক্রৌঞ্চ পণ্ডিতাঃ, অতিচ্ছন্দাংসি অতিশব্দাঘ্নিতজগত্যাংশবোপস্থাপিতানি  
চ্ছন্দাংসি অতিজগতী অতিশর্করী অত্যষ্টাঃ অতিপুষ্কতি চত্বারি চ্ছন্দাংসীত্যর্থঃ, ত্রয়োদশ  
ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্টাঃ পাদ আদৌ যেষাং তানি । তথা চ অতিজগত্যাং ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাদঃ,  
অতিশর্কর্যাং পঞ্চদশাক্ষরঃ, অত্যষ্টাং সপ্তদশাক্ষরঃ, অতিপুষ্কত্যাং উনবিংশত্যাক্ষরঃ । এবাং বিশেষস্ত  
চ্ছন্দঃশাস্ত্রে দ্রষ্টব্যঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

“বন্ধপ্রত্যক্ষমেতৎ দৃঢ়মথ জগতী বর্ষবর্ষণমাসাং সজ্বাতাং প্রত্যগাখ্যানধিক ইতি বদপ্যন্তি  
লোকে তথাহপি । বাগারভো্য বিকারঃ প্রকৃতিরবিকৃতির্দ্বাদশাহাদিবৎকোহপ্যন্তোযাং  
সান আত্মা শমিত্তিরধিগতো বৈকুণ্ঠ নৈনমীয়ুঃ ।” ॥১৯॥ ব্রহ্মলোকং গতানামেব জ্ঞানং  
ভবতীতি কেবাঞ্চিচ্ছিন্নঃ কৃতযুগাদাবেব জ্ঞানং ভবতি ন কলাবিত্যপি কেচিৎ তান্

অষ্টাবক্র বলিলেন—“প্রত্যেক বৎসরে বারটী করিয়া মাস থাকে, জগতী-  
চ্ছন্দের প্রত্যেক চরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবার নিয়ম আছে, ‘উপসদ’-  
নামক যজ্ঞ বার দিনে সম্পন্ন করিতে হয় এবং পণ্ডিতেয়া বলেন—বারটী সূর্য  
আছে” ॥১৯॥

বন্দী বলিলেন—“ত্রয়োদশীতিথিকে প্রশস্ত বলা হইয়াছে এবং পৃথিবীতে  
ত্রয়োদশটী দ্বীপ আছে—”

লোমশ বলিলেন—“বন্দী এইটুকু বলিয়াই বিরত হইলেন ; পরে অষ্টাবক্রই  
এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ক বলিলেন” ।

অষ্টাবক্র কহিলেন—“কেশীদানব বিষ্ণুর সহিত ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ করিয়া-  
ছিল এবং অতিজগতীপ্রভৃতি চ্ছন্দের চরণে ত্রয়োদশপ্রভৃতি অক্ষর থাকে” ॥২০॥

লোমশ উবাচ । \*

ততো মহানুদতিষ্ঠমিনাদভূষীভূতং সূতপুত্রং নিশম্য ।

অধোমুখং ধ্যানপরং তদানীমষ্টাবক্রঞ্চাপ্যদৌর্যন্তমেব ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । -ততঃ, সূতো বন্দী চার্সো পুত্রো বরুণপুত্রশ্চেতি তং বরুণপুত্রং বন্দিন-  
মিত্যর্থঃ, “সূতঃ পারদবন্দিনোঃ” ইতি বিশ্বঃ, তুষীভূতম্ অধোমুখং ধ্যানপরং ত্রয়োদশসংখ্যা-  
বিশিষ্টপদার্থস্তরসংগ্রহে চিন্তাপরায়ণঞ্চ, অষ্টাবক্রঞ্চাপি, উদৌর্যন্তমেব চতুর্দশসংখ্যাবিশেষমপি  
উদৌর্যন্তমেব, নিশম্য দৃষ্ট্বা তদানীমেব মহান্ নিনাদঃ সভ্যানাং কোলাহল উদতিষ্ঠৎ ।  
উদৌর্যন্তমিতি যন্ নিশম্যোতি দর্শনার্থে হৃষ্যচার্চ্যঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

নিরাচটে—ত্রয়োদশীতি । • দেশকালাপেক্ষা চিন্তাশুদ্ধির্ন পুরুষযত্নসাধ্যোত্যাক্ষেপো বন্দিন-  
প্রাপ্তপূর্বাদিনে । “ন ত্রৈতাগ্ণী স ধর্ম্যং সকলুষসময়ে নাপি ভূতাদিষট্কে নো পাতালেষু  
সপ্তমপি তু কৃতযুগে সত্যলোকে চ সোহস্তু । তস্মাদ্ধা সর্কসিদ্ধা তিথিরিয়মপি ন  
স্বাপ্তয়েহতীব শস্তা নো বা লোকান্তপোস্তা ইতি মখতপসী প্রেষসে নাহ্মচর্চা ॥” উত্তরার্কে  
তু—“কেনী অগ্নির্বাযুঃ সূর্য্যশ্চ কেশিনঃ” ইতি বৈদিকপ্রসিদ্ধেরগ্নাদিষদসঙ্গ আত্মা । ত্রয়োদশ-  
সংখ্যানি দশেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিমনোহহঙ্কারাখ্যানি, অহংশব্দোহৈব কৃত্বাচ্যপি লক্ষণয়া বিষয়ে-  
ন্দ্রিয়সম্বন্ধরূপতোগাধ্যে যজ্ঞে বর্জ্যতে, অসঙ্গস্তাপ্যাত্মনো বুদ্ধাদিসঙ্গাৎ “ধ্যায়তীব লেলায়-  
তীবৈ”ত্যাदि শ্রুতেঃ সঙ্গিত্বমিব ভাতি অতো বুদ্ধাদয়ঃ শোধনীয়া এব ন তদাসীত । “ন তস্ত  
প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীযন্তে তদিদমপ্যোতাহি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মী”তি শ্রুত্যা-  
বষ্টান্তেনৈব দেশে কালে চ মুক্তিরস্মীতি ভাবঃ । যতোহতিচ্ছন্দাংসি ছাদকমজ্ঞানমতি-  
ক্রান্তানি ধর্মাদীনি ছাদশ । ত্রয়োদশাদীনি ত্রয়োদশানাং বুদ্ধাদীনামাদৌগদনশীলানি  
ধর্মাদিবলাহুৎপন্নং জ্ঞানে বুদ্ধাদয়ো নিবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ । তেষু বুদ্ধাদিষু নিবর্ত্তেষু ব্রহ্ম-  
দৈবতং কথয়িতুমাগতেহস্মীতি প্রাকপ্রতিজ্ঞাতং তদ্বিহ স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যুক্তমিতি  
ভাবঃ । “এতর্হ্যত্রৈব দেবা ইব মুনিমুগ্ধা যাস্তি সার্বীয়া”মিত্যাহু্যক্তেঃ “সোহিং মনোধীখ-  
দশকমুঘমগ্নিবাযুর্কতুল্যঃ । সঙ্গীবাসঞ্চাপি স্ত্রাং ত্রিশদগমদন্ত্যেব ধর্মাদয়ন্তে ধৈহতি-  
চ্ছন্দোহিভিধানাস্তিমিরমতিগতা এবমদৈবতসিদ্ধিঃ ॥” তদয়ং সংগ্রহঃ—“তদ্বন্দী সাক্ষি-  
সাক্ষ্যে শ্রুতিষু কৃতিপরোহিস্ত্যত্র কষ্টাপি সোহিস্তা পক্ষানাং যষ্টমেতং স্বমথ সমতিকৈকৈঃ  
করোত্যষ্টমোহিঃ । সোহিং সাক্ষী ততোহন্ত্রে গুণময়মবিলং চিন্ময়ান্তে সতুঃখা চিং স্ত্রাং  
হুঃখীভরা সা শমযুগিহ চিদৈবতভাগষ্টবক্রঃ ॥” গ্রহবিগুরভয়ানুসৃতোপক্রমানহুগুণ্যাৎ  
ক্লিষ্টহাৎ প্রয়োজনবদধাপ্যাবসায়িত্বাচ্চ টীকাস্তরোক্তা অথা নেহ প্রদর্শিতাঃ ॥২০॥ সূত-

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর বন্দীকে নীরব, অধোমুখ ও চিন্তাসক্ত দেখিয়া  
এবং অষ্টাবক্রকে তাহার পরেও বলিতে উদ্বৃত্ত দর্শন করিয়া তখনই সভাগণের মধ্যে  
মহাকোলাহল উখিত হইল ॥২১॥



তস্মিন্স্থথা সঙ্কুলে বর্তমানে স্ফীতে যজ্ঞে জনকস্রোত রাজ্ঞঃ ।

অষ্টাবক্রং পূজয়ন্তোহভ্যুপেয়ুর্বিপ্রাঃ সর্বৈ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রতীতাঃ ॥২২॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অনেনৈব ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসো বাদে জিত্বা সলিলে মজ্জিতাঃ প্রাক্ ।

তানেব ধর্মানয়মগ্ধ বন্দী প্রাপ্নোতু গৃহ্যাপ্সু নিমজ্জয়ৈনম্ ॥২৩॥

বন্দ্যুবাচ ।

অহং পুত্রো বরুণস্রোত রাজ্ঞস্তব্রাস্ত্র সত্রং দ্বাদশবার্ষিকং বৈ ।

সত্রেণ তে জনক ! তুল্যকালং তদর্থং তে প্রহিতা মে দ্বিজাগ্র্যাঃ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

তস্মিন্স্থিতি । উতশব্দঃ পাদপূরণে, “উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ । সমুচ্চয়ে, বিতর্কে চ প্রপ্নে চ পাদপূরণে-” ইতি মেদিনী । জনকস্ত রাজ্ঞঃ, স্ফীতে প্রবৃদ্ধে তস্মিন্ যজ্ঞে, তথা সঙ্কুলে কোলাহলৈশ্চমূলে বর্তমানে সতি, প্রতীতাঃ সন্তুষ্টাঃ সর্বৈ বিপ্রাঃ পূজয়ন্তঃ সম্মানয়ন্তঃ প্রাঞ্জলয়ন্তঃ সন্তঃ, অষ্টাবক্রম্, অভ্যুপেয়ঃ উপগতাঃ ॥২২॥

অনেনেতি । প্রাক্ অনেন বন্দিনৈব, শুশ্রুবাংসঃ শ্রুতবন্তঃ শাস্ত্রজ্ঞা ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণাঃ, বাদে জিত্বা সলিলে মজ্জিতাঃ । অতঃ অয়ং বন্দী অগ্ধ তানেব ধর্মান্ নিগ্রহ-বন্ধন-মজ্জন-রূপান্ ব্যবহারান্ প্রাপ্নোতু । তেন চ এনং বন্দিনম্, গৃহ্য গৃহীত্বা, অপ্সু জলে মজ্জয় ইতি কথিং প্রত্যাহরোধঃ ॥২৩॥

অহমিতি । উত পাদপূরণে । অহং বরুণস্ত রাজ্ঞঃ পুত্রঃ, অতো মে জলমজ্জনভয়ং নাস্তীতি ভাবঃ । হে জনক ! তে তব সত্রেণ অনেন যজ্ঞেন তুল্যকালং দ্বাদশবার্ষিকম্ অশ্ব বরুণস্ত সত্রং যজ্ঞঃ তত্র পাতালে বর্ততে । তদর্থং তদর্শনার্থমেব, মে ময়া, তে দ্বিজাগ্র্যা

### ভারতভাবদীপঃ

পুত্রঃ শোভনঃ উতঃ পটন্তুৎপ্রকৃতিবিকৃত্য্যৈকস্তুস্তাভিরোতুভিঃ প্রোতবাদুতঃ ক্রতুরপি সূতঃ শোভনযজ্ঞো বরুণস্তস্ত পুত্রম্ । স ইন্তুৎ স বিজানাত্যোতুমিতি মন্ত্রবর্ণিতস্তাত্মাক্ত কস্ত ক্রতোরুতশব্দবাচ্যত্বম্ উদায্যন্তুদীয্যমাণং স্তুমানমিত্যর্থঃ ॥২১—২২॥ শুশ্রুবাংসঃ

জনকরাজার সেই আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ সেই কোলাহলে ব্যাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণেরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টাবক্রকে সম্মানিত করিবার জন্ত কৃতাজলিপুটে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন” ॥২২॥

তখন অষ্টাবক্র বলিলেন—“ব্রাহ্মণগণ । এই বন্দীবেটাই পূর্বের বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে বাদে জয় করিয়া তাঁহাদিগকে জলে ডুবাইয়া দিয়াছে ; অতএব আজ এই বন্দীবেটাও সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হউক ; সুতরাং আপনারা ইহাকে ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিন” ॥২৩॥

তে তু সৰ্বৈ বরুণশ্চোত যজ্ঞং দ্রষ্টুং গতা ইম আয়াস্তি ভূয়ঃ ।

অষ্টাবক্রং পূজয়ে পূজনীয়ং যশ্চ হেতোর্জনিতারং সমেয়ে ॥২৫॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

বিপ্রাঃ সমুদ্রাস্তাস মজ্জিতা যে বাচা জিতা মেধয়া বা বিদানাঃ ।

তাং মেধয়া বাচমথোজ্জহার যথা বাচমবচিস্তি সন্তঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ, গ্রহিতা বাদে বিজিতা ইতঃ প্রেরিতাঃ, তে চ স্বৈচ্ছয়া ন যাত্ত্ব্যীতি বাদবিজয়-  
রূপং পণং বিধায় তত্র বিজিতা চ তে জলে নিপাতিতা ইত্যাদ্যঃ ॥২৪॥

ত ইতি । তে তু সৰ্ব্ব এব বিজাগ্রাঃ, বরুণশ্চ তং যজ্ঞং দ্রষ্টুং গতাঃ, ইমে তে ভূয়ঃ  
পুনরায়াস্তি । অতো ন<sup>১</sup> মে ব্রহ্মহত্যাপাপমিতি ভাবঃ । উপকারিত্বাৎ পূজনীয়মষ্টাবক্রম্  
অহং পূজয়ে ; যশ্চ হেতোরহং জনিতারং জনয়িতারং বরুণং সমেয়ে প্রাপ্যামি ॥২৫॥

বিপ্রা ইতি । হে জনক ! ভবদীয়লোকৈকবিপ্রাঃ সমুদ্রাস্তাসি মজ্জিতাঃ ; যে বিদানা  
জ্ঞানিনো বিপ্রাঃ, বাচা, মেধয়া বা বুদ্ধ্যা চ বন্দিনা জিতাঃ । অথাহং মেধয়া স্ববুদ্ধ্যা, যথা তাং  
বন্দিনো বাচম্, উজ্জহার উদ্ধৃতবান্ বিজিতবানস্মি ; তথা মম বাচম্, সন্তঃ অমী সন্তাঃ  
পণ্ডিতাঃ, অবচিস্তি পরিচিস্তি জানন্তীত্যর্থঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পণ্ডিতাঃ ॥২৩ - ২৪॥ জনিতারং বরুণম্ ॥২৫॥ বিপ্রা ইতি । বাচা উচ্চৈঃ পার্শ্বেনৈব উত  
মেধয়া উহাপোহকৌশলেন বিপ্রা বিদানাঃ পণ্ডিতা অপি জিতা মজ্জিতাস্, তাং প্রসিদ্ধাং  
বাচং বেদময়ীং মেধয়া সহিতাং বন্দিনা কূতর্ক্যৰ্গবে মজ্জিতামহং যথা উজ্জহারোদ্ধৃতবানস্মি  
তথা সন্তঃ সদসম্বচনবিবেককুশলা অবচিস্তি, পরীক্ষয়ন্তি, লোড়র্থে লট পরীক্ষয়ন্তীত্যর্থঃ ॥২৬॥

বন্দী বলিলেন—“মহারাজ জনক ! আমি বরুণদেবের পুত্র ; ( স্মৃতরাং  
আমার জন্মজ্ঞানের ভয় নাই ) । এদিকে যখন আপনার যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া-  
ছিল, বরুণরাজ্য দ্বাদশবর্ষব্যাপক যজ্ঞ আরম্ভও তখনই সেখানে হইয়াছিল ;  
স্মৃতরাং সেই যজ্ঞ দর্শনের জন্তই আমি সেই প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ  
করিয়াছি ॥২৪॥

সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই বরুণদেবের যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্ত গিয়াছিলেন,  
এই আবার আসিতেছেন ; কিন্তু পূজনীয় অষ্টাবক্রকে আমি পূজা করি । কারণ,  
যাঁহার জন্ত আমি পিতাকে দেখিতে পাইব” ॥২৫॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“জনকরাজ ! বন্দী বাক্যের কৌশলে ও বুদ্ধির প্রভাবে  
যে সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে জয় করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে আপনার লোকেরা সমুদ্রের  
জলে নিমগ্ন করিয়াছে । তা’র পর আমি আবার বুদ্ধিবলে যেভাবে বন্দীর বাক্য  
জয় করিয়াছি, তাহা এই পণ্ডিতেরা জানেন ॥২৬॥

অগ্নির্দহন জাতবেদাঃ সতাং গৃহান্ বিসর্জয়ন্তেজসা মাশ্ম ধাক্ষীৎ ।

বালেষু পুত্রেষু রূপণং বদৎসু তথা বাচমবচিস্তি সন্তঃ ॥২৭॥

শ্লেষ্মাতকী ক্রীণবর্চাঃ শৃণোষি উতাহো ত্বাং স্তুতয়ো মাদয়ন্তি ।

হস্তীব ত্বং জনক ! বিতুগ্ধমানো ন মামিকাং বাচমিমাং শৃণোষি ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

অগ্নিরিতি । জাতং বৃত্তং সাধুত্বমসাধুত্বং বা বেতীতি জাতবেদা অগ্নিঃ, সতাং গৃহান্ বিসর্জয়ন্ত্ সাধুগৃহাদেব পরিত্যজন্ত্, বনং দহন্ত্, তেজসা মাশ্ম ধাক্ষীৎ সংপাদপমপি ন দহতু । অত্রায়মাশয়ঃ—তপঃপ্রভাবাদহং ধ্রুবমেবাগ্নিকল্পঃ, লোকানাং সাধুত্বমসাধুত্বঞ্চ জানামি । এবঞ্চ বাদবিজিতব্রাহ্মণগণববাদবিজিতমেনং বন্দিমমপি জলে নিমজ্জয়সি চেত্তদা ত্রায়পরায়ণতয়া সাধুভূতং ভবন্তু শাপেন ন দহামি, ইতরথা তু বন্দিং দহন্ত্ ভবন্তু মপি দহামীতি । অথ বালস্ত তে বচনং ন ময়া গ্রাহ্যমিত্যাহ—বালোষিতি । তথাসি সন্তঃ সর্ধবঃ, বালেষু পুত্রেষু চ, রূপণমন্ত্রং বদৎস্বপি, তেষাং বাচম্, অবচিস্তাস্তি গৃহস্তু, বালবাচঃ স্পৃহণীয়ত্বাং পুত্রবাচশ্চ স্নেহাকর্ষণাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

আক্ষিপতি—শ্লেষ্মেতি । হে জনক ! শ্লেষ্মাতকং বহবারফলমশ্রাস্তীতি শ্লেষ্মাতকী বহবারফলভোজী । বহবারাখ্যফলভোজনে হি শ্লেষ্মাতিরেকেণ লোকঃ স্তব্ধো ভবতীতি বৈতুগ্ধপ্রসিদ্ধিঃ । অতএব ক্রীণবর্চাঃ ক্রীণবুদ্ধিশক্তিঃ সন্ শৃণোষি ; অতএব চ কৰ্ত্তব্যম্ভোইন্দীতি ভাবঃ । উতাহো অথবা, বন্দিনাং স্তুতয়ন্তাং মাদয়ন্তি । অতএব ত্বম্, তুগ্ধমানো মল্লিন্দয়া ব্যাখ্যমানোহপি, হস্তীব, মামিকাং মদীয়াম্, ইমাং বাচং ন শৃণোষি । “শেলুঃ শ্লেষ্মাতকঃ শীত উদ্ধালো বহবাবকঃ” ইত্যমরঃ ॥২৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

নহ বন্দিনোদ্ধৃতাং বাচং ত্বমেব কৃতকীর্ণবে মজ্জিতবানসি তত্র কিং সন্তিঃ পরীক্ষণীয়-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নির্দহন্তি । অগ্নির্দহন্ত্ স্বভাবেন দাহকোহপি জাতবেদাঃ জাতানি সতামসতাক্ষ বৃত্তানি বেদ জানাতীতি জাতবেদাঃ সতাং সত্যাভিসন্ধীনাং গৃহান্, শরীরানি বিসর্জয়ন্ত্ বর্জয়ন্তেজসা যথা অধাক্ষীৎ অ অধাদনুতাভিসন্ধিগৃহান্, নশব উপমাথে । অপো ন নাবা দুরিতাস্তরেমেত্যাদিবৎ । যথা তপ্তপরন্তগ্রহণে বহিঃ সত্য্যভিসন্ধিং ন দহতি সত্য্যপক্ষপাতী ন তু জাতিবয়োবিছাদিপক্ষপাতী এবং সন্তোহপি বালাদিষু, অতো বালবচনমিতি মদ্বাকাং নাবমন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২৭॥ শ্লেষ্মাতকীশক্তিভক্তরুবিশেষস্তত্ত পুত্রেষু ভোজনং তৎফলভক্ষণঞ্চ বুদ্ধিযং দোষকরঞ্চৈতি

সুতরাং অবস্থাভিজ্ঞ অগ্নি সজ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, বন দক্ষ করিতে থাকিয়া উৎকৃষ্ট বৃক্ষও যেন দক্ষ না করেন । তা'র পর রাজা ! বালক বা পুত্র অল্প কথ্য বলিলেও সজ্জনের তাহাদের সে কথ্য অবশ্যই গ্রহণ করেন ॥২৭॥

জনকরাজা ! আপনি কি চালিতাফল খাইয়া (শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ) বুদ্ধিশূন্য হইয়া শুনিতেছেন ? অথবা বন্দিগণের স্তুতিবাদ আপনাকে একেবারে মত্ত

জনক উবাচ ।

শৃণোমি বাচং তব দিব্যরূপামমানুশীং দিব্যরূপোহসি সাক্ষাৎ ।  
অজৈষীৰ্ব্বান্দিনং ত্বং বিবাদে নিশ্চয়ঃ এষ তব কামেহং বন্দী ॥২৯॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

নানেন জীবতা কশ্চিদর্থো মে বান্দিনা নৃপ ! ।  
পিতা যদ্যস্ত বরুণো মজ্জয়ৈনং জলাশয়ে ॥৩০॥

বন্দ্যুবাচ ।

অহং পুত্রো বরুণস্ত্র্যোত রাজ্ঞো ন মে ভয়ং বিগৃহেতে মজ্জিতস্ত ।  
ইমং মুহূৰ্ত্তং পিতরং দ্রক্ষ্যতেহয়মষ্টাবক্রশ্চিরনষ্টং কহোড়ম্ ॥৩১॥

লোমশ উবাচ ।

ততস্তে পূজিতা বিপ্রা বরুণেন মহাত্মনা ।  
উদতিষ্ঠংস্তথা সৰ্ব্বৈ জনকস্য সমীপতঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

শৃণোমীতি । হে বালক ! দিব্যরূপামত্যন্তমাম্, অমানুষীক তব বাচং শৃণোমি ; ত্বং সাক্ষাৎ দিব্যরূপঃ স্বর্গীয়তুল্যোহসি । কিঞ্চ ত্বং বিবাদে বান্দিনং যদজৈষীঃ, তদন্ত এষ বন্দী, তব কামে ইচ্ছায়াম্, নিশ্চয়ঃ দত্তঃ । যথেক্ষমস্মিমাচরেতি ভাবঃ ॥২৯॥

নেতি । অর্থঃ প্রয়োজনম্ । মজ্জয়, বাদবিজয়ফলপ্রাপ্তকর্তব্যাদ্বাদিত ভাবঃ ॥৩০॥

অহমিতি । অত্রাপি উত্তমকঃ পাদপূরণে । চিরনষ্টং দ্বাদশবর্ষং যাবদদর্শনং গতম্ ॥৩১॥

করিয়া ফেলিয়াছে । যেহেতু, আপনাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলেও আপনি হস্তীর শ্রায় আমার এই সকল কথা শুনিতেছেন না” ॥২৮॥

জনক বলিলেন—“বালক ! তোমার বাক্য অলৌকিক ও অতি উত্তম ; সুতরাং তাহা শুনিতেছি । আর, তুমিও সাক্ষাৎ দেবতার তুল্য । তা’র পর তুমি যখন বাদে বন্দীকে জয় করিয়াছ, তখন আমি আজ এই বন্দীকে তোমার ইচ্ছার অধীনই করিয়া দিলুম” ॥২৯॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“রাজা ! এই বন্দীকে জীবিত রাখিয়া ইহা দ্বারা আমার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না ; সুতরাং যদিও উহার পিতা বরুণ, তথাপি আপনি উহাকে জলে নিমগ্ন করুন” ॥৩০॥

বন্দী বলিলেন—“আমি বরুণদেবের পুত্র ; সুতরাং আমার অজমজ্জনের ভয় নাই । আর, এই মুহূর্ত্তেই অষ্টাবক্র—চিরবিনষ্ট আপন পিতা কহোড়কে দেখিতে পাইবেন” ॥৩১॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর কহোড়প্রভৃতি সেই সকল ব্রাহ্মণ, মহাত্মা

কহোড় উবাচ ।

ইত্যর্থমিচ্ছন্তি সূতান্ জনা জনক ! কৰ্ম্মণা ।

যদহং নাশকং কর্ত্তুং তৎ পুত্রঃ কৃতবান্ মম ॥৩৩॥

উতাবলস্ত বলবান্ উত বালস্ত পণ্ডিতঃ ।

উত বাহবিদুষো বিদ্বান্ পুত্রো জনক ! জায়তে ॥৩৪॥

বন্দ্যবাচ ।

শিতেন তে পরশুনা স্বয়মেবান্তকো নৃপ ! ।

শিরাংশুপহরহাজৌ রিপুণাং ভদ্রমস্ত তে ॥৩৫॥

মহদৌকথ্যং গীয়তে সাম চাত্র্যং সম্যক্ সোমঃ পীয়তে চাত্রে সত্রে ।

শুচীন্ ভাগান্ প্রতিজগৃহ্ষচ হৃষ্টাঃ সাক্ষাদ্বেবা জনকস্তোত রাজ্ঞঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তে কহোড়াদয়ঃ । এতেন সমুদ্রাসন্নদেশ এব জনকযজ্ঞ আসীদ্বিত্তি বোধ্যম্ ॥৩২॥

ইতীতি । ইত্যর্থম্ এতদর্থং স্বকর্ত্তব্যকরণার্থমিত্যর্থঃ । কৰ্ম্মণা পুত্রযাগাদিনা ॥৩৩॥

উত্তেতি । প্রথম উতশব্দঃ পাদপুরণে, দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ চ সমুচ্চয়ে । “উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ । সমুচ্চয়ে বিতর্কে চ প্রপ্নে চ পাদপুরণে” ইতি মেদিনী । বালস্ত মূৰ্খস্ত “বালঃ কচে শিশৌ মূৰ্খে” ইতি বিশ্বঃ । অবিদুষঃ অজ্ঞানিনঃ, বিদ্বান্ জ্ঞানী ॥৩৪॥

বরুণযজ্ঞসম্পাদনায় ব্রাহ্মণপ্রেরণে সাহায্যকরণাজ্ঞনকং প্রত্যাশিষঃ প্রযুক্ত্তে—শিতেনেতি । হে নৃপ ! আর্যো যুদ্ধে অন্তকো যমঃ স্বয়মেব, শিতেন স্বধারেণ পরশুনা, তে তব রিপুণাং শিরাংসি অপহরতু ; তে তব চ ভদ্রং মঙ্গলমস্ত ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রসিদ্ধম্ ॥২৮॥ অথ তব কামো নিশ্চয়ঃ, এব বন্দী দৃষ্টতামিতি শেষঃ ॥২৯—৩২॥ ইত্যর্থ-  
মেতদর্থম্ ॥৩৩—৩৪॥ শিতেন তীক্ষ্ণেন, তে তব রিপুণামিত্যদ্বয়ঃ, যমাদপি তব শত্রু-

বরুণকর্ত্ত্বক সন্মানিত হইয়া (সমুদ্র হইতে) জনকরাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন” ॥৩২॥

কহোড় বলিলেন—“মহারাজ জনক ! এইজন্তাই মানুষ পুত্রযাগপ্রভৃতি কৰ্ম্ম দ্বারা পুত্র কামনা করে । দেখুন—আমি যাহা করিতে সমর্থ হই নাই, আমার পুত্র তাহা করিল ! ॥৩৩॥

জনকরাজা ! দুর্ব্বল লোকেরও বলবান্ পুত্র, মূৰ্খ লোকেরও পণ্ডিত পুত্র এবং অজ্ঞানী লোকেরও জ্ঞানী পুত্র জন্মিয়া থাকে” ॥৩৪॥

বন্দী বলিলেন—“রাজা ! যুদ্ধের সময়ে যম নিজেই তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা আপনার শত্রুগণের মস্তক ছেদন করুন ; আপনার মঙ্গল হউক ॥৩৫॥

(৩৫)....শিরাংশুপাহরহাজৌ—বা ব কা নি ।

## লোমশ উবাচ ।

সমুখিতেষ্বথ সৰ্বেষু রাজন্ ! বিপ্ৰেষু তেষ্বধিকং স্প্ৰভেষু ।  
 অনুজ্ঞাতো জনকেনাথ রাজ্ঞা বিবেশ তোয়ং সাগরস্তোত বন্দী ॥৩৭॥  
 অষ্টাবক্রঃ পিতরং পূজয়িত্ব সম্পূজিতো ব্রাহ্মণৈস্তৈর্ঘথাবৎ ।  
 প্রত্যাজগামাশ্রমমাশু চাগ্র্যং জিত্বা সৌতিং সহিতো মাতুলেন ॥৩৮॥  
 ততোহষ্টাবক্রং মাতুরথাস্তিকে পিতা নদীং সমঙ্গাং শীত্ৰমিমাং বিশস্ব ।  
 প্রোবাচ চৈনং স তথা বিবেশ সন্মৈরঙ্গৈশ্চাপি বভূব সদ্যঃ ॥৩৯॥

## ভারতকৌমুদী

জনকযজ্ঞঃ স্তৌতি—মহদ্বিতি । উত পাদপূরণে । জনকস্ত রাজ্ঞঃ, অত্র সত্ত্রে যজ্ঞে, ঐকধ্যম্ উক্থাদিচ্ছন্দোবন্ধম্, মহং বিশালম্, অগ্র্যমুত্তমঞ্চ সাম গীয়তে ; সোমঃ সোমরসস্ত সম্যক পীয়তে । উভয়ত্রাপি ব্রাহ্মণৈরিতি শেষঃ । তথা দেবাস্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষা হৃষ্টাশ্চ সন্তঃ, শুচীন পবিত্রান্ ভাগান্ প্রতিজগৃহঃ ॥৩৬॥

সমিতি । হে রাজন্ ! যুধিষ্ঠির ! অথ তেবু কহোড়াদিষু সৰ্বেষু বরুণসম্মাননাদধিকং স্প্ৰভেষু বিপ্ৰেষু সমুখিতেষু সংস্ব, অথ জনকেন রাজ্ঞা অনুজ্ঞাতো বন্দী, সাগরস্ত তোয়ং বিবেশ । অত্রাপ্যুত্থানঃ পাদপূরণে ॥৩৭॥

অষ্টেতি । পূজয়িত্বা অভিবাণ্ড । অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্ । সৌতিং বন্দিম ॥৩৮॥

## ভারতভাবদীপঃ

সংহরণশক্তিরধিকেতি ভাবঃ ॥৩৫॥ ঐকধ্যমুক্থাখ্যাক্তবিশেষে গেয়ং সাক্ষাদিত্যপরোকং দেবতাসামিধ্যমুচ্যতে ॥৩৬—৩৭॥ সৌতিং স্তুতস্ত বরুণস্ত পুত্রম্ ॥৩৮॥ সমান্তকানি

—সভ্যগণ ! জনকরাজার এই যজ্ঞে উক্থাপ্রভৃতি ছন্দোবন্ধ, বিশাল ও মনোহর সামবেদ গীত হইতেছে এবং যথায়থভাবে সোমরস পীত হইতেছে ; আর দেবতার প্রত্যক্ষ ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন পবিত্র ভাগ সকল গ্রহণ করিয়াছেন” ॥৩৬॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা যুধিষ্ঠির ! সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই বরুণের নিকট সম্মান লাভ করায় অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন হইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে, জনকরাজার অনুমতিক্রমে বন্দী যাইয়া সমুদ্রের জলে প্রবেশ করিলেন ॥৩৭॥

এদিকে অষ্টাবক্রও বন্দীকে জয় করিয়া, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকর্তৃক যথানিয়মে সম্মানিত হইয়া, পিতা কহোড়কে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার ও মাতুল স্বৈত্বে কেতুর সহিত মিলিত হইয়া, (মাতামহ উদ্দালকের) শ্রেষ্ঠ আশ্রমে সত্বরই প্রত্যাগমন করিলেন ॥৩৮॥

(৩৮)...আশ্রমমেব চাগ্র্যম্—বা ব ক নি ।

বন-১৪২ (৮) ০

নদী সমঙ্গা চ বভূব পুণ্যা যন্তাং স্নাতো মুচ্যতে কিম্বিবাঙ্কি ।

ত্বমপ্যোনাং স্নানপানাবগাহৈঃ সন্মাতৃকঃ সহভার্যো বিশস্ব ॥৪০॥

অত্র কোন্তেয় ! সহিতো ভ্রাতৃভিস্বং স্নুথোষিতঃ সহ বিপ্রৈঃ প্রতীতঃ ।

পুণ্যানুষ্ঠানি শুচিকশ্মৈকভক্তির্ময়া সার্ব্ধং চরিতান্ত্রাজমীঢ় ! ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে দশাদিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ পিতা কহোড়ঃ, মাতুঃ স্নজাতায়া আস্ত্রকে, এনমষ্টাবক্রং প্রোবাচ ।  
কিং প্রোবাচেত্যাহ—নদীমিতি । হে অষ্টাবক্র ! ত্বমিমাং সমঙ্গাং সমঙ্গানাম্ণা এতদ্ব্যজ্ঞম-  
মাত্রপ্রসিদ্ধাং নদীং শীঘ্রং বিশস্ব প্রবিশ, বক্রাণামঙ্গানাং সম্যাকরণার্থমিত্যাশয়ঃ । তথা  
আদেশেন, সোহষ্টাবক্রোহপি বিবেশ, সখঃ সঠৈরঙ্গৈর্বিশিষ্টচাপি বভূব ॥৩৯॥

নদীতি । পুণ্যা সা চ নদী, সমঙ্গা এতন্ময়া জগতি বিখ্যাতা বভূব, সমানি অঙ্গানি যন্তাঃ  
সকাশাং সেতি যোগাদিতি ভাবঃ । সমঙ্গেনি শকদ্ধাদিত্যাদঙ্গশক্স অকারলোপঃ ।  
স্নানপানাবগাহৈহস্তত্ত্বদেহৈঃ, বিশস্ব প্রবিশ ॥৪০॥

অত্রোতি । প্রতীতঃ সন্তুষ্টঃ । শুচিষু পবিত্রেষু কক্ষস্ব স্নানাদিষু একা মুখ্যা ভক্তির্যন্ত সঃ ।  
অন্যানি পুণ্যানি কক্ষাণি, চরিতাসি করিষ্যসি, যে আজমীঢ় ! অজমীঢ়বংশোন্তব ! ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীচরিতাসিদ্ধাস্তবাসীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং

দশাদিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

করোতীতি সমঙ্গেনি যোগো দর্শিতঃ, শকদ্ধাদিত্যং পররূপম্ ॥৩৯—৪০॥ প্রতীতো  
বিশ্রকঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশাদিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১১০॥

তাহার পর কহোড় স্নজাতার নিকটে অষ্টাবক্রকে বলিলেন—“অষ্টাবক্র !  
তুমি সত্বর এই নদীতে প্রবেশ কর” । তখন অষ্টাবক্রও সেই নদীতে প্রবেশ করিলেন  
এবং সন্তাই সমান ( বক্রতাবিহীন ) অঙ্গ হইয়া উথিত হইলেন ॥৩৯॥

সেই পবিত্র নদীটাও ‘সমঙ্গা’-নামে প্রসিদ্ধ হইল ; যে নদীতে স্নান করিয়া  
মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হয় । যুধিষ্ঠির ! তুমিও ভার্য্যা এবং ভ্রাতৃগণের সহিত স্নান,  
পান ও অবগাহন করিবার উদ্দেশে এই নদীতে প্রবেশ কর ॥৪০॥

হে অজমীঢ়বংশোন্তব কুন্তীনন্দন ! তাহার পর তুমি ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ ও  
আমার সহিত মিলিত হইয়া স্নুথে বাস করিতে থাকিয়া, পবিত্র কার্ষ্যে একাগ্রচিত্ত  
হইয়া সন্তুষ্টভাবে এখানে অগ্ন্যাগ্ন পুণ্য কার্য্য করিবে” ॥৪১॥

\* ‘...চতুর্দ্বিংশাদিকশততমোঃধ্যায়ঃ’—বা ব কা, “...ষট্টিত্রিংশাদিকশততমোঃধ্যায়ঃ”—নি

## একাদশাধিকশততমোহ্ম্যায়ঃ ।

—ঃ\*ঃ—

লোমশ উবাচ ।

এষা মধুবিলা রাজন্ ! সমঙ্গা সম্প্রকাশতে ।  
এতৎ কৰ্দমিলং নাম ভরতশ্চাভিষেচনম্ ॥১॥  
অলক্ষ্ম্যা কিল সংযুক্তো বৃত্রং হত্বা শচীপতিঃ ।  
আপ্নু তঃ সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ সমঙ্গায়াং ব্যমুচ্যত ॥২॥  
এতদ্বিনশনং কুক্ষৌ মৈনাকশ্চ নরবৰ্ভ ! ।  
অদিত্যিহ পুত্রার্থং তদম্মমপচৎ পুরা ॥৩॥  
এনং পৰ্ব্বতরাজানমারুহ্য ভরতবৰ্ভাঃ ! ।  
অযশশ্চামসংশক্যামলক্ষ্মীং ব্যপনোৎশুথ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এষেতি । মধুভির্মধুতূল্যৈঃ সলিলৈঃ পূর্ণং বিলং খাতদেশো যন্তাঃ সা মধুবিলেতি  
সমঙ্গায়া এব নামান্তরম্ । ন চ “মধুবিলেতি অষ্টাবক্রাঙ্গসমীকরণাৎ পূৰ্ণং সমঙ্গায়া এব  
নাম” ইতি নীলকণ্ঠোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যম্, পূৰ্ব্বাধ্যায়ে অষ্টাবক্রাঙ্গসমীকরণাৎ পূৰ্ব্বমপি  
“নদীঃ সমঙ্গাং নীভ্রমিমাং বিশব্ধ” ইতি সমঙ্গানামশ্রুতেঃ । ভরতশ্চ রাজাঃ, অভিষিচ্যতে  
অম্মিগ্নিত্যভিষেচনং তীর্থং বৃট্ট ইতি যাবৎ ॥১॥

অলক্ষ্ম্যেতি । আপ্নুতঃ স্নাতঃ, সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ অলক্ষ্মীসংযোগজনকেভ্যঃ ॥২॥

এতদ্বিনশনং নাম তীর্থম্, কুক্ষৌ অভ্যন্তবে । তৎ পুত্রযোগনিমিত্তকম্ ॥৩॥

এনমিতি । অযশশ্চাম্ অযশস্করীম্, অসংশক্যাং নামাপ্যাহ্বল্লেক্যাম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এষেতি । মধুবিলেতি অষ্টাবক্রাঙ্গসমীকরণাৎ পূৰ্ণং সমঙ্গায়া এব নাম ॥১—২॥ অম্মং  
ব্রহ্মোদনম্ অদিত্যিঃ পুত্রকামা । “সাপোভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মোদমপচৎ ইতি শ্রুতেঃ ॥৩॥

লোমশ বলিলেন - “রাজা ! এই সমঙ্গানদী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার  
‘মধুবিলা’-নামও আছে ; আর এই ‘কৰ্দমিল-’ নামে ভরতরাজার তীর্থ ॥১॥

ইহু বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া অলক্ষ্মীসমাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর  
তিনি এই সমঙ্গানদীতে স্নান করিয়াই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ॥২॥

নরশ্রেষ্ঠ ! মৈনাকপৰ্ব্বতের নিকটে এই বিনশনতীর্থ ; পূৰ্ব্বকালে অদিতি-  
দেবী যেখানে পুত্রের জন্ত পুত্রযোগের অন্ন পাক করিয়াছিলেন ॥৩॥



এতে কনখলা রাজম্ভীণাং দয়িতা নগাঃ ।  
 এষা প্রকাশতে গঙ্গা যুধিষ্ঠির ! মহানদী ॥৫॥  
 সনৎকুমারো ভগবানত্র সিদ্ধিমগাৎ পুরা ।  
 আজমীঢ়াবগাহৈনাং সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥৬॥  
 অপাং হৃদঞ্চ পুণ্যাধ্যং ভৃগুভৃঙ্গঞ্চ পৰ্বতম্ ।  
 তুষ্টীগঙ্গে চ কোন্তেয় ! সামুজঃ সমুপস্পৃশ ॥৭॥  
 আশ্রমঃ স্থলশিরসো রমণীয়ঃ প্রকাশতে ।  
 অত্র মানঞ্চ কোন্তেয় ! ক্রোধকৈব বিসৰ্জয় ॥৮॥  
 এষ রৈভ্যশ্রমঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবেয় ! প্রকাশতে ।  
 ভারদ্বাজো যত্র কবির্যবক্রীতো ব্যনশ্চত ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

এত ইতি । কনখলা নাম, দয়িতাঃ প্রিয়াঃ, নগাঃ পৰ্বতাঃ ॥৫॥  
 সনদ্বিতী । হে আজমীঢ় ! আজমীঢ়াখানুপতিবংশোদ্ভব ! এনাং গঙ্গাম্ ॥৬॥  
 অপামিতি । পূৰ্ব্বার্কে গজেতি শেষঃ । তুষ্টীগঙ্গে তদাধ্য তীর্থে, সমুপস্পৃশ আহি ॥৭॥  
 আশ্রম ইতি । স্থলশিরসো নাম মূনেঃ । মানং রাজস্বাদিনিবন্ধনমভিমানম্ ॥৮॥  
 এষ ইতি । রৈভ্যশ্র মূনেরাশ্রমঃ, শ্রীমান্ সুন্দরঃ । যবক্রীতো নাম ॥৯॥

হে ভারতশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা এই পৰ্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাকে আরোহণ করিয়া  
 নিন্দাজনিকা ও অনুল্লেখনীয় অলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে ॥৪॥

রাজা ! ঋষিগণের প্রিয় এই সকল কনখল পৰ্বত এবং যুধিষ্ঠির ! এই  
 মহানদী গঙ্গা প্রকাশ পাইতেছেন ॥৫॥

এইখানেই পূৰ্ব্বকালে ভগবান্ সনৎকুমার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ;  
 অতএব যুধিষ্ঠির ! তুমিও এই গঙ্গায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত  
 হইবে ॥৬॥

কুন্তীনন্দন ! তুমি ভ্রাতাদের সহিত পুণ্যাধ্য জলহৃদ ও ভৃগুভৃঙ্গপৰ্বতে  
 যাইয়া তুষ্টীগঙ্গানামক তীর্থে স্নান কর ॥৭॥

ঐ মনোহর স্থলশিরা মূনির আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইতেছে । কুন্তীনন্দন !  
 তুমি এখানে অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর ॥৮॥

পাণ্ডুনন্দন ! এই মনোহর রৈভ্যমূনির আশ্রম প্রকাশ পাইতেছে ;  
 যেখানে ভারদ্বাজমূনির পুত্র কবি যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন ॥৯॥

(৭)...উক্ষীগঙ্গেতি কোন্তেয় । সামাত্যঃ সমুপস্পৃশ—বা ব,...তুষ্টীং গঙ্গাঞ্চ কোন্তেয় ।  
 সভ্রাতৃক উপস্পৃশ—পি, তুষ্টীং গঙ্গাঞ্চ কোন্তেয় । সামুজঃ—নি ।

## যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথংযুক্তোহভবদৃষির্ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

কিমর্থঞ্চ যবক্রীতঃ পুত্রোহনশ্চত বৈ যুনেঃ ॥১০॥

এতৎ সৰ্বং যথাবৃত্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

কস্মিভির্দেবকল্পানাং কীর্ত্যমানৈর্ভৃশং রমে ॥১১॥

## লোমশ উবাচ ।

ভরদ্বাজশ্চ রৈভ্যশ্চ সখ্যায়ৌ সংবভূবতুঃ ।

তাবুষতুরিহাত্যস্তং প্রীয়মাণাবনন্তরম্ ॥১২॥

রৈভ্যশ্চ তু সূতাবাস্তামৰ্জাবসু-পরাবসু ।

অসীদৃষবক্রীঃ পুত্রস্ত ভরদ্বাজশ্চ ভারত ! ॥১৩॥

রৈভ্যো বিদ্বান্ সহাপত্যস্তপস্বী চেতরোহভবৎ ।

তয়োশ্চাপ্যতুলা প্রীতির্বাল্যাৎ প্রভৃতি ভারত ! ॥১৪॥

## ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কথং কীদৃশং যুক্তং যোগো সঃ । যুনেভরদ্বাজশ্চ ॥১০॥

এতদ্বিতি । তত্ত্বতো যাথার্থেন । দেবকল্পানাং দেবসদৃশানাং জনানাম্ ॥১১॥

ভরতি । অনন্তরম্ অব্যবধানং যথা শ্রান্ত্বা, উষতুঃ বাসং চক্রতুঃ ॥১২॥

রৈভ্যশ্চেতি । আস্তাম্ অভূতাম্, অৰ্জাবসু-পরাবসু নাম । যবক্রীষবক্রীতঃ ॥১৩॥

রৈভ্য ইতি । সহাপত্যঃ সপুত্রঃ, বৈভ্যশ্চ পুত্রাবপি বিদ্বাংসাবভূতামিত্যর্থঃ ॥১৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি! প্রতাপশালী ভরদ্বাজমুনি কি প্রকার যোগী ছিলেন? কি জন্তাই বা তাঁহার পুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন? ॥১০॥

যথার্থভাবে এই সকল বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, দেবতার তুল্য ব্যক্তিগণের চরিত্র কীত্তন করিলে, তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করি” ॥১১॥

লোমশ বলিলেন—“ভরদ্বাজ ও রৈভ্য পরস্পর সখা ছিলেন এবং তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতি সহকারে পরস্পর নিকটেই বাস করিতেন ॥১২॥

ভরতনন্দন! রৈভ্যমুনির ‘অৰ্জাবসু’ ও ‘পরাবসু’-নামে দুইটি পুত্র ছিল এবং ভরদ্বাজমুনির ‘যবক্রীত’-নামে একটি পুত্র ছিল ॥১৩॥

রৈভ্যমুনি ও তাঁহার পুত্রদ্বয়—সকলেই বিদ্বান্ ছিলেন; আর ভরদ্বাজমুনি কেবল তপস্বী ছিলেন; বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের পরস্পর অতুলনীয় ভালবাসা ছিল ॥১৪॥

যবক্রীঃ পিতরং দৃষ্ট্৷। তপস্বিনমসংকৃতম্ ।

দৃষ্ট্৷। চ সংকৃতং বিপ্রৈ রৈভ্যং পুত্রৈঃ সহানব ! ॥১৫॥

পর্যতপ্যত তেজস্বী মন্যুনাভিপরিশ্রুতঃ ।

তপস্তপে ততো ঘোরং বেদজ্ঞানায় পাণ্ডব ! ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)।

স সমিক্ষে মহত্যর্থো শরীরমুপতাপয়ন্ ।

জনয়ামাস সন্তাপমিন্দ্রশ্চ স্তমহাতপাঃ ॥১৭॥

তত ইন্দ্রো যবক্রীতমুপগম্য যুধিষ্ঠির ! ।

অত্রবীৎ কশ্চ হেতোস্তুমাস্থিতস্তপ উত্তমম্ ॥১৮॥

যবক্রীত উবাচ ।

বিজ্ঞানামনধীতা বৈ বেদাঃ স্তরগণার্চিতা ! ।

প্রতিভাস্থিতি তপোহহমিদং পরমকং তপঃ ॥১৯॥

স্বাধ্যায়ার্থং সমারম্ভো যমায়ং পাকশাসন ! ।

তপসা জ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্বজ্ঞানানি কৌশিক ! ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

যবেতি । অসংকৃতম্ অর্গোরববিষয়ীকৃতম্, অবিদ্বৎ, সংকৃতঃ গৌরববিষয়ীকৃতম্, বিদ্বৎপ্রতিভাভাবঃ । মহানাং দৈন্তেন, অতিপরিশ্রুত আক্রান্তঃ ॥১৫—১৬॥

স ইতি । সমিক্ষে প্রজলিতে । সন্তাপমুদ্বগম্, স্বপদগ্রহণাশঙ্কয়েত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

তত ইতি । আহ্বিতঃ অবলম্বিতবানসি ॥১৮॥

বিজ্ঞানমিতি । বিজ্ঞানাং ব্রাহ্মণানাম্ । প্রতিভাস্থ আত্মজ্ঞাবিভবন্ত ॥১৯॥

নিষ্পাপ পাণ্ডুনন্দন ! ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তপস্বী ভরদ্বাজের কোন গৌরবই করেন না, অথচ পুত্রদের সহিতই বিদ্বান্ রৈভ্যের সর্বপ্রকার গৌরবই করেন ; ইহা দেখিয়া তেজস্বী যবক্রীত অত্যন্ত দৈন্ত-সম্বিত হইয়া দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন ; তাহার পর তিনি বেদ জানিবার জন্ম ভয়ঙ্কর তপস্বী করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৫—১৬॥

ক্রমে অতিমহাতপা যবক্রীত প্রজলিত বিশাল অগ্নিতে শরীর সম্ভ্রুত করিতে থাকিয়া ইন্দ্রের উদ্বগ জন্মাইয়া ফেলিলেন ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির ! তাহার পর ইন্দ্র যবক্রীতের নিকট আসিয়া বলিলেন—“ঋষিকুমার ! আপনি কি জন্ম এই দারুণ তপস্বী করিতেছেন ?” ॥১৮॥

যবক্রীত বলিলেন—“দেবরাজ ! অধ্যয়ন না করিলেও বেদ সকল স্বভাবতই ব্রাহ্মণগণের চিন্তে আবির্ভূত হউক ; ইহা কামনা করিয়াই আমি এই গুরুতর তপস্বী করিতেছি” ॥১৯॥

কালেন মহতা বেদাঃ শক্যা গুরুমুখাষিভো ! ।

প্রাপ্তুং তস্মাদিয়ং যত্নঃ পরমো মে সমাস্থিতঃ ॥২১॥

ইন্দ্র উবাচ ।

কুমার্গ এব বিপ্রার্ধে ! যেন ত্বং যাতুমিচ্ছসি ।

কিং বিঘাতেন তে বিপ্র ! গচ্ছাধৌহি গুরোমুখাৎ ॥২২॥

লোমশ উবাচ ।

এবমুক্ত্বা গতঃ শক্ৰো যবক্রীরপি ভারত ! ।

ভূয় এবাকরোদ্যত্নং তপস্মমিতবিক্রম ! ॥২৩॥

ঘোরেন তপসা রাজংস্তপ্যমানো মহত্তপঃ ।

সস্তাপয়ামাস ভূশং দেবেন্দ্রমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বৈতি । স্বাধ্যায়ার্থং সৰ্ববেদজ্ঞানলাভার্থম্ । সৰ্বজ্ঞানানি সৰ্বান্ বেদান্ ॥২০॥

কালেনেতি । গুরুমুখাং প্রাপ্তুং শক্যা ইতি সম্বন্ধঃ । মে ময়া ॥২১॥

কুমার্গ ইতি । কুমার্গঃ, সিদ্ধাসম্ভবাদিতি ভাবঃ । বিঘাতেন আত্মহত্যায়া ॥২২॥

এবমিতি । ভূয় এব পুনরপি ॥২৩॥

ঘোরেনেতি । ঘোরেন তপসা সস্তাপয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অযশস্তামযশস্করীম্, অসংশল্যামকৌৰ্ত্তনীয়াম্ ॥৪—১৩॥ ইত্যরো ভরদ্বাজস্তপস্বোব, ন তু শিষ্যানিসম্পন্নঃ ॥১৪—১৯॥ সৰ্বজ্ঞানানি সৰ্বশাস্ত্রাণি ॥২০—২১॥ বিঘাতেন আত্মনাশনেন

— পাকশাসন ! বেদের জন্তই আমার এই উত্তম ; আমি তপস্বী দ্বারা ই সমস্ত বেদ জানিতে ইচ্ছা করি ॥২০॥

দেবরাজ ! বেদ সকল দীর্ঘকালেই গুরুমুখ হইতে লাভ করিতে পারা যায় ; সেই জন্তই আমি এই গুরুতর যত্ন অবলম্বন করিয়াছি” ॥২১॥

ইন্দ্র বলিলেন—“ব্রহ্মর্ষি ! আপনি যে পথে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এটা কুপথ ; অতএব ত্রাস্ত্রণ ! আপনার আত্মহত্যা প্রয়োজন কি ? আপনি যান, যাইয়া গুরুমুখ হইতেই বেদ অধ্যয়ন করুন” ॥২২॥

লোমশ বলিলেন—“অমিতবিক্রম ! ভরতনন্দন ! ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন ; যবক্রীতও পুনরায় তপস্বীর প্রতিই যত্ন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

রাজা ! আমাদের শুন্য আছে যে, যবক্রীত গুরুতর তপস্বী করিতে থাকিয়া সেই ভরতর তপস্বী দ্বারা ইন্দ্রকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়া তুলিলেন ॥২৪॥

তং তথা তপ্যমানস্ত তপস্তীত্রং মহামুনিম্ ।  
 উপেত্য বলভিদ্দেবো বারয়ামাস বৈ পুনঃ ॥২৫॥  
 অশক্যোহর্থঃ সমারকো নৈতদ্বুদ্ধিকৃতং তব ।  
 প্রতিভাস্তস্তি বৈ বেদাস্তব চৈব পিতুশ্চ তে ॥২৬॥  
 যবক্রীত উবাচ ।

ন চেত্তদেবং ক্রিয়তে দেবরাজ ! মমেপ্সিতম্ ।  
 মহতা নিয়মেনাহং তপ্যে ঘোরতমং তপঃ ॥২৭॥  
 সমিদ্ধোহগ্নাবপাকৃত্যঙ্গমঙ্গং হোয়া'ম বা মঘবংস্তম্নিবোধ ।  
 যত্তেতদেবং ন করোষি কামং মমেপ্সিতং দেবরাজেহ সৰ্ব্বম্ ॥২৮॥  
 লোমশ উবাচ ।

নিশ্চয়ং তমভিজ্ঞায় মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ।  
 প্রতিবারণহেত্বর্থং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্ ॥২৯॥

#### ভারতকৌমুদী

তমিতি । মহামুনিং যবক্রীতম্ । বলভিদ্ভিঃ ॥২৫॥  
 অশক্য ইতি । অর্থো বিষয়ঃ । প্রতিভাস্তস্তীত্যত্র নঞ্, অহুবর্তনীয়ঃ ॥২৬॥  
 নেতি । তং বেদজ্ঞানম্, এবং তপসা । নিয়মেন প্রকারেণ ॥২৭॥  
 সমিদ্ধ ইতি । সমিদ্ধে প্রজ্জলিতে, অপাকৃত্য দ্বিষ্টা, অঙ্গমঙ্গং প্রত্যঙ্গম্ ॥২৮॥

মহর্ষি যবক্রীত সেইরূপ তীত্র তপস্তা করিতে লাগিলে, ইন্দ্র আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে বারণ করিলেন ( বলিলেন—) ॥২৫॥

“মহর্ষি ! আপনি অসাধ্য বিষয় আরম্ভ করিয়াছেন, এটা আপনার বুদ্ধির কার্য্য নহে : ইহাতে আপনার বা আপনার পিতার বেদজ্ঞান হইবে না” ॥২৬॥

যবক্রীত বলিলেন—“দেবরাজ ! আপনি যদি এই তপস্তা দ্বারা আমার অভীষ্ট বেদজ্ঞান সম্পাদন না করেন, তবে আমি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর নিয়মে অতি ভয়ঙ্কর তপস্তা করিব ॥২৭॥

দেবরাজ ! আপনি যদি এই তপস্তা দ্বারা আমার সমস্ত অভীষ্ট পর্যাণ্ড-  
 ক্রমে পূরণ না করেন, তবে মঘবন্ ! আপনি ইহা জানিয়া রাখুন যে, আমি নিজের অঙ্গ সকল ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নিতে হোম করিব” ॥২৮॥

তত ইক্ষোহকরোজ্জগং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ ।  
 অনেকশতবর্ষস্য দুর্বলস্য সযক্ষ্মণঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)  
 যবক্রীতস্য যত্তীর্থমুচিতং শৌচকৰ্ম্মণি ।  
 ভাগীরথ্যাং তত্র সেতুং বালুকাভিশ্চকার সঃ ॥৩১॥  
 যদাহস্য বদতো বাক্যং ন স চক্রে দ্বিজোত্তমঃ ।  
 বালুকাভিস্ততঃ শক্ৰো গঙ্গাং সমভিপূরয়ন্ ॥৩২॥  
 বালুকামুষ্টিমনিশং ভাগীরথ্যাং ব্যসজ্জয়ৎ ।  
 সেতুমভ্যারভচ্ছক্ৰো যবক্রীতং নিদর্শয়ন্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)  
 তং দদর্শ যবক্রীতো যত্নবন্তং নিবন্ধনে ।  
 প্রহসংশ্চাত্রেবৌদ্ধাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩৪॥  
 কিমিদং বর্ততে ব্রহ্মন্ ! কিঞ্চ তে হ চিকীর্ষিতম্ ।  
 অতীব হি মহান্ যত্নঃ ক্রিয়তেহয়ং নিবর্থকঃ ॥৩৫॥

## ভারতকৌমুদী

নিশ্চয়মিতি । প্রতিবারণহেতুর্ধং তপসো নিবারণার্থম্ । সযক্ষ্মণো যক্ষ্মরোগিণঃ ॥২৯—৩০॥  
 যবেতি । তীর্থং ষট্, উচিতমভ্যাস্তম্, শৌচকৰ্ম্মণি স্নানাদৌ চকার কৰ্ত্তুমারেতে ॥৩১॥  
 যদেতি । অস্ত ইত্ৰস্ত, বাক্যং নিষেধবচনম্ । নিদর্শয়ন্ দৃষ্টাস্তেহন ॥৩২—৩৩॥  
 তমিতি । তং ব্রাহ্মণম্ । নিবন্ধনে সেতুবন্ধনে ॥৩৪॥  
 কিমিতি । ইদং কার্যম্ । তে ত্বয়া । সেতুবন্ধনাত্মানাম্মিরর্থক ইত্যুক্তিঃ ॥৩৫॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর বুদ্ধিমান ইন্দ্র মহাত্মা যবক্রীতমুনির তপস্তার প্রতিই সেই নিশ্চয় জানিয়া, তাহা হইতে বারণ করিবার জন্ত বুদ্ধিদ্বারা একটী উপায় স্থির করিয়া, বহুশত বর্ষব্যয়ক, দুর্বল ও যক্ষ্মরোগগ্রস্ত এক তপস্বী ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন ॥২৯—৩০॥

তার পর যবক্রীতমুনির স্নানপ্রভৃতি কার্যে যে ঘাটটী অভ্যস্ত ছিল, গঙ্গার সেই ঘাটে যাইয়া সেই ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র বালুকাদ্বারা একটী সেতু নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩১॥

যবক্রীত যখন ইন্দ্রের নিষেধবাক্য রক্ষা করিলেন না, তখন ইন্দ্র বালুকা-দ্বারাই যেন গঙ্গা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়া অনবরত গঙ্গাজলে বালুকামুষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন; এইভাবে তিনি যবক্রীতকে দৃষ্টাস্ত দেখাইতে থাকিয়া সেতুবন্ধন আরম্ভ করিলেন ॥৩২—৩৩॥

তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ যবক্রীত সেই ব্রাহ্মণকে সেতুবন্ধনে যত্নবান্ দেখিলেন; তখন তিনি হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—॥৩৪॥

ইন্দ্র উবাচ ।

বন্ধিষ্যে সেতুনা গঙ্গাং স্তূথঃ পশ্বা ভবিষ্যতি ।  
ক্লিষ্টতে হি জনস্তাত ! চরমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৬॥  
যবক্রীত উবাচ ।

নায়াং শক্যস্তয়া বন্ধুং মহানোঘন্তপোধন ! ।  
অশক্যাদ্বিনিবর্তন্য শক্যমর্থং সমারভ ॥৩৭॥  
ইন্দ্র উবাচ ।

যথৈব ভবতা চেদং তপো বেদার্থমুত্তমং ।  
অশক্যং তদ্বদস্মাভিরয়ং ভারঃ সমাহিতঃ ॥৩৮॥  
যবক্রীত উবাচ ।

যথা তব নিরর্থোহয়মারম্ভস্ত্রিদশেশ্বর । ।  
তথা যদি মমাপীদং মন্যসে পাকশাসন ! ॥৩৯॥  
ক্রিয়তাং যদ্ববেচ্ছক্যং ত্বয়া স্বরগণেশ্বর । ।

বরাংশচ মে প্রযচ্ছাত্মানু যৈবিদ্বান্ ভবিতাস্ম্যহম্ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বন্ধিষ্য ইতি । অত্রাস্মিনেপদমিড়াগমশাযৌ । হি যস্মাং । চরমাণশ্চরন্ ॥৩৬॥  
নেতি । অয়ং সেতুঃ । ওঘো জলবেগঃ । অর্থং বিষয়ম্ ॥৩৭॥  
যথেন্তি । বেদার্থং বেদলাভার্থম্, উত্তমমারম্ভম্ । সমাহিতঃ স্বয়মেব ধৃতঃ ॥৩৮॥  
যথেন্তি । পূর্ব্বনিবারণেনেদানীং নিবারণেন চেষ্টাশ্রুমানাভ্রিদশেশ্বরেত্যাদিসম্বোধনম্ । অত্ৰান্  
বেদব্যতিরিক্তশাস্ত্রবিষয়কান্ ॥৩৯—৪০॥

“ব্রাহ্মণ ! এটা কি হইতেছে ? আপনি কি করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ? এটা  
যে নিরর্থক অতিগুরুতর চেষ্টা করিতেছেন ।” ॥৩৫॥

ইন্দ্র বলিলেন—“বৎস ! আমি সেতুদ্বারা গঙ্গা বন্ধন করিব ; তাহা হইলেই  
সুগম পথ হইবে । কারণ, মানুষ এই অবস্থায় বার বার যাতায়াত করিবার সময়ে  
বড় কষ্ট ভোগ করে” ॥৩৬॥

যবক্রীত বলিলেন—“তপোধন ! আপনি এ সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইবেন  
না ; কারণ, জলের বেগ বড়ই গুরুতর ; সূতরাং আপনি এই অসাধ্য কার্য্য হইতে  
নিবৃত্ত হউন ; যাহা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা করুন” ॥৩৭॥

ইন্দ্র বলিলেন—“আপনি যেমন বেদজ্ঞান লাভের নিমিত্ত এই অসাধ্য তপস্তা  
আরম্ভ করিয়াছেন, আমিও তেমনই এই ভার গ্রহণ করিয়াছি” ॥৩৮॥

যবক্রীত বলিলেন—“দেবরাজ ! আপনার এই উত্তম যেমন নিরর্থক,

লোমশ উবাচ ।

তস্মৈ প্রাদাহ্বরানিস্ত্র উক্তবান্ যান্ মহাতপাঃ ।

প্রতিভাস্তিস্তি তে বেদাঃ পিত্রা সহ যথোপ্সিতাঃ ॥৪১॥

যচ্চান্যৎ কাঙ্ক্ষসে কামং যবক্রৌর্গম্যতামিতি ।

স লন্ধকামঃ পিতরং সমেত্যাথেদমব্রবীৎ ॥৪২॥

যবক্রৌত উবাচ ।

প্রতিভাস্তিস্তি বৈ বেদা মম তাতস্ম চোভয়োঃ ।

অতি চান্যান্ ভবিষ্যাবো বরা লক্সান্তথা ময়া ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

দর্পস্তে ভবিতা তাত ! বরাল্লঙ্ক্ণা যথোপ্সিতান্ ।

দর্পদর্পপূর্ণঃ কুপণঃ ক্ষিপ্ৰমেব বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি । বেদলাভবরদানে শক্ত্বাদেব তদ্বরদানম্ । পিত্রা সহ তে তব ॥৪১॥

যদ্বিতি । কাম্যত ইতি কামমভ্যুৎ বস্তু, কাঙ্ক্ষসে, তদপি প্রাপ্যাতীতি শেষঃ ॥৪২॥

প্রতীতি । অগ্নান্ রৈভ্যাগান্, অতি বেদবিদ্যা অতিক্রান্তো ॥৪৩॥

দর্প ইতি । হে তাত । বৎস ! । স ত্বম্, কুপণঃ ক্ষুদ্রচেতাঃ ॥৪৪॥

আমার এই তপস্মাক্ষেপ যদি তেমনই নিরর্থক মনে করেন, তবে আপনি যাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা করুন—আপনি আমাকে অগ্নি বর দান করুন, যাহাতে আমি বিদ্বান্ হইতে পারি” ॥৩৯—৪০॥

লোমশ বলিলেন—“তখন মহাতপা যবক্রৌত যাহা প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে সেই বরই দান করিলেন (বলিলেন—) “যবক্রৌত ! আপনার ও আপনার পিতার হৃদয়ে অভীষ্ট বেদ আবির্ভূত হইবে ॥৪১॥

এবং আপনি অগ্নি যাহা কামনা করেন, তাহাও লাভ করিবেন ; এখন যান” । তাহার পর যবক্রৌত অভীষ্ট লাভ করিয়া পিতার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন” ॥৪২॥

যবক্রৌত বলিলেন—“পিতাঃ । আমার এবং আপনার দুই জনেরই হৃদয়ে বেদ আবির্ভূত হইবে এবং আমরা দুই জনেই সেই বেদবিদ্যায় অগ্নি সকলকে অতিক্রম করিতে পারিব ; এইরূপ বরই আমি লাভ করিয়াছি” ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—“বৎস ! অভীষ্ট বর লাভ করায় তোমার দর্প জন্মিবে এবং তুমি দর্পপূর্ণ হইলে ক্ষুদ্রহৃদয় হইয়া সমস্তই বিনষ্ট হইবে ॥৪৪॥



অত্রাপ্যদাহরন্তীমাং গাথাং দেবৈরুদাহৃতাম্ ।

মুনিরাসীৎ পুরা পুত্র ! বালধিনাম বীৰ্য্যবান্ ॥৪৫॥

স পুত্রশোকানুদ্বিগ্নস্তপস্তপে স্তদুৎকরম্ ।

ভবেন্মম স্ততোহমৰ্ত্য ইতি তং লব্ধবাংশচ সঃ ॥৪৬॥

তস্মা প্রসাদো দেবৈশ্চ কৃতো ন ত্বমৰৈঃ সমঃ ।

নামৰ্ত্যো বিঘতে মৰ্ত্যো নিমিত্তায়ুৰ্ভবিষ্যতি ॥৪৭॥

কলধিরুবাচ ।

যথেষ্টে পৰ্ব্বতাঃ শশ্বত্তিষ্ঠন্তি স্বরসত্তমাঃ ! ।

অক্ষয়ান্তম্মিমিত্তং মে স্ততস্তায়ুৰ্ভবিষ্যতি ॥৪৮॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

তস্মা পুত্রস্তদা জজ্ঞে মেধাবী ক্রোধনঃ সদা ।

স তচ্ছ ত্ৰাহকরোদ্পর্য্যবীংশৈশ্চবাবমমৃত ॥৪৯॥

### ভারতকৌমুদী

অত্রৈতি । উদাহরন্তি শিষ্টা ইতি শেষঃ, গাথামুপাখ্যানম্ ॥৪৫॥

স ইতি । পুত্রশোকাৎ পুত্রাভাবনিবন্ধনাদ্হঃখাৎ, উদ্বিগ্নঃ অস্থিরচিত্তঃ । অমৰ্ত্যঃ অমরঃ ॥৪৬॥

ভবেন্তি । প্রসাদঃ কৃতঃ পুত্রদানমাত্রাণ, ন তু অমৰৈঃ সমঃ কৃতঃ স পুত্রোহিপামরো ন কৃত ইত্যর্থঃ । যেন হি মৰ্ত্যো মরণধৰ্ম্মা নরঃ, অমৰ্ত্যঃ অমরণধৰ্ম্মা ন বিঘতে ন ভবতি । কিন্তু নিমিত্তং যৎকিঞ্চিচ্চিরমিব আয়ুৰ্ঘণ্ড স তাদৃশো ভবিষ্যতীতি চোক্তমিতি শেষঃ ॥৪৭॥

যথেন্তি । শশ্বৎ সদা । তন্মিমিত্তং তন্নির্দশনকম্ । এবাং পৰ্ব্বতানাং নাশে নাশঃ স্থিতৌ চ স্থিতিরिति ভাবঃ ॥৪৮॥

পুত্র ! এ বিষয়ে শিষ্ট লোকেরা দেবগণের উদাহৃত একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করেন । যথা—পূৰ্ব্বকালে ‘বালধি’-নামে এক প্রভাবশালী মুনি ছিলেন ॥৪৫॥

তাঁহার পুত্র না থাকায় তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়া ‘আমার একটি অমর পুত্র হউক’ এইরূপ কামনা করিয়া অতিদুঃখ তপস্তা করেন এবং যথাকালে পুত্রলাভও করেন ॥৪৬॥

দেবতারা তাঁহার উপরে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু সে পুত্রটিকে অমর করেন নাই । (তবে, তাঁহার বলিয়াছিলেন যে,) মৰ্ত্য অমৰ্ত্য হয় না, অর্থাৎ মানুষ অমর হয় না ; তবে কোন নিদর্শনের মত ইহার আয়ু হইবে” ॥৪৭॥

তখন বালধি বলিলেন—“দেবশ্রেষ্ঠগণ ! এই পৰ্ব্বতগুলি যেমন চিরকাল অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, আমার পুত্রের আয়ুও সেইরূপই অক্ষয় হউক” ॥৪৮॥

(৪৫)...ইমা গাথা দেবৈরুদাহৃতাস্তাঃ—বা ব ক নি

বিকূৰ্ব্বাণো মুনীনাঞ্চ ব্যচরং স মহৌমিমাম্ ।  
 আসনাদ মহাবীৰ্য্যং ধনুষাঙ্কং মনৌষিণম্ ॥৫০॥  
 তস্তাপচক্রে মেধাবী তং শশাপ স বীৰ্য্যবান্ ।  
 ভব ভস্মেতি চোক্তঃ স ন ভস্ম সমপত্তত ॥৫১॥  
 ধনুষাঙ্কস্ত তং দৃষ্ট্বা মেধাবিনমনাময়ম্ ।  
 নিমিত্তমস্ম মহিষৈর্ভেদয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ॥৫২॥  
 স নিমিত্তে বিনষ্টে তু মমার সহসা শিশুঃ ।  
 তং মৃতং পুত্রমাদায় বিললাপ ততঃ পিতা ॥৫৩॥

### ভারতকৌমুদী

তস্তেতি । মেধাবী নীম । তচ্চ পরস্তাং স্মৃতিভবিষ্যতি । তৎ আত্মনঃ পৰ্ব্বত-  
 তুল্যায়ুষ্টিম্ ॥৪৯॥

বীতি । বিকূৰ্ব্বাণঃ অপকারকরণেন মনসি বিকারণ জনয়ন্ । ধনুষাঙ্কং নাম ॥৫০॥

তস্তেতি । স ধনুষাঙ্কো মুনিঃ । ভস্ম ন সমপত্তত ভস্ম নাভবৎ, দেববরাৎ ॥৫১॥

নহুবেতি । অনাময়ং স্তম্ভম্ । নিমিত্তম্ আয়ুর্নিদর্শনীভূতং পৰ্ব্বতসমূহম্, ভেদয়ামাস  
 বভজ, বীৰ্য্যবান্ তপঃপ্রভাববান্ । অত্রায়মাশয়ঃ—যাবদিমে পৰ্ব্বতান্তিষ্ঠন্তি তাবদস্তায়ুস্তিষ্ঠ-  
 ত্বিতি পিতৃপ্রার্থনানুসারেণ দেববরাৎ পৰ্ব্বতস্থিত্যা তস্ত ন ভস্মভূম্ । তদ্বিভাব্য তং ভস্মীকৰ্ত্তুং  
 তপঃপ্রভাবাদ্ধনুষাঙ্কঃ পৰ্ব্বতানুব বভজোতি ॥৫২॥

তদেবাহ—স ইতি । নিমিত্তে আয়ুর্নিদর্শনীভূতে পৰ্ব্বতসমূহে । পিতা বালধি ॥৫৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—“তখন বালধিমুনির ‘মেধাবী’-নামে সৰ্ব্বদা কোপনস্বভাব  
 একটা পুত্র জন্মিল ; সেই পুত্র নিজের আয়ু পৰ্ব্বতের তুল্য শুনিয়া দর্প করিতে  
 লাগিল এবং মুনিগণের অবমাননা করিতে থাকিল ॥৪৯॥

এবং মেধাবী, মুনিগণের অপকার করিতে থাকিয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিতে  
 লাগিল ; একদা সে—অত্যন্ত তপঃপ্রভাবশালী ও অসাধারণ জ্ঞানী ধনুষাঙ্কমুনির  
 নিকট উপস্থিত হইল ॥৫০॥

এবং তাঁহারও অপকার করিল ; তখন প্রভাবশালী ধনুষাঙ্কমুনি তাহাকে  
 অভিসম্পাত করিলেন যে, ‘তুই ভস্ম হ’ ; কিন্তু মেধাবী ভস্ম হইল না ! ॥৫১॥

তখন প্রভাবশালী ধনুষাঙ্কমুনি মেধাবীকে স্তম্ভই দেখিয়া উহার আয়ুর নিদর্শন  
 পৰ্ব্বতগুলিকে মহিষদ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥৫২॥

তাহার আয়ুর নিদর্শন পৰ্ব্বতগুলি বিনষ্ট হইলে, সে মেধাবীও তৎক্ষণাৎ মরিয়া  
 গেল । তাহার পর তাহার পিতা বালধি আসিয়া সেই মৃত পুত্র মেধাবীকে কোলে  
 লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

লালপ্যমানং তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ পরমার্থবৎ ।  
 উচুর্বৈদবিদঃ সর্বৈ গাথাং যাং তাং নিবোধ মে ॥৫৪॥  
 ন দিষ্টমর্থমত্যেতুমীশো মর্ত্যঃ কথঞ্চন ।  
 মহিষৈর্ভেদয়ামাস ধনুষ্যাক্ষো মহীধরান্ ॥৫৫॥  
 এবং লব্ধ্বা বরান্ বালা দর্পপূর্ণাস্তপস্বিনঃ ।  
 ক্ষিপ্ৰমেব বিনশ্যন্তি যথা ন স্মাত্তথা ভবান্ ॥৫৬॥  
 এষ রৈভ্যো মহাবীৰ্য্যঃ পুত্রো চাস্ত তথাবিধৌ ।  
 তং যথা পুত্র ! নাভ্যেযি তথা কুর্য্যাস্ততদ্ভিতঃ ॥৫৭॥

### ভারতকৌমুদী

লালপ্যোতি । লালপ্যমানং ভূশং বিলপন্তম্, তং বালধিম্ । গাথুঃ বাক্যম্ ॥৫৪॥  
 নেতি । মর্ত্যো মরণধর্ম্মা জনঃ কথঞ্চনাপি, দিষ্টঃ দৈবনির্দিষ্টম্, অর্থং বিষয়ম্, অত্যেতু-  
 : তিক্রমিতুম্, ঈশঃ সমর্থো ন ভবতি । অত্রোদাহরণমাহ—মতিবৈরিতি । ধনুষ্যাক্ষো  
 মুনির্মহিষৈরেব মহীধরান্ ভেদয়ামাস বভজ্জ । তথা চ দিষ্টবশাদেব মহিষৈরশক্যমপি পর্বতভেদনঃ  
 ধনুষ্যাক্ষেন কৃতমিতি ভাবঃ ॥৫৫॥

এবমিতি । বালা অল্পবয়স্কঃ, দর্পপূর্ণাঃ সন্তঃ । ভবান্ যবক্রীতঃ ॥৫৬॥

এষ ইতি । রৈভ্যো মুনিঃ, মহাবীৰ্য্যঃ অতীবতপঃপ্রভাবশালী ॥৫৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

॥২২—২৫॥ ন প্রীতিভাস্তস্তীতি নকাবেবন্ত্যা যোজ্যম্ ॥২৬—৪৫॥ অমর্ত্য ইতি ক্ষেদঃ,  
 অমর ইত্যর্থঃ ॥৪৬—৫১॥ নিমিস্তং পর্বতান্, ভেদয়ামাস খণ্ডয়ামাস ॥৫২—৫৪॥ দিষ্টং  
 দৈববিহিতম্ ॥৫৫—৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১১১॥

তাহাকে অত্যন্ত বিলাপ করিতে দেখিয়া বেদজ্ঞ মুনিরা সকলেও অত্যন্ত  
 শোকার্তের আয় হইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট  
 শ্রবণ কর—॥৫৪॥

“মানুষ কোন প্রকারেই দৈবনির্দিষ্ট বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ।  
 দেখ—ধনুষ্যাক্ষমুনি মহিষদ্বারা পর্বতগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ।” ॥৫৫॥

যবক্রীত ! তপস্বিবালকেরা বর লাভ করিয়া এইরূপই দর্পপূর্ণ হইয়া  
 সঙ্করই বিনষ্ট হইয়া থাকে ; সুতরাং তুমিও যাহাতে সেইরূপ না হও  
 (তাহা করিও) ॥৫৬॥

এই শৈভ্যমুনি অত্যন্ত তপঃপ্রভাবশালী এবং ইহার পুত্র দুইজনও সেইরূপই ;  
 সুতরাং পুত্র ! তোমার যাহাতে ইহার নিকট না যাইতে হয়, সাবধান হইয়া  
 তাহা করিও ॥৫৭॥

স হি ক্রুদ্ধঃ সমর্থশ্চ পুত্র ! পীড়য়িতুং ক্রমা ।

রৈভ্যশ্চাপি তপস্বী চ কোপনশ্চ মহানৃষিঃ ॥৫৮॥

যবক্রীত উবাচ ।

এবং করিষ্যে মা তাপং তাত ! কার্ষীঃ কথঞ্চন ।

যথা হি মে ভবান্ মাগ্নস্তথা রৈভ্যঃ পিতা মম ॥৫৯॥

লোমশ উবাচ ।

উক্ত্বা স পিতরং শ্লঙ্কং যবক্রীরকুতোভয়ঃ ।

বিপ্রকুর্বন্মৃণীন্যানতুষ্যৎ পরয়া মুদা ॥৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে, শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানেন একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । ক্রুদ্ধ আগন্তুককারণেন, কোপনশ্চ স্বভাবত ইত্যপোনরক্ত্যম্ ॥৫৮॥

এবমিতি । তাপমুদ্বেগম্ । পিতা পিতৃসখ্যাত্মং পিতৃতুল্যঃ ॥৫৯॥

উক্তেতি । শ্লঙ্কং কোমলম্ । বিপ্রকুর্বন্ অপকারকরণেন বিকৃতান্ কুর্বন্ ॥৬০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

কারণ, মহর্ষি রৈভ্য তপস্বী, কোপনস্বভাব এবং আগন্তুক কারণেও অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন; সুতরাং পুত্র ! তিন ক্রোধবশতঃ অনিষ্ট করিতে  
পারেন” ॥৫৮॥

যবক্রীত বলিলেন—“পিতঃ ! আমি এইরূপই করিব, আপনি কোন প্রকার  
উদ্বেগ করিবেন না । আপনি যেমন আমার পিতা বলিয়া মাননীয়, রৈভ্যও তেমন  
আমার পিতার সখা বলিয়া মাননীয়” ॥৫৯॥

লোমশ বলিলেন—“যবক্রীত পিতাকে এইরূপ কোমল বাক্য বলিয়া,  
অকুতোভয়ে অগ্নাগ্ন ঋষিদের অপকার করিতে থাকিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল  
হইতে লাগিল” ॥৬০॥

—:~:—

## দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

চংক্রম্যমাণঃ স তদা যবক্রীরকুতোভয়ঃ ।  
জগাম মাধবে মাসি রৈভ্যাশ্রমপদং প্রতি ॥১॥  
স দদর্শাশ্রমে রম্যে পুষ্পিতদ্রুমভূষিতে ।  
বিচরন্তীং স্নুযাং তস্য কিমরীমিব ভারত ! ॥২॥  
যবক্রীস্তামুবাচেদমুপতিষ্ঠস্ব মামিতি ।  
নির্লজ্জো লজ্জয়া যুক্তাং কামেন হতচেতনঃ ॥৩॥  
স। তস্য শীলমাজ্জায় তস্মাচ্ছাপাচ্চ বিভ্যতী ।  
তেজস্বিতাঞ্চ রৈভ্যস্য তথৈতু্যক্তা জগাম হ ॥৪॥  
তত একান্তমানীয় লজ্জয়ামাস ভারত ! ।  
অজগাম তদা রৈভ্যঃ স্যমাশ্রমমরিন্দম ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

চংক্রম্যতি । চংক্রম্যমাণো ভূশং বিচরন্ । মাধবে উদ্দীপকে বৈশাখে ॥১॥  
স ইতি । স্নুযাং কনিষ্ঠপুত্রস্ত পরাবসোর্বধুম্, তস্য রৈভ্যস্ত ॥২॥  
যবক্রীরিতি । উপতিষ্ঠস্ব রমণেন সেবস্ব । হতচেতন আকুষ্ঠচিত্তঃ ॥৩॥  
সেতি । তেজস্বিতাঞ্চাজ্জায় । তথা চ স্বতেজসা রৈভ্য এবৈনং দময়িত্বাতীতি ভাবঃ ॥৪॥  
তত ইতি । লজ্জয়ামাস ‘মামুপতিষ্ঠস্ব’ ইতি পূর্ববদ্বাক্যেনৈব লজ্জিতাং চকার ॥৫॥

লোমশ বলিলেন—“তখন যবক্রীত অকুতোভয়ে নিরন্তর বিচরণ করিতে থাকিয়া  
একদা বৈশাখমাসে রৈভ্যাশ্রমে গমন করিল ॥১॥

ভরতনন্দন ! তখন যবক্রীত, পুষ্পিত রক্ষে পরিশোভিত মনোহর আশ্রমে  
রৈভ্যের কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে কিমরীর শ্রায় বিচরণ করিতে দেখিল ॥২॥

তখন যবক্রীত কামাকুষ্ঠচিত্ত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক সেই লজ্জিতা রমণীকে  
এই কথা বলিল—“তুমি আমাকে ভজনা কর” ॥৩॥

তখন সেই রমণী যবক্রীতের স্বভাব বুঝিয়া, রৈভ্যের তেজস্বিতার বিষয় স্মরণ  
করিয়া এবং যবক্রীতের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া  
অস্ত্রে চলিয়া গেল ॥৪॥

(৫) তত একান্তমরীয় লজ্জয়ামাস—বা ব কা, তত একান্তমানীয় লজ্জয়ামাস—পি ।

রুদ্রতীক্ষ্ণ স্মৃষাং দৃষ্ট। ভাৰ্য্যামার্তাং পরাবসোঃ ।  
 সান্ত্বয়ন্ লক্ষ্ময়া বাচা পর্যাপৃচ্ছদ্যুধিষ্ঠির ! ॥৬॥  
 সা তস্মৈ সৰ্ব্বমাচষ্ট যবক্রীভাষিতং শুভা ।  
 প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্রীতং প্রেক্ষাপূৰ্ব্বং তথাত্মনা ॥৭॥  
 শৃণ্বানস্তেব রৈভ্যস্ত যবক্রীতস্ত চেষ্টিতম্ ।  
 দহন্নিব তদা চেতঃ ক্রোধঃ সমভবন্মহান ॥৮॥  
 স তদা মন্যুনা বিষ্ণুস্তপস্বী কোপনো ভূশম্ ।  
 অবলুপ্য জটামেকাং জুহাবার্মৌ হুসংস্কৃতে ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

রুদ্রতীমিতি । ৩ লক্ষ্ময়া ঈকামলয়া, পর্যাপৃচ্ছং রোদনকারণমিতি শেষঃ ॥৬॥  
 সেতি । তস্মৈ রৈভ্যায় । প্রত্যুক্তং প্রত্যাখ্যাতম্, প্রেক্ষাপূৰ্ব্বং বুদ্ধিপূৰ্ব্বকম্ ॥৭॥  
 শৃণ্বানস্তেতি । চেষ্টিতং ব্যবহৃতম্ । ক্রোধঃ ক্রোধানলঃ ॥৮॥  
 স ইতি । মন্যুনা আগন্তুকক্রোধেনাপি । অবলুপ্য হস্তেনোৎপাট্য ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

চংক্রম্যমাণ ইতি । চংক্রম্যমাণো ভূশঃ পর্যটন, মাধবে বৈশাখে ॥১—২॥ হৃতচেতনো  
 বশীকৃতচিত্তঃ ॥৩—৪॥ একান্তমুগ্ধায় একান্তে কাৰ্য্যং রতং সমাপ্য মজ্জয়ামাস শোকসমুদ্রে ইতি  
 শেষঃ । সজ্জয়ামাসেতি পাঠে স্বশক্রমপকৰ্ত্ত্বং রৈভ্যং সমদ্বং চকার তদেবাহ — আজগামেত্য-  
 দিনা ॥৫—৬॥ প্রত্যুক্তং প্রত্যাখ্যাতম্, মহুপরি বলাৎকারঃ কৃতবানিত্যুক্তবতীত্যর্থঃ ॥৭—৮॥

অরিন্দম ভরতনন্দন ! তাহার পর যবক্রীত সেই রমণীকে একপ্রান্তে নিয়া  
 (আবারও সেই কথা বলিয়া) তাহাকে লজ্জিত করিল । তখন রৈভ্যমুনি  
 আপন আশ্রমে আগমন করিলেন ॥৫॥

যুধিষ্ঠির ! তখন রৈভ্যমুনি কনিষ্ঠপুত্র পরাবসুর ভাৰ্য্যাকে পীড়িত হইয়া  
 রোদন করিতে দেখিয়া, কোমল বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া রোদনের কারণ  
 জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

তখন পরাবসুর ভাৰ্য্যা রৈভ্যের নিকট যবক্রীতের সমস্ত উক্তিগুলি বলিল  
 এবং নিজেই যে বুদ্ধিপূৰ্ব্বক যবক্রীতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাও  
 জানাইল ॥৭॥

যবক্রীতের ব্যবহার শুনিবার সময়েই রৈভ্যমুনির চিত্ত দগ্ধ করিতে  
 থাকিয়াই যেন গুরুতর ক্রোধ জন্মিল ॥৮॥

রৈভ্যমুনি একে অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন, তাহাতে আবার আগন্তুক

(৮)...যবক্রীতঃচেষ্টিতম্—বা ব কা নি । (৯)...হুসংস্কৃতে:—বা ব কা ।

ততঃ সমভবন্নারী তস্তা রূপেণ সন্মিতা ।  
 অবলুপ্ত্যপরাধা জুহ্বামৌ জটাং পুনঃ ॥১০॥  
 ততঃ সমভবদ্রক্ষো ঘোরাক্ষং ভীমদর্শনম্ ।  
 অক্রতাং তৌ তদা রৈভ্যং কিং কার্য্যং করবাবহে ॥১১॥  
 তাবত্রগৌদৃষিঃ ক্রুদ্ধো যবক্রৌর্বধ্যতামিতি ।  
 জগ্মভুস্তৌ তথেষু্যক্তা যবক্রৌতজিঘাংসয়া ॥১২॥  
 ততস্তং সমুপস্থায় কৃত্য সৃষ্টা মহাঅনা ।  
 কমণ্ডলুং জহারাশ্চ মোহয়িত্ত্বেব ভারত ! ॥১৩॥  
 উচ্ছিষ্টস্তু যবক্রৌতমপকৃষ্টকমণ্ডলুম্ ।  
 তত উদ্রুতশূলঃ স রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ॥১৪॥

#### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ অগ্নিতঃ, তস্তা জটায়ী রূপেণ সন্মিতা কৃষ্ণবর্ণেত্যর্থঃ ॥১০॥  
 তত ইতি । বক্ষঃ কশন রাক্ষসঃ, ঘোরাক্ষং ভয়ঙ্করনেত্রম্ । তৌ নারীরাক্ষসৌ ॥১১॥  
 তাবতিতি । ঋষিঃ রৈভ্যঃ । যবক্রৌর্বধ্যতঃ । তথা তদেব করিষ্যাবঃ ॥১২॥  
 তত ইতি । তং যবক্রৌতম্, সমুপস্থায় উপগম্য, কৃত্য আভিচারিকী দেবতা সা নারী ।  
 কমণ্ডলুহরণম্ উচ্ছিষ্টমুখ্যম্ যবক্রৌতস্তাচমনবিদ্যাতার্থম্ ॥১৩॥  
 উচ্ছিষ্টমিতি । উচ্ছিষ্টম্ উচ্ছিষ্টমুখম্, অপকৃষ্টকমণ্ডলুম্, অতএব বাহতাচমনকম্ । অতএব  
 চ জলাশয়াদ্বেষণমিত্যবধেদম্ ॥১৪॥

ক্রোধেও আকুল হইয়া একটা জটা ছিঁড়িয়া সংস্কৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ  
 করিলেন ॥১০॥

তখন সেই জটার স্থায় কৃষ্ণবর্ণ একটা স্ত্রী সেই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইল ।  
 তাহার পর আবার তিনি আর একটা জটা ছিঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ  
 করিলেন ॥১১॥

তাহাতেও ভয়ঙ্কর নয়ন ও ভয়ঙ্কর দর্শন একটা রাক্ষস উৎপন্ন হইল ।  
 তখন তাহার রৈভ্যমুনিকে বলিল—“আমরা আপনার কি কার্য্য করিব ?” ॥১১॥  
 তখন ক্রুদ্ধ রৈভ্যমুনি তাহাদিগকে বলিলেন—“যবক্রৌতকে বধ কর” । ‘তাহাই  
 হইবে’ এই কথা বলিয়া তাহার যবক্রৌতকে বধ করিবার জন্ত চলিয়া গেল ॥১২॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর রৈভ্যমুনির সৃষ্ট সেই নারী যবক্রৌতের, নিকট  
 যাইয়া তাহাকে যেন মুগ্ধ করিয়া তাহার কমণ্ডলুটী হরণ করিল ॥১৩॥

যবক্রৌতের মুখ উচ্ছিষ্ট ছিল, কমণ্ডলুও হরণ করিয়াছিল ; এমন সময়ে  
 সেই রাক্ষস শূল উত্তোলন করিয়া যবক্রৌতের দিকে ধাবিত হইল ॥১৪॥

তমাদ্ৰবন্তং সংশ্ৰেক্য শূলহস্তং জিহ্বাংসয়া ।

যবক্রীঃ সহসোথ্যায় প্রাদ্ৰবদ্যেন বৈ সরঃ ॥১৫॥

জলহীনং সরো দৃষ্ট্বা যবক্রীস্তুরিতঃ পুনঃ ।

জগাম সরিতঃ সৰ্বাস্তাশ্চাপ্যাসন্ বিশোষিতাঃ ॥১৬॥

স কল্যমানো ঘোরেন শূলহস্তেন রক্ষসা ।

অগ্নিহোত্রে পিতুর্ভীতঃ সহসা প্রবিবেশ হ ॥১৭॥

স যৈ প্রবিশমানস্ত শূদ্রেণাক্ষেন রক্ষিণা ।

নিগৃহীতো বলাদ্ধারি সোহবাতিষ্ঠত পার্ধিব ! ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

ভূমিতি । উত্থাণ ভোজ্ঞনপীঠাৎ । যেন দিগ্ভাগেন সর আসীৎ, তেন দিগ্ভাগেন প্রাদ্ৰবং আচমনায়াগবৎ । অত্রায়মাশয়ঃ—তদানীং সমাপ্তভোজ্ঞনো যবক্রীতস্তৎপীঠস্থিত এব তাদৃশং বাক্সসমাগচ্ছন্মবলোকা উচ্ছিষ্টমুখত্বেনাপবিত্রতয়া শাপদানানর্হত্বেন বাক্সসনিবারণা-  
শক্তত্বাৎ কমণ্ডলোশ্চাদর্শনাদাচমনায়ৈব সরোবরাদৌ প্রকৃতঃ । তথা চ “উচ্ছিষ্টেন তু বিপ্রেন  
বিপ্রঃ স্পৃষ্টস্ত তাদৃশঃ । উভৌ জ্ঞানং প্রকুরুতঃ সত্ত্ব এব সমাহিতৌ ॥” “স্পৃষ্টা কুত্বা চ ভুক্তা চ  
নিষ্ঠীব্যাক্তাহনৃতঃ বচঃ । পীত্বাপোহিধোয়ামাণশ্চ আচামেৎ প্রয়তোহাপ সন্ ॥” ইতি প্রায়শ্চিত্ত-  
তত্ত্বদ্ব্যুত্থিতভ্যামুচ্ছিষ্টমুখত্বাবস্থায়ামপবিত্রত্বম্, আচমনেন চ তদপনোদনং হৃচিতম্ ।  
অপবিত্রাবস্থায়ামেব চ বাক্সসাত্মাক্রমণং প্রসিদ্ধমিতি ॥১৫॥

জলেতি । জলহীনং রৈরভামায়য়া । বিশোষিতা রৈরভামায়্যৈব ॥১৬॥

স ইতি । কাল্যমান আক্রম্যমাণঃ । অগ্নিহোত্রে তদগৃহে, প্রবিবেশ প্রবেষ্টুমুক্ততঃ ॥১৭॥

— স ইতি । অক্ষেনেত্যনেন শূদ্রস্ত প্রভূগুজতয়া অপরিচয়ঃ হৃচিতঃ । নিগৃহীতো ধৃতঃ ॥১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

স্বসংস্কৃতৈঃ স্বরবর্ণাদিসংস্কারযুক্তৈর্মত্নৈঃ ॥২॥ নারী কৃত্য ॥১০—১৬॥ কাল্যমানঃ সৰ্ব্বতো  
নিষিধ্যমানঃ, অগ্নিহোত্র অগ্নিহোত্রশালাম্ ॥১৭॥ অবাতিষ্ঠত বহিরেব ॥১৮—২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১২॥

বধ করিবার ইচ্ছায় শূলহস্তে সেই বাক্সস আসিতেছে দেখিয়া যবক্রীত তৎক্ষণাৎ  
উঠিয়া—যে দিকে সরোবর ছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল ॥১৫॥

যবক্রীত সে সরোবরটাকে জলশূন্য দেখিয়া পুনরায় সত্বর সকল নদীতে গেল ;  
কিন্তু সে নদীগুলিও তখন শুষ্ক হইয়া ছিল ॥১৬॥

শূলধারী ভয়ঙ্কর বাক্সস আক্রমণ করিতে আসিতেছিল ; তাই ভীত হইয়া  
যবক্রীত তৎক্ষণাৎ পিতার অগ্নিহোত্রগৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল ॥১৭॥

কিন্তু প্রবেশ করিবার সময়েই দ্বাররক্ষী অন্ধ একটা শূদ্র যবক্রীতকে বল-



নিগৃহীতস্ত শূদ্রেণ যবক্রীতং স রাক্ষসঃ ।

তাড়য়ামাস শূলেণ স ভিন্নহৃদয়োহপত্যৎ ॥১৯॥

যবক্রীতং স হত্বা তু রাক্ষসো রৈভ্যম্মাগমৎ ।

অমুক্তাতস্ত রৈভ্যেণ তয়া নার্য্যা সহাবসৎ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ \*

—:~:—

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

ভরদ্বাজস্ত কৌন্তেয় ! কৃত্বা স্বাধ্যায়মাহ্নিকম্ ।

সমিৎকলাপমাদায় প্রবিবেশ স্মশ্রামম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

নিগৃহীতমিতি । তাড়য়ামাস বক্ষসি । ভিন্নহৃদয়ো বিদীর্ণবক্ষাঃ ॥১৯॥

যবেতি । অমুক্তাতঃ তয়া নার্য্যা সহ বাসায়ামৃততঃ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ভরেতি । আহ্নিকং দৈনিকম্, স্বাধ্যায়ং বেদপাঠম্ । সমিৎকলাপং সমুহম্ ॥১॥

পূর্ব্বক ধরিয়া ফেলিল । ভরতনন্দন ! তখন যবক্রীত সেই দ্বারদেশেই থাকিল ॥১৮॥

এই সময়ে সেই রাক্ষস আসিয়া শূদ্রকর্তৃক ধৃত যবক্রীতকে শূলদ্বারা আঘাত করিল ; যবক্রীতও বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥১৯॥

এইভাবে সেই রাক্ষস যবক্রীতকে বধ করিয়া রৈভ্যমুনির নিকট গেল এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে সেই নারীর সহিত বাস করিতে লাগিল ॥২০॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“কুন্তীনন্দন ! ভরদ্বাজমুনি দৈনিক বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া সমিসমুহ লইয়া নিজেস্বরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥১॥

\* ‘... যট্টক্রিংশদধিকশততমঃ...’—বা ব ক। পি, ‘... তট্টক্রিংশদধিকশততমঃ...’—নি ।

তং স্ম দৃষ্ট্ৱ। পুৰা সৰ্ব্বৈ সমুত্তিষ্ঠন্তি পাবকাঃ ।  
 ন ছেনমুপতিষ্ঠন্তি হতপুত্রং তদাগ্নয়ঃ ॥২॥  
 বৈকৃতং ত্বগ্নিহোত্রে স লক্ষয়িত্বা মহাতপাঃ ।  
 তমক্ষং শূদ্রমাসীনং গৃহপালমথাব্রবীৎ ॥৩॥  
 কিম্মু মে নাগ্নয়ঃ শূদ্র ! প্রতিনন্দন্তি দৰ্শনম্ ।  
 ত্বঞ্চাপি ন যথা পূৰ্ব্বং কচ্চিৎ ক্ষেমমিহাশ্রমে ॥৪॥  
 কচ্চিন্ন রৈভ্যং পুত্রো মে গন্তবানন্নচেতনঃ ।  
 এতদাচক্ষু মে শীত্ৰং ন হি শুধ্যতি মে মনঃ ॥৫॥  
 শূদ্র উবাচ ।  
 রৈভ্যং যাতো নুনময়ং পুত্রস্তে মন্দচেতনঃ ।  
 তথাহি নিহতঃ শেতে-রাক্ষসেন বলীয়সা ॥৬॥

## ভারতকৌমুদী

তমিতি । সমুত্তিষ্ঠন্তি উৰ্দ্ধশিখাঃ প্রজ্জলন্তি স্ম । উপতিষ্ঠন্তি পূৰ্ব্ববদুৰ্দ্ধশিখাঃ সন্তঃ সেবন্তে,  
 হতপুত্রেছোন্মাদলদৰ্শনাৎ অবনতশিখাং বিবাদমুচনাদিতি ভাবঃ ॥২॥  
 বৈকৃতমিতি । বৈকৃতং বিকারং পূৰ্ব্বতোহিগ্ৰথাভাবম্ । গৃহপালমাত্মরক্ষকম্ ॥৩॥  
 কিমিতি । ত্বঞ্চাপি ন প্রতিনন্দসীত্যর্থঃ । কচ্চিৎ বেদিতুমিচ্ছামি ॥৪॥  
 কচ্চিদিতি । অন্নচেতনঃ অন্নবুদ্ধিঃ । শুধ্যতি প্রসীদতি ॥৫॥  
 রৈভ্যমিতি । নুনমিত্যাৎপ্রেক্ষায়াম্ । তথাহি তেনৈব হেতুনা ॥৬॥

তখন তাঁহার হোমগৃহের অগ্নি সকল পূৰ্ব্বের গ্নায় তাঁহাকে দেখিয়া উৰ্দ্ধশিখা  
 হইয়া জ্বলিতে লাগিল না, কিংবা অগ্নিগুলি হতপুত্র বলিয়া উহার সেবাও  
 করিল না ॥২॥

তাহার পর মহাতপা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রগৃহের অগ্নিগুলির এইরূপ অগ্ন্য ভাব  
 দেখিয়া উপবিষ্ট আশ্রমরক্ষক সেই অন্ধ শূদ্রকে বলিলেন—॥৩॥

“শূদ্র ! অগ্নিগুলি পূৰ্ব্বের গ্নায় আমার সন্দর্শনের অভিনন্দন করিতেছে  
 না কেন ? তুমিই বা অভিনন্দন করিতেছ না কেন ? এ আশ্রমের  
 মঙ্গল ত ? ॥৪॥

আমার অন্নবুদ্ধি পুত্র রৈভ্যমুনির আশ্রমে যায় নাই ত ? ইহা আমার নিকট  
 সম্ভব বল । কারণ, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না” ॥৫॥

শূদ্র বলিল—“মহর্ষি ! আমি মনে করি—আপনার এই অন্নবুদ্ধি পুত্র রৈভ্যমুনির  
 আশ্রমে গিয়াছিলেন ; সেই জগ্ৰুই প্রবল রাক্ষসকর্তৃক নিহত হইয়া শয়ন  
 করিয়া রহিয়াছেন ॥৬॥

প্রকাল্যমানস্তেনাসৌ শূলহস্তেন রক্ষসা ।

অগ্ন্যাগারং প্রতি দ্বারি ময়া দোৰ্ভ্যাং নিবারিতঃ ॥৭॥

ততঃ স বিহতাশোহত্র জলকামোহশুচিধ্রুবম্ ।

নিহতঃ সোহতিবেগেন শূলহস্তেন রক্ষসা ॥৮॥

ভরদ্বাজস্ত তচ্ শ্রুত্বা শূদ্রস্ত বিপ্রিয়ং মহৎ ।

গতাস্তং পুত্রমাদায় বিলাপ স্তদুঃখিতঃ ॥৯॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

ব্রাহ্মণানাং কিলার্যায় ননু স্বং তপ্তবাংস্তপঃ ।

দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সম্প্রতিভাস্বিতি ॥১০॥

তথা কল্যাণশীলস্তং ব্রাহ্মণেষু মহাত্মন ।

অনাগাঃ সৰ্ব্বভূতেষু কথং মৃত্যুমুপেযিবান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি । প্রকাল্যমান আক্রম্যমাণঃ । প্রতি আগচ্ছন্নিত শেখঃ, দোৰ্ভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥৭॥

তত ইতি । বিহিতাশঃ অগ্ন্যাগারপ্রবেশাশারহিতঃ, অশুচিঃ, উচ্ছিষ্টমুখত্বাৎ ॥৮॥

ভরেতি । শূদ্রস্ত মুখাৎ, বিপ্রিয়ম্ অপ্রিয়ম্ । গতাস্তং নির্গতপ্রাণম্ ॥৯॥

ব্রাহ্মণানামিতি । অর্যায় প্রয়োজনায় । সম্প্রতিভাস্ত আত্মনি সমাক্ষুৰ্জ ॥১০॥

তথেতি । কল্যাণশীলো মঙ্গলসম্পাদনশ্চতাবঃ । অনাগা নিরপরাধঃ ॥১১॥

সেই ব্রাহ্মস শূলহস্তে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল; তাই উনি হোমগৃহে প্রবেশ করিতে আসিতেছিলেন; তখন আমি দ্বারদেশে বাহুগুলদ্বারা উঁহাকে বারণ করিয়াছিলাম ॥৭॥

তখন উহার হোমগৃহে প্রবেশ করিবার আশা তিরোহিত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ সেই সময়ে উনি মুখপ্রক্ষালনের জন্ত জল প্রার্থনা করিতেছিলেন এবং উচ্ছিষ্টমুখ বলিয়া অপবিত্র ছিলেন; তখন সেই ব্রাহ্মস শূলহস্তে অতিবেগে আসিয়া উঁহাকে নিহত করিল ॥৮॥

ভরদ্বাজ তখন শূদ্রের মুখে সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই গতাস্ত পুত্রটিকে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—“ষবক্রীত! তুমি ব্রাহ্মণদের জন্তই তপস্যা করিয়াছিলে; তোমার উদ্দেশ্য ছিল—অনধীত অবস্থায়ই ব্রাহ্মণদের হৃদয়ে বেদ সকল আবির্ভূত হউক ॥১০॥

মৃতরাং তুমি মহাত্মা ব্রাহ্মণদের বিষয়ে সেইরূপ মঙ্গলময় স্বভাব হইয়া

(৭) 'প্রকাল্যমানস্তেনাস্তম্—বা ব কা নি । (১১)....কৰ্ণশব্দমুপেযিবান্—বা ব কা নি ।

প্রতিষিদ্ধো ময়া তাত ! রৈভ্যাবসধদর্শনাৎ ।  
 গতবান্বেব তং দ্রষ্টুং কালান্তকথমোপমম্ ॥১২॥  
 যঃ স জ্ঞানন্ মহাতেজা বুদ্ধশ্চৈকং মমাত্মজম্ ।  
 গতবান্বেব কোপস্ত বশং ব্রহ্মদুর্মতিঃ ॥১৩॥  
 পুত্রশোকমনুপ্রাপ্ত এষ রৈভ্যস্ত কৰ্ম্মণা ।  
 ত্যক্ত্যমি ত্বায়ুতে পুত্র ! প্রাণানিষ্টতমান্ ভুবি ॥১৪॥  
 যথাহং পুত্রশোকেন দেহং ত্যক্ত্যমি কিল্বিধী ।  
 তথাজ্যেষ্ঠঃ স্তুতো রৈভ্যং হিংস্রাচ্ছীত্ৰম্নাগসম্ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

প্রতিতি । কালৈ আয়ুঃশেষসময়ে অন্তকো বদ্ধা যো যমঃ স এবোপমা যন্ত তম্ ॥১২॥  
 য ইতি । যঃ স প্রসিদ্ধো রৈভ্যঃ, মহাতেজা অতীবতপঃপ্রভাবশালী ॥১৩॥  
 পুত্রেতি । কৰ্ম্মণা কৃত্যাস্থষ্টিকরণেন । এতচ্চ ধ্যানাদবগম্যোক্তম্ । স্তুতে বিনা ॥১৪॥  
 রৈভ্যং শপতি—যথেন্তি । তথাজ্যেষ্ঠ ইত্যাকারলোপো মন্তব্যঃ পরাধায়ে কনিষ্ঠপুত্রেণ  
 পরাবস্তুনৈব রৈভ্যবধস্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ । তথা চ অজ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ পরাবস্তুর্নাম রৈভ্যস্তৈব স্তুত  
 ইত্যর্থঃ । অনাগসং নিরপরাধম্ ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভরদ্বাজ ইতি । আফ্রিকং স্বাধ্যায়ং প্রত্যহং কর্তব্যং ব্রহ্মযজ্ঞম্ ॥১॥ হতপুত্রেণ  
 অশৌচযুক্তত্বাৎ ॥২—৪॥ শুধ্যতি নিঃসন্দেহং ভবতি ॥৫—৬॥ অগ্ন্যাগারং প্রবিষ্টস্ত রক্ষো-  
 ভয়ং ন ভবেদिति ভাবঃ ॥৭—৮॥ শূদ্রস্ত শূদ্রকৃতং বিপ্রিয়ং পুত্রনিরোধেন কৃতম্ ॥৯—১৩॥  
 কিল্বিধী শোকাক্রান্তঃ ॥১৫—১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্ৰয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

এবং সমস্ত প্রাণীর নিকটেই নিরপরাধ থাকিয়া কেন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ॥১১॥

বাবা ! আমি তোমাকে রৈভ্যাশ্রম দর্শন করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম ;  
 ওথাপি তুমি সেই কালান্তকথমতুল্য রৈভ্যকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেই ! ॥১২॥

আমি বুদ্ধ ; অথচ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, ইহা জানিয়াও সেই মহাতেজা  
 ও মহাদুর্মতি রৈভ্য ক্রোধের বশতাপন্ন হইলেই ! ॥১৩॥

হায় ! আমি রৈভ্যের ব্যবহারে পুত্রশোক পাইলাম ; অতএব পুত্র ! আমি  
 তোমা ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণত্যাগ করিব ॥১৪॥

আমি পাপী ; স্তুতরাং আমি যেমন পুত্রশোকে দেহত্যাগ করিব, সেইরূপ  
 রৈভ্যেরই কনিষ্ঠপুত্র পরাবস্তু শীত্ৰই নিরপরাধ রৈভ্যকে হত্যা করিবে ॥১৫॥

স্থিনো বৈ নরা যেষাং জাত্যা পুত্রো ন বিদ্যতে ।

যে পুত্রশোকমপ্রাপ্য বিচরন্তি যথাস্থম্ ॥১৬॥

যে তু পুত্রকৃতাচ্ছোকাদ্ভুশং ব্যাকুলচেতসঃ ।

শপন্তীষ্টান্ সখীনার্ত্তাস্তেভ্যঃ পাপতরো নু কঃ ॥১৭॥

পরাস্থশ্চ স্থতো দৃষ্টঃ শপ্তশ্চেষ্টঃ সখা ময়া ।

ঈদৃশীমা শদং কোহত্র দ্বিতীয়োহনুভবিষ্যতি ॥১৮॥

লোমশ উবাচ ।

বিনপ্যৈবং বহুবিধং ভরদ্বাজোহদহং স্থতম্ ।

স্থসমিদ্ধং ততঃ পশ্চাৎ প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং যবক্ৰীতোপাখ্যানেন ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

স্থিনি ইতি । জাত্যা আশ্রনো জন্মনা বিশিষ্ট ঔরস ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

নহু কথমাশ্রনি কিস্বিধোক্তমিত্যাহ—য ইতি । ইষ্টান্ প্রিয়ান্ ॥১৭॥

পরেতি । পরাস্থমৃতঃ । ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, সখা রৈভ্যঃ । দ্বিতীয়ো জনঃ ॥১৮॥

বিলপোতি । স্থসমিদ্ধম্ অতীবপ্রজ্বলিতম্ । ততঃ পুত্রদাহাৎ, পশ্চাৎ পরম্ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পরভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্দবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

সেই মনুষ্যেরাই স্থখী, যাহাদের ঔরস পুত্র নাই এবং যাহারা পুত্রশোক না  
পাইয়া যথাস্থে বিচরণ করে ॥১৬॥

কিন্তু যাহারা পুত্রশোকে অত্যন্ত আকুলচিত্ত ও পীড়িত হইয়া প্রিয় সূত্রংদিগকে  
অভিসম্পাত করে, তাহাদের অপেক্ষা অধিক পাপী কে ? ॥১৭॥

হায় ! আমি মৃত পুত্র দেখিলাম এবং প্রিয়সখাকে অভিসম্পাত করিলাম ;  
সুতরাং জগতে দ্বিতীয় কোন্ ব্যক্তি এইরূপ আপদ অনুভব করিবে” ॥১৮॥

লোমশ বলিলেন—“ভরদ্বাজমুনি এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া  
পুত্রের দাহ সংকার করিলেন, তাহার পর নিজেও প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ  
করিলেন” ॥১৯॥

—:~:—

## চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু বৃহদ্রহ্মো মহোপতিঃ ।  
সত্রং তেনে মহাভাগো রৈভ্যযাজ্যঃ প্রতাপবান্ ॥১॥  
তেন রৈভ্যস্ত বৈ পুত্রাবর্কীবশু-পরাবস্ ।  
বৃত্তৌ সহায়ৌ সত্রার্থং বৃহদ্রহ্মেন ধীমতা ॥২॥  
তত্র ত্তৌ সমনুজ্জাতৌ পিত্রা কৌন্তেয় ! জগ্মতুঃ ।  
আশ্রমে ত্বভবদ্রৈভ্যো ভার্য্যা চৈব পরাবসোঃ ॥৩॥  
অথাবলোককোহগচ্ছদৃগ্হানেকঃ পরাবশুঃ ।  
কৃষ্ণাজিনেন সংবীতং দদর্শ পিতরং বনে ॥৪॥  
জঘন্তরাত্রে নিদ্রাক্ষঃ সাবশেষে তমশ্চপি ।  
চরন্তং গহনেহরণ্যে মেনে স পিতরং যুগম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি । বৃহদ্রহ্মো নাম । সত্রং যজ্ঞম্, তেনে বিস্তারেন কর্তৃত্বম্বায়েভে ॥১॥

তেনেতি । ঋগ্ভিগ্ভাবেন সহায়ী বৃত্তৌ, সত্রার্থং যজ্ঞসম্পাদনার্থম্ ॥২॥

... তত্রেতি । অভবৎ অতিষ্ঠৎ । এতেনার্কীবসোভার্য্যাপি তত্র গতেতি স্মৃতিতম্ ॥৩॥

অশেষিতি । অবলোককঃ অবলোকনাথী । কৃষ্ণাজিনেন কৃষ্ণমৃগচর্ম্মণা, সংবীতমাবৃতম্ ॥৪॥

জঘন্তেতি । নিদ্রয়া অন্ধঃ সমাগৃহ্ণনাক্ষমঃ স পরাবশুঃ, জঘন্তরাত্রে শেষরাত্রে, অপি চ,

লোমশ বলিলেন—“এই সময়েই রৈভ্যমুনিরই যাজ্য মহাত্মা ও প্রতাপ-  
শালী বৃহদ্রহ্মরাজা বিস্তৃতভাবে এক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১॥

সেই বুদ্ধিমান বৃহদ্রহ্মরাজা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্ত রৈভ্যমুনিরই পুত্র  
অর্কীবশু ও পরাবশুকে সহায়ভাবে বরণ করিলেন ॥২॥

কুন্তীনন্দন ! তাঁহারা দুই জনও পিতার অনুমতিক্রমে সেই যজ্ঞে গমন  
করিলেন ; আশ্রমে থাকিলেন—মাত্র রৈভ্য ও পরাবশুর ভার্য্যা ॥৩॥

তাঁহারা পর একদা একমাত্র পরাবশু পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত আশ্রমে  
আগমন করিলেন এবং তিনি তখন বনের ভিতরে কৃষ্ণমৃগচর্ম্মাবৃত অবস্থায়  
পিতাকে দর্শন করিলেন ॥৪॥

যুগন্ত মন্যমানেন পিতা বৈ তেন হিংসিতঃ ।  
 অকাময়ানেন তদা শরীরত্ৰাণমিচ্ছতা ॥৬॥  
 তস্মৈ স প্রেতকার্য্যাণি কৃৎস্বা সৰ্ব্বাণি ভারত ! ।  
 পুনরাগম্য তৎ সত্ৰমব্রবীদ্ভাতরং বচঃ ॥৭॥  
 ইদং কৰ্ম্ম ন শক্তস্ত্বং বোদ্ধুমেকং কথঞ্চন ।  
 ময়া চ হিংসিতস্তাতো মন্যমানেন তং যুগম্ ॥৮॥  
 সৌহৃদ্যদৰ্থে ব্রতং তাত ! চর স্বং ব্রহ্মঘাতিনাম্ ।  
 সমর্থো হুহমেকাকৌ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তু মিদং মুনৈ ! ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

সাবশেষে তদানীমপি কিঞ্চিদবশিষ্টে তমসি অন্ধকারে, গৃহনে নিবিড়ে অরণ্যে চরন্তঃ পিতরং রৈভ্যম্, যুগং মেনে, কৃৎস্বা যুগচর্য্যাবৃত্তাদিত্তি ভাবঃ ॥৫॥

যুগমিতি। তেন পরাবশুনা, অকাময়ানেন হস্তমনিচ্ছতাপি, শরীরত্ৰাণমিচ্ছতা আত্ম-  
 রক্ষাং কৰ্ত্তুমিচ্ছতা, কৃৎস্বা যুগন্ত হিংসহাং । এতেনাজ্ঞানতো হত্যা দর্শিতা ॥৬॥

তন্ত্বেতি। স পরাবশুঃ, প্রেতকার্য্যাণি সপিণ্ডীকরণান্তানি। এতেন কালাশৌচাপগমঃ  
 হৃতিতঃ । তৎ সত্ৰং বৃহদুদ্যম্বজ্জম্, ভাতরম্ অর্কীবশুম্ ॥৭॥

ইদমিতি। বোদ্ধুং নিষ্পাদয়িতুম্, ন শক্তঃ বুদ্ধ্বাদিত্তি ভাবঃ । হিংসিতো হতঃ ॥৮॥

স ইতি। স ত্বম্ । ব্রহ্মঘাতিনাং সম্বন্ধি, ব্রতং প্রায়শ্চিত্তম্, চর, মৎপ্রতিনিধিভাবেন কুরু  
 “ঋত্বিক্ পূজো গুরুভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিটপতিঃ । এভিরেব হতং যন্তু তদ্ধূতং স্বয়মেব হি ।”  
 ইতি স্মৃত্যু ভাতুঃ প্রতিনিধিঅবিধানাদিত্যাশয়ঃ ॥৯॥

তখন নিদ্রাক্ষ পরাবশু শেষরাত্রে কিছু অন্ধকার অবশিষ্ট থাকিতে নির্ভীক  
 বনমধ্যে বিচরণকারী পিতাকে হরিণ বলিয়া মনে করিলেন ॥৫॥

তখন তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক কেবল আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছায় যুগ ভাবিয়া  
 পিতাকে হত্যা করিলেন ॥৬॥

ভয়ভনন্দন ! তাহার পর পরাবশু পিতার সমস্ত প্রেতকার্য্য সমাপন  
 করিয়া পুনরায় সেই যজ্ঞে আসিয়া ভ্রাতা অর্কীবশুকে এই কথা বলিলেন—॥৭॥

“আর্য্য ! আপনি একাকী কোন প্রকারেই এই কার্য্য নির্বাহ করিতে  
 সমর্থ হইবেন না, অথচ আমি যুগ ভাবিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া  
 আসিয়াছি ॥৮॥

অতএব আর্য্য ! আপনি যাইয়া আমার অন্ত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত  
 করুন ; আমি একাকীই এই কার্য্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হইব” ॥৯॥

অৰ্ঝাবস্থুৰ্বাচ ।

করোতু বৈ ভবান্ সত্রং বৃহদ্র্যাম্ভশ্চ ধীমতঃ ।

ব্রহ্মহত্যাং চরিত্তেহং স্বপথং নিয়তেঙ্গিয়ঃ ॥১০॥

লোমশ উবাচ ।

স তস্ম ব্রহ্মহত্যায়াঃ পারং গতা যুধিষ্ঠির ! ।

অৰ্ঝাবস্থুস্তদা সত্রমাজগাম পুনর্মুনিঃ ॥১১॥

ততঃ পরাবস্থুর্দৃষ্ট্ৱা ভ্রাতরং সমুপস্থিতম্ ।

বৃহদ্র্যাম্ভমুবাচেনং বচনং হর্ষগদ্গদম্ ॥১২॥

এষ তে ব্রহ্মহা যজ্ঞঃ মা দ্রষ্টুং প্রবিশেদিতি ।

ব্রহ্মহা প্রেক্ষিতেনাপি পীড়য়েত্বামসংশয়ম্ ॥১৩॥

তচ্চশ্রষ্ট্বৈব তদা রাজা প্রেয়ানাংহ স বিটপতে ! ।

প্রেয়ৈরুৎসার্য্যমাগন্ত রাজমর্ঝাবস্থুস্তদা ।

ন ময়া ব্রহ্মহত্যেয়ং কৃতেত্যাং পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

ভায়তকৌমুদী

করোতুতি । সত্রম্ আরক্মিমং দীর্ঘকালীনং যজ্ঞম্ । ব্রহ্মহত্যাং তৎপ্রায়শ্চিত্তম্ ॥১০॥

স ইতি । তস্ম পরাবসোঃ । পারং গতা প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্যেত্যর্থঃ ॥১১॥

তত ইতি । হর্ষস্ত ভ্রাতৃনিরাসসম্ভবেনাশ্রয় এব দক্ষিণাদিসর্ব্বলাভসম্ভবাৎ ॥১২॥

এষ ইতি । ব্রহ্মহা ব্রহ্মহত্যাকারিত্বেন মহাপাতকী । পীড়য়েৎ পাপসংকারেণ ॥১৩॥

তদিতি । প্রেয়ান্ ভৃত্যান্ । হে বিটপতে । প্রজানাথ । যুধিষ্ঠির ।। উৎসার্য্যমাণ-  
তৎপ্রায়শ্চিত্তপসার্য্যমাণঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

অৰ্ঝাবস্থু বলিলেন—“ভ্রাতঃ ! তুমি, ধীমান্ বৃহদ্র্যাম্ভের যজ্ঞ করিতে থাক ; আমি যাইয়া সংযতেঙ্গিয় হইয়া তোমার জন্ত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব” ॥১০॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! অৰ্ঝাবস্থুমুনি তখনই যাইয়া পরাবস্থুর ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া পুনরায় সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন ॥১১॥

তখন ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া পরাবস্থু হর্ষগদগদভাবে বৃহদ্র্যাম-  
রাজাকে এই কথা বলিলেন—॥১২॥

“রাজা ! এই ব্রহ্মহত্যাকারী আপনার যজ্ঞ দেখিতেও যেন প্রবেশ করে না । কারণ, ব্রহ্মহত্যাকারী দর্শন করিয়াও নিশ্চয়ই আপনাকে পাপী করিবে” ॥১৩॥



উচ্যমানোহসকৃৎ প্রৈষ্যে ব্রহ্মহস্মিতি ভারত ! ।

নৈব স্ম প্রতিজ্ঞানাতি ব্রহ্মহত্যাং স্বয়ং কৃতাম্ ॥১৫॥

মম ভাত্রা কৃতমিদং ময়া স পরিমোক্ষিতঃ ।

স তথা প্রবদন্ ক্রোধাতৈশ্চ প্রৈষ্যেঃ প্রভাষিতঃ ॥১৬॥

তুষ্ণীং জগাম বিপ্রধির্বনমেব মহাতপাঃ ।

উগ্রং তপঃ সমাস্থায় দিবাকরমথাক্রিতঃ ॥১৭॥

রহস্ত্রবেদং কৃতবান্ সূর্য্যস্ত্র দ্বিজসত্তমঃ ।

মূর্ত্তিমাংস্তং দদর্শাথ স্বয়মগ্রভূগব্যয়ঃ ॥১৮॥

#### ভারতকৌমুদী

উচ্যেতি । হে ব্রহ্মহন্ । ইত্যাসকৃদুচ্যমানঃ অর্কীবহুঃ । প্রতিজ্ঞানাতি স্ম স্বীচকার ॥১৫॥

মমেতি । পরিমোক্ষিতো ব্রহ্মহত্যাগাপাৎ । প্রভাষিতঃ ব্রহ্মহস্মিত্যেবোক্তঃ ॥১৬॥

তুষ্ণীমিতি । বিপ্রধিরর্কীবহুঃ । সমাস্থায় সমাগবলম্ ॥১৭॥

রহস্ত্রোতি । রহস্ত্রো মন্ত্রময়ো বেদো রহস্ত্রবেদস্তম্, কৃতবান্ প্রকাশিতবান্ ॥১৮॥

#### ভারতভাবদীপঃ

এতস্মিন্নিতি ॥১—৩॥ অবলোককঃ অবলোকনার্থী, গৃহান্ ভাষ্যাম্ ॥৪—১৩॥ বিটপতে । হে প্রজাদীশ ! ॥১৪—১৬॥ প্রভাষিতো মিথ্যাবাক্যদীত্যধিক্ষিপ্তঃ ॥১৭॥ রহস্ত্রবেদং সূর্য্যমন্ত্রপ্রকাশকং বেদম্, “ঘণিরিতি ধে অক্ষরে সূর্য্য ইতি ত্রীণি আদিত্য ইতি ত্রীণি । এতেষু সাবিত্র্যষ্টাক্ষরং পদং ত্রিযাতিষিক্তম্” ইতি কাঠকব্রাহ্মণং কৃতবান্ দদর্শ ॥১৮॥ মূর্ত্তিমান্

নরনাথ যুধিষ্ঠির ! সেই কথা শুনিয়াই বৃহদ্রথরাজা অর্কীবহুকে তাড়াইয়া দিবার জন্ত ভূতাদিগকে বলিলেন ; ভূত্যেরাও তাঁহাকে আসিতে বারণ করিতে লাগিল ; রাজা ! তখন অর্কীবহু বার বার বলিলেন যে, “আমি—এ ব্রহ্মহত্যা করি নাই” ॥১৪॥

ভরতনন্দন ! তথাপি সেই ভূত্যেরা ‘হে ব্রহ্মহন্ !’ এইভাবে বার বার তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল ; কিন্তু অর্কীবহু সে ব্রহ্মহত্যা নিজকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেন না ॥১৫॥

তিনি বলিতে লাগিলেন—“আমার ভাই এই কার্য্য করিয়াছে, আর আমি তাহাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি” । তথাপি সেই ভূত্যেরা ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে সেই কথাই বলিতে লাগিল ॥১৬॥

তখন মহাতপা ব্রহ্মর্ষি অর্কীবহু নীরবে বনেই গমন করিলেন এবং ভয়ঙ্কর তপস্তা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের শরণাপন্ন হইলেন ॥১৭॥

এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অর্কীবহু সূর্য্যসম্বন্ধে এক বৈদিক মন্ত্র প্রকাশ করিলেন ।

(১৫)....ব্রহ্মবধ্যং স্বয়ং কৃতাম্—বা ব কা পি ।

গ্ৰীতাস্তস্তাভবন্ দেবাঃ কৰ্ম্মণাহৰ্বাবসোন্ প ! ।

তং তে প্রবরয়ামাস্ত্ৰনিরাস্ত্ৰচ পরাবস্তুম্ ॥১৯॥

ততো দেবা বরং তস্মৈ দদুৰগ্নিপুরোগমাঃ ।

স.চাপি বরয়ামাস পিতুরুথানমাত্মনঃ ।

অনাগন্তুং তথা ভ্রাতুঃ পিতৃশাস্মরণং বধে ॥২০॥

ভরদ্বাজস্ত চোথানং যবক্রীতস্ত চোভয়োঃ ।

প্রতিষ্ঠাঞ্চাপি বেদস্ত সৌরস্ত দ্বিজসন্তমঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

এবমস্থিতি তং দেবাঃ প্রোচুশ্চাপি বরান্ দদুঃ ।

ততঃ প্রাদুৰ্ভবুস্তে সৰ্ব্ব এব যুধিষ্ঠির ! ॥২২॥

অথাত্রবীদ্যবক্রীতো দেবানগ্নিপুরোগমান্ ।

সমধীতং ময়া ব্রহ্ম ব্রতানি চরিতানি চ ॥২৩॥

কথঞ্চ রৈভ্যঃ শক্তো মামধীয়ানং তপস্বিনম্ ।

তথা যুক্তেন বিধিনা নিহন্তুমমরোত্তমাঃ ! ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

গ্ৰীতা ইতি । প্রবরয়ামাস্ত্ৰঃ সৰ্ব্বথোৎকৰ্ষাৎ প্রবরং চক্ৰুঃ, নিরাস্ত্ৰঃ প্রত্যাচখ্যুঃ ॥১৯॥

তত ইতি । উথানমুজ্জীবনম্ । অনাগন্তুং নিরপরাধত্বম্ । ষট্‌পাদোৎস্বং শ্লোকঃ । সৌরস্ত সূর্য্যাসন্নিনঃ, বেদস্ত স্বয়ং প্রকাশিতস্ত, প্রতিষ্ঠাং লোকে চিরস্থিতিম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি । তে সৰ্ব্ব এব রৈভ্য-ভরদ্বাজ-যবক্রীতাঃ ॥২২॥

.. অথেনি । সমধীতং তপসৈব সম্যক্ প্রাপ্তম্, ব্রহ্ম বেদঃ, ব্রতানি ব্রহ্মচর্যাदीনি ॥২৩॥

তাহার পর যজ্ঞের অগ্রভোজী ও অবিনাশী সূর্য্যাদেব গৃহ্তিমান্ হইয়া নিজেই আসিয়া অৰ্বাবস্তুকে দর্শন দান করিলেন ॥১৮॥

আর, রাজা ! অগ্নি দেবতারারও অৰ্বাবস্তুর কার্য্যে তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অৰ্বাবস্তুকে শ্রেষ্ঠ করিলেন এবং পরাবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ॥১৯॥

তাহার পর অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ অৰ্বাবস্তুকে বর দিতে চাহিলেন ; তখন আপন পিতার জীবন, ভ্রাতার নির্দোষতা, বধ বিষয়ে পিতার অস্মরণ, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের জীবন এবং আত্মপ্রকাশিত সূর্য্যমন্ডলের প্রতিষ্ঠা—এই সকল বর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অৰ্বাবস্তু প্রার্থনা করিলেন ॥২০—২১॥

‘এইরূপই হউক’ এই কথা দেবতারার তাঁহাকে বলিলেন এবং সেই সকল বরই দিলেন । যুধিষ্ঠির ! তাহার পর তাঁহার সকলেই আবিভূত হইলেন ॥২২॥

তদনন্তর যবক্রীত অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণকে বলিলেন—“দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আমি সম্যক্‌রূপে বেদ লাভ করিয়াছিলাম, ত্রত সকলও করিয়াছিলাম ॥২৩॥

দেবা উচুঃ ।

মৈবং কৃথা যবক্রীত ! যথা বদসি বৈ যুনে ! ।

ঋতে গুরুমধীতা হি স্মৃথং বেদাস্ত্রয়া পুরা ॥২৫॥

অনেন তু গুরুন্ দুঃখাতোষয়িত্বাত্মকস্মৃণা ।

কালেন মহতা ক্লেশাদব্রহ্মাধিগতমুক্তমম ॥২৬॥

লোমশ উবাচ ।

যবক্রীতমথোক্তৈবং দেবাঃ সাগ্নিপুরুগমাঃ ।

সঞ্জীবয়িত্বা তান্ সৰ্ব্বান্ পুনর্জগ্মুর্দ্বিপিষ্টপম ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । অধীযানং নিত্যং বেদং পঠন্তম্ । তথা যুক্তেন প্রকারেণ ॥২৪॥

মেতি । এবং মনসি মা কৃথাঃ । ঋতে বিনা, অধীতাস্তপসা লভাঃ ॥২৫॥

অনেনেতি । অনেন রৈভোগে তু । আত্মকস্মৃণা পরিচর্যাক্রপেণ । ব্রহ্ম বেদঃ, অধিগতং লভম্ । গুরুসেবয়া লব্ধ্বাস্তব বেদলাভাপেক্ষয়া রৈভাস্ত্র বেদলাভো গরীয়ানিত্যং স্বাঃ হস্ত-  
মশকদ্বিতি ভাবঃ । অতএবোত্তমমিত্যুক্তম্ ॥২৬॥

যবেতি । সাগ্নয়শ্চ তে পুরোগমা অগ্নিগামিনশ্চেতি তে । ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বর্গান্তং ত্রিজং দদর্শ আত্মানং দর্শয়ামাস ॥১৯॥ তং দেবাঃ প্রকর্ষণেণ বরয়ামাহুঃ নিরাহুর্নিরা-  
চক্রুর্ষজাদিতি শেষঃ ॥২০॥ প্রতিষ্ঠাং সম্প্রদায়প্রবৃত্তিম্, সৌরো বেদঃ পূর্বমুক্তঃ ॥২১—২২॥  
সমধীতং সম্যক্প্রাপ্তম্, ব্রহ্ম বেদঃ ॥২৩—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দশাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১১৪॥

যথানিয়মে বেদপাঠও করিতাম, তপস্বীও ছিলাম ; তথাপি রৈভ্যমুনি  
কি করিয়া আমাকে সেইভাবে বধ করিতে সমর্থ হইলেন ?” ॥২৪॥

দেবগণ বলিলেন—“যবক্রীতমুনি ! যেরূপ আপনি বলিতেছেন, সেরূপ  
মনে করিবেন না । কারণ, আপনি পূর্বে গুরু ব্যতীত স্মৃথে বেদলাভ  
করিয়াছিলেন ॥২৫॥

আর, রৈভ্যমুনি পরিচর্যাদ্বারা অতিকষ্টে গুরুদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘ-  
কালে বহু ক্রেশে বেদলাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং আপনার বেদলাভ অপেক্ষা  
রৈভ্যমুনির বেদলাভ উৎকৃষ্ট ছিল” ॥২৬॥

লোমশ বলিলেন—“অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার। যবক্রীতকে এইরূপ বলিয়া  
ভয়দ্বাজপ্রভৃতি সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

(২৬)...অনেন তু গুরুম্—পি । (২৭)...সেঙ্গপুরুগমাঃ—বা ব কা নি ।

আশ্রমস্তস্য পুণ্যোহয়ং সদাপুষ্পকলক্রমঃ ।

অত্রোহ্য রাজশার্দূল ! সৰ্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানেন চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

উদীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত ! ।

সমভীতোহসি কোস্তেয় ! কালশৈলঞ্চ পার্থিব ! ॥১॥

এষা গঙ্গা সপ্তবিধা রাজতে ভরতর্ষভ ! ।

স্থানং বিরজসং পুণ্যং যত্রাগ্নিনিত্যমিধ্যতে ॥২॥

এতন্মৈ মানুষ্যেণোক্ত ন শক্যং দ্রষ্টুমদ্রুতম্ ।

সমাধিং কুরুতাব্যগ্রাস্তীর্ণান্নেতাং দ্রক্ষ্যথ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

আশ্রম ইতি । তন্তু রৈভ্যন্ত । সদা পুষ্পানি কলানি চ যেষু তে তাদৃশা ক্রমা যত্র সং ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-  
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং  
চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

উদীরেতি । গিরিশব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে । সমভীতঃ অতিক্রান্তঃ ॥১॥

এষেতি । সপ্তবিধা সপ্তপ্রবাহা । বিরজসং নির্মলম্ । ইধ্যতে দীপ্যতে ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! এই সেই পবিত্র রৈভ্যমুনির আশ্রম ; এ আশ্রমের  
বৃক্ষসকল সর্বদাই পুষ্পবান্ ও কলবান্ থাকে । তুমি এখানে বাস করিয়া  
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে” ॥২৮॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“হে ভরতবংশীয় কুন্তীনন্দন রাজা ! তুমি উদীরবীজ,  
মৈনাক ও শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই সপ্তপ্রবাহা গঙ্গা শোভা পাইতেছেন ; এই স্থানটী  
নির্মল ও পবিত্র ; যে স্থানে সর্বদাই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন ॥২॥

(২৮)...সৰ্বপাপং প্রমোক্ষ্যসি—বা ব কা । \* ‘...অষ্টত্রিংশদধিকশততমঃ...’ —রা ব কা  
পি, ‘...চত্বারিংশদধিকশততমঃ...’—নি ।

এতং পশ্বসি দেবানামাক্রীড়ং চরণাক্তিতম্ ।  
 অতিক্রান্তোহসি কোন্তেয় ! কালশৈলঞ্চ পৰ্বতম্ ॥৪॥  
 শ্বেতং গিরিং প্রবেক্ষ্যামো মন্দরশৈব পৰ্বতম্ ।  
 যত্র মাণিবরো যক্ষঃ কুবেরশৈচ যক্ষরাট্ ॥৫॥  
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি গন্ধৰ্ব্বাঃ শীত্ৰগামিনঃ ।  
 তথা কিম্পুরুষা রাজান্ ! যক্ষাশৈচ চতুর্গাঃ ॥৬॥  
 অনেকরূপসংস্থানা নানাপ্রহরণাশ্চ তে ।  
 যক্ষেন্দ্রং মনুজশ্রেষ্ঠ ! মাণিভদ্রমুপাসতে ॥৭॥ (যুগ্মকম্)  
 তেষামৃদ্ধিরতীবাত্র গতৌ বায়ুসমাশ্চ তে ।  
 স্থানাং প্রচ্যাবয়েয়ুর্ষে দেবরাজমপি ধ্রুবম্ ॥৮॥  
 তৈস্তাত ! বলিভিগুণ্ডা যাতুধানৈশ্চ রক্ষিতাঃ ।  
 দুর্গমাঃ পৰ্বতাঃ পার্থ ! সমাধিং পরমং কুরু ॥৯॥

#### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । সমাধিম্ এতত্তীর্থদর্শনে একাগ্রতাম্, অব্যাগ্রা অনাকুলচিত্তাঃ ॥৩॥  
 এতদ্বিতি । আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানম্, অতএব দেবানামেব চরণাক্তিতম্ ॥৪॥  
 শ্বেতমিতি । শ্বেতং গিরিং কৈলাসম্ । মাণিবরো নাম, মাণিভদ্রোহিপ্যস্ত নাম ॥৫॥  
 অষ্টেতি । চতুর্গা অষ্টাশীতিসহস্রাণামেব । সংস্থানমম্ ॥৬—৭॥  
 তেষামিতি । ঋদ্ধির্নসম্পৎ । স্থানাদেবরাজমপদাং, প্রচ্যাবয়েয়ুঃ ভ্রংশয়েয়ুঃ ॥৮॥

এই অন্তত স্থানটাকে এখন আর মানুষ দেখিতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং তোমরা অধীর না হইয়া একাগ্রতা অবলম্বন কর ; তাহা হইলেই তীর্থগুলি দেখিতে পাইবে ॥৩॥

এই দেবগণের ক্রীড়াস্থান দেখিতেছ, ইহাতে সেই দেবগণের চরণচিহ্ন সকল রহিয়াছে । কুন্তীনন্দন ! তুমি কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ ॥৪॥

আমরা এখন ক্রমশঃ কৈলাসপর্বত ও মন্দরপর্বতে প্রবেশ করিব ; যেখানে মাণিবরযক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের অবস্থান করেন ॥৫॥

মনুজশ্রেষ্ঠ রাজা ! অষ্টাশী হাজার দ্রুতগামী গন্ধৰ্ব্ব ও কিন্নর এবং তাহার চতুর্গণ যক্ষ নানাবিধ রূপ ও অঙ্গশালী হইয়া এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া যক্ষশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্রের সেবা করিয়া থাকে ॥৬—৭॥

এখানে তাহাদের অত্যন্ত ধনসমৃদ্ধি আছে এবং তাহারা গমনে বায়ুর তুল্য বেগবান্ ; যাহারা দেবরাজকে নিশ্চয়ই স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে ॥৮॥

কুবেরসচিবাশ্চান্মে রৌদ্রা মৈত্রাশ্চ রাক্ষসাঃ ।  
 তৈঃ সমেষ্যাম কৌন্তেয় ! সংযন্তো বিক্রমে ভব ॥১০॥  
 কৈলাসপৰ্ব্বতো রাজন্ । ষড়্‌যোজনশতোচ্ছ্রিতঃ ।  
 যত্নে দেবাঃ সমায়াস্তি বিশালা যত্র ভারত ! ॥১১॥  
 অসংখ্যেয়াস্তু কৌন্তেয় ! যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ ।  
 নাগাঃ সুপৰ্ণা গন্ধৰ্ব্বাঃ কুবেরসদনং প্রতি ॥১২॥  
 তান্ বিগাহস্ব পার্থাঢ় তপস্য চ দমেন চ ।  
 রক্ষ্যমাণো ময়া রাজন্ ! ভীমসেনবলেন চ ॥১৩॥  
 স্বস্তি তে বরুণো রাজা যমশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।  
 \*গঙ্গা চ যমুনা চৈব পৰ্ব্বতশ্চ দধাতু তে ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

তৈরিত্তি । গুপ্তা রক্ষিতাঃ, যাতুধাটম রাক্ষসৈঃ । সমাধিং গমনে একাগ্রতাম্ ॥১০॥  
 কুবেরেতি । রৌদ্রা ভয়ঙ্করাঃ, মৈত্রা মিত্রভাবাপন্নঃ, অবস্থা বিশেষে ইত্যাভ্যুত্থাপ্যাশয়ঃ ।  
 সমেষ্যাম মিলিতা ভবিষ্যামঃ, বিসর্গলোপ আৰ্হঃ । সংযন্তো যত্নবান্ ॥১১॥  
 কৈলাসেতি । উচ্ছ্রিত উচ্চঃ । বিশালা বদরী নগরী বা ॥১২॥  
 অসংখ্যেয়া ইতি । সুপৰ্ণা গরুড়বংশীয়াঃ । কুবেরসদনং প্রতি কুবেরনগরে ॥১২॥  
 তানিতি । তান্ বিগাহস্ব তেষু প্রবিশ । দমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ ॥১৩॥  
 স্বস্তীতি । স্বস্তি মঙ্গলম্ । সমিতিঞ্জয়ো যুদ্ধবিজয়ী । দধাতু বিদধাতু ॥১৪॥

বৎস পৃথানন্দন ! সেই বলবান্ গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের রক্ষিত  
 এই সকল দুৰ্গম পৰ্ব্বত দেখা যাইতেছে ; এ গুলিতে প্রবেশ করিবার জন্ত  
 বিশেষ মনোযোগ কর ॥৯॥

ভয়ঙ্করপ্রকৃতি ও কোমলস্বভাব অশ্রাশ্র অনেক রাক্ষসও কুবেরের মন্ত্রী  
 হইয়া রহিয়াছে ; আমরা তাহাদের সহিত মিলিত হইব ; সুতরাং কুন্তীনন্দন !  
 তুমি বিক্রমপ্রকাশে বিশেষ যত্নবান্ হও ॥১০॥

ভরতনন্দন রাজা ! কৈলাসপৰ্ব্বত ছয় শত যোজন উচ্চ ; যেখানে দেবতারা  
 আসিয়া থাকেন এবং যেখানে বিশাল একটা নগরী আছে ॥১১॥

কুন্তীনন্দন ! অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ, সুপৰ্ণ ও গন্ধৰ্ব্ব কুবেরের  
 নগরে অবস্থান করে ॥১২॥

পৃথানন্দন রাজা ! আমি ও ভীমসেন তোমাকে রক্ষা করিব—এই অবস্থায়  
 তুমি আজ তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কর ॥১৩॥

(১০)---সংযন্তো বিক্রমেণ চ—বা ব কা, ...যন্তো বিক্রমেণ ভব—নি ।

মরুতশ্চ সহাস্বিত্যং সরিতশ্চ সরাসি চ ।

স্বস্তি দেবাসুরেভ্যশ্চ বহুভ্যশ্চ বিশাংপতে ! ॥১৫॥

ইন্দ্রশ্চ জাম্ব্বনদপর্বতাত্বে শৃণোমি ঘোষণং তব দেবি ! গঙ্গে ! ।

গোপায়য়েমং হুভগে ! গিরিভ্যঃ সর্বাজমীঢ়াপচিতং নরেন্দ্রম্ ॥১৬॥

দদম্ শর্ম্ম প্রবিবিক্ষতোহস্ত শৈলানিমান্ শৈলস্তুতে ! নৃপশ্চ ।

উক্ত্বা তথা সাগরগাং স বিপ্রো যন্তো ভবস্বেতি শশাস পার্থম্ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অপূর্কোহয়ং সন্তমো লোমশস্ত কৃষ্ণাং সর্কেষ রক্ষত মা প্রমাদম্ ।

দেশো হয়ং দুর্গতমে মতোহস্ত তস্মাৎ পরং শৌচমিহাচরধ্বম্ ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

মরুত ইতি । হে বিশাংপতে ! অশ্বিত্যং সহ মরুতো বায়বঃ সরিতশ্চ সরাসি চ  
তে স্বস্তি বিদধত্বিতি পূর্বাশুকর্ষঃ । দেবাসুরেভ্যশ্চ বহুভ্যশ্চ তে স্বস্তি ভবত্বিতি শেষঃ ॥১৫॥

ইন্দ্রেতি । জাম্ব্বনদপর্বতাৎ স্বর্ণপর্বতাৎ সুমেরুতঃ । গোপায়য় রক্ষ, আয়প্রত্যয়ান্তাদ-  
শুপধাতোশ্চুরাদিত্যাং স্বার্থে ইন্ । সর্কেষঃ আজমীঢ়েরজমীঢ়বংশীয়েঃ অপচিতং পূজিতম্ ॥১৬॥

দদস্বেতি । শর্ম্ম মঙ্গলম্, প্রবিবিক্ষতঃ প্রবেষ্টুমিচ্ছতঃ । যন্তঃ শৈলপ্রবেশে যত্নবান্ ॥১৭॥

অপূর্ক ইতি । প্রমাদমনবধানতাম্, মা কুরুতেতি শেষঃ । দুর্গতমঃ অতীবদুর্গমঃ পরমত্যস্তম্,  
শৌচং বাসনঃকায়শুদ্ধিম্, আচরধ্বং কুরুত ॥১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

উগীরেতি ॥১॥ যত্রাগ্নিত্যমিধ্যাত ইতি ত্রিযোগিনারায়ণাখ্যং হরিদ্বারাং পরতঃ স্থান-  
মস্তি ॥২—১০॥ বিশালা বদরী ॥১১—১৫॥ ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রসম্বন্ধিনো জাম্ব্বনদং সুবর্ণং তম্বরাং  
পর্বতায়েরোঃ গোপায়য়েতি গিজস্তস্ত রূপম্, দেবৈরিতি শেষঃ স্বার্থে বা গিচ, আজমীঢ়বংশে

বরুণ, যুদ্ধবিজয়ী যমরাজা, গঙ্গা, যমুনা ও পর্বত সকল তোমার মঙ্গল  
করুন ॥১৪॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সমস্ত বায়ু, সমস্ত নদী ও সমস্ত সরোবর তোমার  
মঙ্গল করুন এবং অস্ত্রাত্ম দেবতা, অশুর ও বসুগণ হইতেও তোমার মঙ্গল  
হউক ॥১৫॥

গঙ্গাদেবি । আমি ইন্দ্রের সুমেরুপর্বত হইতে তোমার শব্দ শুনিতেছি ।  
সুভগে ! তুমি সমস্ত অজমীঢ়বংশীয়গণকর্তৃক সম্মানিত এই রাজাকে পর্বত  
হইতে রক্ষা কর ॥১৬॥

শৈলস্তুতে ! রাজা যুধিষ্ঠির এই পর্বতসমূহে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিতে-  
ছেন ; অতএব তুমি ইহাকে মঙ্গল দান কর । লোমশমুনি গঙ্গাকে এইরূপ  
বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন যে, “তুমি পর্বতপ্রবেশে যত্নবান্ হও” ॥১৭॥

## বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহব্রবীষ্টীমমুদারবীৰ্য্যং কৃষ্ণাং যন্তঃ পালয় ভীমসেন ! ।

শূন্যেহৰ্জ্জুনেহসম্মিহিতে চ তাত ! স্বামেব কৃষ্ণা ভজতে ভয়েষু ॥১৯॥

ততো মহাত্মা স যমৌ সমেত্য মূৰ্দ্ধন্যপাত্রায় বিমুজ্য গাত্রে ।

উবাচ তৌ বাম্পকলং স রাজা মা ভৈষ্ঠমাগচ্ছতমপ্রমত্তৌ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরবাক্যে পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## ভারতকোমুদী

তত ইতি । • অব্রবীষ্টযুধিষ্ঠির ইতি শেষঃ । উদারবীৰ্য্যং মহাবলম্ । যন্তো যত্ববান সন্ । শূন্যে লোকরহিতে স্থানে, অৰ্জ্জুনে চাসম্মিহিতে, কৃষ্ণা দ্রোপদী ॥১৯॥

তত ইতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ । বাম্পকলং স্নেহাশ্রবিন্দুবিসৰ্জনপূৰ্ব্বকম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকোমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াংপঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

## ভারতভাবদীপঃ

অপচিতং পুজিতং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥১৬॥ দদম্ব দেহি ॥১৭॥ শৌচং বায়ানঃকায়শুদ্ধিম্ ॥১৮—১৯॥ ভৈষ্ঠমিতি ছেদঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“লোমশমুনির অভূতপূৰ্ব্বে ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে ; অতএব তোমরা সকলে দ্রোপদীকে রক্ষা কর এবং নিজেরাও সাবধান হও । ইনি এই স্থানটাকে অত্যন্ত দুৰ্গম মনে করেন ; সুতরাং সকলেই সৰ্ব্বপ্রকার পবিত্র হও” ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির মহাবল ভীমকে বলিলেন—  
“ভীম ! তুমি বিশেষ যত্নবান হইয়া দ্রোপদীকে রক্ষা কর । কারণ, বৎস ! শূন্য স্থানে অৰ্জ্জুন নিকটে না থাকিলে ভয়ের সময়ে দ্রোপদী তোমাকেই অবলম্বন করেন” ॥১৯॥

তাহার পর মহাত্মা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাদের মন্তকাঞ্জীণ ও গাত্রমার্জ্জন করিয়া স্নেহাশ্রু বিসৰ্জনপূৰ্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন—  
“তোমরা ভীত হইও না, সাবধানে আগমন কর” ॥২০॥

—:~:—

\* ‘...একোনচত্বারিংশদধিকঃ...’ —বা ব কা পি, ‘...একচত্বারিংশদধিকঃ...’ —নি ।



## ষোড়শাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অস্তহিতানি ভূতানি বলবন্তি মহান্তি চ ।

অগ্নিনা তপসা চৈকশক্যং গন্তুং বৃকোদর ! ॥১॥

সন্নিবর্তয় কৌন্তেয় ! ক্ষুৎপিপাসে বলাশ্রয়াৎ ।

ততো বলঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ সংশ্রয়স্ব বৃকোদর ! ॥২॥

ঋষেস্ত্বয়া শ্রুতং বাক্যং কৈলাসং পৰ্ব্বতং প্রতি ।

বুদ্ধ্যা প্রপশু কৌন্তেয় ! কথং কৃষা গমিষ্যতি ॥৩॥

অথবা সহদেবেন ধোম্যেন চ সমং বিভো ! ।

সূতৈঃ পৌরোগবৈশৈচব সৰ্বৈশ্চ পরিচারকৈঃ ॥৪॥

রথৈরথৈশ্চ যে চাত্রে বিপ্রাঃ ক্লেশাসহাঃ পথি ।

সৰ্বৈশ্চ সহিতো ভীম ! নিবর্তস্বায়তেক্ষণ ! ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অস্তরিত্তি । অস্তহিতানি অদৃশ্যতয়া তিষ্ঠন্তি, ভূতানি দেবজাতীয়াঃ প্রাণিনঃ । অতএব  
তাগ্ননিষ্টমপি কুর্যুরিতি ভাবঃ । তেন চ অগ্নিনা অগ্নিগ্রহণেন, তপসা তদ্বলেন ॥১॥

সমিতি । সন্নিবর্তয় সমাধিজহীহি । দাক্ষ্যং দুৰ্গমস্থানে গমননৈপুণ্যম্ ॥২॥

ঋষেবিত্তি । ঋষেলোমশাৎ । প্রপশু পর্যালোচয় । কৃষা জ্যোপদী ॥৩॥

অথবেত্তি । সূতৈঃ সারথিভিঃ, পৌরোগবৈঃ পাকশালাধাকৈঃ, “পৌরোগবস্তদধ্যক্ষঃ”  
ইত্যমরঃ । নিবর্তস্ব, পৰ্ব্বতপ্রবেশাদিতি শেষঃ । হে আয়তেক্ষণ ! বিস্তৃতনয়ন ! ॥৪—৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম ! এখানে বলবান্ ও বিশালাকৃতি প্রাণী সকল  
অদৃশ্যভাবে থাকে ; সুতরাং অগ্নি গ্রহণ করিয়া তপোবলে যাইতে পারা যায় ॥১॥

কুন্তীনন্দন ভীম ! তুমি সহিষ্ণুতার বলে ক্ষুধা ও পিপাসা পরিত্যাগ কর  
এবং দুৰ্গম পথে গমনের শক্তি ও নিপুণতা অবলম্বন কর ॥২॥

কুন্তীনন্দন ! তুমি লোমশমুনির নিকট কৈলাসপৰ্ব্বতের বিবরণ শুনিয়াছ ;  
সুতরাং বুদ্ধিদ্বারা পর্যালোচনা কর দেখি—জ্যোপদী কি করিয়া গমন  
করিবেন ॥৩॥

অথবা, প্রভাবশালী বিস্তৃতনয়ন ভীম ! সহদেব, ধোম্য, সারথীগণ,

ত্রয়ো বয়ং গমিষ্যামো লঘুহারা যতব্রতাঃ ।

অহঞ্চ নকুলশ্চৈব লোমশশ্চ মহাতপাঃ ॥৬॥

মমাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ গঙ্গাদ্বারে সমাহিতঃ ।

বসেহ দ্রৌপদীং রক্ষন্ যাবদাগমনং মম ॥৭॥

ভীম উবাচ ।

রাজপুত্রৌ শ্রমেণার্তা দুঃখার্তা চৈব ভারত !

ব্রজতে্যব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া ॥৮॥

তব চাপ্যরতিস্তীত্রা বর্ততে তমপশ্যতঃ ।

গুড়াকেশং মহাত্মানং সংগ্রামেষ্পলায়িনম্ ।

কিং পুনঃ সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ ভারত ! ॥৯॥

দ্বিজাঃ কামং নিবর্তন্তাং সর্বৈ চ পরিচারকাঃ ।

সূতাঃ পৌরোগবান্শ্চৈব যঞ্চ মন্ত্ৰেত নো ভবান্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত্রয় ইতি । লঘুহারাঃ স্বল্পভোজনাঃ, যতব্রতা সংযতনিদ্রাদিনিয়মাঃ ॥৬॥

মমেতি । আকাঙ্ক্ষন্ প্রতীক্ষমাণঃ, গঙ্গাদ্বারে হরিদ্বারে । বস ভিষ্ঠ ॥৭॥

রাজেতি । কল্যাণী কল্যাণকারিণী কৃষ্ণা, শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া অৰ্জুনদর্শনেচ্ছয়া ॥৮॥

তবেতি । অরতিবিবাদঃ । গুড়াকেশমৰ্জ্জুনম্ । সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ অপশ্রুতস্তব কিং  
পুনঃ সা অরতির্ন ভবিষ্যতীতি শেষঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

দ্বিজা ইতি । কামং যথেষ্পিতম্ । মন্ত্ৰেত সহ গমনায় নাহুমন্ত্ৰেত ॥১০॥

পাকশালাধ্যক্ষগণ, সমস্ত পরিচারক, রথ, অশ্ব এবং অন্ত যে সকল ব্রাহ্মণ  
পথের কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, ইহাদের সকলের সহিত তুমি নিবৃত্ত হও ॥৪—৫॥

কেবল আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ—আমরা তিন জন অল্প ভোজন  
করিতে থাকিয়া এবং নিদ্রাপ্রভৃতি নিয়ম সংযত করিয়া গমন করিব ॥৬॥

আমার আগমনের প্রতীক্ষা এবং দ্রৌপদীকে রক্ষা করিতে থাকিয়া সাবধান  
হইয়া আমার প্রত্যাগমনপর্যন্ত এই গঙ্গাদ্বারেই অবস্থান কর" ॥৭॥

ভীম বলিলেন—“ভরতনন্দন ! পরিশ্রান্তা, দুঃখিতা, রাজনন্দিনী এবং  
সকলেরই কল্যাণকারিণী দ্রৌপদী অৰ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় যাইবেনই ॥৮॥

ভরতনন্দন ! আপনি, যুদ্ধে অপলায়ী ও মহাত্মা একমাত্র অৰ্জুনকে  
দেখিতেই না বলিয়াই আপনার গুরুতর বিবাদ চলিতেছে ; এ অবস্থায়  
আবার সহদেবকে, আমাকে ও দ্রৌপদীকে দেখিতে না পাইলে কি আরও  
গুরুতর বিবাদ হইবে না ? ॥৯॥

ন হুহং হাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমিহ কৰ্হিচিৎ ।  
 শৈলেহস্মিন্ রাক্ষসাকীর্ণে দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥১১॥  
 ইয়ঞ্চাপি মহাভাগা রাজপুত্রৌ পতিব্রতা ।  
 স্বামৃতে পুরুষব্যাত্ত্র ! নোৎসহেষ্মিনিবর্ত্তিতুম্ ॥১২॥  
 তথৈব সহদেবোহয়ং সততং স্বামনুভ্রতঃ ।  
 ন জাতু বিনিবর্ত্তেত মনোজ্ঞো হুহমস্ম বৈ ॥১৩॥  
 অপি চাত্ত্র মহারাজ ! সব্যসাচিদ্বিদ্‌ক্ষয়া ।  
 সৰ্ব্বৈ লালসভূতাঃ স্ম তস্মাদ্‌ঘাশ্চামহে সহ ॥১৪॥  
 যদুশক্যো রথৈর্গন্তুং শৈলোহয়ং বহুকন্দরঃ ।  
 পন্তিরেব গমিষ্যামো মা রাজন্ ! বিমনা ভব ॥১৫॥  
 অহং বহিষ্যে পাঞ্চালীং যত্র যত্র ন শক্যতি ।  
 ইতি মে বর্ত্ততে বুদ্ধির্মা রাজন্ ! বিমনা ভব ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । হাতুং ত্যজুম্ । দুর্গেষু দুর্গমেষু, বিষমেষু উচ্চাষেযু স্থানেষু ॥১১॥  
 ইয়মিতি । ঋতে বিনা । নোৎসহেয় শক্যুয়াং, পতিব্রতাক্রপজ্ঞাদেবেতি ভাবঃ ॥১২॥  
 তথেন্ধি । স্বাং প্রতি অনুভ্রতঃ অনুকূলঃ । জাতু কদাচিৎ, মনোজ্ঞঃ অতিপ্রায়জ্ঞঃ ॥১৩॥  
 অপীতি । সব্যসাচিদ্বিদ্‌ক্ষয়া অর্জুনদর্শনেচ্ছয়া । লালসভূতা উৎসুকা জাতাঃ ॥১৪॥  
 যদীতি । বহুনি কন্দরাপি গুহা যত্র সঃ । বিমনা উদ্বিগ্ধচিত্তঃ ॥১৫॥

সুতরাং সকল ব্রাহ্মণ, পরিচারক, সারথি, পাক্ষালাধ্যক্ষ এবং আপনি  
 যাহাকে যাইবার অনুমতি না দিবেন, তিনি ইচ্ছানুসারে নিবৃত্ত হউন ॥১০॥

কিন্তু আমি এই রাক্ষসাকীর্ণ পর্বতে দুর্গম ও বিষম স্থানে কখনই  
 আপনাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥১১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তা'র পর মহাভাগা ও পতিব্রতা এই রাজনন্দিনী জ্যোপদী  
 আপনাকে ছাড়িয়া নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না ॥১২॥

এবং এই সহদেবও সর্বদাই আপনার অনুকূল ; সুতরাং সহদেবও কখনই  
 নিবৃত্তি পাইবে না । কারণ, আমি উহার মনের ভাব জানি ॥১৩॥

আম্ন, মহারাজ ! সকলেই অর্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় উৎকণ্ঠিত হইয়া-  
 ছেন ; অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত যাইব ॥১৪॥

তবে, এই পর্বতে বহুতর গুহা আছে বলিয়া যদি রথে গমন করিতে পারা  
 না যায়, তাহা হইলে আমরা পদব্রজেই গমন করিব ; আপনি উদ্বিগ্ন  
 হইবেন না ॥১৫॥

সুকুমারো তথা বীরো মাদ্রীনন্দিকরাবুভো ।

দুর্গে সন্তারয়িষ্যামি যত্রাশক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ । †

এবং তে ভাষমাণস্ত বলং ভীমাভিবৰ্দ্ধতাম্ ।

যত্নমুৎসহসে বোদ্ধুং পাঞ্চালীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১৮॥

যমজৌ চাপি ভদ্রং তে নৈতদন্যত্র বিগতে ।

বলং তব যশশৈশ্চ বর্ষ্মঃ কীর্তিষ্চ বৰ্দ্ধতাম্ ॥১৯॥

যত্নমুৎসহসে বোদ্ধুং ভ্রাতরৌ\*সহ কৃষায়া ।

মা তে গ্লানির্মহাবাহো ! মা চ তেহস্ত পরাভবঃ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

অহমিতি । বহিঃস্থে বক্ষ্যামি, ইড়াগম আৰ্ঘ্যঃ । ন শঙ্ক্যতি গন্তুমিতি শেষঃ ॥১৬॥

সুকুমারাবিতি । মাদ্র্যা নন্দিকরো আনন্দজনকৌ । দুর্গে দুর্গমস্থানে ॥১৭॥

এবমিতি । উৎসহসে উৎসাহেনেচ্ছসি ॥১৮॥

যমজাবিতি । যমজৌ নকুলসহদেবৌ চাপি বোদ্ধুমুৎসহস ইত্যনুবৃতিঃ ॥১৯॥

যদিতি । গ্লানিরায়াসঃ । পরাভবো যুদ্ধে পরাজয়ঃ ॥২০॥

রাজা ! পাঞ্চালী যেখানে যেখানে গমন করিতে না পারিবেন, আমি সেইখানে সেইখানেই উহাকে বহন করিব ; এ-ই আমার ইচ্ছা ; আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না ॥১৬॥

তা'র পর কোমলাঙ্গ, বীর ও মাদ্রীর আনন্দজনক নকুল এবং সহদেবও যে দুর্গমস্থানে গমন করিতে অসমর্থ হইবে, সেখানে উহাদিগকে আমি পার করিয়া দিব" ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম ! তুমি যখন যশস্বিনী পাঞ্চালীকে বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ এবং এইরূপ বলিতেছ, তখন তোমার বলবৃদ্ধি হউক ॥১৮॥

এবং যখন নকুল-সহদেবকেও বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তখন তোমার মঙ্গল, বল, যশ, ধর্ম ও কীর্তি বৃদ্ধি লাভ করুক । এরূপ ব্যবহার অন্তত্ৰ নাই ॥১৯॥

মহাবাহু ! তুমি যখন ভ্রোণদীর সহিত নকুল-সহদেবকে বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তখন যেন তোমার গ্লানি ও পরাভব হয় না” ॥২০॥ .

† রাজোবাচ—পি । (১৮)...পাঞ্চালীং বিপুলৈশ্বরি—পি নি । (২০)...যত্নমুৎসহসে নেতুম্—বা ব কা নি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কৃষ্ণাহব্রবীদ্ধাক্যং প্রহসন্তী মনোরমম্ ।

গমিষ্যামি ন সস্তাপঃ কার্য্যো মাং প্রতি ভারত ! ॥২১॥

লোমশ উবাচ ।

তপসা শক্যতে গন্তুং পৰ্ব্বতং গঙ্গমাদনম্ ।

তপসা চৈব কৌন্তেয় ! সৰ্ব্বে যোক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২২॥

নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পার্থিব ! ।

অহঞ্চ ত্বঞ্চ কৌন্তেয় ! দ্রক্ষ্যামঃ শ্বেতবাহনম্ ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং সস্তাপমাণাস্তে স্খবাহুবিষয়ং মহৎ ।

দদৃশুমুদিতা রাজান্ ! প্রভূতগজবাজিমৎ ॥২৪॥

কিরাত-তঙ্গণাকৌর্ণং পুলিন্দশতসঙ্কুলম্ ।

হিমবত্যমরৈর্জুষ্টিং বহ্বাশ্চর্য্যসমাকুলম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । গমিষ্যামি স্বয়মেবেত্যাশয়ঃ । সস্তাপ উদ্বেগঃ ॥২১॥

তপসেতি । শক্যত ইতি কঠরি যন, ধাতুচ্চায়ম্ভয়পদৌ দৈবাদিকঃ ॥২২॥

নকুল ইতি । শ্বেতবাহনম্ অৰ্জুনম্ ॥২৩॥

এবমিতি । স্খবাহোঃ পুলিন্দরাজস্তা বিষয়ং রাজ্যম্ । ক্লীবত্বমার্বম্ । প্রভূতগজবাজিমৎ প্রচুরহস্তাশ্বযুক্তম্ । কিরাত-তঙ্গণ-পুলিন্দা অন্ত্যাজবিশেষাঃ ॥২৪—২৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তাহার পর জ্যোপদী হাসিতে হাসিতে মনোহর বাক্য বলিলেন—“আমি নিজেই গমন করিতে পারিব; সুতরাং ভরতনন্দন! আপনি আমার বিষয়ে উদ্বেগ করিবেন না” ॥২১॥

লোমশ বলিলেন—“তপোবলেই গঙ্গমাদনপর্ব্বতে যাইতে পারা যায়; সুতরাং কুন্তীনন্দন! আমরা সকলেই তপস্ত্রাযুক্ত হইব ॥২২॥

রাজা কুন্তীনন্দন! তাহার পর ভীম, নকুল, সহদেব, আমি এবং তুমি— আমরা সকলে যাইয়া অৰ্জুনকে দর্শন করিব” ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাঁহারা আনন্দিতচিত্তে এইরূপ আলাপ করিতে করিতে যাইয়া সুবাহুরাজ্যের বিশাল রাজ্য দর্শন করিলেন; সেই রাজ্যে প্রচুর হস্তী, অশ্ব, কিরাত, তঙ্গণ ও পুলিন্দ ছিল, হিমালয়ভাগে দেবতার বিচরণ করিতেন এবং বহুতর আশ্চর্য্য বস্তু ছিল ॥২৪—২৫॥

সুবাহুশ্চাপি তান্ দৃষ্ট্বা পূজয়া প্রত্যগৃহুত ।  
 বিষয়াস্তে পুলিন্দানামীশ্বরঃ শ্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥২৬॥  
 ততস্তে পূজিতাস্তেন সৰ্ব্ব এব সুখোষিতাঃ ।  
 প্রতস্থুৰ্বিমলে সূর্য্যে হিমবন্তঃ গিরিং প্রতি ॥২৭॥  
 ইন্দ্রসেনমুখাংশৈশ্চ ভূত্যান্ পৌরোগবাংস্তথা ।  
 সূদাংশ্চ পারিবর্হাংশ্চ দ্রৌপতাঃ সৰ্ব্বশো নৃপ । ॥২৮॥  
 রাজ্ঞঃ পুলিন্দাধিপতেঃ পরিদায় মহারথাঃ ।  
 পশ্চিমেব মহাবীৰ্য্যা যযুঃ কৌরবনন্দনাঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)  
 তে শনৈঃ প্রাদ্ৰবন্ সৰ্ব্বে কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।  
 কস্মাদেতাং সুসংহতাং দ্রষ্টুকামা ধনঞ্জয়ম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি  
 তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

#### ভারতকৌমুদী

সুবাহুরিতি । পূজয়া সম্মানেন । বিষয়াস্তে রাজ্যপ্রাপ্তে । ঈশ্বরো রাজা ॥২৬॥  
 তত ইতি । সুখেন উষিতা রাজাববস্থিতাঃ । বিমলে সূর্য্যে উদিতো সতি ॥২৭॥  
 ইন্দ্রেতি । পৌরোগবান্ পাকশালাধ্যক্ষান্, সূদান্ পাচকান্, দ্রৌপতাঃ পারিবর্হান্  
 পরিচারকাংশ্চ । পরিদায় রক্ষার্থং সমর্প্য ॥২৮—২৯॥

#### ভারতভাবদীপঃ

অন্তর্হিতানীতি ॥১—২৮॥ পরিদায় রক্ষার্থং সমর্প্য ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৬॥

পুলিন্দরাজ সুবাহুও রাজ্যপ্রাপ্তে তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীতি ও সম্মান-  
 পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২৬॥

তাহার পর তাঁহারা সকলেই সুবাহুকর্তৃক সম্মানিত হইয়া রাত্রিতে সুখে  
 বাস করিয়া প্রভাতকালে নির্মল সূর্য্য উদিত হইলে হিমালয়পর্ব্বতের দিকে  
 প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

রাজা । ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভূত্যাগণ, পাকশালার অধ্যক্ষগণ, পাচকগণ এবং  
 দ্রৌপদীর পরিচারকগণকে পুলিন্দরাজের নিকট রাখিয়া মহারণ ও মহাবীর  
 পাণ্ডবের পদত্রেই প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥২৮—২৯॥

সেই পাণ্ডবেরা সকলেই অর্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত আনন্দিত

\* ‘...চত্বারিংশদধিকশততম...’ — বা ব কা পি, ‘...ষিচত্বারিংশদধিকশততম...’ — নি ।

## সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভীমসেন ! যমো চোভো ! পাঞ্চালি ! চ নিবোধত ।

নাস্তি ভূতস্ত নাশো বৈ পশ্যতাম্মান্ বনেচরান্ ॥১॥

দুৰ্ব্বলাঃ ক্লেশিতাঃ স্বেতি যদ্বহামেতরেতরম্ ।

অশক্যোহপি ব্রজামেতি ধনঞ্জয়দিদৃক্ষয়া ॥২॥

তস্মৈ দহতি গাত্রাণি তুলরাশিমিবানলঃ ।

যচ্চ বীরং ন পশ্যামি ধনঞ্জয়মুপাস্তিকে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । প্রাজবন্ অগচ্ছন, কৃক্ষয়া দ্রোপদ্যা । হুসংহৃষ্টা আনন্দিতাঃ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভীমেতি । ভূতস্ত অতীতস্ত পূৰ্ব্বজন্মকৃতকৰ্ম্মণ ইত্যর্থঃ, ভোগেন বিনা নাশো নাস্তি ।  
অস্মান্ রাজপুত্রানপি বনেচরান্ পশ্যত । প্রাক্তনকৰ্ম্মণ এবদং ফলমিতি ভাবঃ ॥১॥

উক্তার্থে হেতুস্তরাণ্যাহ—দুৰ্ব্বলা ইতি । দুৰ্ব্বলাঃ ক্লতাঃ ক্লেশিতাশ্চ শত্রুভিরিতি শেয়ঃ ।  
ইতরেতরং পরস্পরম্, বহামঃ অহুকূলয়াম ইত্যর্থঃ । বিসৰ্গাণাং লোপ আৰ্ঘ্যঃ ॥২॥

হইয়া দ্রোপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে গমন করিতে  
লাগিলেন ॥৩০॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম ! নকুল ! সহদেব ! দ্রোপদি ! তোমরা  
শ্রবণ কর—ভোগ ব্যতীত প্রাক্তন কৰ্ম্মের নাশ হয় না ; তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—  
আমরা রাজপুত্র হইয়াও বনচারী হইয়াছি ॥১॥

তার পর শত্রুরা আমাদেরকে দুৰ্ব্বল করিয়াছে ও কষ্ট দিতেছে এবং আমরা  
পরস্পর পরস্পরের আশুকূল্য করিতেছি, আর অৰ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অগম্য  
স্থানে গমন করিতেছি ॥২॥

মহাবীর অৰ্জুনকে যে নিকটে দেখিতেছি না, তাহা—অগ্নি যেমন তুলরাশি  
দগ্ধ করে, সেইরূপ আমরা অঙ্গ সকল দগ্ধ করিতেছি ॥৩॥

তস্য দর্শনতৃষ্ণং মাং সানুজং বনমাশ্রিতম্ ।  
 যাজ্ঞসেন্যঃ পরামর্ষঃ স চ বীর ! দহতু্যত ॥৪॥  
 নকুলাৎ পূর্ব্বজং পার্থং ন পশ্যাম্যমিতৌজসম্ ।  
 অজেয়মুগ্রধনানং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৫॥  
 তীর্থানি চৈব রম্যাণি বনানি চ সরাংসি চ ।  
 চরামি সহ যুগ্মাভিস্তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥৬॥  
 পঞ্চ বর্ষাণ্যহং বীর ! সত্যসঙ্কং ধনঞ্জয়ম্ ।  
 যন্ন পশ্যামি বীভৎসুং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৭॥  
 তং বৈ শ্যামং গুড়াকেশং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ।  
 ন পশ্যামিমহাবাহুং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৮॥  
 কৃতাস্ত্রং নিপুণং যুদ্ধেহপ্রতিমানং ধনুস্বতাম্ ।  
 ন পশ্যামি কুরুশ্রেষ্ঠং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । তং ধনঞ্জয়াদর্শনং কর্তৃ । উপাস্তিকে অস্তিকে ॥৩॥  
 তন্ত্বেতি । দর্শনে তৃষ্ণা যন্ত তম্ । পরামর্ষঃ দুঃশাসনে কেশাকর্ষণম্ ॥৪॥  
 নকুলাদ্বিতি । পার্থমর্জুনম্ । উগ্রধনানং ভয়ঙ্করধনুর্ধরম্ ॥৫॥  
 তীর্থানীতি । তস্মাচ্ছুনস্ত । এতদপি প্রাক্তনশ্চৈব কশ্মণঃ ফলমিত্যাশয়ঃ ॥৬॥  
 পঞ্চতি । পঞ্চ বর্ষাণি যাবৎ । সত্যসঙ্কং সত্যপ্রতিজ্ঞম্ ॥৭॥  
 তমিতি । গুড়াক । নিদ্রা তস্তা ঙ্গেণ নিয়ন্তা তং জিতনিদ্রমনলসমিত্যর্থঃ ॥৮॥

বীর ! অমুজগণের সহিত বনে আসিয়াছি এবং এখন অর্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, এই অবস্থায় আবার জ্যোপদীর সেই কেশাকর্ষণ স্মরণ করিয়া দণ্ড হইতেছি ॥৪॥

বৃকোদর ! নকুলের অগ্রজ, অমিততেজা, অজেয় ও ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর অর্জুনকে যে দেখিতেছি না, তাহাতে আমি সন্তপ্ত হইতেছি ॥৫॥

তাহাতেই তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় তোমাদের সহিত মনোহর তীর্থ, বন ও সরোবরসমূহে বিচরণ করিতেছি ॥৬॥

বীর ভীমসেন ! আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ সত্যপ্রতিজ্ঞ বীভৎসু অর্জুনকে যে দেখিতেছি না, তাহাতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি ॥৭॥

ভীম ! সিংহের স্থায় সবিক্রমে গমনকারী, আলস্যহীন, শ্যামবর্ণ ও মহাবাহু অর্জুনকে দেখিতেছি না ; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥৮॥

বৃকোদর ! অস্ত্রে সুশিক্ষিত, যুদ্ধে নিপুণ, ধনুর্ধরদিগের মধ্যে অতুলমীর



চরন্তুমরিসজ্জেষু কালে ক্রুদ্ধমিবাস্তকম্ ।

প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং সিংহস্কন্ধং ধনঞ্জয়ম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

যঃ স শক্রাদনবরো বীর্যেণ দ্রবিণেন চ ।

যময়োঃ পূর্বজঃ পার্থঃ খেতান্বোহমিতবিক্রমঃ ॥১১॥

দুঃখেন মহতাবিস্কৃতং ন পশ্যামি ফাল্গুনম্ ।

অজ্জৈয়মুগ্রধনানং তেন তপ্যো বৃকোদর ! ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

সততং য ক্ষমাশীলঃ ক্ষিপ্যমাণোহপ্যগীয়াস ।

ঋজুমার্গপ্রপন্নস্ত শর্মদাতাহভয়স্ত চ ॥১৩॥

স তু জিন্মপ্রবৃত্তস্ত মায়য়াভিজিঘাংসতঃ ।

অপি বজ্রধরস্ত্যাজো ভবেৎ কালবিষোপমঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

#### ভারতকৌমুদী

কৃতেন্দি । অপ্রতিমানং নিরুপমম্ । কালে আয়ুঃশেষে । প্রভিন্নং মদশ্রাবিণম্ ॥১—১০॥

য ইতি । অনবরঃ অনিরুদ্ধঃ । দ্রবিণেন পরাক্রমেণ । ফাল্গুনমর্জুনম্ ॥১১—১২॥

সততমিতি । অগীয়াসপি অতিক্রুদ্রোগপি জনেন, ক্ষিপ্যমাণস্তিরিক্রিয়মাণঃ । ঋজুমার্গপ্রপন্নস্ত সরলপথবর্তিনঃ, শর্মদাতা স্বধদাতা, অভয়স্ত চ দাতা । জিন্মপ্রবৃত্তস্ত কুটিলপথবর্তিনঃ, মায়য়া কুটীভাবেন । কালস্ত সর্পস্ত বিষোপমঃ ॥১৩—১৪॥

#### ভারতভাবদীপঃ

ভীমসেন ইতি । ভূতস্ত প্রাক্তনকর্ণণঃ ॥১—৩॥ পরামর্ষঃ কেশেযু গ্রহণম্ ॥৪—৮॥ অপ্রতিমানং নাস্তি প্রতিমানং সাদৃশ্যং যন্ত সোহপ্রতিমানন্তম্ ॥৯॥ প্রভিন্নং অবয়বম্ ॥১০॥ কুরুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্তকালে ক্রুদ্ধ যমের স্থায় শক্রমধ্যে বিচরণকারী, মদশ্রাবী হস্তীর স্থায় বলবান্ এবং সিংহের স্থায় উন্নতস্কন্ধ অর্জুনকে দেখিতেছি না ; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥১—১০॥

ভীমসেন ! যিনি বলে ও পরাক্রমে ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন, যিনি নকুল ও সহদেবের অগ্রজ এবং যাঁহার অশ্বগুলি খেতবর্ণ ও বিক্রমের তুলনা নাই, সেই অজ্জৈয় ভীমধরা অর্জুনকে দেখিতেছি না ; তাহাতেই গুরুতর দুঃখে অভিভূত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছি ॥১১—১২॥

অতি দুর্বল ব্যক্তিও তিরস্কার করিলে যিনি সর্বদা ক্ষমাই করিয়া থাকেন এবং সরল পথে চলিলে তাহাকে সুখ ও অভয় দান করিয়া থাকেন, তিনি আবার যুদ্ধে কুটিলপথগামী এবং ছলপূর্বক জিঘাংসু ইন্দ্রের পক্ষেও কালসূর্পের বিষের স্থায় ভীত হইয়া থাকেন ॥১৩—১৪॥

(১০)....কালং ক্রুদ্ধমিবাস্তকম্—পি । (১১) বচ শক্রাদনবরঃ—পি । (১৪)....অপি বজ্রধরস্ত্যাজো—বা ব ক নি ।

শত্রোরপি প্রপন্নস্ত সোহনৃশংসঃ প্রতাপবান্ ।  
 দাতাহভয়স্ত বীভৎস্বরমিতাক্ষা মহাবলঃ ॥১৫॥  
 সৰ্বেষামাশ্রয়োহস্মাকং রণেহরীণাং প্রমদিতা ।  
 আহৰ্ত্তা সৰ্ব্বরত্নানাং সৰ্বেষাং নঃ স্থাবহঃ ॥১৬॥  
 রত্নানি যস্য বীৰ্য্যেণ দিব্যান্মাসন্ পুরা মম ।  
 বহুনি বহুজাতীনি যানি প্রাপ্তঃ সুষোধনঃ ॥১৭॥  
 যস্য বাহুবলান্বীৰ ! সভা চাসীৎ পুরা মম ।  
 সৰ্ব্বরত্নময়ী খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পাণ্ডব ! ॥১৮॥  
 বাসুদেবসমং বীৰ্য্যে কার্ত্তবীৰ্য্যসমং যুধি ।  
 অজ্ঞেয়মমিতং যুদ্ধে তং ন পশ্যামি কাঙ্ক্ষনম্ ॥১৯॥  
 সৰ্ব্বৰণং মহাবীৰ্য্যং ত্বাক্ষ ভীমাপরাজিতম্ ।  
 অনুযাতঃ স্ববীৰ্য্যেণ বাসুদেবঞ্চ শক্রহা ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

শত্রোরিতি । প্রপন্নস্ত শরণাগতস্ত । অনৃশংসো দয়ালুঃ । বীভৎস্বরজ্জুনঃ ॥১৫॥  
 সৰ্বেষামিতি । স্থাবহঃ বিনয়গোজ্ঞাাদিনা স্থজনকঃ ॥১৬॥  
 রত্নানীতি । দিব্যানি উৎকৃষ্টানি । প্রাপ্তঃ দূতে বিজিত্য লব্ধবান ॥১৭॥  
 যন্তেতি । সভা ইন্দ্রপ্রস্থনগরে ময়দানবেন নির্মিতা ॥১৮॥  
 বাসুদেবেতি । অমিতং নিরূপমম্ । কাঙ্ক্ষনম্ অর্জুনম্ ॥১৯॥  
 সৰ্ব্বৰণমিতি । সৰ্ব্বৰণং রামম্ । অনুযাতঃ অনুকৃতবান্ । শক্রহা শক্রহস্তা ॥২০॥

সেই প্রতাপশালী, অসাধারণ উদারচেতা ও মহাবল অর্জুন শরণাগত শত্রুর উপরেও দয়ালু হইয়া অভয় দান করিয়া থাকেন ॥১৫॥

এবং তিনি আমাদের সকলেরই অবলম্বন, যুদ্ধে শত্রুবিজয়ী, সর্বপ্রকার রত্নের আহরণকারী এবং আমাদের সকলেরই স্থতজনক ॥১৬॥

যাঁহার বাহুবলে পূর্বে আমার বহুজাতীয় বহুতর উৎকৃষ্ট রত্ন হইয়াছিল ; যেগুলি এখন তুষোধন পাইয়াছেন ॥১৭॥

আর বীর পাণ্ডুনন্দন ! যাঁহার বাহুবলে পূর্বে আমার (ইন্দ্রপ্রস্থনগরে) সর্বরত্নময়ী ত্রিভুবনবিখ্যাত সভা নির্মিত হইয়াছিল ॥১৮॥

যিনি বুলে কৃষ্ণের সমান এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের তুল্য, সেই অজ্ঞেয় ও যুদ্ধে অতুলনীয় অর্জুনকে দেখিতেছি না ॥১৯॥

ভীম ! শত্রুহস্তা অর্জুন আপন বাহুবলে মহাবীর বলরামের, অপরাজিত তোমার এবং কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া থাকেন ॥২০॥

ଯନ୍ତ୍ର ବାହୁବଳେ ତୁଲ୍ୟଃ ପ୍ରଭାବେ ଚ ପୁରନ୍ଦରଃ ।  
 ଝବେ ବାୟୁର୍ମୁଖେ ସୋମଃ କ୍ରୋଧେ ଯତ୍ୟୁଃ ସନାତନଃ ॥୨୧॥  
 ତେ ବୟଃ ତଂ ନରବ୍ୟାଘ୍ରଂ ସର୍ବେ ବୀରଂ ଦିଦୃଶ୍ବଃ ।  
 ପ୍ରବେକ୍ଷ୍ୟାମୋ ମହାବାହୋ ! ପର୍ବତଂ ଗଞ୍ଜମାଦନଂ ॥୨୨॥ (ଯୁଦ୍ଧକର୍ମ)  
 ବିଶାଳା ବଦରୀ ଯତ୍ର ନରନାରାୟଣାଶ୍ରୟଃ ।  
 ତଂ ସଦାହଧ୍ୟୁଷିତଂ ଯତ୍କୈର୍ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାମୋ ଗିରିଯୁକ୍ତମଂ ॥୨୩॥  
 କୁବେରନଲିନୀଂ ରମ୍ୟାଂ ରାକ୍ଷସୈରଭିରକ୍ଷିତାମ୍ ।  
 ପଞ୍ଚିରେବ ଗମିଷ୍ୟାମନ୍ତପ୍ୟମାନା ମହତ୍ତପଃ ॥୨୪॥  
 ନ ସ ଯାନବତା ଶକ୍ୟୋ ଗଞ୍ଜଂ ଦେଶୋ ବ୍ରହ୍ମକୋଦର ! ।  
 ନ ନୂଶଂସେନ ଲୁକ୍ରେନ ନାପ୍ରଶାନ୍ତେନ ଭାରତ ! ॥୨୫॥  
 ତତ୍ର ସର୍ବେ ଗମିଷ୍ୟାମୋ ଭୈରବଞ୍ଚନଗବେଶିନଃ ।  
 ସାୟୁଧା ବଜ୍ରନିଞ୍ଚିଂଶାଃ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ବିତୈର୍ମହାବ୍ରତେଃ ॥୨୬॥

### ଭାରତକୋମୁଦୀ

ଯନ୍ତ୍ରେତି । ପ୍ରଭାବେ ଯୁକ୍ତନିପୁଣ୍ୟୋ । ଝବେ ବେଗେ । ସୋମଃକ୍ରୋଧଃ । ଦିଦୃଶ୍ବ ଇତି ଦୃଶେ  
 ସନନ୍ତାଦୁପ୍ରତ୍ୟୟଂ ନିର୍ଣ୍ଣାଦିତୟା କର୍ମାଦି ଶକ୍ତିନିଷେଧାଦିତୀୟେବ ॥୨୧—୨୨॥

ବିଶାଳେତି । ବଦରୀ କର୍କଶୁବ୍ରକ୍ଷଃ, ତଥୈବ ବକ୍ଷ୍ୟମାଗତ୍ୟାଂ । ଅଧ୍ୟୁଷିତଂ ଅଧିଷ୍ଠିତଂ ॥୨୩॥

କୁବେରେତି । କୁବେରଂ ନଲିନୀଂ ସରସୀମ୍ । ତପ୍ୟମାନାଃ କୁର୍ବାଣାଃ ॥୨୪॥

ନେତି । ଯାନବତା ରଥାଦିମତା ଜନେନ । ଅପ୍ରଶାନ୍ତେନ କାମାଦିଭୂତଚିତ୍ତେନ ॥୨୫॥

ବାହୁବଳ ଓ ଯୁକ୍ତନିପୁଣ୍ୟାବିଷୟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ତୁଲ୍ୟ, ବେଗବିଷୟେ ବାୟୁ ଯାହାର ସମାନ,  
 ମୁଖସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ସଦୃଶ ଏବଂ କ୍ରୋଧବିଷୟେ ସନାତନ ଯତ୍ୟୁ ଯାହାର ଉପମାଂଶୁଳ,  
 ସେହି ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛାୟା ଆମରା ସକଳେ ଗଞ୍ଜମାଦନପର୍ବତେ  
 ପ୍ରବେଶ କରିବ ॥୨୧—୨୨॥

ସେଥାନେ ବିଶାଳ ଏକଟା ବଦରୀବୃକ୍ଷ ଏବଂ ନର ଓ ନାରାୟଣ ଶାସିର ଆଶ୍ରୟ  
 ରହିଆଛି, ସର୍ବଦା ଯକ୍ଷାଧିଷ୍ଠିତ ସେହି ଉକ୍ତମ ପର୍ବତ ଆମରା ଦର୍ଶନ କରିବ ॥୨୩॥

ଏବଂ ଆମରା ଶୁରୁତର ତପସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରବ୍ରତ ଧାକିଆ ପଦବ୍ରଜେହି ରାକ୍ଷସରକ୍ଷିତ  
 ମନୋହର କୁବେରସରୋବରେ ଗମନ କରିବ ॥୨୪॥

କାରଣ, ଭରତନନ୍ଦନ ଭୈରବେନ । କୋନ ଯାନେ ଆରୋହଣ କରିବୁ ସେ ଦେଶେ  
 ଗମନ କରିତେ ପାରା ଯାୟ ନା ଏବଂ ନୂଶଂସ, ଲୁକ୍ ଓ ଅସଂଯତଚିତ୍ତ ଲୋକଓ ସେଥାନେ  
 ସାହିତେ ପାରେ ନା ॥୨୫॥

(୨୩)....ଯତ୍ର ନାରାୟଣାଶ୍ରୟଃ—ପି । (୨୪)....ରାକ୍ଷସୈରଭିବେଷିତାମ୍—ବା ବ କା ନି । (୨୫) ନ ଚ  
 'ଯାନବତା—ବା ବ କା, ନାତପ୍ତତପସା ଶକ୍ୟଃ—ନି ।

মক্ষিকা মশকান্ দংশান্ সিংহান্ ব্যাভ্রান্ সন্নীশপান্ ।

প্রাপ্নোত্যনিয়তঃ পার্ধ ! নিয়তস্তান্ ন পশ্যতি ॥২৭॥

তে বয়ং নিয়তাত্মানঃ পৰ্বতং গন্ধমাদনম্ ।

প্রবেক্ষ্যামো মিতাহারা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

তত্রোতি । হে ভীম ! অৰ্জুনগবেষণঃ অৰ্জুনগবেষণঃ । নিম্নিঃশঃ খড়্গাঃ ॥২৬॥

মক্ষিকা ইতি । অনিয়ত উপবাসাদিনিয়মরহিতঃ, নিয়ত উপবাসাদিমান্ ॥২৭॥

ত ইতি । নিয়তাত্মানঃ সংযতচিত্তাঃ কামরাগাদিরহিতচিত্তা ইতি যাবৎ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি

তীর্থযাত্রায়াং সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

অনবরোহহীনঃ ॥১১—১৪॥ অভয়শ্চ চ দাতা, অমিতাত্মা মহামনাঃ ॥১৫—১৮॥ অমিত্ত-

মহিংসিতমজিতমিতি যাবৎ ॥১৯॥ হে ভীম ! ॥২০॥ সোম ইতি মধুরবাক্যং লক্ষ্যতে

॥২১—২৩॥ নলিনীং পুষ্করীণীম্ ॥২৪—২৬॥ অনিয়তোহশুচিঃ ॥২৭—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৭॥

—:~:—

ভীম ! আমরা সকলেই তরবারি ও অশ্বাশ্ব অস্ত্র ধারণ করিয়া অৰ্জুনকে দেখিবার জন্ত মহাত্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত সেখানে গমন করিব ॥২৬॥

পৃথানন্দন ! নিয়মবিহীন লোক মক্ষিকা, মশক, দংশ (ডাঁশ), সিংহ, ব্যাভ্র ও সর্প দেখিতে পায় ; কিন্তু নিয়মশালী লোক সেগুলি দেখিতে পায় না ॥২৭॥

অতএব আমরা নিয়মশালী ও মিতাহারী হইয়া অৰ্জুনকে দেখিবার জন্ত গন্ধমাদনপৰ্বতে প্রবেশ করিব ॥২৮॥

—:~:—

(২৭) মক্ষিকাদংশমশকান্—বা ব কা । \* ‘...একচত্বারিংশদধিকশততমঃ...’—বা ব কা পি, ‘...ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমঃ...’—নি ।

## অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

দ্রষ্টারঃ ! পৰ্বতাঃ সৰ্ব্বৈ নতঃ সপুৰকাননাঃ ।  
তীৰ্থানি চৈব ত্রীমন্তি স্পৃষ্টঞ্চ সলিলং কঠৈঃ ॥১॥  
পৰ্বতং মন্দরং দিব্যমেষ পস্থাঃ প্রযাস্ততি ।  
সমাহিতা নিরুদ্ভিগাঃ সৰ্ব্বৈ ভবত পাণ্ডবাঃ ! ॥২॥  
অয়ং দেবনিবাসো বৈ গন্তব্যো বো ভবিষ্যতি ।  
ঋষীণাক্ষৈব দিব্যানাং নিবাসঃ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥৩॥  
এষা শিবজলা পুণ্যা যাতি সৌম্যা মহানদী ।  
বদরীপ্রভবা রাজন্ । দেবষিগণসেবিতা ॥৪॥  
এষা বৈহায়সৈর্নিত্যং বালখিলৈর্মহাত্মভিঃ ।  
অর্চিতা চোপযাতা চ গন্ধর্বেশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

দ্রষ্টার ইতি । হে দ্রষ্টারঃ ! তীর্থদর্শিনঃ ! যুগ্মাভির্দৃশিরে ইতি শেষঃ ॥১॥  
পৰ্বতমিতি । দিব্যং স্বর্গীয়ম্ । সমাহিতা অর্জুনদর্শনে একাগ্রচিত্তাঃ ॥২॥  
অয়মিতি । বো যুগ্মকম্ । দিব্যানাং স্বর্গীয়গাম্ । নিবাসোহপি গন্তব্যঃ ॥৩॥  
এষেতি । শিবজলা মঙ্গলকরজলা, মহানদী গঙ্গা, বদরীপ্রভবা তত উপপন্ন ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“হে তীর্থদর্শিগণ ! তোমরা—সকল পৰ্বত, নগর ও বনের সহিত সকল নদী এবং সুন্দর তীর্থ সকল দর্শন করিয়াছ, হস্ত দ্বারা সেগুলির জলও স্পর্শ করিয়াছ ॥১॥

পাণ্ডবগণ ! এই পথ স্বর্গীয় মন্দরপৰ্বতে যাইবে ; সুতরাং তোমরা সকলে এখন একাগ্রচিত্ত ও নিরুদ্বেগ হও ॥২॥

ঐ দেবনিবাস এবং স্বর্গীয় পুণ্যকৰ্ম্মা ঋষিদিগের নিবাসভূমিতে তোমাদের গমন করিতে হইবে ॥৩॥

রাজা ! শুভজলা, পুণ্যজনিকা, মনোহরা, বদরিকাশ্রমোৎপন্ন ও দেবষি-গণসেবিতা এই মহানদী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন ॥৪॥

আকাশগামী মহাত্মা বালখিল্য ঋষিরা সর্বদা ইহার সেবা করেন এবং মহাত্মা গন্ধর্বেরাও এখানে আসিয়া থাকেন ॥৫॥

অত্র সাম স্ম গায়ন্তি সামগাঃ পুণ্যানিস্বনাঃ ।  
 মরীচিঃ পুলহশ্চৈব ভৃগুশ্চৈবান্ধ্রিরাশ্বনা ॥৬॥  
 অত্রাহিকং সুরশ্রেষ্ঠো জপতে সমরুদগণঃ ।  
 সাধ্যাশ্চৈবাশ্বিনৌ চৈব পরিধাবন্তি তং তদা ॥৭॥  
 চন্দ্রমাঃ সহ সূর্য্যেণ জ্যোতীংষি চ ঐহৈঃ সহ ।  
 অহোরাত্রিবিভাগেন নদীমেতামমুদ্রজন্ ॥৮॥  
 এতস্তাঃ সলিলং মূৰ্দ্ধ্না বুধাকঃ পর্য্যধারয়ৎ ।  
 গঙ্গাদ্বারে মহাভাগ ! যেন লোকস্থিতিৰ্ভবেৎ ॥৯॥  
 এতাং ভগবতীং দেবীং ভবন্তঃ সৰ্ব্ব এব হি ।  
 প্রযতেন্নান্না তাত ! অভিগম্যাভিবাদত ॥১০॥

#### ভারতকৌমুদী

এষেতি । বৈহায়সৈঃ খেচরৈঃ । উপযাতা সেবিতা ॥৫॥  
 অত্রোতি । অত্র অস্তা মহানগাস্তীরে । কে তে সামগা ইত্যাহ—মরীচিরিতি ॥৬॥  
 অত্রোতি । আহিকং দৈনিকমিষ্টমন্ত্রম্, সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রঃ । পরিধাবন্তি অমুসরন্তি ॥৭॥  
 চন্দ্রমা ইতি । জ্যোতীংষি নক্ষত্রানি । অমুদ্রজমিতি অড়াগমাতাব আৰ্ঘ্যঃ ॥৮॥  
 এতস্তা ইতি । বুধাকঃ শিবঃ । যেন সলিলেন, লোকস্থিতির্মর্ত্যালোকরক্ষা ॥৯॥  
 এতামিতি । প্রযতেন্নান্না সংযতেন চিন্তেন । অভিবাদতেতি যলোপ আৰ্ঘ্যঃ ॥১০॥

#### ভারতভাবদীপঃ

দ্রষ্টার ইতি । ভো দ্রষ্টারঃ ! সৰ্ব্বে মন্দরাদগ্নে পৰ্ব্বতা দৃষ্টা ইতি শেষঃ ॥১--৩॥ মহানদী  
 গঙ্গা অলকনন্দা বা ॥৪॥ উপযাতা ইষ্টসিদ্ধার্থং প্রার্থিতা ॥৫॥ সামগাঃ—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্ম-  
 বিদগেয়াং সাম ক্ষয়তে “এতং সাম গায়ন্ত্যস্তে হা ৩ বৃহা ৩ বৃহা ৩ বৃ অহমন্ন”মিত্যাঙ্গি মরীচ্যা-  
 দয়োহত্র সার্বাঙ্গ্যং স্বস্ত পশ্বস্তো গায়ন্তীত্যর্থঃ ॥৬॥ আহিকং নৈয়মিকং জপম্, পরিধাবন্তি  
 মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অন্ধ্রিরা—এই সকল সামগায়ী পুণ্যধ্বনিকারী ঋষিরা  
 ইহার তাঁরেই সামগান করিয়া থাকেন ॥৭॥

ইন্দ্র অস্তাশ্চ দেবতাদের সহিত মিলিত হইয়া এইখানেই দৈনিক ইষ্টমন্ত্র  
 জপ করিয়া থাকেন ; তখন সাধাগণ ও অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহার অনুসরণ  
 করেন ॥৭॥

সূর্য্যের সহিত চন্দ্র এবং অস্তাশ্চ গ্রহের সহিত নক্ষত্রমণ্ডল দিন ও রাত্রিবিভাগ  
 অনুসারে এই নদীরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন ॥৮॥

মহাভাগ ! মহাদেব হরিদ্বারে এই নদীর জলই মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন ;  
 যে জলদ্বারা মর্ত্যালোকে রক্ষা হয় ॥৯॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লোমশস্য মহাত্মনঃ ।  
 আকাশগঙ্গাং প্রযতাঃ পাণ্ডবা অভ্যবাদয়ন্ ॥১১॥  
 অভিবাণ চ তে সৰ্বৈ পাণ্ডবা ধৰ্ম্মচাৰিণঃ ।  
 পুনঃ প্রযাতাঃ সংহৃষ্টাঃ সৰ্বৈ ঋষিগণৈঃ সহ ॥১২॥  
 ততো দূৰাং প্রকাশন্তং পাণ্ডুরং মেরুসন্নিভম্ ।  
 দদৃশুস্তে নরশ্ৰেষ্ঠা বিকীৰ্ণং সৰ্ব্বতো দিশম্ ॥১৩॥  
 তান্ প্রক্টুকামান্ বিজ্ঞায় পাণ্ডবান্ স তু লোমশঃ ।  
 উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শৃণুধ্বং পাণ্ডুনন্দনাঃ ! ॥১৪॥  
 এতদ্বিকীৰ্ণং স্ত্রীমং কৈলাসশিখরোপমম্ ।  
 যৎ পশ্যসি নরশ্ৰেষ্ঠ ! পৰ্বতপ্রতিমং স্থিতম্ ॥১৫॥  
 এতান্মস্থানি দৈত্যস্য নরকস্য মহাত্মনঃ ।  
 পৰ্বতপ্রতিমং ভাতি পৰ্বতপ্রস্তরান্ধ্রিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

তত্ত্বতি । প্রযতাঃ সংযতচিত্তাঃ সন্তঃ ॥১১॥  
 অভিবাণেতি । প্রযাতাঃ প্রস্থিতাঃ, সংহৃষ্টা অৰ্জুনদর্শনাশয়া আনন্দিতাঃ ॥১২॥  
 তত ইতি । প্রকাশন্তং প্রকাশমানম্, পাণ্ডুরং শ্বেতম্, মেরুসন্নিভম্ ॥১৩॥  
 তানিতি । কিং বাক্যম্বাচেত্যাহ—শৃণুধ্বমিত্যাदि ॥১৪॥  
 এতদ্বিতি । স্ত্রীমং অতীবোজ্জ্বলম্ । ভাতি, এতদস্থিৰূপমিতি শেষঃ ॥১৫—১৬॥

অতএব বৎস ! তোমরা সকলেই যাইয়া সংযতচিত্তে এই মাহাত্ম্যবতী গঙ্গাদেবীকে নমস্কার কর” ॥১০॥

মহাত্মা লোমশমুনির সেই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ সংযতচিত্ত হইয়া মন্দাকিনীকে নমস্কার করিলেন ॥১১॥

ধৰ্ম্মাচারী পাণ্ডবেরা সকলে মন্দাকিনীকে নমস্কার করিয়া আনন্দিত হইয়া ঋষিগণের সহিত পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তদনন্তর সেই মনুষ্যশ্ৰেষ্ঠেরা সকলেই দূর হইতে প্রকাশমান, শ্বেতবর্ণ, সূক্ষ্ম-পৰ্বতের স্তায় উচ্চ এবং সৰ্বদিক্‌ব্যাপ্ত একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন ॥১৩॥

পাণ্ডবেরা সেই পদার্থটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা বুঝিয়াই বাক্যভিজ্ঞ লোমশমুনি এই কথা বলিলেন—“পাণ্ডবগণ ! শ্রবণ কর—” ॥১৪॥

নরশ্ৰেষ্ঠ ! বিক্ষিপ্ত, অত্যন্ত উজ্জ্বল, কৈলাসপৰ্বতের স্তায় শুভ্রবর্ণ এবং পৰ্বতপ্রমাণ স্থিত এই যাহা দেখিতেছে, এগুলি—বিশালদেহ নরকা-

পুরাতনেন দেবেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ।

দৈত্যো বিনিহতস্তাত । স্তবরাজহিতৈষণা ॥১৭॥

দশ বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্য মহামনাঃ ।

ঐক্ষ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃস্বাধ্যায়বিক্রমাৎ ॥১৮॥

তপোবলেন মহতা বাহুবলেন চ ।

নিত্যমেব দুরাধৰ্ষো ধৰ্ম্ময়ন্ স দিতেঃ স্তুতঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

স তু তস্য বলং জ্ঞাত্বা ধৰ্ম্মে চ চরিতং ব্রতম্ ।

ভয়াভিজুতঃ সংবিগ্নঃ শত্রু আসৌত্তদাহনঘ ! ॥২০॥

তেন সঞ্চিস্তিতো দেবো মনসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।

• সৰ্ব্বত্রগঃ প্রভুঃ শ্রীমানাগতশ্চ স্থিতো বভৌ ॥২১॥

ঋষয়শ্চাপি তং সৰ্ব্বৈ ভুক্ষুবুশ্চ দিবৌকসঃ ।

তং দৃষ্ট্বা জলমানশ্রীর্ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

পূরেতি । পুরাতনেন আদিমেনেত্যর্থঃ । হে তাত । বৎস ! ॥১৭॥

দশেতি । তপ্য তপ্ত্বা । স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নম্ । সু নরকঃ ॥১৮—১৯॥

স ইতি । ধৰ্ম্মে ধৰ্ম্মবিষয়ে, ব্রতমুপবাসাদি । সংবিগ্নঃ অস্থিরচিত্তঃ ॥২০॥

তেনেতি । তেন শত্রেণ । অব্যয়ঃ অবিনশ্বরঃ । শ্রীমান্ কাস্তিমান্ ॥২১॥

স্বপ্নের অস্তি ; এগুলি পার্বত্যপ্রস্তরে থাকিয়া পর্বতেরই মত শোভা পাইতেছে ॥১৫—১৬॥

বৎস ! আদিদেব পরমাত্মা বিষ্ণু দেবরাজের হিতের জন্ত এই নরকাস্থরকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

মহামনা নরকাস্থর দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্তা করিয়া, সেই তপোবলে এবং বেদাধ্যয়ন ও বিক্রমের প্রভাবে ইন্দ্রের পদ প্রার্থনা করিয়াছিল । কারণ, সে নরকাস্থর গুরুতর তপস্তার বলে এবং বাহুবলগের প্রভাবে সর্বদাই দেবগণকে উৎপীড়ন করিতে থাকিয়া তাঁহাদের পক্ষে দুর্ভিক্ষই হইয়াছিল ॥১৮—১৯॥

হে নিম্পাপ রাজা ! তখন ইন্দ্র তাহার বল ও ধর্ম্মসঞ্চয়ের বিষয় জানিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥২০॥

তাই তিনি মনে মনে চিন্তা করিলে আদিদেব, অবিনাশী, সর্বত্রগামী, জগদীশ্বর ও সুন্দরাকৃতি বিষ্ণু আসিয়া তাঁহার সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২১॥



নষ্টতেজাঃ সমভবতস্য তেজোহভিভৎসিতঃ ।

তং দৃষ্ট্বা বরদং দেবং বিষ্ণুং দেবগণেশ্বরম্ ॥২৫॥

প্রাজ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা নমস্কৃত্য চ বজ্রভৃৎ ।

প্রাহ বাক্যং ততস্তূর্ণং যতস্তস্য ভয়ং ভবেৎ ॥২৬॥ (বিশেষকম)  
বিষ্ণুরূবাচ ।

জানামি তে ভয়ং শত্রু । দৈত্যৈশ্চান্নরকাততঃ ।

ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃসিদ্ধেন কৰ্ম্মণা ॥২৫॥

সোহহমেনং তব প্রীত্যা তপঃসিদ্ধমপি ধ্রুবম্ ।

বিয়ুনজি দেহাদেবেন্দ্র ! মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় ॥২৬॥

### ভারতকৌমুদী

ঋষয় ইতি । জলমানপ্রীঃ জলংকাস্তিঃ, হব্যবাহনঃ অগ্নিঃ, নষ্টতেজাঃ অভিভূততেজাঃ । তেজসা অতিভৎসিতস্তিরস্কৃতঃ । বজ্রভৃৎ ইন্দ্রঃ । ততস্তস্মিন্ নরকাসুরবিষয়ে, যতো যশ্চান্নরকাসুরাং তস্য বজ্রভূতঃ, ভয়ং ভবেদভবৎ ॥২২—২৪॥

জানামীতি । স্থানং পদম্ । তপসা সিদ্ধেন সম্পন্নেন, কৰ্ম্মণা বলোজ্জেক্ষণ ॥২৫॥

স ইতি । বিয়ুনজি পৃথক্ কবেৰ্ম্মি । অত্রাক্ষরাদিক্যামার্ষম্ ॥২৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

পরিচরন্তি, তমিদ্ৰম্ ॥৭—৯॥ অভিবাদত অভিবাদয়ত, অক্ষরলোপ আৰ্ঘ্যঃ ॥১০—১২॥ পাণ্ডুরং শ্বেতম্, অস্থ্যং রাশিমিতি শেষঃ ॥১৩—১৫॥ নরকস্য ভোমাসুরস্য ॥১৬—২৬॥ পাণিনা চপেটা-

তখন ঋষিরা ও দেবতারা সকলেই তাঁহার স্তব করিলেন ; উজ্জলকাস্তি ভগবান্ অগ্নিদেব তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া হীনতেজা হইয়া পড়িলেন এবং ইন্দ্র সেই বরদাতা, আদিদেব এবং দেবগণেরও অধীশ্বর বিষ্ণুকে দেখিয়া, কৃতাজ্জলি ও অবনত হইয়া, নমস্কার করিয়া—যাহা হইতে তাঁহার ভয় হইয়াছিল, সেই নরকাসুরের কথা সত্ত্বরই বলিলেন ॥২২—২৪॥

তখন বিষ্ণু বলিলেন—“দেবরাজ ! আমি জানি যে, সেই দৈত্যরাজ নরকাসুর হইতে তোমার ভয় জন্মিয়াছে । কারণ, সেই নরকাসুর আপন তপস্ত্যানিষ্পন্ন বলপ্রভাবে ইন্দ্রপদ প্রার্থনা করিতেছে ॥২৫॥

দেবরাজ ! নরকাসুর তপঃসিদ্ধ হইলেও, আমি তোমার প্রতি প্রণয়-বশতঃ উহাকে উহার দেহ হইতে বিযুক্ত করিতেছি ; তুমি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা কর” ॥২৬॥

তস্মৈ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পাণিনা চেতনাং হরৎ ।  
 স পপাত ততো ভূমৌ গিরিরাজ ইবাহতঃ ॥২৭॥  
 তস্মৈ তদস্থিসংঘাতং মায়াবিনিহতস্ম বৈ ।  
 ইদং দ্বিতীয়মপরং বিষ্ণোঃ কৰ্ম প্রকাশতে ॥২৮॥  
 নষ্টা বহুমতী কৃৎস্না পাতালে চৈব মজ্জিতা ।  
 পুনরুদ্ধারিতা তেন বরাহেগৈকশৃঙ্গিণা ॥২৯॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।  
 ভগবন্ ! বিস্তরেণেমাং কথ্যং কথয় তত্ত্বতঃ ।  
 ইচ্ছামি বিবুধেশস্য তস্মৈ শ্রোতুং যুনে । কথাম্ ॥৩০॥  
 কথং তেন সুরেশেন নষ্টা বহুমতী তদা ।  
 যোজনানাং শতং ব্রহ্মন্ ! পুনরুদ্ধারিতা তদা ॥৩১॥

### ভারতকৌমুদী

তন্ত্ৰেতি । পাণিনা পাণিন্স্পর্শমাত্রেনৈব । হরৎ অহরৎ, অভাব আর্ষঃ । বিষ্ণুস্পর্শেন  
 নরকনিবৃত্তিক্তং বৈবেত্যাখ্যায়িকাতাৎপর্যমুন্মেষম্ ॥২৭॥  
 তন্ত্ৰেতি । সংঘাতপদস্ত নপূংসকত্বমার্ষম্ । কৰ্ম কৰ্মণঃ কলম্ ॥২৮॥  
 নষ্টেতি । বরাহেণ বরাহমুক্তিণা, একশৃঙ্গিণা শৃঙ্গবদেকদন্তশালিনা ॥২৯॥  
 ভগবন্নিতি । তন্ত্ৰতো যাথাথেন । বিবুধেশস্ত দেবাবীশ্বরস্ত, তস্ত বিষ্ণোঃ ॥৩০॥

(এই কথা বলিয়াই যাইয়া) মহাতেজা বিষ্ণু হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াই  
 নরকাসুরের চৈতন্ত হরণ করিলেন ; তখন বজ্রতাড়িত পর্বতরাজের স্থায় নরকাসুর  
 ভূতলে পতিত হইল ॥২৭॥

বিষ্ণুমায়া-নিহত সেই নরকাসুরেরই এই অস্থিসমূহ দেখা যাইতেছে । বিষ্ণুর  
 এই আর একটি কার্যের কল প্রকাশ পাইতেছে ॥২৮॥

সমগ্র পৃথিবী পাতালে মগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন ; তাহার পর বিষ্ণু,  
 পর্বতশৃঙ্গের স্থায় বিশাল এক-দন্তশালী বরাহরূপ ধারণ করিয়া পুনরায় তাহাকে  
 উদ্ধোলন করিয়াছিলেন ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভগবন্ গোমশমুনি ! আপনি বিস্তরক্রমে ও যথার্থরূপে  
 এই বৃত্তান্তটী বলুন ; আমি বিষ্ণুর সেই বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩০॥

ব্রাহ্মণ ! পৃথিবী তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন কেন ? এবং বিষ্ণুই বা  
 তাহাকে আবার একশত যোজন উপরে তুলিয়াছিলেন কেন ? ॥৩১॥

(২৭)....পাণিনা প্রাহরৎপুঃ—পি । (২৯) শ্লোকঃ পরম্....“দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ”  
 —পি । (৩০) দ্বিতীয়ার্দ্ধং বা ব ক নি নাস্তি ।

কেন চৈব প্রকারেণ জগতো ধারিণী ধরা ।  
 শিবা দেবী মহাভাগা সর্বশস্ত্রপ্ররোহিণী ॥৩২॥  
 কশ্চ চৈব প্রভাবান্নি যোজনানাং শতং গতা ।  
 কেনৈতদ্বীৰ্য্যসর্বস্বং দর্শিতং পরমাত্মনঃ ॥৩৩॥ (যুথকম্)  
 এতৎ সর্বং যথাতত্ত্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ! ।  
 শ্রোতুং বিস্তরশঃ সর্বং ত্বং হি তস্মৈ প্রতিশ্রয়ঃ ॥৩৪॥  
 লোমশ উবাচ ।

যতেহহং পরিপৃষ্টোহস্মি কথামেতাং যুধিষ্ঠির ! ।  
 তৎ সর্বমখিলেনেহ শ্রয়তাং মম ভাষতঃ ॥৩৫॥  
 পুরা কৃতযুগে তাত ! বর্তমানে ভয়ঙ্করে ।  
 যমস্ত্বং কারয়ামাস আদিদেবঃ সনাতনঃ ॥৩৬॥  
 যমস্ত্বং কুর্ব্বতস্তস্মৈ দেবদেবস্মৈ ধীমতঃ ।  
 ন তত্র ত্রিযুগে কশ্চিজ্জায়তে বা তথাহ্যুত ! ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

কথমিতি । যোজনানাং শতং যাবৎ, উদ্ধৃতি উদ্ধৃতা । ইড়াগম আর্ষঃ ॥৩১॥  
 কেনেতি । শিবা মঙ্গলকারিণী । পরমাত্মনঃ পরমাত্মনা বিষ্ণুনা ॥৩২—৩৩॥  
 এতদ্বিতি । তস্মৈ বৃত্তান্তস্ত, প্রতিশ্রয়ো জ্ঞানেনাশ্রয়ঃ জ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥৩৪॥  
 যদিতি । তে ত্বয়া । অখিলেন প্রকারেণ শ্রয়তাম্, ভাষতো ভাষমাণস্মৈ ॥৩৫॥  
 পুরেতি । ভয়ঙ্করে বর্তমানে, মরণাভাবেন প্রাণিভারাদিক্যাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥  
 যমস্ত্বমিতি । তথা পূর্ব্বদেব, জায়তে বা উৎপত্ততে চ । হে অচ্যুত ! ধর্ম্মাদভ্রষ্ট ! ॥৩৭॥

জগতের আধার, মঙ্গলকারিণী ও সর্বশস্ত্রোৎপাদিনী মহাভাগা পৃথিবীদেবী  
 কাহার প্রভাবে কি প্রকারে একশত যোজন নিয়ে গিয়াছিলেন ?  
 আবার পরমাত্মা বিষ্ণুই বা কি কারণে এই বলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া-  
 ছিলেন ? ॥৩২—৩৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি যথার্থরূপে ও বিস্তরক্রমে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা  
 করি । কারণ, আপনি সে সমস্তই জ্ঞানেন” ॥৩৪॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার নিকট এই যে উপাখ্যানের বিষয়  
 জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা সমস্তই আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৩৫॥

বৎস ! পূর্ব্বকালে একদা সত্যযুগ ভয়ঙ্করই হইয়াছিল । কারণ, আদিদেব  
 নারায়ণ তখন যমের কার্য্য করিতেন ॥৩৬॥

বর্দ্ধন্তে পক্ষিসংঘাশ্চ তথা পশুগবৈড়কম্ ।  
 গবাশ্বঞ্চ যুগাশ্চৈব সর্বে তে পিশিতাশনাঃ ॥৩৮॥  
 তথা পুরুষশাৰ্দূল । মানুবাশ্চ পরস্তপ ।।  
 সহস্রশো হযুতশো বর্দ্ধন্তে সলিলং যথা ॥৩৯॥  
 এতস্মিন্ সঙ্কূলে তাত ! বর্ত্তমানে ভয়ঙ্করে ।  
 অতিভারান্নমতৌ যোজনানাং শতং গতা ॥৪০॥  
 সা বৈ ব্যথিতসর্ব্বাঙ্গী ভারেণাক্রান্তচেতনা ।  
 নারায়ণং বরং দেবং প্রপন্না শরণং গতা ॥৪১॥

পৃথিব্যুবাচ ।

ভগবৎস্বংপ্রসাদাদ্বি তিষ্ঠেয়ং স্ফুরিং ত্বিহ ।  
 ভারেণাস্মি সমাক্রান্তা ন শক্নোমি স্ম্য বর্ত্তিতুম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

বর্দ্ধন্ত ইতি । পশবো মহিষাদয়ঃ গাবঃ স্ত্রীগব্যাঃ এড়কা মেঘাশ্চ তৎ । গাবঃ পুন্ড্রবা অশ্বাশ্চ  
 তৎ । পিশিতাশনা মাংসভোজিনো রাক্ষসাদয়শ্চ ॥৩৮॥  
 তথেন্তি । সলিলং নভোদৌ পূরাগমনসময়ে যথা বর্দ্ধতে, তথা ॥৩৯॥  
 এতস্মিন্নিতি । সঙ্কূলে প্রাণিনাং সংঘর্ষে । যোজনানাং শতমধস্তাদ্গতা ॥৪০॥  
 সেতি । আক্রান্তচেতনা অভিভূতচৈতন্য । প্রপন্না বিপন্না ॥৪১॥  
 ভগবন্নিতি । ইহ যুগ্মমিদ্দিষ্টে স্থানে । বর্ত্তিতুং তত্র স্থাতুম্ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

ধাতেন, চেতনাং হরং প্রাণান্ জহার ২১—৩০॥ কেন চ প্রকারেণ উদ্ধৃতি পুনরুক্ত্যেতি  
 শেষঃ ৩১—৩২॥ গতা অধস্তাদিতি শেষঃ ৩৩—৩৭॥ পশবশ্চ গাবশ্চ এড়কা মেঘাশ্চ পশু-

ধাম্বিক রাজা । সেই জ্ঞানী নারায়ণ যখন যমের কার্য্য করিতেন, তখন কেহই  
 মরিত না, পূর্ব্বের আয় কেবল জন্ম গ্রহণই করিত ৩৭॥

তাহাতে পশু, পক্ষী, গাভী, মেঘ, বাঁড়, অশ্ব, হরিণ এবং মাংসভোজী সকল  
 প্রাণী কেবল বৃদ্ধিই পাইতেছিল ৩৮॥

এবং পরস্তপ নয়শ্রেষ্ঠ । জোয়ারের সময় জল যেমন কেবলই বৃদ্ধি পায়, তেমন  
 মানুষও সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত সংখ্যায় বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল ৩৯॥

বৎস । এইরূপ সেই ভয়ঙ্কর প্রাণিসংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, পৃথিবী সেই গুরুতর  
 ভারে ক্ষতঘাতন নিম্নে চক্ষিমা গেলেন ৪০॥

এবং সেই ভারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত হইল এবং চৈতন্যও লুপ্তপ্রায়  
 হইয়া পড়িল ; তাই তিনি বিপন্ন হইয়া দেবপ্রধান নারায়ণের শরণাপন্ন  
 হইলেন ৪১॥

মমেয়ং ভগবন্ ! ভাৱং ব্যাপনেতুং ত্বমহসি ।  
 শৱণাগতাস্মি তে দেব ! প্রসাদং কুরু মে বিভো ! ॥৪৩॥  
 তস্তাস্তৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা ভগবানক্ষরঃ প্রভুঃ ।  
 প্রোবাচ বচনং হৃষ্টঃ শ্রব্যাক্ষরসমীরিতম্ ॥৪৪॥  
 বিষ্ণুরুবাচ ।

ন তে মহি ! ভয়ং কাৰ্য্যং ভাৱাৰ্ত্তে । বসুধাৱিণি ! ।  
 অহমেব তথা কুস্মি যথা লঘু ভবিষ্যসি ॥৪৫॥  
 লোমশ উবাচ ।

স তাং বিসৰ্জয়িত্বা তু বসুধাং শৈলকুণ্ডলাম্ ।  
 ততো বরাহঃ সংবৃত্ত একশৃঙ্গো মহাদ্ব্যতিঃ ॥৪৬॥  
 বক্তাভ্যাং নয়নাভাস্তু ভয়মুৎপাদয়স্মি ব ।  
 ধূমক্ জনয়স্মক্সা তত্র দেশে ব্যবৰ্দ্ধত ॥৪৭॥

#### ভাৱতকৌমুদী

মমেতি । ব্যাপনেতৃমপসারয়িতুম্ । প্রসাদমহুগ্রহম্ ॥৪৩॥  
 তস্তা ইতি । অক্ষরঃ অৱিনশ্বরঃ । শ্রব্যাক্ষরসমীরিতং মধুরবর্ণসম্বন্ধম্ ॥৪৪॥  
 নেতি । তে তব । “বা কৰ্ত্তরি কৃত্য” ইতি কৰ্ত্তরি যষ্টি । কুস্মি কৰোমি ॥৪৫॥  
 স ইতি । শৈলঃ পৰ্ব্বত এব কুণ্ডলং যস্তাস্তাম্ । একশৃঙ্গঃ শৃঙ্গবদেকদন্তঃ ॥৪৬॥

#### ভাৱতভাবদীপঃ

গবেড়কম্ ॥৪৮—৪৪॥ স তে অয়া, হে মহি ! কুস্মি কৰোমি ॥৪৫—৪৬॥ ধূমং ধূপং জলয়য়িত্বি  
 হেতৌ শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ, যথা যথা ধূমো জগতি তথা তথাংবদ্ধতেত্যর্থঃ ॥৪৭॥ অক্ষরো বেদাশ্রয়

তখন পৃথিবী বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনাত্ত অল্পগ্ৰেহেই আমি দীৰ্ঘকাল  
 যথাস্থানে ছিলাম ; কিন্তু ভাৱাক্রান্ত হইয়া এখন আত্ম সেখানে থাকিতে পারিলাম  
 না ॥৪২॥

অতএব ভগবন্ ! আপনি আমার এই ভাৱ অপনোত কৰুন ; দেব ! আমি  
 আপনাত্ত শৱণাগত হইয়াছি ; প্রভু ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্ৰহ কৰুন ॥৪৩॥

অৱিনশ্বর ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীৰ সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া এই  
 মধুর বাক্য বলিলেন ॥৪৪॥

বিষ্ণু বলিলেন—“পৃথিবী ! ভাৱাৰ্ত্তে ! বসুধারে ! তুমি ভয় কৰিও না ।  
 আমিই তাহা কৰিব, যাহাতে তুমি লঘু (হাল্কা) হইবে” ॥৪৫॥

লোমশ বলিলেন—“তাহাত্ত পর মহাতেজা নারায়ণ পৰ্ব্বতকুণ্ডলা পৃথিবীকে  
 বিদায় দিয়া এক বিশালদন্ত শূকর হইলেন ॥৪৬॥

(৪৭)....ধূমক্ জলয়য়স্মা—বা ব কা নি ।

স গৃহীত্বা বহুমতীং শৃঙ্গৈগৈকেন ভাস্বতা ।  
 যোজনানাং শতং বীর ! সমুদ্বরতি সোহক্ষরঃ ॥৪৮॥  
 তস্তাক্ষোদ্ধার্যমাণায়াং সংকোভঃ সমজায়ত ।  
 দেবাঃ সংক্ষুভিতাঃ সৰ্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥৪৯॥  
 হাহাভূতমভূৎ সৰ্ব্বং ত্রিদিবং ব্যোম ভূস্তথা ।  
 ন পর্যাবস্থিতঃ কশ্চিদ্ভেবো বা মানুষ্যোহপি বা ॥৫০॥  
 ততো ব্রহ্মাণমাসীনং জ্বলমানমিব শ্রিয়া ।  
 দেবাঃ সর্ষিগণাশ্চৈব উপতস্থুরনেকশঃ ॥৫১॥  
 উপসর্প্য চ দেবেশং ব্রহ্মাণং লোকসাক্ষিণম্ ।  
 ভূত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্ব্বৈ বাক্যমুচ্চারয়ন্তদা ॥৫২॥

## ভারতকৌমুদী

রক্তাভ্যামিতি । অক্ষা অনলবয়েত্রেয়ুগলেন, ধূমঞ্চ জনয়ম্ভিবেত্যর্থঃ ॥৪৭॥  
 স ইতি । শৃঙ্গৈশ্চ শৃঙ্গভূল্যেন দন্তেন । স প্রসিক্, অক্ষরঃ অবিনশ্বরঃ ॥৪৮॥  
 তস্তামিতি । সংকোভঃ সঞ্চলনম্ । সংক্ষুভিতাঃ সঞ্চলিতাঃ ॥৪৯॥  
 হেতি । হাহাভূতং হাহাশব্দরূপভূতম্ । পর্যাবস্থিতঃ স্থিরঃ সন্ স্থিতঃ ॥৫০॥  
 তন্ত ইতি । জ্বলমানং জ্বলন্তমিব, শ্রিয়া তেজসা । উপতস্থুরূপগতাঃ ॥৫১॥  
 উপেতি । উপসর্প্য উপস্থপ্য । উচ্চারয়ন্ উদচারয়ন্ । গুণোহভাগমভাবশাৰ্ধঃ ॥৫২॥

সেই শূকর রক্তবর্ণ নয়নযুগলদ্বারা সকলেরই যেন ভয় জন্মাইতে থাকিয়া এবং সেই নয়নদ্বারা যেন ধূম উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেইস্থানে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৪৭॥

সেই বরাহমূর্ত্তি অবিনশ্বর নারায়ণ উজ্জ্বল একটা দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া একশত যোজন উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন ॥৪৮॥

পৃথিবীকে উত্তোলন করিবার সময়ে গুরুতর কম্পন হইল ; তাহাতে সমস্ত দেবতা ও সমস্ত ঋষি কম্পিত হইলেন ॥৪৯॥

আর স্বর্গের লোক এবং আকাশচারী ও ভূতলবাসী প্রাণী সকল হাহাকার করিয়া উঠিল ; দেবতা বা মানুষ কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না ॥৫০॥

তাহার পর ঋষিগণের সহিত অনেক দেবতা যাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন ব্রহ্মা উপবিষ্ট থাকিয়া তেজে যেন জ্বলিতেছিলেন ॥৫১॥

তখন তাঁহারা সকলে দেবাধিপতি লোকসাক্ষী ব্রহ্মার নিকট যাইয়া কৃতাজলি হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫২॥

লোকাঃ সংক্ষুভিতাঃ সৰ্ব্বে ব্যাকুলঞ্চ চরাচরম্ ।  
 সমুদ্রাণাঞ্চ সংক্ষোভস্ত্রিদশেশ ! প্রকাশতে ।  
 সৈষা বহুমতী কুৎস্না যোজনানাং শতং গতা ॥৫৩॥  
 কিমেতৎ কিংপ্রভাবেণ যেনেদং ব্যাকুলং জগৎ ।  
 আখ্যাতু নো ভবান্ শীঘ্রং বিসংজ্ঞাঃ স্নেহ সৰ্ব্বশঃ ॥৫৪॥

ব্রহ্মোবাচ ।

অহুরেভ্যো ভয়ং নাস্তি যুস্মাকং কুত্ৰচিৎ কচিৎ ।  
 শ্রয়তাং যৎকৃতে হ্বেষ সংক্ষোভো জায়তেহমরাঃ ! ॥৫৫॥  
 যোহসৌ সৰ্ব্বত্রগঃ শ্রীমানক্ষরাত্মা ব্যবস্জিতঃ ।  
 তস্ম্য প্রভাবাৎ সংক্ষোভস্ত্রিদিবস্ম্য প্রকাশতে ॥৫৬॥  
 সৈষা বহুমতী কুৎস্না যোজনানাং শতং গতা ।  
 সমুদ্রতা পুনস্তেন বিযুণ্ণা পরমাত্মনা ॥৫৭॥  
 তস্ম্যানুদ্বার্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজায়ত ।  
 এবং ভবন্তো জানন্তু চ্ছিত্ততাং সংশয়শ্চ বঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকা ইতি । যোজনানাং শতং গতা উর্দ্ধমিতি শেষঃ । ষটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৩॥  
 কিমিতি । কস্ম প্রভাব ইতি কিংপ্রভাবস্তেন । বিসংজ্ঞা বিগতচৈতন্যপ্রায়াঃ ॥৫৪॥  
 অহুরেভ্য ইতি । কুত্ৰচিৎ বর্তমানে কালে । যৎকৃতে যন্নিমিত্তকঃ । হে অমরাঃ ! ॥৫৫॥  
 য ইতি । শ্রীমান্ সৰ্ব্বাধিকৈশ্বৰ্য্যশালী, অক্ষরাত্মা অবিদ্যরস্বরূপঃ ॥৫৬॥  
 মেতি । গতা লোকভারেণাধস্তাদিতি শেষঃ । সমুদ্রতা যোজনশতোর্দ্ধমেব ॥৫৭॥

‘দেবেশ্বর ! সমস্ত জগৎ বিচলিত হইল, স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সকল অত্যন্ত আকুল হইল, সমুদ্রগুলিরও উদ্বেলন প্রকাশ পাইল এবং এই সেই সমগ্র পৃথিবীও একশত যোজন উপরে উঠিল ! ॥৫৩॥

এটা কি ? কাহার প্রভাবে হইল ? যাহাতে এই জগৎটা আকুল হইল । আপনি সত্তর আমাদিগকে বলুন, আমরা সকলেই প্রায় চৈতন্যহীন হইয়া ‘ড়িয়াছি’ ॥৫৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“দেবগণ ! বর্তমান সময়ে কোথাও তোমাদের অসুরভয় নাই ; তবে যে জন্তু এই সঞ্চালন হইল, তাহা শোন— ॥৫৫॥

সৰ্ব্বব্যাপী ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী ঐ যে অবিদ্যর মূর্ত্তি রহিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে স্বর্গের এই সঞ্চালন হইল ॥৫৬॥

লোকের ভারে সমগ্র পৃথিবী শতযোজন নিম্নে গিয়াছিল, সেই পরমাত্মা বিষ্ণু আবার তাহাকে উত্তোলন করিলেন ॥৫৭॥

দেবা উচুঃ ।

ক তদুতং বসুমতীং সমুদ্ররতি হৃষ্যৎ ।

তং দেশং ভগবন্ ! ক্রহি তত্র যাস্তামহে বয়ম্ ॥৫৯॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হস্ত গচ্ছত ভদ্রং বো নন্দনে পশ্যত স্থিতম্ ।

এষোহত্র ভগবান্ শ্রীমান্ স্বপৰ্ণঃ সম্প্রকাশতে ॥৬০॥

বারাহেণৈব রূপেণ ভগবাল্লোকভাবনঃ ।

কালানল ইবাভাতি পৃথিবীতলমুদ্ররন্ ॥৬১॥

এতশ্চৌরসি স্রব্যন্তঃ শ্রীবৎসমভিরাজতে ।

পশ্যধ্বং বিবুধাঃ সৰ্বে ভূতমেতদনাময়ম্ ॥৬২॥

### ভারতকৌমুদী

তস্মামিতি । ছিত্ততাম্ অনেন মন্বচনেন নাশ্রুতাম্, বো যুয়াকম্ ॥৫৮॥

কেতি । ভূতং প্রাণী । বরাহপদপ্রয়োগে নিকৰ্ষপ্রতীতিরিতি ভূতপদপ্রয়োগঃ ॥৫৯॥

হস্তেতি । বো যুয়াকম্, ভদ্রং মঙ্গলমস্তিতি শেষঃ । নন্দনে বনে । স্বপৰ্ণঃ স্বৰ্ণচূড়ঃ, “স্বপৰ্ণঃ স্বৰ্ণচূড়ে স্তাদ্গরুড়ে কৃতমালকে” ইতি মেদিনী । শ্রীমান্ কাস্তিমান্ ॥৬০॥

বারাহেণেতি । লোকভাবনো জগৎশ্রষ্টা । কালানলো জগদাহী বহ্নিঃ ॥৬১॥

তৎপরিচায়কং চিহ্নম্—এতশ্চৈতি । শ্রীবৎসং রোমাবৰ্ত্তরূপং চিহ্নম্ ॥৬২॥

### ভারতভাবদীপঃ

॥৫৮—৫১॥ বাক্যম্ভারয়মুচ্চারিতবস্তুঃ ॥৫২—৫৯॥ নন্দনে ইন্দ্রবনে, অত্র এতৎসমীপে ॥৬০—৬৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৮॥

তাহাকে উত্তোলন করিবার সময়েই এই সঞ্চালন হইয়াছে ; ইহা তোমরা অবগত হও এবং তোমাদের সংশয় দূরীভূত হউক” ॥ ৮॥

দেবগণ বলিলেন—“ভগবন্ ! সে প্রাণীটি কোথায়, যে—আনন্দিত হইয়াই যেন পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছে ? আপনি সেই স্থানটার কথা বলুন, আমরা সেখানে যাইব” ॥৫৯॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“দেবগণ ! তোমাদের মঙ্গল হউক । তোমরা যাও, যাইয়া নন্দনবনস্থিত সেই প্রাণীটিকে দর্শন কর । ঐশ্বর্যশালী, মনোহরমূর্তি ও স্বৰ্ণচূড়ধারী ইনি সেইখানেই বিরাজিত আছেন ॥৬০॥

জগতের সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপেই পৃথিবী উত্তোলন করিয়া প্রলয়বহির স্রায় বিরাজ করিতেছেন ॥৬১॥

উঁহার বক্ষস্থলে সুষ্পষ্ট শ্রীবৎস-(রোমাবৰ্ত্ত) চিহ্ন রহিয়াছে । দেবগণ ! তোমরা সকলে যাইয়া সূক্ষ্মভাবে স্থিত সেই প্রাণীটিকে দর্শন কর” ॥৬২॥



লোমশ উবাচ ।

ততো দৃষ্ট্বা মহাত্মানং শ্রুত্বা চামদ্র্য চামরাঃ ।

পিতামহং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্দেবা যথাগতম্ ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা তু তাং কথাং সর্বৈ পাণ্ডবা জনমেজয় ! ।

লোমশাদেশিতেনাস্তু পথা জগ্মুঃ প্রস্রষ্টবৎ ॥৬৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে অষ্টদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

উনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে শূরাস্ততধন্মনস্তূণবন্তঃ সমার্গবাঃ ।

বন্ধগোধানুলিত্রাণাঃ খড়্গবস্তোহমিতৌজসঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভত ইতি । শ্রুত্বা, তন্মুখাদেব পৃথিব্যাকারবৃত্তাস্তমিতি শেষঃ । দেবাঃ ক্রীড়াশীলাঃ ॥৬৩॥

শ্রুত্বেতি । লোমশেন আদেশিত আদিষ্টঃ । প্রস্রষ্টবৎ সস্তপ্ত ইব ॥৬৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াম্  
অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর দেবতারা যাইয়া, মহাত্মাকে দেখিয়া, তাঁহার  
নিকট পৃথিবী উত্তোলনের বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, ত্রক্ষাকে অগ্রবর্তী  
করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন” ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! পাণ্ডবেরা সকলে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া  
আনন্দিত হইয়া লোমশের আদিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! মহাবীর, অসাধারণ তেজস্বী ও ধনুর্ধর-

\* ‘...দ্বিচত্বারিংশদধিকঃ...’—বা ব কা, ‘...ত্রিচত্বারিংশদধিকঃ...’—পি, ‘...চতুচত্বারিংশ-  
দধিকঃ...’ নি ।

পরিগৃহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠাঃ সৰ্ব্বধনুস্বতাম্ ।  
 পাঞ্চালীসহিতা রাজন্ ! প্রযয়ুর্গন্ধমাদনম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)  
 সরাংসি সরিতশ্চৈব পৰ্বতাংশ্চ বনানি চ ।  
 বৃক্ষাংশ্চ বহুলচ্ছায়ান্ দদৃশুর্গিরিমূৰ্দ্ধনি ॥৩॥  
 নিত্যপুষ্পফলান্ দেশান্ দেবর্ষিগণসেবিতান্ ।  
 আত্মন্যাআনমাধায় বীরা মূলফলাশিনঃ ॥৪॥  
 চেরুরুচ্চাবচাকারান্ দেশান্ বিষমসঙ্কটান্ ।  
 পশ্যন্তো যুগজাতানি বহুনি বিবিধানি চ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)  
 ঋষিসিদ্ধামরযুতং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রিয়ম্ ।  
 বিবিশুঁস্তে মহাত্মানঃ কিম্নরাচরিতং গিরিম্ ॥৬॥

## ভারতকৌমুদী

ত ইতি । ততঃস্থানো বিস্তৃতকান্মূৰ্কাঃ । সমাগণা ধৃতবাণাঃ । বন্ধে জ্যাঘাতবারণায় ধৃতে গোধা চর্ম্মপটিকা অঙ্গুলিভ্রাণঞ্চ যৈস্তে । পরিগৃহ্য সহচরীকৃত্য ॥১—২॥

সরাংসীতি । বহুলাচ্ছায়া যেষাং তান্ । গিরিমূৰ্দ্ধনি পৰ্ব্বতোপরি ॥৩॥

নিতেতি । আধায় সংস্থাপ্য আত্মনৈবাত্মানং রক্ষিষেত্যাৰ্থঃ । উচ্চাবচাকারান্ উন্নতাবনতান্, বিষমসঙ্কটান্ অতীববিপৎসঙ্কলান্ । যুগজাতানি পশুসমূহান্ ॥৪—৫॥

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধনু বিস্তৃত করিয়া, বাণ ও তববারি হাতে লইয়া, পৃষ্ঠে তুণ বন্ধন করিয়া, গোধা (গুণাঘাতবারণকারী চর্ম্মকোষ) ও অঙ্গুলিধারণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইয়া, দ্রৌপদীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

(এইভাবে তাঁহারা গমন করিতে থাকিয়া) পৰ্ব্বতের উপরে সরোবর, নদী, পৰ্ব্বত, বন এবং নিবিড় ছায়াযুক্ত বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন ॥৩॥

ফল-মূলভোজী মহাবীর পাণ্ডবেরা আপনারাই আপনাদিগকে রক্ষা করিতে থাকিয়া, নানাবিধ বহুতর পশু দর্শন করিতে করিতে অনেক দেশ অতিক্রম করিলেন ; সে সকল দেশে সর্ব্বদাই ফুল ও ফল পাওয়া যাইত এবং দেবগণ ও ঋষিগণ বিচরণ করিতেন ; আর সে দেশগুলি উচু-নীচু এবং অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল ছিল ॥৪—৫॥

ক্রমে মহাত্মা পাণ্ডবেরা গন্ধমাদনপৰ্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ; সে পৰ্ব্বতে দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ থাকিতেন এবং কিম্নরগণ বিচরণ করিত, আর সে পৰ্ব্বত গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণের প্রিয় ছিল ॥৬॥

(২)....জ্যোষ্ঠাঃ সৰ্ব্বধনুস্বতাম্—বা ব কা । (৪)....আত্মন্যাআনমাধায়—বা ব কা । (৫)....বিষম-কণ্টকান্—পি ।

প্রবিশংস্বথ বীরেষু পর্বতং গন্ধমাদনম্ ।  
 চণ্ডবাতং মহর্ষং প্রাচুরাসৌদ্রিশাংপতে ! ॥৭॥  
 ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতঃ সপত্রবহুলো মহান্ ।  
 পৃথিবৌঞ্চাস্তরীক্ষঞ্চ দ্যাক্ষৈব সহসারুণোৎ ॥৮॥  
 ন স্ম প্রজ্জায়তে কিঞ্চিদারুতে ব্যোম্নি রেণুনা ।  
 ন চাপি শেকুস্তে কৰ্ত্তৃমন্যোন্মস্যাভিভাষণম্ ॥৯॥  
 ন চাপশ্যংস্ততোহন্যোন্মং তমসারুতচক্ষুষঃ ।  
 আকৃষ্যমাণা ধীতেন সাস্মচূর্ণেন ভারত ! ॥১০॥  
 জন্মাণাং বাতভগ্নানাং পততাং ভূতলেহনিশম্ ।  
 অন্তেষাঞ্চ মহীজানাং শব্দঃ সমভবম্মহান্ ॥১১॥  
 ত্যোঃ স্বেং পততি কিং ভূমির্দীর্ঘ্যন্তে পর্বতা নু কিম্ ।  
 ইতি তে মেনিরে সর্বে পবনেনাতিমোহিতাঃ ॥১২॥

### ভারতকৌমুদী

ঋষীতি । কিম্বৈঃ আচরিতং পৰ্য্যটিতম্, গিরিং গন্ধমাদনম্ ॥৬॥  
 প্রেতি । বীরেষু পাণ্ডবেষু । চণ্ডস্তীত্রো বাতো যস্মিন্ তৎ, বর্ষং বৃষ্টিঃ ॥৭॥  
 তত ইতি । পটত্রঃ সহতি সপত্রঃ স চাসৌ বহুলশ্চেতি সং, মহান্ বেগবান্ ॥৮॥  
 নেতি । প্রজ্জায়তে স্ম দৃশ্যতে স্ম । রেণুনা ধূল্যা । তে পাণ্ডবদয়ঃ ॥৯॥  
 নেতি । তমসা অন্ধকারেণ । সাস্মচূর্ণেন পাষণরেণুসহিতেন ॥১০॥  
 জন্মাণামিতি । মহীজানাং লতাধীনাম্ ॥১১॥  
 ত্যোরিতি । স্বেং প্রপ্তে । ভূমির্দীর্ঘ্যতে কিম্ । মেনিরে, শব্দাতিরেকাদেব ॥১২॥

নরনাথ ! পাণ্ডবগণ গন্ধমাদনপর্বতে প্রবেশ করিবার পরেই তীব্র বায়ু ও বিশাল বৃষ্টি প্রাচুর্ভূত হইল ॥৭॥

তাহার পর বেগবান্ প্রচুর ধূলি ও পত্র সমুখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ আবৃত করিয়া ফেলিল ॥৮॥

ধূলিতে আকাশ আবৃত হইলে তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইতে লাগিলেন না, কিংবা পরস্পর আলাপ করিতেও সমর্থ হইলেন না ॥৯॥

ভরতনন্দন ! তৎপরে অন্ধকারে নয়ন আবৃত করিল এবং প্রস্তররেণুবাহী বায়ু আকর্ষণ করিতে থাকিল ; তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকেও দেখিতে পাইতে লাগিলেন না ॥১০॥

ক্রমে বৃক্ষ ও লতাপ্রভৃতি বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া অনবরত ভূতলে পড়িতে থাকিল ; তাহাতে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥১১॥

তে পথানন্তরান্ বৃক্ষান্ বগ্নীকান্ বিষমাণি চ ।  
 পাণিভিঃ পরিমার্গন্তো ভীতা বায়োর্নিলিল্যিরে ॥১৩॥  
 ততঃ কান্মূকমুদ্রম্য ভীমসেনো মহাবলঃ ।  
 কৃষ্ণামাদায় সঙ্গম্য তস্মাবাশ্রিত্য পাদপম্ ॥১৪॥  
 ধর্মরাজশ্চ ধোম্যশ্চ নিলিল্যাতে মহাবনে ।  
 অগ্নিহোত্রাগ্ন্যুপাদায় সহদেবস্ত পর্বতে ॥১৫॥  
 নকুলো ব্রাহ্মণশ্চাত্তো লোমশশ্চ মহাতপাঃ ।  
 বৃক্ষানাসাগ্ সন্তস্তাস্তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥১৬॥  
 মন্দীভূতে তু পবনে তস্মিন্ রজসি শাম্যতি ।  
 মহন্তির্জলধারৌবৈবর্ষমভ্যাজগাম হ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । “পথঃ পন্থাঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ । পথানাম্ অনন্তরান্ অব্যবহিতান্ ।  
 বিষমাণি বন্ধুরাণি স্থানানি । বায়োর্ভীতাঃ, নিলিল্যিরে লুকায়িতা বভূবুঃ ॥১৩॥  
 তত ইতি । উদ্রম্য উত্তোলা ধূম্বা । কৃষ্ণং দ্রোপদীম্ । সঙ্গম্য গম্বা ॥১৪॥  
 ধর্ম্মেতি । নিলিল্যাতে লুকায়িতৌ বভূবুঃ । অগ্নিহোত্রাণি তদ্রব্যানি ॥১৫॥  
 নকুল ইতি । সন্তস্তা বাত্যাঃ অতীবভীতাঃ সন্তঃ ॥১৬॥  
 মন্দীতি । রজসি ধূলিজালে, শাম্যতি নিবৃন্তে সতি । বর্ষং বৃষ্টিঃ ॥১৭॥

তখন তাঁহারা সকলেই প্রবল বাত্যা অত্যন্ত মোহিত হইয়া মনে করিতে  
 লাগিলেন যে, ‘একি আকাশ খসিয়া পড়িতেছে ! না, পৃথিবী ফাটিয়া যাইতেছে !  
 না, পর্বত বিদীর্ণ হইতেছে !’ ॥১২॥

তাহার পর তাঁহারা বায়ুভয়ে ভীত হইয়া হস্তদ্বারা পথের নিকটবর্তী বৃক্ষ,  
 বগ্নীকমৃত্তিকা ও বন্ধুর স্থান অন্বেষণ করিয়া সেই গুলির ভিতরে লুকায়িত হইতে  
 লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর মহাবল ভীমসেন ধনু ধারণ করিয়া দ্রোপদীকে লইয়া যাইয়া একটা  
 বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

যুধিষ্ঠির ও ধোম্য যাইয়া নিবিড় বনের ভিতরে লুকায়িত হইলেন এবং সহদেব  
 অগ্নিহোত্রের জিনিষগুলি লইয়া পর্বতের ভিতরে আশ্রয় লইলেন ॥১৫॥

এবং নকুল, অগ্ন্যাগ্ন ব্রাহ্মণ ও মহাতপা লোমশমুনি অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃক্ষ  
 আশ্রয় করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

ଭୂଶଂ ଚଟଚଟାଶବ୍ଦୋ ବଜ୍ରାଣାଂ କ୍ଳିପ୍ୟାତାମିବ ।  
 ତତସ୍ତାଂ ଚକ୍ଷୁର୍ଲାଭାସଂଶ୍ଚେଚରଂ ରଜ୍ଜ୍ଵେଷୁ ବିଦ୍ୟୁତଃ ॥୧୮॥  
 ତତୋହସ୍ତାସହିତା ଧାରାଃ ସଂବୃତ୍ୟଃ ସମସ୍ତତଃ ।  
 ପ୍ରାପେତୁରନିଶଂ ତତ୍ର ଶୀଘ୍ରବାତସମୌରିତାଃ ॥୧୯॥  
 ତତ୍ର ସାଗରଗା ହ୍ରାପଃ କୀର୍ଯ୍ୟମାଣାଃ ସମସ୍ତତଃ ।  
 ପ୍ରାଦୁରାସନ୍ ସକଳୁଷାଃ ଫେନବତ୍ୟୋ ବିଶାଂପତେ ! ॥୨୦॥  
 ବହନ୍ତ୍ୟୋ ବାରି ବହ୍ନଃ ଫେନୋଽପ୍ପପରିପ୍ଳୁତମ୍ ।  
 ପରିସଂକ୍ରମହାଶବ୍ଦାଃ ପ୍ରକର୍ଷନ୍ତ୍ୟୋ ମହୀରଂହାନ୍ ॥୨୧॥

### ଭାରତକୌମୁଦୀ

ଭୂମିତି । କ୍ଳିପ୍ୟାତାଂ କ୍ଳିପ୍ୟମାଣାନାମ୍ । ଚକ୍ଷୁର୍ଲାଭାସଂଶ୍ଚେଚରଂ ରଜ୍ଜ୍ଵେଷୁ ମେଷେଷୁ ॥୧୮॥  
 ତତ୍ ଇତି । ଅସ୍ତ୍ରାସହିତା ବର୍ଷୋପଲୟକ୍ରାଂ, ଧାରା ଜ୍ଵଳାନାମ୍ ॥୧୯॥  
 ତତ୍ତ୍ଵେତି । ସାଗରଗାଃ କ୍ରମେଣ ସମୁଦ୍ରଗାମିନ୍ୟଃ, ଆପୋ ଜ୍ଵଳାନି । ସକଳୁଷା ଆବିଳାଃ ॥୨୦॥  
 ବହନ୍ତ୍ୟ ଇତି । ଫେନା ଏବ ଉଦ୍ଭୁପାନି ତୈଃ ପରିପ୍ଳୁତଂ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍, ବହ୍ନଃ, ବାରି ମେଘଜଳଂ ବହନ୍ତ୍ୟଃ,  
 ମହାଶବ୍ଦା ନନ୍ତ ଇତି ଶେଷଃ, ମହୀରଂହାନ୍ ବାତଭୟାନ୍ ବୃକ୍ତାନ୍ ପ୍ରକର୍ଷନ୍ତ୍ୟ ଆକର୍ଷନ୍ତ୍ୟଃ ସତ୍ୟଃ, ପରିସଂକ୍ରମଃ ଅଧଃ  
 ସଂକ୍ଷେପଃ ॥୨୧॥

### ଭାରତଭାବଦୀପଃ

ତେ ଶୂରା ଇତି ॥୧—୧୨॥ ପଥା ମାର୍ଗେଷ୍ଠ, ଅନନ୍ତରାନ୍ ସନ୍ନିହିତାନ୍, ନିମ୍ନିଲିଆରେ ନିଲୀନାଃ ॥୧୩॥  
 ସଂକ୍ରମାଦାୟେତାଂସ୍ତ୍ୟଃ, ଗନ୍ତା ଗୃହୀତ୍ଵେତର୍ଥଃ ॥୧୪—୧୫॥ ଅସ୍ତ୍ରାସହିତାଃ କରକାସହିତାଃ ॥୧୬—୧୭॥ ବାରି  
 ବହନ୍ତ୍ୟା ନନ୍ତଃ ॥୧୮—୧୯॥  
 ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ବନପର୍ବଣି ନୈଳକଣ୍ଠୀୟେ ଭାବତଭାବଦୀପେ ଉନବିଂଶତ୍ୟଧିକଶତତତ୍ତ୍ଵୋଦ୍ୟାୟଃ ॥୧୧୨॥

ସେହି ବାୟୁ ମନ୍ଦୀଭୂତ ହଇଲେ ଏବଂ ଧୂଳିରାଶି ନିବୃତ୍ତି ପାଇଲେ, ବିଶାଳ ଜଳଧାରାର  
 ସହିତ ବୃଷ୍ଟି ଆସିଲ ॥୧୭॥

ତାହାର ପର କ୍ଳିପ୍ୟମାଣ ବଞ୍ଚେର ଗ୍ରାସ ବୃଷ୍ଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ‘ଚଟଚଟା’-ଶବ୍ଦ ହଇତେ ଲାଗିଲ  
 ଏବଂ ଚକ୍ଷୁର୍ଲାଭାସଂଶ୍ଚେଚରଂ ରଜ୍ଜ୍ଵେଷୁ ବିଦ୍ୟୁତଃ ସକଳ ମେଘର ଉପରେ ବିଚରଣ କରିତେ ଥାକିଲ ॥୧୮॥

ନରନାଥ ! ତଦନନ୍ତର ଶିଳାବୃଷ୍ଟିର ସହିତ ବିଶାଳ ଜଳଧାରା ବାୟୁକର୍ତ୍ତୃକ ଫୁଟ ଶ୍ରେରିତ  
 ହଇଆ ସକଳ ଦିକ୍ ଆବୃତ କରିଆ ସେହି ସ୍ଥାନେ ଅନବରତ ପତିତ ହଇତେ ଲାଗିଲ ॥୧୯॥

ନରନାଥ ! ତখন ମେଘକର୍ତ୍ତୃକ ସକଳ ଦିକେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଜଳରାଶି ଯୁକ୍ତିକାଦି ସ୍ପର୍ଶେ  
 ଆବିଳ ହଇଆ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ରାଦି ପ୍ରତିଘାତେ ଫେନ ଧାରଣ କରିଆ ସମୁଦ୍ରର ଦିକ୍ ଚଳିତେ  
 ଲାଗିଲ ॥୨୦॥

ହୀର, ନଦୀସମୂହ ଫେନମୟ ଉଦ୍ଭୁପ-(ଭେଳା) ବ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରୁତର ଜଳ ବହନ କରିଆ ଏବଂ ବାୟୁ  
 , ଭଗ୍ନ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଆକର୍ଷଣ କରିତେ ଥାକିଆ ମହାଶବ୍ଦେ ଚଳିତେ ଲାଗିଲ ॥୨୧॥

তস্মিন্মুপরতে বর্ষে বাতে চ সমতাং গতে ।

গতেহস্তসি চ নিম্নানি প্রাতুভূতে দিবাকরে ॥২২॥

মির্জাখুস্তে শনৈঃ সর্বে সমাজগ্মাশ্চ ভারত ! ।

প্রতস্থিরে পুনর্বীরাঃ পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ঊনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্রোশমাত্রং প্রয়াতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মনঃ ।

পদ্ম্যামনুচিতা গন্তুং দ্রোপদী সমুপাविषৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্মিতি । উপরতে নিবৃত্তে । সমতাং সমানভাবম্ । মির্জাখুর্নাদিত্যো নির্গতাঃ,  
সমাজগ্মাঃ পরম্পরং সম্মিলিতা বভূবুঃ । বীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥২২—২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্বণি তীর্থযাত্রামুনবিংশত্য-

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ক্রোশেতি । অহুচিতা চিরমেবানভ্যস্তা, “অভ্যস্তে তুচিৎ ত্রিষু” ইত্যমরঃ ॥১॥

ভরতনন্দন ! ক্রমে সেই বৃষ্টি নিবৃত্তি পাইলে, বায়ু সমানভাব অবলম্বন  
করিলে, জলগুলি নীচে গেলে এবং সূর্য্য আবার প্রকাশ পাইলে, সেই বীরগণ ধীরে  
ধীরে বনপ্রভৃতি হইতে নির্গত ও সম্মিলিত হইলেন ; তাহার পর তাঁহারা পুনরায়  
গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন ॥২২—২৩॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাত্মা পাণ্ডবেরা একক্রোশমাত্র পথ গিয়াছেন, এমন  
সময়েই পদব্রজে গমন করিতে অনভ্যস্তা দ্রোপদী বসিয়া পড়িলেন ॥১॥

(২২) তস্মিন্মুপরতে শব্দে—বা ব কা নি ! \* ‘...ত্রিচত্বারিংশদধিকঃ...’—বা ব কা,  
‘...চতুঃষাষ্টিংশদধিকঃ...’—পি, ‘...পঞ্চচত্বারিংশদধিকঃ...’—নি ।

শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষণে চাৰ্দ্দিতা ।  
 সৌকুমার্যাচ্চ পাঞ্চালী সন্মুমোহ তপস্বিনী ॥২॥  
 সা কম্পমানা মোহেন বাহুভ্যাংসিতেক্ষণা ।  
 বৃত্তাভ্যামশুরুপাভ্যামুরু সমবলম্বত ॥৩॥  
 আলম্বমানা সহিতাবুরু গজকরোপমৌ ।  
 পপাত সহসা ভূমৌ বেপন্তী কদলী যথা ॥৪॥  
 তাং পতন্তীং বরারোহাং ভজ্যমানাং লতামিব ।  
 নকুলঃ সমভিধৃত্য পরিজগ্রাহ বৌর্যবান্ ॥৫॥  
 নকুল উবাচ ।

রাজন্ ! পাঞ্চালরাজস্তু স্ততেয়মসিতেক্ষণা ।  
 শ্রান্তা নিপতিতা ভূমৌ তামবেক্ষস্ব ভারত ! ॥৬॥  
 অদুঃখার্হা পরং দুঃখং প্রাপ্তেয়ং মৃদুগামিনী ।  
 আশ্বাসয় মহারাজ ! তামিমাং শ্রমকৰ্ষিতাম্ ॥-॥

#### ভারতকৌমুদী

শ্রান্তেতি । সৌকুমার্যাং কোমলাঙ্গত্বাৎ, সন্মুমোহ মোহং প্রাপ্তুমারেতে ॥২॥  
 সেতি । বাহুভ্যাং নিজাভ্যামেব, বৃত্তাভ্যাং গোলাভ্যাম্, উরু স্বকীয়মুরুষ্যম্ ॥৩॥  
 আলম্বেতি । সহিতৌ মিলিতৌ, গজকরোপমৌ হস্তিশুণ্ডাতুল্যো, বেপন্তী কম্পমানা ॥৪॥  
 তামিতি । বরারোহাং স্তম্বরনিতম্বাম্ । সমভিধৃত্য ধৃতং গতা ॥৫॥  
 রাজমিতি । অসিতেক্ষণা নীলনয়না । অবেষ্টস্ব প্রতীক্ষস্ব, মা যাহীতি ভাবঃ ॥৬॥  
 অদুঃখেতি । পরম্ অত্যন্তম্ । মৃদুগামিনী শনৈর্গমনকারিণী ॥৭॥

দীনা দ্রৌপদী একেই দুঃখিতা ছিলেন, তাহার পর আবার পরিশ্রান্তা ও বায়ু-  
 বৃষ্টিতে পীড়িতা হইয়া কোমলতাবশতঃ মূর্ছাপন্ন হইতে লাগিলেন ॥২॥

তখন নীলনয়না দ্রৌপদী মূর্ছার আবেশে কাঁপিতে থাকিয়া অমুরূপ ও গোল  
 বাহুযুগলদ্বারা আপন উরুযুগল ধারণ করিলেন ॥৩॥

তিনি হস্তিশুণ্ডযুগলের গ্রায় মিলিত উরুযুগল ধারণ করিয়া কাঁপিতে থাকিয়া  
 কদলীবৃক্ষের গ্রায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৪॥

তখন বলবান্ নকুল দ্রুত যাইয়া ভয় লতার গ্রায় পড়িবার সময়েই স্তনিতম্বা  
 দ্রৌপদীকে ধারণ করিলেন ॥৫॥

নকুল বলিলেন—“রাজা ! এই নীলনয়না পাঞ্চালরাজনন্দিনী পরিশ্রান্ত হইয়া  
 ভূতলে পতিত হইতেছিলেন; সুতরাং আপনি উঁহার প্রতীক্ষা করুন ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

রাজা তু বচনান্তস্ত ভৃশং দুঃখসমস্রিতঃ ।

ভীমশ্চ সহদেবশ্চ সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥৮॥

তামবেক্ষ্য তু কোন্তেয়ো বিবৰ্ণবদনাং কৃশাম্ ।

অক্লমানীয় ধৰ্ম্মাত্মা পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ । ৭

কথং বৈশম্প গুপ্তেষু স্বাস্তীর্ণশয়নোচিতা ।

ভূমৌ নিপতিতা শেতে স্খবাহী বরবৰ্ণিনী ॥১০॥

স্বকুমারৌ কথং পাদৌ মুখঞ্চ কমলপ্রভম্ ।

মৎকৃতেহু বরাহায়াঃ শ্রামতাং সমুপাগতম্ ॥১১॥

কিমিদং দ্যুতকামেন ময়া কৃতমবুদ্ধিনা ।

আদায় কৃষ্ণাং চরতা বনে যুগগণায়ুতে ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

রাজেতি । সমুপাদ্রবৎ দ্রুতং দ্রৌপদস্তিকমগচ্ছৎ ॥৮॥

তামিতি । পর্য্যদেবয়ং বালপং, “দিবু পরিকুঞ্জে” ইতি চৌরাদিকস্ত রূপম্ ॥৯॥

কথমিতি । কথংশব্দো বিষাদে । গুপ্তেষু রক্ষিতেষু । শয়নং শয্যা, উচिता যোগ্যা ॥১০॥

স্বকুমারাবিতি । পাদৌ শ্রামতাং সমুপাগতাবিতি বচনব্যতায়েন সম্বন্ধঃ । শ্রামতাং মালিন্তম্ ॥১১॥

কিমিতি । দ্যুতকামেন দ্যুতরাগিণা । যুগগণায়ুতে হিংস্রপশুসমূহপূর্ণে ॥১২॥

মহারাজ ! এই মন্দগামিনী দুঃখভোগের অযোগ্যা, অথচ গুরুতর দুঃখ ভোগ করিতেছেন ; অতএব আপনি এই পরিত্রাস্তাকে আশ্বস্ত করুন” ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব—নকুলের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন ॥৮॥

তখন ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবৰ্ণবদনা ও কৃশা দেখিয়া পীড়িত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“হায় ! সুরক্ষিত গৃহে আস্তীর্ণ উত্তম শয্যায় শয়নের যোগ্যা একমাত্র সুখভোগের অধিকারিণী উত্তমাজনা দ্রৌপদী আজ ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিয়াছেন ! ॥১০॥

হায় ! এই বরবৰ্ণিনীর কোমল চরণযুগল এবং পদ্যকাস্তি মুখমণ্ডল আজ আমার জন্তই মলিন হইয়া গিয়াছে ! ॥১১॥



সুখং প্রাপ্যতি কল্যাণী প্রাপ্য পাণ্ডুহতান্ পতীন্ ।

ইতি দ্রুপদবাজেন পিত্রা দত্তায়তেক্ষণা ॥১৩॥

তৎ সৰ্ব্বমনবাপ্যেয়ং শ্রমশোকান্বকর্ষিতা ।

শেতে নিপতিতা ভূমৌ পাপস্ত মম কৰ্ম্মভিঃ ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা লালপ্যামানে তু ধৰ্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে ।

ধৌম্যপ্রভৃতয়ঃ সৰ্ব্বৈ তত্রাজগ্মুর্বিজোত্তমাঃ ॥১৫॥

তে তামাশ্বাসয়ামাস্তরাশীর্ভিচ্চাপ্যপূজয়ন্ ।

রক্ষোন্নান্শচ তথা মন্বান্ জেপুশ্চকৃন্তুণা ক্রিয়াঃ ॥১৬॥

পঠ্যমানেষু মন্ত্রেষু শাস্ত্যর্থং পরমর্ষিভিঃ ।

স্পৃশ্যমানা কঠৈঃ শীতৈঃ পাণ্ডুবৈশ্চ বৃহ্মর্ষিঃ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

সুখমিতি । ইতি বিভাব্যোতি শেষঃ । আয়তেক্ষণা বিশাললোচনা কৃষ্ণা ॥১৩॥

তদ্বিতি । পাপস্ত পাপাশ্বনঃ, কৰ্ম্মভির্দুর্ভাগ্যাদিভিঃ ॥১৪॥

তথ্যেতি । লালপ্যামানে পুনঃ পুনর্বিলপতি সতি । তত্র দ্রৌপদ্যুগ্মিকে ॥১৫॥

ত ইতি । অপূজয়ন্ সমতোষয়ন্ । তথা অনিষ্টনিবারিকাঃ ॥১৬॥

আমি দূতের অমুরাগী, অথচ আমার বুদ্ধি নাই ; তাই আমি হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ বনের ভিতরে দ্রৌপদীকে লইয়া বিচরণ করিতে থাকিয়া এটা কি করিলাম ॥১২॥

হায় ! কল্যাণী দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে পতি লাভ করিয়া সুখ ভোগ করিবে, ইহা ভাবিয়াই পিতা দ্রুপদরাজা এই আয়তনয়নাকে আমাদেব হস্তে দান করিয়া ছিলেন ॥১৩॥

কিন্তু আমি পাপাশ্বা ; তাই আমার কৰ্ম্মদোষেই ইনি সে সমস্ত না পাইয়া পরিভ্রম, শোক ও পথের ক্লেশে ক্লান্ত ও ভূতলপতিত হইয়া শয়ন করিয়াছেন !” ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বার বার সেইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, ধৌম্যপ্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সকলেই সেখানে আসিলেন ॥১৫॥

তাহারা দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিলেন, আশীর্বাদ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন, রক্ষোন্ন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং অনিষ্টনিবারক কার্য্য করিতে থাকিলেন ॥১৬॥

(১৩)...প্রাপ্য বৈ পাণ্ডবান্ পতীন্—বা ব কানি । (১৬) তে সমাশ্বাসয়ামাস্—চক্ষুচ তে ক্রিয়াঃ বা ব কানি ।

সেব্যমানা চ শীতেন জলমিশ্ৰেণ বায়ুনা ।

পাঞ্চালী স্তম্বমাসাগ্ৰ লেভে চেতঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৮ ॥ (যুগ্মকম্)

পরিগৃহ্য চ তাং দীনাং কৃষ্ণামজিনসংস্তরে ।

পার্থ্যি বিশ্রাময়ামাস্থল'কসংজ্ঞাং তপস্বিনীম্ ॥ ১৯ ॥

তস্তা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ ।

করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাহতুঃ ॥ ২০ ॥

পৰ্য্যাস্থাসয়দপ্যেনাং ধৰ্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

উবাচ চ কুরুশ্ৰেষ্ঠো ভীমসেনমিদং বচঃ ॥ ২১ ॥

বহবঃ পৰ্ব্বতা ভীম ! বিষমা হিমদুৰ্গমাঃ ।

তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো ! কথং নু বিচরিস্যতি ॥ ২২ ॥

### ভারতকৌমুদী

পঠ্যমানেষিতি । কঠৈরহৈন্তুঃ, শীতৈঃ শীতলৈঃ । চেতঃ চৈতন্যম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

পরীতি । পরিগৃহ্য নীত্বা । অজিনসংস্তরে আন্তৃতমুগচর্ম্মণি । তপস্বিনীং শোচ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

তস্তা ইতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ, কিণজাতাভ্যাং ধনুগুণঘর্ষণেন জাতচিহ্নাভ্যাং করাভ্যাম্, শনকৈঃ, পূজিতলক্ষণৌ তস্তাঃ পাদৌ, সংববাহতুঃ সংবাহয়ামাসতুঃ । আর্থং পদম্ ॥ ২০ ॥

পৰ্য্যাস্থাসয়দিত্যি । এনাং দ্রোপদীম্ ॥ ২১ ॥

বহব ইতি । বিষমা বিপৎসঙ্কুলা উচ্চাবচা বা । কৃষ্ণা দ্রোপদী ॥ ২২ ॥

মহাবীরা শাস্তির জন্ত মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিলে, পাণ্ডবেরা শীতল হস্তদ্বারা বার বার স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং জলমিশ্রিত শীতল বায়ুদ্বারা সেবন করিতে থাকিলেন ; তখন দ্রোপদী স্তম্ব লাভ করিয়া ধীরে ধীরে চৈতন্য লাভ করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা লব্ধচৈতন্য, দুর্ব্বলা ও শোচনীয় দ্রোপদীকে আন্তৃত মুগচর্ম্মের উপরে রাখিয়া বিশ্রাম করাইতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

নকুল ও সহদেব কিণ-(কড়) চিহ্নিত হস্তযুগল দ্বারা ধীরে ধীরে দ্রোপদীর রক্ততল ও স্থলক্ষণ চরণযুগলের সংবাহন করিতে থাকিলেন ॥ ২০ ॥

কুরুশ্ৰেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও দ্রোপদীকে আশ্বস্ত করিলেন এবং ভীমকে এই কথা বলিলেন— ॥ ২১ ॥

“মহাবাহু ভীম ! হিমে দুৰ্গম এবং উঁচু-নীচ বহুতর পর্ব্বত আছে ; সেগুলিতে দ্রোপদী কি করিয়া গমন করিবেন ?” ॥ ২২ ॥

ভীমসেন উবাচ ।

ত্বাং রাজন্ ! রাজপুত্রীঞ্চ যমৌ চ পুরুষৰ্ষভ ! ।

স্বয়ং নেয়ামি রাজেন্দ্র ! মা বিধাদে মনঃ কৃথাঃ ॥২৩॥

হৈড়িম্বশ্চ মহাবীর্যো বিহগো মন্বলোপমঃ ।

বহেদনঘ ! সৰ্ব্বান্ নো বচনাভে ঘটোৎকচঃ ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ শ্রুত্বা তু কতনং ভীমসেনস্ত ধৰ্ম্মরাট্ ।

ভীমং সম্পূজয়ন্তুষ্ট এবমস্তিত্যভাষত ॥২৫॥

সোহনুজ্ঞাতো ধৰ্ম্মরাজ্ঞা পুত্রং সম্মার রাক্ষসম্ ।

ঘটোৎকচস্ত ধৰ্ম্মাত্মা স্মৃতমাত্রঃ পিতৃঃ স্তদা ॥২৬॥

কৃতাজ্জলিরূপাতিষ্ঠদভিবাঢ়াথ পাণ্ডবান্ ।

ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাবাহুঃ স চ তৈরভিনন্দিতঃ ॥২৭॥

উবাচ ভীমসেনং স পিতরং ভীমবিক্রমম্ ।

স্মৃতোহস্মি ভবতা শীঘ্রং শুশ্রূষুরহমাগতঃ ॥২৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

স্বামিতি । রাজপুত্রীং দ্রৌপদীম্, যমৌ নকুলসহদেবৌ । স্বয়মহমেব ॥২৩॥

হৈড়িম্ব ইতি । হৈড়িম্বো হিড়িম্বায়াঃ পুত্রঃ, বিহায়সা গচ্ছতীতি বিহগ আকাশচরঃ ॥২৪॥

এতদ্বিতি । ধৰ্ম্মরাড়্ যুধিষ্ঠিরঃ । সম্পূজয়ন্ প্রশংসন, যথাকালমুপায়স্বরূপাৎ ॥২৫॥

স ইতি । ধৰ্ম্মরাজ্ঞেত্যদন্তত্বাভাব অর্থাৎ । ব্রাহ্মণাংশ্চ অভিবাঢ়েতি সম্বন্ধঃ । অভিনন্দিত আশিষা সম্ভোষিতঃ । শুশ্রূষুঃ ভবতাং শুশ্রূষাং কৰ্ত্তৃমিচ্ছুঃ ॥২৬—২৮॥

ভীম বলিলেন—“হে পুরুষপ্রধান রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! একক আমিই আপনাকে, দ্রৌপদীকে এবং নকুল ও সহদেবকে বহন করিয়া লইয়া যাইব ; আপনি বিষণ্ণ হইবেন না ॥২৩॥

অথবা, হে নিষ্পাপ রাজা ! আমার তুল্য বলবান্, অত্যন্ত উৎসাহী ও আকাশচারী হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ আপনার আদেশে আমাদের সকলকেই বহন করিয়া লইয়া যাইবে” ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির ভীমের এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ভীমের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—“এইরূপই হউক” ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির অমুমতি করিলে, ভীমসেন তখনই পুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করিলেন ; তিনি স্মরণ করিবামাত্রই ধৰ্ম্মাত্মা ও মহাবাহু ঘটোৎকচও কৃতাজ্জলি

(২৫) শ্লোকঃ বা ব কা নি নাস্তি । (২৮)....শীঘ্রং সহসাহমুপাগতঃ—পি ।

আজ্ঞাপয় মহাবাহো ! সৰ্বং কৰ্ত্তাস্যসংশয়ম্ ।

তচ্ শ্ৰুত্বা ভীমসেনস্ত রাক্ষসং পরিষম্বজে ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধৰ্ম্মজ্ঞো বলবান্ শূরঃ সত্যো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

ভক্তোহস্মান্ রাক্ষসঃ পুত্রো ভীম ! গৃহ্নাতু মাতরম্ ॥৩০॥

তব বাহুবলেনাহমতিভীমপরাক্রম ! ।

অক্ষতঃ সহ পাঞ্চাল্যা গচ্ছেয়ং গৃহ্ণমাদনম্ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভ্রাতুৰ্ভচনমাজ্ঞায় ভীমসেনো ঘটোৎকচম্ ।

ত্বাদিদেহ নরব্যাত্ৰস্তনয়ং শত্রুকর্ষণম্ ॥৩২॥

### ভারতকৌমুদী

আজ্ঞাপয়েতি । কৰ্ত্তাস্মি কৰিষ্যামি । রাক্ষসং ঘটোৎকচম্, পরিষম্বজে আলিঙ্গ ॥২৯॥

ধৰ্ম্মজ্ঞ ইতি । অস্মান্ প্রতি ভক্তঃ । সত্যঃ সপদি, মাতরং দ্রৌপদীং বোচুং গৃহ্নাতু ॥৩০॥

ভীমমেব—স্তোতি তবেতি । ঘটোৎকচস্ত বাহুবলমপি তবৈব বাহুবলমিতি ভাবঃ ॥৩১॥

ভ্রাতুরিতি । ভ্রাতুষু যুধিষ্ঠিরস্ত । আজ্ঞায় শ্ৰুত্বা ॥৩২॥

হইয়া পিতৃপর্যায় পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিল ; তাহার পর তাঁহারা সকলেও তাহার অভিনন্দন করিলেন । তৎপরে ঘটোৎকচ ভীমবিক্রম পিতা ভীমসেনকে বলিল—“আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাই আমি আপনাদের পরিচর্যা করিবার জন্ত সত্বর আসিয়াছি ॥২৬—২৮॥

মহাবাহু ! আদেশ করুন, নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সমস্ত কার্য্য করিব ।” তাহা শুনিয়া ভীমসেন তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম ! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ পুত্র ঘটোৎকচ ধৰ্ম্মজ্ঞ, বলবান্, বীর এবং আমাদের ভক্ত ; সুতরাং এখনই এ—দ্রৌপদীকে ধারণ করুক ॥৩০॥

অতিভীমপরাক্রম ভীম ! তোমার বাহুবলেই আমি দ্রৌপদীর সহিত অক্ষত শরীরে গৃহ্ণমাদনপর্বতে যাইতে পারিব” ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া শত্রুহস্তা পুত্র ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন—॥৩২॥

(২৯) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...চতুচ্ছারিংশদধিকঃ...’—বা ব কা, ‘...পঞ্চচছারিংশদধিকঃ...’—পি, ‘...ষট্চছারিংশদধিকঃ...’—নি । (৩০)...সত্যো রাক্ষসপুঙ্গবঃ...ঔরমঃ পুত্রঃ...গৃহ্নাতু মা চিহ্নম্—বা ব কা ।

হৈড়িস্থেয়ং পরিশ্রাস্তা তব মাতাহপরাজিত ! ।

ত্বঞ্চ কামগমস্তাত ! বলবান্ বহ তাং খগ ! ॥৩৩॥

স্কন্ধমারোপ্য ভদ্রং তে মধ্যেহস্ম্যাকং বিহায়সা ।

গচ্ছ নীচিকয়া গত্যা যথা চৈনাং ন পীড়য়েঃ ॥৩৪॥

ঘটোৎকচ উবাচ ।

ধর্ম্মরাজঞ্চ ধোম্যঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ যমজৌ তথা ।

একোহপ্যহমলং বোদ্ধুং কিমুতাগ্ সহায়বান্ ॥৩৫॥

অন্ত্রে চ শতশঃ শূরা বিহগাঃ কামরূপিণঃ ।

সর্বান্ বো ব্রাহ্মণেঃ সার্কং বক্ষ্যন্তি সহিতা ময়া ॥৩৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তদা কৃষ্ণানুবাহ স ঘটোৎকচঃ ।

পাণ্ডুনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

হৈড়িস্থেতি । হে হৈড়িষ ।। মাতা দ্রৌপদী । হে খগ ! খেচর ! ॥৩৩॥

স্কন্ধমিতি । তে তব ভদ্রমস্ত । বিহায়সা গগনেন । নীচিকয়া নিম্নবর্ত্তিষ্ঠা ॥৩৪॥

ধর্ম্মেতি । অলং সমর্থঃ । অন্ত্রেহপি ব্রাহ্মসা মম সহায়ঃ সন্তীতি ভাবঃ ॥৩৫॥

অন্ত ইতি । বিহগা আকাশচারিণো ব্রাহ্মসাঃ । বক্ষ্যন্তি বহনং করিষ্যন্তি ॥৩৬॥

এবমিতি । অপরে চ ব্রাহ্মসাঃ, পাণ্ডবানপি উহুরিতি শেষঃ ॥৩৭॥

“বৎস ! অপরাজিত ! খেচর ! হিড়িস্থানন্দন ! তোমার মাতা দ্রৌপদী পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তুমিও কামগামী এবং বলবান্ ; অতএব তুমি তাঁহাকে বহন কর ॥৩৩॥

বৎস ! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি উঁহাকে স্কন্ধে লইয়া আমাদের মধ্যে থাকিয়া নিম্ন আকাশ দিয়া মন্দগতিতে গমন কর, যাহাতে উঁহার কষ্ট না হয়” ॥৩৪॥

ঘটোৎকচ বলিল—“আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, ধোম্যপুরোহিত, দ্রৌপদী এবং নকুল-সহদেবকে বহন করিতে পারি ; সহায়সম্পন্ন হইলে আর বক্তব্য আছে কি ॥৩৫॥

বীর, আকাশচারী ও কামরূপী অন্ত্র শত শত ব্রাহ্মসও আমার সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত আপনাদের সকলকে বহন করিবে” ॥৩৬॥

লোমশঃ সিদ্ধমার্গেণ জগামানুপমহ্যতিঃ ।

স্বেনৈব স প্রভাবেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণাংশ্চাপি তান্ সৰ্বান্ সমুপাদায় রাক্ষসাঃ ।

নিয়োগাদ্রাক্ষসেন্দ্রস্ত জগ্মুর্ভীমপরাক্রমাঃ ॥৩৯॥

এবং ঈরমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ ।

আলোকয়ন্তুস্তে জগ্মুর্বিশালাং বদরীং প্রতি ॥৪০॥

তে স্বাস্ত্যুগতিভির্বারা রাক্ষসৈস্তৈর্মহাজৈবৈঃ ।

উহমানা যযুঃ শীঘ্রং দৌর্যমধ্বানমগ্নবৎ ॥৪১॥

দেশান্ শ্লেচ্ছজনা কৌর্ণান্ নানারত্নাকরান্ শুভান্ ।

দদৃশুর্গিরিপাদাংশ্চ নানাধাতুসমাচিতান্ ॥৪২॥

### ভারতকৌমুদী

লোমশ ইতি । সিদ্ধানাং দেবযোনিবিশেষাণাং মার্গেণ আকাশপথেনৈব ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণানিতি । নিয়োগাদাদেশাৎ, রাক্ষসেন্দ্রস্ত ঘটোৎকচস্ত ॥৩৯॥

এবমিতি । বদরীং কৰ্কশবৃক্ষং তন্নাম্না প্রসিদ্ধমাত্মমিত্যর্থঃ ॥৪০॥

ত ইতি । মহাজনৈর্মহাজৈবৈঃ । অপমানং পতনম্, অগ্নবৎ অগ্নপথবৎ ॥৪১॥

দেশানিতি । বেদবাহ্যচার্যে শ্লেচ্ছজন্যৈস্তৈর্বা কৌর্ণান্ । গিবেঃ পাদান্ প্রত্যন্তপৰ্ব্বতান্ ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপ বলিয়া তখনই মহাবীর ঘটোৎকচ পাণ্ডব-গণের মধ্যে থাকিয়া জ্যোপদীকে বহন করিয়া লইয়া চলিল এবং অগ্ন রাক্ষসেরা পাণ্ডবগণকে বহন করিয়া নিয়া যাইতে থাকিল ॥৩৭॥

এবং অসাধারণ তেজস্বী লোমশমুনি আপন প্রভাবেই সিদ্ধপথে দ্বিতীয় সূর্য্যের জ্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

আর, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী অপর কতকগুলি রাক্ষস ঘটোৎকচের আদেশে সেই সকল ব্রাহ্মণকে লইয়া গমন করিতে থাকিল ॥৩৯॥

এইভাবে তাঁহারা অতি মনোহর বন ও উপবন দেখিতে দেখিতে বদরিকা-জ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥৪০॥

মহাবেগশালী ও দ্রুতগামী সেই রাক্ষসেরা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল বলিয়া তাঁহারা সহরই অগ্ন পথের জ্যায় দীর্ঘ পথ যাইতে থাকিলেন ॥৪১॥

তখন তাঁহারা শ্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ, নানাবিধ রত্নের আকর ও মনোহর বহু-তর দেশ\* এবং গৈরিকাদি নানাধাতুব্যাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর পৰ্ব্বত দেখিতে

(৩৮)....স্বেনৈবাপ্রভাবেণ—পি ।

(৪১)....মহদধ্বানমগ্নবৎ—বা ব কা নি ।

(৪২)....নানারত্নাকরায়ুতান্—বা ব কা নি ।

বিদ্যাস্বরগণাকৌর্ণান্ যুতান্ পন্নগকিন্নরৈঃ ।  
 তথা কিম্পুরুষৈশ্চৈব গন্ধর্বৈশ্চ সমন্ততঃ ॥৪৩॥  
 ময়ূরৈশ্চমরৈশ্চৈব বানরৈ রুরভিস্তথা ।  
 বরাহৈর্গবয়ৈশ্চৈব মহিষৈশ্চ সমারুতান্ ॥৪৪॥  
 নদীজালসমাকৌর্ণান্ নানাপক্ষিযুতান্ বহুন্ ।  
 নানাবিধৈর্মৃগৈর্জুষ্টান্ বারগৈশ্চোপশোভিতান্ ॥৪৫॥  
 সমদৈশ্চাপি বিহগৈঃ পাদপৈরগ্নিতাংস্তথা ।  
 তেহবতীৰ্য্য বহুন্ দেশান্ উত্তরাংশ্চ কুরুনপি ॥৪৬॥  
 দদৃশুর্বিবিধাশ্চর্য্যং কৈলাসং পর্বতোত্তমম্ ।  
 তস্মাত্যাসে তু দদৃশুর্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৪৭॥  
 উপেতং পাদপৈর্দীব্যৈঃ সদা পুষ্পফলোপগৈঃ ।  
 দদৃশুস্তাঞ্চ বদরীং বৃন্তস্কন্ধাং মনোরমাম্ ॥৪৮॥  
 স্নিগ্ধামবিরলচ্ছায়াং শ্রিয়া পরময়া যুতাম্ ॥  
 পত্রৈঃ স্নিগ্ধরবিরলৈরুপেতাং যুতুভিঃ শুভাম্ ॥৪৯॥  
 বিশালশাখাং বিস্তৌর্ণামতিদ্যুতিসমগ্নিতাম্ ।  
 ফলৈরুপচিঠৈর্দীব্যৈরাচিতাং স্বাতুভির্ভূষাম্ ॥৫০॥

### ভারতকৌমুদী

গানক্ষমদ্বাক্ষমদ্বাত্যাং কিন্নরাণাং দ্বৈবিধ্যাং পৃথগুপাদানম্ । চমররুরু হরিণবিশেষৌ ।  
 মৃগৈঃ পশুভিঃ, জুষ্টান্ সেবিতান্, বারগৈর্হস্তিভিঃ । বিহগৈঃ পক্ষিভিঃ । অবতীৰ্য্য  
 অতিক্রম্য । অভ্যাসে নিকটে । পুষ্পাণি ফলানি চ উপগচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি তৈঃ ।  
 বৃন্তস্কন্ধাং গোলপ্রকাণ্ডদেশাম্ । অবিরলচ্ছায়াং নিবিড়চ্ছায়াম্ । অবিরলৈষনৈঃ । উপচিঠৈ-  
 পাইলেন । তাহাতে বিদ্যাস্বর, কিন্নর, কিম্পুরুষ ও নাগ বিচরণ করিতেছিল  
 এবং ময়ূর, চমরহরিণ, রুরহরিণ, বানর, বরাহ, গবয় ও মহিষ ভ্রমণ করিতেছিল ;  
 আর সে পর্বতগুলির নিকট দিয়া অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছিল এবং সে  
 গুলিতে নানাবিধ পক্ষী, বহুবিধ পশু, হস্তী, মদমত্ত পক্ষী ও নানাবিধ বৃক্ষ ছিল  
 তাহার পর তাঁহারা বহুতর দেশ ও উত্তর কুরুদেশ অতিক্রম করিয়া নানাবিধ  
 আশ্চর্য্যের আধার কৈলাসপর্বত দর্শন করিলেন এবং তাহার নিকট নর-  
 নারায়ণ ঋষির আশ্রম (বদরিকাশ্রম) দেখিতে পাইলেন ; সে আশ্রমে সর্বদাই  
 ফল ও পুষ্পশালী বহুতর উত্তম বৃক্ষ ছিল ; আর তাঁহারা সেখানে সেই মনোহর  
 বদরীবৃক্ষ দর্শন করিলেন ; তাহার স্কন্ধদেশ গোলাকার, আকৃতি স্নিগ্ধ, ছায়া-

মধুস্রবৈঃ সদা দিব্যাং মহর্ষিগণসেবিতাম্ ।  
 মদপ্রমুদিতৈর্নিত্যং নানাধ্বিজগণৈর্যুতাম্ ॥৫১॥  
 অদংশমশকে দেশে বহুমূলফলোদকে ।  
 নীলশাশ্বলসংছন্নে দেবগন্ধর্বসেবিতে ॥৫২॥  
 হ্রসমীকৃতভূভাগে স্বভাববিমলে শুভে ।  
 জাতাং হিময়ুচ্ছর্শে দেশেহপহতকণ্টকে ॥৫৩॥ (কুলকম্)  
 তামুপেত্য মহাত্মানঃ সহ তৈত্রাক্ষগণধিভেঃ ।  
 অবতেরুস্ততঃ সর্বৈ রাক্ষসস্কন্ধতঃ শনৈঃ ॥৫৪॥  
 ততস্তমাশ্রমং রম্যং নরনারায়ণাশ্রিতম্ ।  
 দদুশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ ! সহিতা দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥৫৫॥  
 তমসা রহিতং পুণ্যমনামৃকং রবেঃ করৈঃ ।  
 ক্ষুভূটশীতোষ্ণদৌষৈশ্চ বর্জিতং শোকনাশনম্ ॥৫৬॥

#### ভারতকৌমুদী

বহুলীভূতৈঃ, আচিভ্যাং ব্যাপ্তাম্ । নানাধ্বিজগণৈর্বহুবিধপক্ষিসমূহৈঃ । নীলৈঃ শাশ্বলৈর্নব-  
 তৃণৈঃ সংছন্নে আবৃতে । অপহতকণ্টকে দূরীকৃতকণ্টকে ॥৪২—৫৩॥

তামিতি । তাং বদরীম্ । মহাত্মানঃ পাণ্ডবাদয়ঃ ॥৫৪॥

তত ইতি । নরনারায়ণাভ্যামৃষিত্যাম্ আশ্রিতম্ আশ্রিতপূর্বম্ । তমসা অন্ধকারেণ ।

#### ভারতভাবদীপঃ

ক্ৰোশমাত্রমিতি ॥১—২৩॥ বিহগ ইব বিহগঃ খেচরঃ ॥২৪—৩৫॥ বক্ষ্যন্তি বহনং করিষ্যন্তি  
 ॥৩৬—৪১॥ রত্নাকরৈরাসমৃদ্ধাদ্যুতান্ ॥৪২—৪৬॥ অভ্যাসে সমীপে ॥৪৭—৫২॥ স্বভাবত এব

নিবিড়, কান্তি মনোহর, পত্র সকল স্নিগ্ধ, ঘন ও কোমল ; শাখাসমূহ বিশাল  
 ও বিস্তীর্ণ এবং ফলসমূহ বৃহৎ, উত্তম, সুস্বাদু ও মধুস্রাবী ছিল । মহর্ষিরা সেই  
 বদরীবৃক্ষের সেবা করিতেন এবং সেই বদরীবৃক্ষের উপরে সর্বদাই মদমত্ত ও  
 আনন্দিত নানাবিধ পক্ষী বিচরণ করিত । আর, সেই বদরীবৃক্ষ যে স্থানে  
 জন্মিয়াছিল, সে স্থানে দংশ (ডাঁশ) ও মশক ছিল না ; প্রচুর ফল, মূল ও জল  
 ছিল এবং দেবগণ ও গন্ধর্বগণ বিচরণ করিতেন ; আর সে স্থানটী নীলবর্ণ নূতন  
 তৃণে আবৃত, সমতল, স্বভাবনির্মল, নিরূপদ্রব, শীতল ও কোমলস্পর্শ এবং  
 কণ্টকবিহীন ছিল ॥৪২—৫৩॥

মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই বদরীবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-  
 গণের সহিত রাক্ষসস্কন্ধ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন ॥৫৪॥

রাজা ! তাহার পর পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া নর-নারায়ণ

(৫৩)...স্বভাববিহিতে শুভে—বা ব কা নি ।



মহর্ষিগণসংবাধং ব্রাহ্মা লক্ষ্ম্যা সমস্থিতম্ ।  
 দুঃপ্রবেশং মহারাজ ! নরৈর্ধর্ম্যবহিষ্কৃতৈঃ ॥৫৭॥  
 বলিহোমার্চিতং পুণ্যং স্ত্রুংস্মৃতাশুলেপনম্ ।  
 দিব্যপুষ্পোপহারৈশ্চ সর্বতোহভিবিরাজিতম্ ॥৫৮॥  
 বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্ভাণ্ডৈরাচিতং শুভৈঃ ।  
 মহন্তিস্তোয়কলসৈঃ কঠিনৈশ্চোপশোভিতম্ ॥৫৯॥  
 শরণ্যং সর্বভূতানাং ব্রহ্মঘোষনিবাদিতম্ ।  
 দিব্যমাশ্রয়ণীয়ং তমাশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥৬০॥  
 শ্রিয়া যুতমনির্দেশ্যং দেবচর্য্যোপশোভিতম্ ।  
 ফলমূলানৈর্দানৈশ্চচারুক্রম্যাজিনাম্বরৈঃ ॥৬১॥

### ভারতকৌমুদী

অনামৃষ্টং বৃক্ষপত্রাচ্ছাদনাং অস্পৃষ্টম্ । মহর্ষিগণৈঃ সংবাধং নিরবকাশম্, ব্রাহ্মা ব্রাহ্মণ-  
 সম্পাদিতয়া, লক্ষ্ম্যা কান্ত্যা । ধর্ম্যবহিষ্কৃতৈরধার্মিকৈঃ । বলিভিঃ পূজোপহারৈঃ হোমৈশ্চ  
 অর্চিতং গৌরববিষয়ীকৃতম্, স্ত্রুংস্মৃষ্টং লিপ্তম্ অশুলেপনং গোময়াদিকং যত্র তম্ । অগ্নি-  
 শরণৈর্হোমগৃহৈঃ, স্রুগ্ভাণ্ডৈঃ স্রুগ্ভবাদিস্থাপনপাটৈঃ, আচিতং ব্যাপ্তম্ । কঠিনৈঃ পাকস্থলীভিঃ,  
 “কঠিনং নিষ্টরে স্থাল্যাং শর্করায়াং গুডস্তা চ” ইতি বিশ্বঃ । ব্রহ্মঘোষৈর্বেদধ্বনিভিনির্নাদিতম্ ।  
 অনির্দেশ্যং সৌন্দর্য্যে অনির্লচনীয়ম্, দেবতা চর্য্যা আচারন্তেন উপশোভিতম্ । দানৈশ্চ-

### ভারতভাবদীপঃ

বিশেষণে হিতে স্বভাববিহিতে জাতাং বদরীম্ ॥৫৩—৫৬॥ মহর্ষিগণসংবাধমৃষিগণব্যাপ্তম্,  
 ব্রাহ্মা লক্ষ্ম্যা ঋগ্‌যজুঃসামাযজুঃকয় । “ঋচঃ সামানি যজুঃষি সা হি ত্রীরম্বতা সত্য”মিতি শ্রুতৈঃ  
 ॥৫৭॥ স্ত্রুং সংস্মৃষ্টং সম্ভার্কজনমশুলেপনঞ্চ যত্র তৎ ॥৫৮॥ অগ্নিশরণৈরগ্ন্যাগারৈঃ, আচিতং  
 ব্যাপ্তম্, কঠিনৈঃ শিষ্টৈঃ করণৈর্গুণৈঃ ॥৫৯—৬০॥ দেবচর্য্যা সত্যসঙ্কল্পাদিকা, তয়া উপশোভিতম্  
 ঋষির সেই পুণ্যময় মনোহর আশ্রম দর্শন করিতে লাগিলেন । তাহাতে  
 অন্ধকারের বা সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শ ছিল না; ক্ষুধা বা পিপাসা হইত না,  
 শীত বা গ্রীষ্ম ছিল না, কোন শোকের সম্ভাবনাও ছিল না, এবং অধার্মিক  
 লোকের প্রবেশ করা দুষ্কর ছিল; আর মহারাজ ! সে আশ্রমটী মহর্ষিগণে  
 পরিপূর্ণ ও ব্রাহ্মীশোভায় পরিশোভিত ছিল এবং সে আশ্রমে গোময়লিপ্ত  
 পবিত্র স্থানে পূজা ও হোম চলিতেছিল, এবং সকল দিকেই উত্তম উত্তম পুষ্প  
 বিক্ৰিপ্ত থাকায় বিশেষ শোভা জন্মিয়াছিল; আর সে আশ্রম—বিশাল বিশাল  
 হোমগৃহ, মাজলিক স্রুগ্‌-স্রুবের পাত্র, বৃহৎ বৃহৎ জলের কলস ও পাকের  
 স্থালীতে পরিশোভিত ছিল; এবং সে আশ্রম—সকল শ্রাণীরই রক্ষক, বেদ-  
 ধ্বনিতে মুখরিত, সকলেরই আশ্রয়ণীয়, শ্রমনাশক, দিব্য-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন,

সূর্য্যবৈশ্বানরসমৈস্তপসা ভাবিতাশ্চিতিঃ ।  
 মহর্ষিভির্মোক্শপরৈর্ষতিভিনিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥৬২॥  
 ব্রহ্মভূতৈর্মহাতাগৈরুপেতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।  
 সোহভ্যগচ্ছন্নহাতেজাস্তানৃষীন্ প্রয়তঃ শুচিঃ ॥৬৩॥  
 ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে দৃষ্ট্ৱা প্রাপ্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬৪॥  
 অভ্যগচ্ছন্ত স্ত্রীপীতাঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ ।  
 আশীর্বাদান্ প্রযুজ্ঞানাঃ স্বাধ্যায়নিরতা ভূশম্ ॥৬৫॥  
 প্রীতাস্তে তস্য সংকারং বিধিনা পাবকোপমাঃ ।  
 উপাজহুঃ সলিলং পুষ্পমূলফলং শুচি ॥৬৬॥ (কুলকম্)  
 স তৈঃ প্রীত্যাহথ সংকারমুপনীতং মহর্ষিভিঃ ।  
 প্রয়তঃ প্রতিগৃহ্মাণ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬৭॥  
 তং শক্রসদনপ্রাখ্যং দিব্যগন্ধমনোরমম্ ।  
 প্রীতঃ স্বর্গোপমং পুণ্যং পাণ্ডবঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥৬৮॥  
 বিবেশ শোভয়া যুক্তং ভ্রাতৃভিঃ সহানব ! ।  
 ব্রাহ্মণৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈশ্চ সহস্রশঃ ॥৬৯॥ (বিশেষকম্)

### ভারতকৌমুদী

রিদ্ভিয়দমনশীলৈঃ । ভাবিতাশ্চিতিঃ শোধিতচিহ্নৈঃ । ব্রহ্মভূতৈবিরিক্তিতুল্যৈঃ, ব্রহ্মবাদিভি-  
 র্বেদবক্তৃভিঃ । প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ । প্রাপ্তমাগতম্ । প্রযুজ্ঞানাঃ কুর্যাণাঃ । সংকারং  
 সংকারভূতম্ আদরনিদর্শনমিত্যর্থঃ ॥৫৫—৬৬॥

স ইতি । উপনীতম্ উপস্থাপিতম্ । প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ । শক্রসদনপ্রাখ্যম্ ইন্দ্রভবন-  
 তুল্যম্ । ব্রাহ্মণৈশ্চ সহৈতি সম্বন্ধঃ ॥৬৭—৬৯॥

অনির্ব্বচনীয় ও দেবতার আচারে পরিশোভিত ছিল ; আর সে আশ্রমে ফল-  
 মূলভোজী, ইন্দ্রিয়সংযমী, মনোহর কৃষ্ণাজিনধারী, সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজস্বী,  
 তপস্শায় শোধিতচিত্ত, মোক্ষপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য, বেদবক্তা ও  
 মহাত্মা মহর্ষিরা অবস্থান করিতেছিলেন । তখন মহাতেজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির  
 সংযতচিত্ত ও পবিত্র হইয়া ভ্রাতাদের সহিত সেই মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত  
 হইলেন; তখন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, বেদপাঠনিরত ও অগ্নিতুল্য সেই মহর্ষিরা  
 সকলেই যুধিষ্ঠিরকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রত্যাদ্গমন  
 করিলেন এবং প্রীতিসহকারে যথাবিধানে সংকারপূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র জল,  
 ফুল, ফল ও মূল উপহার দিলেন ॥৫৫—৬৬॥

তত্রাপশ্যত ধৰ্ম্মাত্মা দেবদেবর্ষিপূজিতম্ ।  
 নরনারায়ণস্থানং ভাগীরথ্যোপশোভিতম্ ॥৭০॥  
 পশ্যন্তুস্তে নরব্যাভ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ।  
 মধুস্রবফলং দিব্যং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥৭১॥  
 তদুপেত্য মহাত্মানস্তেহবসন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।  
 মুদা যুক্তা মহাত্মানো রেমিরে তত্র তে তদা ॥৭২॥  
 আলোকয়ন্তো মৈনাকং নানাদ্বিজগণায়ুতম্ ।  
 হিরণ্যশিখরকৈব তচ্চ বিন্দুসরঃ শিবম্ ॥৭৩॥  
 তস্মিন্ বিহরমাণাশ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া ।  
 মনোজ্ঞে কাননবরে সৰ্ব্বভুকুন্তুমোজ্জ্বলে ॥৭৪॥

### ভারতকৌমুদী

তদ্রেতি । ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ । নরনারায়ণয়োঃ স্থানং তপশ্চরণদেশম্ ॥৭০॥  
 পশ্যন্তু ইতি । রেমিরে আনন্দঃ । মধুস্রবফলং মধুস্রাবী বদরীফলম্ ॥৭১॥  
 তদিতি । মহাত্মান উদারচিত্তাঃ, মহাত্মানস্তীক্ষ্ণবুদ্ধয়ঃ, তে প্রসিদ্ধাঃ, তে পাণ্ডবাঃ ॥৭২॥  
 আলোকেতি । মৈনাকং পর্বতম্, নানাদ্বিজগণৈবহুবিশপক্ষিসমৃহৈঃ আয়ুতং সমন্বিতম্,

### ভারতভাবদীপঃ

॥৬১—৬২॥ ব্রহ্মভূতৈব্রহ্মবিজ্ঞেন ব্রহ্মভাবং গঠিতঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“ব্রহ্মবিদব্রহ্মৈব ভবতি”  
 ইতি ॥৬৩—৬৫॥ সংকারং চকুরিতি শেবঃ ॥৬৬—৭০॥ তদুপেত্য স্থানং প্রাপ্য ॥৭১—৭৪॥

প্রীতিপূর্বক মহর্ষিগণের আনাত সেই সকল উপহারদ্রব্য গ্রহণ করিয়া  
 আনন্দিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংযতচিত্ত হইয়া দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ  
 ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের সহিত ইন্দ্রভবন তুল্য শোভা-  
 সম্পন্ন, দিব্য সৌরভে মনোহর, স্বর্গতুল্য ও পবিত্র সেই আশ্রমে প্রবেশ  
 করিলেন ॥৬৭—৬৯॥

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেখানে প্রবেশ করিয়া দেবগণ ও দেবর্ষিগণের পূজিত  
 এবং গঙ্গোপশোভিত নর-নারায়ণের তপস্তার স্থান দর্শন করিলেন ॥৭০॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত মধুস্রাবী দিব্য বদরীফল দর্শন  
 করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৭১॥

উদারচেতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমান পাণ্ডবগণ সেই নরনারায়ণস্থানে যাইয়া  
 ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সেইখানেই তাঁহারা তখন  
 আনন্দিত হইয়া বিচরণ করিতেন ॥৭২॥

তাহাঁর নিকটে মৈনাকপর্বত আছে, তাহার শৃঙ্গ সকল স্বর্ণময় এবং তাহার  
 উপরে বহুবিধ পক্ষী বিচরণ করে; আর “বিন্দুসর”-নামে মঙ্গলময় প্রসিদ্ধ

পাদপৈঃ পুষ্পবিকচৈঃ ফলভারাবনামিতিঃ ।  
 শোভিতে সৰ্ব্বতো বন্যৈঃ পুংস্কোকিলকুলায়ুতৈঃ ॥৭৫॥  
 স্নিগ্ধপত্রৈরবিবরনৈঃ শীতচ্ছায়ৈৰ্ননোরমৈঃ ।  
 সরাংসি চ বিচিত্রাণি প্রসন্নসলিলানি চ ॥৭৬॥  
 কমলৈঃ সোৎপলৈশ্চৈব ভ্রাজমানানি সৰ্ব্বশঃ ।  
 পশ্যন্তুচাৰুৰূপাণি রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৭৭॥ (কুলকম্)  
 পুণ্যগন্ধঃ স্পৃশ্যম্পর্শো ববৌ তত্র সমৌরগঃ ।  
 হ্লাদয়ন্ পাণ্ডবান্ সৰ্ব্বান্ দ্রৌপত্যা সহিতান্ প্রভো ! ॥৭৮॥  
 ভাগীরথীং স্তুতীর্থাঞ্চ শীতাং বিমলপঙ্কজাম্ ।  
 মৃণিপ্রবলবিস্তারং পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥৭৯॥

### ভারতকৌমুদী

হিরণ্যশিখরং স্বর্ণময়শৃঙ্গম্ । শিবং মঞ্জলময়ম্, তদ্বিন্দুসরশ্চ । কাননবরে ঐষ্টবনে । পুষ্প-  
 বিকচাঃ প্রফুল্লাষ্টঃ । অবিরলৈর্ঘনৈঃ । চারুৰূপাণি সরাংসীতি সম্বন্ধঃ ॥৭৩—৭৭॥

পুণ্যতি । হ্লাদয়ন্ আনন্দয়ন্ । প্রভো ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥৭৮॥

ভাগীরথীমিতি । মহাত্মানঃ পাণ্ডবাদয়ঃ, পরমভূগমে দেবর্ষিচরিতে তস্মিন্ দেশে,

### ভারতভাবদীপঃ

পুষ্পবিকচৈর্বিকসিতকুসুমৈঃ ॥৭৫—৭৮॥ সীতাং নামতঃ প্রস্তারঃ সোপানপাদগণাদিকপঃ ঘট  
 ইত্যর্থঃ ॥৭৯—৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২০॥

একটা জলাশয় এবং মনোহর একটা বন আছে ; সেই বনে সকল ঋতুতেই ফুল  
 থাকে ; আর ঘন ও মনোহর অনেক বৃক্ষ আছে, সেগুলি সৰ্ব্বদাই পুষ্পরাশিতে  
 সুশোভিত, ফলভারে অবনত এবং কোকিলগণের কলরবে মুখরিত থাকে ;  
 আর সেগুলির পত্র সকল স্নিগ্ধ এবং ছায়া শীতল ; আর বিচিত্র ও মনোহর  
 অনেক সরোবর আছে ; সেগুলির জল নির্মল এবং সেগুলি পদ্ম ও উৎপলে  
 সৰ্ব্বদাই শোভা পাইতেছে ; এই সকল দর্শন করতঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া  
 পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বিশেষ আনন্দ অক্লান্ত করিতে লাগিলেন ॥৭৩—৭৭॥

রাজা । তখন পবিত্রসৌরভ ও সুখস্পর্শ বায়ু দ্রৌপদীর সহিত সকল  
 পাণ্ডবকেই আনন্দিত করিয়া বহিত হইত ॥৭৮॥

অত্যন্ত ভূগম ও দেবর্ষিসেবিত সেই স্থানে বিচিত্র পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ,  
 হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধক সেই বিশাল বদরীবৃক্ষের নিকট দিয়া শীতল ভাগীরথী-  
 নদী প্রবাহিত হইতেছিল ; তাহাতে স্নান করিয়া, নির্মল পদ্ম, মণি ও বিজয়মের

চিত্রপুষ্পফলাকৌর্গাং মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধিনীম্ ।  
 বীক্ষমাণা মহাত্মানো বিশালাং বদরীমহু ॥৮০॥  
 তস্মিন্ দেবর্ষিচরিতে দেশে পরমদুর্গমে ।  
 ভাগীরথীপুণ্যজলে তর্পয়াক্ষক্ৰিবে পিতৃন ॥৮১॥ (বিশেষকম)  
 দেবানৃষীংশ্চ কৌন্তেয়াঃ পরমং শৌচমাস্থিতাঃ ।  
 তত্র তে তর্পয়ন্তুশ্চ জপন্তুশ্চ কুরুব্ধাঃ ।  
 ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা বীরা হবসন্ পুরুষর্ষভাঃ ॥৮২॥  
 কৃষ্ণায়ান্তত্র পশ্যন্তুঃ ক্রৌড়িতান্মরপ্রভাঃ ।  
 বিচিত্রাণি নরব্যাত্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি  
 তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—ঃঃঃ—

### ভারতকৌমুদী

চিত্রপুষ্পফলাকৌর্গাম্, মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধিনীম্, বিশালাং বদরীং তরুম্, অহু লক্ষ্মীকৃত্য তৎ-  
 সমীপে বিद्यমানামিত্যং, স্তম্ভাং শোভনঘট্টাম্, শীতাং শীতলাম্, বিমলপঙ্কজাম্, মণীনাং  
 প্রবালানাঞ্চ বিস্তারা বাশমো যন্তাং তাম্, ত্রিবৈশ্বে পাদপৈকপশোভিতাঞ্চ, ভাগীরথীম্, বীক্ষমাণাঃ  
 সন্তুঃ, ভাগীরথীপুণ্যজলে পিতৃন তর্পয়াক্ষক্ৰিবে ॥৭৯—৮১॥

দেবানিতি । পরমং দৈহিকং মানসিকঞ্চ, শৌচং পার্বত্যম্ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮২॥

কৃষ্ণায়া ইতি । তত্র স্থানে, ক্রৌড়িতানি বিহারান্, তত্র তদানীম্ ॥৮৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাণ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়া  
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্কণি তীর্থযাত্রায়াং বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

রাশি এবং তীরে অনেক বৃক্ষ ছিল; এহেন ভাগীরথী দর্শন করিতে থাকিয়া  
 পাণ্ডবপ্রভৃতি সকলেই সেই ভাগীরথীর পবিত্র জলে পিতৃলোকের তর্পণ করিতে  
 থাকিলেন ॥৭৯—৮১॥

এবং কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, পুরুষপ্রধান ও মহাবীর পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের সহিত  
 মিলিত হইয়া পরম পবিত্রতা অবলম্বনপূর্বক সেই ভাগীরথীজলে দেবগণ ও  
 ঋষিগণের তর্পণ এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

আর, পুরুষশ্রেষ্ঠ ও দেবতুল্য পাণ্ডবগণ তখন সেখানে জ্যোপদীর, বিচিত্র  
 বিচরণ দেখিতে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৮৩॥

(৮০).—‘দ্ব্যপুষ্পসমাকৌর্গাম্’—বা ব কা নি । \* ‘...পঞ্চস্বারিংশদধিক...’—বা ব কা,  
 ‘...ষট্চস্বারিংশদধিক...’—পি, ‘...সপ্তচস্বারিংশদধিক...’—নি ।

## একবিংশত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত্র তে পুরুষব্যাভ্রাঃ পরমং শৌচমাস্থিতাঃ ।  
ষড়্ ব্রাত্ৰমবসন্ বীরা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষুয়া ॥১॥  
ততঃ পূৰ্বোত্তরে বায়ুঃ পবমানো যদৃচ্ছয়া ।  
সহস্রপত্রমকীভং দিব্যং পদ্মমুপাহরৎ ॥২॥  
তদবৈকৃত পাঞ্চালী দিব্যগন্ধং মনোরমম্ ।  
ভস্মিলেনাহতং ভূমৌ পতিতং জলজং শুচি ॥৩॥  
তচ্ছূভা শুভমাসাং সৌগন্ধিকমনুভমম্ ।  
অতীব মুদিতা রাজন্ ! ভীমসেনমথাত্রবীৎ ॥৪॥  
পশ্য দিব্যং সুরুচিরং ভীম ! পুষ্পমনুভমম্ ।  
গন্ধসংস্থানসম্পন্নং মনসো মম নন্দনম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । শৌচং পবিত্রতাম্, আস্থিতাঃ স্নানাদিনা অবলম্বিতবস্তাঃ ॥১॥  
তত ইতি । পূৰ্বোত্তরে ঈশানকোণাদাগত ইত্যর্থঃ, পবমানঃ পবিত্রতাজনকঃ ॥২॥  
তদিতি । অবৈকৃত অপশ্যৎ । জলজং পদ্মম্, শুচি পবিত্রম্ ॥৩॥  
তদিতি । শুভা শুভলক্ষণা কৃষ্ণা, শুভং শুভসূচকম্, সৌগন্ধিকং সুরতি ॥৪॥  
পশ্যেতি । অনুভমম্ অত্যুভমম্, গন্ধেন সৌরভেণ সংস্থানেন আকারেণ চ সম্পন্নম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পাণ্ডবেরা অর্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত পবিত্র হইয়া সেই বদরিকাশ্রমেই ছয় দিন বাস করিলেন ॥১॥

তাহার পর ঈশানকোণ হইতে আগত পবিত্র বায়ু যদৃচ্ছাক্রমে সূর্য্যের শ্রায় অরুণবর্ণ স্বর্গীয় একটী সহস্রদল পদ্ম আনয়ন করিল ॥২॥

বায়ুকর্তৃক আনীত দিব্যগন্ধ, মনোহর ও পবিত্র সেই পদ্মটী আসিয়া ভূতলে পতিত হইল ; তাহা দ্রৌপদী দেখিলেন ॥৩॥

রাজা ! তাহার পর শুভলক্ষণা দ্রৌপদী শুভসূচক, সৌরভসম্পন্ন ও অত্যুভম সেই পদ্মটী পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভীমকে বলিলেন—॥৪॥

“মধ্যমপাণ্ডব । অতিসুন্দর ও অত্যুভম এই স্বর্গীয় পুষ্পটী দর্শন করুন ;

(১)....ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ—বা ব কা । (৩) তদপশ্যত—পি ।

ইদঞ্চ ধর্মরাজায় প্রদাস্তামি পরস্তপ ! ।  
 হরেনং মম কামায় কাম্যকে পুনরাশ্রমে ॥৬॥  
 যদি তেহং প্রিয়া পার্থ ! বহুনৌমান্যুপাহর ।  
 তান্মহং নেতুমিচ্ছামি কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥৭॥  
 এবমুক্ত্বা তু পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ।  
 জগাম ধর্মরাজায় পুষ্পমাদায় ভাবিনী ॥৮॥  
 অভিপ্রায়স্ত বিজ্ঞায় মহিষ্যাঃ পুরুষর্বভঃ ।  
 প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামঃ স প্রায়াস্তীমো মহাবলঃ ॥৯॥  
 বাতং তমেবাভিসুধো যতস্তৎ পুষ্পমাগতম্ ।  
 আজিহীর্ষুর্জগামাশু স পুষ্পাণ্যপরাণ্যপি ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । হর আহর, ইদম্ এতজ্জাতীয়ম্, কামায় কামনাপূরণায় ॥৬॥  
 যদীতি । ইমানি এতজ্জাতীয়ানি পদ্মানি । কাম্যকং কাম্যকবনস্থম্ ॥৭॥  
 এবমিতি । ধর্মরাজায়েতি “গত্যর্থকর্মণ—” ইত্যাদিনা চতুর্থী । ভাবিনী অমুরাগবতী ॥৮॥  
 অভীতি । প্রিয়ায়া দ্রৌপত্যাঃ । প্রায়াং তৎ পুষ্পমানেতুমিতি ভাবঃ ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত্রোতি ॥১॥ পূর্বোক্তরে ঈশানকোণে ॥২—৩॥ শুভা কল্যাণী, শুভং শোভায়ুতম্, সৌগ-  
 দ্ধিকং পদ্মজাতিভেদঃ ॥৪॥ গন্ধোতি । সংস্থানমাকারঃ ॥৫॥ হর আহর, ইদমেতজ্জাতীয়ম্  
 ইহার সৌরভও চমৎকার, আকৃতিও সুন্দর এবং ইহা আমার চিত্তের আহ্লাদ  
 জন্মাইতেছে ॥৬॥

অতএব পরস্তপ ! পুনরায় কাম্যকবনে যাইয়া আমি ইহা ধর্মরাজকে  
 প্রদান করিব ; সুতরাং আমার অভীষ্ট পূরণের জন্ত আপনি ইহা আনয়ন  
 করুন ॥৭॥

পৃথানন্দন ! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে আপনি এই জাতীয়  
 বহুতর পদ্ম আনয়ন করুন ; আমি সেগুলি কাম্যকবনে লইয়া যাইতে ইচ্ছা  
 করি” ॥৮॥

ভীমকে এইরূপ বলিয়া যশস্বিনী ও অমুরাগবতী দ্রৌপদী সেই ফুলটী  
 লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥৯॥

এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেনও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীর অভি-  
 প্রায় বুঝিয়া তাঁহারই প্রিয়কাৰ্য্য করিবার ইচ্ছায় প্রস্থান করিলেন ॥১০॥

(৮) একমুক্ত্বা শুভাপাদী...জগাম পুষ্পমাদায় ধর্মরাজায় তন্তদা—বা ব কা । (৯)...  
 প্রায়াস্তীমপরাশ্রমঃ—পি ।

রুক্ষপৃষ্ঠং ধনুর্গৃহ্য শরাংশ্চাশীবিষোপমান্ ।

মৃগরাড়িব সংক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

দদৃশুঃ সর্বভূতানি মহাবাণধনুর্ধরম্ ।

ন গ্লানিন চ বৈরুব্যং ন ভয়ং ন চ সন্ত্রমঃ ॥১২॥

কদাচিচ্ছুষতে পার্ধমাত্মজং মাতরিখনঃ ।

দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মস্মিচ্ছন্ স বাহুবলমাত্মিতঃ ॥১৩॥

ব্যপেতভয়সন্মোহঃ শৈলমভ্যপতবলৌ ।

স তং দ্রুমলতাগুল্ম-চ্ছন্নং নীলশিলাতলম্ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

গিরিং চচারারিহরঃ কিমরাচরিতং শুভম্ ।

নানাবর্ণধরৈশ্চিত্রং ধাতুদ্রুমমৃগাগুঞ্জৈঃ ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

বাতমিতি । আজিহীষুঃ আহর্ন্তুমিচ্ছুঃ, তমেব বাতম্ অভি লক্ষ্যীকৃত্য স্থিতং মুখং যস্তা সঃ ।  
রুক্ষপৃষ্ঠং স্বর্ণখচিতপৃষ্ঠম্, গৃহ্য গৃহীত্বা । মৃগরাটু সিংহঃ । প্রভিন্নো মদস্রাবী ॥১০—১১॥

দদৃশুরিতি । গ্লানিঃ শ্রমঃ, বৈরুব্যং বিহ্বলতা, সন্ত্রমো ব্যস্ততা । শুষতে সেবতে আশ্রয়তীত্যর্থঃ ।  
পাখং ভীমম্, মাতরিখনো বায়োরাত্মজম্ । স ভীমঃ ॥১২—১৪॥

অথ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন গমনং বর্ণয়তি—গিরিমিতি । অরিহরঃ শত্রুহস্তা,

### ভারতভাবদীপঃ

॥৬—১০॥ প্রভিন্নো মন্তঃ ॥১১॥ গ্লানিবৈরুব্যে দেহচিত্তয়োর্বসাদৌ, ভয়ং তৎকারণং  
স্বোচ্ছেদবুদ্ধিঃ, ভয়াভাবাদেব ময়া যত্নেন গন্তব্যমিত্যাদরঃ সন্ত্রমঃ ॥১২॥ সোহপি তং ন জুষতে

ভীমসেন স্বর্ণখচিত ধনু এবং সর্পতুল্য বাণসমূহ লইয়া—যাহা হইতে সেই  
ফুলটা আসিয়াছিল, সেই বায়ুরই অভিযুথ হইয়া আরও বলতর পুষ্প আনয়ন  
করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ সিংহ ও মদস্রাবী হস্তীর স্থায় দ্রুত গমন করিতে লাগি-  
লেন ॥১০—১১॥

তখন সকল প্রাণীই, মহাবাণ-কাম্মু'কধারী ভীমসেনকে দেখিতে লাগিল ।  
পরিশ্রম, বিহ্বলতা, ভয় ও ব্যস্ততা ইহার কোনটাই কখনও পবননন্দন ভীম-  
সেনকে আশ্রয় করে নাই ; তাই সেই অবস্থায়ই বলবান্ ভীমসেন আপন  
বাহুবল অবলম্বন করিয়া দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় ভয় ও মোহ  
পরিভ্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আবৃত এবং নীলশিলাব্যাপ্ত পর্ব্বতের  
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥১২—১৪॥

তাহার পর তিনি সেই মঙ্গলময় পর্ব্বতে কিছু কাল বিচরণ করিলেন ; সে  
পর্ব্বতে কিম্বরগণ বিচরণ করিত এবং নানাবর্ণের ধাতু, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষী ছিল ;



সর্বভূষণসম্পূর্ণং ভূমেভুজমিবোচ্ছিতম্ ।

সর্ববর্তুরমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুযু ॥১৬॥

সক্তচক্ষুরভিপ্ৰায়ান্ হৃদয়েনানুচিন্তয়ন্ ।

পুংস্কোকিলিনিনাদেশু ষট্পদাচরিতেষু চ ॥১৭॥

বদ্ধশ্রোত্রমনশ্চক্ষুর্জগামামিতবিক্রমঃ ।

আজিভ্রন্ স মহাতেজাঃ সর্ববর্তুকুসুমোদ্ভবম্ ॥১৮॥

গন্ধমুদ্ধতমুদ্যামো বনে মত্ত ইব দ্বিপঃ ।

বোজ্যমানঃ স্পৃণ্যেন নানাকুসুমগন্ধিনা ॥১৯॥

পিতুঃ সংস্পর্শশীতেন গন্ধমাদনবায়ুনা ।

হ্রিয়মাণশ্রমঃ পিত্রা সম্প্রহৃষ্টতনুরুহঃ ॥২০॥ (কুলকম্)

### ভারতকৌমুদী

অমিতবিক্রমঃ, মহাতেজাশ্চ স ভীমসেনঃ, সর্ববর্তুরমণীয়েষু, গন্ধমাদনস্মা সানুযু সমতলদেশেষু, সক্তচক্ষুঃ সৌন্দর্য্যাতিশয়াৎ লগ্ননয়নঃ, অভিপ্রায়ান্ অভিপ্রেতবিষয়ান্ শত্রুজয়াদীন, হৃদয়েন অনুচিন্তয়ন্, পুংস্কোকিলিনিনাদেশু, ষট্পদানাং ভ্রমরাণাম্ আচরিতেষু বিচরণেষু চ, বদ্ধানি চমৎকারিহাদ্যথাসম্ভবং নিবেশিতানি শ্রোত্রমনশ্চক্ষুং যি যেন সং, সর্ববর্তুকুসুমোদ্ভবম্ উদ্ধতম্ অভিনবদ্বাং প্রবলং গন্ধম্, আজিভ্রন্, তথা সাধারণপুত্রোক্তিকে সাধারণস্ত পিতুঃ সংস্পর্শবৎ শীতঃ শীতলশ্চেন, স্পৃণ্যেন অতিপরিভ্রোণ, নানাকুসুমগন্ধিনা, পিত্রা স্বজনকেন, গন্ধমাদন-বায়ুনা, বোজ্যমানঃ, অতএব হ্রিয়মাণশ্রমঃ, আশ্চর্যাচ্চ সম্প্রহৃষ্টতনুরুহঃ রোমাঙ্কিতদেহশ্চ সন্, বনে মত্তো দ্বিপো হস্তীব, উদ্যাম উদ্রিক্তদর্পশ্চ সন্, কিম্ববে: আচবিতং সমস্তাঙ্ঘ্রিচরিতম্, শুভং মঙ্গলকরম্, নানাবর্ণধরৈঃ, ধাতবো গৈরিকাদয়ঃ ভ্রমা বৃক্ষাঃ মুগাঃ পশবঃ অণ্ডজাঃ পক্ষিণশ্চ তৈঃ, চিত্রং বিচিত্রীকৃতম্, অতএব সর্বভূষণসম্পূর্ণম্, উচ্ছিতম্ উল্লোলিতম্, ভূমে: পৃথিব্যাঃ ভূজমিব স্থিতম্, গিবিং পর্বতম্, চচাব বভ্রাম, পরং জগাম চ ॥১৫—২০॥

তাহাতে সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পৃথিবীর উল্লোলিত একখানি বাহুর আয়াসে পর্বতটীকে দেখা যাইতেছিল। তদনন্তর ভীমসেন অভিপ্রেত বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন; তখন সকল ঋতুতেই রমণীয় গন্ধমাদনপর্বতের সমতলস্থানে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকিল; কোকিলের রবে কর্ণ ও মন নিবিষ্ট হইতে লাগিল; কোথাও ভ্রমরের ভ্রমণ নয়ন আকর্ষণ করিল; কোথাও সমস্ত ঋতুতেই উৎপন্ন পুষ্পসমূহের উদ্যাম গন্ধ আভ্রাণ করিলেন এবং পুত্রের নিকট পিতার সংস্পর্শ যেমন শীতল হয়, তেমনই শীতল, পবিত্র ও নানাকুসুমসৌরভবাহী গন্ধমাদনচারী পিতা বায়ু আসিয়া বীজ্ঞন করিয়া তাঁহার পরিশ্রম দূর করিতে লাগিলেন; এই অবস্থায় অমিত-

স যক্ষগন্ধৰ্বসুৱত্ৰক্ষাৰ্ঘিগণসেবিতম্ ।

বিলোকয়ামাস তদা পুষ্পহেতোররিন্দমঃ ॥২১॥

বিষমচ্ছদরচিঠৈরমূলিপ্ত ইবাস্থলৈঃ ।

বিমলৈর্ধাতুবিচ্ছেদৈঃ কাঞ্চনাঙ্গনরাজতৈঃ ॥২২॥

সপক্ষমিব নৃত্যন্তং পার্শ্বলগ্নৈঃ পয়োধরৈঃ ।

মুক্তাহারৈরিব চিতং চ্যুতং প্রস্রবণোদকৈঃ ॥২৩॥

অভিরামদরীকুঞ্জ-নির্বরোদককন্দরম্ ।

অঙ্গরোনুপুররবৈঃ প্রনৃত্তবরবর্হিণম্ ॥২৪॥

দিগ্ধারণবিষাণাঐর্ঘ্রফৌপলশিলাতলম্ ।

অস্ত্রাংশুকমিবাক্ষৌভৈর্নিম্নগানিঃস্বতৈর্জলৈঃ ॥২৫॥ (কুলকম্)

### ভারতকৌমুদী

অথ পঞ্চভিঃ কুলবেন পুষ্পাশ্বেষণং বর্ণয়তি—স ইতি । তদা অরিন্দমঃ স ভীমঃ, বিষমৈ-  
রুচ্চাবচৈচ্ছদৈর্বৃক্ষপত্রৈ রচিতাঃ কুতাস্তেবৃক্ষপত্ররূপৈরিত্যর্থঃ, অঙ্গুলৈরমূলীভিঃ, কাঞ্চনাঙ্গন-  
রাজতৈঃ স্বর্ণকঙ্কলরজতবর্ণৈঃ, বিমলৈঃ, ধাতুবিচ্ছেদৈঃ বিচ্ছিন্নৈর্গৈরিকাদিধাতুভিঃ করণৈঃ,  
পৰ্বতেনৈব কত্রী, অমূলিপ্ত ইব সন্; পুষ্পহেতোঃ যক্ষগন্ধৰ্ব-সুৱত্ৰক্ষাৰ্ঘিগণসেবিতম্,  
পার্শ্বলগ্নৈঃ পরোধরৈর্মেষৈঃ, সপক্ষং নৃত্যন্তমিব স্থিতম্, পার্শ্বলগ্নমেঘানাং পক্ষব-  
চলনাদিতি ভাবঃ, প্রস্রবণোদকৈর্নির্বরজলৈঃ, চ্যুতং প্লপিতম্, অতএব মুক্তাহারৈশ্চিতং  
ব্যাপ্তমিব স্থিতম্, নির্বরজলানাং মুক্তাহারতুল্যশুভ্রবর্ণহাদিত্যাশয়ঃ; অভিরামাঃ সুন্দরাঃ  
দর্ঘ্যা গুহাঃ কুঞ্জা লতাশ্রাবৃতস্থানানি নির্বরোদকানি কন্দরা গর্তাশ্চ যন্ত তম্; “কন্দরো-  
হঙ্কশে । বিবরে চ গুহায়াঞ্চ” ইতি হেমচন্দ্রঃ; অঙ্গরোনুপুররবৈঃ প্রনৃত্তা বরাঃ শ্রেষ্ঠা বর্হিণো

### ভারতভাবদীপঃ

সেবতে । তত্র হেতুঃ—আত্মজমিতি । মাতরিষ্মনো বায়োঃ সার্থঃ ॥১৩—১৬॥ অভিপ্রায়ান্  
দেবঋষিগন্ধৰ্বাদিলীলোন্নয়নহেতুন্ পুষ্পকুশাদিসংস্তরান্ ॥১৭—১৯॥ পিতৃষ্থা পুত্রস্পর্শঃ  
শীতস্তাদৃক্ স্পর্শবতা বায়ুনেত্যর্থঃ । পিত্রা বায়ুনা ॥২০—২১॥ ধাতুবিচ্ছেদৈর্ধাতুভেদৈঃ ।  
অঙ্গুলৈরিব বিষমচ্ছদৈঃ সপ্তপর্ণাদিভিনানাদাতুরঞ্জিতপত্রৈঃ রচিঠৈঃ, বলিভিজ্জিপুণ্ডাকারৈরমু-  
লিপ্ত ইবেত্যর্থঃ । আঙ্গনেতি কৃষ্ণধাতুগ্রহণং পীতকৃষ্ণশ্বেতধাতুভিরিত্যর্থঃ ॥২২॥ পয়োধরৈ-  
র্মেষৈঃ ॥২৩॥ দরী বিলগৃহম্, কন্দরং মহাপ্রপাতঃ, অভিরামা দরীপ্রভৃতয়ো যস্মিন্ ॥২৪॥  
বিষাণাঐর্গদস্তাঐঃ । “বিষাণং কুষ্ঠকে ক্লীবং ত্রিষু শৃঙ্গেভদন্তয়ো”রিতি মেদিনী । শিলাঃ

বিক্রম, মহাতেজা ও শত্রুহস্তা ভীমসেন বনে মন্ত হস্তীর শ্যায় উদ্দামবেগে  
চলিতে লাগিলেন ॥১৫—২০॥

তখন শত্রুদমনকারী ভীমসেন পদ্মপুষ্প লইবার জন্ত সেই পৰ্ব্বতটা পর্য্য-  
বেক্ষণ করিতে থাকিলেন । সে পৰ্ব্বতে দেবতা, যক্ষ, গন্ধৰ্ব ও ত্রক্ষাৰ্ঘিগণ বিচরণ

(২২) বিষমচ্ছদরচিঠৈঃ—পি ।

সশম্পকবলৈঃ স্বশ্বৈরদূরপরিবর্তিভিঃ ।

ভয়ানভিষ্টৈর্হরিণৈঃ কোতুহলনিরীক্ষিতঃ ॥২৬॥

চালয়মরুবেন লতাজালান্তনেকশঃ ।

আক্রৌড়মানো হৃষ্টাত্মা শ্রীমান্ বায়ুহুতো যযৌ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)

প্রিয়ামনোরথং কর্তু মুগ্ধতশ্চারুলোচনঃ ।

প্রাংশুঃ কনকবর্ণাভঃ সিংহসংহননো যুবা ॥২৮॥

মত্তবারণবিক্রান্তো মত্তবারণবেগবান্ ।

মত্তবারণতাত্রাক্ষো মত্তবারণবারণঃ ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

মথুরা যত্র তম্, দিগ্ধারণানাং দিগ্ধদন্তিনাং বিষাণাগ্রৈর্দন্তাগ্রৈঃ, ঘৃষ্টানি উপগা রত্নানি শিলাতলানি চ যস্ত তম্, তথা অক্ষৌভৈর্ব্যেগাতিশয়াদ্যুনা অচালনীয়ৈঃ, নিয়গায়া নত্যা নিঃস্বতৈর্জলৈঃ করণৈঃ, স্রষ্টাংশুকমিব স্থলিতবস্ত্রমিব, নদীজলানাং নিয়গমনাৎস্রবৎ শুভ্রহাচেতি ভাবঃ, বিলোকয়ামাস গিরিমিত্যন্তকর্ম্মঃ ॥২১—২৫॥

পুনর্গমনমেব বর্ণয়তি দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন—সশম্পতি । হৃষ্টাত্মা শ্রীমান্ বায়ুহুতো ভীমঃ ; সশম্পকবলৈঃ মুখপ্রবেশিতঘাসসহিতৈঃ, স্বশ্বৈঃ স্বস্বস্থান এব স্থিতৈঃ, অদূরপরিবর্তিভিঃ অদূর-স্থিতৈঃ, ভয়ানভিষ্টৈর্হরিণৈঃ, কোতুহলনিরীক্ষিতঃ, উরবেগেন দেহস্ত মহতা বেগেন, অনেকশো লতাজালানি চালয়ন্, আক্রৌড়মানো বিশেষণ ক্রৌড়মিব চ মন্, যযৌ ॥২৬—২৭॥

ইদানীং চতুর্ভিঃ কলাপকেন পুষ্পাশ্বেষণায় ভীমস্তা বিচরণং বর্ণয়তি—প্রিয়েতি । প্রাংশুঃ

করিতেন । আর, মেঘসমূহ আসিয়া পার্শ্বে লাগিতেছিল এবং চলিতেছিল, তাহাতে পর্বতটা যেন নাচিতেছিল এবং নিঝরের জল পড়িতেছিল, তাহাতে পর্বতটা যেন মুক্তার হারে ব্যাপ্ত ছিল ; আর তাহার গুহা, কুঞ্জ, নিঝরের জল ও গর্ভ মনোহর ছিল ; অম্বরাদের নূপুরের রবে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছিল ; দিগ-হস্তিগণের দন্তাগ্রে তাহার রত্ন ও প্রস্তরসমূহ ঘষিত ছিল এবং নিম্পন্দ নদীর জল নীচে গিয়াছিল, তাহাতে পর্বতটার পরিহিত বস্ত্র যেন স্থলিত হইয়া-ছিল ॥২১—২৫॥

হৃষ্টচিত্ত ও সুন্দরাকৃতি ভীমসেন শরীরের গুরুতর বেগে অনেক লতাসমূহ সঞ্চালিত করিয়া ক্রৌড়া করিতে করিতেই যেন গমন করিতে লাগিলেন ; তখন অদূরবর্তী নির্ভয়চিত্ত হরিণগুলি মুখের ভিতরে ঘাস রাখিয়া এবং স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই কোতুকের সহিত তাঁহাকে দেখিতে থাকিল ॥২৬—২৭॥

তদনন্তর সুন্দরনয়ন, উন্নতদেহ, কাঞ্চনবর্ণ, সিংহের স্থায় দৃঢ়শরীর, মত্ত হস্তীর

প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভিব্যাবৃত্তাভির্বিচেষ্টিতৈঃ ।

যক্ষগন্ধর্ববোষাভিরদৃশ্যাভিনিরীক্ষিতঃ ॥৩০॥

নবাবতারো রূপস্য বিক্রীডন্নিব পাণ্ডবঃ ।

চচার রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুযু ॥৩১॥ (কলাপকম্)

সংস্মরন্ বিবিধান্ ক্লেশান্ দুৰ্য্যোধনকৃতান্ বহুন্ ।

দ্রৌপত্যা বনবাসিন্যাঃ প্রিয়ং কৰ্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥৩২॥

সোহচিস্তয়দৃগতে স্বর্গমর্জ্জুনে ময়ি চাগতে ।

পুষ্পহেতোঃ কথং স্বার্থ্যঃ করিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩॥ (সুগ্মকম্)

স্নেহান্নবরো নুনমবিশ্বাসান্বলস্য চ ।

নকুলং সহদেবঞ্চ ন মোক্ষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

উল্লভদেহঃ । সিংহশ্চৈব সংহননং শরীরং যন্ত সং । মন্তো বারণো হস্তীর বিক্রান্তো বিক্রমবান্, মন্তো বারণো হস্তীর বেগবান্, মন্তস্ত বারণস্ত হস্তিন ইব তাস্মৈ অক্ষিণী যন্ত সং, তথা মন্তস্ত বারণং হস্তিনং বারয়তীতি সং, রূপস্য নবাবতারঃ পরমসুন্দর ইত্যর্থঃ, অতএব প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভিঃ, লতাদিব্যবধানাস্তীমেনাদৃশ্যাভিঃ, ব্যাবৃত্তাভিঃ পরিবৃত্তাভিঃ, যক্ষগন্ধর্ব-  
বোষাভিঃ, বিচেষ্টিতৈঃ প্রিয়ভয়াস্তঙ্গীবিশেষৈঃ, নিরীক্ষিতঃ, পাণ্ডবো ভীমঃ, বিক্রীডন্নিব রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুযু চচার ॥২৮—৩১॥

যুগ্মকেন চিন্তামাহ—সংস্মরম্ভিতি । প্রিয়ং পুষ্পাহরণম্ । কথং কিম্ ॥৩২—৩৩॥

স্নেহাদিতি । বলস্য নিজশক্তেঃ । ন মোক্ষ্যতি সন্নিধানাদিতি শেষঃ ॥৩৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

সমপাষণাঃ শয়নাসনযোগ্যাঃ উপলাস্তদন্তে । শম্পং বালতৃণম্, কবলো গ্রাসস্তদ্যুত্কেঃ ॥২৫—২৭॥  
কনকবর্ণাভঃ পীতদীপ্তিঃ, সিংহসংহননঃ সিংহবদদৃঢ়াঙ্গঃ ॥২৮॥ বারণানামপি বারণো নিবারকঃ  
॥২৯॥ সংগ্রামাদৌ বিচেষ্টিতৈর্ব্যাবৃত্তাভিনির্শেষ্টাভিরেকাগ্রাভিরিত্যর্থঃ ॥৩০॥ রূপস্য

শ্রায় বিক্রমশালী, মন্ত হস্তীর শ্রায় বেগবান্, মন্ত হস্তীর শ্রায় তাত্রনেত্র, মন্ত হস্তিনিবারণসমর্থ এবং রূপের যেন নূতন অবতার ভীমসেন প্রিয়তমা দ্রৌপদীর অভীষ্ট পূরণ করিতে উদ্যত হইয়া রমণীয় গন্ধমাদনপর্ব্বতের সমতল ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; তখন পতির পার্শ্বেই উপবিষ্ট অদৃশ্য যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব-  
গণের রমণীরা ফিরিয়া ফিরিয়া ভঙ্গীক্রমে তাঁহাকে দেখিতে থাকিল ॥২৮—৩১॥

তখন ভীমসেন দুৰ্য্যোধনকৃত নানাবিধ বহুতর ক্লেশ স্মরণ করিতে থাকিয়া বনবাসিনী দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া চিন্তা করিলেন—‘অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্তে স্বর্গে গিয়াছে, আমিও পদ্মপুষ্পের জন্ত এদিকে’ আসিয়াছি ; এ অবস্থায় পুত্রনীয় যুধিষ্ঠির কি করিবেন ॥৩২—৩৩॥

কথং নু কুসুমাবাপ্তিঃ স্মাচ্ছীত্ৰমিতি চিন্তয়ন্ ।  
 প্রতপ্তে নরশাদ্ভীলঃ পক্ষিরাড়িব বেগিতঃ ॥৩৫॥  
 সম্ভ্রমানমনোদৃষ্টিঃ ফুল্লেষু গিরিসানুযু ।  
 দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ ॥৩৬॥  
 কম্পয়ন্ মেদিনীং পদ্ম্যাং নির্ঘাত ইব পর্বতঃ ।  
 ত্রাসয়ন্ যুগযুথানি বাতরংহা বৃকোদরঃ ॥৩৭॥  
 সিংহব্যাশ্রয়গাংশৈশব মর্দয়ানো মহাবলঃ ।  
 উন্মূলয়ন্ মহাবৃক্ষান্ পীড়য়ন্তরসা বলৌ ॥৩৮॥  
 লতা বল্লীশ্চ বেগেন বিকর্ষন্ পাণ্ডুনন্দনঃ ।  
 উপযু্যপরি শৈলাগ্রমারুৰক্ষুরিব দ্বিপঃ ।  
 বিনর্দমানোহ'তভৃশং সবিন্দ্যাদিব তোয়দঃ ॥৩৯॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কুসুমাবাপ্তিঃ তৎপদ্মপুষ্পপ্রাপ্তিঃ । নরশাদ্ভীলো ভীমঃ ॥৩৫॥  
 পুনশ্চতুর্ভিঃ কলাপকেন গমনমেব বর্ণয়তি সম্ভ্রজ্জতি । ফুল্লেষু ফুল্লপুষ্পবত্বাদিতি ভাবঃ ।  
 নির্ঘাতো বাতাহতবাতপাতঃ । তথা চ তিথিতদ্ব্যুত স্মৃতিঃ—“যদন্তরীক্ষে বলবান্ মারুতো  
 মরুতাহতঃ । পতত্যঃ স নির্ঘাতো জায়তে বায়ুসম্ভবঃ ॥” পর্বতঃ পূর্ণিমাदिषু, তত্রৈব  
 প্রায়েণ তৎসম্ভবাৎ । বাতরংহা বাতবেগঃ । তরসা বেগেন । লতা বৃক্ষাদীনাং শাখাঃ,  
 “সমে শাখালতে” ইত্যমরঃ, বল্লীর্লতাঃ । দ্বিপো হস্তী । বিনর্দমানো বীরস্বভাবাদেব গর্জন্ ।  
 ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬—৩৯॥

নিশ্চয়ই নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস না থাকায় নকুল  
 ও সহদেবকে নিকট হইতে ছাড়িবেন না ॥৩৪॥

সুতরাং কি করিয়া শীঘ্রই সে পুষ্প পাইব' এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া  
 নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গরুড়ের আয় বেগবান্ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মহাবল ও বায়ুর আয় বেগবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র  
 পাথেয় লইয়া, পর্বতকালীন নির্ঘাতের আয় চরণযুগলদ্বারা ভূতল কম্পিত  
 করিয়া, হরিণগণের ভয় জন্মাইয়া, সিংহ, ব্যাঘ্র ও অগ্ন্যাগ্ন পশুদিগকে মর্দিত  
 করিতে থাকিয়া, বেগে বিশাল বৃক্ষগুলিকে নিপীড়িত ও উন্মূলিত করিয়া,  
 পর্বতারোহী হস্তীর আয় বেগে শাখা ও লতাসমূহকে আকর্ষণ করিতে থাকিয়া,  
 এবং বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের আয় অতিভীত গর্জন্ করিতে থাকিয়া অতি দ্রুত  
 গমন করিতে লাগিলেন ; সে অবস্থাতেও তাঁহার মন ও দৃষ্টি পর্বতের সমতল  
 ভূমিতে আকৃষ্ট হইতে থাকিল ॥৩৬—৩৯॥

তেন শব্দেন মহতা ভীমস্ত্য প্রতিবোধিতাঃ ।  
 গুহাং সন্তত্যজুৰ্ব্যাত্তা নিলিল্যুৰ্বনবাসিনঃ ॥৪০॥  
 সমুৎপেতুঃ খগাক্তস্তা যুগযুধানি ছদ্মবুঃ ।  
 ঋক্ষাশ্চোৎসস্তুজুৰ্ব্ৰক্ষাংস্তত্যজুৰ্হরয়ো গুহাম্ ।  
 ব্যজ্জন্তস্ত মহাসিংহা মহিষাশ্চ ব্যলোকয়ন্ ॥৪১॥  
 তেন বিভ্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ ।  
 তদ্বনং সংপরিত্যজ্য জগ্মুরন্যমহাবনম্ ॥৪২॥  
 বরাহযুগসিংহাশ্চ মহিষাশ্চ বনেচরাঃ ।  
 ব্যাত্তগোমায়ুসংঘাশ্চ প্রণেতুর্গবয়ৈঃ সহ ॥৪৩॥  
 রথাক্সসংঘা দাত্যুহা হংসকারণুবল্লবাঃ ।  
 শুকাঃ পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ ॥৪৪॥

### ভারতকৌমুদী

তেনেতি । প্রতিবোধিতা জাগরিতাঃ । নিলিল্যুৰন্তরালে নিলীনাঃ, বনবাসিনো ব্যাত্তাঃ ॥৪০॥  
 সমিতি । খগাঃ পক্ষিণঃ । ঋক্ষা ভল্লকাঃ, হরয়ঃ সিংহাঃ । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪১॥  
 তেনেতি । নাগা হস্তিনঃ, করেণুভিঃ হস্তিনীভিঃ পরিবারিতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ ॥৪২॥  
 বরাহেতি । গোমায়ুঃ শগালঃ । প্রণেতুঃ ভয়াৎ ক্রোধাচ্চ ককবুঃ ॥৪৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

সৌন্দর্য্যস্ত । “রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে” ইতি মেদিনী ॥৩১—৩৬॥ নির্ঘাত উৎপাতঃ, পৰ্ব্বন্ত  
 উৎসবেষু ॥৩৭॥ পোথয়ন্ মর্দয়ন্ ॥৩৮॥ লতা ভূচরা, বল্লী বৃক্ষচরেতি ভেদঃ ॥৩৯—৪০॥  
 অবলোকয়ন্ ব্যলোকয়ন্ ॥৪১—৪৩॥ রথাক্সসংঘাস্ত্রেসমাননামানশ্চক্রবাক্য ইতি যাবৎ ।

নিক্রিত ব্যাত্তগণ ভীমের সেই বিশাল শব্দে জাগরিত হইয়া গুহা ত্যাগ  
 করিতে লাগিল এবং বনবাসী ব্যাত্তেরা অন্তরালে লুকাইতে থাকিল ॥৪০॥

এবং পক্ষিসমূহ ভীত হইয়া উড়িতে লাগিল, হরিণগণ পলায়ন করিতে  
 থাকিল, ভল্লক সকল বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, সিংহগণ গুহা ত্যাগ  
 করিতে থাকিল, মহাসিংহ সকল হাই তুলিতে লাগিল এবং মহিষগণ দেখিতে  
 থাকিল ॥৪১॥

আর, হস্তিনীবেষ্টিত হস্তিগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া সে বন পরিত্যাগ  
 করিয়া অগ্ন মহাবনে যাইতে লাগিল ॥৪২॥

বনচর বরাহ, হরিণ, সিংহ, মহিষ, ব্যাত্ত ও শৃগালসমূহ গবয়গণের সহিত  
 রব করিতে লাগিল ॥৪৩॥

(৪৩)....ব্যাত্তা গোমায়ুসংঘা—কা । (৪৪) রথাক্সসংঘা দাত্যুহাঃ—বা ব কা নি ।

তথ্যন্তো দর্পিতা নাগা মহিষাশ্চ মহাবলাঃ ।  
 সিংহব্যাঘ্রাশ্চ সংক্রুদ্ধা ভীমসেনমথাদ্রবন্ ॥৪৫॥  
 শকৃন্মৃদ্রেক্ষ মুঞ্চানা ভয়বিভ্রাস্তমানসাঃ ।  
 ব্যাদিতাস্তা মহারোদ্রা ব্যনদন্ ভীষণান্ রবান্ ॥৪৬॥  
 ততো বায়ুস্বতঃ ক্রোধাৎ স্ববাহুবলমাপ্তিতঃ ।  
 গজেনান্মান্ গজান্ শ্রীমান্ সিংহং সিংহেন বা বিভুঃ ।  
 তলপ্রহারৈরন্যাত্মাশ্চ ব্যহনৎ পাণ্ডবো বলৌ ॥৪৭॥  
 তে বধ্যমানা ভীমেন সিংহব্যাঘ্রতরক্ষবঃ ।  
 ভয়াহ্বিসম্ভুজুর্ভীমং শকৃন্মৃদ্রেক্ষ স্তম্ভবুঃ ॥৪৮॥  
 প্রবিবেশ ততঃ ক্রিপ্রং তানপাস্ত্র মহাবলাঃ ।  
 বনং পাণ্ডুস্বতঃ শ্রীমান্ শব্দেনাপূরয়ন্ দিশঃ ॥৪৯॥

### ভারতকৌমুদী

রথাক্লেতি । বথাক্সংঘাশ্চক্রবাকসমূহাঃ । বিসংজ্ঞা ভয়াদচেতনপ্রায়াঃ ॥৪৫॥  
 তথেন্তি । নাগা হস্তিনঃ । আদ্রবন আক্রমিতুমাগচ্ছন ॥৪৬॥  
 শকৃদিতি । শকৃৎ বিষ্ঠাম্ । ব্যনদন অকুর্ক্বন, অপবে নাগাদয় ইতি শেষঃ ॥৪৬॥  
 তত ইতি । শ্রীমান কান্ধিমান, বিভুঃ শিক্ষাপ্রভাববান । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৭॥  
 ত ইতি । তবক্ষুর্বাঘ্রবিশেষঃ । বিসম্ভুর্বিহায় যযুঃ, স্তম্ভবুর্মুচুঃ ॥৪৮॥

চক্রবাক, ডাঙ্কক, হাঁস, বালিহাঁস, পিবল, শুক, কোকিল ও কোঁচবকপক্ষী  
 প্রায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে থাকিল ॥৪৫॥

আর, দর্পিত ও মহাবল অগ্ন্যাগ্ন হস্তী, মহিষ, সিংহ ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
 হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিল ॥৪৬॥

অতিভয়ঙ্কর অপর কতকগুলি জন্তু ভয়ে বিচলিতচিত্ত হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্র  
 ত্যাগ করিতে থাকিয়া, মুখব্যাদান করিয়া, ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল ॥৪৬॥

তদনন্তর সুন্দর, শিক্ষানিপুণ ও বলবান্ ভীমসেন ক্রোধবশতঃ আপন  
 বাহুবলের উপরই নির্ভর করিয়া হস্তীদ্বারাই অগ্ন হস্তী, সিংহদ্বারাই অগ্ন সিংহ  
 এবং হস্তদ্বারা অগ্ন্যাগ্ন জন্তু বধ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

ভীমসেন সেইভাবে বধ করিতে থাকিলে অগ্ন্যাগ্ন সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরঙ্গু  
 (কেঁহুয়া বাঘ) ভয়ে ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিল এবং বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করিতে  
 থাকিল ॥৪৮॥

তাহার পর মহাবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, শব্দে সকল  
 দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সত্বর বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন ॥৪৯॥

অথাপশ্চম্‌মহাবাহুগন্ধমাদনসামুদ্রম্ ।

স্বৰম্যং কদলীষণ্ডং বহুযোজনবিস্তৃতম্ ॥৫০॥

তমভ্যগচ্ছদ্বৈগেন ক্ষোভয়িষ্যন্ মহাবলঃ ।

মহাগজ ইবাস্রাবী প্রভঞ্জনং বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥৫১॥

উৎপাট্য কদলীস্তুভ্জান্ বহুতালসমুচ্ছ্রয়ান্ ।

চিক্ষেপ তরসা ভীমঃ সমস্তান্‌বলিনাং বরঃ ।

বিনদন্‌ স্মমহাতেজা নৃসিংহ ইব দর্পিতঃ ॥৫২॥

ততঃ সংহ্রপতংস্তত্র স্তবহূনি মহাস্তি চ ।

রুহুবানরযুথানি মহিষাশ্চ জলাশ্রয়াঃ ॥৫৩॥

### ভারতকৌমুদী

প্ৰেতি । তান্‌ নাগাদীন, অপাস্তা বিহায় । শ্ৰীমান্‌ স্বন্দরাকৃতিঃ ॥৪৯॥

অথেতি । গন্ধমাদনস্তা সামুদ্র সমতলভূমিষু । কদলীষণ্ডং কদলীবনম্ ॥৫০॥

তমিতি । ক্ষোভয়িষ্যন্‌ আলোড়য়িষ্যন্‌ । আস্রাবী মদস্রাবী ॥৫১॥

উৎপাট্যেতি । বহবশ্চ তে তালবস্তালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছ্রয়া উন্নতাশ্চেতি তান্‌ । তরসা বেগেন । নৃসিংহো ভগবদবতারো নরসিংহঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

তত ইতি । সংহ্রপতন্‌ সমাগচ্ছন্‌ । করবো হরিণবিশেবাঃ ॥৫৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

দাত্যুহো ময়ুরশ্চাতকো বা । “দাত্যুহঃ কালকর্পকে চাতকেহপী”তি মেদিনী ॥৪৪॥ করেণু-  
শরেণ হস্তিনীকৃতেনোত্তেজেন পীড়িতাঃ । “শরশ্চুত্তেজেন বাণে” ইতি মেদিনী ॥৪৫—৫০॥  
আস্রাবী মত্তগজ ইবেত্যর্থঃ ॥৫১॥ কদলীস্তুভ্জান্‌ যুগবিশেষপাদান্‌ । “রজ্জ্বাবক্ষেত্থ কদলী

তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গন্ধমাদনপৰ্ব্বতের সমতল ভূমিতে বহু যোজন-  
বিস্তৃত অতিমনোহর একটী কদলীবন দর্শন করিলেন ॥৫০॥

তখন মহাবল ভীমসেন সেই বনটিকে আলোড়িত করিবেন বলিয়া মদস্রাবী  
মহাহস্তীর আয় নানাবিধ বৃক্ষ ভগ্ন করিতে করিতে সেই দিকে বেগে গমন করিতে  
লাগিলেন ॥৫১॥

বলিশ্ৰেষ্ঠ ও মহাতেজা ভীমসেন দর্পিত নরসিংহের আয় গর্জ্জন করিতে  
থাকিয়া তালবৃক্ষের আয় উন্নত বহুতর কদলীস্তুভ্জ উৎপাটন করিয়া সকল দিকে  
বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

তখন বহুতর ও বিশাল বিশাল হরিণযুথ, বানরযুথ এবং জলস্থিত মহিষ সে  
স্থানে উপস্থিত হইল ॥৫৩॥

(৫১)....মত্তো গজ ইব স্রাবী—পি । (৫৩) ততঃ সত্ৰাহ্যুপাক্রামন্‌....রুহুবানরসিংহাশ্চ  
মহিষাশ্চ জলেশয়ান্‌—বাং কা ।



প্রবিবেশ ততঃ ক্ষিপ্ৰং তানপাস্ত্র মহাবলঃ ।  
 বনং পাণ্ডুস্ততঃ শ্রীমান্ নাদেনাপুরয়ন্ দিশঃ ॥৫৪॥  
 তেন শব্দেন ঘোরেন ভীমসেনস্ত নর্দতঃ ।  
 বনাস্তুরগতাশ্চাপি বিদ্রেহমুৰ্গপক্ষিণঃ ॥৫৫॥  
 তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা মৃগপক্ষিসমীৱিতম্ ।  
 জলার্দ্ৰপক্ষা বিহগাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥৫৬॥  
 তানোদকান্ পক্ষিগণান্ নিরীক্ষ্য ভয়তর্ষভঃ ।  
 তানেবানুসরন্ রম্যং দদর্শ স্তম্ভং সরঃ ॥৫৭॥  
 কাঞ্চনৈঃ কদলীষষ্ঠৈশ্চৈর্মন্দমারুতকম্পিতৈঃ ।  
 বীজ্যমানমিবাক্ষোভ্যং তীরাস্তরবিসর্পিভিঃ ॥৫৮॥ (মৃগ্যকম্)  
 তং সরোহথাবতীৰ্য্যাস্ত প্রভূতনলিনোৎপলম্ ।  
 মহাগজ ইবোদ্যামশ্চিক্রৌড় বলবদ্বলী ॥৫৯॥

### ভারতকৌমুদী

প্রেতি । অপাস্ত্র পরিহায় । শ্রীমান্ বীরশোভাবান্ ॥৫৪॥  
 তেনেতি । নর্দতো গর্জতঃ । মৃগাঃ পশবঃ, “পশবোহপি মৃগাঃ” ইত্যমরঃ ॥৫৫॥  
 তমিতি । তং ভীমকৃতং মৃগপক্ষিসমীৱিতঞ্চ শব্দম্ । বিহগা জলচারিণঃ ॥৫৬॥  
 তানিতি । উদকান্ উদকচারিণঃ । তন্নিরীক্ষণাদেব জলসন্তানুমানমিতি ভাবঃ । কাঞ্চনৈঃ  
 স্থানগুণাদেব কাঞ্চনবর্ণৈঃ । তীরাস্তরবিসর্পিভিঃ সরস্তীরপর্য্যাস্তবর্ত্তিভিঃ ॥৫৭—৫৮॥  
 তদ্বিতি । প্রভূতানি নলিনানি পদ্মানি উৎপলানি চ যত্র তৎ । বলবৎ ভূশম্ ॥৫৯॥

তখন বীরশোভায় শোভিত মহাবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া  
 গর্জনশব্দে সকল দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সত্বর সেই বনে প্রবেশ করিতে  
 লাগিলেন ॥৫৪॥

গর্জনকারী ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর শব্দে অস্বাভাব বনের পশু-পক্ষীও ভীত  
 হইল ॥৫৫॥

এবং ভীমের সেই শব্দ ও পশু-পক্ষিগণের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জলার্দ্ৰপক্ষ  
 সহস্র সহস্র পক্ষী উড়িতে লাগিল ॥৫৬॥

ভয়তর্ষেষ্ঠ ভীমসেন সেই জলচারী পক্ষিগণকে দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ  
 করিতে থাকিয়া একটা মনোহর ও অতিবৃহৎ সরোবর দর্শন করিলেন ; তাহারই  
 তীরপর্য্যাস্তবিস্তৃত মুছুবায়ুকম্পিত স্বর্ণবর্ণ কদলীবন যেন সেই সরোবরটাকে  
 বীজ্যন করিতেছিল ; তাহাতে সে সরোবর উল্লসিত হইতেছিল না ॥৫৭—৫৮॥

(৫৪) অয়ং শ্লোকঃ বা ব ক্ নান্তি ।

বিক্রীড্য ভগ্নিন্ হৃদিমুত্তারামিতদ্যুতিঃ ।  
 ক্ৰোভয়ন্ সলিলং ভীমঃ প্রভিন্ন ইব বারণঃ ॥৬০॥  
 দধৌ চ শঙ্খং স্বনবৎ সৰ্ব্বপ্রাণেন পাণ্ডবঃ ।  
 আশ্ফোটয়চ্চ বলবান্ ভীমঃ সন্মাদয়ন্ দিশঃ ॥৬১॥  
 তস্য শঙ্খস্য শব্দেন ভীমসেনরবেণ চ ।  
 বাহুশব্দেন চোগ্রৈণ নর্দন্তৌব গিরেণ্ডহাঃ ॥৬২॥  
 তং বজ্রনিষ্পেষসমমাস্ফোটিতমহাবুবু ।  
 শ্রুত্বা শৈলগুহাস্ত্রৈশ্চৈঃ সিংহৈর্মুক্তো মহাশ্বনঃ ॥৬৩॥  
 সিংহনাদভয়ত্রস্তৈঃ কুঞ্জরৈরপি ভারত ! ।  
 মুক্তো বিক্রাবঃ হুমহান্ পৰ্ব্বতো যেন পূরিতঃ ॥৬৪॥

## ভারতকৌমুদী

বিক্রীডোতি । প্রতিরো মদস্রাবী, বারণো হস্তী ॥৬০॥  
 দদ্যাবিতি । স্বনবৎ প্রভূতস্বনং যথা স্রাব্যত্বাৎ । সৰ্ব্বপ্রাণেন সৰ্ব্ববলনিয়োগেন ॥৬১॥  
 ত্রস্তেতি । ভীমসেনস্য রবেণ পদ্মপ্রাপ্ত্যানন্দাৎ সিংহনাদেন । নর্দন্তি গজন্তি স্ম ॥৬২॥  
 তমিতি । আশ্ফোটিতস্য বাহ্বাশ্ফোটস্য মহাববু । মুক্তঃ কৃতঃ ॥৬৩॥  
 সিংহেতি । কুঞ্জরৈর্হস্তিভিঃ । মুক্তঃ কৃতঃ, বিরাবো গজ্ঞনশব্দঃ ॥৬৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

পতাকামৃগভেদয়ো”রিতি মেদিনী । উত্তরশ্লোকাদ্বলিনামিতাপরুশ্য বলিনাং যক্ষাদীনাং  
 পতাকান্তস্তান্ বা ॥৫২—৫৮॥ নলিনোৎপলং পদ্মপুষ্পম্ । “উৎপলী তুষপর্পট্যাং ক্লীবং  
 কুষ্ঠপ্রস্থনয়ো”রিতি মেদিনী । উদ্ধামো বন্ধনশূন্যঃ ॥৫৯॥ অধ্যগং পৰ্ব্বতোপরিবনং গজমুত্ততঃ

তাহার পর বলবান্ ভীমসেন প্রচুর পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত সেই সরোবরে  
 অবতরণ করিয়া বন্ধনমুক্ত মহাহস্তীর শ্রায় বিশেষভাবে জলক্রীড়া করিলেন ॥৫৯॥

সেই সরোবরে বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া অসাধারণতেজা ভীমসেন মদস্রাবী  
 হস্তীর শ্রায় জল বিক্ষুব্ধ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন ॥৬০॥

তৎপরে বলবান্ ভীমসেন সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া সমস্ত বল প্রয়োগ-  
 পূর্বক বিশাল শঙ্খধ্বনি ও বাহ্বাশ্ফোটনের শব্দ করিলেন ॥৬১॥

সেই শঙ্খের শব্দে এবং ভীমসেনের সিংহনাদে ও ভয়ঙ্কর বাহুশব্দে পৰ্ব্বতের  
 গুহাগুলি যেন গজ্ঞন করিয়া উঠিল ॥৬২॥

বজ্রনিষ্পেষণশব্দের তুল্য সেই বাহ্বাশ্ফোটনের মহাশব্দ শুনিয়া গুহাস্থল  
 সিংহগণও মহাগজ্ঞন করিল ॥৬৩॥

তং তু নাদং ততঃ শ্রদ্ধা যুক্তং বানরপুঙ্গবঃ ।  
 ভ্রাতরং ভীমসেনস্ত বিজ্ঞায় হনুমান্ কপিঃ ॥৬৫॥  
 দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীমস্ত কারণাৎ ।  
 অনেন হি পথা মা বৈ গচ্ছেদিতি বিচার্য সঃ ॥৬৬॥ (যুগ্মকম্)  
 আস্ত একায়নে মার্গে কদলীষগুমণ্ডিতে ।  
 ভ্রাতুভীমস্ত রক্ষার্থং তং মার্গমবরুধ্য বৈ ॥৬৭॥  
 মাহত্ৰ প্রাপ্স্যতি শাপং বা ধৰ্মগাং বেতি পাণ্ডবঃ ।  
 কদলীষগুমধ্যস্থ এবং সঞ্চিন্ত্য বানরঃ ॥৬৮॥ (যুগ্মকম্)  
 ব্যাজ্জন্ত মহাকাযো হনুমান্ বানরবর্ষভঃ ।  
 কদলীষগুমধ্যস্থো নিদ্রাবশগতস্তদা ॥৬৯॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । মূক্তং ভীমেন কৃতম্ । বিজ্ঞায়, স্বরপ্রত্যভিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ । দিবঙ্গমং স্বৰ্গগামিনং মার্গম্ । কারণাজ্জীবনরক্ষণহেতোঃ । গচ্ছেদীমঃ । “অশ্বখামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ । কৃপঃ পরশুরামশ্চ সশ্রুতে চিরজীবিনঃ ॥” ইত্যুক্তেন্দ্রাদানীমপি হনুমতঃ স্থিতিরূপপণ্ডতে । “হনুমান্ হনুমানপি” ইতি শব্দভেদপ্রকাশদর্শনাৎ দ্বিবচনং হনুমচ্ছব্দস্ত ॥৬৫—৬৬॥

আস্ত ইতি । আস্তে আসীং, একস্রৈব জনস্ত অয়নং গমনং যত্র তস্মিন্ । অথ ভীমস্ত জীবননাশসম্ভাবনা কৃত ইত্যাহ—মেতি । শাপং কস্তাপি মূনেঃ ॥৬৭—৬৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

সম্মিতি শেষঃ ॥৬০—৬২॥ আফোটিত উদ্ভাবিতঃ বাহুঘাতো বা ॥৬৩—৬৫॥ দিবঙ্গমং মার্গং স্বৰ্গমার্গম্ ॥৬৬॥ একায়নে অতিসঙ্কুচিত ॥৬৭॥ বানরঃ কপিঃ, বানানি শুক্লফলানি

ভরতনন্দন জনমেজয় । সিংহের গর্জন শুনিয়া ভীত হইয়া হস্তী সকলও গুরুতর গর্জন করিয়া উঠিল ; যাহাতে পর্বতটাই পূর্ণ হইয়া গেল ॥৬৪॥

তাহার পর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, ভ্রাতা ভীমকে বুঝিতে পারিয়া, ‘ভীম এই পথে গমন না করেন’ এইরূপ বিবেচনা করিয়া, ভীমের জীবনরক্ষার জন্ত স্বৰ্গগামী পথ রোধ করিয়া রহিলেন ॥৬৫—৬৬॥

‘ভীমসেন এই পথে যাইতে থাকিয়া কোন মূনির অভিসম্পাত কিংবা কোন প্রাণিকর্তৃক পরাভব প্রাপ্ত না হন’ এইরূপ ভাবিয়া হনুমান্ ভীমকে রক্ষা করিবার জন্ত কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া সেই পথ রোধ করিয়া, কদলী-বনের মধ্যবর্তী অতিসঙ্কুচিত সেই পথে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৬৭—৬৮॥

(৬৫)...মুক্তং বানরপুঙ্গবঃ—পি । (৬৯)...হনুমান্ নাম বানরঃ—বা ব কা ।

জুস্তমাগঃ স্তবিপুলং শত্ৰুধ্বজমিবোচ্ছিতম্ ।  
 আফোটয়চ্চ লাক্সলমিত্তাশনিসমস্বনম্ ॥৭০॥  
 তস্য লাক্সলনিনদং পৰ্বতঃ স গুহামুখৈঃ ।  
 উদ্গারমিব গৌৰ্দ্ধনদমুৎসসজ্জ সমস্ততঃ ॥৭১॥  
 লাক্সলফোটশব্দাচ্চ চলিতঃ স মহাগিরিঃ ।  
 বিঘূৰ্ণমানশিখরঃ সমস্তাং পর্যাবীৰ্য্যত ॥৭২॥  
 স লাক্সলরবস্তস্য মন্তবাবণনিস্বনম্ ।  
 অস্তধায় বিচিত্রেষু চচাৱ গিরিসানুযু ॥৭৩॥  
 স ভীমসেনস্তং শ্ৰুত্বা সম্প্ৰহৃষ্টতনূরহঃ ।  
 শব্দপ্রভবমগ্নিচ্ছংশচচাৱ কদলীবনম্ ॥৭৪॥

### ভারতকৌমুদী

ব্যোতি । ব্যাজুস্তত জুস্তাং কৃতবান্ । নিদ্রাবশগত ইবেত্যর্থঃ ॥৬৯॥  
 জুস্তেতি । উচ্ছিতং পূজায়াম্তোলিতং শত্ৰুধ্বজমিব । আফোটয়জুমাৱপাতয়ৎ ॥৭০॥  
 তস্যেতি । নদনং গৰ্জ্জনং গৌৰ্দ্ধগারমিব লাক্সলনিনদমুৎসসজ্জ প্রতিলব্ধিকার ॥৭১॥  
 লাক্সলেতি । লাক্সলস্য ফোটো ভূমৌ পাতস্তস্য শব্দাং, চলিতঃ কল্পিতঃ ॥৭২॥  
 স ইতি । তস্য পৰ্বতস্য । মন্তবাবণনিস্বনং মন্তহস্তিগৰ্জ্জনশব্দম্ ॥৭৩॥  
 স ইতি । প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিস্থানম্, অগ্নিচ্ছনং অগ্নিস্থানম্ ॥৭৪॥

বিশাল শরীর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তখন কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া নিদ্রিত হইয়াই যেন হাই তুলিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

এবং তিনি হাঁই তুলিতে থাকিয়া, উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজের স্থায় অতিবিশাল লাক্সলটাকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ; তাহাতে বজ্রপাতশব্দের স্থায় শব্দ হইতে থাকিল ॥৭০॥

গৰ্জ্জনকারী বুঝ যেমন উদ্গার ত্যাগ করে, তেমন সেই পৰ্বত গুহামুখদ্বারা সকল দিকে হনুমানের সেই লাক্সলশব্দের প্রতিধ্বনি করিল ॥৭১॥

সেই বিশাল পৰ্বত হনুমানের লাক্সলক্ষেপের শব্দে কল্পিত হওয়ায় তাহার শৃঙ্গগুলি যেন ঘুরিতে লাগিল এবং সকল দিকেই যেন সে পৰ্বতটা বিলীর্ণ হইয়া গেল ॥৭২॥

এবং সেই লাক্সলের শব্দ পৰ্বতস্থিত মন্ত হস্তীদিগের গৰ্জ্জনশব্দকে তিরো-  
 হিত করিয়া পৰ্বতের বিচিত্র সমস্ত ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৭৩॥

কদলীবনমধ্যস্থমথ পীনে শিলাতলে ।  
 স দদর্শ মহাবাহুবানরাধিপতিং তদা ॥৭৫॥  
 বিদ্যুৎসম্পাতদুশ্প্রেক্ষং বিদ্যুৎসম্পাতপিঙ্গলম্ ।  
 বিদ্যুৎসম্পাতনিদং বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলম্ ॥৭৬॥  
 বাহুস্বস্তিকবিশস্ত-পীনহ্রস্বশিরোধরম্ ।  
 স্কন্ধভূয়িষ্ঠকায়হাস্তনুমধ্যকটীতটম্ ॥৭৭॥  
 কিঞ্চিদাভূয়শীর্ষেণ দীর্ঘরোমাধিতেন চ ।  
 লাস্কুলেনোদ্ধগতিনা ধ্বজেনেব বিরাজিতম্ ॥৭৮॥ (কলাপকম্)  
 হ্রস্বোষ্ঠং তাত্রাজিহ্বাস্তং রক্তবর্ণং চলদভ্রবম্ ।  
 বিবৃতদংষ্ট্রাদশনং শুক্লতীক্ষ্ণাগ্রশোভিতম্ ॥৭৯॥

#### ভারতকৌমুদী

অথ চতুর্ভিঃ কলাপকেন হনুমদর্শনমাহ—কদলীতি । পীনে বিশালে । বিদ্যুতাং সম্পাতঃ সমুহস্তদং দুশ্প্রেক্ষতম্ । বাহুরেব স্বস্তিকং ত্রিকোণং পিষ্টককৃতং বস্ত তত্র বিশস্তা স্থাপিতা পীনা স্থূলা হ্রস্বা খর্ব্বা চ শিবোধরা গ্রীবা যেন তম্ । পার্শ্বো স্কন্ধলগ্নে বাহুঃ স্বস্তিকা-  
 কারে ভবতীতি দ্রষ্টব্যম্ । স্কন্ধে স্কন্ধদেশাবচ্ছেদে ভূয়িষ্ঠঃ কায়ো যস্ত তস্ত ভাবস্তস্মাৎ, তন্তুঃ কুশো মধ্যকটীতটো যস্ত তম্ । কিঞ্চিদাভূয়শ্চৈবদ্রকং শীর্ষম্ উপরিভাগো যস্ত তেন, দীর্ঘঞ্চ তৎ রোমাধিতং রোমব্যাপ্তকোঁতি তেন ॥৭৫—৭৮॥

দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন মুখং বর্ণয়তি—হ্রস্বোষ্ঠমিতি । তাস্মৈ জিহ্বাস্তে রসনামুখবিবরে যস্ত

#### ভারতভাবদীপঃ

রাত্যাদত ইতি বানরঃ অহিংস ইত্যর্থঃ ॥৬৮—৭০॥ উদগারং প্রতিশব্দং গোপিব উৎসর্জ ॥৭১—৭৬॥ বাহোঃ স্বস্তিকং চতুর্ভুজং মূলং ভ্রম ইতি যাবৎ । তত্র হস্তকন্ধরমিত্যর্থঃ, তত্র হেতুঃ—স্কন্ধেতি বিপুলাসংসাদিত্যর্থঃ ॥৭৭॥ আভূয়ং দিগ্ভাগীকৃতম্ ॥৭৮—৭৯॥ উদ্রুপং চলম্ ॥৮০॥

সেই শব্দ শুনিয়া ভীমসেনের রোমাঞ্চ জন্মিল; তাই তিনি সেই শব্দের উপেক্ষাস্থানের অশ্বেষণে কদলীবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

তাহার পর মহাবাহু ভীমসেন দেখিলেন—কদলীবনের মধ্যে বিশাল এক-  
 খানা শিলার উপরে হনুমান্ রহিয়াছেন; তাহার আকৃতি বিদ্যুৎপুঞ্জের ত্রায়  
 দুর্দর্শনীয়, বর্ণও বিদ্যুৎপুঞ্জের ত্রায় পিঙ্গল, শব্দও বিদ্যুৎপাতের ত্রায় বিকট  
 এবং শরীরও বিদ্যুৎপুঞ্জের ত্রায় চঞ্চল এবং স্থূল ও খর্ব্ব গ্রীবাটাকে ত্রিকোণীকৃত  
 বাহুর উপরে রাখিয়াছেন; স্কন্ধদেশ স্থূল থাকায় কটীদেশ কুশ ছিল এবং রোম-  
 ব্যাপ্ত, ধ্বজের ত্রায় উত্তোলিত ও ঈষদ্রকপ্রাপ্ত দীর্ঘ লাস্কুলদ্বারা শোভা  
 পাইতেছেন ॥৭৫—৭৮॥

ওষ্ঠযুগল খর্ব্ব, জিহ্বা ও মুখ তাত্রবর্ণ, অপর অংশও রক্তবর্ণ, ক্রযুগল চঞ্চল,

অপশ্চাদ্ভদনং তস্য রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্ ।  
 বদনাভ্যন্তরগতৈঃ শুক্লৈর্দন্তৈরলঙ্কৃতম্ ॥৮০॥ (যুগ্মকম্)  
 কেশরোৎকরসম্মিশ্রমশোকানামিবোৎকরম্ ।  
 হিরণ্ময়ীনাং মধ্যস্থং কদলীনাং মহাদ্রুতিম্ ॥৮১॥  
 দীপ্যमानেন বপুষা স্বর্জিমন্তমিবানলম্ ।  
 নিরীক্ষন্তমিত্রৈঃ লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ ॥৮২॥  
 তং বানরবরং ধীমানতিকায়ং মহাবলম্ ।  
 স্বর্গপস্থানমাবৃত্য হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥৮৩॥ (বিশেষকম্)  
 দৃষ্ট্বা চৈনং মহাবাহুরেকং তস্মিন্ মহাবনে ।  
 অথোপস্থত্য তরসা বিভীর্ভীমন্ততো বলী ॥৮৪॥  
 সিংহনাদং চকারোত্রং বজ্রাশনিসমং বলী ।  
 তেন শব্দেন ভীমস্য বিদ্রেহমুর্গপক্ষিণঃ ॥৮৫॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন মুখং বর্ণয়তি—হ্রস্বোষ্ঠমিতি । তাস্মৈ জিহ্বাস্থে রসনামুখবিবরে যন্ত  
 তৎ । বিবৃত্তা ঐষদ্বক্ৰা দংষ্ট্রাঃ সম্মুখদন্তাঃ দশনা অপরে দস্তাশ্চ যত্র তৎ । দশনানামেব  
 শুক্লৈস্ত্রীক্লৈশ্চ অত্রৈঃ শোভিতম্ । রশ্মিবন্তমিতি মোপধস্বাদ্বন্তঃ । উড়ুপং চন্দ্রম্ । দস্তানাং  
 চন্দ্ররশ্মিসা দৃশ্যমুন্নয়ম্ ॥৭৯—৮০॥

পুনস্তিভির্বিষয়েষণে হুমন্তমেব বর্ণয়তি—কেশরেতি । কেশরোৎকরণে কিঙ্করসমূহেন  
 সম্মিশ্রম্, অশোকানাং পুষ্পাণাম্ উৎকরং রশ্মিমিব স্থিতম্, রক্তবর্ণত্বাৎ । হিরণ্ময়ীনাং  
 স্বর্ণবর্ণানামিতার্থঃ । স্বর্জিমন্তং শোভনশিখাবন্তম্ । লোচনৈরিত্যি বহুবচনং গৌরবাৎ,  
 মধুবৎ পিঙ্গলৈঃ পিঙ্গলবর্ণৈঃ । ধীমান্ ভীমঃ, অতিকায়ং বৃহদেহম্ । স্বর্গপস্থানমিত্যদস্তত্বা-  
 ভাব আর্ষঃ । অপশ্চাদিত্যুত্তৃষ্ণাঃ ॥৮১—৮৩॥

সম্মুখের দন্ত ও অপর দন্ত সকল ঐষৎ বক্র এবং সেই দন্তসমূহের তীক্ষ্ণ ও শুক্লবর্ণ  
 অগ্রভাগ দ্বারা মুখখানা শোভা পাইতেছিল, আর অভ্যন্তরস্থিত শুক্লবর্ণ দন্তদ্বারা  
 অলঙ্কৃত ছিল ; সুতরাং ভীমসেন হুম্মানের সে মুখখানাকে রশ্মিযুক্ত চন্দ্রের স্থায়  
 দর্শন করিলেন ॥৭৯—৮০॥

ভীমসেন আরও দেখিলেন— মহাতেজা, বৃহৎকায় ও মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ  
 হুম্মান্ স্বর্ণবর্ণ কদলীবনের মধ্যে কেশরব্যাপ্ত অশোকপুষ্পরাশির স্থায় অবস্থান  
 করিতেছেন, উজ্জ্বল দেহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপুঞ্জের স্থায় রহিয়াছেন, মধুর স্থায়  
 পিঙ্গলবর্ণ নয়ন দ্বারা দর্শন করিতেছেন এবং স্বর্গের পথ রোধ করিয়া হিমালয়ের  
 স্থায় অবস্থান করিতেছেন ॥৮১—৮৩॥

মহাবাহু ও মহাবল ভীমসেন সেই মহাবনে একাকী হুম্মান্কে দেখিয়া,  
 বন-১৫৪ (৮)

হনুমাংশ্চ মহাসত্ত্ব ঈষদুন্মীল্য লোচনে ।

দৃষ্ট্বা তমথ সাবজ্ঞং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ ।

স্মিতেন চৈনমাসাশু বানরো নরমব্রবীৎ ॥৮৬॥

হনুমানুবাচ ।

কিমর্থং সৰুজস্তেহং স্তম্ভশৃণুঃ প্রবোধিতঃ ।

নমু নাম ত্বয়া কার্য্যা দয়া ভূতেষু জানতা ॥৮৭॥

বয়ং ধৰ্ম্মং ন জানৌমস্তিৰ্য্যগ্‌যোনিমুপাশ্রিতাঃ ।

নরাস্ত বুদ্ধিসম্পন্ন্য দয়াং কুৰ্ব্বন্তি জন্তুযু ॥৮৮॥

ত্বুরেষু কৰ্ম্মস্ব কথং দেহবাক্‌চিন্তদৃষিষু ।

ধৰ্ম্মঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৮৯॥

ভারতকৌমুদী

দ্বাভ্যাং যুগ্মকেন ভীমব্যাপারমাং—দৃষ্টেতি । এনং হৃষ্মন্তম্ । তরসা বেগেন, বিতীঃ নির্ভয়ঃ ।  
অশনিবিদ্যাং, “অশনিবজ্রবিদ্যাতোঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮৪—৮৫॥

হনুমানিতি । মহাসত্ত্বো মহাবলঃ । লোচনে ইতি দ্বিবচনাদ্বিনয়নত্বেবেব হনুমতঃ,  
কদাচিৎপ্ৰবচনস্ত গৌরবাৎ । আসাশু সম্ভাষ্য । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮৬॥

কিমিতি । কজ্জয়া রোগেণ সততি সৰুজঃ, তে ত্বয়া, প্রবোধিতো জাগরিতঃ ॥৮৭॥

অথ জানতেতি কথমুক্তমিত্যাং—বয়মিতি । তিৰ্য্যগ্‌যোনিং মনুষ্যেতরযোনিম্ ॥৮৮॥

তাহার পর নির্ভয়চিত্তে বেগে তাঁহার নিকট যাইয়া, বজ্র ও বিদ্যাতের তুল্য  
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিলেন ; ভীমসেনের সেই সিংহনাদে পশু-পক্ষীরা ভীত  
হইল ॥৮৪- ৮৫॥

তাহার পর মহাবল হনুমান্‌ নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া, মধুর শ্রায়  
পিঙ্গলবর্ণ সেই নয়নযুগলদ্বারা অবজ্ঞার সহিত ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ  
হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥৮৬॥

হনুমান্‌ বলিলেন—“আমি ক্রগ্‌ণ এবং সুখে নিজা যাইতেছিলাম, এ অবস্থায়  
তুমি আমাকে কি জ্ঞাত জাগরিত করিলে ? ওহে ! তুমি যখন সকল বিষয় জান,  
তখন সকল প্রাণীর প্রতিই তোমার দয়া করা উচিত ॥৮৭॥

আমরা তিৰ্য্যগ্‌জাতি বলিয়া ধৰ্ম্ম জানি না, (সুতরাং দয়াও করি না) ; কিন্তু  
মানুষেরা বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া প্রাণীদের উপরে দয়া করিয়া থাকে ॥৮৮॥

তোমাদের মত বুদ্ধিমান্‌ মানুষেরা দেহ, বাক্য ও মনের দোষজনক এবং  
ধৰ্ম্মনাশক হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কেন ? ॥৮৯॥

(৮৬)....হনুমানিদমব্রবীৎ—বা ব্‌ ক্‌ নি ।

ন ত্বং ধৰ্ম্মঃ বিজ্ঞানাসি বৃদ্ধা নোপাসিতাস্থয়া ।  
 অল্পবুদ্ধিতয়া বাল্যাছুৎসাদয়সি যশ্মৃগান্ ॥৯০॥  
 ক্রহি কস্ত্বং কিমর্থং বা বনং স্বমিদমাগতঃ ।  
 বর্জিতং মানুষৈর্ভাবৈস্তথৈব পুরুষৈরপি ॥৯১॥  
 ক বা ত্বয়াণ্ড গন্তব্যং প্রক্রহি পুরুষর্ষভ ! ।  
 অতঃ পরমগম্যোহয়ং পর্বতঃ সূদুরারুহঃ ॥৯২॥  
 বিনা সিদ্ধগতিং বীর ! গতিরত্র ন বিদ্যতে ।  
 দেবলোকস্ত মাৰ্গোহয়মগম্যো মানুষৈঃ সদা ॥৯৩॥  
 কারুণ্যাত্মাহং বীর ! বারয়ামি নিবোধ মে ।  
 নাতিঃ পরং ত্বয়া শক্যং গন্তুমাশ্বসিহি প্রভো ! ॥৯৪॥  
 স্বাগতং সর্বথৈবেহ তবাণ্ড মনুজর্ষভ ! ।  
 ইমান্মৃতকল্পানি মূলানি চ ফলানি চ ॥৯৫॥

### ভারতকৌমুদী

কুরেধিতি । কুরেযু হিংসাত্মকেষু । সজ্জন্তে প্রর্তবন্তে ॥৮৯॥  
 নেতি । নোপাসিতা উপদেশগ্রহণার্থং ন সেবিতাঃ । যশ্মৃগান্ পশুন্ ॥৯০॥  
 ক্রহীতি । মানুষ্যাণামিম ইতি মানুষ্যত্বৈঃ, ভাবৈবৃদ্ধিভিঃ, পুরুষৈর্মানুষ্যৈঃ ॥৯১॥  
 কেতি । সূদুরারুহঃ অতীত দুরারোহঃ, গুণাভাব আশং ॥৯২॥  
 বিনেতি । সিদ্ধানাং নিষ্পন্নযোগশক্তীনাং গতিং বিনা, অন্তোহং গতিঃ ॥৯৩॥  
 কারুণ্যাদিতি । কারুণ্যং দয়াতঃ । আশ্বসিহি মদ্বাক্যং বিশ্বসিহি ॥৯৪॥

অথবা, তুমি বৃদ্ধের সেবা কর নাই বলিয়া ধর্ম্ম জান না। যেহেতু তুমি  
 বালক ও অল্পবুদ্ধি বলিয়া পশুগুলিকে উৎসন্ন করিতেছ ॥৯০॥

(সে যাহা হউক,) বল—তুমি কে? কি জন্মই বা এই বনে আসিয়াছ?  
 এ বন কিন্তু মনুষ্যভাব ও মনুষ্যবর্জিত ॥৯১॥

আর, আজ তুমি কোথায় যাইবে, তাহাও বল। নরশ্রেষ্ঠ! এই অত্যন্ত  
 দুরারোহ পর্বত, ইহার পর অগম্য ॥৯২॥

বীর! এখানে সিদ্ধলোকের গমন ব্যতীত অশ্রু লোকের গমন নাই। কারণ,  
 এটা দেবলোকের পথ; সুতরাং সর্বদাই মানুষের অগম্য ॥৯৩॥

প্রভাবসম্পন্ন বীর! আমি দয়াবশতঃ তোমাকে বারণ করিতেছি; তুমি  
 আমার কথা শোন এবং বিশ্বাস কর; তুমি ইহার পরে আর গমন করিতে সমর্থ  
 হইবে না ॥৯৪॥



ভক্ষয়িত্বা নিবর্তস্ব মা বৃথা প্রাপ্যসে বধম্ ।

গ্রাহং যদি বচো মহং হিতং মনুজপুংসব ! ॥৯৬॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থ-  
যাত্রায়াং ভীমশ্চ কদলীষণ্ডপ্রবেশে একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

## দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্শ্রুত্বা বচস্তস্য বানরেন্দ্রস্য ভীমতঃ ।

ভীমসেনস্তদা বীরঃ প্রোবাচামিত্রকর্ষণঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

যুগ্মকেন বাবণায় নির্ব্রাতি—স্বাগতমিতি । স্বাগতং স্মথেনাগমনং জাতম্, সৌভাগ্যা-  
দিত্তি ভাবঃ । বৃথা নিষ্ফলম্ । মহং মম ॥৯৫—৯৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসম্বিদাস্তবাসীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

এতদ্বিত্তি । অমিত্রান্ শক্রান্ কণ্ঠি বলেনায়ত্ত্বাকরোতীতি অমিত্রকর্ষণঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

অশোকানামশোকপুষ্পাপান্ ॥৮১—৮৬॥ শরঙ্গঃ সপীড়ঃ, তে ত্রয়া ॥৮৭—৯৩॥ আশ্বসিহি  
বিশ্বাসং কুরু ॥৯৪—৯৫॥ মহং মম ॥৯৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২১॥

মনুয্যশ্রেষ্ঠ ! আজ নিশ্চয়ই নিবিল্পে তোমার এখানে আগমন হইয়াছে ।  
কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ ! আমার হিতবাক্য যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে এই অমৃত-  
তুল্য ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া এখান হইতেই নিবৃত্ত হও, বৃথা বিনাশ প্রাপ্ত  
হইবে না” ॥৯৫—৯৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন কহিলেন—বুদ্ধিমান্ ও বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের এই কথা কুনিয়া  
শক্রবিজয়ী বীর ভীমসেন তখন বলিলেন ॥১॥

\* ‘...ষট্চত্বারিংশদধিক...’—বা ব কা, ‘...সপ্তচত্বারিংশদধিক...’—পি, ‘...অষ্টচত্বারিংশ-  
দধিক...’—নি ।

ভীম উবাচ ।

কো ভবান্ কিং নিমিত্তং বা বানরং বপুৰাশ্বিতঃ ।

ব্রাহ্মণানন্তরো বৰ্ণঃ কত্রিয়স্তাস্তু পৃচ্ছতি ॥২॥

কৌরবঃ সোমবংশীয়ঃ কুন্ত্যা গৰ্ভেণ ধারিতঃ ।

পাণ্ডবো বায়ুতনয়ো ভীমসেন ইতি শ্রুতঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

স বাক্যং কুরুবীরশ্চ শ্রিতেন প্রতিগৃহ্য তৎ ।

হনুমান্ বায়ুতনয়ো বায়ুপুত্রমভাষত ॥৪॥

হনুমানুবাচ ।

বানরোহং ন তে মার্গং প্রদাশ্চামি যথেষ্পিতম্ ।

সাধু গচ্ছ নিবর্তস্ব মা ভ্ৰং প্রাপ্স্যসি বৈশম্ ॥৫॥

ভীম উবাচ । †

বৈশসং বাহস্ত যদ্বাহন্ত্যম্ ত্বাং পৃচ্ছামি বানর ! ।

প্রয়চ্ছ মার্গমুত্তিষ্ঠ মা মত্তঃ প্রাপ্স্যসি ব্যথাম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি । আশ্বিত আশ্বিতঃ । ব্রাহ্মণশ্চ অনন্তরঃ পরঃ । কুন্ত্যা দেব্যা ॥২—৩॥

স ইতি । জ্ঞাতস্তাপি সবিশেষপরিচয়দানাৎ কোতুকেন শ্রুতিমিতি ভাবঃ ॥৪॥

বানর ইতি । সাধু ভক্তং প্রার্থয়সি চেৎ গচ্ছ । বৈশম্ অন্তর্কর্ষকহিংসাম্ ॥৫॥

বৈশমিতি । বানরেতি সম্বোধনাদবজ্ঞা স্থচিতি । মত্তো মম সকাশাৎ ॥৬॥

ভীম বলিলেন—“আপনি কে ? কি জন্তুই বা বানরদেহ অবলম্বন করিয়াছেন ? ব্রাহ্মণের পরবর্তী বর্ণ—কত্রিয়, চন্দ্রবংশীয়, কুরুকুলোৎপন্ন, কুন্তীকর্ষক গর্ভে ধৃত, পাণ্ডুনন্দন ও বায়ুর পুত্র ভীমসেন আপনাকে প্রশ্ন করিতেছে” ॥২—৩॥

বায়ুপুত্র হনুমান্ মুহু হাশ্চ করিয়া কুরুবীর ভীমসেনের সেই কথা স্বীকারপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥৪॥

হনুমান্ বলিলেন—“আমি বানর ; আমি তোমার অভীষ্ট পথ দিব না । ভাল চাও ত—যাও, ফের, মৃত্যুর ক্লেশ পাইবে না” ॥৫॥

ভীম বলিলেন—“বানর ! আমার মৃত্যুর ক্লেশই হউক, বা অন্য কিছুই হউক, আমি তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি না ; তুমি পথ দাও, উঠ, আমা হইতে বেদনা পাইবে না” ॥৬॥

(৩) শ্লোকাৎ পরম্ ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’—পি । † ভীমসেন উবাচ—বা ব কা ।

হনুমানুবাচ ।

নাস্তি শক্তির্মমোখাতুং ব্যাধিনা ক্লেশিতো হৃহম্ ।

যদ্ববশ্যং প্রয়াতব্যাং লজ্যসিহ্মা প্রয়াহি মাম্ ॥৭॥

ভীম উবাচ ।

নিগুণঃ পরমাত্মা তুং দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে ।

তমহং জ্ঞানবিজ্ঞেয়ং নাবমন্তে ন লজ্যয়ে ॥৮॥

যদ্যাগমৈর্ন জানীয়াং তমহং ভূতভাবনম্ ।

ক্রমেয়ং হ্যং গিরিক্ষেমং হনুমানিব সাগরম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । প্রয়াতব্যাং তয়া । ভীমশ্চ ধর্মজ্ঞানপরীক্ষার্থমিয়মুক্তিরিত্তি বোধ্যম্ ॥৭॥

নিরিত্তি । নিগুণঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ রূপাদিভিষ্চ বিহীনঃ, “নাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইতি শ্রুতেঃ, পরমাত্মা “তবমসি” ইতি শ্রুত্যা জীবশ্চ ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ । জ্ঞায়তে যস্মাদিতি জ্ঞানং বেদস্তেন বিজ্ঞেয়ম্, “তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিস্বস্তি” ইতি শ্রুতেঃ, নাবমন্তে, অতএব ন লজ্যয়ে ॥৮॥

যদীতি । আগমৈঃ উক্তৈর্বেদৈঃ । ভূতভাবনং ভূতোংপাদকম্, “যস্মাদিমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । ক্রমেয়ং ক্রাময়েয়ং লজ্যয়েয়মিত্যর্থঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদ্বিত্তি ॥১—৩॥ বৈশম্যং বিরোধম্ ॥৫—৭॥ নিগুণ ইতি । গুণাঃ সত্ত্বাদয়ো রূপা-  
দয়শ্চ তৈর্বজ্জিতাঃ, অতএব পরমঃ কোশপঞ্চকে হি অনাত্মগ্নাত্মমুখ্যমাধ্যাসিকদ্ব্যন্তশ্চ  
ততোহগ্নস্ত নিরুপাধিচিন্নাত্মো মুখ্য আত্মা প্রত্যগ্ভূত আকাশো ঘটমিব দেহং ব্যাপ্য স্থিতঃ ।  
এতেন শুদ্ধস্তংপদার্থ উক্তঃ । অশ্চ নিগুণদেহহুতবং প্রমাণয়তি—জ্ঞানবিজ্ঞেয়মিতি ।  
জ্ঞানং শাস্ত্রার্থধ্যানজপ্রমা তেন জ্ঞেয়ম্ । জ্ঞাতবিজ্ঞেয়মিতি পাঠে সর্বপ্রকাশকমহঙ্কারাদি-  
সাক্ষিণমিত্যর্থঃ । তস্তাবমাননা শালগ্রামাদিবস্তদুপাধিভূতশ্চ শরীরশ্চ লজ্যনেন ভবত্যত-  
ন্তদ্বয়ং ন কুর্তে ইত্যর্থঃ ॥৮॥ ভূতভাবনং ভূতানাং বিয়দাদীনাং জরায়ুজাদীনাঞ্চ ভাবনং

হনুমান্ বলিলেন—“আমি রোগপীড়িত বলিয়া আমার উঠিবার শক্তি নাই ;  
সুতরাং তোমার যদি অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমাকে লজ্জন করিয়া  
যাও” ॥৭॥

ভীম বলিলেন—“নিগুণ পরমাত্মা (জীবরূপে) দেহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান  
করেন ; সুতরাং সেই বেদবেত্তা পরমাত্মাকে আমি অবজ্ঞা করিতে পারিব না বলিয়া  
লজ্জনও করিতে পারিব না ॥৮॥

আমি যদি বেদশাস্ত্রদ্বারা সেই ভূতভাবন পরমাত্মাকে না জানিতাম, তবে  
হনুমান্ যেমন সমুদ্র লজ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তোমাকে ও এই  
পর্বতটাকে লজ্জন করিতে পারিতাম” ॥৯॥

হনুমানুবাচ ।

ক এষ হনুমান্ নাম সাগরো যেন লজ্জিতঃ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং নরশ্ৰেষ্ঠ ! কথ্যতাং যদি শক্যতে ॥১০॥

ভীম উবাচ ।

ভ্রাতা মম গুণশ্লাঘ্যো বুদ্ধিসত্ত্ববলান্বিতঃ ।

রামায়ণেহতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুঙ্গবঃ ॥১১॥

রামপত্নীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ ।

সাগরঃ প্লবগেন্দ্রেণ ক্রমেণৈকেন লজ্জিতঃ ॥১২॥

স মে ভ্রাতা মহাবীৰ্য্যস্তুল্যোহহং তস্ত তেজসা ।

বলে পরাক্রমে যুদ্ধে শক্তোহহং তব নিগ্রহে ॥১৩॥

উত্তিষ্ঠ দেহি মে মার্গং পশ্য মে চাপ্ত পৌরুষম্ ।

মচ্ছাসনমকুর্বাণং ত্বাং বা নেষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি । স্ববিষয়ে লোকবাদস্ত রামায়ণস্ত চ জ্ঞানপরীক্ষার্থময়ং প্রশ্নঃ ॥১০॥

ভ্রাতেতি । ভ্রাতা, একবায়ুজনিতত্বাৎ, গুণৈঃ পরোপকারাদিভিঃ শ্লাঘাঃ । সবম্  
অধ্যবসায়ঃ । রামায়ণে বান্দীকিপ্ৰণীতে ইতিহাসে । শ্রীমান্ ত্রিবর্গসম্পত্তিমান্ ॥১১॥

রামেতি । রামপত্নীকৃতে সীতাশ্বেষণনিমিত্তে । ক্রমেণ উল্লক্ষনে ॥১২॥

স ইতি । তেজসা দর্পেণ । নিগ্রহে দমনে, যেন হযা পশ্বা দেয়ঃ স্ত্রাৎ ॥১৩॥

উত্তিষ্ঠেতি । বা অথবা পশ্যেতি সম্বন্ধঃ । মচ্ছাসনং মদাদেশম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

রচনং যশ্চাক্তম্ । “আত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ । আত্মনঃ সর্ক এত আত্মানো ব্যুচরন্তি”  
ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । এতেন তৎপদার্থ উক্তঃ । তয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যাবভেদে ব্রহ্মাষ্টদ্বৈতঞ্চ

হনুমান্ বলিলেন—“নরশ্ৰেষ্ঠ ! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ;  
তুমি যদি বলিতে পার, তবে বল—এ হনুমান্টা কে, যে সমুদ্র লঙ্ঘন  
করিয়াছিল ?” ॥১০॥

ভীম বলিলেন—“তিনি আমার ভ্রাতা, গুণে শ্লাঘ্য, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বলসম্পন্ন,  
রামায়ণে অত্যন্ত বিখ্যাত, ত্রিবর্গসমস্বিত এবং বানরমধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥১১॥

যে বানরশ্ৰেষ্ঠ সীতার অশ্বেষণের জন্ত শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্রটাকে একলক্ষ  
লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ॥১২॥

সেই মহাবীর আমার ভ্রাতা ; আমি তেজে, বলে, পরাক্রমে ও যুদ্ধে তাঁহারই  
তুল্য ; সুতরাং আমি তোমাকে নিগৃহীত করিতে সমর্থ হইব ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিজ্ঞায় তং বলোন্মত্তং বাহুবৌর্যেণ দর্পিতম্ ।

হৃদয়েনাবহশ্চৈশ্বর্যং হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫॥

হনুমানুবাচ ।

প্রসাদ নাস্তি মে শক্তিরুৎথাভুং জরয়াহনব' ।

মমানুকম্পয়া ত্বেতৎ পুচ্ছমুৎসার্য্য গম্যতাম্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তো হনুমতা হীনবৌর্য্যপরাক্রমম্ ।

মনসাহচিস্তয়দ্বীমঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥১৭॥

পুচ্ছ প্রগৃহ্য তরসা হীনবৌর্য্যপরাক্রমম্ ।

সালোক্যমস্তকশ্চৈশ্বর্যং নয়াম্যগ্রেহ বানরম্ ॥১৮॥

সাবজ্ঞমথ বামেন স্ময়ন্ জগ্ৰাহ পাণিনা ।

ন চাশকচ্চালয়িতুং ভীমং পুচ্ছং মহাকপেঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বিজ্ঞায়েতি । অবহন্ত স্বাপেক্ষয়া ন্যূনবলদ্বাদৃপহন্ত, এনং ভীমসেনম্ ॥১৫॥

প্রসাদেতি । পুচ্ছং লাজ্জূলম্, উৎসার্য্য অপসার্য্য । বলপরীক্ষার্থমুক্তিরিয়ম্ ॥১৬॥

এবমিতি । হীনবৌর্য্যপরাক্রমং হনুমন্তমিতি শেষঃ ॥১৭॥

পুচ্ছ ইতি । তরসা বলেন । সালোক্যং সমানলোকবর্তিতাম্ । এতদপ্যচিস্তয়ৎ ॥১৮॥

অতএব তুমি উঠ, আমার পথ দাও ; যদি আমার আদেশ পালন না কর, তবে আমার পুরুষকার দেখ--আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাই” ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ ভীমসেনকে বলে উন্মত্ত ও বাহুবলে দর্পিত জানিয়া তাঁহাকে মনে মনে উপহাস করিয়া এই কথা বলিলেন ॥১৫॥

হনুমান্ বলিলেন—“হে নিম্পাপ ! বার্কিক্যবশতঃ আমার উত্থানশক্তি নাই ; সুতরাং তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, দয়া করিয়া আমার লাজ্জূলটা সরাইয়া গমন কর” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ এইরূপ বলিলে, বাহুবলদর্পিত ভীমসেন হনুমান্কে হীনবৌর্য্য ও হীনপরাক্রম মনে করিলেন ॥১৭॥

(আরও মনে করিলেন যে,) আমি বলপূর্ব্বক লাজ্জূল ধারণ করিয়া হীনবৌর্য্য ও হীনপরাক্রম এই বানরটাকে আজ এখনই যমলোকে পাঠাইব ॥১৮॥

তাহার পর, ভীমসেন ঈষৎ হাস্য করিয়া বামহস্ত দ্বারা অবজ্ঞার সহিত হনুমানের লাজ্জূলটা ধরিলেন ; কিন্তু সঞ্চালিত করিতে পারিলেন না ॥১৯॥

উচ্চিক্ষেপ পুনর্দোৰ্ভ্যামিদ্ভায়ুধমিবোচ্ছিতম্ ।  
 নোদ্ধৰ্ত্তুমশকন্তীমো দোৰ্ভ্যামপি মহাবলঃ ॥২০॥  
 উৎক্ষিপ্তভ্রুবিব্রতাক্ষঃ সংহতভ্রুকুটীমুখঃ ।  
 শ্বিন্নগাত্রোহভবদ্বীমো ন চোদ্ধৰ্ত্তুং শশাক তম্ ॥২১॥  
 যত্বানপি চ শ্রীমাল্লাঙ্গুলোদ্ধরণোদ্যতঃ ।  
 কপেঃ পার্শ্বগতো ভীমস্তস্মৈ ত্রীড়ানতাননঃ ॥২২॥  
 প্রণিপত্য চ কোন্তেয়ঃ প্রাজ্ঞনির্বাক্যমব্রবীৎ ।  
 প্রসাদ কপিশাদ্ভীল ! দুৰুত্তমং ক্ষম্যতাং মম ॥২৩॥  
 সিদ্ধো বা যদি বা দেবো গন্ধৰ্ব্বো বাহথ গুহ্যকঃ ।  
 গৃহ্যঃ সন্ কাম্যয়া ক্রহি কন্তুং বানররূপধৃক্ ॥২৪॥

## ভারতকৌমুদী

সাবজ্জমিতি । শ্বয়ন্ স্বয়মান দৈবক্সসন্ । জগ্রাহ পুচ্ছমিতি সধ্বক্সঃ ॥২০॥

উচ্চিক্ষেপেতি । উচ্চিক্ষেপ উৎক্ষেপ্তুমারেভে । দোৰ্ভ্যাং দ্বাভ্যামেব বাহুভ্যাম্ ॥২০॥

উৎক্ষিপ্তেতি । ভীমঃ, উৎক্ষিপ্তে উত্তোলিতে ভ্রুবো যেন সং, বিব্রুক্তে বিশেষণ গোলাকারে  
 অক্ষিণী যন্ত সং, সংহতং সংবদ্ধং কৃতং ভ্রুকুটীমুক্তং মুখং যেন সং, শাকপার্শ্বিবাতিদ্যদযুক্তশব্দলোপঃ,  
 শ্বিন্নগাত্রশ্চাতবৎ ; কিন্তু তং পুচ্ছমুদ্ধৰ্ত্তুং ন চ শশাক ॥২১॥

যত্নেতি । লাল্লুলোদ্ধরণে যত্বানপি চ, তত্রাশক্তঃ সন্নিতি শেষঃ ॥২২॥

প্রণিপত্যেতি । মম দুৰুত্তমং কটুবচনম্ ॥২৩॥

তা'র পর মহাবল ভীমসেন দুই হাত দিয়া—আকাশে উদিত ইন্দ্রধনুর তুল্য  
 সেই লাল্লুলটাকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু দুই হাত দিয়াও তুলিতে  
 পারিলেন না ॥২০॥

(হনুমানের লাল্লুল ধরিয়া প্রাণপণে আকর্ষণ করিতে থাকায়) ভীমের ক্রয়ুগল  
 উপরে উঠিল, নয়নযুগল গোলাকার হইল, মুখে ভ্রুকুটী দেখা দিল এবং সমস্ত অঙ্গ  
 হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল ; তথাপি তিনি সে লাল্লুল উত্তোলন করিতে  
 সমর্থ হইলেন না ॥২১॥

ভীমসেন হনুমানের লাল্লুল উত্তোলনে উত্তত এবং যত্ববান্ হইয়াও যখন  
 পারিলেন না, তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া হনুমানের পার্শ্বে দাঁড়াই-  
 লেন ॥২২॥

এবং প্রণিপাত করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন—“বানরশ্রেষ্ঠ !  
 আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার কটুবাक्यগুলির উপরে ক্ষমা করুন ॥২৩॥

(২২)....লাঙ্গুলোদ্ধরণোদ্যতঃ—বা ব ক নি ।

বন-১৫৫ (৮)

ন চেদুগ্ধং মহাবাহো ! শ্রোতব্যং শ্রাময়া যদি ।  
শিষ্যবদ্ধাস্ত পৃচ্ছামি উপপন্নোহস্মি তেহনঘ ! ॥২৫॥

হনুমানুবাচ ।

যন্তে মম পরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম ! ।  
তৎ সৰ্ব্বমখিলেন ত্বং শৃণু পাণ্ডবনন্দন ! ॥২৬॥  
অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুনা ।  
জাতঃ কমলপত্রাক্ষ ! হনুমান্ নাম নামতঃ ॥২৭॥  
সূর্য্যপুত্রঞ্চ সূত্রীং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্ ।  
সৰ্ব্বৈ বানররাজানস্তথা বানরযুথপাঃ ॥২৮॥  
উপতস্থূর্মহাবীৰ্য্যা মম চামিত্রকর্ষণ ! ।  
সূত্রীবেণাভবৎ প্রীতিরনিলস্মাগ্নিনা যথা ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সিদ্ধ ইতি । গুহ্যকো যক্ষঃ । কামায়া উৎকটশ্রবণেচ্ছয়া ময়া পৃষ্টঃ সন্ ॥২৪॥

নেতি । গুহ্যং গোপনীয়ম্ । উপপন্নোহস্মি শরণাগতোহস্মি ॥২৫॥

যদिति । অখিলেন প্রকারেণ । পাণ্ডুরেব পাণ্ডবঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্ ॥২৬॥

অহমिति । কেশরিণস্তদাখ্যস্ত বানরস্ত । জগত আয়ুনা প্রাণরূপবাদায়ুধঃ প্রবর্তকেন । অস্তি  
চ উকারান্তোহপ্যায়ুশব্দঃ, “বিজ্ঞাদায়ুঃ তথায়ুধা” ইতি দ্বিরূপকোবাৎ ॥২৭॥

সূর্য্যেতি । বানরযুথপা বানরগণপতয়ঃ । উপতস্থুঃ সিধেবিরে । অনিলস্ত বায়োঃ ॥২৮—২৯॥

আমি প্রবল শ্রবণেচ্ছাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি—বানররূপধারী আপনি কে ?  
কোন দেবতা, না সিদ্ধ, না গন্ধর্ব্ব, না যক্ষ, তাহা বলুন ॥২৪॥

নিষ্পাপ মহাবাহু ! যদি গোপনীয় না হয় এবং আমার যদি শ্রোতব্য হয়,  
তাহা হইলে আমি শিষ্যের আয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং আপনার  
শরণাগত হইয়াছি” ॥২৫॥

হনুমান্ বলিলেন—“অরিন্দম পাণ্ডুনন্দন ! আমার পরিচয় জানিবার জন্ত  
যখন তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, তখন তুমি সে সমস্তই শ্রবণ কর ॥২৬॥

পদ্মনয়ন ! জগৎপ্রাণ বায়ু কেশরিনামক বানরের পত্নীর গর্ভে আমাকে  
উৎপাদন করিয়াছেন ; আমার নাম—‘হনুমান্’ ॥২৭॥

শক্রবিজয়ী ভীমসেন ! মহাবীর বানররাজগণ এবং বানরযুথপতিগণ  
সূর্য্যপুত্র সূত্রীবের এবং ইন্দ্রপুত্র বালীর সেবা করিতেন । এদিকে অগ্নির

(২৫)....শ্রোতব্যং চেত্তবেশ্বম—বা ব কা নি । (২৭)....হনুমান্ নাম বানরঃ—বা ব কা নি ।

নিকৃতঃ স ততো ভাত্ৰা কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে ।  
 ঋগ্মুকে ময়া সার্কং স্ত্রীবো ন্যবসচ্চিরম্ ॥৩০॥  
 অথ দাশরথিবীরো রামো নাম মহাবলঃ ।  
 বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ চচার বহুধাতলম্ ॥৩১॥  
 স পিতুঃ প্রিয়মগ্নিচ্ছন্ সহভার্য্যঃ সহানুজঃ ।  
 সধনুর্ধগ্নিনাং শ্রেষ্ঠো দণ্ডকারণ্যমাস্ত্রিতঃ ॥৩২॥  
 তস্ত্য ভার্য্যা জনস্থানাচ্ছলেনাপহতা বলাৎ ।  
 রাক্ষসেন্দ্রেণ বলিনা রাবণেন ছুরাঙ্ঘনা ॥৩৩॥  
 স্তবর্গরত্নচিত্রেণ মৃগরূপেণ রক্ষসা ।  
 বৈষ্ণবিত্বা নরব্যাত্ত্রং মারীচেন তদাহনব ! ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)  
 হতদারঃ সহ ভাত্ৰা পত্নীং মার্গন্ স রাঘবঃ ।  
 দৃষ্টবান্ শৈলশিখরে স্ত্রীবং বানরর্ষভম্ ॥৩৫॥

### ভারতকৌমুদী

নিকৃত ইতি । নিকৃতো বহিষ্কৃতঃ, স স্ত্রীবঃ, ভাত্ৰা বালিনা, ঋগ্মুকে পৰ্ব্বতে ॥৩০॥  
 সংক্ষেপেণ রামায়ণমাহ—অথেতি । বিষ্ণুঃ রামো নাম সন্নতি সধনুঃ ॥৩১॥  
 স ইতি । অগ্নিচ্ছন্ অহুষ্ঠাতুমিচ্ছন্ । সধনুঃ সকাশুর্কঃ ॥৩২॥  
 তস্মেতি । জনস্থানাং দণ্ডকারণ্যাস্ত্রৈব প্রদণবিশেষাৎ । ছলমাহ—স্তবর্গেতি ॥৩৩—৩৪॥

সহিত বায়ুর যেমন সৌহার্দ আছে, আমারও তেমনই স্ত্রীবেব সহিত সৌহার্দ ছিল ॥২৮—২৯॥

তাহার পর কোন কারণে বালী স্ত্রীবকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন ; তাহাতে স্ত্রীব আমার সহিত যাইয়া ঋগ্মুকপৰ্ব্বতে দীর্ঘকাল বাস করেন ॥৩০॥

তদনন্তর ভগবান্ নারায়ণ দশরথের পুত্র হইয়া ‘রাম’ নাম ধারণ করিয়া, মহাবীর ও মহাবল মানুষরূপে ভূতলে বিচরণ করেন ॥৩১॥

ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ সেই রামচন্দ্র পিতার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় ধনু ধারণ করিয়া ভার্য্যা সীতা ও ভাতা লঙ্কণের সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করেন ॥৩২॥

হে নিষ্পাপ ভীমসেন ! তখন রাক্ষসরাজ মহাবল ছুরাঙ্ঘা রাবণ স্বর্ণ ও রত্নে বিচিত্র মৃগরূপধারী মারীচনামক রাক্ষসদ্বারা নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রতারিত করিয়া ছলে ও বলে জনস্থান হইতে তাহার ভার্য্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করে ॥৩৩—৩৪॥

(৩৪) স্লোকাৎ পরম্ ‘...সপ্তচত্বারিংশদধিকঃ...হনুমান্ববাচ’—বা ব কা, ‘...অষ্টচত্বারিংশদধিকঃ...হনুমান্ববাচ’—পি, ‘...একোনপঞ্চাশদধিকঃ...হনুমান্ববাচ’—নি ।



তেন তস্ম্যভবৎ সখ্যং রাঘবস্ত মহাত্মনঃ ।  
 স হস্তা বালিনং রাজ্যে সুগ্রীবমভিষিক্তবান্ ॥৩৬॥  
 স রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে ।  
 বানরান্ প্রেষয়ামাস শতশোহত্ৰ সহস্রশঃ ॥৩৭॥  
 ততো বানরকোটিভিঃ সহিতোহহং নরর্ষভ ! ।  
 সীতাং মার্গন্ মহাবাহো ! প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥৩৮॥  
 ততঃ প্রবৃতিঃ সীতায়া গৃধ্ৰেণ স্তমহাত্মনা ।  
 সম্পাতিনা সমাখ্যাতা রাবণস্ত নিবেশনে ॥৩৯॥  
 ততোহহং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রামস্ত্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।  
 শতযোজনবিস্তারমর্গং সহসা প্লুতঃ ॥৪০॥  
 অহং স্ববীৰ্য্যাভূতীৰ্য্য সাগরং মকরালয়ম্ ।  
 সূতাং জনকরাজস্ত সীতাং স্তরস্ততোপমাম্ ॥৪১॥

### ভারতকৌমুদী

হতেতি । ভ্রাতা লক্ষ্মণেন, মার্গন্ অধিগম্য, রাঘবো রামঃ ॥৩৫॥  
 তেনেতি । স রাঘবঃ । রাজ্যে বানররাজত্বপদে ॥৩৬॥  
 স ইতি । পরিমার্গণে সমস্তাদবেষণে ॥৩৭॥  
 তত ইতি । বানরকোটিভিরিত্যনেন বানরাণাং বহুত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্ ॥৩৮॥  
 তত ইতি । প্রবৃতিবৃত্তান্তঃ । গৃধ্ৰেণ পক্ষিবিশেষেণ । নিবেশনে ভবনে ॥৩৯॥  
 তত ইতি । অর্গং সমুদ্রম্ । প্লুতঃ বৈহায়স্তা গত্যা অতিক্রান্তঃ ॥৪০॥

তাহার পর হতদার রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সীতার অন্বেষণ  
 করিতে থাকিয়া ঋগ্মুকপর্ব্বতের শৃঙ্গে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিতে পান ॥৩৫॥

তদনন্তর সুগ্রীবের সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রের সখিত্ব হইল এবং রামচন্দ্র বালীকে  
 বধ করিয়া কিষ্কিন্দ্যারাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩৬॥

সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়া সীতার অন্বেষণে শত শত এবং সহস্র সহস্র বানর  
 প্রেরণ করিলেন ॥৩৭॥

মহাবাহু নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর আমি বহুতর বানরের সহিত মিলিত হইয়া  
 সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গেলাম ॥৩৮॥

তদনন্তর অতিমহাত্মা গৃধ্র সম্পাতি, রাবণভবনে সীতার অবস্থিতিবৃত্তান্ত  
 আমাদের নিকট বলিলেন ॥৩৯॥

তাহার পর আমি, অক্লিষ্টকর্মা রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত তৎক্ষণাৎ  
 শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিলাম ॥৪০॥

দৃষ্টবান্ ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! রাবণস্ত নিবেশনে ।  
 সমেত্য তামহং দেবীং বৈদেহীং রাঘবপ্রিয়াম্ ॥৪২॥  
 দন্ধু। লঙ্কামণেশেণ সাদ্ৰ্শ্যপ্রাকারতোরণাম্ ।  
 প্রত্যাগীতশ্চাস্ত্য পুনৰ্ণাম তত্র প্রকাশ্য বৈ ॥৪৩॥ (বিশেষকম্)  
 মদ্বাক্ষ্যচ্চাবধার্য্যাস্তু রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 স বুদ্ধিপূৰ্ব্বং সৈন্যস্ত বদ্ধা সেতুং মহোদধৌ ।  
 রূতো বানরকোটিভিঃ সমুত্তীর্ণো মহাৰ্ণবম্ ॥৪৪॥  
 ততো রামেণ বীরেণ হস্তা তান্ সৰ্ব্বরাক্ষসান্ ।  
 রণে সরাক্ষসগণং রাবণং লোকরাবণম্ ॥৪৫॥  
 নিশাচিবৃদ্ধং হস্তা তু সভ্রাতৃহৃতবান্ধবম্ ।  
 রাজ্যোহভিষিচ্য লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ॥৪৬॥

## ভারতকৌমুদী

অহমিতি । স্ববীৰ্য্যাং অনন্তসাহায্যাদিত্যাশয়ঃ । সমেত্য প্রাপ্য । অট্টেইখ্যাদিগৃহৈঃ ।  
 প্রাকারৈঃ প্রাচীরৈঃ তোরণৈৰ্বহির্দ্বারৈশ্চ সহেতি তাম্ । অস্ত্য রামস্ত সমীপে ॥৪১—৪৩॥  
 মদিতি । অবধার্য্য লঙ্কাগমনোপায়ং নিশ্চিত্য । বুদ্ধিমত্ত্বা । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

দর্শিতম্ ॥২—১১॥ ক্রমেণ পাদবিক্ষেপেণ ॥১২—১৬॥ এবমুক্তে সতি, তমিত্যাধ্যাহারঃ ।  
 তং হীনবীৰ্য্যপরাক্রমং মনসাহচিন্তয়ং মেনে ॥১৭—২৮॥ উপতপ্তুৰ্বালিনং মম চ স্ত্রীবেণ  
 প্রীতিরভবৎ, নিকৃতো নিরস্তঃ ॥২৯—৪১॥ সমেত্য বিদিত্বা সম্ভাবণাদিনা নিশ্চিত্য ॥৪২॥  
 অস্ত্য রামস্ত, তত্র লঙ্কায়াম্ ॥১৩॥ অবধার্য্য নিশ্চিত্য ॥৪৪॥ লোকরাবণং লোকপীড়াকরম্

ভরতশ্ৰেষ্ঠ । আমি আপন বলেই মকরালয় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যাইয়া  
 রাবণভবনে দেবতনয়াসদৃশী জনকতনয়া সীতাকে দর্শন করিলাম এবং বিদেহ-  
 রাজনন্দিনী রামপ্রিয়তমা সীতাদেবীর সহিত আলাপ করিয়া অট্টালিকা, প্রাচীর ও  
 তোরণের সহিত সমগ্র লঙ্কানগরী দন্ধ করিয়া এবং সেখানে নিজের নাম প্রকাশ  
 করিয়া, পুনরায় রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম ॥৪১—৪৩॥

তখন পদ্মনয়ন রামচন্দ্র আমার বাক্য শুনিয়া, সৈন্যগণের মন্ত্রণা অনুসারে  
 লঙ্কাগমনের উপায় স্থির করিয়া সত্ত্বরই মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক কোটি কোটি  
 বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমুদ্র পার হইলেন ॥৪৪॥

তাহার পর মহাবীর রামচন্দ্র যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস এবং ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব

(৪৩)...প্রত্যাগতশ্চাস্মি পুনঃ—বা ব কা পি । (৪৪) মদ্বাক্ষ্যচ্চাবধার্য্যাস্তু—পি, অ...অবুদ্ধ  
 পূৰ্ব্বমস্তৈচ বদ্ধা—নি । (৪৫) ততো রামেণ বীৰ্য্যেণ—বা ব কা ।

ধার্মিকং ভক্তিমন্তুঃ ভক্তানুগতবৎসলম্ ।

পুনঃ প্রত্যাহতা ভার্য্যা নষ্টা বেদশ্রুতিৰ্যথা ॥৪৭॥ (বিশেষকম্)

তথৈব সহিতঃ সাধ্ব্যা পত্ন্যা রামো মহাযশাঃ ।

গত্বা ততোহতিত্বরিতং স্বাং পুরীং রঘুনন্দনঃ ।

অধ্যাবসন্ততোহযোধ্যামযোধ্যাং দ্বিসতাং প্রভুঃ ॥৪৮॥

ততঃ প্রতিষ্ঠিতো রাজ্যে রামো নৃপতিসত্তমঃ ।

বরং ময়া যাচিতোহসৌ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৪৯॥

যাবদ্রাম ! কথং তে ভবেল্লোকেষু শত্রুহন ! ।

তাবজ্জীবৈয়মিত্যেবং তথাহিস্থিতি চ সোহব্রবীৎ ॥৫০॥ (যুগ্মকম্)

সীতা প্রসাদাচ্চ সদা মামিহস্মমরিন্দম ! ।

উপতিষ্ঠন্তি দিব্যঃ হি ভোগা ভীম ! যথেন্সিতাঃ ॥৫১॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । লোকদাবণং জগৎপীড়কম্ । লঙ্কায়ং রাজ্যে ইতি সম্বন্ধঃ । নষ্টা লুপ্তা বেদশ্রুতিঃ বেদাখ্যা শ্রুতিঃ, পুরা নারায়ণেনেতি শেষঃ ॥৪৫—৪৭॥

তয়েতি । দ্বিসতাং শত্রুণাম্, অযোধ্যাং যোদ্ধুমশক্যাম্ । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৮॥

তত ইতি । রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ । কথা আখ্যানম্, ভবেন্তিষ্ঠেৎ ॥৪৯—৫০॥

সীতেতি । সীতায়ঃ প্রসাদাৎ প্রসাদেন বরদানাৎ । দিব্যাঃ স্বর্গীয়াঃ, ভোগাঃ খাদ্যদয়ঃ ॥৫১॥

ও প্রধান প্রধান রাক্ষসের সহিত জগতের উৎপীড়ক রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া, ধার্মিক, ভক্ত ও অনুগতবৎসল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নারায়ণ যেমন লুপ্তশ্রুতি উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ সীতাকে উদ্ধার করিলেন ॥৪৫—৪৭॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ও মহাযশা রঘুনন্দন রাম সেই সাধ্বী পত্নী সীতাদেবীর সহিতই অতি সখর যাইয়া, শত্রুগণের অজেয় আপন রাজধানী অযোধ্যানগরীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

তাহার পর পদ্মনয়ন রাজশ্রেষ্ঠ রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমি তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলাম যে, হে শত্রুনাশক রাম ! যে পর্য্যন্ত আপনার এই উপাখ্যান জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততকাল আমি জীবিত থাকিব ; তখন রাম বলিলেন—‘তাহাই হউক’ ॥৪৯—৫০॥

অরিন্দম ভীম ! আমি এইখানেই আছি ; তাহাতে সীতা যে অর্জুগ্রহপূর্বক বর দিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে অভীষ্ট স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৫১॥

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।

রাজ্যং কারিতবান্ রামস্ততঃ স্বভবনং গতঃ ॥৫২॥

তদিহাপ্সরসস্তাত ! গন্ধর্ব্বাশ্চ সদাহনব ! ।

তস্তা বীরস্তা চরিতং গায়ন্তো রময়ন্তি মাং ॥৫৩॥

অয়ঞ্চ মার্গো মর্ত্যানামগম্যঃ কুরুনন্দন ! ।

ততোহহং রুদ্ধবান্ মার্গং তবেমং দেবসেবিতম্ ॥৫৪॥

ত্বামনেন পথা যান্তুং যক্ষো বা রাক্ষসোহপি বা ।

ধ্বষয়েদ্বা শপেদ্বাপি মা কশ্চিদতি ভারত ! ॥৫৫॥ (যুগ্মকম্)

দিব্যো দেবপথো হ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ ।

যদর্থমাগুতশ্চাসি তৎ সরোহভ্যর্গ এব হি ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ #

### ভারতকৌমুদী

রামরাজ্যকালকথনেনাশ্রুত আয়ুধঃ পরিমাণং সূচয়তি—দশেতি । কারিতবানিতি স্বার্থে ইন্ অর্ধঃ ॥৫২॥

অত্র কেন ভাবেন কালং নয়সীত্যাহ—তদिति । হে তাত ! বৎস ! । তস্তা রামস্তা ॥৫৩॥

যুগ্মকেন মার্গরোধহেতুর্মাহ—অয়মिति । মর্ত্যানাং মাহুষাণাম্ । ধ্বষয়েদভিভবেৎ ॥৫৪—৫৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

॥৪৫—৪৭॥ অযোধ্যাং যোদ্ধুমশক্যাম্ ॥৪৮—৫১॥ কারিতবান্ কৃতবান্, স্বার্থে গিচ, স্বভবনং বৈকুণ্ঠম্ ॥৫২—৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২২॥

রামচন্দ্র দশ সহস্র বৎসর এবং আরও একসহস্র বৎসর (এগার হাজার বৎসর) রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তাহার পর তিনি আপন বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিয়াছেন ॥৫২॥

বৎস ! নিষ্পাপ ! অপ্সরোগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ সর্বদা এইখানে আসিয়া সেই বীরের চরিত্রবিষয়ে গান করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়া থাকে ॥৫৩॥

ভরতবংশীয় কুরুনন্দন ! এই পথটা মানুষের অগম্য ; বিশেষতঃ তুমি এই পথ দিয়া যাইবার সময়ে কোন যক্ষ বা রাক্ষস তোমাকে অভিভূত না করে বা অভিসম্পাত না দেয়, এই জন্তই আমি দেবসেবিত তোমার এই পথ রোধ করিয়াছিলাম ॥৫৪—৫৫॥

(৫৫) প্রথমার্দ্ধং বা ব কা পি নাস্তি । (৫৬)...অসি অতএব সরস্চ তৎ—বা ব কা নি ।

\* ‘...অষ্টচদ্বাবিংশদধিকঃ...’—বা ব কা, ‘...উনপঞ্চাশদধিকঃ...’—পি, ‘...পঞ্চাশদধিকঃ...’—নি ।

## ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তো মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ৷  
প্রণিপত্য ততঃ প্রীত্যা ভ্রাতরং হৃষ্টমানসঃ ॥১॥  
উবাচ শ্লক্ষ্ময়া বাচা হনুমন্তং কপীশ্বরম্ ।  
ময়া ধন্যতরো নাস্তি যদার্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)  
অনুগ্রহো মে স্মমহাংস্তু ত্বপ্তিশ্চ তব দর্শনাৎ ।  
একস্তু কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াগার্য্য ! প্রিয়ং মম ॥৩॥  
যন্তে তদাসীৎ প্লবতঃ সাগরং মকরালয়ম্ ।  
রূপমপ্রতিমং বীর ! তদিচ্ছামি নিরীক্ষিতুম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দিব্য ইতি । দিব্য উত্তমঃ । অভ্যর্গে আসন্নৈ দেশে বর্ততে ॥৫৬॥  
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং  
দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

এবমিতি । উক্তো হনুমতা । শ্লক্ষ্ময়া কোমলয়া । ময়া তুল্য ইতি শেষঃ ॥১—২॥  
অনুগ্রহ ইতি । তৃপ্তিশ্চ স্মমহতীত্যর্থঃ । প্রিয়ং প্রীতিকরং কার্য্যম্ ॥৩॥

এটী উত্তম দেবপথ ; সুতরাং এ পথে মানুষেরা গমন করিতে পারে না । (সে  
যাহা হউক) তুমি যে জন্তু আসিয়াছ, সে সরোবর নিকটেই আছে” ॥৫৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ এইরূপ বলিলে, মহাবাহু, প্রতাপশালী ও  
হৃষ্টচিত্ত ভীমসেন প্রণিপাত করিয়া কোমল বাক্যে বানরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হনুমান্কে  
বলিলেন—“আমার তুল্য মহাধন্য লোক আর নাই ; যেহেতু আমি আপনাকে  
দেখিতে পাইলাম ॥.—২॥

আর্য্য ! আপনি দর্শন দান করিয়া আমার প্রতি অতি গুরুতর অনুগ্রহ  
করিয়াছেন, আমারও অতি গুরুতর তৃপ্তি জন্মিয়াছে । এখন আমি ইচ্ছা করি যে,  
আপনি আমার একটী প্রিয়কার্য্য করেন ॥৩॥

(৩)....এবস্ত কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াগ্ প্রিয়মাশ্বনঃ—বা ব কা, ...এতত্ত্ব কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াগ্  
প্রিয়ং মম—নি ।

এবং তুচ্ছৌ ভবিষ্যামি শ্রদ্ধাস্থামি চ তে বচঃ ।

এবমুক্তঃ স তেজস্বী প্রহস্ম হরিরব্রবীৎ ॥৫॥

ন তচ্ছক্যং ত্বয়া দ্রষ্টুং রূপং নান্যেন কেনচিৎ ।

কালাবিস্মা তদা হৃতা ন সা বর্ততি সাম্প্রতম্ ॥৬॥

অন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রৈতায়াং দ্বাপরেহপরঃ ।

অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাগ্ন তদ্রূপমস্তু মে ॥৭॥

ভূমিন্‌গো নগাঃ শৈলাঃ সিদ্ধা দেবা মহর্ষয়ঃ ।

কালং সমনুবর্তন্তে যথা ভাবা যুগে যুগে ॥৮॥

কালং কালং সমাসাগ্ন নরাণাং নরপুঙ্গব ! ।

বলবীৰ্ণ প্রভাবা হি প্রহীয়ন্ত্যদ্রবন্তি চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিত্তি । প্রবতো বৈহায়স্মা গত্যা লজ্জয়তঃ । অপ্রতিমং নিরূপমম্ ॥৪॥

এবমিত্তি । এবং সতি । শ্রদ্ধাস্থামি বিশ্বসিষ্যামি । হরিরব্রবীৎ হনুমান্ ॥৫॥

নেতি । অন্তা বৃহদাকৃতিযোগ্যা । বর্ততি বর্ততে ॥৬॥

অন্য ইতি । গলে বন্ধা গোরিতাদিবৎ কৃতযুগে কাল ইত্যাদাবাধারাদ্ধেয়তাব উপপত্তিতে ।  
অবয়বে অবয়বিস্তাঙ্গীকারাৎ । প্রধ্বংসনো ধ্বংহাসকরঃ ॥৭॥

ভূমিরিত্তি । নগা বৃক্ষাঃ । কালং সমনুবর্তন্তে কালানুসারেণ পূর্ববিলক্ষণা ভবন্তি । ভাবা  
বাল্যকৌমারানুবস্থাঃ । মমাপি তথৈব দেহবৈলক্ষণ্যং জাতমিত্তি ভাবঃ ॥৮॥

বীর ! মকরালয় সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার সময়ে আপনার যে রূপ ছিল, এখন  
সেই অসাধারণ রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা কবি ॥৪॥

ইহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব এবং আপনার বাক্য বিশ্বাস করিব ।” ভীম  
এইরূপ বলিলে, তেজস্বী হনুমান্ হাস্য করিয়া বলিলেন— ॥৫॥

“ভীম ! তুমি বা অন্য কোন ব্যক্তিই আমার সে রূপ এখন দেখিতে সমর্থ নহ ।  
কারণ, তখন কালের অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল, এখন তাহা নাই ॥৬॥

সত্যযুগে একপ্রকার কাল, ত্রেতাযুগে অন্যপ্রকার কাল ; আর এই দ্বাপরযুগে  
ধ্বংহাসজনক অন্যপ্রকার কাল চলিতেছে ; সুতরাং এখন আমার সেপ্রকার রূপ  
হইতে পারে না ॥৭॥

দেহের অবস্থা যেমন কালের অনুগামী হয় (দেহ যেমন কাল অনুসারে বাল্য ও  
কৌমারপ্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়), তেমন যুগে যুগে ভূমি, নদী, বৃক্ষ, পর্বত, সিদ্ধ,  
দেবতা ও মহর্ষিরা কালের অনুগামী হন (কাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন  
প্রকার হন) ॥৮॥

(৯) পূর্বাঙ্গ বা ব কা পি নাস্তি ।

বন-১৫৬ (৮) .

তদলং তব তদ্রূপং দ্রষ্টুং কুরুকুলোদ্বহ ! ।

যুগং সমনুবর্তামি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥১০॥

ভীম উবাচ । †

যুগসংখ্যাং সমাচক্ষু আচারঞ্চ যুগে যুগে ।

ধর্মকামার্থভাবাংশ্চ কর্ম বীর্য্যং ভবাভবৌ ॥১১॥

হনুমানুবাচ ।

কৃতং নাম যুগং তাত ! যত্র ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ।

কৃতমেব ন কর্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে ॥১২॥

ন তত্র ধর্ম্মাঃ সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ ।

ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কালমিতি । কালং কালং বিভিন্নং কালম্ । বর্ষ বপুঃ । গ্রহীয়ন্তি ক্ষীয়ন্তে ॥২॥

তদ্বিতি । অলমিতি বারণে । যুগং সমনুবর্তামি যুগানুসারেণ খর্ব্বো জাত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

যুগেতি । ভাবঃ অবস্থা, কর্ম বৃত্তিঃ, বীর্য্যং বলম্, ভবাভবৌ উৎপাদনবিনাশৌ ॥১১॥

সত্যযুগাবস্থামাহ—কৃতমিতি । সনাতনো নিত্যস্থিতঃ । কৃতমেব ধর্ম্ম্যং কর্ম, ন কর্তব্যম্  
অবশেষাভাবাৎ ॥১২॥

নেতি । সীদন্তি অবহীয়ন্তে স্ম, ক্ষীয়ন্তে অকালমৃত্যুনা । গুণতামপ্রাধান্তম্ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৪॥ হরিবানরঃ ॥৫—৮॥ বর্ষ শরীরম্ ॥৯—১০॥ ভাবান্ তদ্বানি, কর্ম  
শুভাশুভম্, বীর্য্যং ফলোদয়পৰ্য্যন্তং শক্তিঃ, ভবাভাববৃৎপত্তিবিনাশৌ ঐশ্বর্য্যানৈশ্বৰ্য্যে বা ॥১১॥  
কৃতমেব সর্ব্বৈ কৃতকৃত্য এবেত্যর্থঃ, তত এব হেতোঃ কৃতযুগং নাম ॥১২॥ গুণতাং মুখ্যমপ্য-

নরশ্রেষ্ঠ ! ভিন্ন ভিন্ন কাল অনুসারে মানুষের বল, শরীর ও প্রভাব ক্ষয়ও পায়  
এবং বৃদ্ধিও পায় ॥২॥

অতএব কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার সেরূপ দেখিতে চাহিও না । কারণ,  
আমিও যুগের অনুসরণ করিতেছি । যেহেতু কালের অতিক্রম করা দুষ্কর” ॥১০॥

ভীম বলিলেন—“আর্য্য ! আপনি—যুগের সংখ্যা (কয়টা যুগ তাহা) এবং ভিন্ন  
ভিন্ন যুগের আচার, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, অবস্থা, কর্ম, বল, উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয়  
বলুন” ॥১১॥

হনুমান্ বলিলেন—“বৎস ! প্রথম সত্যযুগ । যে যুগে ধর্ম্ম সনাতন (সর্ব্বদা  
সিদ্ধ) ছিল, সেই যুগশ্রেষ্ঠের সময়ে মানুষ ধর্ম্মকার্য্য করিয়াই ফেলিত ; কিন্তু কর্তব্য  
বলিয়া অবশিষ্ট রাখিত না ॥১২॥

(১০) দ্বিতীয়াঙ্কং বা ব ক্। নান্তি । † ভীমসেন উবাচ—বা ব ক্।

দেবদানবগন্ধৰ্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।

নাসন্ কৃতযুগে তাত ! তদা ন ক্রয়বিক্রয়ঃ ॥১৪॥

ন সাম ঋগ্ যজুৰ্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসৌচ্চ মানবী ।

অভিধায় ফলং তত্র ধৰ্ম্মঃ সন্ন্যাস এব চ ॥১৫॥

ন তস্মিন্ যুগসংসর্গে ব্যাধয়ো নেদ্রিয়ক্ষয়ঃ ।

নাসূয়া নাপি রুদিতং ন দৰ্পো নাপি বৈকৃতম্ ॥১৬॥

ন বিগ্রহঃ কুতস্তম্ভা ন দ্বেষো ন চ পৈশুনম্ ।

ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চেষ্যা ন চ মৎসরঃ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

দেবেতি । নাসন্, পরস্পরং বিভিন্ন ইতি শেষঃ, সৰ্ব্বেষামেবৈকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ, ক্রয়বিক্রয়শ্চ নাসীৎ, সঙ্কল্পমাত্রেনৈব তত্ত্বফলসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥১৪॥

নেতি । তত্র কৃতযুগে, সাম ঋগ্ যজুর্নাসীৎ বেদভেদো নাসীদিত্যর্থঃ, দ্বাপর এব ষৈপায়নেন তত্ত্ব করণাৎ “ব্যাদধাদ্যজ্ঞসম্ভূত্যা বেদমেকং চতুর্বিধম্” ইতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনাৎ । ব্রাহ্মণাদয়ো বিভিন্না বর্ণা নাসন্ । মানবী মানবসম্বন্ধিনী, ক্রিয়া বীজবপনাদিরূপা নাসীৎ । তর্হি কথং ভোজনাदिनिष्पत्तिরাসীদিত্যা—অভীতি । মানবা অভিধায় সঙ্কল্পোব ফলং ক্রয়বিক্রয়বীজ-বপনাদিফলম্ অন্নাদিকম্ অলভন্তেতি শেষঃ । সন্ন্যাসস্ত্যাগ এব চ ধৰ্ম্ম আসীৎ ॥১৫॥

নেতি । যুগশ্চ সত্যযুগশ্চ সংসর্গে সম্বন্ধে সতি । বৈকৃতং পরপ্রত্যাহারাদিবিকারঃ ॥১৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

মুখ্যতাং গতম্ ॥১৩—১৪॥ ন সামেতি । ত্রয়ীধর্ম্মশ্চ চিন্ত্ত্ত্বকার্য্যত্বাত্ত্ত্বাশ্চ তদানীং স্বভাব-সিদ্ধত্বাৎ সামাদীত্বাসন্, মানবী ক্রিয়া কৃষাচ্চারন্তরূপা কিন্তু অবিধায় ফলং সঙ্কল্পাদেব সর্বং সম্পত্ত্বত ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ বৈকৃতং কপটম্ ॥১৬॥ বিগ্রহো বৈরম্, তম্ভা আলম্ভম্, দ্বেষঃ পরানিষ্ট-

তখন ধর্ম্ম ক্ষয় পায় নাই, লোকক্ষয়ও হয় নাই । সেই জন্তই তাহার নাম ছিল—‘সত্যযুগ’ । কালক্রমে সে যুগও অপ্রধান (নিকৃষ্ট) হইয়াছিল ॥১৩॥

বৎস । সত্যযুগে দেব, দানব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগপ্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ছিলেন না, কিংবা তখন ক্রয়-বিক্রয় হইত না ॥১৪॥

তখন সাম, ঋক্ ও যজু এইরূপ বেদবিভাগ ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ছিল না এবং মানুষের বীজবপনপ্রভৃতি কার্য্য ছিল না ; কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিবামাত্রই ক্রয়-বিক্রয়প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ফল লাভ করিত ; আর সেই সময়ে কেবল সন্ন্যাসই ধর্ম্ম ছিল ॥১৫॥

সেই সত্যযুগ আরম্ভ হইলে মানুষের রোগ, ইন্দ্রিয়নাশ, অসূয়া, রোদন, দর্প ও বিকার ছিল না ॥১৬॥



ততঃ পরমকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা ।

আত্মা চ সর্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা ॥১৮॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ ।

কৃতে যুগে স মভবন্ স্বকৰ্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ ॥১৯॥

সমাপ্রমং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্ ।

তদা হি সমকৰ্ম্মাণো বর্ণা ধৰ্ম্মানবাগ্নুবন্ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি বিগ্রহঃ কলহঃ, তদ্ভ্রা আলম্ভ, পৈশুনং খলতা, মৎসরঃ পরশ্রীকাতরতা ॥১৭॥

তত ইতি । ততস্তত্র, যৎ পরমকং ব্রহ্ম, নৈব যোগিনাং পরা গতিরাসীৎ, সৰ্ব্ব এব ব্রহ্মনিষ্ঠা আসন্নিতার্থঃ । কিঞ্চ তদা সর্বভূতানামাত্মা নারায়ণঃ, শুক্লঃ শুক্লবর্ণ আসীৎ, “শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ” ইতি বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ ॥১৮॥

অথ যদি কৃতযুগে এক এব বর্ণ আসীতদা ব্রাহ্মণাদিবর্ণভেদঃ কদেত্যাহ—ব্রাহ্মণা ইতি । কৃতানি সমাজরাজ্যাদিশুবিধাবিধানার্থং গুণকৰ্ম্মানুসারেণ ভগবতৈব পরং নিষ্পাদিতানি লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপাণি যেবাং তে, “চাতুৰ্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ” ইতি গীতায়াং বক্ষ্যমাণত্বাৎ । স্বকৰ্ম্মাণি চ পরস্তাধক্ষ্যতি ॥১৯॥

নন্থেকবর্ণাংশদীভূতে কৃতযুগপ্রথমসময়ে কিংবিধমাসীদানববৃদ্ধমিত্যাহ—সমেতি । সম এবাপ্রমো যন্ত তৎ, সম এবাচারো যন্ত তৎ, সমমেব জ্ঞানং পরম্পরং প্রতি পরম্পরম্

### ভারতভাবদীপঃ

চিন্তনম্, পৈশুনং তন্ত্ৰাষণম্, ঈর্ষ্যা অক্ষমা, মৎসরঃ পরোৎকর্ষসহিষ্ণুত্বম্ ॥১৭॥ ততোহন্থাদিত্যাগাং পরমকং পরমানন্দাত্মকং ব্রহ্ম প্রাপ্যত ইতি শেষঃ । গতিঃ প্রাপ্যম্, আশ্বেতি খেতরক্তপীতকৃষ্ণরূপাণি ক্রমেণ কৃতাদিশু ভবন্তীতি । “কৃতে নারায়ণঃ শুক্লঃ” ইত্যুক্তম্ ॥১৮॥ কৃতলক্ষণাঃ—কৃতানি স্বতঃসিদ্ধানি লক্ষণানি শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি যেবাং তে ॥১৯॥ শমঃ ব্রহ্ম তদেব আশ্রয়াদির্যন্ত তন্ত্ৰথা ব্রহ্মৈব ফলপ্রাপ্তয়ে শ্রয়েৎ । তৎপ্রাপ্ত্যর্থ এব আচারো যন্ত । তত্শৈব চ জ্ঞানং কেবলং নিরূপাধিবিষয়ম্ । ব্রহ্মৈব কৰ্ম্মাণি গত্যাগত্যাদীনি যেবাং তে

এবং কলহ, আলম্ভ, বিদ্বেষ, খলতা, ভয়, সম্ভাপ, ঈর্ষ্যা বা পরশ্রীকাতরতা ছিল না ॥১৭॥

যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই সে সময়ে যোগিগণের পরম গতি ছিলেন এবং প্রাণিগণের আত্মা নারায়ণ তখন শুক্লবর্ণ ছিলেন ॥১৮॥

সেই সত্যযুগেই (কিছু কাল অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণই গুণ ও কৰ্ম্ম অনুসারে মানুষগণকে) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে বিভক্ত করেন ; তখন তাঁহারা সকলেই আপন আপন কৰ্ম্মে নিরত ছিলেন ॥১৯॥

একদেবসমায়ুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ ।

পৃথগ্ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদা ধর্ম্মমেকমনুভ্রতাঃ ॥২১॥

চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন কর্ম্মণা কালযোগিনা ।

অকামফলসংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

সদৃশ এব বোধো যন্ত তচ্চ, কেবলমেকম্ একবিধমেব মানববৃন্দমাসীদিত্যর্থঃ, “কেবলশ্চৈককৃত্বংসয়োঃ” ইতি বিশ্বঃ । হি যস্মাৎ, তদা কৃতযুগপ্রথমসময়ে, বর্ণাঃ পরম্ পৃথক্ পৃথক্ সম্ভবিস্ত্যন্ত্যো মানবশ্রেণয়ঃ, সমকর্ম্মাণঃ সন্ত এব ধর্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥২০॥

অথ তদানীম্পাশ্চদেবভেদোহপি কিং নাসীদিত্যাহ—একেতি । একস্মিন্ দেবে পরব্রহ্মণ্যেব সমায়ুক্তা আসক্তাঃ, একা একবিধা এব মন্ত্রবিধিক্রিয়া যেবাং তে তথাবিধাশ্চ মানবা আসন্ । কিন্তু বর্ণবিভাগাৎ পরং ব্রাহ্মণাদিভেদেন পৃথগ্ধর্ম্মা অপি মানবাঃ, এক এব বেদো যেবাং তে তাদৃশা আসন্, বেদবিভাগস্ত দ্বাপরে করণাদিত্যাশয়ঃ ; তথা একং কেবলং ধর্ম্মমেব অনুভ্রতা আশ্রিতা অভবন্, ন পুনঃ কৃষ্ণাদিবিষ্যপ্তা ইতি ভাবঃ ॥২১॥

অথ বর্ণবিভাগাৎ পরং ধর্ম্মঃ কিংবিধ আসীদিত্যাহ—চাতুরিতি । চত্বার আশ্রমা ইতি চাতুরাশ্রমাং চাতুর্বর্ণ্যাদিবৎ স্বার্থে যৎ । চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমচতুষ্টয়সম্বন্ধিনা, কালযোগিনা “দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে” ইতি দক্ষাদ্ব্যক্তদিনদ্বিতীয়ভাগাদিকাল-সম্বন্ধিনা, কর্ম্মণা স্বাধ্যায়াদিনা, কামফলানি স্বর্গাদীন তেষাং সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ন কামফলসংযোগঃ অকামফলসংযোগস্তস্মাৎ ফলাভিসম্ভাবনাভাবেন স্বর্গাদিফলসম্বন্ধাভাবাদিত্যর্থঃ, পরাং গতিং মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি ; নিষ্কামকর্ম্মণো মুক্তিফলকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥২২॥

### ভারতভাবদীপঃ

“অহমগ্নিরহং হতম্” ইত্যাদিবচনাৎ ॥২০॥ একো দেবঃ প্রত্যগাত্মা তত্রৈব সদা যুক্তা যোগবন্তঃ । একো মন্ত্রঃ প্রণবঃ । একো বিধির্বেদান্তপ্রবণাদিঃ । ক্রিয়া ধাত্বাদিঃ । এক এব তত্ত্ব-প্রতিপাদকো বেদো যেবাং সর্ব্বৈহপি জ্ঞাননিষ্ঠা এব ন তু কেবলকর্ম্মা ব্যসনিনো বা ॥২॥ কালো দর্শাদিস্তদযুক্তেন কর্ম্মণা কামফলেনেচ্ছিতফলেন জ্ঞাদিনা স্বর্গাদিনা বা সংযোগস্তদ-

তাহার পূর্ব্বে সকল মানুষেরই একপ্রকার আশ্রম, একপ্রকার আচার এবং পরম্পরের প্রতি পরম্পরের একপ্রকার জ্ঞান ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের বর্ণবিভাগ হইলেও পূর্ব্বে তাহারা একপ্রকার কর্ম্ম করিয়াই ধর্ম্ম লাভ করিত ॥২০॥

আর, তখন তাহাদের একমাত্র দেবতা এবং একপ্রকার মন্ত্র, বিধি ও ক্রিয়া ছিল । পরে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও মনুষ্যগণের বেদ একই ছিল এবং তাহারা কেবল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিত ॥২১॥

এক (বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ হইয়া গেলে পর) মানুষেরা ফলের কামনা না

আত্মযোগসমায়ুক্তো ধর্মোহয়ং কৃতলক্ষণঃ ।

কৃতে যুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্বর্ণ্যস্ত শাস্বতঃ ॥২৩॥

কামঃ কাময়মানেষু ব্রাহ্মণেষু তিরোহিতঃ ।

এতৎ কৃতযুগং নাম ত্রৈগুণ্যপরিবর্জিতম্ ॥২৪॥

ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন্ সত্রং প্রবর্ততে ।

পাদেন হ্রসতে ধর্মো রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

নহু স্বাধ্যায়াদিকর্ম্মমাত্রমেব কিং তদানীং প্রধানমাসীদিত্যাহ—আত্মোতি । কৃতে সত্যে যুগে, চাতুর্বর্ণ্যস্ত চতুর্গামেব বর্ণানাম, অয়ং প্রস্তুতো ধর্মঃ, আত্মনঃ পরব্রহ্মণো যোগো ধ্যানং তেন সমায়ুক্তঃ প্রাধাত্মেনাশ্রিতঃ, কৃতলক্ষণো হিরণ্যগর্ভাদিবিহিতনিয়মঃ, শাস্বতঃ সদাতনঃ, চতুষ্পাদঃ কলয়াপি ন নুন ইত্যর্থঃ, আসীৎ ॥২৩॥

অথ তদানীং কাম এব কিং নাসীদিত্যাকাজ্জয়াং কৃতযুগাবস্থা বর্ণনমুপসংহরন্নাহ - কাম ইতি । কাময়মানেষু ভৌতিকপ্রভৃতিবৈচিত্র্যাদুৎপত্তমানকামেষুপি, ব্রাহ্মণেষু ব্রহ্মনিষ্ঠেষু চতুর্ষেব বর্ণেষু, কামঃ স্কন্ধচন্দনবনিতাদিভোগাভিলাষঃ, তিরোহিতঃ গুরুপদশাদিনা বিলীনোহভূৎ । ত্রৈগুণ্যং প্রকৃতিস্তুঙ্গদমিতি ত্রৈগুণ্যং প্রাকৃতো ভাবঃ তেন পরিবর্জিতং সর্বথা বিহীনম্, প্রাধাত্মেন সন্ধাদিগুণত্রয়বিহীনং চিন্মাত্রপরং বা এতৎ কৃতযুগং সত্যযুগং নাম ॥২৪॥

ত্রেতাযুগাবস্থাং বর্ণয়তি - ত্রেতামিতি । সত্রং যজ্ঞঃ, প্রবর্ততে আরম্ভং ভবতি, তদানীমেব যজ্ঞবিধায়কবেদপরিগ্রহাদিতি ভাবঃ । হ্রসতে ক্ষীণো ভবতি । রক্ততাং লোহিতবর্ণতাম্ । অচ্যুতো বিধুঃ ॥২৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

ভাবাৎ ॥২২॥ আত্মনি ব্রহ্মনি যোগ ঐক্যং তেন সমায়ুক্তোহয়ং ধর্মো যোগাধ্যঃ কৃতলক্ষণঃ কৃতযুগসূচকঃ । যদৈব যদৈব পুংসি ঈদৃশধর্মো বর্জ্যতে তদৈব কৃতযুগমিত্যর্থঃ । চতুষ্পাদো-  
হবিকলঃ ॥২৩॥ ত্রৈগুণ্যং প্রবৃত্তিপ্রকাশমোহাত্মকরজঃসম্বতমসাং সমাহারস্তেন বর্জিতং সত্রং

করিয়া চারিটা আশ্রমবিহিত এবং সেই সেই কালবিহিত কর্ম্মদ্বারা পরম গতি লাভ করিত ॥২২॥

আর, সেই সত্যযুগে শাস্ত্রবিহিত এই ধর্মের মধ্যে ব্রহ্মধ্যানই প্রধান ছিল এবং চারি বর্ণেরই এই ধর্ম সর্বদাই চতুষ্পাদ (পূর্ণ) থাকিত ॥২৩॥

এবং তখন ব্রহ্মপরায়ণ মানুষগণের মনে কামের উদয় হইলেও সে কাম গুরুর উপদেশে তিরোহিত হইয়া যাইত এবং কোন প্রাকৃতিক ভাব (রাগ-দ্বেষাদি) উপস্থিত হইত না । এইরূপই সত্যযুগ ছিল ॥২৪॥

• (২৪) পূর্বাঙ্ক বা ব কা পি নাস্তি ।

সত্যপ্রবৃত্তাশ্চ নরাঃ ক্রিয়াধর্মপরায়ণাঃ ।  
 ততো যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে ধর্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 ত্রেতায়াং ভাবসঙ্কল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥২৬॥  
 প্রচলন্তি ন বৈ ধর্মাত্তপোদানপরায়ণাঃ ।  
 স্বধর্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তো নরাস্ত্রেতাযুগেহভবন্ ॥২৭॥  
 দ্বাপরে চ যুগে ধর্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ততে ।  
 বিষ্ণুর্বে পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা শ্বেদ এব চ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

সত্যোতি । কিঞ্চ সত্যশ্রয়াং সত্যপ্রবৃত্তা নরাঃ, ক্রিয়া যজনাদিক্রিয়া তন্নিপ্পাত্তো ধর্মঃ ক্রিয়া-  
 ধর্মস্তৎপরায়ণাঃ সঙ্গীতাঃ । সত্যে সন্ন্যাসনিপ্পাত্তো ধর্মঃ, ইহ তু যজনাदिनिप্পात्त इति विशेषः ।  
 ততো যজ্ঞা বহুবচনান্নানাবিধাঃ প্রবর্তন্তে । পূর্বং সত্রমিতোকবচনাদেকবিধমাত্রযজ্ঞপ্রবৃত্তিরিত্য-  
 পোনরুক্ত্যম্ । ধর্মো ধর্মার্থাঃ, বিবিধা বর্ণভেদান্নানাপ্রকারাঃ, ক্রিয়া যাজন-পালন-বাণিজ্যসেবাদয়ঃ  
 প্রবর্তন্তে । সত্যে সত্যসঙ্কল্পাঃ সঙ্কল্পমাত্রৈণৈব সর্বে ফলভাজ আসন্, ইহ তু ত্রেতায়াং ভাবে  
 যোগশক্তিসত্তায়ামেব সঙ্কল্পঃ ফলোপধায়কো যেবাং তে, যোগশক্তিবলাদেব সঙ্কল্পেন ফলভাজ  
 ইত্যর্থঃ । অতএব ক্রিয়া বীজবপনাদিক্রিয়া দানঞ্চ তাভ্যাং ফলং ধাত্মাদিক্রিয়াং স্বর্গাদিক্রিয়াঞ্চ  
 উপগচ্ছন্তি লভন্ত ইতি তে । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

প্রোতি । ত্রেতাযুগে, তপোদানপরায়ণা নরাঃ, ধর্ম্যাং, ন প্রচলন্তি ন ভ্রুন্তি, তথা স্বধর্মস্থাঃ  
 ক্রিয়াবন্তঃ যজ্ঞপালনবাণিজ্যসেবাদিমন্ত্ৰচাতবন্ ॥২৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞক্রিয়া রজ্জোমিশ্রত্বাৎ ॥২৪—২৫॥ সত্যেনৈব প্রবৃত্তাঃ । ভাবসঙ্কল্পাঃ ভাবো ভাবনা ক্রিয়া,  
 অহমেনে কৰ্মণা ইদং ফলমেনে প্রকাষণে কবিশ্রামীত্যেবংরূপা, তদ্বিষয় এব সঙ্কল্পো যেবাং  
 অতএব ক্রিয়াদিভিঃ ফলোপগাঃ ফলভূজো ন তু কৃতবৎ সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ ॥২৬ - ২৭॥ দ্বিভাগোনঃ  
 পাদদ্বয়হীনঃ, চতুর্দ্ধা বেদঃ কৃতঃ কৃত্বন্ত্রৈকেন ধারয়িতুমশক্যত্বাৎ ॥২৮॥ অনূচঃ ঋগ্‌মাত্রোণাপি

ভীম ! তুমি ত্রেতাযুগের বিষয়ও শ্রবণ কর; যে যুগে প্রথম যজ্ঞ আরম্ভ  
 হইয়াছিল, ধর্ম একপাদ হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিষ্ণু রক্তবর্ণ হইয়াছিলেন ॥২৫॥

আর ত্রেতাযুগে মানুষেরা সাত্ত্বিক ছিল বলিয়া সত্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া  
 ক্রিয়ানিষ্পাত্ত ধর্মে ব্যাপ্ত ছিল; ক্রমে নানাবিধ যজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছিল,  
 ধর্মের জন্ত নানাবিধ কার্যের অনুষ্ঠান হইত এবং যৌগিক ক্ষমতা থাকিলেই মানুষ  
 কেবল সঙ্কল্পদ্বারা ফলসিদ্ধি করিতে পারিত, তদ্বিত্ত লোকেরা ক্রিয়া ও দানাদি দ্বারা  
 ফল পাইত ॥২৬॥

এবং ত্রেতাযুগে তপশ্চাপরায়ণ ও দানপরায়ণ মানুষেরা ধর্ম হইতে বিচলিত  
 হইত না এবং আপন আপন ধর্মে থাকিয়া ক্রিয়াশীল ছিল ॥২৭॥

ততোহন্তে চ চতুর্বেদাদ্বিবেদাশ্চ তথা পরে ।

দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃশ্চ তথাহপরে ॥২৯॥

এবং শাস্ত্রেষু ভিষ্মেষু বহুধা নীয়তে ক্রিয়া ।

তপোদানপ্রবৃত্তা চ রাজসৌ ভবতি প্রজা ॥৩০॥

একস্ম বেদস্তা জ্ঞানাদ্বেদান্তে বহবঃ কৃতাঃ ।

সদস্য চেষ্ট বিভ্রংশাং সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥৩১॥

### ভারতকৌমুদী

দ্বাপরযুগাবস্থামাহ - দ্বাপর ইতি । দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যামুনো দ্বিভাগোনঃ অর্ধমাত্র ইত্যর্থঃ । পীততাং পীতবর্ণত্বম্ । চতুর্ধা সাম ঋগ্‌যজুর্থর্ষভেদাচ্চতুশ্রকারঃ । দ্বাপর এব দ্বৈপায়নেন বেদ-বিভাগকরণাদিতি ভাবঃ । তচ্চ শ্রীমন্তাগবতে দ্রষ্টব্যম্ ॥২৮॥

তত ইতি । অন্ত্রে ক্রিয়স্তো দ্বিজাতয়ঃ, চত্বারো বেদা যেষু তে চতুর এব বেদান্ জনস্তীত্যর্থঃ । এবং সর্কত্র । অনুচ ঋক্‌শুভ্রাঃ সর্কথৈব বেদজ্ঞানহীনা ইতি তাৎপর্যম্ ॥২৯॥

এবমিতি । শাস্ত্রেষু বেদেষু, ভিষ্মেষু ভিন্নভিন্নব্যক্তিনিষ্ঠেষু সংস্র, ক্রিয়া যজ্ঞাদিকা, বহুধা নীয়তে প্রণীয়তে লোকৈঃ ক্রিয়তে, ব্যক্তিভেদেন মতভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদাচ্চেতি ভাবঃ ॥৩০॥

একস্মেতি । একস্ম অথগুপ্ত বেদস্ম, অজ্ঞানাং শক্তিস্থাসেন জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ । কৃতা দ্বৈপায়নেন । সদস্য গুণস্য । কশ্চিৎ, ন পুনর্জ্ঞেতায়ামিব সর্ক ইত্যশয়ঃ ॥৩১॥

### ভারতভাবদীপঃ

হীনা অতিমান্দ্যাং, যদা চতুর্বেদা ইতি বেদত্রয়োক্তং কৰ্ম জ্যোতিষ্টোমাদিকমাথর্কগোপনিষ-দুক্তং ধ্যানঞ্চ সঠৈব বাহুতিষ্ঠতীতি কৰ্মোপাস্তিসমুচ্চয় উক্তঃ । ত্রিবেদা ইতি কেবলকৰ্মঠাঃ । দ্বিবেদা ইতি স্বশাখোক্তং সঙ্খ্যাবন্দনাদি কৰ্ম ধ্যানং চাহুতিষ্ঠন্তি । একবেদা ধ্যানৈকনিষ্ঠাঃ । “অনূচঃ কৃতকৃত্যঃ বিপর্যাস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্যয়ে” ইত্যুক্তেখ্যানাদপি বিরক্তাঃ

তা’র পর দ্বাপরযুগে ধর্ম দ্বিপাদন্যূন হইয়াছে, বিষ্ণু পীতবর্ণ হইয়াছেন এবং বেদ চতুর্বিধ হইয়াছে ॥২৮॥

তাহাতে কেহ কেহ চতুর্বেদী, কেহ কেহ ত্রিবেদী, কেহ কেহ দ্বিবেদী, কেহ কেহ একবেদী এবং কেহ কেহ একেবারেই বেদবিহীন হইয়াছে ॥২৯॥

এবং এইভাবে বেদ বিভিন্ন হইলে, যজ্ঞপ্রভৃতি কার্য্যও বহুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে ; আর জনসাধারণ তপস্তা ও দানে প্রবৃত্ত থাকিয়াও রজোগুণপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে ॥৩০॥

মানুষ অথগু এক বেদ শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সে বেদকে, বহুভাগে বিভক্ত করিয়া হইয়াছে এবং সদগুণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় বহু জনের মধ্যে কোন এক জন সত্যে অবস্থান করিতেছে ॥৩১॥

সত্ত্বাৎ প্রচ্যবমানানাং ব্যাধয়ো বহবোহভবন্ ।  
 কামাশ্চোপদ্রবাস্চৈব তদা বৈ দৈবকারিতাঃ ॥৩২॥  
 যৈরদ্যমানাঃ হৃভ্ৰুশং তপস্তপ্যন্তি মানবাঃ ।  
 কামুকামাঃ স্বৰ্গকামা যজ্ঞাংস্তদন্তি চাপরে ॥৩৩॥  
 এবং দ্বাপরমাসাং প্রজাঃ ক্ষীয়ন্ত্যধর্মতঃ ।  
 পাদেনৈকেন কোন্তেয় ! ধর্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ ॥৩৪॥  
 তামসং যুগমাসাং কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ ।  
 বেদাচারঃ প্রশাম্যন্তি ধর্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা ॥৩৫॥  
 ঈতয়ো ব্যাধয়স্তদ্রা দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথা ।  
 উপদ্রবাশ্চ বর্তন্তে আধয়ঃ ক্ষুদ্ৰয়ং তথা ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

সদ্বাদিতি । সদ্বাদগুণাৎ । ব্যাধয়োহভবন্, রজসা কামক্রোধাত্মাবির্ভাবেন ধাতুভৈষম্যোপ-  
 স্থিতেরিতি ভাবঃ । কামা বনিতাভোগাত্তিলাষাঃ, উপদ্রবা উপপাতাঃ ॥৩২॥

যৈরিতি । যৈরুপদ্রবৈঃ । তপস্তপ্যন্তি তন্নিবারণায় । কাম্যন্ত ইতি কামা বনিতাদয়স্তান্  
 কাময়ন্ত ইতি কামকামাঃ । তদন্তি বিস্তারোগাহুতিষ্ঠন্তি ॥৩৩॥

ইদানীং দ্বাপরযুগাবস্থা বর্ণনমুৎসাহরন্ কলিযুগাবস্থামাহ—এবমিতি । ক্ষীয়ন্তি ক্ষীয়ন্তে । একেন  
 পাদেন, পাদত্রয়ক্ষয়াদিতি ভাবঃ । তৎপাদক্ষয়স্ত ক্রমিক এব ॥৩৪॥

তামসমিতি । তামসং যুগং তমোগুণপ্রধানং কলিযুগম্ । কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ, কেশবো বিষ্ণুঃ ।  
 প্রশাম্যন্তি প্রায়েণ নিবর্তন্তে । ধর্ম্যাঃ সদ্ধাবন্দনাদয়ঃ যজ্ঞাশ্চ দর্শপৌর্ণমাসাদয়স্তেথাং ক্রিয়া  
 অহুষ্ঠানানি প্রশাম্যন্তি ॥৩৫॥

ঈতয় ইতি । ঈতয়ঃ—“অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মৃষিকাঃ খগাঃ । অত্যাসন্নাস্ত রাজানঃ

তা'র পর সমুত্তরণভ্রষ্ট লোকদিগের বহুতর রোগ, কাম ও দৈবসম্পাদিত নানাবিধ  
 উপদ্রব হইয়া আসিতেছে ॥৩২॥

যে সকল উপদ্রবে অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য মানুষেরা  
 তপস্যা করিতেছে এবং আর একজ্ঞেয়ীর লোকেরা অভীষ্ট বস্তু বা স্বর্গ কামনা করিয়া  
 নানাবিধ যজ্ঞ করিতেছে ॥৩৩॥

কুস্তীনন্দন ! এইরূপ দ্বাপরযুগে উপস্থিত হইয়া লোক সকল অধর্মবশতঃ  
 ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে । ইহার পর কলিযুগে ধর্মের একপদমাত্র অবশিষ্ট  
 থাকিবে ॥৩৪॥

ভগবান্ নারায়ণ সেই তমোগুণপ্রধান কলিযুগে উপনীত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবেন  
 এবং বেদবিহিত আচার, ধর্মকার্য্য ও যজ্ঞাহুষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হইবে ॥৩৫॥ •

(৩২)...দৈবকারিতাঃ—পি । (৩৬)...আধয়ো ব্যাধয়স্তথা—পি নি ।

যুগেষাবর্তমানেষু ধর্মো ব্যাবর্ততে পুনঃ ।

ধর্মো ব্যাবর্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ততে পুনঃ ॥৩৭॥

লোকে ক্ষীণে ক্ষয়ং যাস্তি ভাবা লোকপ্রবর্তকাঃ ।

যুগক্ষয়কৃতা ধর্ম্মাঃ প্রার্থনানি বিকূর্বতে ॥৩৮॥

এতৎ কলিযুগং নাম নচিরাৎ প্রতিপৎস্রতে ।

যুগানুবর্তনং ত্বেতৎ কূর্বন্তি চিরজীবিনঃ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

ষড়্ভেতা ঈত্যঃ স্মৃতাঃ ॥” ইতি রঘুবংশে মল্লিনাথধ্বতাঃ । তস্মা আলস্তানি । আধয়ঃ শোকাদিনা মনোব্যথাঃ, ক্ষুভয়ং দুর্ভিক্ষাদিনা ক্ষুধার্যোষণঃ ॥৩৬॥

যুগেষ্টিতি । অব্যবর্তমানেষু নিবর্তমানেষু নশ্তৎস্বিতার্থঃ ধর্মো ধর্ম্মশৈষ্টিকপাদঃ, ব্যাবর্ততে নশ্ততি । তথা চ সত্যযুগনাশে ধর্ম্মশৈষ্টিকপাদনাশঃ, ত্রেতানাশে ধর্ম্মস্ত্রি-বিপাদনাশঃ, দ্বাপরনাশে চ ধর্ম্মস্ত্রি-বিপাদনাশ ইত্যশয়ঃ । ধর্ম্মে ধর্ম্মপাদে, ব্যাবর্তমানে নশ্ততি সতি, লোকো ব্যাবর্ততে পরিবর্ততে ক্রমেণাপকুণ্ঠস্বভাবে ভবতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥

লোক ইতি । লোকে পূর্ববর্ত্তিনি লোকস্বভাবে ক্ষীণে সতি যুগক্ষয়ালোকস্বভাবপরিবর্তনে সতীত্যর্থঃ, যজ্ঞাদিষু লোকানাং প্রবর্তকাঃ, ভাবা অভিপ্রায়া অপি ক্ষয়ং যাস্তি । তথা যুগক্ষয়ে সতি কৃতা যুগক্ষয়কৃতাঃ, ধর্ম্মাঃ পূর্ববদেব ধর্ম্মকার্য্যাবি, প্রার্থ্যন্ত ইতি প্রার্থনানি প্রার্থিতবিষয়ান্, বিকূর্বতে বিপরীতীকূর্বন্তি । কৃতং শাস্তিকর্ম্মাপি বিপদমানয়তীতি ভাবঃ । যুগক্ষয়ে লোকক্ষয়-ভাবাদেবং ব্যাখ্যা ॥৩৮॥

কলিযুগাবস্থা-বর্ণনমুপসংহরতি এতদ্বিতি । নচিরাৎ অদীর্ঘকালং পরম্, প্রতিপৎস্রতে

### ভারতভাবদীপঃ

॥২২—৩০॥ সত্বস্ত বুদ্ধের্বিজ্ঞাশং ক্ষয়াৎ ॥৩১—৩২॥ যৈর্য্যাধিভিঃ কাটৈশ্চ ॥৩—৩৪॥ তামসং তমোগুণপ্রধানং কলিম্ ॥৩৫॥ ঈত্যেতৎ ইতিবৃষ্টাদয়ঃ ॥৩৬॥ ব্যাবর্ততে নশ্ততি ॥৩৭॥ ভাবা ধর্ম্মজ্ঞানাদয়ঃ, প্রার্থনানি বিকূর্বতে অত্বে প্রার্থ্যতেহত্বে জায়তে পৌষ্টিকমপি কর্ম্ম

(অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী ও অতিসম্মিহিত রাজা—এই ছয় প্রকার) ঈতি, নানাবিধ রোগ, আলস্ত, ক্রোধপ্রভৃতি দোষ, নানাপ্রকার উপজব, মনঃপীড়া এবং ক্ষুধার ভয় হইতে থাকিবে ॥৩৬॥

এক একটী যুগ চলিয়া যায়, আর ধর্ম্মের এক একটী পাদ ক্ষয় পায়, এবং ধর্ম্মের এক একটী পাদ ক্ষয় পায়, তার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরও সেইভাবে পরিবর্তন হয় ॥৩৭॥

লোকের স্বভাবের পরিবর্তন হইলে, লোকের প্রযুক্তিজনক মনের ভাবেরও পরিবর্তন হয় এবং যুগক্ষয়ে কৃত ধর্ম্মকার্য্যও বিপরীত ফল জন্মাইতে থাকে ॥৩৮॥

(৩৮)...প্রধানানি বিকূর্বতে—পি । (৩৯)...নাম অচিরাৎ প্রবর্ততে—বা ব ক ল নি ।

যচ্চ তে মৎপরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম ! ।

অনর্থকেষু কো ভাবঃ পুরুষস্ত বিজ্ঞানতঃ ॥৪০॥

এতন্নে সর্বমাখ্যাং তং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

যুগসংখ্যাং মহাবাহো ! স্বস্তি প্রাপ্নুহি গম্যতাম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণ  
তীর্থযাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:— .

### ভারতকৌমুদী

প্রবর্তিগতে । ইতঃ কিঞ্চিদধিকসম্ভবৎসরপরমেব কলিযুগারম্ভ ইত্যম্বৎপ্রণীতযুধিষ্ঠিরসময়নিরূপণ-  
গ্রন্থে দ্রষ্টব্যম্ । তত্র ষ্চতস্রহর্ষা বিমৃষ্টম্ । এতৎ প্রমাণমপি সর্কথা তৎ সমর্থয়তি । চিরজীবিনো  
বিভীষণাদয়ঃ, এতদযুগানুসরণং যুগধর্ম্মানুসরণং কুর্কন্তি পূর্বযুগে বিশালদেহাদয়োহপি পরযুগে  
খর্বদেহাদয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ । অতএবাহমপি খর্বদেহঃ সংবৃত্ত ইতি ভাবঃ ॥৩৯॥

যদिति । পূর্বাঙ্কে তদন্ত্রাঘ্যমিতি শেষঃ । যেন হি, বিজ্ঞানতো বুদ্ধিমতঃ পুরুষস্ত, অনর্থকেষু  
নিশ্চয়োজনেষু বিষয়েষু, কো ভাব আগ্রহঃ । মদীয়তদানীন্তনশরীরদর্শনং তব নিশ্চয়োজনমেবেতি  
ভাবঃ ॥৪০॥

এতদिति । যুগসংখ্যাং তদাদিকম্ । স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসমিত্রাকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণ তীর্থযাত্রায়াং

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

### ভারতভাবদীপঃ

বিধিলোপাশ্রয়কং ভবতীতি ভাবঃ ॥৩৮॥ চিরজীবিনো মাদৃশা অপি যুগানুসারিতঃ কালানুসারিণো  
ভবন্তি । অনর্থকেষু নিশ্চয়োজনেষু, ভাবোহভিনিবেশঃ ॥৪০॥ স্বস্তি কল্যাণম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণ নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৩॥

ইহারই নাম ‘কলিযুগ’ এবং এই যুগ অচিরকালমধ্যেই প্রবৃত্ত হইবে ।  
চিরজীবীরা এই যুগধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥৩৯॥

অরিন্দম ! আমার সম্পূর্ণ পরিচয়ে তোমার যে কৌতুক জন্মিয়াছে, তাহা  
সঙ্গত নহে । কারণ, বিজ্ঞ লোকের নিশ্চয়োজন বিষয়ে আগ্রহ হইবে কেন ? ॥৪০॥

মহাবাহু ! তুমি আমার নিকটে যে যুগসংখ্যাটির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,  
এই তোমার নিকট তাহা সমস্ত বলিলাম । তুমি মঙ্গল লাভ কর এবং এখন গমন  
কর” ॥৪১॥

\* ‘...একোদশাধিক...’—বা ব কা, ‘...পঞ্চাশাধিক...’—পি, ‘...একপঞ্চাশ-  
ধিক...’—নি ।



## চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

ভীমসেন উবাচ ।

পূর্বরূপমদৃষ্ট্বা তে ন যাস্ম্যামি কথঞ্চন ।

যদি তেহহমনুগ্রাহো দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত ভীমেন শ্লিতং কৃত্বা প্লবঙ্গমঃ ।

তদ্রূপং দর্শয়ামাস যদ্বৈ সাগরলজ্জনে ॥২॥

ভ্রাতুঃ প্রিয়মভীপ্সন্ বৈ চকার স্তমহদ্বপুঃ ।

দেহস্তস্য ততোহতীব বর্দ্ধত্যায়ামবিস্তরৈঃ ॥৩॥

সদ্রুপং কদলীষণ্ডং ছাদয়ন্নমিতদ্রূপিতঃ ।

গিবেশেচাচ্ছয়মাক্রম্য তস্তৌ তত্র স বানরঃ ॥৪॥

সমুচ্ছিতমহাকাযো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ ।

তাত্রেক্ষণস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈঃ ক্রকুটীকুটিলাননঃ ।

দীর্ঘলাঙ্গূলমাবিধ্য দিশো ব্যাপ্য শ্লিতঃ কপিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্বেতি । আত্মানং তৎ সাগরলজ্জনকালীনং শরীরম্ ॥১॥

এবমিতি । প্লবঙ্গমো বানবো হনুমান্ । সাগরলজ্জনে যৎ রূপমাসীৎ ॥২॥

ভ্রাতুরিতি । বর্দ্ধতি বর্দ্ধতে স্য, আয়ামা দৈর্ঘ্যানি বিস্তরা বিস্তারান্তৈঃ ॥৩॥

সেতি । কদলীষণ্ডং কদলীবনম্, ছাদয়ন্ ছায়য়া । উচ্ছয়ম্ উচ্চতাম্ ॥৪॥

সমিতি । সমুচ্ছিতঃ অতুচ্ছো মহাকাযো যস্য সঃ । আবিধ্য উত্তোল্য । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

ভীম বলিলেন—‘আর্য্য ! আমি আপনার পূর্বের আকৃতি না দেখিয়া কোন প্রকারেই যাইব না ; সুতরাং আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই, তবে আপনি আমাকে আপনার সেই আকৃতিটী দর্শন করান’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম এইরূপ বলিলে, হনুমান্ মন্দ হাস্য করিয়া—সমুদ্রলজ্জনের সময়ে যে রূপটী ছিল, সেই রূপটী ভীমকে দেখাইলেন ॥২॥

হনুমান্ ভ্রাতা ভীমের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়া শরীরটাকে অতিবৃহৎ করিলেন ; তাহাতে তাহার শরীর দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অতিবৃদ্ধি পাইল ॥৩॥

তর্ধন অসাধারণতেজা হনুমান্ আপন ছায়াদ্বারা বৃক্ষের সহিত কদলীবনটাকে আচ্ছাদিত এবং পর্বতের উচ্চতা অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪॥

তদ্রূপং মহদালক্ষ্য ভ্রাতুঃ কৌরবনন্দনঃ ।  
 বিসিস্মিয়ে তদা ভীমো জহুষে চ পুনঃ পুনঃ ॥৬॥  
 তমর্কমিব তেজোভিঃ সৌবর্ণমিব পর্বতম্ ।  
 প্রদীপ্তমিব চাকাশং দৃষ্ট্বা ভীমো গুমীলয়ং ॥৭॥  
 আবভাষে চ হনুমান্ ভীমসেনং স্ময়স্মিব ।  
 এতাবদিহ শত্রুস্ত্বং রূপং দ্রষ্টুং মমানঘ ! ॥৮॥  
 বর্দ্ধয়ে চাপ্যতো ভূয়ো যাবশ্মৈ মনসি স্থিতম্ ।  
 ভীম ! শত্রুশ্চ চাত্যর্থং বর্দ্ধিতে মূর্ত্তিরোজসা ॥৯॥  
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তদদ্ভুতং মহারৌদ্ৰং বিদ্ব্যপর্বতসম্মিভম্ ।  
 দৃষ্ট্বা হনুমতো বস্ম সস্ত্রান্তঃ পবনাঅজঃ ॥১০॥

#### ভারতকৌমুদী

তদ্বিত্তি । বিসিস্মিয়ে বিস্মিতো বভূব, তত এব চ জহুষে রোমাঞ্চিতদেহে জাতঃ ॥৬॥  
 তম্বিত্তি । সৌবর্ণং সূমেকম্ । গুমীলয়ং ভয়েন নয়নযুগলং মুদ্রিতবান্ ॥৭॥  
 আবভাষ ইতি । স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষৎকসন্ । এতাবৎ এতৎপৰ্য্যন্তম্, ইতো নাধিকম্ ॥৮॥  
 বর্দ্ধয়ে ইতি । বর্দ্ধয়ে, বাযুবরেণ কামরূপিহাদিত্যাশয়ঃ । ওজসা তেজসা সহ ॥৯॥  
 তদ্বিত্তি । বস্ম শরীরম, সস্ত্রান্তো বিচলিতচিত্তঃ, পবনাঅজো ভীমসেনঃ ॥১০॥

হনুমান্ দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় উত্তোলিত বিশালদেহ, তাম্রনয়ন, তীক্ষ্ণদন্ত ও অক্ষুটী-কুটিল-মুখ হইয়া এবং দীর্ঘ লাঙ্গুল উত্তোলন করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তখন কৌরবনন্দন ভীমসেন ভ্রাতা হনুমানের সেই বিশাল আকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার শরীর বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ॥৬॥

এবং তেজের প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায়, সূমেকপর্বতের ন্যায় এবং উজ্জল আকাশের ন্যায় হনুমানকে দেখিয়া ভীমসেন ভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন ॥৭॥

তখন হনুমান্ ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন ভীমসেনকে বলিলেন—“হে নিষ্পাপ ! তুমি আমার এইটুকু আকৃতিই দেখিতে সমর্থ হইলে, (কিন্তু ইহার পর আর নহে) ॥৮॥

ভীম ! আমার মনে যতখানি আছে, ততখানিই ইহা অপেক্ষা অধিক রূপ বাড়াইতে পারি ; আর শত্রুদের সমক্ষে তেজের সহিতই আমার রূপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়” ॥৯॥

প্রত্যাচ ততো ভীমঃ সম্প্রহৃষ্টতনুরুহঃ ।  
 কৃতাজ্জলিরদীনাত্মা হনুমন্তমবস্থিতম্ ॥১১॥  
 দৃষ্টং প্রমাণং বিপুলং শরীরশাস্ত্র তে বিভো ! ।  
 সংহরস্ব মহাবীৰ্য্য ! স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥১২॥  
 নহি শক্নোমি ত্বাং দ্রষ্টুং দিবাকরমিবোদিতম্ ।  
 অপ্রমেয়মনাধুষ্যং মৈনাকমিব পৰ্ব্বতম্ ॥১৩॥  
 বিশ্বয়শ্চৈব মে বীর ! স্মমহান্ মনসোহত বৈ ।  
 যদ্রামস্ত্বয়ি পার্শ্বস্থে স্বয়ং রাবণমভ্যগাৎ ॥১৪॥  
 ত্বমেব শক্তস্তাং লঙ্কাং সযোধাং সহবাহনাম্ ।  
 স্ববাহুবলমাশ্রিত্য বিনাশয়িতুমঞ্জসা ॥১৫॥  
 ন হি তে কিঞ্চিদপ্রাপ্যং মারুতাত্মজ ! বিষ্ঠতে ।  
 তব নৈকস্ম পর্যাাপ্তো রাবণঃ সগণো যুধি ॥১৬॥

#### ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । সম্প্রহৃষ্টতনুরুহো ভয়েন রোমাঞ্চিতদেহঃ, অদীনাত্মা ভ্রাতৃত্বাদবিষম্মনাঃ ॥১১॥  
 দৃষ্টমিতি । হে বিভো ! অসাধারণপ্রভাব ! । সংহরস্ব সঙ্কোচয়, আত্মানং দেহম্ ॥১২॥  
 নহীতি । অপ্রমেয়ং ময়া প্রমাতুমশক্যম্ । অনাধুষ্যং কেনাপানভিভবনীয়ম্ ॥১৩॥  
 বিশ্বয় ইতি । ত্বমৈব রাবণবধঃ কৰ্ত্তব্য আসীদिति ভাবঃ ॥১৪॥  
 ভ্রমিতি । সযোধাং যোদ্ধবর্গসহিতাম্ । অঞ্জসা ঝটিতেব ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অদ্ভুত, অতিভীষণ ও বিদ্যাপৰ্ব্বতের ন্যায় অতিবৃহৎ হনুমানের সেই শরীর দেখিয়া ভীমসেন অস্থির হইয়া পড়িলেন ॥১০॥

তাহার পর ভীমসেন রোমাঞ্চিত দেহ হইয়াও অবিস্মৃতিতে এবং কৃতাজ্জলিপুটে সম্মুখবর্তী হনুমানকে বলিলেন — ॥১১॥

“প্রভু ! মহাবীর ! আমি আপনার এই বিশাল শরীরের পরিমাণ দেখিলাম ; এখন আপনি নিজেই নিজের শরীরটাকে সঙ্কুচিত করুন ॥১২॥

কারণ, উদিত সূর্য্যের ন্যায় এবং মৈনাকপৰ্ব্বতের ন্যায় অপরিমেয় ও অনভিভবনীয় আপনাকে আর দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥১৩॥

বীর ! আজ আমার মনে গুরুতর বিশ্বয় জন্মিল ; যেহেতু আপনি পার্শ্বে থাকিতে রাম নিজেই রাবণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন ॥১৪॥

আপনিই ত নিজের বাহুবল অবলম্বন করিয়াই যোদ্ধবর্গ ও বাহনপ্রভৃতির সহিত সেই লঙ্কাটাকে সত্ত্বরই ধ্বংস করিতে পারিতেন ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত ভীমেন হনুমান্ প্লবগৰ্ঘভঃ ।

প্রত্যাচ ততো বাক্যং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥১৭॥

হনুমানুবাচ ।

একমেতন্মহাবাহো ! যথা বদসি ভারত ! ।

ভীমসেন ! ন পর্যাাপ্তো মমাসৌ রাক্ষসাধমঃ ॥১৮॥

ময়া তু নিহতে তস্মিন্ রাবণে লোককণ্টকে ।

কীৰ্ত্তির্নশ্চেদ্রাঘবস্ত তত এতদুপৈক্ষিতম্ ॥১৯॥

তেন বীরেণ তং হস্তা সগণং রাক্ষসাধিপম্ ।

আমীতা স্বপূরং সীতা কীৰ্ত্তিশ্চ স্থাপিতা নৃষু ॥২০॥

তদগচ্ছ বিপুলপ্রজ্ঞ ! ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ ।

অরিক্তং ক্ষেমমধ্বানং বায়ুনা পরিরক্ষিতঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অপ্রাপ্যম অসাধ্যম্ । পর্যাাপ্তঃ সমকক্ষঃ, সগণঃ সহায়সহিতঃ ॥১৬॥

এবমিতি । প্লবগৰ্ঘভো বানবশ্রেষ্ঠঃ । গিরা স্বরেণেতার্থঃ ॥১৭॥

এবমিতি । ন পর্যাাপ্তঃ সমকক্ষো নাসীৎ, অসৌ রাবণঃ ॥১৮॥

ময়েতি । কীৰ্ত্তির্নশ্চেৎ, পরদ্বারা হননে তস্ত দুৰ্ব্বলতাপ্রকাশাদিতি ভাবঃ ॥১৯॥

তেনেতি । তেন রামেণ । সগণং সহায়সহিতম্ । নৃষু মনুষ্যেষু ॥২০॥

পবননন্দন ! আপনার অসাধ্য ত কিছুই নাই ; স্মৃতরাং সহায়গণের সহিত রাবণ যুদ্ধে আপনার এককেরও সমকক্ষ ছিল না” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম এইরূপ বলিলে, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন ॥১৭॥

হনুমান্ কহিলেন—“মহাবাহু ভরতনন্দন ভীমসেন ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, রাক্ষসাধম রাবণ আমার সমকক্ষ ছিল না ॥১৮॥

কিন্তু সেই জগৎকণ্টক রাবণকে আমি বধ করিলে, রামের কীৰ্ত্তি নষ্ট হইত ; সেই জন্তই এই কল ত্যাগ করা হইয়াছিল ॥১৯॥

পরে, মহাবীর রাম নিজেই সহায়সম্পদের সহিত রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিয়া সীতাদেবীকে আপন রাজধানীতে আনিয়া মনুষ্যসমাজে কীৰ্ত্তি স্থাপন কারয়া গিয়াছেন ॥২০॥

হে প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন ভীম ! তুমি যুধিষ্ঠিরের প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত

(২০)---লোকে চ স্থাপিতঃ যশঃ—পি ।

এষ পন্থাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! সৌগন্ধিকবনায় তে ।  
 দ্রক্ষ্যসে ধনদোতানং রক্ষিতং যক্ষরাক্ষসৈঃ ॥২২॥  
 ন চ তে তরসা কার্য্যঃ কুল্লমাবয়ঃ স্বয়ম্ ।  
 দৈবতানি হি মান্তানি পুরুষেণ বিশেষতঃ ॥২৩॥  
 বলিহোমনমস্কারৈর্গল্লৈশ্চ ভরতর্ষভ ! ।  
 দৈবতান প্রসাদং হি ভক্ত্যা কুর্বন্তি ভারত ! ॥২৪॥  
 মা তাত ! সাহসং কার্য্যঃ স্বধর্ম্মং পরিপালয় ।  
 স্বধর্ম্মস্থঃ পরং ধর্ম্মং বুধ্যস্ব গময়স্ব চ ॥২৫॥  
 নহি ধর্ম্মবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ ।  
 ধর্ম্মার্থো বেদিতুং শক্যো বৃহস্পতিসমৈরপি ॥২৬॥

### ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । হে বিপুলপ্রজ্ঞ ! মহাবুদ্ধে ! ভ্রাতৃযুধিষ্ঠিরস্ত প্রিয়হিতে রতস্তম্, বায়ুনা পিত্রা  
 পরিরক্ষিতঃ সন্, অরিষ্টং নির্বিঘ্নম্, ক্ষেপং মঙ্গলঞ্চ যথা স্মাতৃথা, অধ্বানং পন্থানং গচ্ছ ॥২১॥  
 এষ ইতি । সৌগন্ধিকবনায় তৎসহস্রদলপদ্মবনগমনায় । ধনদোতানং কুবেরোপবনম্ ॥২২॥  
 নেতি । তরসা বলেন । দৈবতানি দেবাঃ, পুরুষেণ মাত্মসে ॥২৩॥  
 বলীতি । বলিঃ পূজোপহারস্তদানমিত্যর্থঃ । দৈবতানি দেবাঃ, প্রসাদমহুগ্রহম্ ॥২৪॥  
 মেতি । হে তাত ! বৎস ! । পরমুত্তমং তং ধর্ম্মম্, বুধ্যস্ব, গময়স্ব প্রচারয় চ ॥২৫॥  
 নেতি । বৃদ্ধাননুপসেব্য অসেবয়া তেভ্য উপদেশমপ্রাপ্যোত্যর্থঃ ॥২৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বরূপমিতি ॥১ - ৩॥ গিরিশ্চ বিষ্ণাগিরিরিব, ইবার্থে চঃ ॥৪—১৫॥ পর্য্যাপ্তঃ সমর্থঃ  
 ॥১৬—২০॥ অরিষ্টং নির্বিঘ্নম্ ॥২১—২২॥ পুরুষেণ মর্ত্তোহন ॥২৩—২৪॥ গময়স্ব বোধ-

আছ, এক্ষণে বায়ুকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নির্বিঘ্নে ও কুশলে পথে গমন কর ॥২১॥

কুরুশ্রেষ্ঠ ! তোমার সেই পদ্মবনে যাইবার এই পথ । তুমি, যক্ষ ও রাক্ষসগণ  
 রক্ষিত কুবেরোতান দেখিতে পাইবে ॥২২॥

কিন্তু তুমি বলপূর্ব্বক নিজে সেই উত্থান হইতে পুষ্পচয়ন করিও না ; কারণ,  
 দেবগণকে বিশেষভাবে মাগ্ন করা মানুষের উচিত ॥২৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূজার উপহারদান, হোম, নমস্কার, মন্ত্রপাঠ ও ভক্তিদ্বারা দেবতার  
 মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥২৪॥

অতএব বৎস ! তুমি সাহস করিও না । আর, তুমি নিজের ধর্ম্ম রক্ষা কর  
 এবং সেই নিজধর্ম্মে থাকিয়া সেই পরম ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হও এবং তাহা সর্ব্বত্র  
 প্রচার কর ॥২৫॥

অধৰ্ম্মো যত্র ধৰ্ম্মাখ্যো ধৰ্ম্মশ্চাধৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ।  
 স বিজ্ঞেয়ো বিভাগেন যত্র মুহুন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥২৭॥  
 আচারসম্ভবো ধৰ্ম্মো ধৰ্ম্মাদ্বেদাঃ সমুৎথিতাঃ ।  
 বেদৈর্যজ্ঞাঃ সমুৎপন্ন্য যজ্ঞৈর্দেবাঃ প্রতীৰ্জিতাঃ ॥২৮॥  
 বেদাচারবিধানোক্তৈর্যজ্ঞৈর্ধার্য্যাস্তি দেবতাঃ ।  
 বৃহস্পত্যশনঃপ্রোক্তৈর্নরৈর্ধার্য্যাস্তি মানবাঃ ॥২৯॥  
 পণ্যাকরবণিজ্যাভিঃ কৃষ্যা গোহজাবিপোষণৈঃ ।  
 বান্ধৱা ধার্য্যতে সৰ্ব্বং ধৰ্ম্মৈরেতৈর্হিজ্যাতিভিঃ ॥৩০॥

### ভারতকৌমুদী

অথ ময়া জ্ঞাত এব ধৰ্ম্ম ইতি কিং তজ্জানোপদেশেনেত্যাহ—অধৰ্ম্ম ইতি । যত্র বিষয়ে, দুষ্টনিগ্রহাদিরধৰ্ম্মোহপি বস্তুতো ধৰ্ম্মাখ্য এব, বহ্নানুপকারসাধনাং তস্ত শোধনাচ্চ ; দুষ্টসাহায্যাদি-  
 রাপাততো ধৰ্ম্মোহপি বস্তুতঃ অধৰ্ম্মসংজ্ঞিত এব বহ্নানুপকারানুকূল্যকল্যকরণাদিতি ভাবঃ ।  
 স বিষয়ঃ, বিভাগেন পার্থক্যেন বুদ্ধেভ্যো বিজ্ঞেয়ঃ । যত্র অবুদ্ধয়ো মুহুন্তি উক্ততত্ত্বং বিবেক্তুং  
 নাইস্তু ॥২৭॥

আচারেতি । আচারাঃ সত্যং ব্যবহারাঃ শৌচাদয়ঃ । বেদা বেদবোধাঃ ॥২৮॥

বেদেতি । ধার্য্যাস্তি ধার্য্যস্তে অবস্থায়াস্তে । পরত্ৰাপোষম্ । নয়েন্নীতিভিঃ ॥২৯॥

পণ্যেতি । পণং ভূতিং বেতনমহীতি পণ্যা রাজাদিসেবা, “পণো দ্যুতাদিষুংস্বে ভূতো  
 মূল্যে ধনেহপি চ” ইত্যমরঃ, কৰো রাজঃ করদানম্, বণিজ্যা বাণিজ্যঞ্চ তাভিঃ, কৃষ্যা

### ভারতভাবদীপঃ

পূৰ্ব্বকমহুতিষ্ঠ, স্বার্থে ণিচ্ ॥২৫—২৬॥ দুৰ্জ্জনবধোহধৰ্ম্মোহপি ধৰ্ম্ম এব পরোপঘাতকং  
 সত্যং ধৰ্ম্মোহপ্যধৰ্ম্ম এব ॥২৭॥ আচারঃ শৌচাদিস্তেন ধৰ্ম্মঃ প্রাপ্যতে, ততো বেদাধিগমস্ততো  
 যজ্ঞানুষ্ঠানং ততো দেবতাপ্রসাদ ইত্যর্থঃ ॥২৮॥ বেদেতি যজ্ঞৈর্দেবানাং নীত্যা মনুষ্যাণাঞ্চ  
 স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥২৯॥ পণো ভূতিস্তামহীতি পণ্যা সেবা । “পণো বরাটমানে ত্রাৎ”

বৃহস্পতির সমান লোকেরাও ধৰ্ম্ম না জানিয়া কিংবা বৃদ্ধসেবা না করিয়া ধৰ্ম্ম ও  
 অর্থের মৰ্ম্ম বৃদ্ধিতে সমর্থ হয় না ॥২৬॥

যে স্থলে অধৰ্ম্মই ধৰ্ম্ম হয় এবং ধৰ্ম্মই অধৰ্ম্ম হয়, সেই স্থলটা পৃথক্ ভাবে বিশেষ  
 করিয়া বৃদ্ধিতে হইবে ; যে স্থানে নিবোধেরা মুগ্ধ হইয়া পড়ে ॥২৭॥

আচার হইতে ধৰ্ম্ম জন্মে, ধৰ্ম্ম হইতে বেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বেদজ্ঞান হইতে যজ্ঞ  
 হইতে থাকে এবং সেই যজ্ঞই দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করে ॥২৮॥

বেদ ও আচারবিহিত যজ্ঞ দেবগণকে রক্ষা করে এবং বৃহস্পতি ও শুক্রপ্রণীত  
 নীতিশাস্ত্র মনুষ্যদিগকে রক্ষা করে ॥২৯॥

(২৮)...ধৰ্ম্মে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ—বা ব কা ।

বন-১৫৮ (৮) .

ত্রয়ো বার্তা দণ্ডনীতিস্তিস্রো বিদ্যা বিজ্ঞানতাম্ ।

তাভিঃ সম্যক্ প্রযুক্তাভিলেখকযাত্রা বিধীয়তে ॥৩১॥

সা চৈক্স্মকৃত্য ন শ্রাজ্যীধর্ম্মমূতে ভুবি ।

দণ্ডনীতিমূতে চাপি নিষ্পর্য্যাদমিদং ভবেৎ ॥৩২॥

বার্তাধর্ম্মে হ্রতিষ্ঠন্ত্যো বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ ।

সুপ্রবৃত্তৈস্ত্রিভিহ্যেতৈধর্ম্মং সূয়ন্তি বৈ প্রজাঃ ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

কৃষিকর্ম্মণা, গাবশ্চ অজাশ্চাংগাশ্চ অবয়ো মেঘাশ্চ তেষাং পোষণৈঃ, বার্তা বৃত্তিজীবিকানির্ব্বাহোপ-  
যোগি কার্য্যমিতি যাবৎ তয়া প্রতিগ্রহাদিরূপয়া চ, এতৈঃ পণ্যাদিভিধর্ম্মব্যবহারৈঃ করণৈঃ,  
বিজ্ঞাতিভিত্ত্বাঙ্গগন্ধত্রিয়বৈশ্ণবৈঃ, সর্ব্বং জগৎ, ধার্য্যতে রক্ষ্যতে ॥৩০॥

ত্রয়ীতি । ত্রয়ী বেদঃ বার্তা জীবিকাশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্ডন্তর্গতম্, দণ্ডনীতিয়ুদ্ধব্যবহারশাস্ত্রঞ্চ,  
এতাস্তিস্রো বিদ্যাঃ, বিজ্ঞানতাং লোকযাত্রাজিজ্ঞাসুনাং জনানাং বিদ্যন্তে । সম্যক্ দেশকালপাত্র-  
বিবেচনপূর্ব্বকং প্রযুক্তাভিস্তাভিঃ, লোকযাত্রা বিধীয়তে ॥৩১॥

সেতি । সা লোকযাত্রা চেৎ, ভুবি, ধর্ম্মকৃত্য ত্রায়েন বিহিতা ন শ্রাৎ, তথা ত্রয়ীধর্ম্মং  
বেদোক্তধর্ম্মম্, স্বতে বিনা, দণ্ডনীতিং তচ্ছাস্ত্রোক্তনियমঞ্চ, স্বতে বিনা, শ্রাৎ, তদা ইদং জগৎ,  
নিষ্পর্য্যাদং বিশৃঙ্খলং ভবেৎ, অনবরতবিসদৃশব্যবহারাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥

বার্তেতি । বার্তাধর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহজ্ঞাপকশাস্ত্রোক্তনियমে, অতিষ্ঠন্ত্য ইমাঃ প্রজা জনাঃ,  
বিনশ্যেয়ুঃ, জীবনদাতুরপি জীবননাশাত্মচরণাদিত্যাশয়ঃ । কিন্তু প্রজাঃ, সুপ্রবৃত্তৈর্থ্যথপ্রয়োগেণ  
যথাস্থানপ্রবৃত্তৈঃ, এতৈস্ত্রিভিঃ ত্রয়্যাশিশষ্টৈঃ, ধর্ম্মং লোকস্থাপকং ত্রায়ম্, সূয়ন্তি উৎপাদয়ন্তি ।  
দৈবাদিকস্বধাতোঃ পরশ্চৈশ্বদমার্ম্মম্ ॥৩৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

ইতুপক্রম্য “ব্যবহারে ভূতো ধনে” ইতি মেদিনী । বার্তা জীবিকার্থা বৃত্তি ॥৩০॥ সা চ  
ক্রমেণ ব্রাহ্মণশ্চ ত্রয়ী যাজ্ঞানধ্যাপনাদিঃ । বৈশ্যশ্চ বার্তাপণ্যাদিঃ । ক্ষত্রিয়শ্চ দণ্ডাদিঃ ॥৩১॥

সেবা, করদান, বাণিজ্য ও কৃষি এবং গো, ছাগ ও মেঘ পালন, আর  
প্রতিগ্রহপ্রভৃতি—এই সকল কার্য্যদ্বারা সমস্ত জগৎ রক্ষা করেন ॥৩০॥

সংসারযাত্রানির্ব্বাহার্থী লোকদিগের বেদ, জীবিকানির্ব্বাহশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্র  
—এই তিনটি বিদ্যা আছে ; যথাস্থানে প্রযুক্ত সেই তিনটি বিদ্যাদ্বারাই সংসারযাত্রা  
নির্ব্বাহিত হয় ॥৩১॥

সেই সংসারযাত্রা যদি শ্রায় অমুসারে বিহিত না হয়, কিংবা বেদোক্ত ধর্ম্ম  
এবং দণ্ডনীতিবিহিত নিয়ম ব্যতীত অমুষ্ঠিত হয়, তবে এই জগৎটা বিশৃঙ্খল হইয়া  
যায় ॥৩২॥

দ্বিজাতীনামৃতং ধৰ্ম্মো হ্যেকশ্চৈবৈকবৰ্ণিকঃ ।

যজ্ঞাধ্যয়নদানানি ত্রয়ঃ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪॥

যাজনাধ্যাপনং বিপ্রৈঃ ধৰ্ম্ম্যশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ ।

পালনং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ বৈশ্যধৰ্ম্ম্যশ্চ পোষণম্ ॥৩৫॥

শুশ্রূষা তু দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধৰ্ম্ম উচ্যতে ।

ভৈক্ষ্যহোমত্রতৈর্হীনাস্তথৈব গুরুণাসিতাঃ ॥৩৬॥

ক্ষত্রধৰ্ম্মোহত্র কোন্তেয় ! তব ধৰ্ম্মোহভিরক্ষণম্ ।

স্বধৰ্ম্মং প্রতিপদ্যস্ব বিনীতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

দ্বীতি । দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণানাম্, ঋতং সত্যমেব, ঐকবর্ণিকঃ তন্নিম্নেকশ্লিষ্ণেব বর্ণে প্রাধাত্মেন সংসৃষ্টঃ, একো মূখ্যো ধৰ্ম্মঃ । কিন্তু যজ্ঞাধ্যয়নদানানি এতে ত্রয়ো ধৰ্ম্মাঃ, সাধারণা অমুখ্যাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪॥

যাজনেতি । যাজনেন যুক্তমধ্যাপনং যাজনাধ্যাপনম্, মধ্যাপদলোপী সমাসঃ । ধৰ্ম্মাদনপেতো ধৰ্ম্মাঃ অপতিতেভ্যঃ সজ্ঞাতঃ । পোষণং গবাদিপশুনাং ॥৩৫॥

শুশ্রূষেতি । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষা, ব্রতং স্বাধ্যায়ার্থব্রহ্মচর্য্যম্ । গুরুষু দ্বিজাতিষু বাসিতাঃ পিত্রাদিন্ স্থাপিতা ভবেয়ুঃ, তে শূদ্রা ইতি শেষঃ ॥৩৬॥

ক্ষত্রেতি । অভিরক্ষণং তদ্রূপঃ ক্ষত্রধৰ্ম্মঃ এব তব ধৰ্ম্মঃ । প্রতিপদ্যস্ব আশ্রয় ॥৩৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

সা লোকযাত্রা ॥৩২—৩॥ ঋতং সত্যমাত্মজ্ঞানাখ্যম্, একো বর্ণঃ গুরুঃ কেবলসাম্বিকঃ । ধৰ্ম্মো যোগাখ্যঃ ॥৩৪ ৩৫॥ ভৈক্ষ্যেতি । গুরো দ্বিবর্ণে বাসিতং বাসো যেথাং তে শূদ্রা ভৈক্ষ্যাদিভির্হীনা ভবন্তি ॥৩৬॥ ক্ষত্রধৰ্ম্মোহত্র প্রকরণে উচ্যতে, স চ তব ধৰ্ম্মোহত্র লোকে

এই জনসাধারণ জীবিকানির্ব্বাহের নিয়মে না থাকিলে, তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর, বেদ, জীবিকানির্ব্বাহের নিয়ম ও দণ্ডনীতি—এই তিনটিকে যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে তাহারা ধৰ্ম্ম অৰ্জন করিতে পারে ॥৩৩॥

সতাই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান ধৰ্ম্ম ; আর যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটা তাঁহাদের সাধারণ ধৰ্ম্ম ॥৩৪॥

এবং যাজন, অধ্যাপন ও সংপ্রতিগ্রহ—এই তিনটি ব্রাহ্মণের (জীবিকানির্ব্বাহের) ধৰ্ম্ম, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম এবং পশুপালন বৈশ্যের ধৰ্ম্ম ॥৩৫॥

আর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা শূদ্রের ধৰ্ম্ম ; শূদ্র উক্ত তিন বর্ণের নিকট থাকিবে ; কিন্তু ভিক্ষা, হোম ও বৈদিকব্রত করিবে না ॥৩৬॥

কুন্তীনন্দন ! প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মই তোমার ধৰ্ম্ম ; সুতরাং তুমি বিনয়সম্পন্ন ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আপন ধৰ্ম্ম আশ্রয় কর ॥৩৭॥



বৃদ্ধৈঃ সংমন্ত্য সন্তিস্চ বুদ্ধিমন্তিঃ শ্রুতান্বিতৈঃ ।  
 আস্থিতঃ শাস্তি দণ্ডেন ব্যসনৌ পরিভূয়তে ॥৩৮॥  
 নিগ্রহানুগ্রহৈঃ সমাগ্ যদা রাজা প্রবর্ততে ।  
 তদা ভবন্তি লোকস্য মর্যাদাঃ স্খ্যবস্থিতাঃ ॥৩৯॥  
 তস্মাদ্দেশে চ দুর্গে চ শত্রুমিত্রবলেষু চ । •  
 নিত্যং চারেন বোদ্ধব্যং স্থানং বুদ্ধিঃ ক্ষয়স্তথা ॥৪০॥  
 রাজ্ঞামুপায়াশ্চারাশ্চ বুদ্ধিমন্তপরাক্রমাঃ ।  
 নিগ্রহপ্রগ্রহৌ চৈব দাক্ষ্যং বৈ কার্যসাধনম্ ॥৪১॥  
 সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেনোপেক্ষণেন চ ।  
 সাধনীয়ানি কৰ্ম্মাণি সমাসব্যাসযোগতঃ ॥৪২॥  
 মন্ত্ৰমূলা নয়াঃ সর্বৈ চারাশ্চ ভরতর্ষভ ! ।  
 স্মমন্ত্রিতে নয়ে সিদ্ধিস্তাং দ্বিজৈঃ সহ মন্ত্ৰয়েৎ ॥৪৩॥

#### ভারতকৌমুদী

বৃদ্ধৈরিতি । আস্থিতঃ স্বপদে অবস্থিতঃ । ব্যসনৌ দ্যুতাত্মাসক্তঃ ॥৩৮॥  
 নিগ্রহেতি । দুষ্টানাং দমনানি নিগ্রহাঃ সত্যং পালনাত্মগ্রহাশ্চ তৈঃ ॥৩৯॥  
 তস্মাদিতি । স্থানং শত্রুমিত্রয়োর্ববস্থিতিঃ, বুদ্ধিকর্ম্মতিঃ, জয়ে|হবনতিঃ ॥৪০॥  
 রাজ্ঞামিতি । চরা গুপ্তচরাঃ । প্রগ্রহো|হুগ্রহঃ । দাক্ষ্যং কৌশলম্ ॥৪১॥  
 সাম্নেতি । সমাসঃ সংক্ষেপঃ সামাদীনামেকৈকং ব্যাসো বিস্তারস্তেষাং সমুদায়শ্চ তয়ো|যোগতঃ  
 যথাসম্ভবং প্রবর্তনাং, কৰ্ম্মাণি পররাজ্যগ্রহণাদীনি ॥৪২॥

ক্ষত্রিয় (রাজা) আপন পদে থাকিয়া বুদ্ধিমান্ অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধগণ ও  
 সাধুগণের সহিত মন্ত্ৰণা করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন ; কিন্তু তিনি যদি ব্যসনাসক্ত  
 হন, তবে লোকসমাজে তিরস্কৃত হন ॥৩৮॥

রাজা যখন সমীচীনভাবে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করেন, তখন লোকের মর্যাদা  
 সুরক্ষিত থাকে ॥৩৯॥

অতএব রাজা সর্বদাই শত্রু ও মিত্রের সৈন্যে, রাজ্যে এবং দুর্গে গুপ্তচর নিয়োগ  
 করিয়া তাহাদের অবস্থিতি, উন্নতি ও অবনতির বিষয় জানিবেন ॥৪০॥

গুপ্তচর, বুদ্ধি, মন্ত্ৰণা, পরাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং কৌশল—এইগুলি  
 রাজাদের কার্যসাধনের উপায় ॥৪১॥

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা—এইগুলির এক একটা কিংবা সকল কয়টা  
 প্রয়োগ করিয়া রাজারা কার্যসাধন করিবেন ॥৪২॥

স্ত্রিয়া যুৎসেন বালেন লুক্লেণ লঘুনাপি বা ।  
 ন মন্ত্রয়েত গুহ্যানি যেষু চোন্মাদলক্ষণম্ ॥৪৪॥  
 মন্ত্রয়েৎ সহ বিদ্বদ্ভিঃ শক্ভৈঃ কৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ।  
 স্মিত্বেশ্চ নীতিবিজ্ঞানান্ মূৰ্থান্ সৰ্ব্বত্র বৰ্জ্জয়েৎ ॥৪৫॥  
 ধার্ম্মিকান্ ধৰ্ম্মকার্য্যেষু অর্থকার্য্যেষু পণ্ডিতান্ ।  
 স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিযুক্তীত ক্রুরান্ ক্রূরেষু কৰ্ম্মহ ॥৪৬॥  
 শ্বেভ্যশ্চৈব পরেভ্যশ্চ কার্য্যাকার্য্যসমুদ্ভবা ।  
 বুদ্ধিঃ কৰ্ম্মহ বিজ্ঞেয়া রিপুণাঞ্চ বলাবলম্ ॥৪৭॥

## ভারতকৌমুদী

মন্ত্ৰেতি । নয়া নীতয়ঃ । তাং সিদ্ধিম্, দ্বিজব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যৈঃ ॥৪৩॥  
 স্ত্রিয়েতি । লঘুনা নিকৃষ্টপ্রকৃতিনা জনেন সহ । গুহ্যানি গুপ্তবিষয়ান্ ॥৪৪॥  
 মন্ত্রয়েদিতি । স্মিত্বেঃ আত্মনি শ্বেহপরায়ণৈর্জনৈঃ, নীতেবিজ্ঞানান্ প্রয়োগান্ ॥৪৫॥  
 ধার্ম্মিকানিতি । অর্থকার্য্যেষু ধনাদিসাধনব্যাপারেষু । ক্লীবান্ পুংস্বহীনান্ ॥৪৬॥  
 শ্বেভ্য ইতি । কৰ্ম্মহ কৰ্ম্মসাধনবিষয়েষু, শ্বেভ্যঃ স্বকীয়েভ্যঃ, পরেভ্যঃ পরকীয়েভ্যশ্চ  
 গুপ্তচরাদিজনৈভ্যঃ সকাশাং, কার্য্যাকার্য্যসমুদ্ভবা কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যবিধয়া বুদ্ধিঃ, বিজ্ঞেয়া বিশেষণাব-  
 ধারণীয়া রিপুণাং বলাবলঞ্চ বিজ্ঞেয়ম্ ॥৪৭॥

## ভারতভাবদীপঃ

॥৩৭॥ আস্থিতোহমৃগহীতঃ ॥৩৮—৩৯॥ স্থানং সিদ্ধিসংরক্ষণম্ ॥৪০—৪১॥ সমাসঃ সামাদি-  
 পঞ্চকে একেন দ্বিত্বৈর্বা কার্য্যসাধনম্ । ব্যাসঃ সৰ্ব্বৈক্যং সিদ্ধিঃ ॥৪২—৪৪॥ স্মিত্বেহিতৈ-  
 স্তুভিঃ । নীতেঃ প্রজ্ঞাপারপত্যাদেবিজ্ঞানাসাঃ স্থাপনানি ॥৪৫—৪৬॥ শ্বেভ্যশ্চৈবভ্যঃ

ভরতশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রণাই সমস্ত নীতিপ্রয়োগের ও গুপ্তচরনিয়োগের, মূল ;  
 সুতরাং সেই নীতিবিষয়ে ভাল করিয়া মন্ত্রণা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় ; অতএব  
 দ্বিজাতিগণের সহিত সেই কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে মন্ত্রণা করিবে ॥৪৩॥

স্ত্রীলোক, মূৰ্খ, বালক, লোভী, নিকৃষ্ট স্বভাব ও উন্মত্ত—ইহাদের সহিত  
 গুপ্তবিষয়ের মন্ত্রণা করিবে না ॥৪৪॥

বিদ্বান্ লোকদের সহিত মন্ত্রণা করিবে, সমর্থ লোকদ্বারা কার্য্য ক রাইবে, প্রণয়ী  
 লোকদ্বারা নীতিপ্রয়োগ করিবে এবং সর্বত্রই মূৰ্খলোক ত্যাগ করিবে ॥৪৫॥

ধৰ্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিকদিগকে, অর্থকার্য্যে বিজ্ঞদিগকে, স্ত্রীলোকদের নিকটে  
 নপুংসকদিগকে এবং নিষ্ঠুরকার্য্যে নিষ্ঠুরদিগকে নিযুক্ত করিবে ॥৪৬॥

বুদ্ধ্যা হুপ্রতিপন্নেষু কুর্য্যাৎ সাধুষু প্রগ্রহম্ ।  
 নিগ্রহক্কাপ্যশিষ্টেষু নির্মর্যাদেষু কারয়েৎ ॥৪৮॥  
 নিগ্রহপ্রগ্রহে সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ততে,  
 তদা ভবতি লোকস্য মর্যাদা সুব্যবস্থিতা ॥৪৯॥  
 এষ তেহভিহিতঃ পার্থ ! ঘোরো ধর্মো দুঃস্বয়ঃ ।  
 তং স্বধর্মবিভাগেন বিনয়স্থোহনুপালয় ॥৫০॥  
 তপোধর্মদমেজয়ভির্বিপ্রা যান্তি যথা দিবম্ ।  
 দানাতিথ্যক্রিয়াধর্মৈর্যান্তি বৈশ্যাস্চ সদগতিম্ ॥৫১॥  
 দ্বিজশুশ্রূষয়া শূদ্রা লভন্তে গতিমুত্তমাম্ ।  
 ক্ষত্রং যাতি তথা স্বর্গং ভুবি নিগ্রহপালনৈঃ ॥৫২॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

বুদ্ধ্যতি । হুপ্রতিপন্নেষু সাধুস্বেনাবধারিতেষু । প্রগ্রহমন্তগ্রহম্ ॥৪৮॥  
 নিগ্রহেতি । নিগ্রহেণ যুক্তঃ প্রগ্রহোহনুগ্রহস্তস্মিন্ । মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৪৯॥  
 এষ ইতি । ধর্মো রাজনীতিঃ, দুঃস্বয়ো দুর্বোধঃ । স্বধর্মস্য বিভাগেন সমাখ্যিবাকেন ॥৫০॥  
 তপ ইতি । ধর্মস্তীর্থস্নানাदिः, দম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, ইজ্যা যজ্ঞঃ । ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ ॥৫১—৫২॥

### ভারতভাবদোপঃ

পরেভ্য উৎকোচাদিনা লোভিতেভ্যঃ ॥৪৭॥ বুদ্ধ্যা জীবনাশয়া প্রতিপন্নেষু শরণাগতেষু ॥৪৭—৪৯॥  
 ঘোরো ধর্মো রাজধর্মঃ ॥৫০—৫৩॥  
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদোপে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৪॥

বহু কার্য্যেই স্বপক্ষের লোক ও বিপক্ষের লোকের নিকট হইতে কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ের বুদ্ধি লইবে এবং শত্রুদের বলাবল জানিবে ॥৪৭॥

বুদ্ধিদ্বারা যাহারা সাধু বলিয়া নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদের প্রতি রাজা অনুগ্রহ করিবেন ; আর অশিষ্ট ও মর্যাদাহীন লোকের উপরে নিগ্রহ করাইবেন ॥৪৮॥

রাজা যখন গায়সঙ্গত নিগ্রহে ও অনুগ্রহে প্রবৃত্ত থাকেন, তখন প্রজাদের মর্যাদা সুব্যবস্থিত হয় ॥৪৯॥

পৃথানন্দন ! এই তোমার নিকট ভয়ঙ্কর দুর্বোধ রাজধর্ম বলিলাম । তুমি বিনীত থাকিয়া আপন ধর্ম বিবেচনায় এই ধর্ম পালন কর ॥৫০॥

ব্রাহ্মণেরা যেমন তপস্যা, ধর্মকার্য্য, ইন্দ্রিয়দমন ও যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ করেন, বৈশ্যেরা যেমন দান, অতিথিসংকার ও অগ্ন্যস্ত্র ধর্মকার্য্যদ্বারা সদগতি প্রাপ্ত

সম্যক্ প্রণীতদণ্ডা হি কামদেববিবৰ্জিতাঃ ।

অনুক্রা বিগতক্রোধাঃ সতাং যান্তি সলোকতাম্ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:— •

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংহত্য বিপুলং তদ্বপুঃ কামতঃ কৃতম্ ।

ভীমসেনং পুনর্দোভ্যাং পর্য্যস্বজত বানরঃ ॥১॥

পরিষক্ৰম্য তস্যাশু ভ্রাত্ৰা ভীমস্য ভারত ! ।

শ্রমো নাশমুপাগচ্ছৎ সৰ্ব্বকাসীং প্রদক্ষিণম্ ॥২॥

### ভারতকৌমুদী

সমাগতি । সমাগ্ যথাস্থানং প্রণীতঃ ক্লতো দণ্ডো যৈস্তে রাজান ইতি শেষঃ ॥৫৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং

চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । কামতো বিপুলং কৃতমিতি সম্বন্ধঃ । দোভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥১॥

পর্যতি । পরিষক্ৰম্য আলিঙ্গিতম্ । প্রদক্ষিণম্ অনুকূলম্ ॥২॥

হন এবং শূদ্রেণা যেমন দ্বিজাতিসেবা দ্বারা উত্তম গতি লাভ করেন, তেমন  
ক্ষত্রিয়েরাও পৃথিবীতে স্রায়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহদ্বারা স্বর্গ লাভ করেন ॥৫১—৫২॥

রাজার কামদেবশূণ্য, নির্লোভ ও ক্রোধবিহীন হইয়া (প্রজাদের উপরে)  
স্রায়সঙ্গতভাবে দণ্ডবিধান করিয়া সাধুদের লোকে গমন করেন” ॥৫৩॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর হনুমান্ ইচ্ছানুসারে কৃত সেই বিশাল  
শরীর পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া বাহুযুগলদ্বারা ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥১॥

ভরতনন্দন । হনুমান্ আলিঙ্গন করিলে, ভীমের পরিশ্রম দূরীভূত হইল এবং  
সমস্ত বিষয়ই তাহার অনুকূল হইল ॥২॥

\* ‘...পকাশদধিক্...’—বা ব কা, পি অধ্যায়সমাপ্তির্নান্তি, ‘...বিপকাশদধিক্...’—নি ।

বলধাতিবলো মেনে ন মেহস্তি সদৃশো মহান্ ।

ততঃ পুনরথোবাচ পর্যাশ্রয়নো হরিঃ ॥৩॥

ভীমমাতায়া সৌহার্দ্যাপ্পগদগদয়া গিরা ।

গচ্ছ বীর ! স্বমাবাসং স্মর্তুব্যোহস্মি কথাস্মরে ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ইহস্থশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ ! ন নিবেত্তোহস্মি কস্মচিৎ ।

ধনদস্তালয়াচ্চাপি বিস্মৃষ্টানাং মহাবল ! ॥৫॥

এষ কাল ইহায়তুং দেবগন্ধর্বযোষিতাম্ ।

মমাপি সফলং চক্ষুঃ স্মারিতশ্চাস্মি রাঘবম্ ॥৬॥

রামাভিধানং বিষ্ণুং হি জগদ্ধৃদয়নন্দনম্ ।

সীতাবস্ত্রাববিন্দার্কং দশাস্ত্রধ্বান্তভাস্করম্ ॥৭॥

মানুষং গাত্রসংস্পর্শং গত্বা ভীম ! ত্বয়া সহ ।

তদস্মদর্শনং বীর ! কোন্তেয়ামোঘমস্ত তে ॥৮॥ (বিশেষকম্)

#### ভারতকৌমুদী

বলমিতি । বলং নূতনমধিকং জাতমিত্যর্থঃ । হরির্ইনুমান্ । স্বং নিজম্ ॥৩—৪॥

ইহেতি । ধনদস্ত্র কুবেবস্ত্র । বিস্মৃষ্টানাং ধনদেদৈনব প্রেরিতানাং মধ্যে কস্মচিৎ ॥৫॥

এষ ইতি । চক্ষুঃ সফলং জাতং তব দর্শনাদিতি ভাবঃ । হে ভীম ! ত্বয়া সহ আলিঙ্গনং কুন্তেতি শেষঃ, মানুষং মানুষসম্বন্ধিনং গাত্রসংস্পর্শং গত্ব প্রাপ্য, রাঘবং রঘুবংশীয়ম্, জগতাং হৃদয়নন্দনং হৃদয়ানন্দজনকম্, সীতায়্য বস্ত্রং মৃথমেব অরবিন্দং পদ্মং তস্ত্র অর্কং সূর্য্যম্, প্রকাশকত্বাৎ ; দশাস্ত্রো রাঘব এব ধ্বান্তমঙ্ককারস্ত্রস্ত্র ভাস্করং সূর্য্যম্, নাশকত্বাৎ, রামাভিধানং বিষ্ণুং ত্বয়ৈব স্মারিতোহস্মি, স্পর্শসাধর্ম্মাদিতি ভাবঃ । অমোঘম্ অব্যর্থম্ ॥৬—৮॥

আর, তখন মহাবল ভীম মনে করিলেন যে, আমার নূতন বল হইয়াছে এবং আমার তুল্য মহাবল লোক আর নাই । তদনন্তর হনুমান্ অশ্রুপূর্ণনয়নে এবং স্নেহবশতঃ বাষ্পগদগদবাক্যে সম্বোধন করিয়া পুনরায় ভীমকে বলিলেন—“বীর ! এখন আপন বাসস্থানে গমন কর, কথাপ্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করিও ॥৩—৪॥

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবল ! কুবেরভবন হইতে অনেক লোক এখানে প্রেরিত হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট জানাইবে না যে, আমি এখানে আছি ॥৫॥

বিশেষতঃ দেবরমণীগণ ও গন্ধর্ব্বরমণীগণের এইখানে আসিবার এই সময় । তোমাকে দেখিয়া আমার নয়নও সফল হইল ; আর ভীম ! তোমার সহিত

(১)....তদ্বপুঃ কামবদ্ধিতম্—পি নি । (২)....বিশিষ্টানাং মহাবল !—বা ব কা । (৩) দেশকাল ইহায়তু—বা ব কা পি ।

ভ্রাতৃভ্রং ভ্রং পুরস্কৃত্য বরং বরয় ভারত ! ।

যদি তাবন্ময়া ক্ষুদ্রা গজা বারণসাহস্রয়ম্ ॥৯॥

ধার্ত্তরাষ্ট্রা নিহন্তব্যা যাবদেতৎ কারোম্যহম্ ।

শিলয়া নগরং বাপি মর্দিতব্যং ময়া যদি ॥১০॥

বদ্ধা হ্রয়োধনং বাণ্ড পার্শ্বমেবানয়ামি তে ।

যাবদেতৎ করোম্যগ্ৰ কামং তব মহাবল ! ॥১১॥ (বিশেষকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভীমসেনস্ত তদ্বাক্যং শ্রুত্বা তস্মা মহাত্মনঃ ।

প্রত্যুবাচ হনুমন্তং প্রহৃষ্টেনান্তরাশ্বনা ॥১২॥

কৃতমেব হ্রিয়া সর্বং মম বানরপুঙ্গব ! ।

স্বস্তি তেহস্ত মহাবাহো ! কাময়ে ত্বাং প্রসাদ মে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃভ্রমিতি । পুরস্কৃত্য হেতুকৃত্যেত্যর্থঃ । বারণসাহস্রয়ং হস্তিনাং গজা ক্ষুদ্রা ধার্ত্তরাষ্ট্রা নিহন্তব্যা ইতি সম্বন্ধঃ । হ্রয়োধনং দুর্ঘোষণম্ । তব কামং যথেষ্পিতম্ ॥৯—১১॥

ভীমেতি । তস্মা হনুমতঃ । অন্তরাশ্বনা মনসা ॥১২॥

কৃতমিতি । অনায়াসসাধ্যো বিধয়ে অতীতনির্দেশব্যবহারায় করিষ্যমাণেহপি শত্রুসংহারাদৌ কৃতমিতি নির্দেশঃ । কাময়ে ত্বংপ্রসন্নতামেব কাময়ামি ॥১৩॥

আলিঙ্গন করিয়া মাহুঘের গাত্রসংস্পর্শ পাইয়াছি বলিয়া আজ জগতের হৃদয়ানন্দজনক, সীতা-বদন-পঙ্কজের সূর্য্য এবং রাবণাঙ্ককারেরও সূর্য্য রঘুনন্দন বামনামক নারায়ণকে তুমিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছ । অতএব বীর ! কুন্তীনন্দন ! আমার দর্শন তোমার পক্ষে অব্যর্থ হউক ॥৬—৮॥

ভরতনন্দন ! তুমি ভ্রাতৃবশতঃ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর । হস্তিনা-নগরে যাইয়া আমার যদি ক্ষুদ্র ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে সংহার করিতে হয়, তাহা আমি করিব ; কিংবা প্রস্তরদ্বারা হস্তিনানগরটাকেই যদি আমার মর্দন করিতে হয়, অথবা দুর্ঘোষণকে বন্ধন করিয়া তোমার নিকট আনয়ন করিতে হয়, তাহাও আমি করিব ; মহাবল ! তোমার সমস্ত অভীষ্টই আমি করিব” ॥৯—১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীমসেন, মহাত্মা হনুমানের সেই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বলিলেন—৥১২॥

“মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার সমস্তই করিয়া রাখিয়াছেন, আপনার মঙ্গল হউক । আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১৩॥

(১১) বদ্ধা দুর্ঘোষণং বাণ্ড আনয়ামি তবাস্তিকম্—বা ব কা নি ।

বন-১৫৯ (৮)

সনাথাঃ পাণ্ডবাঃ সৰ্ব্বৈ ছয়া নাথেন বীর্যবন্ ! ।  
 তবৈব তেজসা সৰ্বান্ বিজেয়ামো বয়ং পরান্ ॥১৪॥  
 এবমুক্তস্ত হনুমান্ ভীমসেনমভাবত ।  
 ভ্রাতৃত্বাৎ সৌহৃদ্যচৈব করিষ্যামি প্রিয়ং তব ॥১৫॥  
 চমুং বিগাহ শক্রগাং শরশক্তিসমাকুলাম্ ।  
 যদা সিংহরবং বীর ! করিষ্যসি মহাবল ! ॥১৬॥  
 তদাহং বৃংহয়িষ্যামি স্ব-রবেণ রবং তব ।  
 যং শ্রুত্বৈব ভবিষ্যন্তি ব্যসবস্তেহরয়ো রণে ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)  
 বিজয়ন্ত ধ্বজশ্চ নাদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান্ ।  
 শক্রগাং তে প্রাণহরান্ স্তম্ভং যেন হনিষ্যথ ॥১৮॥  
 এবমাত্মা হনুমাংস্তদা পাণ্ডবনন্দনম্ ।  
 মার্গমাধ্যায় ভীমায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
 তীর্থযাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

সনাথা ইতি । নাথেন প্রভুগা । ধাত্বেন ধনবানিত্যাদিবদভেদে তৃতীয়া ॥১৪॥  
 এবমিতি । সৌহৃদ্যং এতৎসৌজ্ঞ্যনিবন্ধনাদিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥  
 চমুমিতি । চমুং সেনাম্, বিগাহ আলোড়্য । সিংহরবং সিংহনাদম্ । বৃংহয়িষ্যামি বর্দ্ধয়িষ্যামি,  
 স্বরবেণ নিজকণ্ঠধ্বনি । ব্যসবো বিগতশ্রাণাঃ ॥১৬—১৭॥  
 বিজয়ন্তেতি । বিজয়ন্ত অর্জুনস্ত । যেন নাদমোচনেন, হনিষ্যথ শক্রন ॥১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৫॥

মহাবল ! আপনি প্রভু থাকায় পাণ্ডবেরা সকলেই প্রভুসম্পন্ন আছেন ;  
 আপনার বলেই আমরা সকল শত্রুকে জয় করিব” ॥১৪॥

ভীম এইরূপ বলিলে, হনুমান্ ভীমকে বলিলেন—“ভ্রাতা বলিয়া এবং এই  
 সৌহার্দবশতঃ আমি তোমার প্রিয়কার্য্য করিব ॥১৫॥

মহাবল বীর ! তুমি যখন বাণ ও শক্তিসমাহ্বয় শক্রসেনা আলোড়ন করিয়া  
 সিংহনাদ করিবে, তখন আমি নিজের কণ্ঠশব্দদ্বারা তোমার সেই সিংহনাদ বর্দ্ধিত  
 করিব ; যাহা শুনিয়াই শত্রুরা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিবে ॥১৬—১৭॥

(১৭) বিজয়ন্ত বা ব ক্য পি নান্তি । (১২)...তদা পাণ্ডবরথ্যম্—পি । \* ‘...একপক্ষাৎ  
 দ্বিধিকঃ...’—বা ব ক্য পি, নি অধ্যায়সমাপ্তির্নান্তি ।

